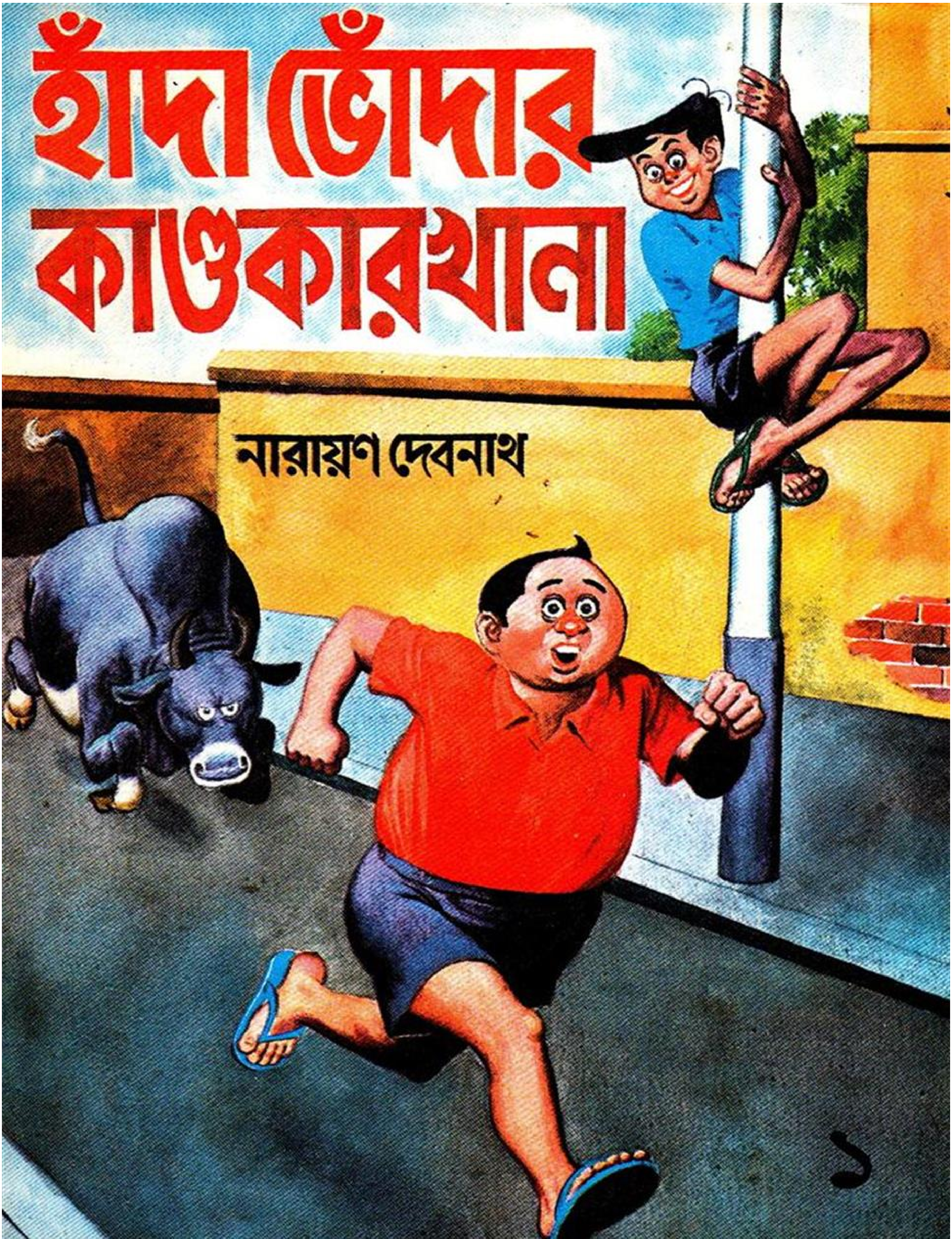

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১



হাঁদা-ভোঁদার
মালা কাহিনী
ঝুঁটকিদ্দির আজ জন্মদিন। ওর জন্যে আমি এই দারুণ হারটা এনেছি!
তোর দারুণ জিনিসটা একটু দেখি, ভোঁদা!
এটার মাপ ঠিক আছে কিনা দেখি!
আরে! এযে ভয়ানক টাইট রে! এটা তোর ঝুঁটকিদ্দির গলায় ফিট করবে না, ভোঁদা!
ওঁ্যাক!
ঘাবড়াস না, ভোঁদা। এটা আমি বড়ো করে দিচ্ছি।
ওঃ! আমার গলা!
এইরে, মনে হচ্ছে আমি এটা বেশী টেনে ফেলেছি!
ইঃ! কি ভাবে ছড়িয়ে গেলো রে ভোঁদা!
পাজী, কুচুটে কোথাকার!
তোর জন্যে আমি ওটা থামিয়ে দিচ্ছি, ভোঁদা।


এই যে— ওহ! দুঃখিত, ভোঁদা!
ইয়েয়ো! আমার আঙুল!
পরে
হাঁদা হারটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাই এবার বুটকিদিকে দেবার জন্যে দারুণ বালা এনেছি।
এতো ভোঁদার গলা।
ভোঁদাই তো — আর ওর হাতে যেন কি রয়েছে।
আমি এই বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেবো!
আরে! এ-একি?
ক্লিক!
ক্লিক!
হাঃ হাঃ! আমার মনে হয় না বালা নিয়ে এবার খুব উৎসাহী হবে।
অ্যাই! এগুলো খুলে দে, বলছি!
এখনই নয়, হাঁদা!
হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ! ওরে বাবারে! গেলুম!
সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ কর বলছি, ভোঁদা!
তোর পরে আমার পালা!
H.B.I I/A.

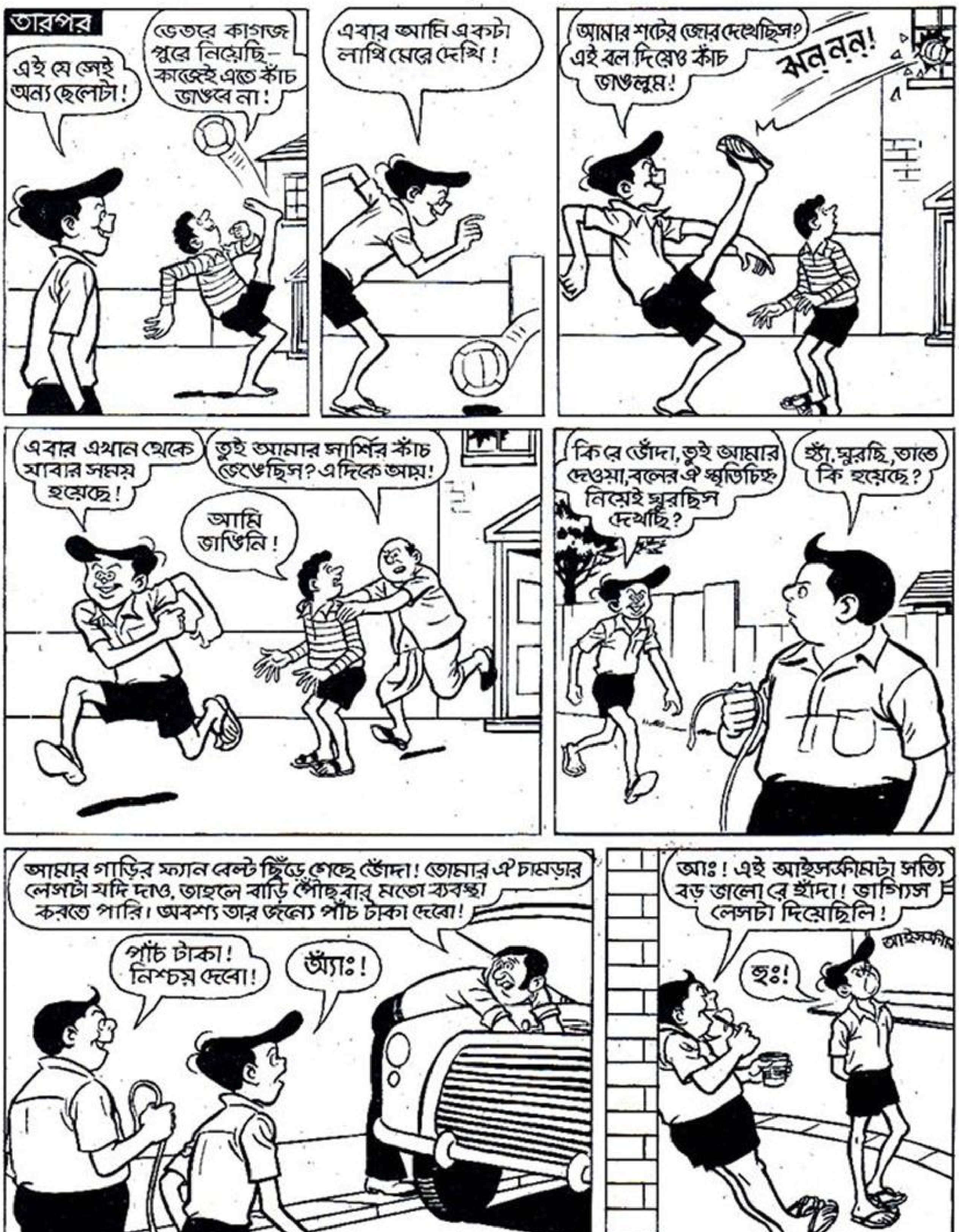

হাঁদা-ভোঁদার
ফুটবল ম্যাচ
পারিস যদি আটকা!
দারুন সট! এই নিয়ে তিন জন গোলকীপারকে ঘায়েল করলো হাঁদা! ওকে দলে নিলে ভোঁদার দলকে আজ ম্যাচে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেবো!
তা হলে ঐ কথাই রইলো, তুই আমাদের হয়ে খেলছিস।
ঠিক আছে, বিকেলে ম্যাচের সময় দেখা হবে!
বিকালে
হাঁদা, কোথাও যাবি না। গাড়ি করে তোকে নিয়ে তোর মামাবাড়ি যাবো!
কিন্তু বাবা, আমি যে বল খেলতে যাচ্ছি!
গাড়িতে ওঠ বলছি হাঁদা!
আচ্ছা উঠছি!
হঠাৎ
যাঃ! গাড়ির চাকা ফুটো হয়ে গেলো!
হিঃ হিঃ! চমৎকার!
তোকে সঙ্গে আনাতে খুব কাজ হয়েছে! তুই ঠেলে আধমাইল সামনের গ্যারেজটায় নিয়ে চল। আমি স্টিয়ারিংএ আছি!
উফ্! আফ্!
দুটো চাকাই ড্যামেজ! কাল নিয়ে যাবেন।


গাড়ি ঠেলে খুব হাঁপিয়ে গেছিস! তুই বাড়ি চলে যা, আমি একটু ঘুরে আসি।
সেই ভালো!
এই যে হাঁদা! এতো দেরী! আমরা তো খেলা শুরু করে দিচ্ছিলাম!
ওফ, ওফ! দাঁড়া, বুটটা পরে আসি।
তোদের খেলোয়াড় খেলবার আগেই যে হাঁপাচ্ছে রে!
ওফ! এবার কিক্ অফ্— হাঁপিয়ে না পড়লে—
আফ্‌স্! ফস্কে গেলুম!
আরেক বার লাথি মারি!
ওফ্! স্যাণ্ডউইচ হয়ে গেলুম!
খেলা শেষে
ওরে মা রে! আমি মামা বাড়ি যাবো!
তোকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি অপদার্থ কোথাকার!

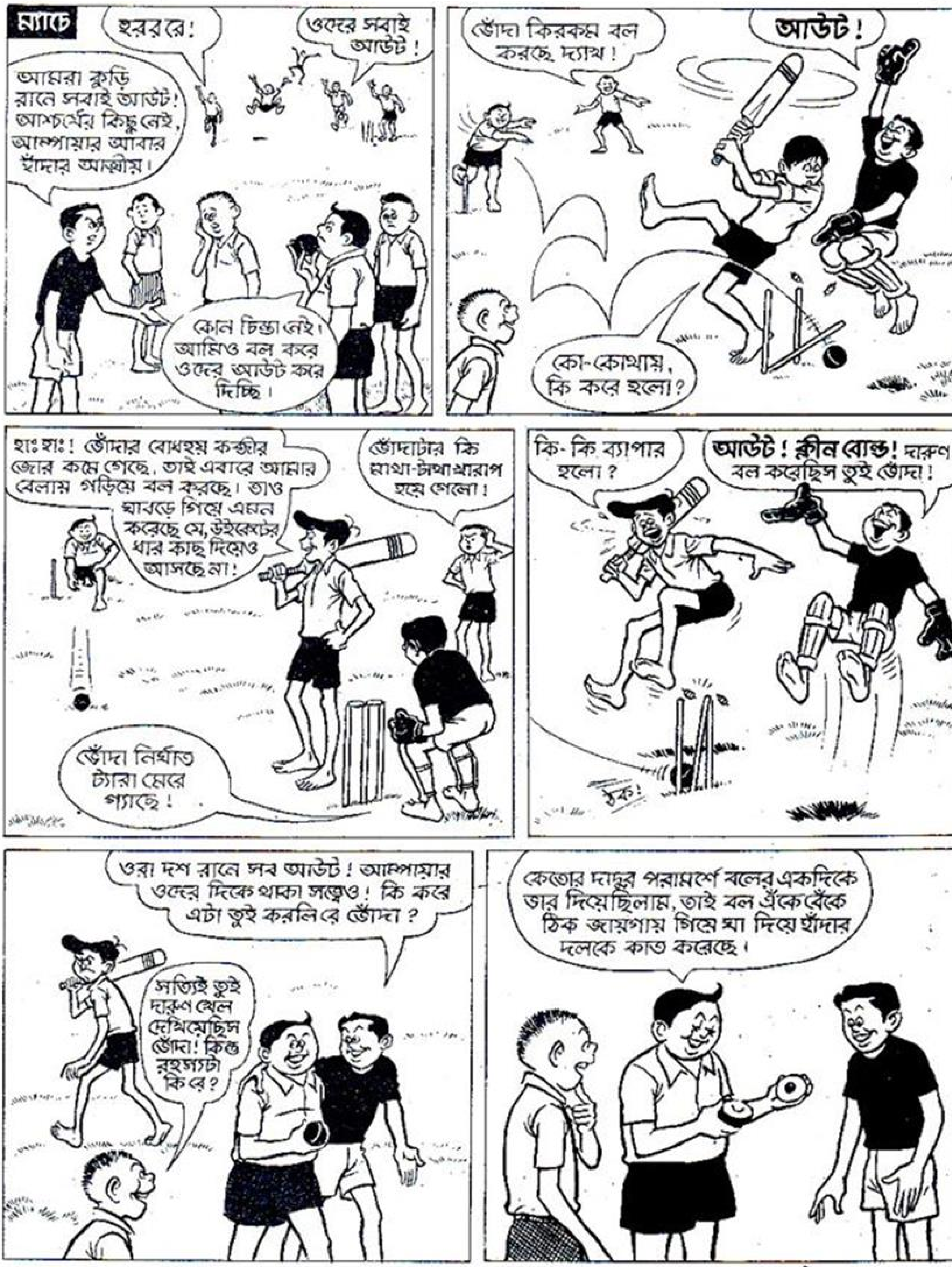

হাঁদা-ভোঁদার
ম্যাচ দেখা
আজ খুব জোর ফুটবল ম্যাচ খেলা হবে রে ভোঁদা! দেখলে হতো।
ঢুকবি কি করে। পকেট তো গড়ের মাঠ!
তুই কি ভেবেছিস আমরা টিকিট কেটে ঢুকবো?
তবে কেমন করে?
বুদ্ধি খরচ করে! নে, এবারে ভেতর দিকে ঝুলে পড়। তারপর আমি যাচ্ছি।
হাত পা কাঁপছে রে মাইরি!
গেলুম!
মরেছে! হতভাগাটা দেখছি বাইরের দিকেই হাত ফসকে পড়লো।
এই মরেছে! হতচ্ছাড়া ভোঁদাটা পড়ে গিয়ে সব মাটি করে দিলো। পুলিসও টের পেয়ে গেছে। মানে মানে সরে পড়ি।
পুলিস দেখে হাঁদা বোধহয় কাছাকাছি গা ঢাকা দিয়েছে। আরে, একটা দুটাকার নোট পড়ে আছে!
একটা চকোলেট দিন!
এই নাও!


আহা, বাচ্চাটা কাঁদছে! চকোলেটটা ওকে দিয়ে দি। এই নে খোকা!
আরে আরে করিস কি?
চকোলেটটা ওকে দিয়ে দিলি? আমরা দুজনে দিব্যি খেতে পারতাম।
নারে, দেখ বাচ্চাটা ওটা পেয়ে কেমন চুপ করে গেছে!
অলপ্পেয়ে ড্যাকরা! আদিখ্যেতা করে চকলেট দিয়ে দ্যাখ আমার নাতিটার কি হাল করেছিস!
মরেচে!
ভোঁদা! দাঁড়াও!
বারণ না শুনে চকোলেটটা হাতছাড়া করলি আবার ছাতার গুঁতোও খেলি! এবার এ তোকে ধরে কি করবে কে জানে?
গেলুম রে!
তোমার চকোলেট ঐ বাচ্চাটাকে দিতে আমি দেখেছি। তোমার সহৃদয়তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে একটা ঐ ফুটবল ম্যাচ খেলার টিকিট দিচ্ছি।
চলিরে হাঁদা! ম্যাচ বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে। ফিরে তোকে খেলার সব বিবরণ শোনাবো!
ইঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
বল ভাগ
তোদ্দের জুটি কোন কম্মের নয়! ছ'গোল দিতে দিলি, আবার তিনটে পেনাল্টি!
ছ'টার দুটো তো তোর সেমসাইডে!
তোদ্দের আর আমার টীমে খেলতে নেবো না!
ঠিক আছে! কিন্তু ঐ বলে আমাদ্দেরও শেয়ার আছে— তাই আমরা ওটা চাই!
আমাদ্দের দে!
না! দেবো না!
ধমাস! ধাঁই! গদাম!
একজন চামড়ার খোলটা পেয়েছে, আর একজন ব্লাডার! আর আমার হাতে রয়েছে ফিতেটা!
হোঃ! হোঃ! আমরা জিতেছি!
পরে
ঐ যে ভোঁদা, ব্লাডারে জল পুরে বোধহয় ছোঁড়াটাকে ভেজাবার তালে আছে! ভোঁদাকেই আমি ভিজিয়ে দি!
হোঃ হোঃ! গুলতি থেকে ছোঁড়া পেরেকটাই এই ম্যাজিক ঘটালো!
আহ্!
নে ভোঁদা! আমার ভাগের লেজটা তোকে দান করলুম!


তারপর
এই যে সেই অন্য ছেলেটা!
ভেতরে কাগজ পুরে নিয়েছি— কাজেই এতে কাঁচ ভাঙবে না!
এবার আমি একটা লাথি মেরে দেখি!
আমার শটের জোর দেখেছিস? এই বল দিয়েও কাঁচ ভাঙলুম!
ঝনঝন!
এবার এখান থেকে যাবার সময় হয়েছে!
তুই আমার সার্শির কাঁচ ভেঙেছিস? এদিকে আয়!
আমি ভাঙিনি!
কিরে ভোঁদা, তুই আমার দেওয়া, বলের ঐ স্মৃতিচিহ্ন নিয়েই ঘুরছিস দেখছি?
হ্যাঁ, ঘুরছি, তাতে কি হয়েছে?
আমার গাড়ির ফ্যান বেল্ট ছিঁড়ে গেছে ভোঁদা! তোমার ঐ চামড়ার লেসটা যদি দাও, তাহলে বাড়ি পৌঁছবার মতো ব্যবস্থা করতে পারি। অবশ্য তার জন্যে পাঁচ টাকা দেবো!
পাঁচ টাকা! নিশ্চয় দেবো!
অ্যাঁঃ!
আঃ! এই আইসক্রীমটা সত্যি বড় ভালো রে হাঁদা! ভাগ্যিস লেসটা দিয়েছিলি!
হুঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
বল করা
কিরে, তোদের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন ভোঁদা ভয় পেলো নাকি? কাল আমাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে তো?
ভোঁদা! ওদলের ক্যাপ্টেন হাঁদা বলে বেড়াচ্ছে কাল ম্যাচে আমাদের গো-হারান হারাবে।
ভালো বোলিং হলে আমরা জিততে পারি। এজন্য দরকার একজন ভালো কোচের।
আমার দাদু খুব ভালো বোলার ভোঁদা! শুনেছিলাম আজ নাকি কোন ছেলেদের শেখাবেন।
শীগগির চল কেতো, তোর দাদু হয়তো কাল ম্যাচ জিততে আমাদের সাহায্য করতে পারে!
ভোঁদা! আমার দাদু! তুই দাদুর সঙ্গে কথা বল, আমি আসছি।
ঠিক আছে।
একটু পরে
আপনার পরামর্শ মতোই করবো তাহলে। এখন যাচ্ছি দাদু!

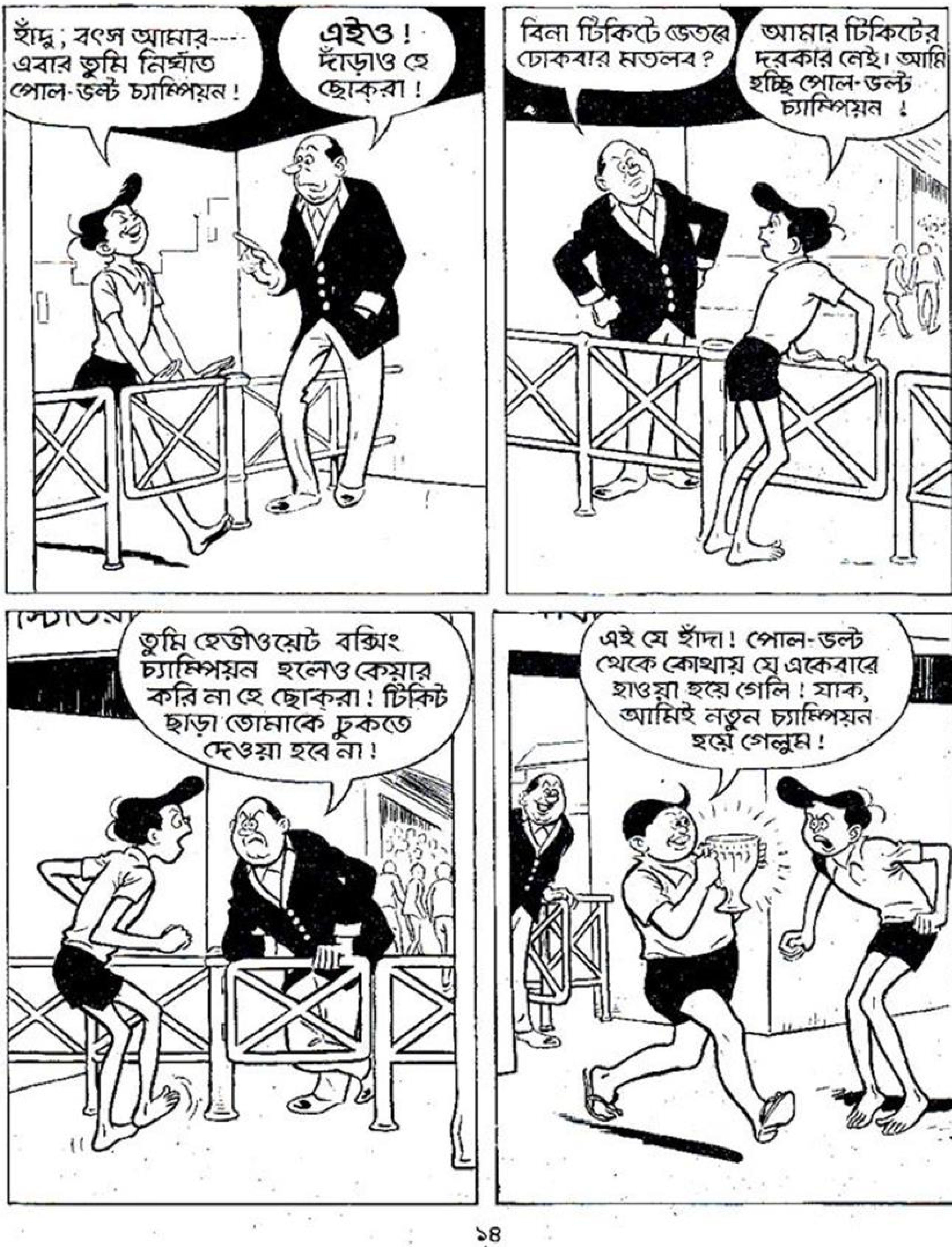

ম্যাচে
হুরররে!
ওদের সবাই আউট!
আমরা কুড়ি রানে সবাই আউট! আশ্চর্য্যের কিছু নেই, আম্পায়ার আবার হাঁদার আত্মীয়।
কোন চিন্তা নেই। আমিও বল করে ওদের আউট করে দিচ্ছি।
ভোঁদা কিরকম বল করছে, দ্যাখ!
আউট!
কো-কোথায়, কি করে হলো?
হাঃ হাঃ! ভোঁদার বোধহয় কব্জীর জোর কমে গেছে, তাই এবারে আমার বেলায় গড়িয়ে বল করছে। তাও ঘাবড়ে গিয়ে এমন করেছে যে, উইকেটের ধার কাছ দিয়েও আসছে না!
ভোঁদাটার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেলো!
ভোঁদা নির্ঘাত ট্যারা মেরে গ্যাছে!
কি-কি ব্যাপার হলো?
আউট! ক্লীন বোল্ড! দারুণ বল করেছিস তুই ভোঁদা!
ঠক!
ওরা দশ রানে সব আউট! আম্পায়ার ওদের দিকে থাকা সত্ত্বেও! কি করে এটা তুই করলিরে ভোঁদা?
সত্যিই তুই দারুণ খেল দেখিয়েছিস ভোঁদা! কিন্তু রহস্যটা কি রে?
কেত্তোর দাদুর পরামর্শে বলের একদিকে ভার দিয়েছিলাম, তাই বল এঁকেবেঁকে ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়ে হাঁদার দলকে কাত করেছে।


হাঁদা-ভোঁদার
ডুয়েল ফাইট
ওঃ, ভোঁদার সঙ্গে গুলতির লড়াই দারুণ জমে উঠেছে!
হাঁদার জ্বালায় শান্তিতে একটু কাগজ পড়বার যো নেই!
এই সাংঘাতিক জিনিস দিয়ে আর খেলা নয়! যাও, তোমাদের জয়েনারী সেট নিয়ে খেলা করোগে!
অফ্!
জয়েনারী সেট থেকে কি খাসা কাঠের তরোয়াল তৈরী করেছি! আয়, অসিযুদ্ধ করি!
ঠিক আছে! সামাল!
মরেচে! পিসেমশাইয়ের ফুলগাছ খতম!
এই মাত্র তুই করলি!
ব্যস, এ জিনিস দিয়ে আর কোন খেলা নয়!



এই নে, এবার বাগান সাফ কর। এতেই তোদের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে!
কিন্তু
রেডি! চার্জ!
ওঃ!
উফ্!
ওয়াহ্!
তোর মাথা থেকেই এই সব লড়াইয়ের মতলব গজাচ্ছে। ঠিক আছে, তোর লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!
থামিস না হাঁদা! যে কোন মুহূর্তে পিসেমশাই এসে পড়তে পারেন। আমার ওপর কড়া নির্দেশ, কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে তুই বিশ্রামহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিস কিনা তার তদারক করতে। তদারকীতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটলে এই লাঠিটা আমার পিঠে ক'ঘায়ে ভাঙা যায় তাপরখ করা হবে! কাজেই বুঝতেই পারছিস—


হাঁদা-ভোঁদার
পোল-ভল্ট
পোলভল্টের কাপটা এবার আমিই নেবো ভোঁদা!
স্পোর্টস স্টেডিয়াম
আমি যেখানে চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছি সেখানে পোল-ভল্টে নাম দিয়ে তুই লোক হাসাতে যাচ্ছিস! তোর ঐ ভোঁটকা শরীর নিয়ে জাম্প করবি কি করে?
হুম! খানিক পরে এটা শুরু হচ্ছে, তার আগে আমি একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে নি ভোঁদা!
পারফেক্ট!

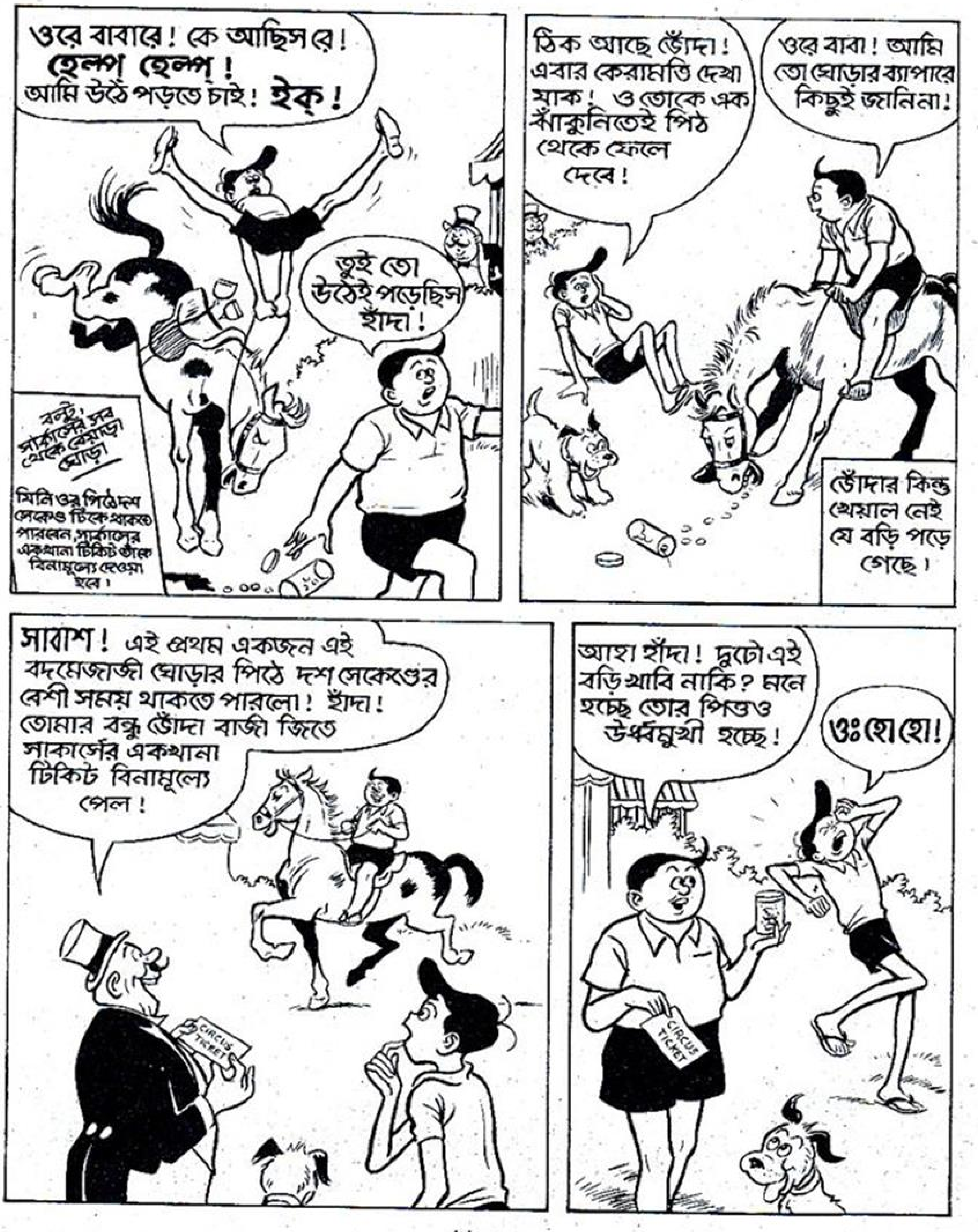


হাঁদু ; বৎস আমার---- এবার তুমি নির্ঘাত পোল-ভল্ট চ্যাম্পিয়ন !
এইও ! দাঁড়াও হে ছোক্‌রা !
বিনা টিকিটে ভেতরে ঢোকবার মতলব ?
আমার টিকিটের দরকার নেই। আমি হচ্ছি পোল-ভল্ট চ্যাম্পিয়ন !
তুমি হেভীওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হলেও কেয়ার করি না হে ছোক্‌রা ! টিকিট ছাড়া তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না !
এই যে হাঁদা ! পোল-ভল্ট থেকে কোথায় যে একেবারে হাওয়া হয়ে গেলি ! যাক, আমিই নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলুম !


হাঁদা ভোঁদার
ঘোড়দৌড়
শহরের দিকে গিয়েছিলি কেন রে হাঁদা?
এখন বলবো না কাল দেখতে পাবি!
পরদিন
এই নিন আপনার ফরমায়েসি জিনিস!
ধন্যবাদ!
ওতে কি জিনিস আছে রে হাঁদা?
স্কুল থেকে আজ যে ঘোড়ার রেস হচ্ছে—তাতে ফার্স্ট হবার জন্যে অর্ডার দিয়ে খাঁটি রবারের এই স্পেশাল টুপি তৈরি করিয়েছি!
কিন্তু এটা তোকে কি ভাবে সাহায্য করবে রে হাঁদা?
ঘোড়ার রেস
দ্যাখ এই ভাবে! যদি আমি রেসের সময় ঘোড়া থেকে পড়েও যাই, তাহলে আবার আপনা থেকেই ফিরে এসে ঠিক ঘোড়ার পিঠে বসবো!


রেস শুরু হবার কিছু পরে
এত তাড়াতাড়ি পড়ে গেলি! আমার মতো একটা রবারের টুপি যোগাড় কর !
টুপির সঙ্গে তোর জন্যে রবারের একটা চানের পোষাকও আনা উচিত ছিলো হাঁদা !


হাঁদা-ভোঁদার
অশ্বারোহন
এ্যাই ভোঁদা ! তোর কুকুরটাকে ধর না ! ব্যাটা আমাকে দেখলেই কামড়াতে আসে। যেমন তুই তেমনি তোর কুকুর !
ঘেউ!
ঘেউ!
পশু চিকিৎসালয়ে
পিত্ত উর্দ্ধমুখী হয়েছে ! এই চিনি মাখানো নিরাপদ মোলায়েম বড়ি রোজ দুটো করে খাওয়ালেই চচ্চড় করে নেমে যাবে।
ইঃ! গোব্বা ভালোই খাবে !
আরে ! গোব্বা এখন কেমন ভালো কুকুর হয়ে গেছে !
তুই যেমন তেমনি তোর পছন্দ! আমার পছন্দ হচ্ছে তেজী ঘোড়া !
আমি সত্যিকারের একজন ঘোড়া বিশেষজ্ঞ জানবেন ! দেখুন আমি কেমন করে সার্কাসের এই বেয়াড়া ঘোড়াটার পিঠে চড়ে ওকে আয়ত্তে রাখি !
আপনি কি বল্টুর পিঠে চাপতে পারেন ?


ওরে বাবারে! কে আছিস রে!
হেল্প হেল্প!
আমি উঠে পড়তে চাই! ইক্!
তুই তো উঠেই পড়েছিস হাঁদা!
বল্টু, সার্কাসের সব থেকে বেয়াড়া ঘোড়া
যিনি ওর পিঠে দশ সেকেণ্ড টিকে থাকতে পারবেন, সার্কাসের একখানা টিকিট তাঁকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।
ঠিক আছে ভোঁদা! এবার কেরামতি দেখা যাক! ও তোকে এক ঝাঁকুনিতেই পিঠ থেকে ফেলে দেবে!
ওরে বাবা! আমি তো ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানিনা!
ভোঁদার কিন্তু খেয়াল নেই যে বড়ি পড়ে গেছে।
সাবাশ! এই প্রথম একজন এই বদমেজাজী ঘোড়ার পিঠে দশ সেকেণ্ডের বেশী সময় থাকতে পারলো! হাঁদা! তোমার বন্ধু ভোঁদা বাজী জিতে সার্কাসের একখানা টিকিট বিনামূল্যে পেল!
CIRCUS TICKET
আহা হাঁদা! দুটো এই বড়ি খাবি নাকি? মনে হচ্ছে তোর পিত্তও উর্ধ্বমুখী হচ্ছে!
ওঃ হো হো!
CIRCUS TICKET


হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট ব্যাট
এটা পুরোনো হয়ে গেছে। আমাদের একটা নতুন ব্যাট দেবেন পিসেমশাই?
না! ওটা এখনো বেশ ভালোই আছে!
ভোঁদা, বড় দেখে একটা পাথর ছোঁড়। তাহলেই এটা ভাঙবে আর আমরা নতুন ব্যাট পাবো!
ঠিক আছে হাঁদা, এই নে লাগা!
মরেচে! গুল্লুবাবুর টব ভেঙেছি! ভোঁদাটাও দেখছি পালালো!
এই তালে তাহলে আমিও কাটি!
দাঁড়া নচ্ছার!
আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি কি?
নিশ্চয়ই. ধন্যবাদ খোকা!
এইবার ব্যাট ছরকুটে যাবে!
ওরে বাবা! একটা বোলতা!
এই খা ব্যাটা বোলতা ব্যাটের ঘা—ওপ্স্!
উফ্!

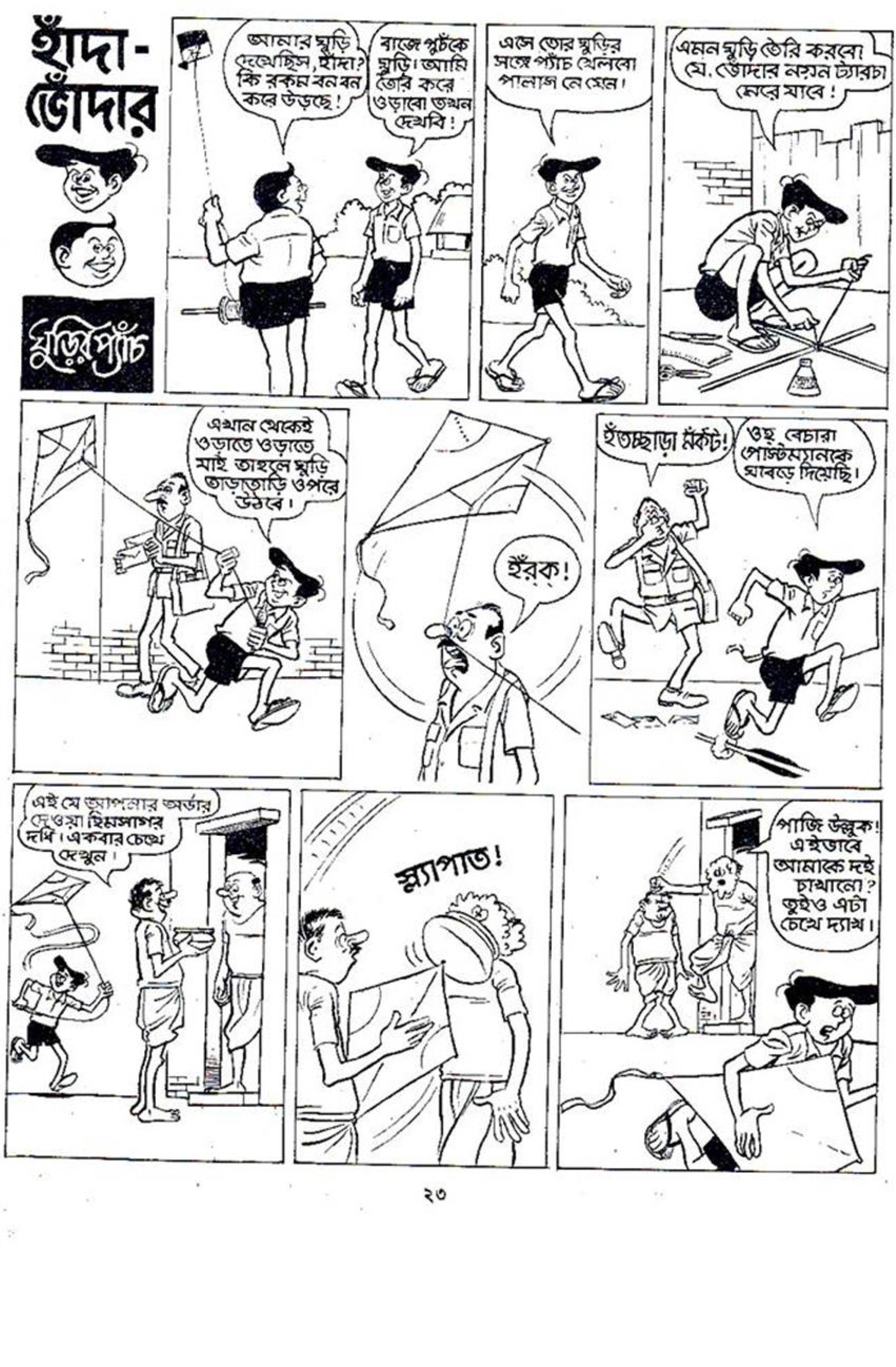


আর এখানে থাকা চলে না !
কিছু পরে
এবার পাঁচিলে মেরে এই হতচ্ছাড়া ব্যাটকে ভাঙবো !
আরে বাপরে ! কোন বদমাস হামাকে লেংড়া বানিয়ে দিলো !
আইনের প্রতিনিধির পা ভেঙেছি, কিন্তু হতভাগা ব্যাটের একটা টুকরোও ভাঙেনি !
ঘরে ফিরে
তোর সম্বন্ধে সবই শুনেছি। ব্যাটটা দেখি ! এবার আমার ঘরে চল !
অ্যাই মরেচে !
ঠকাস ! ঠকাস !
ইস, বেচারা !
উঃ ! আঃ ! গেলুম !
বললে বিশ্বাস করবি না মাইরি ! আমার পাছায় দু'ঘা পড়তেই ব্যাট দু'ফাঁক ! যাক এবারে পিলেমশাই নতুন ব্যাট কিনে দেবে বলেছে !

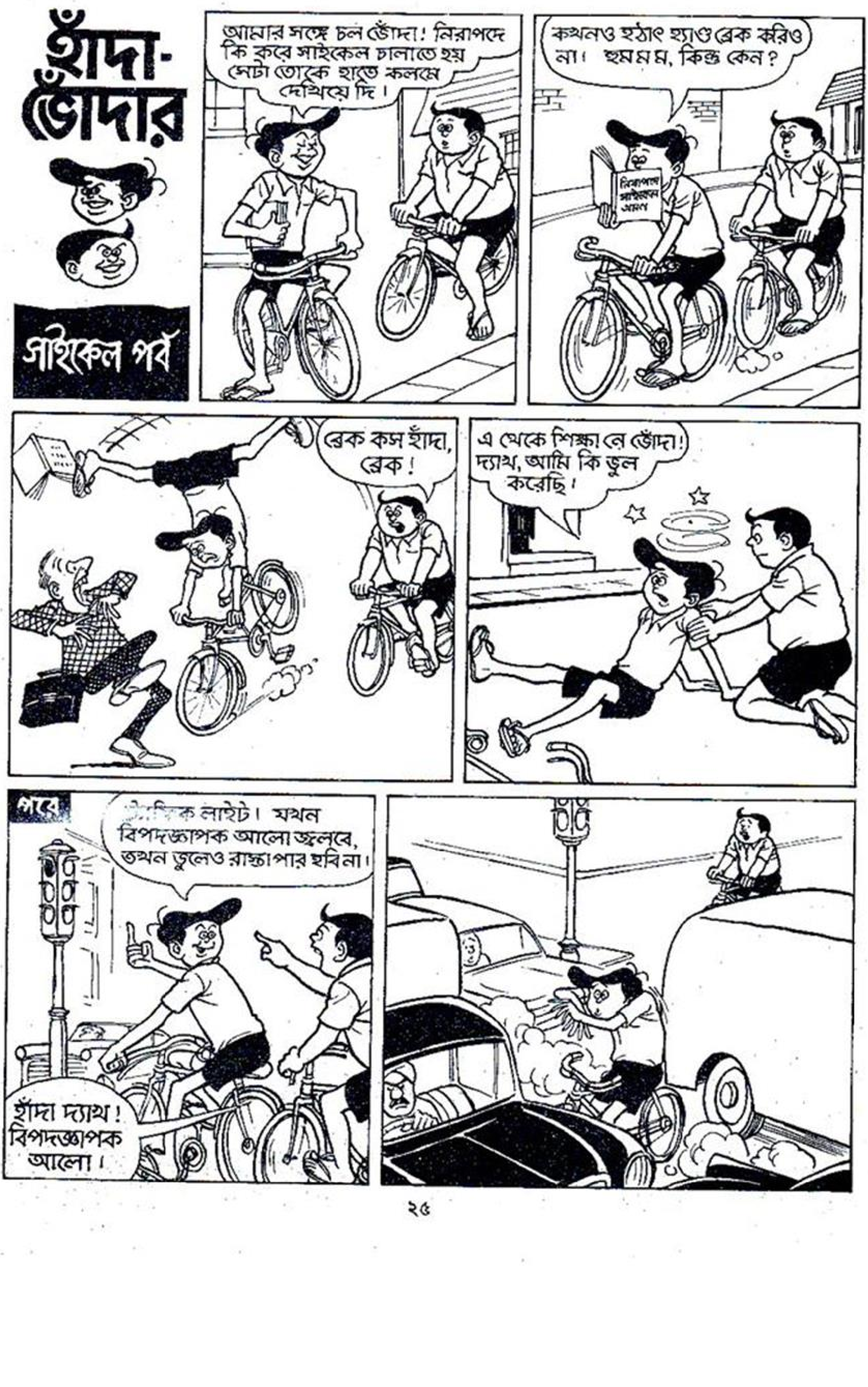

হাঁদা-ভোঁদার
ক্যাচ প্র্যাকটিস
আজ স্কুল ম্যাচে আমি উইকেট কীপার হয়ে খেলবো।
আবার ধরেছি! আমি ক্যাচ লোফায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছি!
আবার একবার ক্যাচ লুফবো!
এবারে ফস্কেছিস, ভোঁদা!
আরে, হাত ছেড়ে দে হতভা—ওঁক!
ক্রিকেট খেলতে হলে সব সময় বলের দিকে চোখ রাখবি, ভোঁদা।
আমার নাক, উঃ!
এই দস্তানা পরলে আরো ভালো করে ধরতে পারবি।
দ্যাখ? কেমন আমি তোকে ধরলুম!
এবারে এই উইকেট কীপারের প্যাড। এগুলি তোকে কিছুটা রক্ষা করবে।
আহ্!



আমি শুধু দেখছি এগুলি তোকে সত্যি রক্ষা করতে পারে কিনা — আমি মনে করি পারে না!
উফ্‌স্‌!
তুই উইকেট কীপার হয়ে খেলিস না, ভোঁদা! নিজের দিকেই তুই ভালো নজর রাখতে পারিস না!
হিঃ হিঃ! ভোঁদাটাকে নাজেহাল করে বেশ ঘাবড়ে দেওয়া গেছে!
দ্যাখ হাঁদা কেমন উইকেটে হিট করেছি, হিঃ, হিঃ!
আঁই!
ওরে হতচ্ছাড়া, তোর দেখছি বড্ড সাহস? দেখাচ্ছি মজা!
আঁউ!
একি রে? ওরে বাবা! ইক!
ওউফ্‌!
হতভাগা ধেড়ে বাঁদর! তোর মুণ্ডুতেই ব্যাট হাঁকড়াবো!
ঘাবড়াস না হাঁদা! ব্যাটের ঘায়ে তোর মুণ্ডু উড়ে এলে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
ওরে বাবারে!


হাঁদা-ভোঁদার
ঘুড়ির প্যাঁচ
আমার ঘুড়ি দেখেছিস, হাঁদা? কি রকম বন বন করে উড়ছে!
বাজে পুচঁকে ঘুড়ি। আমি তৈরি করে ওড়াবো তখন দেখবি!
এসে তোর ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলবো পালাস নে যেন।
এমন ঘুড়ি তৈরি করবো যে, ভোঁদার নয়ন ট্যারচা মেরে যাবে!
এখান থেকেই ওড়াতে ওড়াতে যাই তাহলে ঘুড়ি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠবে।
ইঁরক!
ইঁতচ্ছাড়া মর্কট!
ওহ্ বেচারা পোস্টম্যানকে ঘাবড়ে দিয়েছি।
এই যে আপনার অর্ডার দেওয়া হিমসাগর দধি। একবার চেখে দেখুন।
স্ব্যাপাত!
পাজি উল্লুক! এইভাবে আমাকে দই চাখানো? তুইও এটা চেখে দ্যাখ।

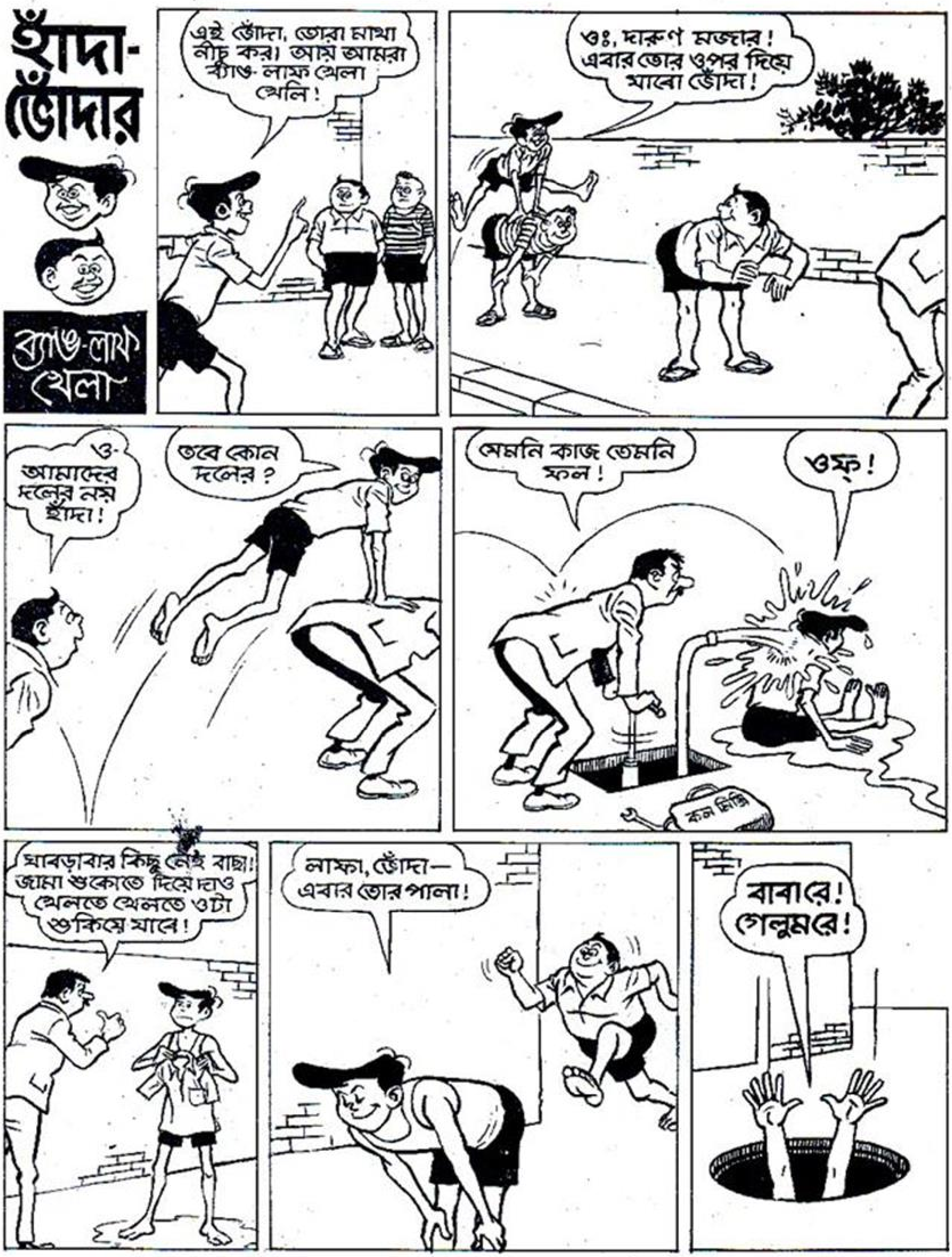

এটা দেখছি তখন থেকে বড্ড বেশী গোঁত্তা খাচ্ছে!
আমার পরচুলা!
আশ্চর্য! ঐ লোকটি এতো উতলা হলেন কিসে? যাকগে, আমি দৌড়োনো বন্ধ করবো না!
আপনার সাইন পেন্টিং হয়ে গেছে খেঁদুবাবু!
খেঁদুবাবুর সেলুন
পরিষ্কার কামানোর জন্যে
দেখি কেমন হলো।
সেলুন
এঃ! আমার সুতোটাকে কেটে দিয়েছে!
খেঁদুবাবুর
পরিষ্কার কামানোর জন্যে
আমার চুল!
একি! তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছো? এটা কি পরিষ্কার কামানো মুখ আঁকা হয়েছে?
না খেঁদুবাবু, এই ছেলেটাই এটা করেছে!
আমি কি করলাম কে জানে! শুধু আমার ঘুড়িটা গেলো।
কাামানোর জন্যে
কিরে হাঁদা আমাকে পালাতে বারণ করে নিজেই যে পালাচ্ছিস? তড়পানি চুপসে গেলো? তোর ঢাউস ঘুড়ি কই?
ঘুড়ি ওড়াচ্ছিস ওড়া, ম্যালা ফ্যাকর ফ্যাকর করিস না।


হাঁদা-ভোঁদার
সাইকেল পর্ব
আমার সঙ্গে চল ভোঁদা! নিরাপদে কি করে সাইকেল চালাতে হয় সেটা তোকে হাতে কলমে দেখিয়ে দি।
কখনও হঠাৎ হ্যাণ্ড ব্রেক কষিও না। হুমমম, কিন্তু কেন?
নিরাপদে সাইকেল আরোহণ
ব্রেক কস হাঁদা, ব্রেক!
এ থেকে শিক্ষা নে ভোঁদা! দ্যাখ, আমি কি ভুল করেছি।
পরে
লাইট। যখন বিপদজ্ঞাপক আলো জ্বলবে, তখন ভুলেও রাস্তা পার হবি না।
হাঁদা দ্যাখ! বিপদজ্ঞাপক আলো।

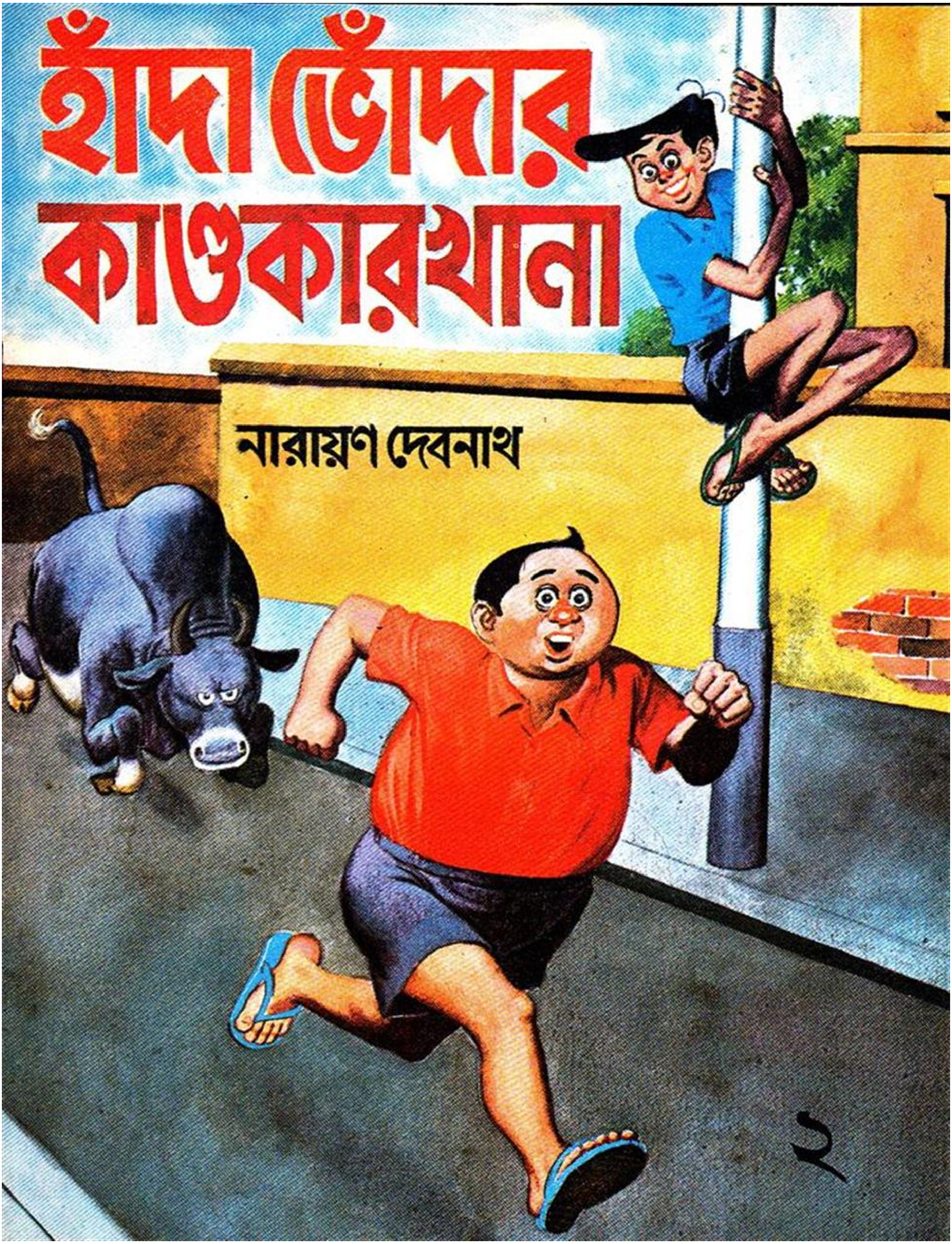

পরে
এখানে বলছে, কখনো সাইকেল চড়ে পাশাপাশি যেও না! বলতো কেন?
কারণ এটা তোমার নিজের এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের পক্ষে বিপজ্জনক!
পরে
না, কখনই হাত ছেড়ে চড়বে না, তার মানে হ্যাণ্ডেলবারে হাত না লাগিয়ে।
কেন, সেটা একটু দেখা না হাঁদা!
দ্যাখ, মনে হয় নিরাপদ, কিন্তু আসলে সাংঘাতিক বিপজ্জনক!
দুম
দড়াম
ধপাস
তোর পড়বার জন্যে একটা বই এনেছি হাঁদা। বইটা হলো— নিরাপদে সাইকেল চড়ার উপায়।
6


হাঁদা· ভোঁদার
যোগব্যায়াম
এক শীতের সকালে
মরেছে! শীতের এই সাতসকালে হাঁদা আবার কি করছে!
পায়ের বদলে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে কি করছিস রে হাঁদা?
মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আমি কি করছি বলে মনে হচ্ছে রে স্টুপিড! এ হচ্ছে আমার একটা যোগাসন!
এবার আমি কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটবো। তুই আমার সঙ্গে আসবি নাকি?
সাঁতার? এই এত সকালে? আর এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়? মনে হচ্ছে মাথার ওপর দাঁড়ানোটা তোর একটু বেশী হয়ে গেছে!
তুই যদি রোজ ভোরে ঠাণ্ডায় এই ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটিস তাহলে কোনদিন তোর সর্দি লাগবে না। আর তোর শরীর একেবারে তোর বশে থাকবে!


ওঃ! একেবারে জমিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডা রে মাইরি!
হুঁ হুঁ - ভা-ভারী চ-চমৎকার লা-লাগছে!
বাজী রেখে বলতে পারি হাঁদা, তোর দাঁতে দাঁতে কনসার্ট হচ্ছে!
অরর! তুই দেখবি ভোঁদা, সারা বছরে আর আমার সর্দি-টর্দি লাগবে না!
আহ্-আহ্-আহ্—
ছ্যোঃ!
হাঃ হাঃ! ঘাবড়াস না হাঁদা! তোর যৌগিক প্রক্রিয়ার ফল তুই একেবারে হাতে নাতে লাভ করেছিস!


হাঁদা-ভোঁদার
ব্যাঙ-লাফ খেলা
এই ভোঁদা, তোরা মাথা নীচু কর। আয় আমরা ব্যাঙ-লাফ খেলা খেলি!
ওঃ, দারুণ মজার! এবার তোর ওপর দিয়ে যাবো ভোঁদা!
ও- আমাদের দলের নয় হাঁদা!
তবে কোন দলের?
যেমনি কাজ তেমনি ফল!
ওফ্!
কল মিস্ত্রি
ঘাবড়াবার কিছু নেই বাছা! জামা শুকোতে দিয়ে দাও খেলতে খেলতে ওটা শুকিয়ে যাবে!
লাফা, ভোঁদা— এবার তোর পালা!
বাবারে! গেলুমরে!


আঁফ্ !
তুই কি রে হাঁদা? আলগা ম্যানহোলের ওপর দাঁড়াবার কোন মানে হয়?
দূর বোকা! তোর ওজনের জন্যেই এটা হলো ভোঁদা!
হুঁশিয়ার হাঁদা! ছেলেটার ফেলে যাওয়া একটা স্কেট তোর সামনে!
আমাকে শিগগির থামা ভোঁদা! আমি যে সোজা এঁদো খালটার দিকে যাচ্ছি রে!
হাঃ হাঃ! হাঁদা এখন—
ঝপাস!
—সত্যিকারের ব্যাঙদের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফ খেলছে!
ক্রোয়াঁক!
কোঁয়াক!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
২


হাঁদা-ভোঁদার
রং কাহিনী
আমার অফিসের সময় হয়ে এলো, আর হতভাগা হাঁদাটা এখনো নাক ডাকাচ্ছে! বেরোবার আগে নতুন কেনা বিশেষ শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম ক্লীনারটা ওর ওপরেই পরীক্ষা করে দেখি।
ওঠার সময় হয়ে গেছে হাঁদা! শীগগির ওঠ।
হউসসসস!
আমি নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছি!
ঘোর কেটে গেলে, উঠে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সামনের কাঠের বেড়াটা রং করবি। ভোঁদা অন্য কাজে গেছে। বিকেলে ফিরবে।
হিঃ হিঃ! ভোঁদা এসে এই বেড়া দেখলে ওই এবার রং করে দেবে। আমি এই ফাঁকে আর একটু ঘুমিয়ে নি।
ভোঁদা ফিরে
কেউ দেখে ফেলবার আগেই এটাকে রং করে ফেলতে হবে।


আমার পরিকল্পনা একেবারে ঠিক ঠিক কাজ করছে।
একটু পরে
যাক, বুদ্ধিটা আমাকে বেড়া রং করার পরিশ্রম বাঁচিয়েছে— অথচ বাবা ভাববে আমিই করেছি। যাই, এবারে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আসি
এটা তাহলে হাঁদার কারসাজি! তাহলে দেখাচ্ছি! মজা!
এবার বাছাধন মজাটি টের পাবে!
এই যে রাস্তায় তুই আমাকে বললি বেড়া রং করে তুই বেড়াতে বেরিয়েছিস। তা এটা কি হয়েছে? শীগগির ওসব আবার রং করে চাপা দে।
ষাঁড়ের নাদা
কিন্তু আ-আমিতো র-রং করে—কিন্তু আর যে রং নেই।
এই লিস্টে আমার পনেরোজনে বন্ধুর নাম ঠিকানা আছে। তারা তাদের বেড়া রং করার জন্যে লোক খুঁজছে। তাদের বেড়া রং করে দেবার পয়সা থেকে আমাদের বেড়ায় দেবার রং কেনা হয়ে যাবে।
ষোলটা বেড়া রং করার পর সেদিন রাত্রে
ধরলো ধরলো, রংএর ডিবে আমায় ধরলো!
আহা, বেচারা বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছে!


হাঁদা-ভোঁদার
নতুন মজা
কাল ভোঁদাকে নিয়ে একটু মজা করা যাবে।
সতর্ক থাকতে হবে!
পরদিন সকালে
ভোঁদা, আজ তুই আগে মুখে সাবান দিয়ে আয়!
ধন্যবাদ হাঁদা!
হাঃ হাঃ! যাক ভোঁদা তাহলে কোন সন্দেহ করে নি!
আজ একটু সকাল সকাল স্কুল যাবো হাঁদা!
পরে
তোর দেরী হবে হাঁদা! আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। স্কুলে বসে একটু পড়ে নেবো।
আচ্ছা তুই তাহলে যা আমি একটু পরে যাচ্ছি।
এ কিরে ভোঁদা, মুখে লাল রং মেখেছিস কেন?
ওসব চালাকি চলবে না। মুখে লাল রং অমনি বললেই হলো।
কি রে ভোঁদা, সং সেজে স্কুলে যাচ্ছিস?
যতই যে বলো, আমি ওতে ভুলছি না।


হিঃ হিঃ! হাঁদা ভেবেছে আমাকে নিয়ে মজা করবে! কিন্তু আমিও সতর্ক আছি!
ভোঁদা, মুখে লাল রং মেখে এসেছো কেন? যাও এখুনি ধুয়ে এসো।
স্যার, আপনিও আমার সঙ্গে তামাসা করছেন।
হিঃ হিঃ!
তোমার মুখ লাল কি না আয়নায় দেখো!
মরেছে! মনে হচ্ছে হাঁদা সাবানে কোন কারসাজি করেছিলো!
ভোঁদা, এবারে মুখের রং ধুয়ে আসবে কি?
হ্যাঁ স্যার, ধুয়ে আসছি!
ওফ্!
যেখানে যাচ্ছো তা দেখে যেতে পারো না? আরে, আমার চশমাটা গেলো কোথায়? ইস, তোমার মুখময় রক্ত! নিশ্চয় চোট লেগেছে। আহা বেচারা! বাড়ি চলে যাও, আজ তোমার ছুটি।
অ্যাঁ সত্যি?
তোর চালাকিতে আমার মুখে লাগা লাল রংকে রক্ত ভেবে হেডস্যার আমাকে ছুটি দিয়েছেন—হাঃ হাঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
বুদ্ধির প্যাঁচ
ছুটির পরেও তোকে আটকে রেখেছে ভোঁদা? কোন চিন্তা করিস না। আমি বুদ্ধি খাটিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোকে ওখান থেকে বার করে আনছি।
কাছের ফোন ঘর থেকে
কে, হেডমাস্টার বলছেন? শুনুন, আপনি শিগগির চলে আসুন। আপনার বাড়ি থেকে ভীষণ ধোঁয়া বেরোতে দেখা যাচ্ছে!
সত্যি হাঁদা! জানি না কি কায়দা তুই করেছিস, কিন্তু স্যার আমাকে ছুটি দিয়ে ঐ দ্যাখ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।
সুন্দর! চ' এবার আমরা সাইকেলে বেরিয়ে পড়ি।
হেডস্যার বাড়ি এসে
এতো দেখছি রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়া! কেউ আমার সঙ্গে মস্করা করেছে।
এদিকে
আরে আরে— এ্যাই বেলিক বল্টু!
রাস্তা থেকে সরে যা হাঁদারাম ভোঁদারাম!
হতভাগা প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিলো! দাঁড়া, হতচ্ছাড়া বল্টুর নাট ঢিলে করে দিয়ে আসি।
না ভোঁদা থাম!
আফ্‌স্‌!
আরে বুদ্ধু, চুরি যাবার ভয়ে সাইকেল রেলিং এ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো এর মধ্যে ভুলে মেরে দিলি?
উত্তেজনার বশে ভুলে গেছি মাইরি!


পরে
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! বল্টুর সাইকেল। আমিও নাট ঢিলে করে দিচ্ছি, তবে বল্টুর নয় ওর সাইকেলের।
দ্যাখ, এবারে ছুঁচোটা আমাদের বা অন্য কাউকে আর চাপা দিতে পারবে না।
সত্যি, দারুণ একখানা প্যাঁচ কসিয়েছিস।
সেই সময়
ঘোঁতাদা, তুমি আগামী বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাবার জন্যে প্র্যাকটিস্ করতে যাওয়ার আগে আমাকে তোমার সাইকেলটা দিয়েছিলে, ওরা তার অবস্থা কি করেছে দ্যাখো!
না, না!
ধরতে পারলে দুটোকে একসঙ্গে গিঁঠ বেঁধে দেবো।
শিগগির একটা প্যাঁচ বের কর হাঁদা!
ইস্কুলই একমাত্র জায়গা যেখানে ও ঢুকে কিছু করতে পারবে না।
এই যে মাণিকজোড়! তোমাদেরই চাইছিলাম।
চিন্তা করছিলাম যে বুনো হাঁসের পেছনে ছুটিয়েছে কে! এখন বুঝছি একটি রত্নই এই ইস্কুলে আছে, যার মাথায় এই সব বুদ্ধি বোঝাই।
তাই তোর বুদ্ধির বোঝাটা একটু হালকা করে দেওয়া প্রয়োজন।
হালকা হবার আগে শিগগির একটা বুদ্ধির প্যাঁচ কসে দে হাঁদা!

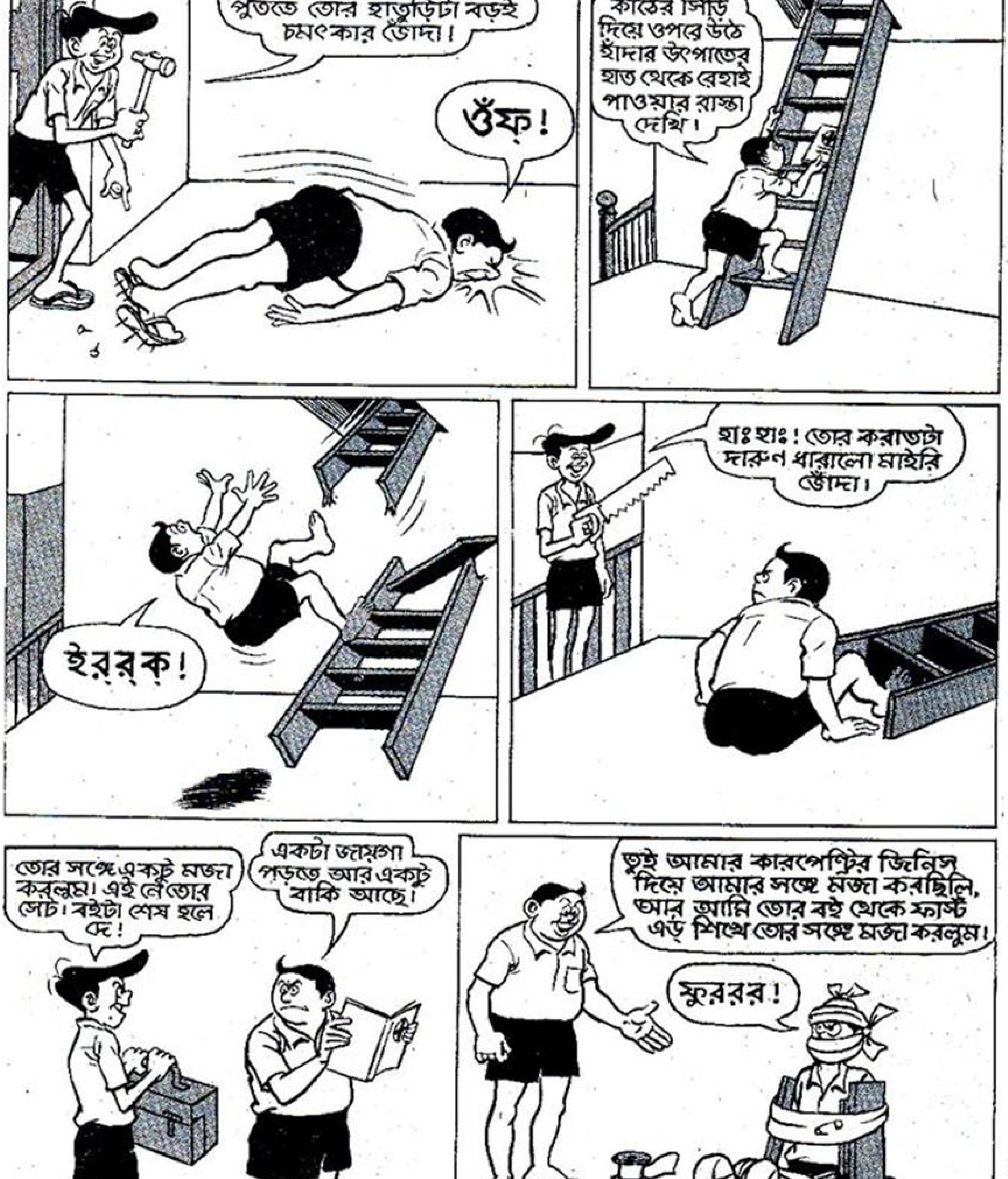


হাঁদা-ভোঁদার
জ্ঞানের গুঁতো
দেখ হাঁদা! টিভি তে ঐ ছেলেটা ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতেছে। আমারও ইচ্ছে করে ঐ রকম জিততে।
ওতে যে জ্ঞানের দরকার তা তোর নেই। তবে আমি পারি। সুতরাং এই শর্মাই যাবে ঐ প্রতিযোগিতায়!
শুধু লাইব্রেরীতে গিয়ে দু'একটা জ্ঞানের বই দেখে নেবো– ওহ্!
লাইব্রেরী আস্তে
হতভাগা গর্দভ! এখানে কি চাই?
আমি একটা জ্ঞানের বই চাই!
লাইব্রেরীয়ান
শব্দ করিবেন না
এই দিলাম– এবার দয়া করে চুপচাপ থাকো!
বুক অব নলেজ
বড় ছোট অক্ষর। আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখি!
মরেছে! বইয়ে যে আগুন ধরে গেলো!
ঘাবড়িও না, বৎস– এটা আগুন নিভিয়ে ফেলবে!
এই বইটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই বইগুলো দিয়ে মই তৈরি করে আমি ওপরের তাক থেকে আর একটা বুক অব নলেজ পেড়ে নি।


ওপস্! আমি পড়ে যাচ্ছি!
ওফ!
আবার সেই ছেলেটা!
ধর তো মর্কটটাকে! হতচ্ছাড়া আমাদের পড়াটাই মাটি করে দিলো!
এখানে থাকা আর ঠিক নয়!
দরজার চাবিটা খুলে নিয়ে নি!
লাইব্রেরী
হতভাগাটা আমাদের চাবি বন্ধ করে রাখলো!
ক্লিক
হিঃ হিঃ! আর আমাকে ধরতে পারবে না!
লাইব্রেরী
কিরে হাঁদা, কিছু জ্ঞান পেলি?
ভেবেছিলি চাবি আটকালে কিছু করতে পারবো না? এই দেখ!
মরেছে, ওপর থেকে হাঁদার মাথায় যে বুক অব নলেজ ছুঁড়ছে!
বুক অব নলেজ
তুই এবার সত্যি অনেক জ্ঞান লাভ করেছিস হাঁদা! জ্ঞান তোর মাথা থেকে এবার ঠেলে বেরোতে চাইছে রে মাইরি!
বুক অব নলেজ



হাঁদা-ভোঁদার
মজার মজা
তুই এই ফার্স্ট এড বইটা পড় ভোঁদা, আর তোর কারপেন্ট্রি সেটটা ততক্ষণ আমাকে দে।
ঠিক আছে, দে।
হাঁদা পাশের ঘরে খুটখাট করছে। আমি এ ঘরে বসে বইটা একটু পড়ে নিই।
বাপ রে! গেছি রে!
তোর তুরপুনটা দারুণ ভোঁদা। দেয়ালটার ভেতর দিয়ে যেন কেকের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মতো চলে গেলো!
অন্য জায়গায় যাচ্ছিস ভোঁদা? চপ্পলটা পরে যা।
হ্যাঁ সে তো যাবোই। অন্য জায়গায় বসে পড়বো।
দেখিস ভোঁদা পড়ে যাস না যেন!
ওপস্!



যে কোন জিনিসে পেরেক পুঁতত্তে তোর হাতুড়িটা বড়ই চমৎকার ভোঁদা।
ওঁফ্!
কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে হাঁদার উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা দেখি।
ইর্‌র্‌ক্!
হাঃ হাঃ! তোর করাতটা দারুণ ধারালো মাইরি ভোঁদা।
তোর সঙ্গে একটু মজা করলুম। এই নে তোর সেট। বইটা শেষ হলে দে!
একটা জায়গা পড়তে আর একটু বাকি আছে।
তুই আমার কারপেণ্ট্রির জিনিস দিয়ে আমার সঙ্গে মজা করছিলি, আর আমি তোর বই থেকে ফার্স্ট এড্ শিখে তোর সঙ্গে মজা করলুম।
ফুররর!


হাঁদা-ভোঁদার
বাজনা বাদ্যি
এই অর্কেস্ট্রা পার্টিতে একটা চান্স নেবো ভাবছি !
মিছিমিছি যাবি ভোঁদা! চান্স পেলে এক এই শর্মা পেতে পারে!
নোটিশ
সৌখীন অর্কেস্ট্রা সম্প্রদায়ের জন্য বাজিয়ে চাই
যোগাযোগ করুন
চমৎকার বেহালা বাজিয়েছো ভোঁদা! এই সৌখীন অর্কেস্ট্রায় তুমিই বেহালা বাজাবে!
অত লাফাসনে ভোঁদা! আগে আমার বাজনাটা ওকে শুনতে দে!
আপনার সৌখীন অর্কেস্ট্রায় আমার মতো একজন প্রতিভাবানের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি সব রকম বাজনা বাজাতে পারি জানবেন!
তাই বুঝি!
হ্যাঁ! আমি জোর করে বলতে পারি যে আমার মতো পিয়ানো বাজানো আপনি এর আগে আর শোনেন নি!
প্লিঙ্কি প্লঙ্ক!!
ইঃ! কানটা ঝালাপালা হয়ে গেল!


আমার ট্রমবোন বাজানোও অসাধারন!
আর আমি যা হার্প বাজাই তা অপূর্ব! আমাকে বাদ দিয়ে আপনার সৌখীন অর্কেস্ট্রা চলতেই পারে না!
আমি সসাফোন বাজাতেও সমান ওস্তাদ!
ভ্যাঁপ্ প্র্যাঁপ্!
ইয়াহু! যা বাজিয়ে শুনিয়েছি না — আমাকে ওর সৌখীন অর্কেস্ট্রায় নেবেই!
উঁউঁ হুঁউউঁ! আমাকে এই টিঙ টিঙে বাজনা বাজাতে দিয়ে আমার প্রতিভাকে চূর্ণ করা হয়েছে!
টিং টিং!!


হাঁদা ভোঁদার
মরিচদানী
আশ্চর্য কাণ্ড! মরিচদানীটা গেলো কোথায়?
হিঃ হিঃ! ওটা এখন আমার পকেটে!
ধরেছি! পিসেমশাইএর মরিচদানীট গ্যাঁড়াফাই করেছিস। ওটা দিয়ে দে।
ওহ্!
নিশ্চয় দেবো। এই নে…
আহ্- আই্…
হ্যাঁচ্চো!
আমি চললুম। তুই আগে ভালো করে হেঁচে নে তারপর এটা নিস।
পরে
ভোঁদা আড়ালে বসে শুকতারা পড়ছে আর কেক খ্যাঁটাচ্ছে!
মমম! বেশ ভালো কেক। এটাও খেয়ে নি।
অ্যাহ্!
আমার মুখ জ্বলে গেলো—জল! জল!
গ্লুগ!
এই যে ভোঁদা! আমি জল দিয়ে তোর মুখের আগুন নিবিয়ে দিচ্ছি।


মন ছোটে মোর তেপান্তরে এএ..
তেপান্তরে যেতে হবে না। যদি সাহস থাকে, তবে এপান্তরে এসে তোর বেলুন নিয়ে যা!
হতভাগা তখন খুব তড়পেছিলো। ওকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে দি।
ফটাস্!
আবার.. আহ্-আহ্...
মরিচগুড়ো দিয়ে ভোঁদাটাকে খুব নাকাল করা গেছে। এবারে মরিচদানীটা রেখে দিয়ে আসি।
আঁ-হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!
আমি সব জেনেছি, দেখেছি আমার মরিচদানীকে নিয়েছে—আর কি করেছে!
ওরে বাবা! পিসেমশাই!
মলমটা নে হাঁদু! লাগালে ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যাবে।
আহ্গস্!

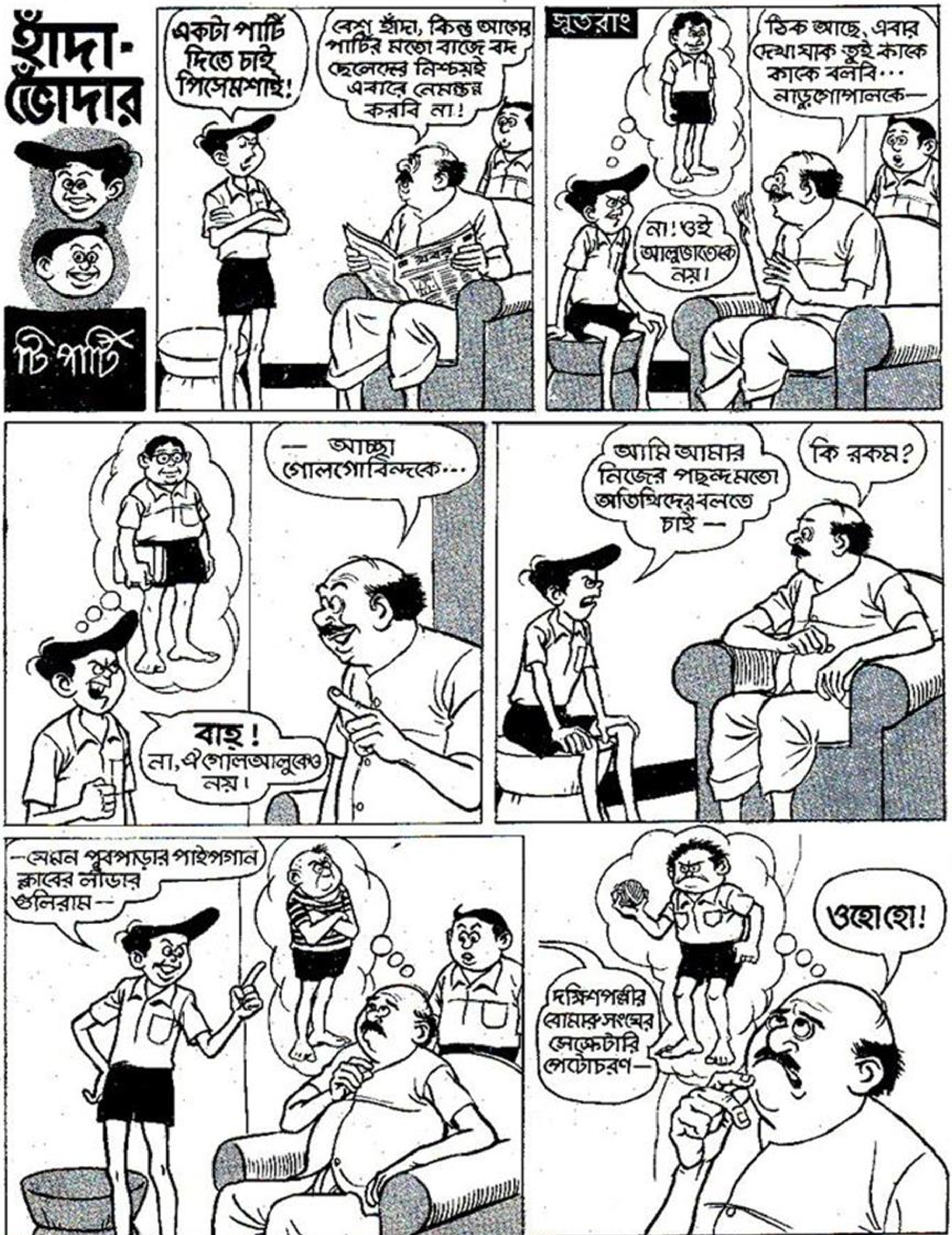

হাঁদা ভোঁদার
ইচ্ছাপূরণ
দ্যাখ ভোঁদা! হাসপাতালে যে নতুন একজন বড় ডাক্তার এলেন তাঁর ছবি বেরিয়েছে। দেখতে কি টপ্ রে মাইরি!
লম্বা সাদা কোট পরে হাসপাতালের ঐ সুন্দর চেহারার ডাক্তারদের আরো সুন্দর দেখাচ্ছে না রে ভোঁদা? ওদের একজনকে আবার ঐ ছবির ডাক্তারের মতো দেখতে!
HOSPI
বুঝলি ভোঁদা! যদি ঐ সব ভালো ভালো ডাক্তার আর নার্সেরা সবাই আমাকে ঘিরে সেবা যত্ন করতো, তাহলে কি মজাই না হতো! একটা আঙুলেও য
একটু ব্যথা হতো!
হাসপাতাল
কোথায় যাচ্ছিস তা যখন তুই দেখতে পাস না, তখন তোর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেছে। এবার তোকে এক্ষুণি ভেতরে যেতে হবে!
আঁউফস! আমার নাক!
হাসপাতাল

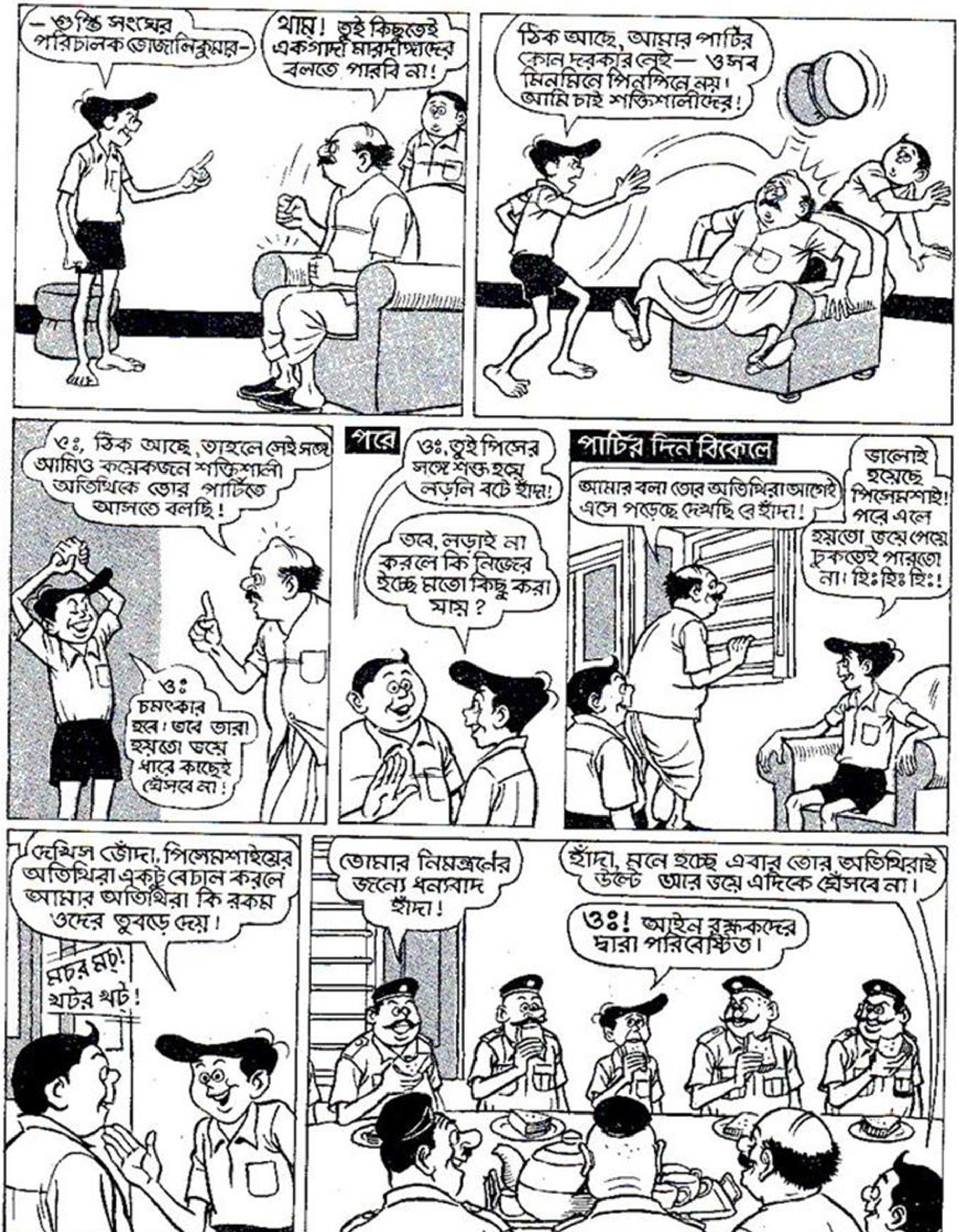

শিগগির শিগগির! এমারজেন্সি কেস! তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাক না রে ভোঁদা!
হাঁদা চেষ্টা করছিলো নাক দিয়ে সাইনবোর্ডের খুঁটি ওপড়ানো যায় কি না!
প্রাথমিক চিকিৎসা
ঘাবড়াস না হাঁদা! ভেতরে চলে যা!
দূর গর্দভ! ঘাবড়াবো কিরে! আমার তো বেশ মজাই লাগছে! ঐ সব সুশ্রী ডাক্তারেরা আমার দিকে সস্নেহ মনোযোগ দেবে, সহানুভূতি দেখাবে!
আমরা কি ওকে একটা নকল নাক ফিট করে দেবো? আপনার কি মত ডাঃ হ্যাঁচারাম?
ডাঃ বেচারাম! আমার মত এই যে, এই বুদ্ধুমার্কা ছেলেটা এবার ভবিষ্যতে যেখানে যাবে, কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখে চলবে!
হতচ্ছাড়া ইস্কুপিড়! দাঁত বার করে হাসছিস! আগে বললি না কেন উজবুগ যে, সাদা কোট পরা লোকগুলি ডাক্তার নয়, রং লাগাবার লোক!


হাঁদা-ভোঁদার
টেকনিক
কি বসে বসে মাথা মুণ্ডু বই পড়ছিস। চল, ওদিকের মাঠে যে বিরাট মেলা বসেছে সেটা দেখে আসি।
তোকে আর আমার মতো স্মার্ট বানাতে পারলাম না। নামের মতো কাজেও তুই ভোঁদা হয়ে থাকলি!
তাই হবে হয়তো!
মেলায়
দেখি কটা নারকেল ফেলে জিতে নিতে পারি — ইস! একটুর জন্যে ফসকে গেলো রে হাঁদা!
প্রতি বল
১০ পয়
দূর! ওই নারকেলে হিট করা তোর কম্ম নয় ভোঁদা! দ্যাখ এক বলেই ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি।

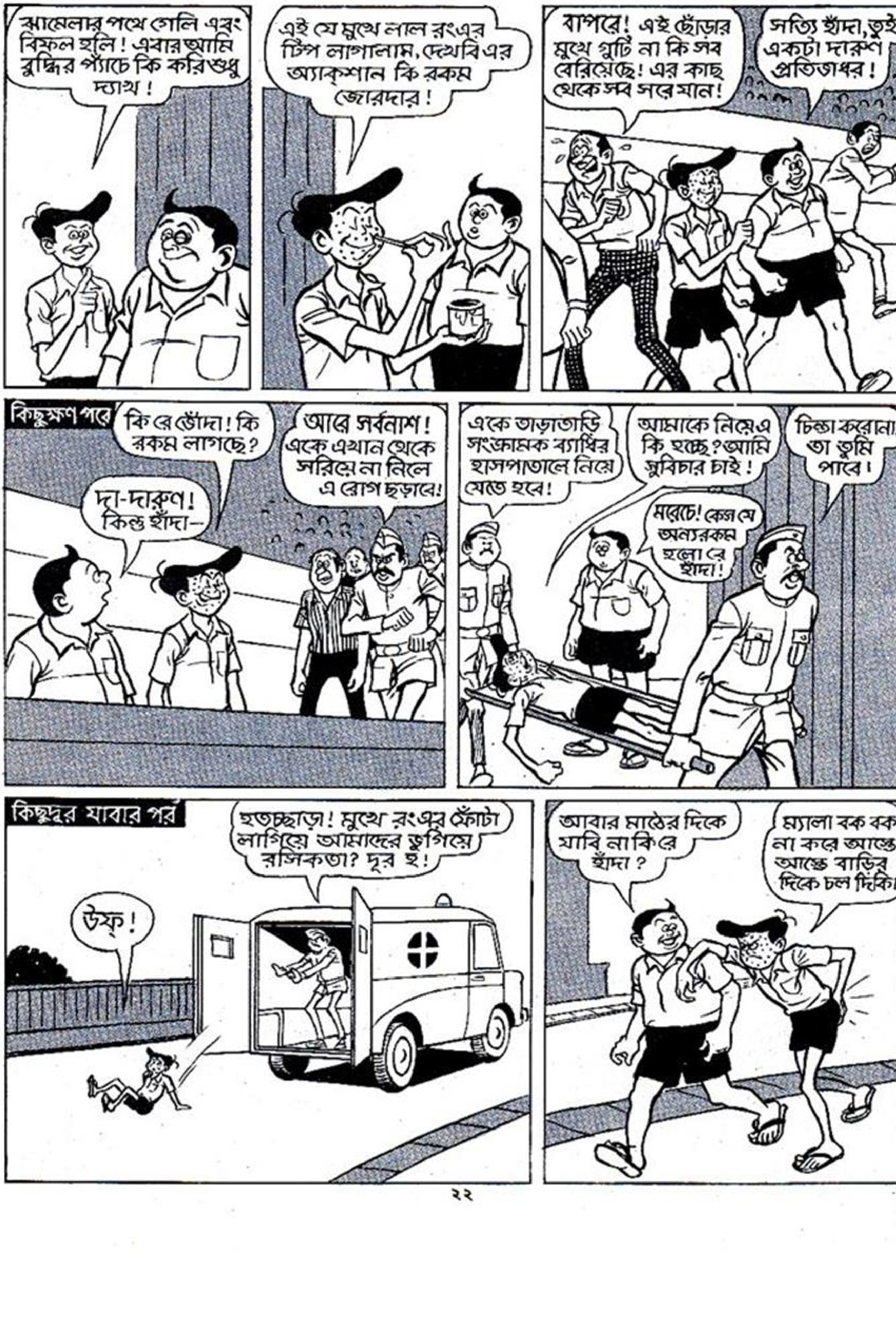


বল করবার টেকনিকটা শুধু দ্যাখ। তারপর দ্যাখ বল ঠিক জায়গায় কেমন হিট করে।
প্রতি বল
১০ পয়
হাঁদা! তোর বল ঠিক জায়গাতেই হিট করেছে!
উফ্!
হাঁদা! তোর বলটা পুলিশের মাথায় আর একটা ডুপ্লিকেট বল বানিয়েছে!
য়্যা!
এ্যাই ভোঁদা! সারাদিন এ ভাবে ঘুরবো না কি? শীগগির ওকে ব্রেক কষিয়ে দে!
তোর ছোটার টেকনিকটাও কিন্তু দারুন লাগছে হাঁদা!

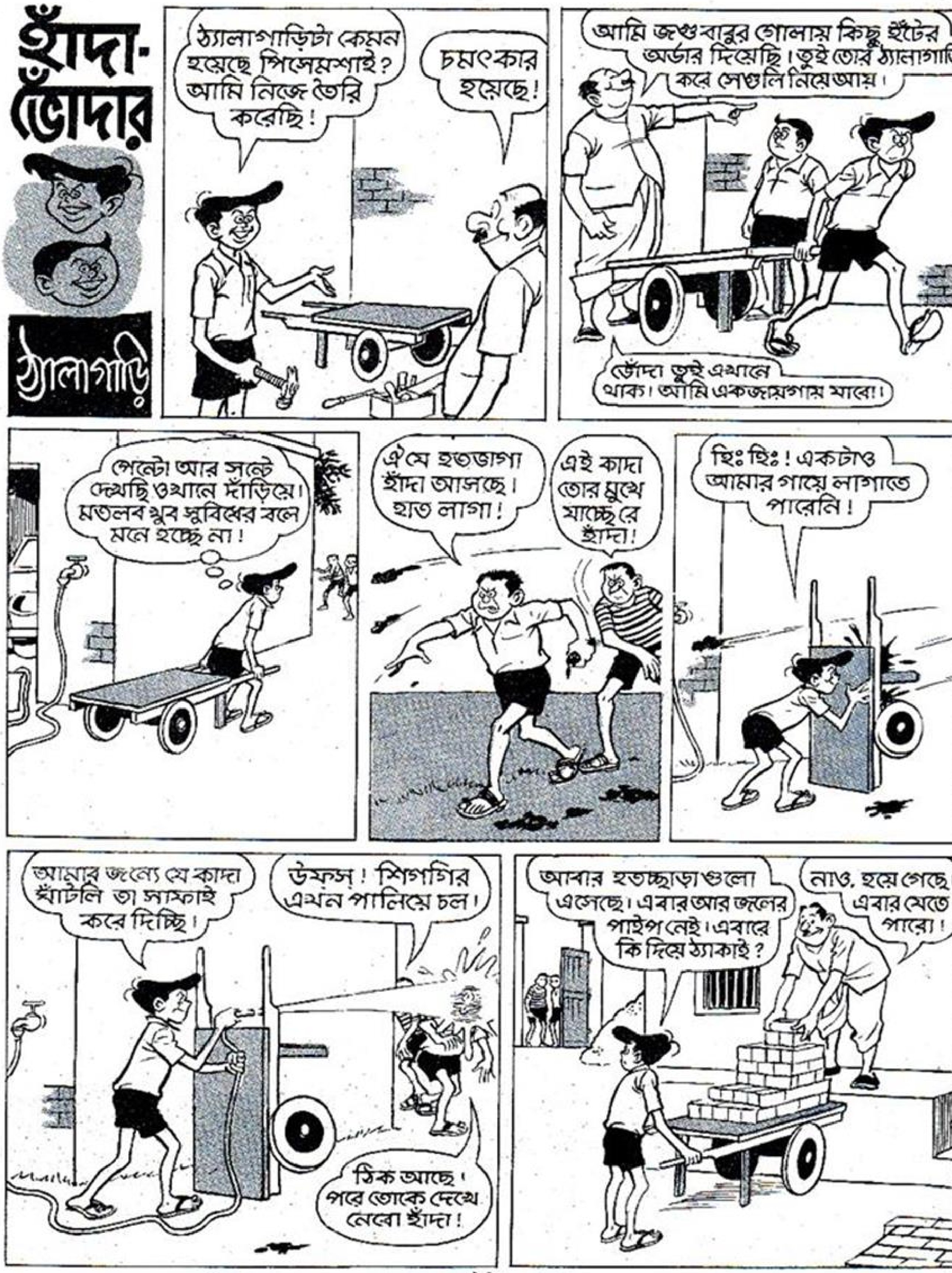

হাঁদা-ভোঁদার
টি পার্টি
একটা পার্টি দিতে চাই পিসেমশাই!
বেশ হাঁদা, কিন্তু আগের পার্টির মতো বাজে বদ ছেলেদের নিশ্চয়ই এবারে নেমন্তন্ন করবি না!
সুতরাং
না! ওই আলুভাতেকে নয়।
ঠিক আছে, এবার দেখা যাক তুই কাকে কাকে বলবি··· নাড়ুগোপালকে—
— আচ্ছা গোলগোবিন্দকে···
বাহ্! না, ঐ গোলআলুকেও নয়।
আমি আমার নিজের পছন্দমতো অতিথিদের বলতে চাই —
কি রকম?
—যেমন পুবপাড়ার পাইপগান ক্লাবের লীডার গুলিরাম—
দক্ষিণপল্লীর বোমার সংঘের সেক্রেটারি পেটোচরণ—
ওহোহো!

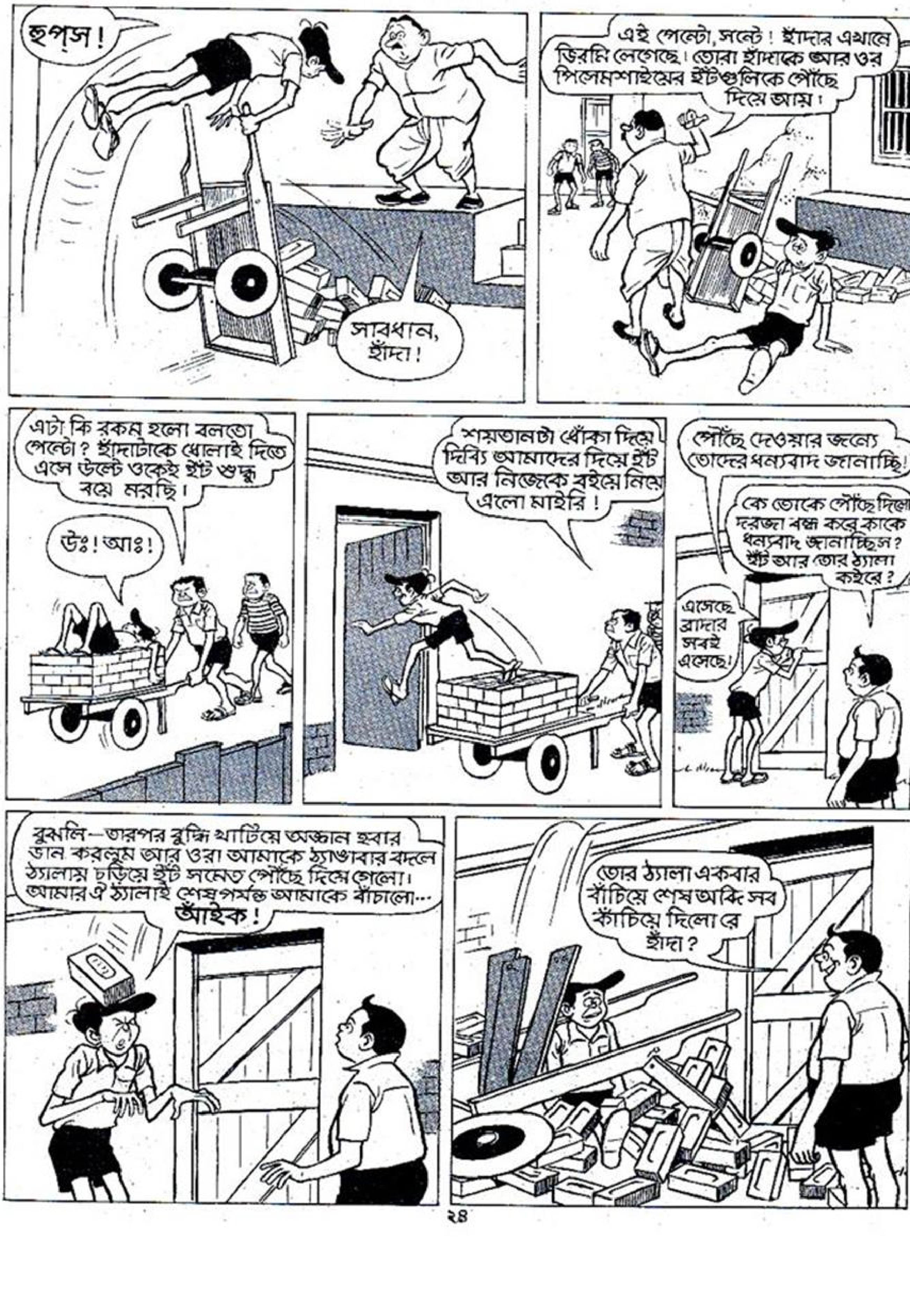

— গুপ্তি সংঘের পরিচালক ভোজালিকুমার—
থাম! তুই কিছুতেই একগাদা মারদাঙ্গাদের বলতে পারবি না!
ঠিক আছে, আমার পার্টির কোন দরকার নেই— ওসব মিনমিনে পিনপিনে নয়। আমি চাই শক্তিশালীদের!
ওঃ, ঠিক আছে, তাহলে সেই সঙ্গে আমিও কয়েকজন শক্তিশালী অতিথিকে তোর পার্টিতে আসতে বলছি!
ওঃ চমৎকার হবে। তবে তারা হয়তো ভয়ে ধারে কাছেই ঘেঁসবে না!
পরে
ওঃ, তুই পিসের সঙ্গে শক্ত হয়ে লড়লি বটে হাঁদা!
তবে, লড়াই না করলে কি নিজের ইচ্ছে মতো কিছু করা যায়?
পার্টির দিন বিকেলে
আমার বলা তোর অতিথিরা আগেই এসে পড়েছে দেখছি রে হাঁদা!
ভালোই হয়েছে পিসেমশাই! পরে এলে হয়তো ভয়ে পেয়ে ঢুকতেই পারতো না। হিঃ হিঃ হিঃ!
দেখিস ভোঁদা, পিসেমশাইয়ের অতিথিরা একটু বেচাল করলে আমার অতিথিরা কি রকম ওদের তুবড়ে দেয়!
মচর মচ্‌! খটর খট!
তোমার নিমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ হাঁদা!
হাঁদা, মনে হচ্ছে এবার তোর অতিথিরাই উল্টে আর ভয়ে এদিকে ঘেঁসবে না।
ওঃ! আইন রক্ষকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।


হাঁদা-ভোঁদার
বুদ্ধির প্যাঁচ
একদিন বিকেলে
এই যে ভোঁদা! ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবি নাকি?
হ্যাঁ, যাবো!
দড়াম!
জোরে বন্ধ করলে এই দরজা আপনা থেকে চাবি বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে না খুললে খোলা যাবে না!
কুছপরোয়া নেই! দরজা ভেঙে বেরোবো!
আরে মুখ্যু! ওসব করবার দরকার নেই!
তোর বোধ হয় হুঁশই নেই যে, এধারের জানালাটার গরাদ নেই।
তাইতো রে!
মাঠে
দেরী করে ফেলেছি! এখান থেকে কিছুই দেখতে পাবো না!
গোল!
হুমম! এই চ্যাল্লানির মানে হলো অ্যাকশান শুরু হয়েছে!
তাহলে এখানেও অ্যাকশান দ্যাখ! হাঁদা চলে আয়! সরে যান মশাইরা, আমাদের দেখতে দিন!
ও অ্যাকশান নয় রে, বুদ্ধু!
যা শুরু করেছিস, এভাবে চললে কেউ তোকে কোঁৎ কা! — আরে সাবাশ! লাগিয়ে দিয়েছে!
অ্যাই, গোঁত্তা মেরে সরাবি ভাবছিস? এই দ্যাখ আমিও মারতে পারি!



ঝামেলার পথে গেলি এবং বিফল হলি! এবার আমি বুদ্ধির প্যাঁচে কি করি শুধু দ্যাখ!
এই যে মুখে লাল রং এর টিপ লাগালাম, দেখবি এর অ্যাক্‌শান কি রকম জোরদার!
বাপরে! এই ছোঁড়ার মুখে গুটি না কি সব বেরিয়েছে! এর কাছ থেকে সব সরে যান!
সত্যি হাঁদা, তুই একটা দারুণ প্রতিভাধর!
কিছুক্ষণ পরে
কি রে ভোঁদা! কি রকম লাগছে?
দা-দারুণ! কিন্তু হাঁদা—
আরে সর্বনাশ! একে এখান থেকে সরিয়ে না নিলে এ রোগ ছড়াবে!
একে তাড়াতাড়ি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!
আমাকে নিয়ে এ কি হচ্ছে? আমি সুবিচার চাই!
চিন্তা করো না, তা তুমি পাবে।
মরেচে! কেস যে অন্যরকম হলো রে হাঁদা!
কিছুদূর যাবার পর
হতচ্ছাড়া! মুখে রং এর ফোঁটা লাগিয়ে আমাদের ভুগিয়ে রসিকতা? দূর হ!
উফ্‌!
আবার মাঠের দিকে যাবি না কি রে হাঁদা?
ম্যালা বক বক না করে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চল দিকি।

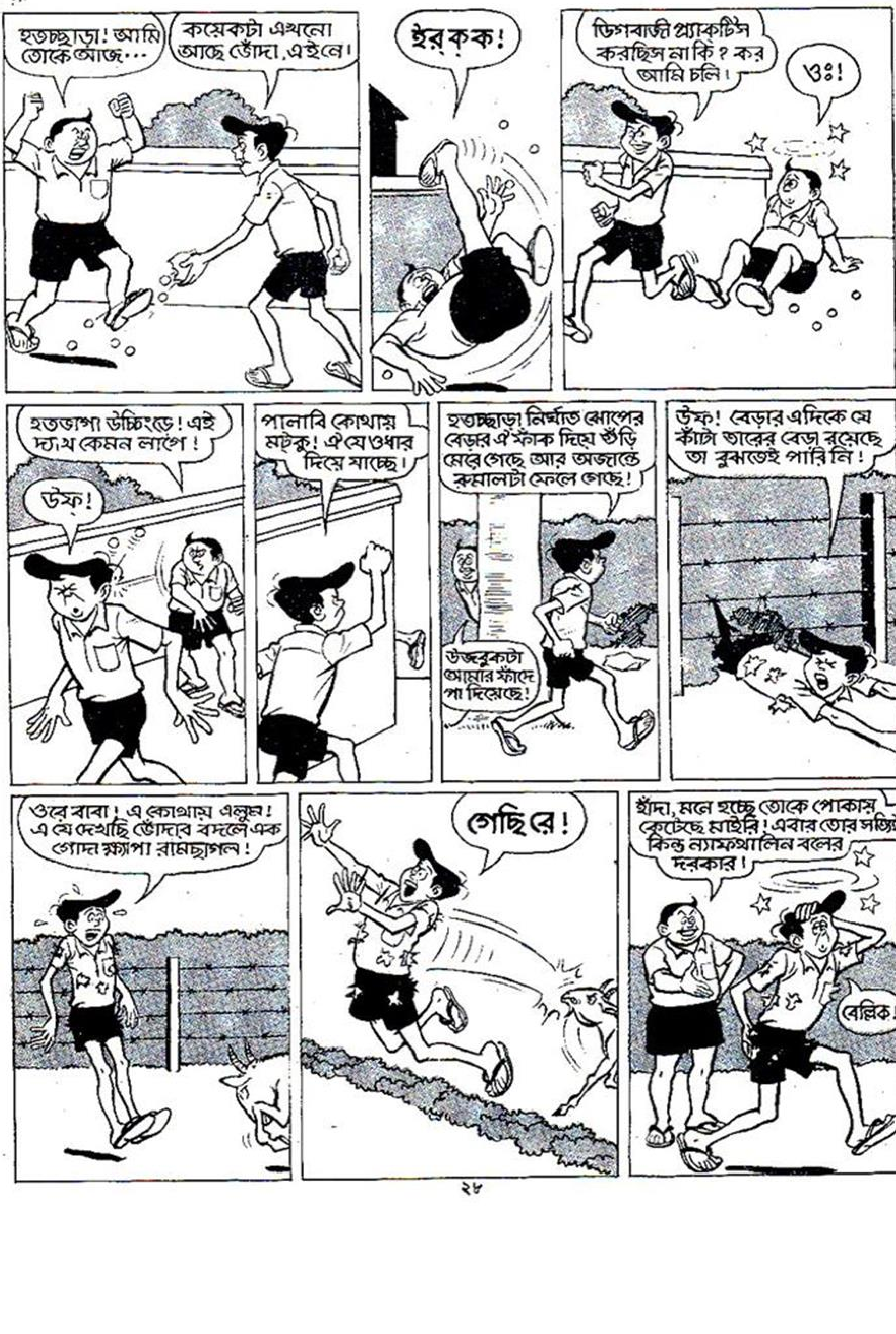

হাঁদা-ভোঁদার
ঠ্যালাগাড়ি
ঠ্যালাগাড়িটা কেমন হয়েছে পিসেমশাই? আমি নিজে তৈরি করেছি!
চমৎকার হয়েছে!
আমি জগুবাবুর গোলায় কিছু ইঁটের অর্ডার দিয়েছি। তুই তোর ঠ্যালাগাড়ি করে সেগুলি নিয়ে আয়।
ভোঁদা তুই এখানে থাক। আমি একজায়গায় যাবো।
পেন্টো আর সন্টে দেখেছি ওখানে দাঁড়িয়ে। মতলব খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না!
ঐ যে হতভাগা হাঁদা আসছে। হাত লাগা!
এই কাদা তোর মুখে যাচ্ছে রে হাঁদা!
হিঃ হিঃ! একটাও আমার গায়ে লাগাতে পারেনি!
আমার জন্যে যে কাদা ঘাঁটলি তা সাফাই করে দিচ্ছি।
উফ্‌স্! শিগগির এখন পালিয়ে চল।
ঠিক আছে। পরে তোকে দেখে নেবো হাঁদা!
আবার হতচ্ছাড়াগুলো এসেছে। এবার আর জলের পাইপ নেই। এবারে কি দিয়ে ঠ্যাকাই?
নাও, হয়ে গেছে। এবার যেতে পারো!


হুপ্‌স!
সাবধান, হাঁদা!
এই পেল্টো, সল্টে! হাঁদার এখানে ভিরমি লেগেছে। তোরা হাঁদাকে আর ওর পিসেমশাইয়ের ইঁটগুলিকে পৌঁছে দিয়ে আয়।
এটা কি রকম হলো বলতো পেল্টো? হাঁদাটাকে ধোলাই দিতে এসে উল্টে ওকেই ইঁট শুদ্ধ বয়ে মরছি।
উঃ! আঃ!
শয়তানটা ধোঁকা দিয়ে দিব্যি আমাদের দিয়ে ইঁট আর নিজেকে বইয়ে নিয়ে এলো মাইরি!
পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তোদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি!
কে তোকে পৌঁছে দিলো দরজা বন্ধ করে কাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিস? ইঁট আর তোর ঠ্যালা কইরে?
এসেছে ব্রাদার সবই এসেছে!
বুঝলি—তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে অজ্ঞান হবার ভান করলুম আর ওরা আমাকে ঠ্যাঙাবার বদলে ঠ্যালায় চড়িয়ে ইঁট সমেত পৌঁছে দিয়ে গেলো। আমার ঐ ঠ্যালাই শেষপর্যন্ত আমাকে বাঁচালো... আঁইক!
তোর ঠ্যালা একবার বাঁচিয়ে শেষ অব্দি সব কাঁচিয়ে দিলো রে হাঁদা?


হাঁদা-ভোঁদার
জব্দ করা
পার্কের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার পক্ষে আজ চমৎকার দিন ভোঁদা!
তুই যথার্থই বলেছিস হাঁদা!
সবকিছু কেমন সুন্দর, শান্ত আর— ওফ্‌ফ্‌!
এই যে মাণিকজোড়! তোদের নববর্ষের অভিনন্দন জানালুম হাঃ হাঃ হাঃ!
এই সেই পাজি হুলোটার বাড়ি। আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়ে, বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। একবার দরজা খুলে বেরোলেই হয়!
তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাস না ভোঁদা!
দরজা খুলতেই
এই দ্যাখ ছুঁচো, আমাদের গায়ে পচা ডিম ছোঁড়ার মজা!
ওরে না!
তুই আমাকে একটা দিয়েছিস, আমি তোকে আধডজন দিলুম!
হতভাগা রং নাম্বার করেছে। এ হুলোর দাদা ভুলো!
ঠিক আছে, ওকে জব্দ করার ভার আমি নিলুম। তুই আমাকে এক বালতি জল এনে দে, তারপর দ্যাখ কত্তো সহজে শয়তানটাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিই!
আচ্ছা এনে দিচ্ছি!
জল অনেক নীচে রে হাঁদা! আমার হাত পৌঁছোচ্ছে না!
ওরে ভোঁদা, দাঁড়া, থাম!

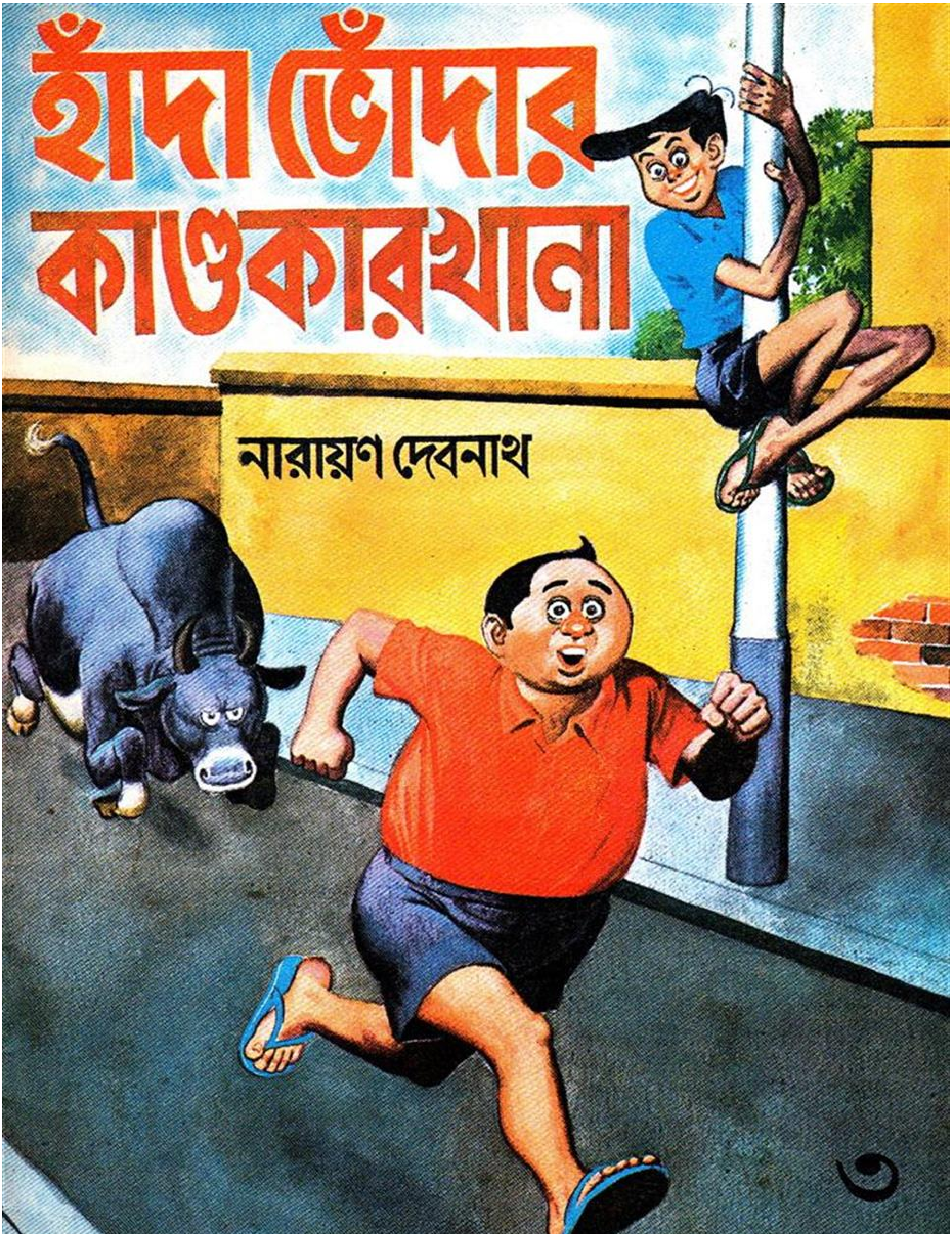

আগহ্ ! গ্লার্ব্ !
নাঃ, পড়েছে !
চেহারার মতো তোর বুদ্ধিটাও হয়ে যাচ্ছে হাঁদা ! তোকে নদী থেকে জল আনতে বলিনি ! এই দেয়ালেই কল রয়েছে !
ইস, দেখ্তেই পাইনি !
দ্যাখ ভোঁদা ! ছুঁচোটা এসে যেমনি পার্শেলটা তুলবে, অমনি হবে ভিজে ঢোল !
হিঃ হিঃ !
আরে ! একটা পার্শেল মাটিতে পড়ে ! আশ্চর্য ! কে এটা ফেলে গেলো ?
আমি বরঞ্চ এটা তুলে নিয়ে হারানো প্রাপ্তি আফিসে জমা দিয়ে আসি।
ইয়োল্ক্ !
মরেচে ! আমি ওটা করিনি সিপাইজী ! অপকর্মকারীরা ওখানে লুকিয়ে বসে আছে দেখুন !
হাঁদা, চট করে ওকে জব্দ করে সহজে আমাদের রক্ষা পাবার উপায় বের কর !
কিরে হাঁদা— তোর বুদ্ধির স্টক খালি হয়ে গেলো নাকি ? অলরেডি আমরা আধঘন্টা ধরে ছুটছি। একটা কিছু ছাড়।
ছাড়বার টাইম নেই। স্রেফ পায়ের কাজ চালিয়ে যা।

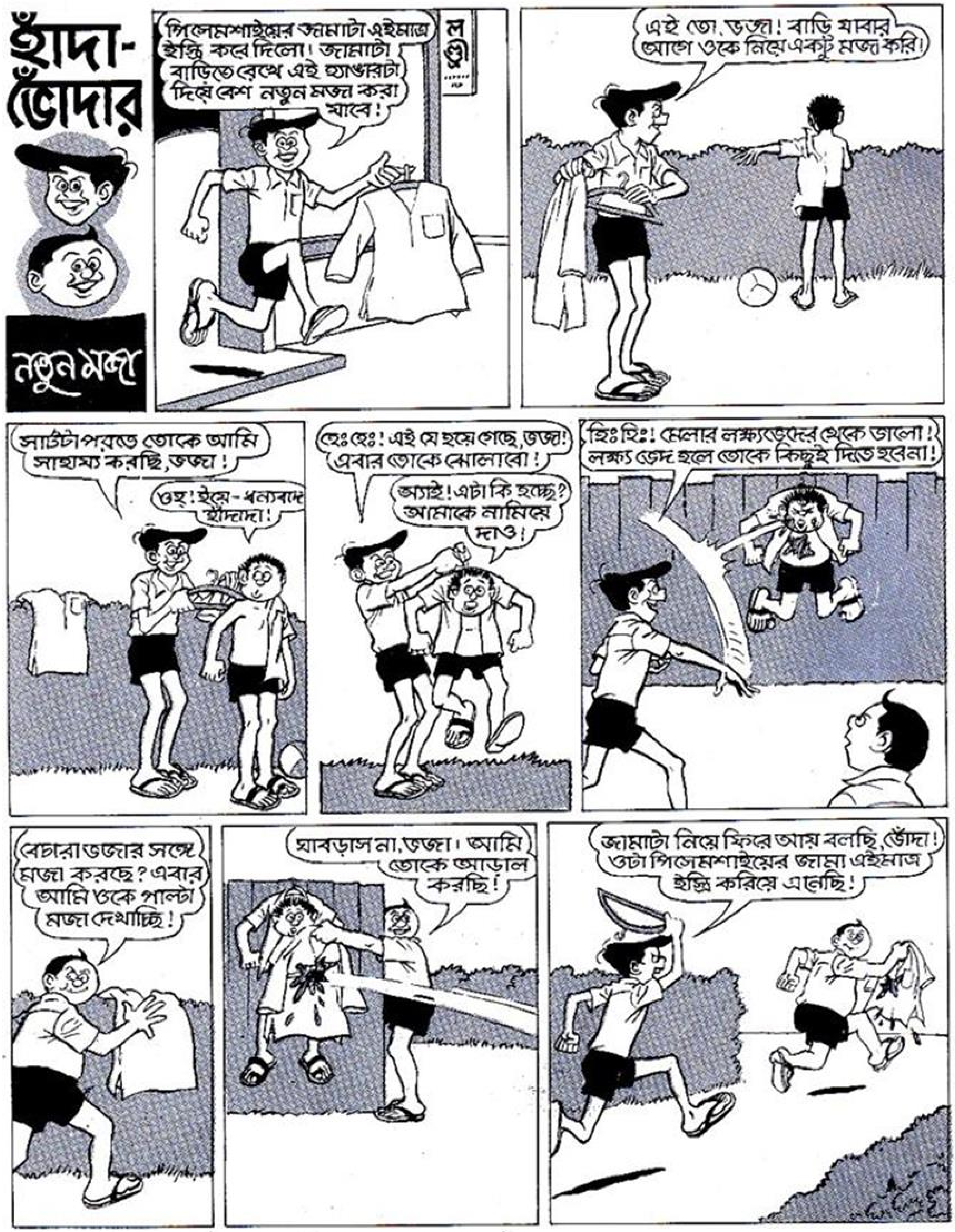

হাঁদা-ভোঁদার
ন্যাফথালিন বিভ্রাট
বুকেদা, আমাকে এক প্যাকেট ন্যাফথালিন বল দাও।
এই দিচ্ছি রে ভোঁদা!
এই যে ভঁদু! কি জিনিস কিনেছিস একবার দেখি।
অ্যাই, এ কি হচ্ছে?
অহো! পিপারমিন্ট লজেন্স, যা আমার অতি প্রিয় জিনিস!
আমি একসঙ্গে এক মুঠো এই জিনিস এখুনি চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি!
তুই যা ভেবেছিস তাই কর না হাঁদা!
ওয়াক্! থুঃ!
হোঃ হোঃ! পেটুকের উচিত সাজা হয়েছে!
ভেবেছিস খুব মজা হয়েছে, তাই না?
ইয়ে– না তো, মানে মজা হয় নি।
এবার দেখি তুই এ জিনিস কি রকম পছন্দ করিস।
আহ্!
ওয়াক্! ওয়াক্!
এঃ, মনে হচ্ছে তুইও এসব পছন্দ করিস না! হাঃ হাঃ!

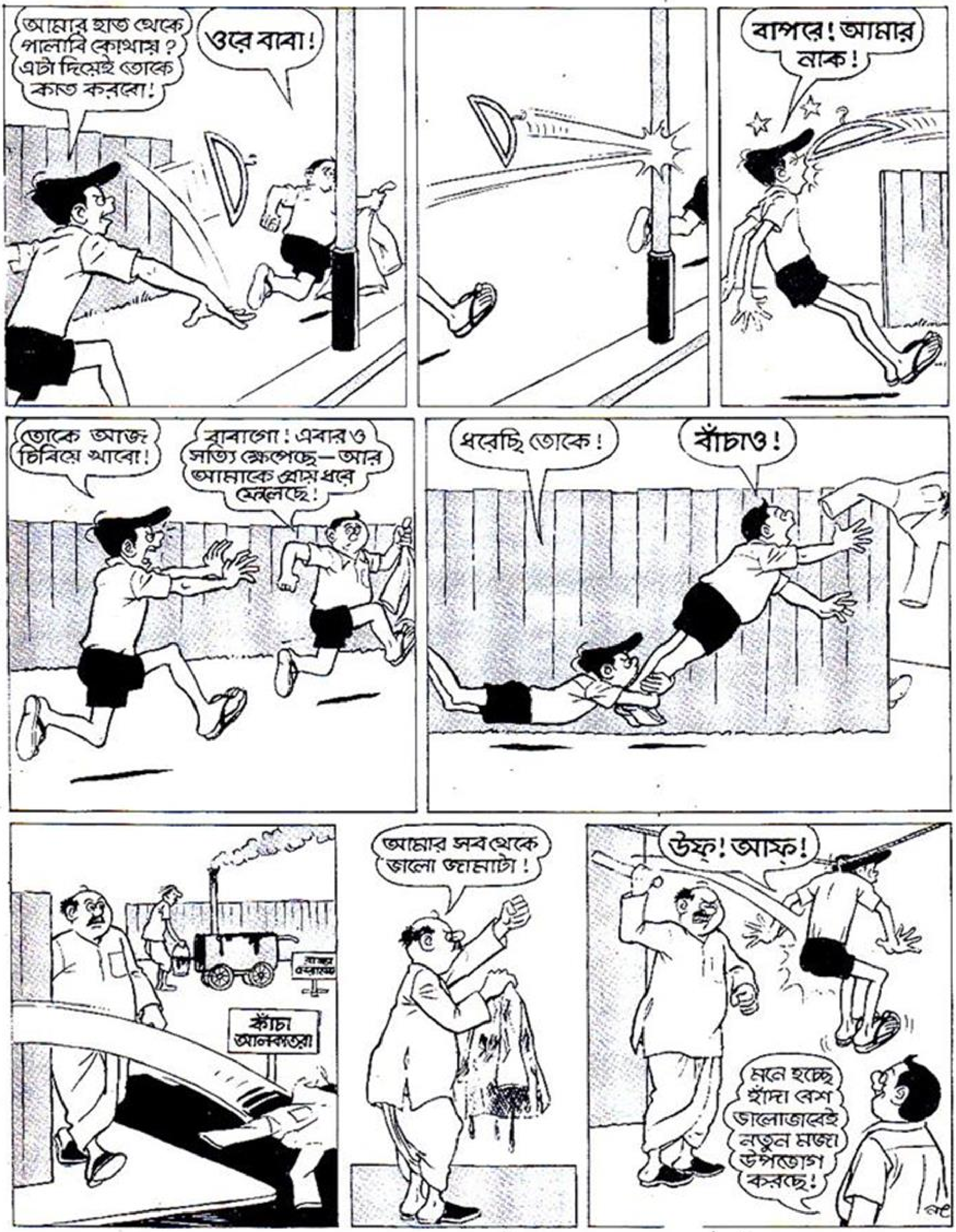

হতচ্ছাড়া! আমি তোকে আজ···
কয়েকটা এখনো আছে ভোঁদা, এইনে।
ইর্ র্কক!
ডিগবাজী প্র্যাকটিস করছিস নাকি? কর আমি চলি।
ওঃ!
হতভাগা উচ্চিংড়ে! এই দ্যাখ কেমন লাগে!
উফ্!
পালাবি কোথায় মট্‌কু! ঐ যে ওধার দিয়ে যাচ্ছে।
হতচ্ছাড়া নির্ঘাত ঝোপের বেড়ার ঐ ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে গেছে আর অজান্তে রুমালটা ফেলে গেছে!
উজবুকটা আমার ফাঁদে পা দিয়েছে!
উফ! বেড়ার এদিকে যে কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে তা বুঝতেই পারিনি!
ওরে বাবা! এ কোথায় এলুম! এ যে দেখছি ভোঁদার বদলে এক গোদা ক্ষ্যাপা রামছাগল!
গেছি রে!
হাঁদা, মনে হচ্ছে তোকে পোকায় কেটেছে মাইরি! এবার তোর সত্যিই কিন্তু ন্যাফথালিন বলের দরকার!
বেল্লিক!


হাঁদা-ভোঁদার
আইডিয়া
হাঁদা, এগুলো নিয়ে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়ে আয়!
উঃ! আঃ! গেছিরে!
এই তো দিব্যি ঘুর ঘুর করছিলি। হঠাৎ আবার তোর কি হোলো?
ভয়ানক পেটব্যাথা করছে।
অ, ঠিক আছে। ভোঁদা গিয়ে ফেলে আসবে।
হিঃ হিঃ! কেমন কায়দা করে কাজের ভার তোর ওপর চাপিয়ে দিলুম দেখলি।
তোর মতো কাজকে ডরাই না বুঝলি!
একঘন্টা পরে
দোলনার তক্তা ভেঙে যাওয়ায় বাচ্ছা দুটো দুলতে পারছেনা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।
ছেলেদুটোকে তুমি খুশী করেছো। এই নাও পাঁচ টাকা কিছু কিনে খেয়ো
যাঃ! পাইপ ফুটো হয়ে গেছে! অথচ এখনি চারাগাছগুলোতে জল দেওয়া দরকার
আমি এখনি আপনার পাইপ ঠিক করে দিচ্ছি।
তুমি আমার খুব উপকার করেছো। টাকাটা দিলুম তোমার যা খুশী খেয়ো।
ফেলে দেবার জিনিস থেকে দশ টাকা পাওয়া গেলো। ফেলবার রইলো শুধু টাকা।


আহাহা! এরা যদি খেলবার কিছু পেতো তাহলে এরকম মারপিট করতো না।
?
দেখুন আমার চাকার স্পোকগুলি দিয়ে কেমন ওদের খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
সত্যি তুমি চমৎকার কাজ করেছো। খুব খুশী হয়ে তোমাকে এই পাঁচটা টাকা দিলুম।
কিছুক্ষণ পরে
হুঁউউ! আমার স্টিয়ারিং এর চাকা ভেঙে গেছে!
কাঁদিসনে খোকা। আমি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি।
চাকার মধ্যিখানের টুকরোটা দিয়ে কেমন এটা তৈরী হয়ে গেলো!
খুব ভালো হয়েছে।
সবই তো কাজে লেগে গেলো। পড়ে রইলো শুধু চাকার লোহার বেড়টা। এটা দিয়ে কি করবো — আরে-আরে এ কি?
রাস্তা থেকে সরে যা বুদ্ধু!
লোহার বেড়টা কি কাজে লাগবে এবার তার হদিশ পেয়েছি!
বেড়টা আমার গাড়ির দারুণ বাম্পার হয়েছে! আমাকে ধাক্কার পাল্টা তোকে দেওয়া গেলো!
কি-কি-কি হলো?
ঘটাং!
দ্যাখ হাঁদা! ছেঁড়া টায়ার, টিউব আর ভাঙা চাকা ফেলে দিতে এসে তা কাজে লাগিয়ে পনেরো টাকা পেলুম। আর বেড়ের বর্ম দিয়ে তোকে ধরাশায়ী করলুম। এবার যাচ্ছি আবার খাবো রেস্টুরেন্টে — টা-টা!
হুঃ!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
৩

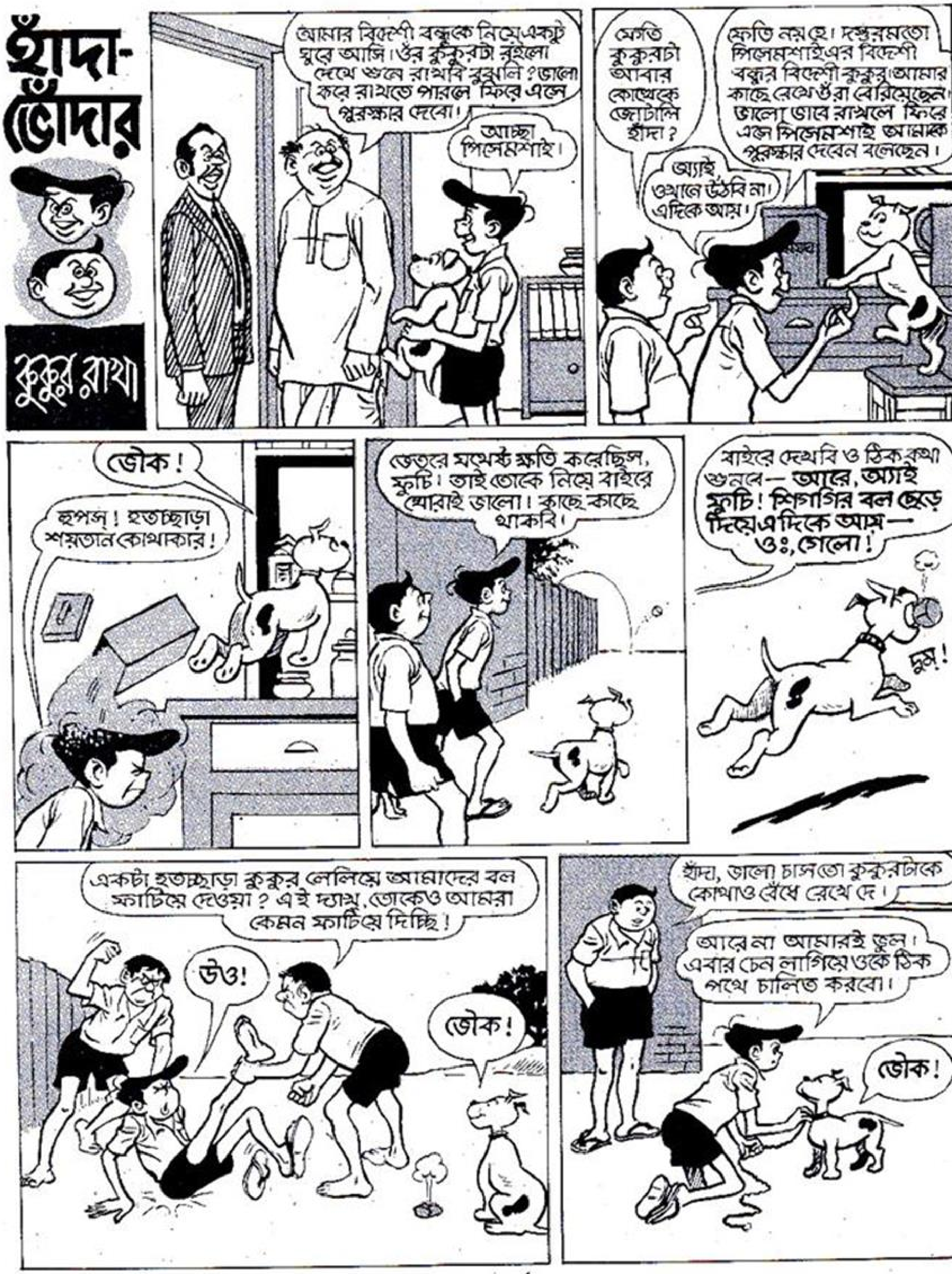

হাঁদা-ভোঁদার
নতুন মজা
পিসেমশাইয়ের জামাটা এইমাত্র ইস্ত্রি করে দিলো। জামাটা বাড়িতে রেখে এই হ্যাঙারটা দিয়ে বেশ নতুন মজা করা যাবে!
এই তো, ভজা! বাড়ি যাবার আগে ওকে নিয়ে একটু মজা করি!
সার্টটা পরতে তোকে আমি সাহায্য করছি, ভজা!
ওহ্! ইয়ে-ধন্যবাদ হাঁদাদা!
হেঃ হেঃ! এই যে হয়ে গেছে, ভজা! এবার তোকে ঝোলাবো!
অ্যাই! এটা কি হচ্ছে? আমাকে নামিয়ে দাও!
হিঃ হিঃ! মেলার লক্ষ্যভেদের থেকে ভালো! লক্ষ্য ভেদ হলে তোকে কিছুই দিতে হবেনা!
বেচারা ভজার সঙ্গে মজা করছে? এবার আমি ওকে পাল্টা মজা দেখাচ্ছি!
ঘাবড়াস না, ভজা। আমি তোকে আড়াল করছি!
জামাটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি, ভোঁদা! ওটা পিসেমশাইয়ের জামা এইমাত্র ইস্ত্রি করিয়ে এনেছি!


আমার হাত থেকে পালাবি কোথায়? এটা দিয়েই তোকে কাত করবো!
ওরে বাবা!
বাপরে! আমার নাক!
তোকে আজ চিবিয়ে খাবো!
বাবাগো! এবারও সত্যি ক্ষেপেছে—আর আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছে!
ধরেছি তোকে!
বাঁচাও!
কাঁচা আলকাতরা
আমার সব থেকে ভালো জামাটা!
উফ্! আফ্!
মনে হচ্ছে হাঁদা বেশ ভালোভাবেই নতুন মজা উপভোগ করছে!


হাঁদা-ভোঁদার
কুকুর পোষা
বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে একটা কুকুর নিয়ে এলুম ভোঁদা!
তোর এই কুকুর দেখলে পিসেমশাই খেপে যাবেন!
হাঁদা! শীগগির এটাকে বাড়ির বার করে দে!
কিন্তু পিসেমশাই, বাড়ির জন্যে একটা কুকুর দরকার!
কুকুর হইতে সাবধান
পিসেমশাইকে আমি দেখাবো, যে কুকুর কত প্রয়োজনীয়!
ওরে বাবারে! পাগলা কুকুর!
কুকুর হইতে সাবধান
বাঁচাও!
বাড়িতে ডেকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া!
তোকে না বলেছি — আমাদের কুকুরের দরকার নেই। শেষে কিনা অফিসের সাহেবকেই কামড়াতে গেলো! এখুনি তাড়া এটাকে।
বুঝলি ভোঁদা! আমি পিসেমশাইকে প্রমাণ করে দেখাবো, যে সত্যি আমাদের কুকুরের দরকার আছে কি না! চল, সিঁদ কাটিয়েদের পাড়ায় গিয়ে এমন কাহিনী বলবো, দেখবি কি রকম হাতে হাতে ফল ফলবে!
শোন ভোঁদা! পিসেমশাই বিছানার তলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছে!
বলিস কি রে!
শুনলে।



বাড়ি ফিরে
আমিই মোকাবিলা করি!
ঠক! ঠক!
তোমার পিসেমশাই আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।
অ্যাই মরেচে! পুলিশকে অ্যাটাক!
বাঁচাও! হেল্প! সরাও না তাড়াতাড়ি!
আয় বলছি হতচ্ছাড়া!
গররর!
সাংঘাতিক কুকুর! আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা পাগলা বুনো জন্তু রাখার অভিযোগ আনছি! আর আপনার বিছানার নীচে রাখা পঞ্চাশ হাজার কালো টাকার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিন!
সেরেচে! সেদিন যারা আমার কথা শুনেছিলো তারা পুলিশের গোয়েন্দা!
মিথ্যে টাকার গুজব ছড়িয়ে আর একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে তুই আমাকে একটা উটকো ঝামেলায় ফেলেছিস! যদি ভালো চাস তো এক্ষুনি ওটাকে বিদেয় কর!
হ্যাঁ, পিসেমশাই! কিন্তু কোথায় গেলো ওটা?
হাঁদা, তুই চারদিকে তোর কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছিস—ঐ দ্যাখ!
ওঃ, আমার খাবার! তবেরে হতচ্ছাড়া কুকুর!
মচ! মচ!
ইস্! আগেই যদি আপনার কথা শুনতুম!
কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়ে তোর জ্ঞান লাভ হলো হাঁদা!
আজকের মাংসটা কিন্তু দারুণ হয়েছিলো!


হাঁদা-ভোঁদার
কুকুর রাখা
আমার বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। ওঁর কুকুরটা রইলো দেখে শুনে রাখবি বুঝলি? ভালো করে রাখতে পারলে ফিরে এসে পুরস্কার দেবো।
আচ্ছা পিসেমশাই।
ফেতি কুকুরটা আবার কোত্থেকে জোটালি হাঁদা?
ফেতি নয় হে। দস্তুরমতো পিসেমশাইএর বিদেশী বন্ধুর বিদেশী কুকুর। আমার কাছে রেখে ওঁরা বেরিয়েছেন। ভালো ভাবে রাখলে ফিরে এসে পিসেমশাই আমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন।
অ্যাই, ওখানে উঠবি না। এদিকে আয়।
ভৌক!
হুপস্! হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার!
ভেতরে যথেষ্ট ক্ষতি করেছিস, ফুচি। তাই তোকে নিয়ে বাইরে ঘোরাই ভালো। কাছে কাছে থাকবি।
বাইরে দেখবি ও ঠিক কথা শুনবে— আরে, অ্যাই ফুচি! শিগগির বল ছেড়ে দিয়ে এদিকে আয়— ওঃ, গেলো!
দুম!
একটা হতচ্ছাড়া কুকুর লেলিয়ে আমাদের বল ফাটিয়ে দেওয়া? এই দ্যাখ, তোকেও আমরা কেমন ফাটিয়ে দিচ্ছি!
উঃও!
ভৌক!
হাঁদা, ভালো চাস তো কুকুরটাকে কোথাও বেঁধে রেখে দে।
আরে না আমারই ভুল। এবার চেন লাগিয়ে ওকে ঠিক পথে চালিত করবো।
ভৌক!



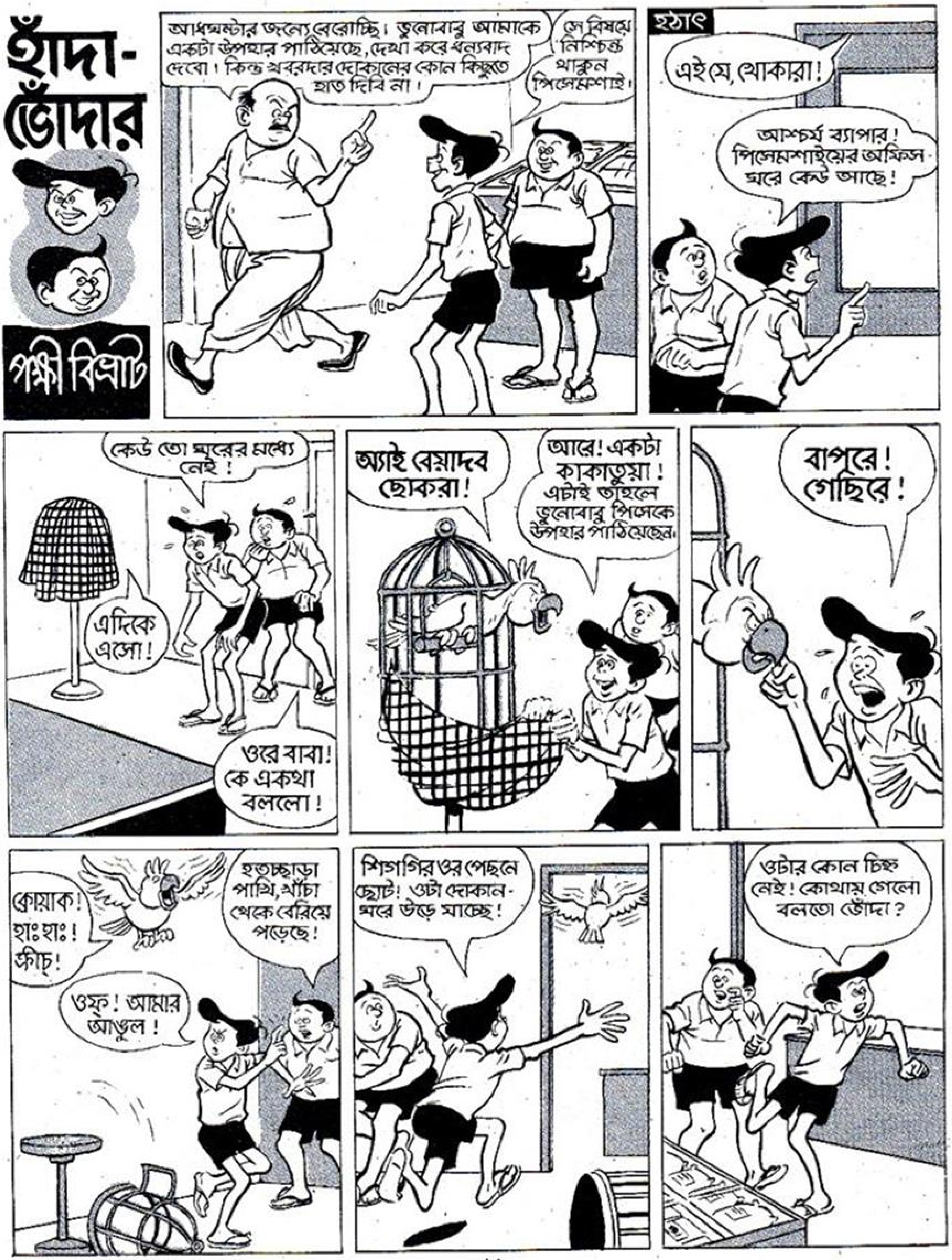
অ্যাইয়ো, এতো জোরে ছুটছিস কেন ফ্যাচি?
হাঁদা! উল্টে কুকুরই তোকে বেঠিকপথে চালিত করে কি রকম কাদায় এনে ফেলেছে দ্যাখ। মনে হয় ব্যাটা মহা ধুরন্ধর! ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো তাই আমি চললুম ভাই।
ভৌক!
হতচ্ছাড়া কুকুর! চল বাড়ি নিয়ে তোকে আজ পিটিয়ে সিধে করে দেবো।
বাপ্‌স্, গেলুম!
মরেচে!
ছিঃ ছিঃ! এই তোর উচিত শিক্ষা হয়েছে, ফ্যাচা!
এই ছোকরা! আমার কুকুরের একি হাল করেছিস?
লজ্জাকর ব্যাপার হাঁদা! এই থেকে যেন শিক্ষা হয় অসহায় মূক জীবদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করার।
বেচারা হাঁদা! পুরস্কারের বদলে ওর কপালে জুটছে এখন তিরস্কার।

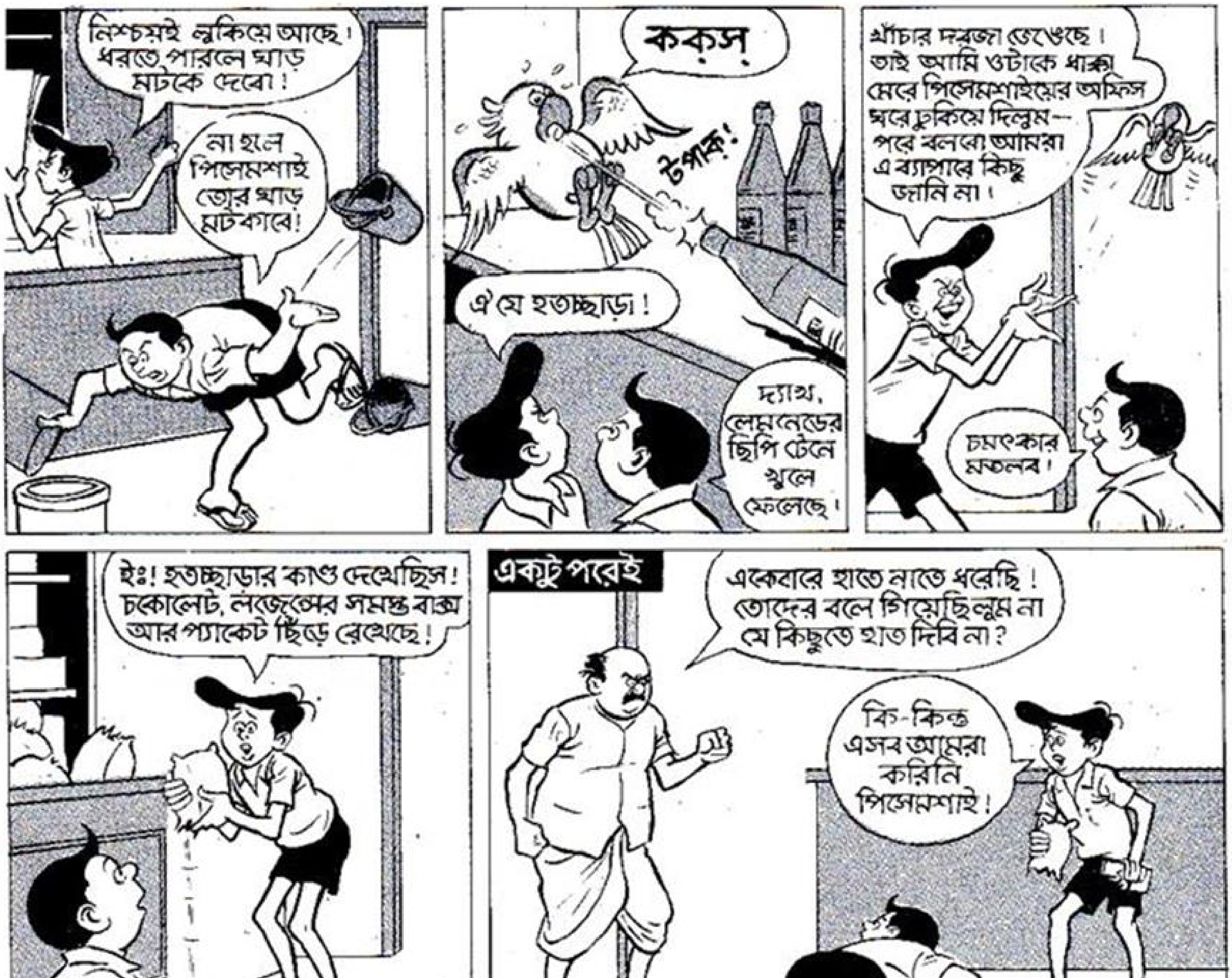

হাঁদা-ভোঁদার
পাহারাদারী
হাঁদা! ভোঁদাকে নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি। তুই এখানে থেকে নজর রাখ বাগানে ছড়ানো মরসুমীফুলের বীজগুলো পাখিতে না খেয়ে ফেলে।
হুঁঃ, একটু পরেই আমার ক্রিকেট খেলতে যাবার কথা!
চামচা ক্লাব আমার খেলার ওপর নির্ভর করে আছে, আর আমাকে কিনা বসে বসে পাখি তাড়াতে হবে? একটা উপায় বের করতেই হচ্ছে! ইউরেকা! পেয়ে গেছি!
আমি খেলতে যাচ্ছি ভুদো। তুই এখানে পাখি বসতে দিসনে, বুঝেছিস?
হুঁঃ! এখন আমি চাইছি বেড়াল তাড়া করতে।
বড়ই একঘেয়ে লাগছে! একটা হাড্ডি থাকলেও হতো—আরে, এখানেই কোথায় যেন আমি একটা হাড় পুঁতে রেখেছিলাম না?
মনে হচ্ছে যেন এইখানটাতেই আছে!
ঠিক আছে, নিশ্চয় এখানে।
দেখে যাই ভুদোটা কিরকম পাহারা দিচ্ছে—এ-একি! হতচ্ছাড়া উজবুক কুকুর জায়গাটার কি অবস্থা করেছে!

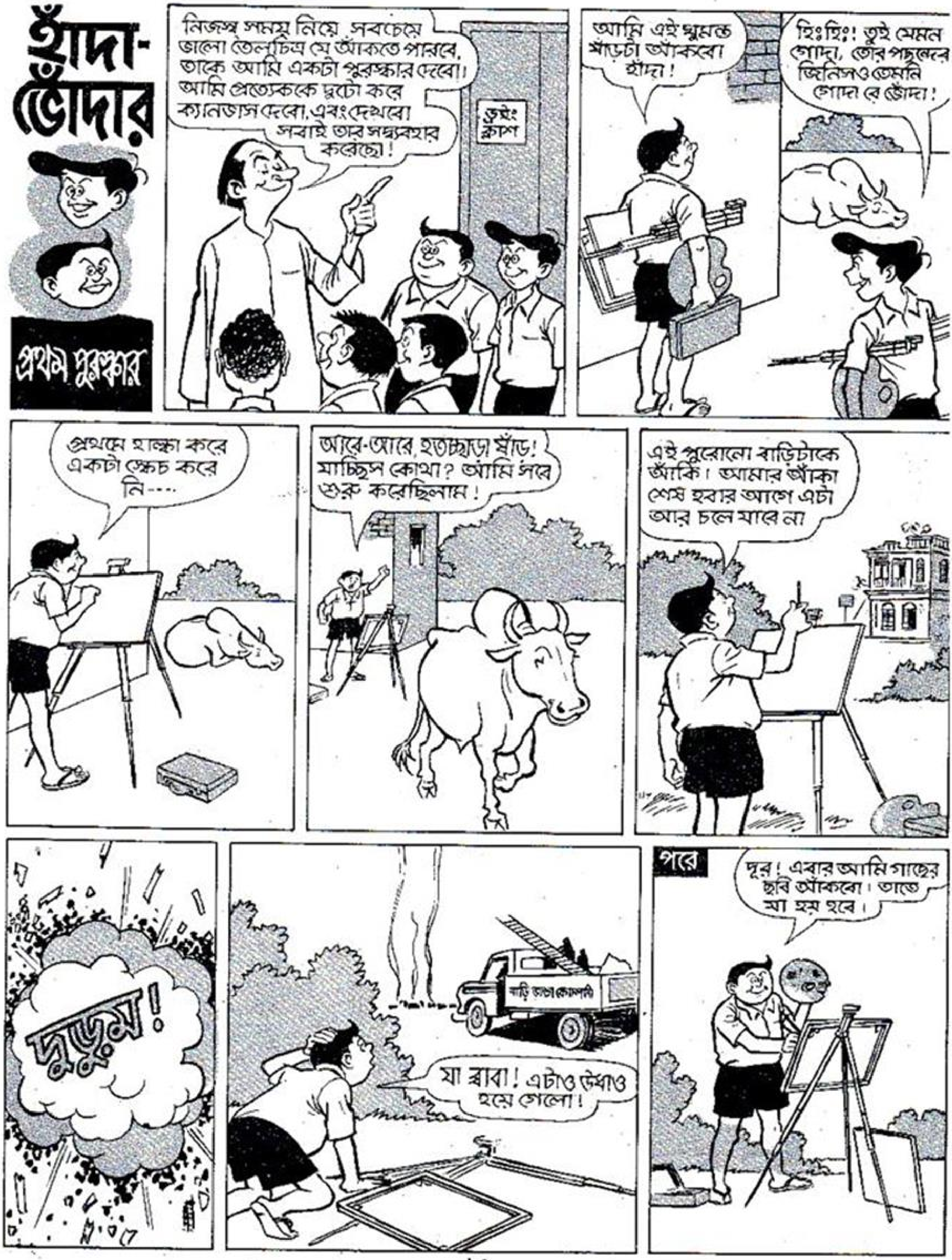

দূর হ হতচ্ছাড়া! পিসেমশাই ফিরে আসার আগেই আমাকে ক্রীতদাসের মতো খেটে এগুলো ঠিক করে রাখতে হবে।
যাক বাব্বা! ঠিক করে ফেলেছি। আরে, পুষি, আঃ! তোকে দেখে একটা মতলব এসেছে!
এবার পুষিটা ঠিক পাখি তাড়াবে··· আর যাতে কোন অঘটন না ঘটায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে ওকে ঠেসে খাবার দিয়ে গেলাম!
চমৎকার! এরকম খাওয়ার পর ঘুম ঘুম পাচ্ছে··· আর রোদ্দুরটাও বেশ লাগছে··· ফর ররর
হাঁদাটাকে পাখি তাড়াতে বসিয়ে রেখে এসেছি গিয়ে বেচারাকে ছেড়ে দিতে হবে।
আমার মরসুমী ফুলের বীজ! পাই একবার হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কটটাকে!
আর সরে পড়তে পারবে না। নে, এবার পাখি তাড়া ভোঁদা, ভেতরে যা!
যাচ্ছি পিসেমশাই! চলি রে ভাই হাঁদা!
বিড়বিড়বিড়!

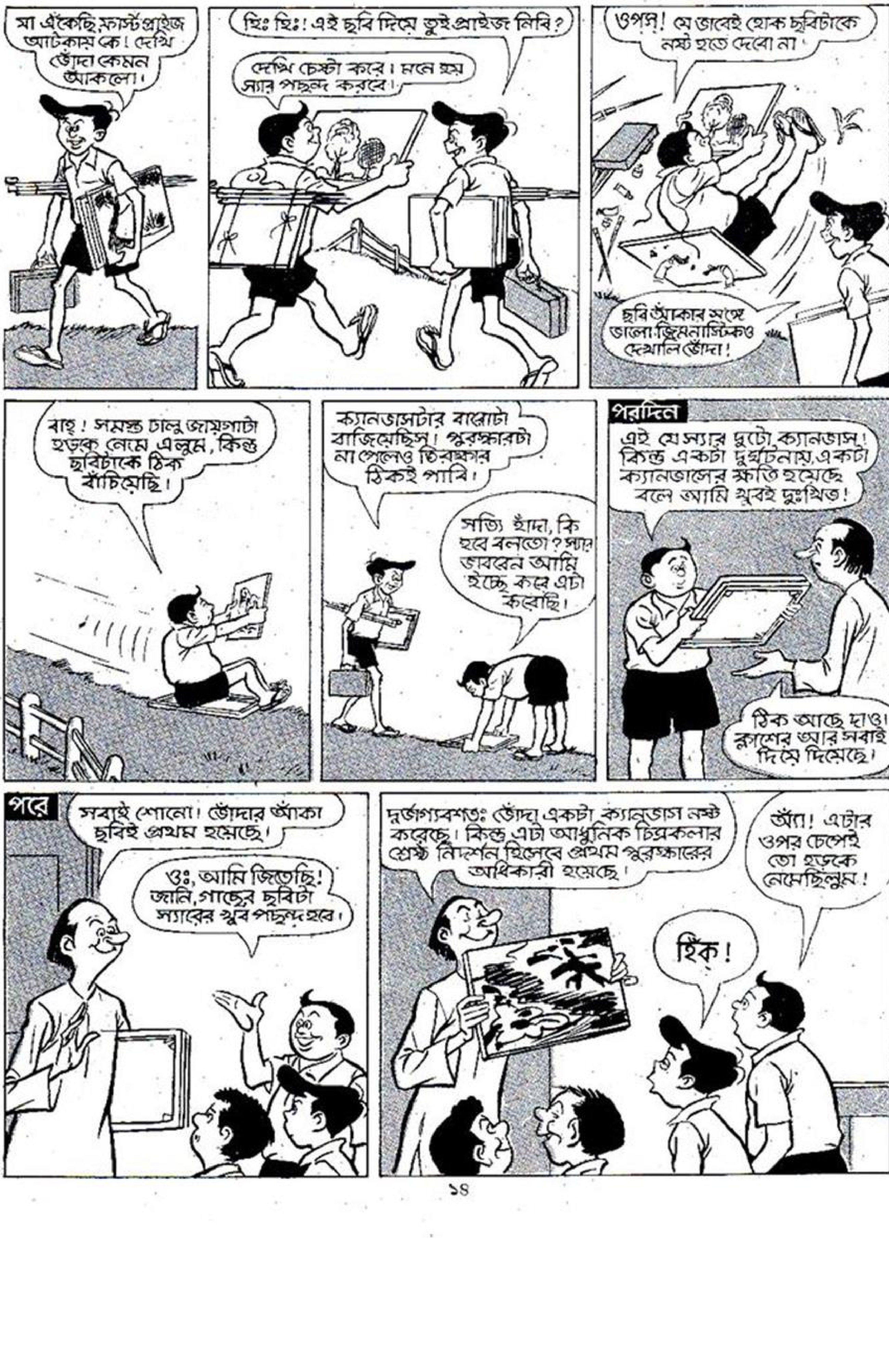

হাঁদা-ভোঁদার
জীবে দয়া
দ্যাখ হাঁদা! বেচারা বেড়ালটা সারাদিন গাছের ওপরেই রইলো বোধ হয় ওখান থেকে নামতে পারছে না।
মিঁয়াও!
ওকে নামিয়ে আনার জন্যে দমকলে খবর দিলেই হয়ে যেতো।
কারুকে খবর দিতে হবে না। তুই শুধু মইটার জন্যে একটু হেল্প কর। এটা একা সামলানো যাবে না, তারপর দেখবি কি করে ওকে নামিয়ে আনি!
আয় হুলো আয়! কোন ভয় করিস না! তোকে আমি উদ্ধার করতে এসেছি!
তুই খুব চমৎকার হুলো! তোর কোন ভয় নেই। শীগগিরিই তোকে আমি নির্বিঘ্নে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছি!


নড়িস না, আমি তোকে টুক্ করে তুলে নিচ্ছি— আপ্‌স্ !
ওরে বাবা! অ্যাই ভোঁদা, এবার আমি নামবো কি করে?
ঝুলে থাক, ব্যবস্থা করছি!
মনে হয় এখানে আসতে ওদের খুব দেরী হবে না।
ওয়ান-জিরো-ওয়ান !
দেখলি হাঁদা! শেষ পর্যন্ত সেই দমকলে খবর দিতেই হলো!
এবারে চটপট হাত ছেড়ে নীচে পড়ো!


হাঁদা-ভোঁদার
পক্ষী বিভ্রাট
আধঘন্টার জন্যে বেরোচ্ছি। ভুলোবাবু আমাকে একটা উপহার পাঠিয়েছে, দেখা করে ধন্যবাদ দেবো। কিন্তু খবরদার দোকানের কোন কিছুতে হাত দিবি না।
সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন পিসেমশাই।
হঠাৎ
এই যে, খোকারা!
আশ্চর্য ব্যাপার! পিসেমশাইয়ের অফিস-ঘরে কেউ আছে!
কেউ তো ঘরের মধ্যে নেই!
এদিকে এসো!
ওরে বাবা! কে একথা বললো!
অ্যাই বেয়াদব ছোকরা!
আরে! একটা কাকাতুয়া! এটাই তাহলে ভুলোবাবু পিসেকে উপহার পাঠিয়েছেন।
বাপরে! গেছিরে!
ক্রোয়াক! হাঃহাঃ! ক্রীচ্!
হতচ্ছাড়া পাখি, খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে!
ওফ্! আমার আঙুল!
শিগগির ওর পেছনে ছোট! ওটা দোকান-ঘরে উড়ে যাচ্ছে!
ওটার কোন চিহ্ন নেই! কোথায় গেলো বলতো ভোঁদা?


নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে! ধরতে পারলে ঘাড় মটকে দেবো!
না হলে পিসেমশাই তোর ঘাড় মটকাবে!
কক্‌স্‌
টপাক্‌!
ঐ যে হতচ্ছাড়া!
দ্যাখ, লেমনেডের ছিপি টেনে খুলে ফেলেছে।
খাঁচার দরজা ভেঙেছে। তাই আমি ওটাকে ধাক্কা মেরে পিসেমশাইয়ের অফিস ঘরে ঢুকিয়ে দিলুম— পরে বলবো আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না।
চমৎকার মতলব!
ইঃ! হতচ্ছাড়ার কাণ্ড দেখেছিস! চকোলেট, লজেন্সের সমস্ত বাক্স আর প্যাকেট ছিঁড়ে রেখেছে!
একটু পরেই
একেবারে হাতে নাতে ধরেছি! তোদের বলে গিয়েছিলুম না যে কিছুতে হাত দিবি না?
কি-কিন্তু এসব আমরা করিনি পিসেমশাই!
তোরা ছাড়া আর এখানে কেউ নেই! শিগগির বেরো! আবার এখানে এলেই ডাণ্ডাপেটা করবো।
ওরে বাবা! ওই ডাণ্ডার এক ঘায়েই ঠাণ্ডা মেরে যাবো।
ওঃ না! আমার ক্যাশবাক্সের মধ্যে হতভাগা পাখি বাসা বেঁধেছে!
হিঃ হিঃ! পিসেমশাই তার পাখি পেয়েছে আর পাখিটাও বেশ খাসা দামী বাসা পেয়েছে!


হাঁদা-ভোঁদার
প্রথম পুরস্কার
নিজস্ব সময় নিয়ে সবচেয়ে ভালো তৈলচিত্র যে আঁকতে পারবে, তাকে আমি একটা পুরস্কার দেবো। আমি প্রত্যেককে দুটো করে ক্যানভাস দেবো, এবং দেখবো সবাই তার সদ্ব্যবহার করেছো!
ড্রইং ক্লাশ
আমি এই ঘুমন্ত ষাঁড়টা আঁকবো হাঁদা!
হিঃ হিঃ! তুই যেমন গোদা, তোর পছন্দের জিনিসও তেমনি গোদা রে ভোঁদা!
প্রথমে হাল্কা করে একটা স্কেচ করে নি----
আরে-আরে, হতচ্ছাড়া ষাঁড়! যাচ্ছিস কোথা? আমি সবে শুরু করেছিলাম!
এই পুরোনো বাড়িটাকে আঁকি। আমার আঁকা শেষ হবার আগে এটা আর চলে যাবে না
দুড়ুম!
বাড়ি ভাঙা কোম্পানি
যা ব্বাবা! এটাও উধাও হয়ে গেলো!
পরে
দূর! এবার আমি গাছের ছবি আঁকবো। তাতে যা হয় হবে।

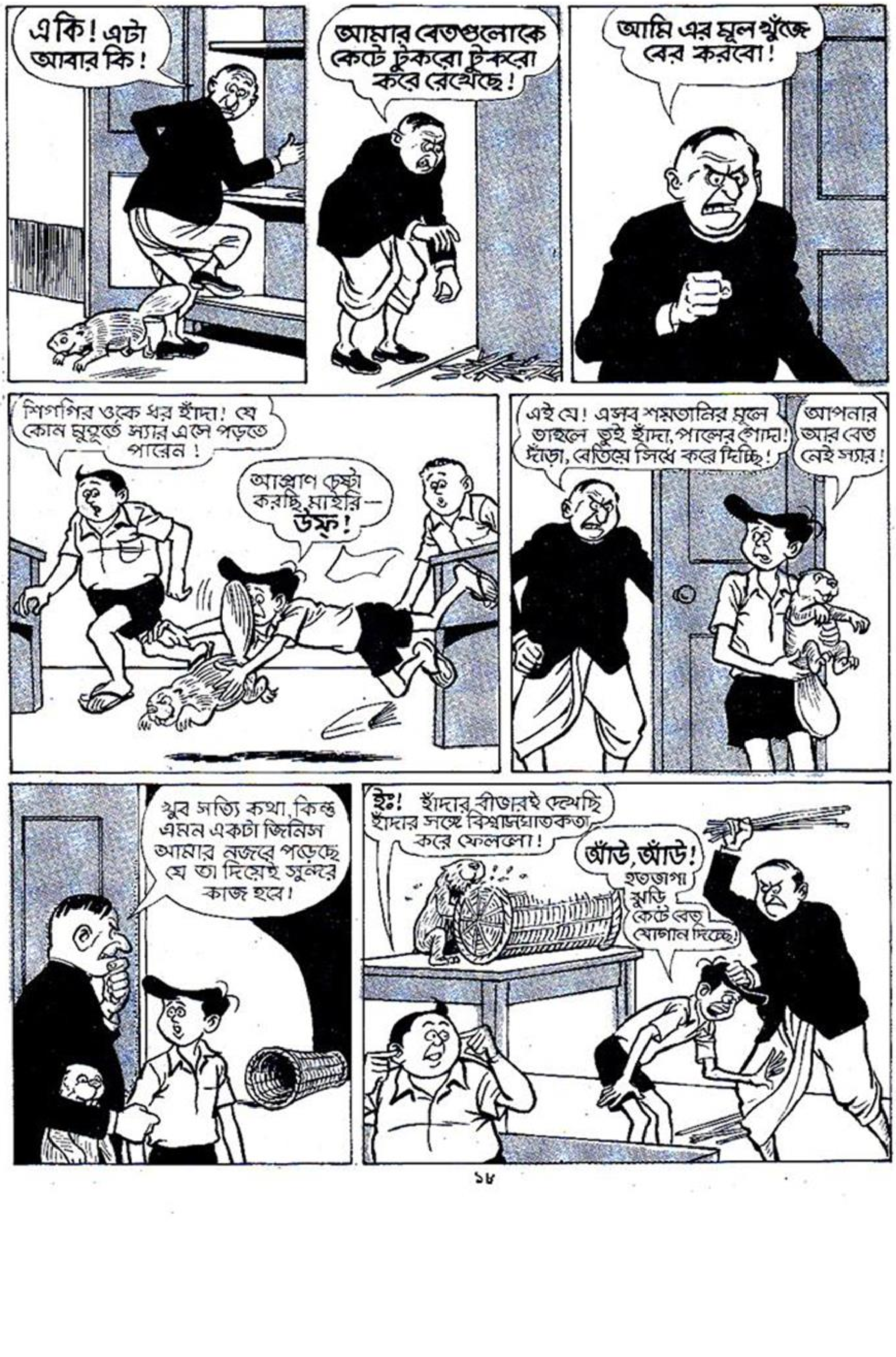

যা এঁকেছি, ফার্স্টপ্রাইজ আটকায় কে! দেখি ভোঁদা কেমন আঁকলো।
ছিঃ ছিঃ! এই ছবি দিয়ে তুই প্রাইজ নিবি?
দেখি চেষ্টা করে। মনে হয় স্যার পছন্দ করবে।
ওপস্! যে ভাবেই হোক ছবিটাকে নষ্ট হতে দেবো না।
ছবি আঁকার সঙ্গে ভালো জিমনাস্টিকও দেখালি ভোঁদা!
বাহ্! সমস্ত ঢালু জায়গাটা হড়কে নেমে এলুম, কিন্তু ছবিটাকে ঠিক বাঁচিয়েছি।
ক্যানভাসটার বারোটা বাজিয়েছিস্! পুরস্কারটা না পেলেও তিরস্কার ঠিকই পাবি।
সত্যি হাঁদা, কি হবে বলতো? স্যার ভাববেন আমি ইচ্ছে করে এটা করেছি।
পরদিন
এই যে স্যার দুটো ক্যানভাস! কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় একটা ক্যানভাসের ক্ষতি হয়েছে বলে আমি খুবই দুঃখিত!
ঠিক আছে দাও। ক্লাশের আর সবাই দিয়ে দিয়েছে।
পরে
সব্বাই শোনো। ভোঁদার আঁকা ছবিই প্রথম হয়েছে।
ওঃ, আমি জিতেছি! জানি, গাছের ছবিটা স্যারের খুব পছন্দ হবে।
দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোঁদা একটা ক্যানভাস নষ্ট করেছে। কিন্তু এটা আধুনিক চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে প্রথম পুরস্কারের অধিকারী হয়েছে।
হিঁক!
অ্যাঁ! এটার ওপর চেপেই তো হড়কে নেমেছিলুম!


হাঁদা-ভোঁদার
গোয়েন্দাগিরি
এই যে আমাদের পাড়ায় প্রায়ই গরু চুরি হচ্ছে, কে করছে তাকে হাতে নাতে ধরা আমাদের কর্তব্য। কি বলিস ভোঁদা?
সে তো ঠিক কথাই রে হাঁদা!
কিন্তু আমরা কি সেই গরু চোরকে ধরতে পারবো হাঁদা!
তুই পারবি না ঠিকই, কিন্তু এই শর্মা ঠিক ধরে ফেলবে দেখবি। অবিশ্যি তুইআমার অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে থাকবি!
সেদিন রাত্রে
দেখেছিস ভোঁদা! হেবোদের গোয়ালঘরে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন ঢুকলো! নিশ্চয় সেই ব্যাটা চোর!
কিন্তু হাঁদা!
তোর সব তাতেই খালি কিন্তু! এবার দেখবি ব্যাটাকে কেমন হাতে নাতে ধরে ফেলি! যদি প্রয়োজন হয় খালি একটু হেল্প করবি!
কিন্তু—



লক আপ ইওর কিন্তু ইডিয়েট! তুই এতো ভীতু জানলে তোকে আমার অ্যাসিসট্যান্ট করতাম না! আমি ওকে এ্যাটাক করে কায়দা করার পর খালি একটু হেল্প করবি!
আ-আচ্ছা!
তোমার খেল খতম কিন্তু গরু আর হজম করতে পারবে না! এবার আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো তিন গোনার মধ্যে—এক—দুই—
—তিন! ভেবেছো ঘাপটি মেরে আমাকে ফাঁকি দেবে, এই আমিই স্বয়ং ভেতরে যাচ্ছি তোমাকে ক্যাপ্‌চার করতে!
পরমুহূর্তেই
ভোঁদা রে হেল্প!
তুই বলেছিলি, তুই এ্যাটাক করার পর তোকে হেল্প করতে। এখন ওই দেখছি তোকে এ্যাটাক করেছে! কাকে হেল্প করবো হাঁদা? তোকে না ওকে?


হাঁদা-ভোঁদার
বীভার কাহিনী
জিনিসটা কেমন বুঝছেন?
বেয়াড়া ছাত্রদের পক্ষে চমৎকার! আমি দু'ডজন নেবো!
ঐ দু'ডজন বেত আমাদের পিঠে ভাঙবে! এর একটা বিহিত কর হাঁদা!
কোন চিন্তা নেই। বিহিতের ব্যবস্থা করছি!
আঃ! এই রকম একটা ঝুড়িই আমি চাইছিলাম!
চিড়িয়াখানায়
আমি বীভারটা একবেলার জন্যে ধার চাইছি।
ঠিক আছে। আমি ওটাকে তোমার ঝুড়িতে ভরে দিচ্ছি।
বীভার
স্কুলে
হিঃ হিঃ! এটাকে স্যারের বেত রাখার আলমারিতে রেখে দেবো আর ও ওগুলো চিবিয়ে রাখবে!
আবার হুল্লোড়? শিগগির যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়।
আরে! আমার আলমারির ভেতর থেকে কিসের শব্দ আসছে?


এ কি! এটা আবার কি!
আমার বেতগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখেছে!
আমি এর মূল খুঁজে বের করবো!
শিগগির ওকে ধর হাঁদা! যে কোন মুহূর্তে স্যার এসে পড়তে পারেন!
আপ্রাণ চেষ্টা করছি মাইরি— উফ্!
এই যে! এসব শয়তানির মূলে তাহলে তুই হাঁদা, পালের গোদা! দাঁড়া, বেতিয়ে সিধে করে দিচ্ছি!
আপনার আর বেত নেই স্যার!
খুব সত্যি কথা, কিন্তু এমন একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে যে তা দিয়েই সুন্দর কাজ হবে!
ইঃ! হাঁদার বীভারই দেখছি হাঁদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললো!
আঁউ, আঁউ!
হতভাগা মুড়ি কেটে বেত যোগান দিচ্ছে!

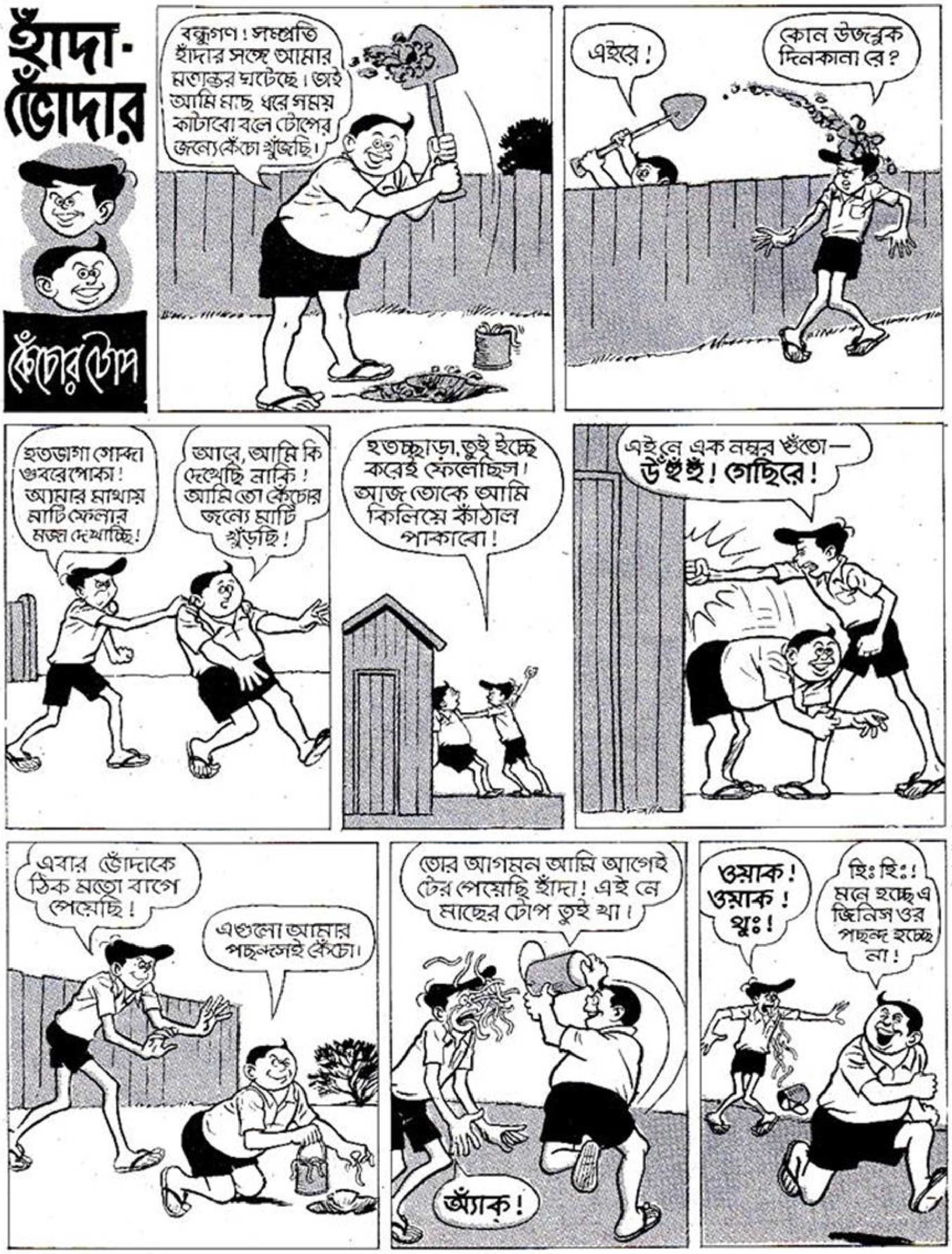


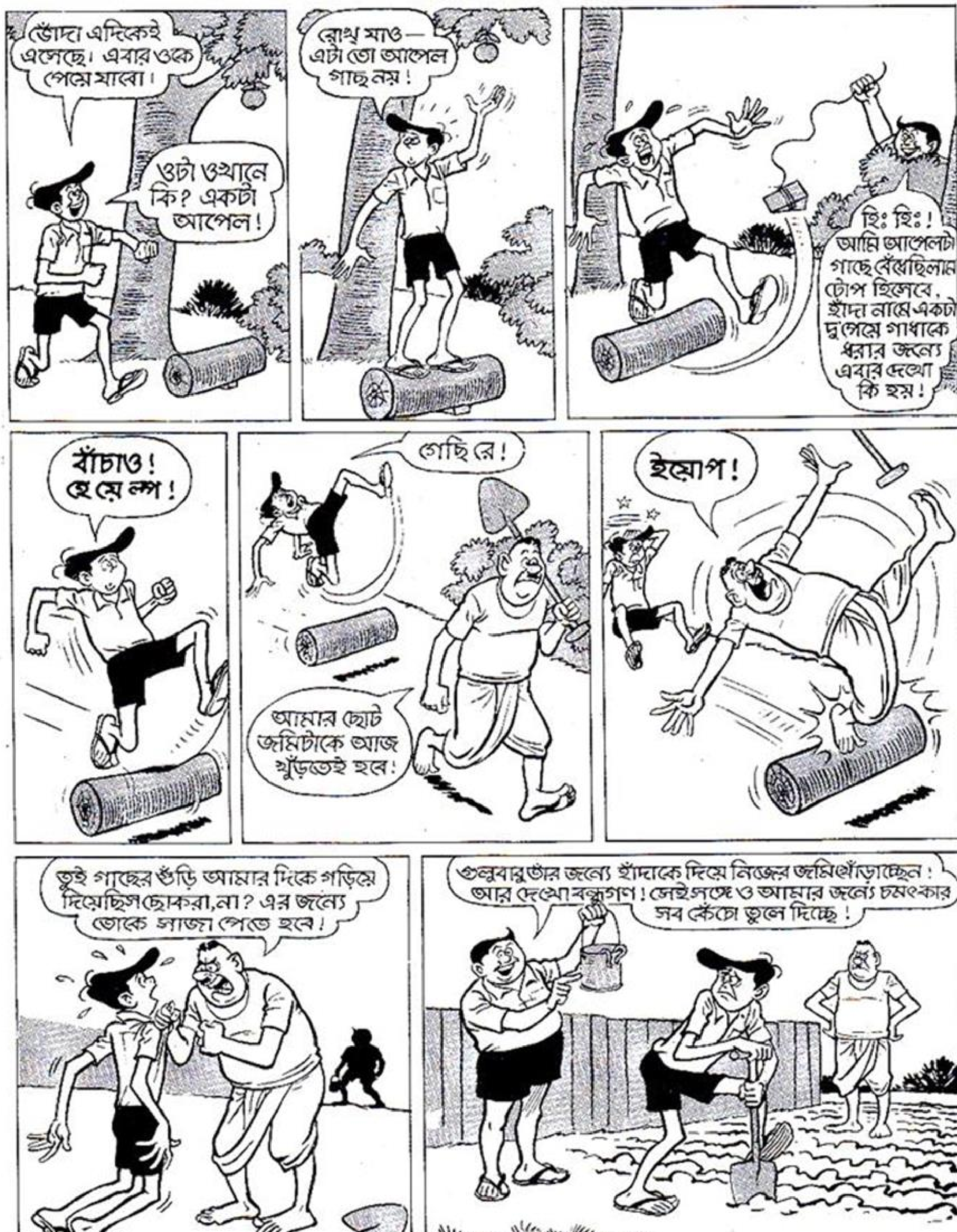
হাঁদা-ভোঁদার
পুরস্কার প্রাপ্তি
একশো টাকা পুরস্কার! ঠিক আমার যা প্রয়োজন রে ভোঁদা!
সার্কাস হইতে শিক্ষিত গরিলা 'গাঁট্টু' পলাইয়াছে! ধরিয়া দিতে পারিলে একশত টাকা পুরস্কার।
কিন্তু মনে রাখিস গরিলা ধরতে হবে।
ওই নিশ্চয় 'গাঁট্টু'! আরে আমি ওকে দড়ির ফাঁসে ধরবো। আমি কি ভাবে কি করি তুই পর্যবেক্ষণ করে যা।
দ্যাখ ভোঁদা, কি ভাবে ধরেছি!
অ্যাই মরেচে! কে কাকে ধরেচে!
তোকেই উল্টে বেঁধে রেখে গেলো রে হাঁদা!
হুম্ম! ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ না করে খুলে দে!
এবার হতচ্ছাড়া ঠিক ধরা পড়বে। এই হাতুড়ি ঐ কুচ্ছিত মুখ্যুটার মাথা ঠুকে দেবে, আর বাক্সটা চাপা দেবে!


দু'ঘণ্টা পরে
হিঃ হিঃ! দ্যাখ ভোঁদা, বাছাধন কেমন আমার ফেলে আসা কলার লোভে আস্তে আস্তে ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে!
কিন্তু হাঁদা—
রাখ তোর কিন্তু। দড়ির এক ঝটকায় দ্যাখ কেমন অনায়াসে বাক্সবন্দী করে ফেললুম!
এই যে সে ওই বাক্সের নীচে আছে!
সার্কাস
মরেচে!
এ যে পিসেমশাই!
এ তো গাঁট্টু নয়!
দাঁড়া, একবার তোকে ধরি!
ওরে বাবা! কোথায় লুকোই!
ওরে বাবারে! এ যে সেই আসল গরিলা গাঁট্টু! আমার বিছানায় এতোক্ষণ শুয়ে!
ওরে গেছিরে! সামনে পিসেমশাই পেছনে গাঁট্টু! ভোঁদো, তুই ওর হাঁটু দুটো কোনরকমে আটকে দে না রে!
উম, আপ, গুপ!
(মানে—ধরতে পারলে আড়ং ধোলাই লাগাবো!)


হাঁদা-ভোঁদার
থটরিডিং
তুই তো সব কিছুতেই ওস্তাদি করিস্। এটা ঠিক বলে দিয়ে পুরস্কারটা জিতে নে দেখি!
জারের দানার ঠিক সংখ্যা অনুমান করে বলে পুরস্কার জিতুন।
এই জারের মধ্যে ঠিক ৬৯২টা দানা আছে!
একেবারে ঠিক বলেছো ভোঁদা! তুমি এক বাক্স চকোলেট জিতেছো!
মনে হচ্ছে তুই খুব তাড়াতাড়ি গুণতে পারিস। ভোঁদা! বলতো পার্কের এই পক্ষীশালায় কতো পাখী আছে?
অ্যাঁ-হ্যাঁ! ৯৯৭টা উড়ছে আর তিনটে বসে আছে।
ওঃ, এটাও একেবারে ঠিক! কিভাবে বললি বল তো?
আমি এমনিই খুব তাড়াতাড়ি গুণতে পারি, বুঝলি!
এই নতুন পক্ষীশালায় এক হাজার পাখী রাখা আছে।


এবার তোকে যা দেখাবো, তা তুই এতো তাড়াতাড়ি আর গুণতে পারবি না !
এই ফুটবল মাঠে কতো দর্শক আছে চটপট বলে ফ্যাল দেখি !
আ-হুম্ ! মনে হচ্ছে ঠিক ১৬,৭৮২ জন আছে !
আশ্চর্য কাণ্ড ! আবার একেবারে ঠিক ! এতো তাড়াতাড়ি তুই গুণলি কি করে বলতো ?
আজকের দর্শক সংখ্যা ১৬,৭৮২
কি জানিস, ওটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা !
আমি স্রেফ আমার চোখটা চারদিকে খোলা রেখেছিলুম বুঝলি ?
ফুটবল মাঠ

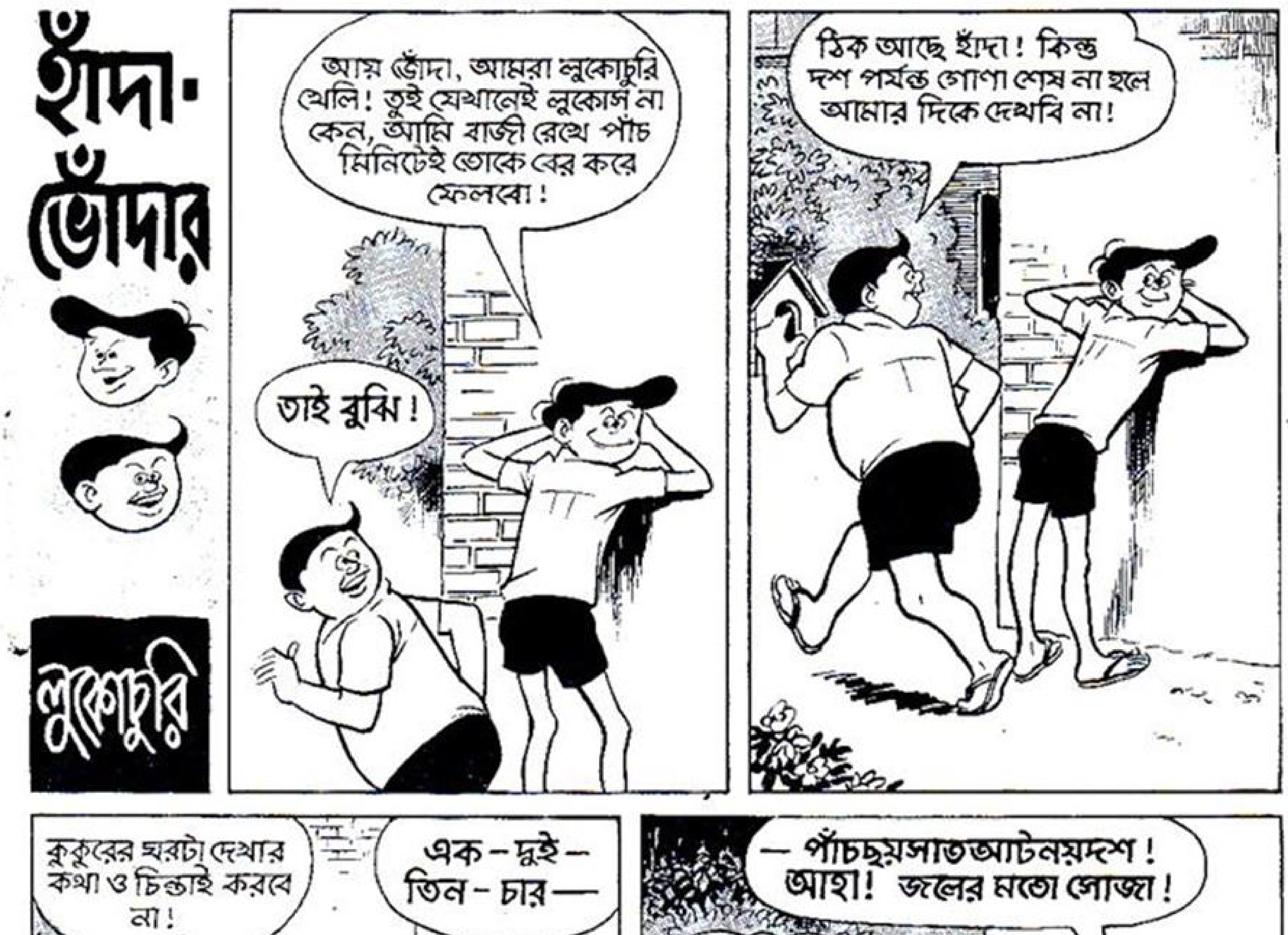

হাঁদা-ভোঁদার
কেঁচোর টোপ
বন্ধুগণ! সম্প্রতি হাঁদার সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটেছে। তাই আমি মাছ ধরে সময় কাটাবো বলে টোপের জন্যে কেঁচো খুঁজছি।
এইরে!
কোন উজবুক দিনকানা রে?
হতভাগা গোব্দা গুবরেপোকা! আমার মাথায় মাটি ফেলার মজা দেখাচ্ছি!
আরে, আমি কি দেখেছি নাকি! আমি তো কেঁচোর জন্যে মাটি খুঁড়ছি!
হতচ্ছাড়া, তুই ইচ্ছে করেই ফেলেছিস! আজ তোকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো!
এইনে এক নম্বর গুঁতো—
উঁহুঁহুঁ! গেছিরে!
এবার ভোঁদাকে ঠিক মতো বাগে পেয়েছি!
এগুলো আমার পছন্দসই কেঁচো।
তোর আগমন আমি আগেই টের পেয়েছি হাঁদা! এই নে মাছের টোপ তুই খা।
অ্যাঁক!
ওয়াক! ওয়াক! থুঃ!
হিঃ হিঃ! মনে হচ্ছে এ জিনিস ওর পছন্দ হচ্ছে না!



ভোঁদা এদ্দিকেই এসেছে। এবার ওকে পেয়ে যাবো।
ওটা ওখানে কি? একটা আপেল!
রোখ্ যাও — এটা তো আপেল গাছ নয়!
হিঃ হিঃ! আমি আপেলটা গাছে বেঁধেছিলাম টোপ হিসেবে, হাঁদা নামে একটা দুপেয়ে গাধাকে ধরার জন্যে এবার দেখো কি হয়!
বাঁচাও! হে য়ে ল্প!
গেছি রে!
আমার ছোট জমিটাকে আজ খুঁড়তেই হবে!
ইয়োপ!
তুই গাছের গুঁড়ি আমার দিকে গড়িয়ে দিয়েছিস ছোকরা, না? এর জন্যে তোকে সাজা পেতে হবে!
গুলুবাবু তাঁর জন্যে হাঁদাকে দিয়ে নিজের জমি খোঁড়াচ্ছেন! আর দেখো বন্ধুগণ! সেইসঙ্গে ও আমার জন্যে চমৎকার সব কেঁচো তুলে দিচ্ছে!


হাঁদা-ভোঁদার
সাফাই পর্ব
স্কুল টিফিনে
হাঁদা, নোংরা ফেলার জায়গাটা কেন রয়েছে?
না জানলে এই আমি দেখিয়ে দিলাম।
আচ্ছা স্যার!
কাল থেকে স্কুলের এই জায়গা তোকে পরিস্কার রাখতে হবে, এই বলে দিলাম।
আ-আচ্ছা স্যার!
স্কুল থেকে ফেরার পথে
মাইলখানেক লম্বা ইলেকট্রিকের তার দিন, আর দাম বাবার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন
ওরে বাবা! এতো তার দিয়ে কি হবে রে?
পরদিন সকালে
স্যার স্কুল পরিষ্কার করতে বলেছেন. দেখবি কত চটপট সব সাফ করে ফেলবো। ইলেকট্রিক বিলটা অবশ্য বাবাকে দিতে হবে।
যতদূর মনে হচ্ছে, তারের শেষ মাথায় হাঁদাকে পাওয়া যাবে।
হেঁইও!


স্কুল থেকে টেনে আনলে। যেতে আবার দেরী হয়ে যাবে।
আমি আবার যেতে সাহায্য করছি।
আসুন প্রো: চম্পটলালের সার্কাস দেখুন
এটা দেখে একটা দারুণ মতলব এসেছে।
দেখবি ভোঁদা, কেমন এক মিনিটেই সব জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে।
নস্যি
চমৎকার! এবারে কেটে পড়ো।
ফ্যাচাস!
সত্যি হাঁদা, দারুণ একখানা বুদ্ধি খেলিয়েছিস।
ফ্যাচাস!
ভেতরে হেঁচে জঞ্জাল বাইরে পাঠিয়েছিলো। এখন বাইরে হেঁচে আবার ভেতরে পাঠিয়েছে।
ফ্যাচাস!
ফ্যাচ!
স্কুল
হাঁদা, কাগজের জঞ্জাল সাফাই না করে ফাঁকি দেবার মতলব। এই বড় ব্যাগটা নিয়ে সব কাগজ তুলে পরিষ্কার কর। ভোঁদা তোকে পাহারা দেবে।
এরকম আর চার ট্রিপ হলেই তোর সাফাই পর্ব শেষ হবে, কি বলিস হাঁদা?



হাঁদা ভোঁদার
লুকোচুরি
আয় ভোঁদা, আমরা লুকোচুরি খেলি! তুই যেখানেই লুকোস না কেন, আমি বাজী রেখে পাঁচ মিনিটেই তোকে বের করে ফেলবো!
তাই বুঝি!
ঠিক আছে হাঁদা! কিন্তু দশ পর্যন্ত গোণা শেষ না হলে আমার দিকে দেখবি না!
কুকুরের ঘরটা দেখার কথা ও চিন্তাই করবে না!
এক – দুই – তিন – চার —
— পাঁচছয়সাতআটনয়দশ! আহা! জলের মতো সোজা!
আরে! কুকুরের ঘরের পেছনের তক্তা দেখছি আলগা!

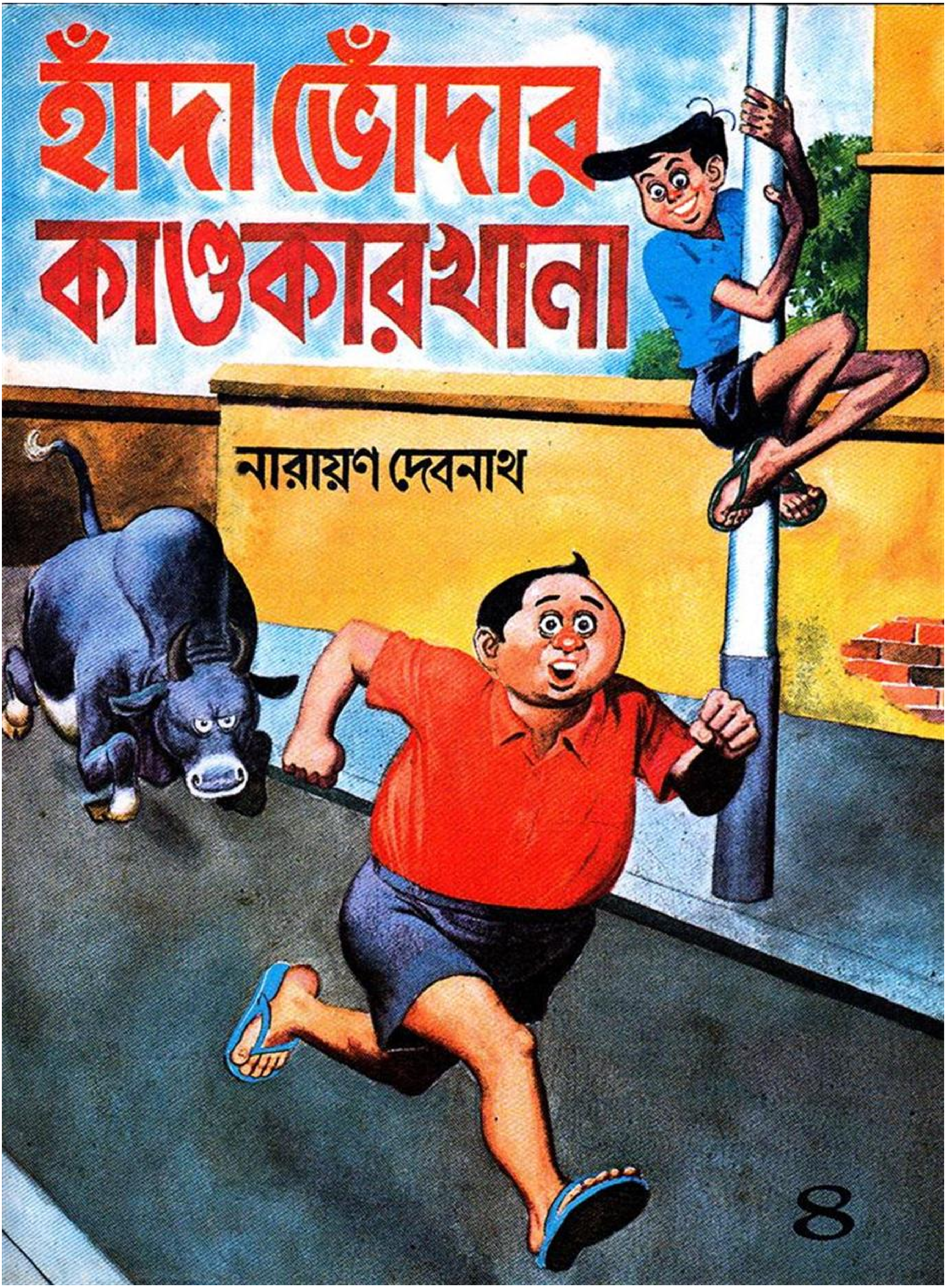


আশ্চর্য! ভোঁদা ওখানে করছ কি?
ভোঁদা, তুই কোথায় গিয়ে লুকিয়েছিস আমি জানি! কুকুরের ঘরের ভেতরে!
আহা! ঐ ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক!
ভোঁদা! এটার ভেতর দিয়ে যাতায়াতের জন্যে এই কুকুরের ঘরটা তৈরি হয়নি!
ওকে ভেতর থেকে বার করবার ব্যবস্থা করছি!
মরেচে! এযে পিশেমশাই!
হাঃ-হাঃ! এটা কেমন লাগছে রে ভোঁদা?
এবারে সত্যিকারের ভালো একটা লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে!
ওরে, না! পিসেমশাই! আপনি কোথেকে ফুঁড়ে বেরোলেন?
ও তুমি, ঠিক আছে! ঘরে চলো! বেত হাতে থাকলে আমি যে কি রকম সাংঘাতিক, তা সেখানে ভালোভাবে টের পাবে!



হাঁদা-ভোঁদার
দন্তশূল
জোরদার ছবি চলছে রে ভোঁদা! ফার্স্ট শোতেই মারতে হবে।
চিত্রঘর
গন্ধমাদন বিজয়
স্কুল→
আমি এখন আর ইস্কুলে যাচ্ছিনা। ম্যাটিনিতে ঐ ছবিটা দেখতে যাবো। তুই স্যারকে বলবি যে আমার দাঁতের ব্যথার জন্যে আমি ডেন্টিস্টের কাছে গেছি!
চিত্রঘর
এ খুব খারাপ হচ্ছে হাঁদা
ডেন্টিস্ট
স্যার, হাঁদা বলেছে যে ও আজ ডেন্টিস্টের কাছে যাবে তাই ও আজ ইস্কুলে আসবে না।
হিঃ হিঃ! এবার আমার কায়দা!
উওওঃ! একটা বড় দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তার বলেছে সারাদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে।
আহা বেচারা! তোকে আজ স্কুলে আসতে হবে না।

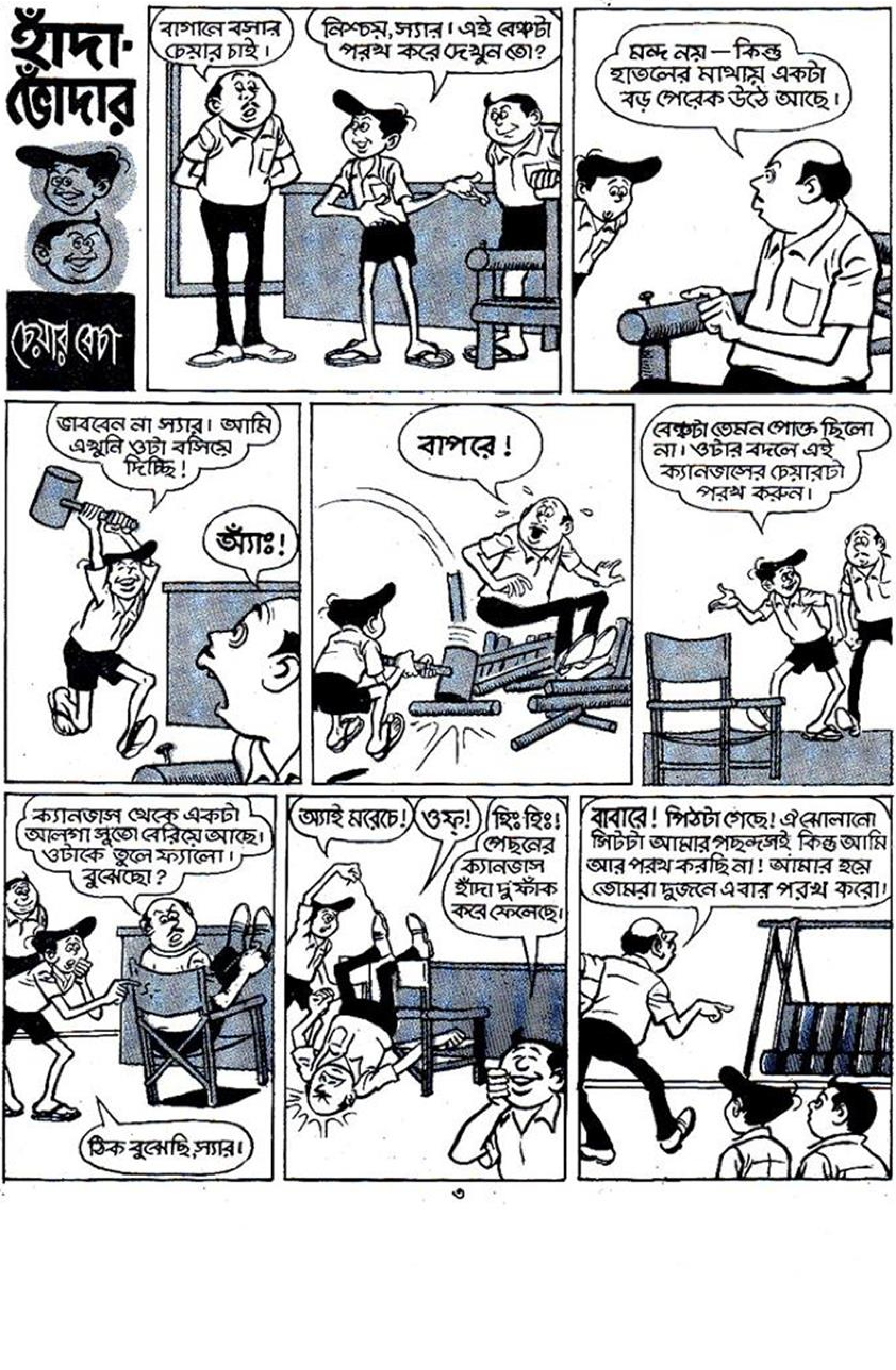

স্যারকে বেশ চমৎকার বোকা বানিয়েছি! এবারে সোজা সিনেমা হাউসের দিকে। ভোঁদার নিশ্চয়ই আমার মতো স্মার্ট আর চালাক হতে ইচ্ছে হচ্ছে!
ডেন্টিস্ট
একটা বাচ্চা ছেলের দাঁত অমন ভাবে তোলে—বুদ্ধু কোথাকার! আবার নিজেকে দন্তচিকিৎসক বলে পরিচয় দেন?
না মশাই! দাঁতের ডাক্তারবাবু হপ্তাখানেক আগে অন্য জায়গায় উঠে গেছেন আমরা বাড়ি ভাঙার লোক এ বাড়ি ভাঙছি!
•ঠিকানা পরিবর্তন• ডাক্তারখানা এখান হইতে হাড়ভাঙা লেনে স্থানান্তরিত হইল।
ডেন্টিস্ট
এ্যাই মরেছে!
হতচ্ছাড়া বিটলে! আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি! এর জন্যে তোকে ছুটির পর আরো দুঘন্টা স্কুলে থাকতে হবে!
বিদ্যালয়
বেচারা হাঁদা!

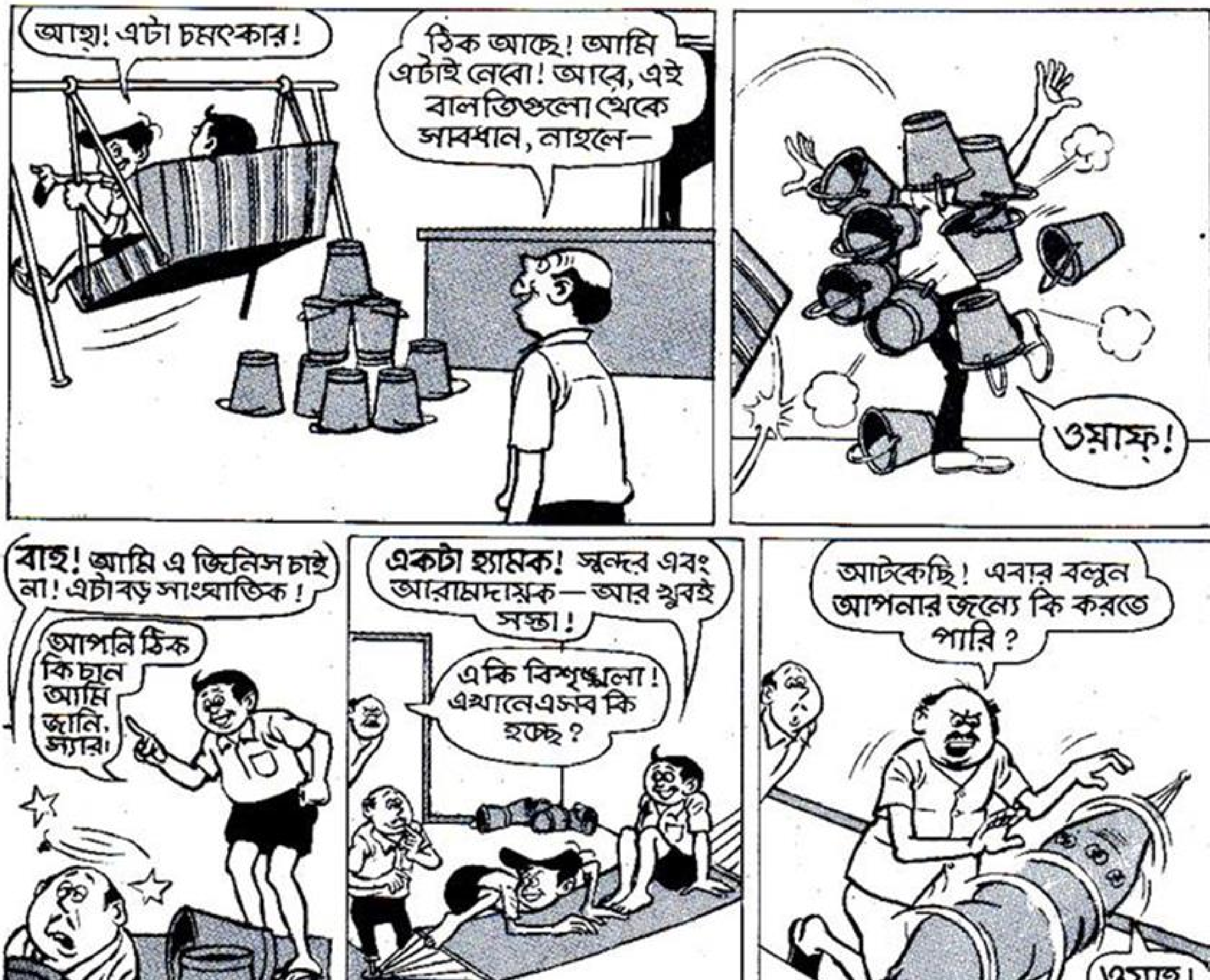

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
৪



হাঁদা-ভোঁদার
দোকানদারী
আমি জিমন্যাস্ট শিক্ষক বোঁদাবাবু। আমার একটা হুইস্‌ল্‌ চাই।
আচ্ছা স্যার
এই যে স্যার। আমি এখুনি বাজিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।
পিঁইইইপ্‌!
ওফ্‌! আমার কান গেলো!
ব্যবহার করা জিনিস আমি নেবো না। অন্য জায়গা থেকে কিনে নেবো।
এই ভাবে খদ্দেরের সঙ্গে আচরণ করে না মুখ্যু কোথাকার! পরের জন এলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি ভাবে এটা কোরতে হয়।
আমার একটা ফল্‌স্‌ চুল চাই।
টুল চাই? ঠিক আছে। স্যার। দেখুন এটা কেমন।
টুল নয়, টুল আমার অনেক আছে। আমি চুল চাইছি চুল। একেবারে কালা।
তালা? আগে ঠিক করে বলবেন তো। এই যে নিন খুব মজবুত।
নিজ নির্মিত হুইস্‌ল্‌-এর শব্দে কালা হয়ে গেছে।
বটে, তাহলে কি রকম মজবুত তা আপনার ওপরই পরখ করে দেখি!
উঁফ্‌!

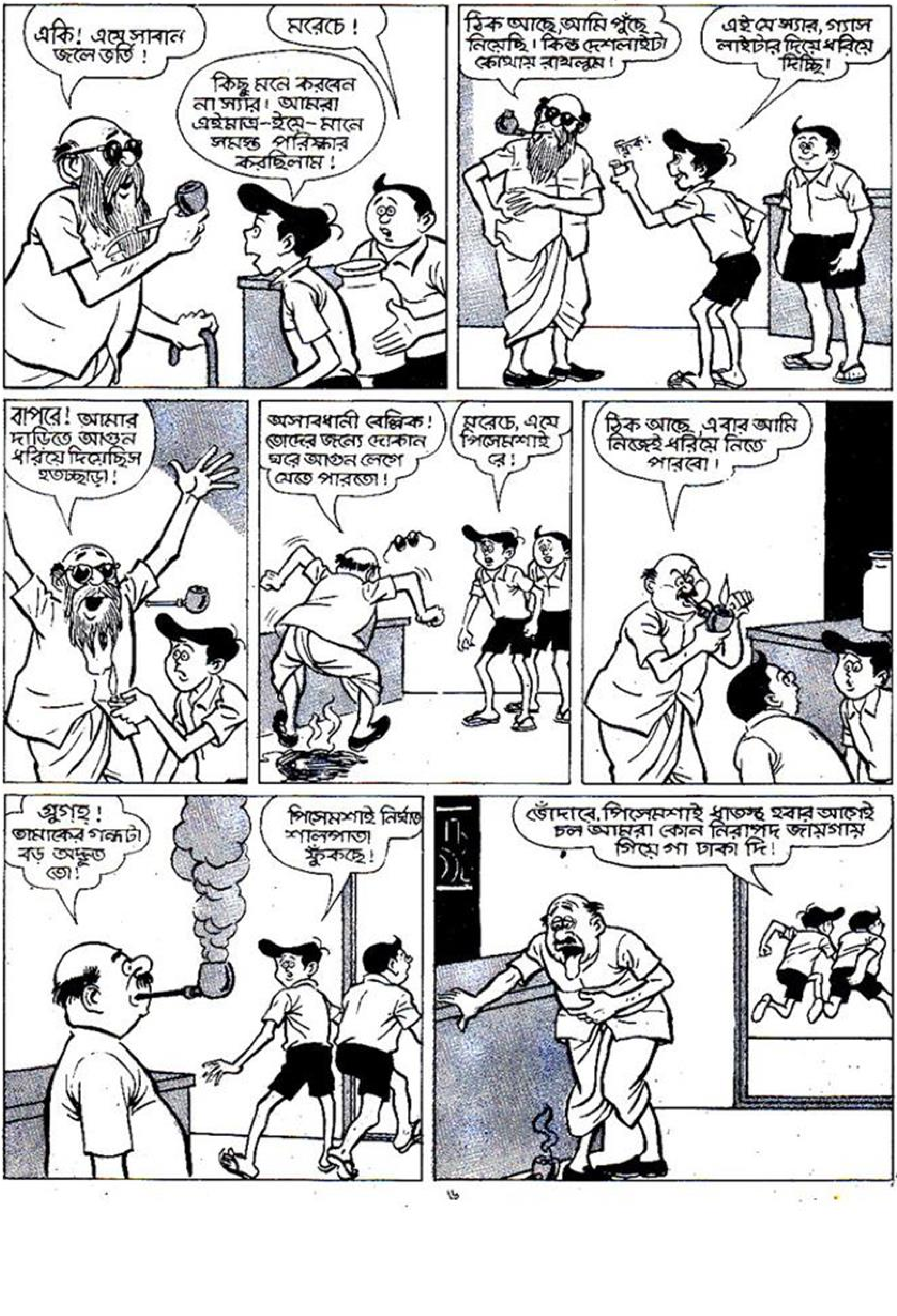

উফ্! কেমন করে আমি সামলে নেবো?
র‍্যাদাটা বেশ ভালো আর খুব সস্তা।
কি বলছে লোকটা?
কি বললেন? ছ্যাঁদা কালো বস্তা? আপনার সাহস তো কম নয় মশাই? জানেন আমার এখানে সব সময় ফ্রেস মাল থাকে। এখুনি দোকান থেকে চলে যান।
কিন্তু— কিন্তু—
পিসেমশাই একেবারে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে মাইরি! চল এই তালে পেছনের ঘরে ঢুকে কিছু লেমোনেড সাবড়ে আসি।
এটা ভালো যুক্তি।
অ্যা! কি বলে রে?
হুম! মনে হলো আমি যেন বোতল খোলার শব্দ পেলাম। এখন দেখছি তোদেরই কম্ম। তোরা আমাকে কানে শোনার যন্ত্র হিয়ারিংএড় লাগাতে বলেছিলি।
ইর্‌ক!
হিয়ারিং এড্‌? ওঃ, না! আমরা বলেছিলাম লেমোনেড়
হিঃ হিঃ! তোরা যা বলছিস কানে ঐ যন্ত্র না থাকায় আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!
উফ!
শীগগির ওটা কানে লাগিয়ে নিন।


হাঁদা-ভোঁদার
চেয়ার বেচা
বাগানে বসার চেয়ার চাই।
নিশ্চয়, স্যার। এই বেঞ্চটা পরখ করে দেখুন তো?
মন্দ নয় — কিন্তু হাতলের মাথায় একটা বড় পেরেক উঠে আছে।
ভাববেন না স্যার। আমি এক্ষুনি ওটা বসিয়ে দিচ্ছি!
অ্যাঁঃ!
বাপরে!
বেঞ্চটা তেমন পোক্ত ছিলো না। ওটার বদলে এই ক্যানভাসের চেয়ারটা পরখ করুন।
ক্যানভাস থেকে একটা আলগা সুতো বেরিয়ে আছে। ওটাকে তুলে ফ্যালো। বুঝেছো?
ঠিক বুঝেছি, স্যার।
অ্যাই মরেচে!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! পেছনের ক্যানভাস হাঁদা দু'ফাঁক করে ফেলেছে।
বাবারে! পিঠটা গেছে! ঐ ঝোলানো সিটটা আমার পছন্দসই কিন্তু আমি আর পরখ করছি না! আমার হয়ে তোমরা দুজনে এবার পরখ করো।


আহ্! এটা চমৎকার!
ঠিক আছে! আমি এটাই নেবো! আরে, এই বালতিগুলো থেকে সাবধান, নাহলে—
ওয়াফ্!
বাহ! আমি এ জিনিস চাই না! এটা বড় সাংঘাতিক!
আপনি ঠিক কি চান আমি জানি, স্যার।
একটা হ্যামক! সুন্দর এবং আরামদায়ক— আর খুবই সস্তা!
একি বিশৃঙ্খলা! এখানে এসব কি হচ্ছে?
আটকেছি! এবার বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?
ওয়াহ্! মাথা ঘুরছে!
দুমিনিট পরে
আপনার পছন্দমতো জিনিস দিতে পেরে খুশি হয়েছি! আবার আসবেন।
পিসেমশাই এবার কি করবে বলতো হাঁদা?
দোকানের সব চেয়ার বেঞ্চ ভেঙে তছনছ করেছিস! আমার এই কাজ শেষ হলে তোদের বসার জায়গার দরকার হবে না— কারণ একমাস তোরা বসতেই পারবি না!



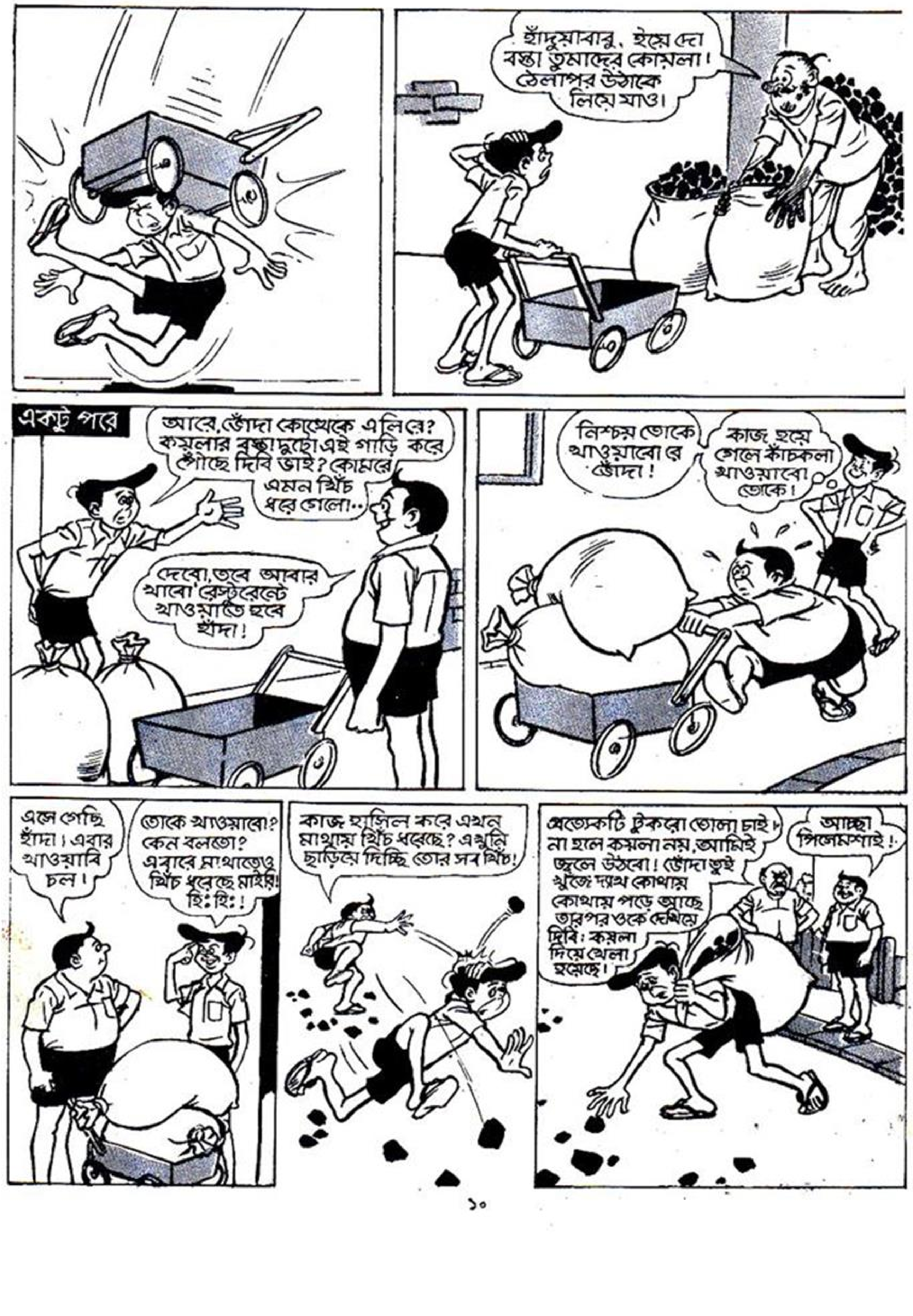
হাঁদা-ভোঁদার
গোল্লা পর্ব
পিসেমশাই দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আয় ভোঁদা, এই তালে আমরা এই বিদঘুটে পাইপগুলো দিয়ে সাবান জলের গোল্লা ছাড়ি।
তামাক
দারুণ হচ্ছে রে হাঁদা!
মরেচে! তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তামাকের জারে সাবান জল ফেললি!
তামাক
তামাক ভিজিয়ে ফেলেছিস। কিন্তু সেজন্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এটা লুকিয়ে ফেলছি, পিসেমশাই টের পাবেনা।
কিন্তু ওর পরিবর্তে তো একটা ওখানে রাখতেই হবে।
খুবই সোজা ব্যাপার। শালপাতা মেসিনে কুঁচিয়ে জারের মধ্যে রেখে দেবো।
ওদিকে
আমার এই ছদ্মবেশ ওরা ধরতে পারবে না। এবার গিয়ে দেখি আমি দোকানে না থাকলে ওরা কোন বদমাইশি করে কি না।
আমার একটা পাইপ আর কিছু ভালো তামাক চাই।
ওরে, এক দেড়ো খদ্দের মেরে!
এই পাইপটা পরখ করুন।
আমি আপনার তামাক দিচ্ছি।
বেশ, বেশ।


একি! এযে সাবান জলে ভর্তি!
মরেচে!
কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা এইমাত্র–ইয়ে–মানে সমস্ত পরিষ্কার করছিলাম!
ঠিক আছে, আমি পুঁছে নিয়েছি। কিন্তু দেশলাইটা কোথায় রাখলুম!
এই যে স্যার, গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছি!
ক্লিক্!
বাপরে! আমার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিস হতচ্ছাড়া!
অসাবধানী বেল্লিক! তোদের জন্যে দোকান ঘরে আগুন লেগে যেতে পারতো!
মরেচে, এযে পিসেমশাই রে!
ঠিক আছে, এবার আমি নিজেই ধরিয়ে নিতে পারবো।
গুগহ্! তামাকের গন্ধটা বড় অদ্ভুত তো!
পিসেমশাই নির্ঘাত শালপাতা ফুঁকছে!
ভোঁদারে, পিসেমশাই ধাতস্থ হবার আগেই চল আমরা কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দি!


হাঁদা-ভোঁদার
বুদ্ধি খাটানো
ভোঁদা ঘরের কাজ করছে – তুই এই মাটিগুলো বাড়ির পেছনে বাগানে নিয়ে ফ্যাল।
ছোঁড়ার ওপর নজর না রাখলে ঠিক ফাঁকি দেবে।
ওঃ! বুড়ো একেবারে কড়া নজর রেখেছে!
পিসেমশাই দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তালে কেটে পড়ি। আর বন্ধুদের ভুজুং ভাজাং দিয়ে কাজটা করিয়ে নি।
ফরর ফোৎ!
কিরে হাঁদা! কাজ ফেলে পালিয়ে এলি যে?
হিঃ হিঃ! তুই বোকার মতো কাজ কর, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবো!
সুতরাং
যা বললুম গুলটে! খালি এধারকা মাটি ওধারে নিয়ে যাবি। কাজটা করে দে না ভাই!
তাহলে তুই এই ঘাস ছেঁটে দে, আমি তোর কাজ করে দিয়ে আসি।
ওঃ, হতভাগা গুলটেটা কি ধড়িবাজ! ওর কাজটা আমাকে দিয়ে করালো। যাকগে তবু মাটি ঘাঁটার চেয়ে ভালো।


আর একজনের কাছে
বেশী সময় লাগবে না রে ভেটকু ! আরও একজনে সেখানে গেছে।
ঠিক আছে— তুই তাহলে এদ্দিকটায় হাত লাগা।
ওফ ওফ! প্রায় শেষ কোরে এনেছি। এ তবু নোংরা মাটি বওয়ার চেয়ে ভালো।
উফ্‌স্! যাক, এতক্ষণে মাটি সাফ হয়ে গেছে। এতেই আনন্দ!
অ্যাক্! ওঃ, ওরে বাবা, না, না। কি করে, কেমন করে এটা ঘটলো?
হাঁদার দুজন বন্ধু এসে বলল পাঁচ টাকা পেলে তারা আমার মাটি সরিয়ে দেবে। আপনারটা কি হলো?
হাঁদা আমারটা বিনা পয়সাতেই সরাবে!
তোর কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চাইছে হাঁদা, কিন্তু কি করি বল? পিসেমশাইয়ের কঠোর নির্দেশ তোকে পাহারা দেওয়ার!

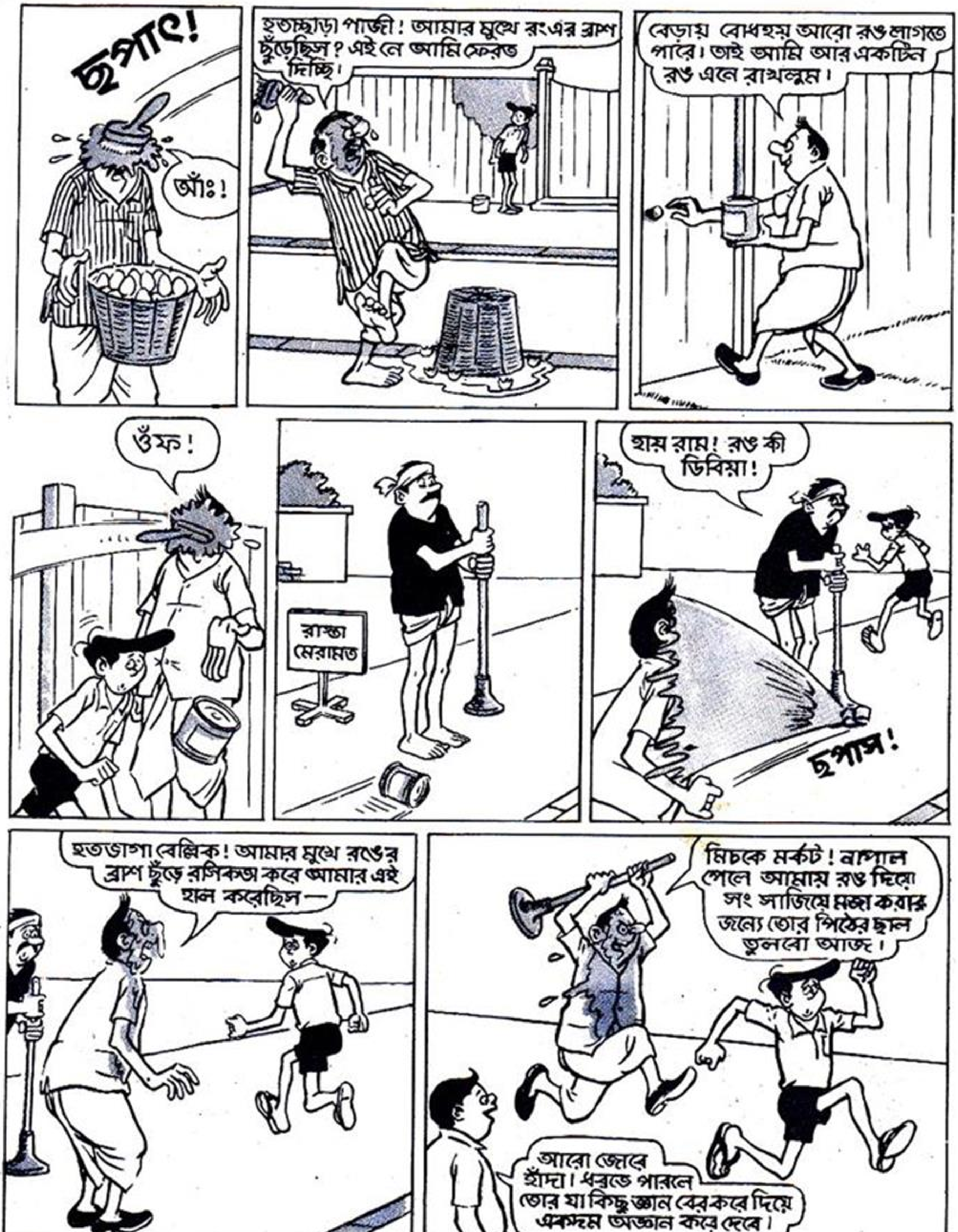

হাঁদা-ভোঁদার
কয়লা কাহিনী
হাঁদাটা যে কোথায় গেলো; কাজের সময় ওটাকে পাওয়া যায় না। যাক, এই জঞ্জালগুলো এতে ফেলি।
হতভাগা তুমি কাজের ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছো? শিগগির যা হাত গাড়িতে করে দুবস্তা কয়লা নিয়ে আয়। কয়লাওলার গাড়ি খারাপ হয়েছে।
তাড়াতাড়ি যাবি আসবি। রাস্তায় অযথা দেরী করবি না।
আহ্!
বাপরে!


হাঁদুয়াবাবু, ইয়ে দো বস্তা তুমাদ্দের কোয়লা। ঠেলাপর উঠাকে লিয়ে যাও।
একটু পরে
আরে, ভোঁদা কোত্থেকে এলিরে? কয়লার বস্তা দুটো এই গাড়ি করে পৌঁছে দিবি ভাই? কোমরে এমন খিঁচ ধরে গেলো...
দেবো, তবে আবার খাবো রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে হাঁদা!
নিশ্চয় তোকে খাওয়াবো রে ভোঁদা!
কাজ হয়ে গেলে কাঁচকলা খাওয়াবো তোকে।
এসে গেছি হাঁদা। এবার খাওয়াবি চল।
তোকে খাওয়াবো? কেন বলতো? এবারে মাথাতেও খিঁচ ধরেছে মাইরি! হিঃ হিঃ!
কাজ হাসিল করে এখন মাথায় খিঁচ ধরেছে? এখুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি তোর সব খিঁচ!
প্রত্যেকটি টুকরো তোলা চাই। না হলে কয়লা নয়, আমিই জ্বলে উঠবো! ভোঁদা তুই খুঁজে দ্যাখ কোথায় কোথায় পড়ে আছে তারপর ওকে দেখিয়ে দিবি: কয়লা দিয়ে খেলা হয়েছে।
আচ্ছা পিসেমশাই!


হাঁদা-ভোঁদার
ডবল সাফাই
দারুণ বাঁচিয়েছিস হাঁদা!
কি করে বাড়িতে ঢুকবো বলতো ভোঁদা! আমার এই কাদা মাখা মূর্তি দেখলে পিসেমশাই রেগে টং হয়ে যাবেন!
ভাবিস না হাঁদা। আমি একটা মতলব বের করেছি।
হাঁদা কি এখন বেড়াতে বেরোবে?
হাঁদা অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। আমিই ওকে খুঁজছি।
আমি তো জানিই যে হাঁদা বেরিয়েছে। ও যাতে পিছনের দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকে যেতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া।
একি রে হাঁদা, তুই এখনো এখানে?
কি করবো. পিছনের দরজা যে তালা বন্ধ!
আমি এই পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে তারপর চানের ঘরে ঢুকে পড়বো।
সাবধানে উঠবি হাঁদা!
গেলুম রে!
মরেছে! হাঁদা যে পাইপ খুলে পড়ে যাচ্ছে!

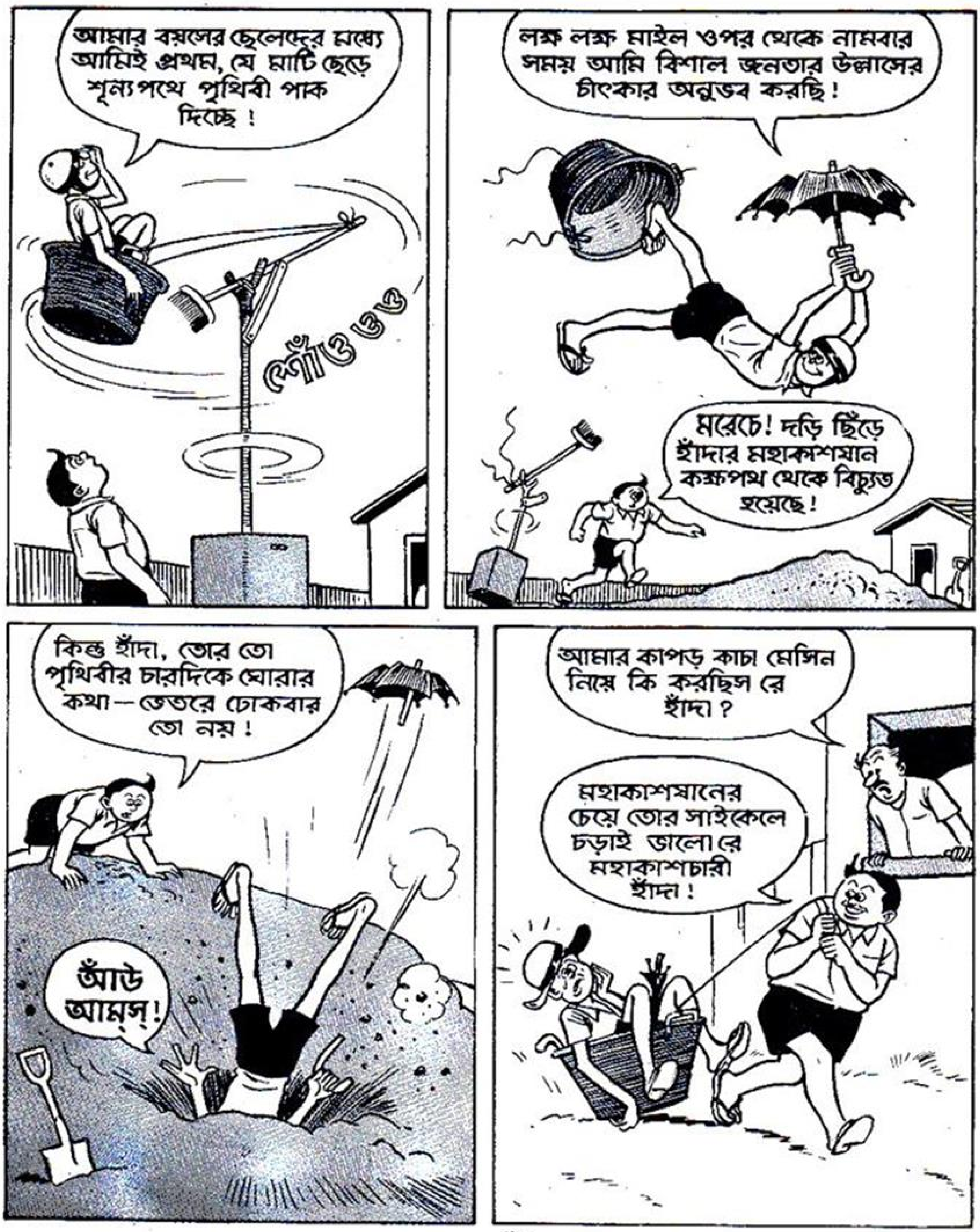

বেশ হয়েছে হাঁদা। তুই পরিস্কার হয়ে নে, আর আমি তোর জামা প্যান্টের কাদা তুলে শুকিয়ে নিয়ে আসি।
আমার জন্যে যথেস্ট করেছিস ভোঁদা। বেশ সাফাই হওয়া গেছে। এবার বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।
এতোক্ষণ কোথায় ছিলি? তোকে দিয়ে একটা কাজ করাবার জন্যে বসে আছি। আগে সেটা সেরে নে।
দ্যাখ, কয়লাওয়ালা ভুল করে এখানে কয়লা ফেলে গেছে। এগুলো এখন জায়গামতো তুলে রাখ।
এখন দেখছি তোর আগের অবস্থাতেই ঢোকা উচিত ছিলো হাঁদা। এবার তোকে ডবল করে সাফাই হতে হবে।
উফ্‌! উফ্‌!


হাঁদা-ভোঁদার
রংএর কাজে
একবার দেখা করবো ভাবছি।
তুই দেখা করে কি করবি? দেখা করবে এ কাজের যোগ্যলোক—এই আমি!
কাঠের বেড়া রং করার জন্য লোক দরকার। উপযুক্ত পারিশ্রমিক। দেখা করুন
এই যে! তোমরা কি রং লাগানো কাজের জন্যে এসেছো? তা তোমাদের মধ্যে কে কাজ করবে?
আমি করবো। ওর এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, ও কিছু করবে না।
এ সোজা কাজ নয়, বুঝলি? এতে ব্রাশ টানার এলেম থাকা চাই।
মরেছে! ব্রাশটা আবার কিসে আটকালো!
কিছুতেই খুলছে না! হ্যাঁচকা টান মেরে দেখি!
তাই দ্যাখ্
—খুলেছে! এই রে!
ডিমের ঝুড়িটা একটু বাইরে নিয়ে রাখি!

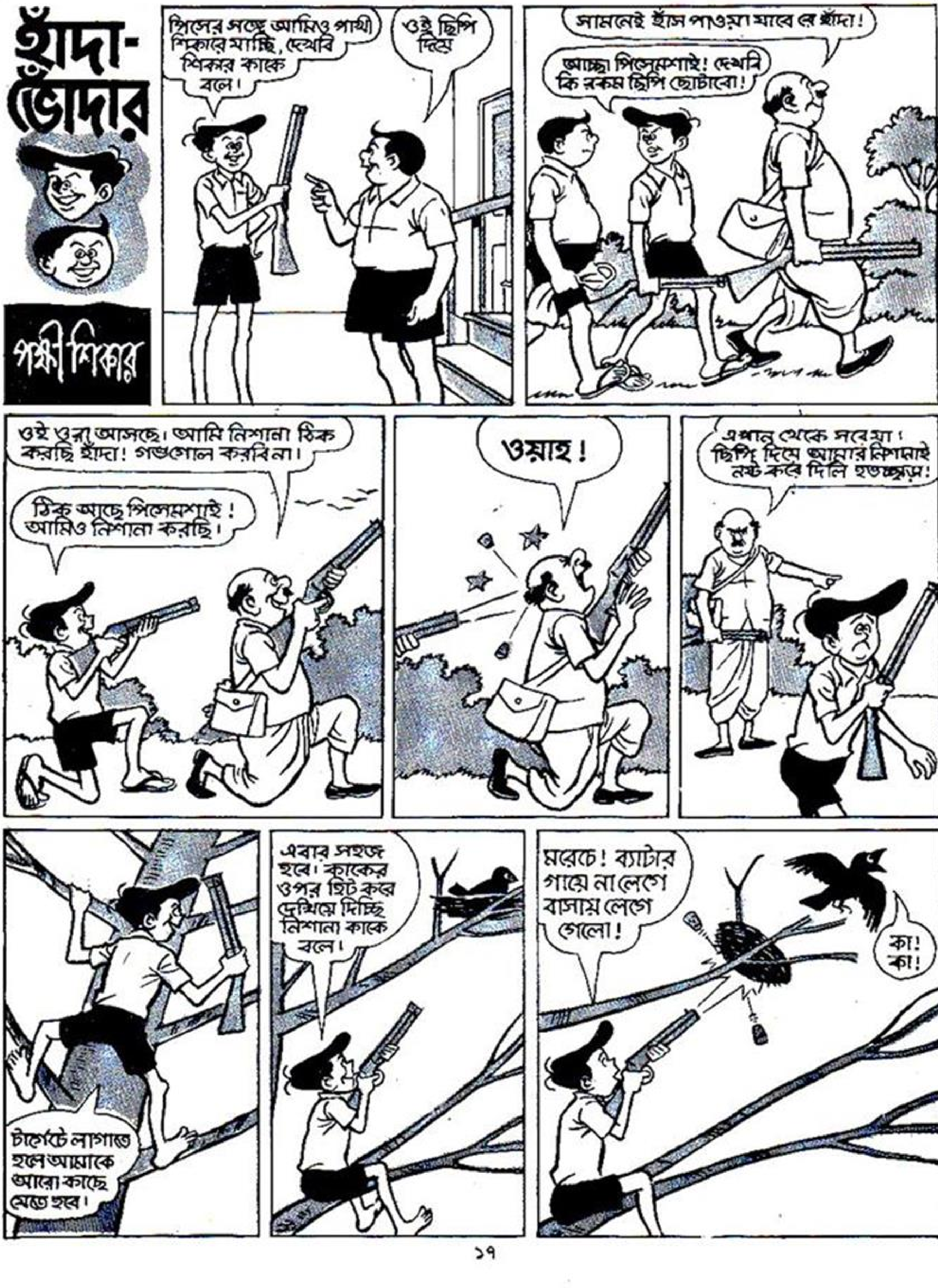


ছপাৎ!
আঁঃ!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার মুখে রংএর ব্রাশ ছুঁড়েছিস? এই নে আমি ফেরত দিচ্ছি।
বেড়ায় বোধহয় আরো রঙ লাগতে পারে। তাই আমি আর একটিন রঙ এনে রাখলুম।
ওঁফ!
রাস্তা মেরামত
হায় রাম! রঙ কী ডিবিয়া!
ছপাস!
হতভাগা বেল্লিক! আমার মুখে রঙের ব্রাশ ছুঁড়ে রসিকতা করে আমার এই হাল করেছিস —
মিচকে মর্কট! নাগাল পেলে আমায় রঙ দিয়ে সং সাজিয়ে মজা করার জন্যে তোর পিঠের ছাল তুলবো আজ।
আরো জোরে হাঁদা। ধরতে পারলে তোর যা কিছু জ্ঞান বের করে দিয়ে একদম অজ্ঞান করে দেবে।

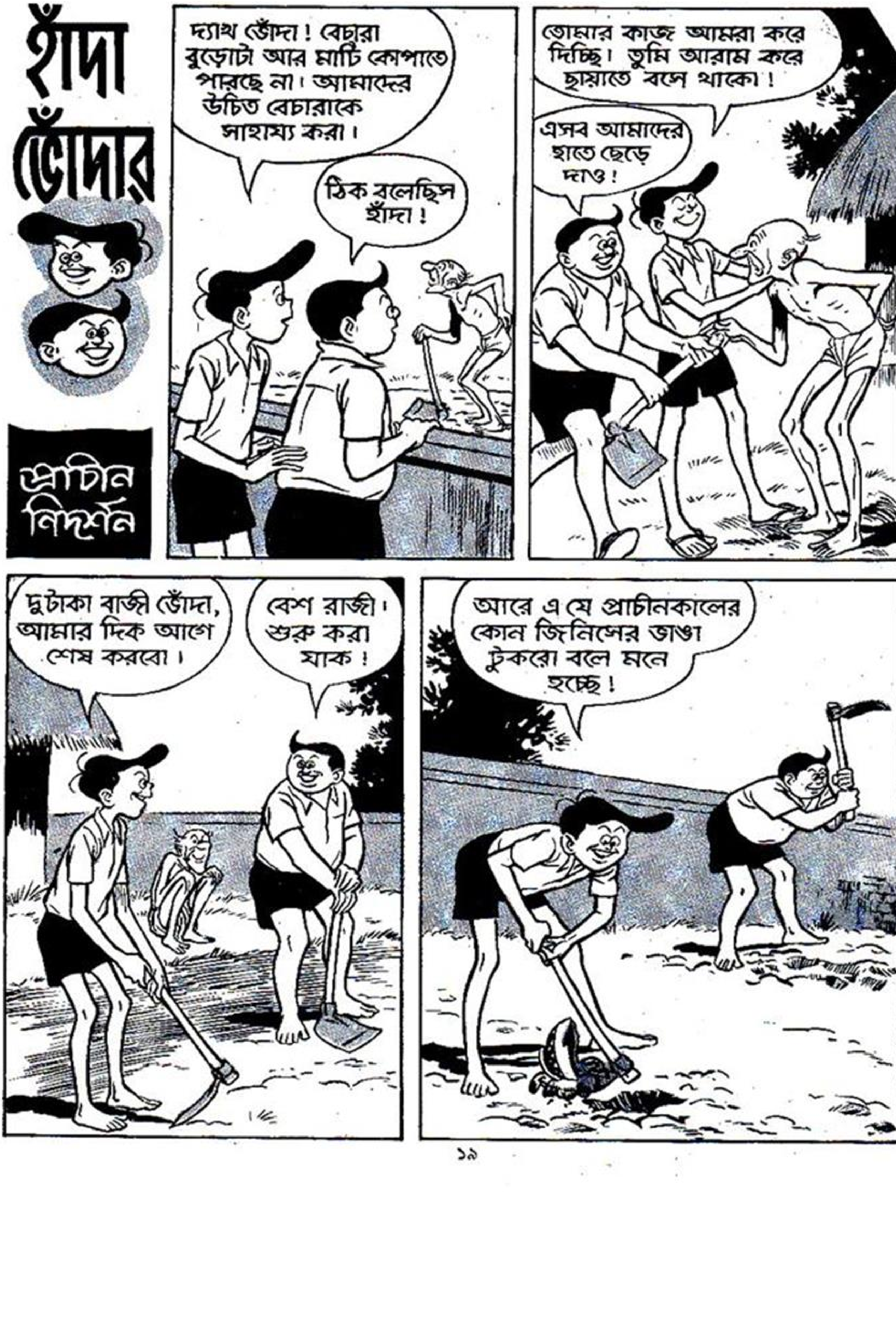

হাঁদা-ভোঁদার
মহাশূন্য যান
দারুন মাইরি হাঁদা! যারা রকেটে করে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায় তাদের কি মজা!
তা বটে।
চলিতেছে দারুণ ছবি
আমার কিন্তু রকেটে চড়ে পৃথিবী চক্কর দেওয়ার চেয়ে দু হাত ছেড়ে সাইকেলে মহাশূন্যে চক্কর দেওয়া বেশী পছন্দ, কারণ ধাক্কা খাওয়ার মতো সেখানে কিছু নেই!
যেমন এই নিরেট ইঁটের দেয়ালের মতো না রে হাঁদা? হিঃ হিঃ হিঃ!
এ সব কি রে হাঁদা?
আরে বুদ্ধু, এ হচ্ছে আমার নিজের তৈরী মহাশূন্য যান।



আমার বয়সের ছেলেদের মধ্যে আমিই প্রথম, যে মাটি ছেড়ে শূন্যপথে পৃথিবী পাক দিচ্ছে !
ভোঁও ওও
লক্ষ লক্ষ মাইল ওপর থেকে নামবার সময় আমি বিশাল জনতার উল্লাসের চীৎকার অনুভব করছি !
মরেচে! দড়ি ছিঁড়ে হাঁদার মহাকাশযান কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে !
কিন্তু হাঁদা, তোর তো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার কথা — ভেতরে ঢোকবার তো নয় !
আঁউ আম্স্!
আমার কাপড় কাচা মেসিন নিয়ে কি করছিস রে হাঁদা ?
মহাকাশযানের চেয়ে তোর সাইকেলে চড়াই ভালো রে মহাকাশচারী হাঁদা !


হাঁদা-ভোঁদার
পক্ষী শিকার
পিসের সঙ্গে আমিও পাখী শিকারে যাচ্ছি, দেখবি শিকর কাকে বলে।
ওই ছিপি দিয়ে
সামনেই হাঁস পাওয়া যাবে রে হাঁদা!
আচ্ছা পিসেমশাই! দেখবি কি রকম ছিপি ছোটাবো!
ওই ওরা আসছে। আমি নিশানা ঠিক করছি হাঁদা! গণ্ডগোল করবি না।
ঠিক আছে পিসেমশাই! আমিও নিশানা করছি।
ওয়াহ!
এখান থেকে সরে যা! ছিপি দিয়ে আমার নিশানাই নষ্ট করে দিলি হতচ্ছাড়া!
টার্গেটে লাগাতে হলে আমাকে আরো কাছে যেতে হবে।
এবার সহজ হবে। কাকের ওপর হিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি নিশানা কাকে বলে।
মরেচে! ব্যাটার গায়ে না লেগে বাসায় লেগে গেলো!
কা! কা!

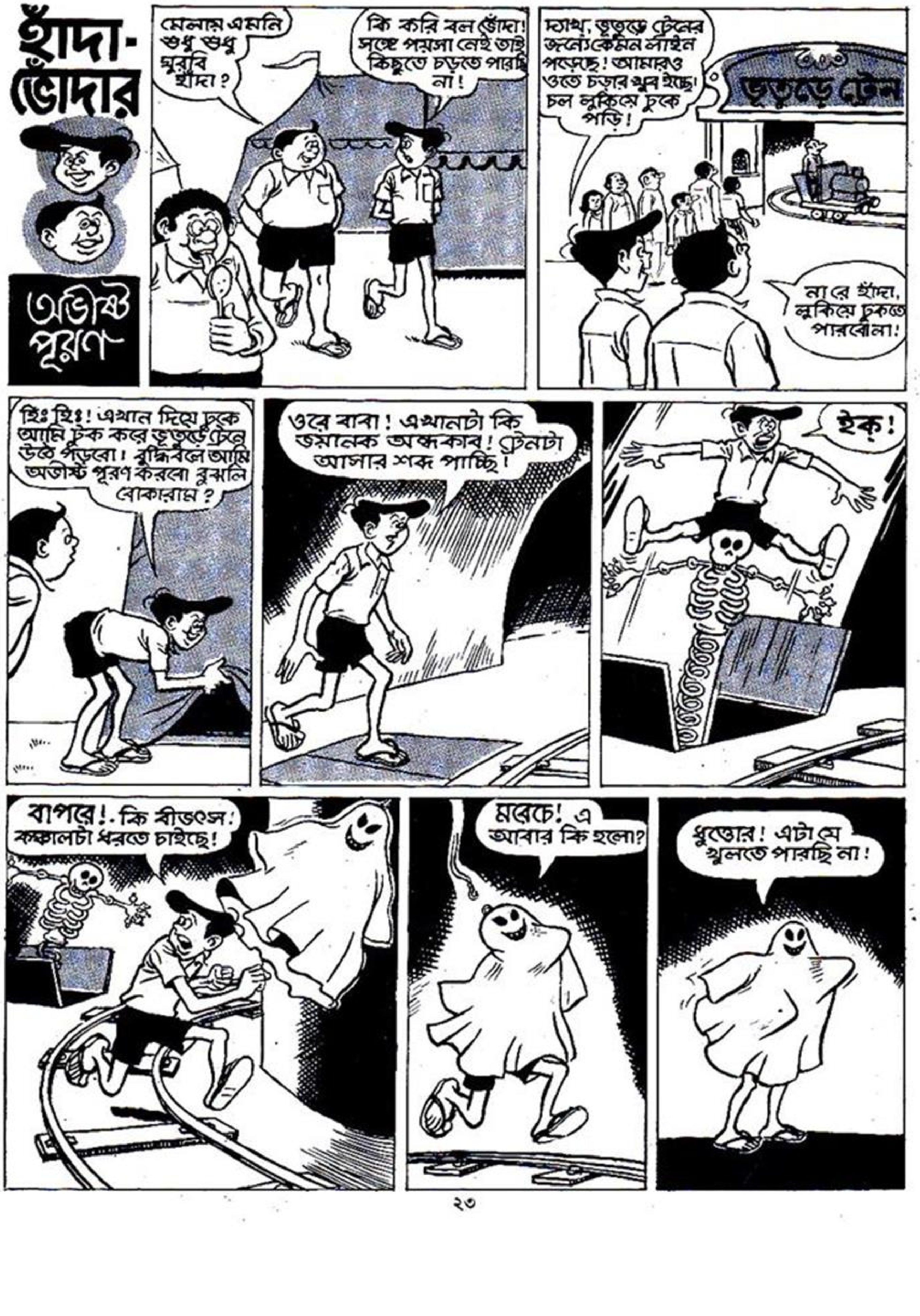

নীচে
হাঁদাটা সরেছে। আর একটা ঝাঁক আসছে। আবার লক্ষ্য ঠিক করি।
ওপ্‌স্‌!
আফ্‌চ্‌! এটা আবার কি?
ওফ্‌!
তোকে সঙ্গে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছিলো! হাঁস তো হলোই না। উল্টে বন্দুকটা গেলো। কিন্তু তোকেই এবার ঐ ছিপি বন্দুক দিয়ে হাঁস শিকার করে আনতে হবে। চল ভোঁদা!
আ-আচ্ছা পিসেমশাই!
বাড়িতে ফিরে
হাঁস না নিয়ে আমি বাড়ি ঢুকবো কেমন করে— আরে এই তো হাঁস! চমৎকার আইডিয়া!
ছিপিতে দড়ি বেঁধে এইভাবে বন্দুক ছুঁড়ে ওদের পায়ে জড়িয়ে দিলে চট করে ধরা যাবে।
পিসেমশাই, দেখুন কেমন জোড়া হাঁস শিকার করে এনেছি। আজ কব্জি ডুবিয়ে হাঁসের মাংস খেতে পারবেন।
বাঃ! সত্যি তোর এলেম আছে হাঁদা! — কিন্তু একি! এতো আমার পোষা হাঁস!
হতচ্ছাড়া! আমার হাঁস দিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খাবার আগে এই কব্জির গোটাকতক রদ্দা তোর ঘাড়ে লাগাই।
অ্যাই ভোঁদু! পিসেমশাইয়ের এনার্জিটা কমিয়ে দে না। সারাদিনই এভাবে চলবে না কি?

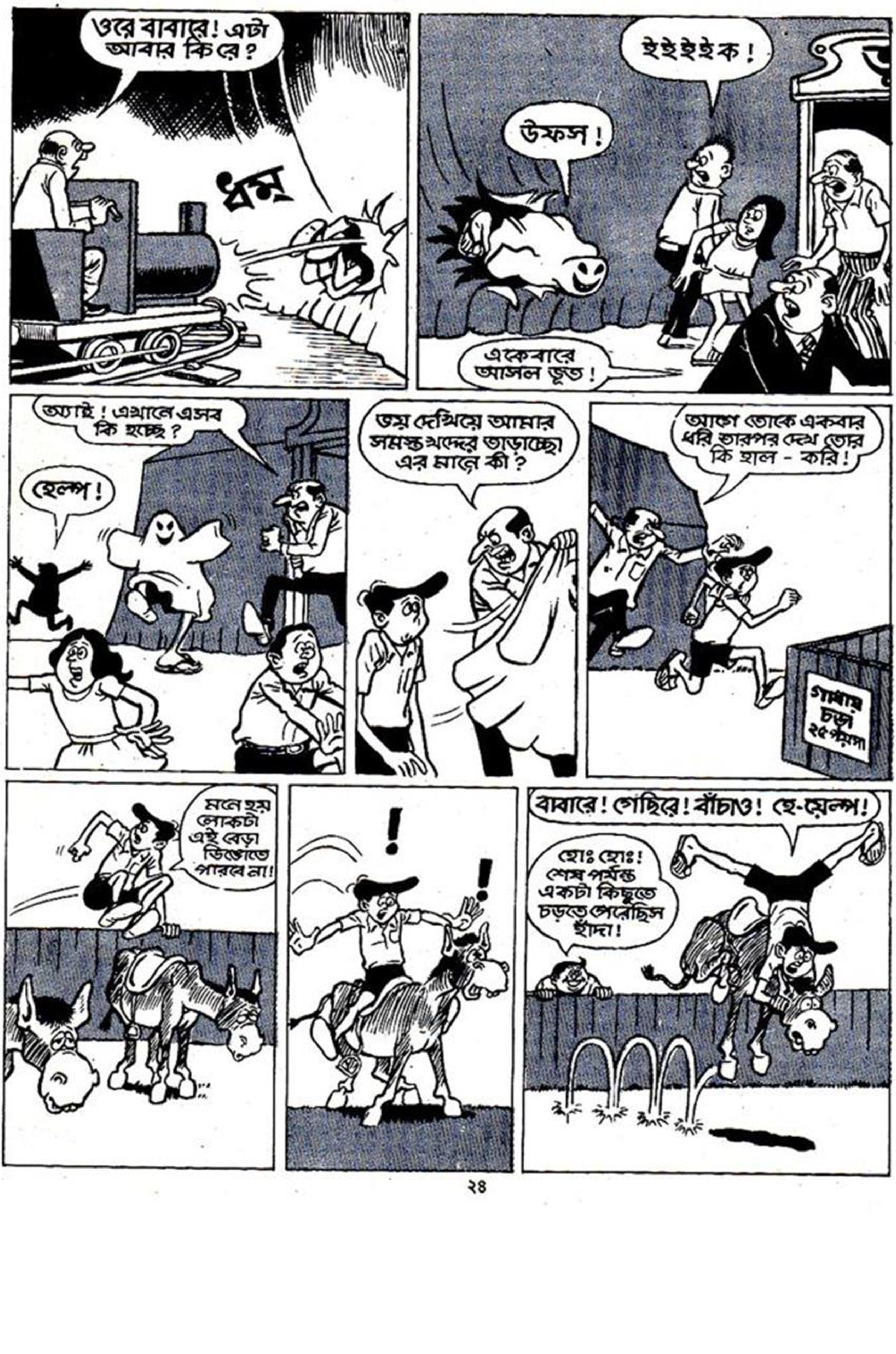

হাঁদা ভোঁদার
প্রাচীন নিদর্শন
দ্যাখ ভোঁদা! বেচারা বুড়োটা আর মাটি কোপাতে পারছে না। আমাদের উচিত বেচারাকে সাহায্য করা।
ঠিক বলেছিস হাঁদা!
তোমার কাজ আমরা করে দিচ্ছি। তুমি আরাম করে ছায়াতে বসে থাকো!
এসব আমাদের হাতে ছেড়ে দাও!
দু টাকা বাজী ভোঁদা, আমার দিক আগে শেষ করবো।
বেশ রাজী। শুরু করা যাক!
আরে এ যে প্রাচীনকালের কোন জিনিসের ভাঙা টুকরো বলে মনে হচ্ছে!


আরে ব্বাস! দারুণ জিনিস— খালি জোড়া লাগাবার আঠা এনে একটু মেরামতি করে নেওয়া!
আমি বাজী রেখে বলতে পারি এ জিনিস দুষ্প্রাপ্য! নির্ঘাত মহেঞ্জোদড়ো বা ঐ রকম কিছুর!
আঠা
ইয়া! দ্যাখ ভোঁদা, এটা একটা প্রাচীন যুগের মূল্যবান নিদর্শন! এর দাম নিশ্চয়ই কয়েক হাজার হবে!
আরে! এই কলসীটা তো আমি গত বছর মেলা থেকে কিনেছিলুম, তারপর ভেঙে যাওয়াতে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলুম!
দু টাকা হেরেছিস হাঁদা! আমার কোপানো শেষ!


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া বিপত্তি
আশ্চর্য! ভোঁদাটার এখানেই তো দাঁড়াবার কথা ছিলো— গেলো কোথায়!
পার্কের ভেতরটা একবার খুঁজে দেখি!
তোর জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুই এখানে দিব্যি দোল খাচ্ছিস! আরে আরে করছিস কি? অতো উঁচু করে দোল খাচ্ছিস, বিপদ ঘটতে পারে!
ওয়াফ্!
প্যারাম্বুলেটারে বাচ্চাটা একা পড়ে আছে! দেখা দরকার!
এঃ! এতো দেখছি ধেড়ে খোকা!


উঃ! ভোঁদাটা আবার গেলো কোনদিকে! ওকে সতর্ক করতে হবে।
হোয়াঁক!
মরেছে! হাঁদা যে সোজা পার্ক পাহারাদারের দিকে চলেছে!
কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে হে চাঁদ?
বসবার অন্য জায়গা খুঁজে দ্যাখ, হতচ্ছাড়া উজবুক!
হাঁ করে দেখছিস কি? নামা না আমাকে। দেখছিস বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি!


হাঁদা-ভোঁদার
অভীষ্ট পূরণ
মেলায় এমনি শুধু শুধু ঘুরবি হাঁদা?
কি করি বল ভোঁদা! সঙ্গে পয়সা নেই তাই কিছুতে চড়তে পারছি না!
ভূতুড়ে ট্রেন
দ্যাখ, ভূতুড়ে ট্রেনের জন্যে কেমন লাইন পড়েছে! আমারও ওতে চড়ার খুব ইচ্ছে! চল লুকিয়ে ঢুকে পড়ি!
না রে হাঁদা, লুকিয়ে ঢুকতে পারবো না!
হিঃ হিঃ! এখান দিয়ে ঢুকে আমি টুক করে ভূতুড়ে ট্রেনে উঠে পড়বো। বুদ্ধিবলে আমি অভীষ্ট পূরণ করবো বুঝলি বোকারাম?
ওরে বাবা! এখানটা কি ভয়ানক অন্ধকার! ট্রেনটা আসার শব্দ পাচ্ছি!
ইক্!
বাপরে!. কি বীভৎস! কঙ্কালটা ধরতে চাইছে!
মরেছে! এ আবার কি হলো?
ধুত্তোর! এটা যে খুলতে পারছি না!


ওরে বাবারে! এটা আবার কি রে?
ধম্
ইইইইক!
উফস!
একেবারে আসল ভূত!
অ্যাই! এখানে এসব কি হচ্ছে?
হেল্প!
ভয় দেখিয়ে আমার সমস্ত খদ্দের তাড়াচ্ছো এর মানে কী?
আগে তোকে একবার ধরি তারপর দেখ তোর কি হাল - করি!
গাধায় চড়া ২৫ পয়সা
মনে হয় লোকটা এই বেড়া ডিঙোতে পারবে না!
!
!
বাবারে! গেছিরে! বাঁচাও! হে-য়েল্প!
হোঃ হোঃ! শেষ পর্যন্ত একটা কিছুতে চড়তে পেরেছিস হাঁদা!



হাঁদা·ভোঁদার
এ্যাক্টিং
হাঁদা! স্টেজে নাকি লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক হচ্ছে, চ দেখে আসি।
বলছিস যখন চ যাই।
হায় হায়! ভাই রে লক্ষ্মণ, এ কি হলো!
ফুই! এই ধরণের নিকৃষ্ট অভিনয় দেখে তুই কেঁদে ভাসাচ্ছিস? অবাক করলি ভোঁদা!
যাই বলিস হাঁদা, ঐ করুণ দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ জমেছিল! আমি চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারিনি!
রাবিশ! আমি তোকে দেখিয়ে দেবো ভোঁদা, যে করুণ দৃশ্যের এ্যাক্টিং করা কাকে বলে।
স্কুলের অভিনয়ে আমি এই পার্টটা করেছিলাম এবং আমার এ্যাক্টিংয়ে প্রত্যেকে কেঁদে ভাসিয়েছিলো!
আমিও পারি!


শোন ভোঁদা! হায় হায়! প্রাণের ভাই আমার, আর নেই! নেই! নেই!
হায় রে লক্ষ্মণ, ভাই রে লক্ষ্মণ, আমায় ফেলি কোথায় গেলি! কোথায় গেলি!
উস্‌ল্‌ উস্‌!
করুণ দৃশ্যের এ্যাকটিং কেমন দেখলি? আমি বলেছিলুম না যে তোকে কাঁদিয়ে ছাড়বো!
আমি কাঁদছি না রে হাঁদা! আমি বাড়িতে রান্নার জন্যে পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছি! তোর ঐ মজার এ্যাকটিং আবার করনা ভাই!
য্যাঃ!

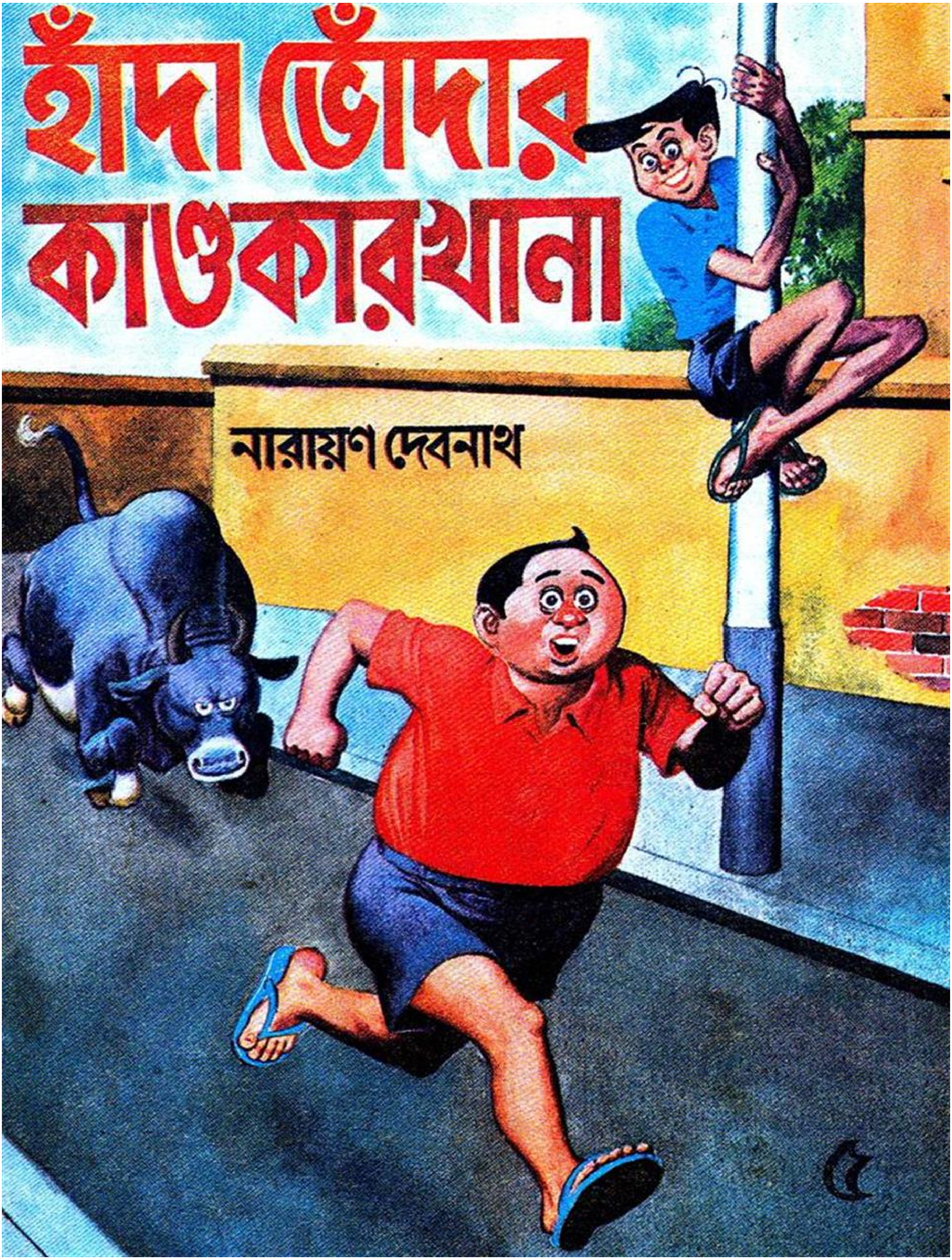


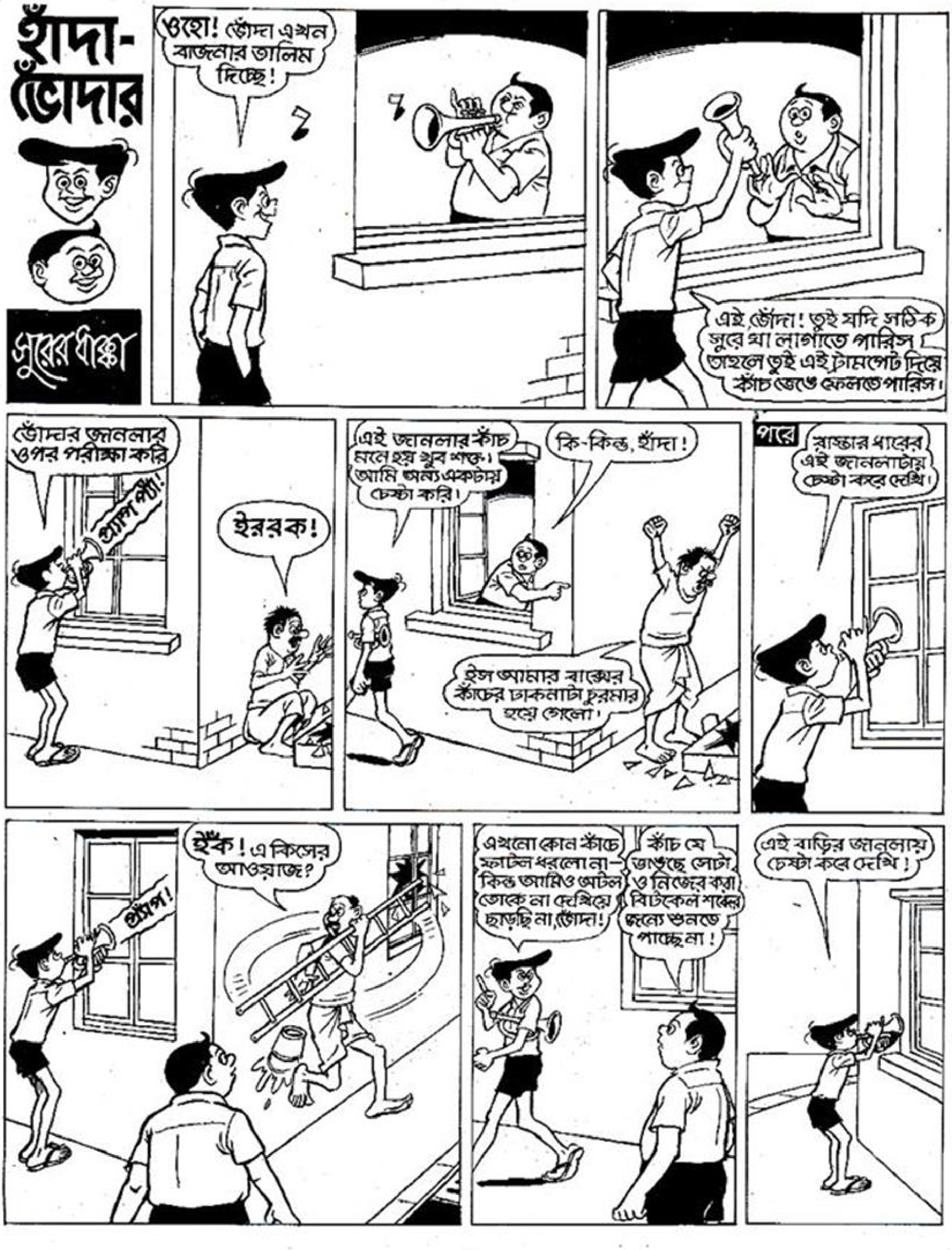
হাঁদা-ভোঁদার
শিরস্ত্রাণ
দ্যাখ হাঁদা, কি চমৎকার শিরস্ত্রাণ হয়েছে এটা দিয়ে।
শিরস্ত্রাণটা তোর মাথায় ভালো করে ফিট করে দিচ্ছি, হিঃ হিঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ!
ওরে বাবা! এটা যে খুলতে পারছি না।
আমি কোথায়?
মরেছে! আমি নদীতে পড়েছি!
গালগ, গালগ! আমি জলের নীচে,—কিন্তু এটা কি?

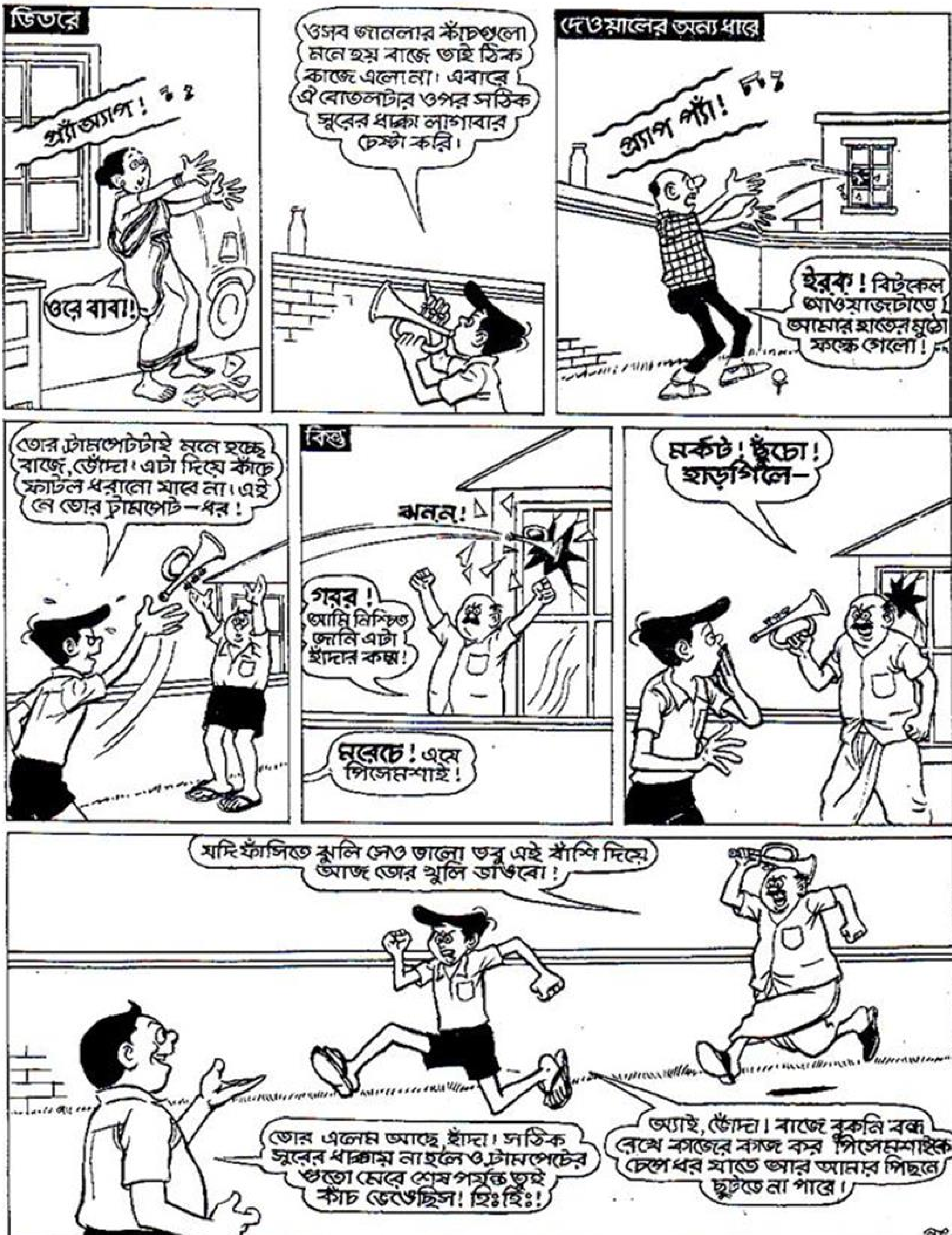

বাঁচাও, বাঁচাও! একটা জলদানব!
গাল্‌গ্‌! গাল্‌গ্‌!
হেঃ, একটা ছোঁড়া দেখছি। অ্যাই, এদিকে আয়। তোকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়ে দি হতভাগা।
জানি না কি করেছি— কিন্তু মনে হচ্ছে ছুটে পালাতে হবে।
দাঁড়া, দাঁড়া বলছি স্টুপিড!
আরে, এটা কি হচ্ছে?
ওকে ধরে রাখুন।
যাচ্ছিস কোথায়? এই টুপি কোথায় পেয়েছিস?
আমায় ছেড়ে দিন।
এই ছোঁড়াকে আমার চাই! ও আমার শান্ত পিলেটাকে অশান্ত করেছে। ওকে দেখে নেবো।
যা, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলুম।
চমৎকার একটা দাগ পর্যন্ত লাগেনি।
আধঘন্টা পরে
তুমি ভোঁদাকে খুঁজছো? ও দোকানের ভেতরে সন্দেশ রসগোল্লা খাচ্ছে। ওর জন্যে আমার এই প্রাচীন দুর্মূল্য জিনিসটা ফিরে পেয়েছি।
ইস্‌!

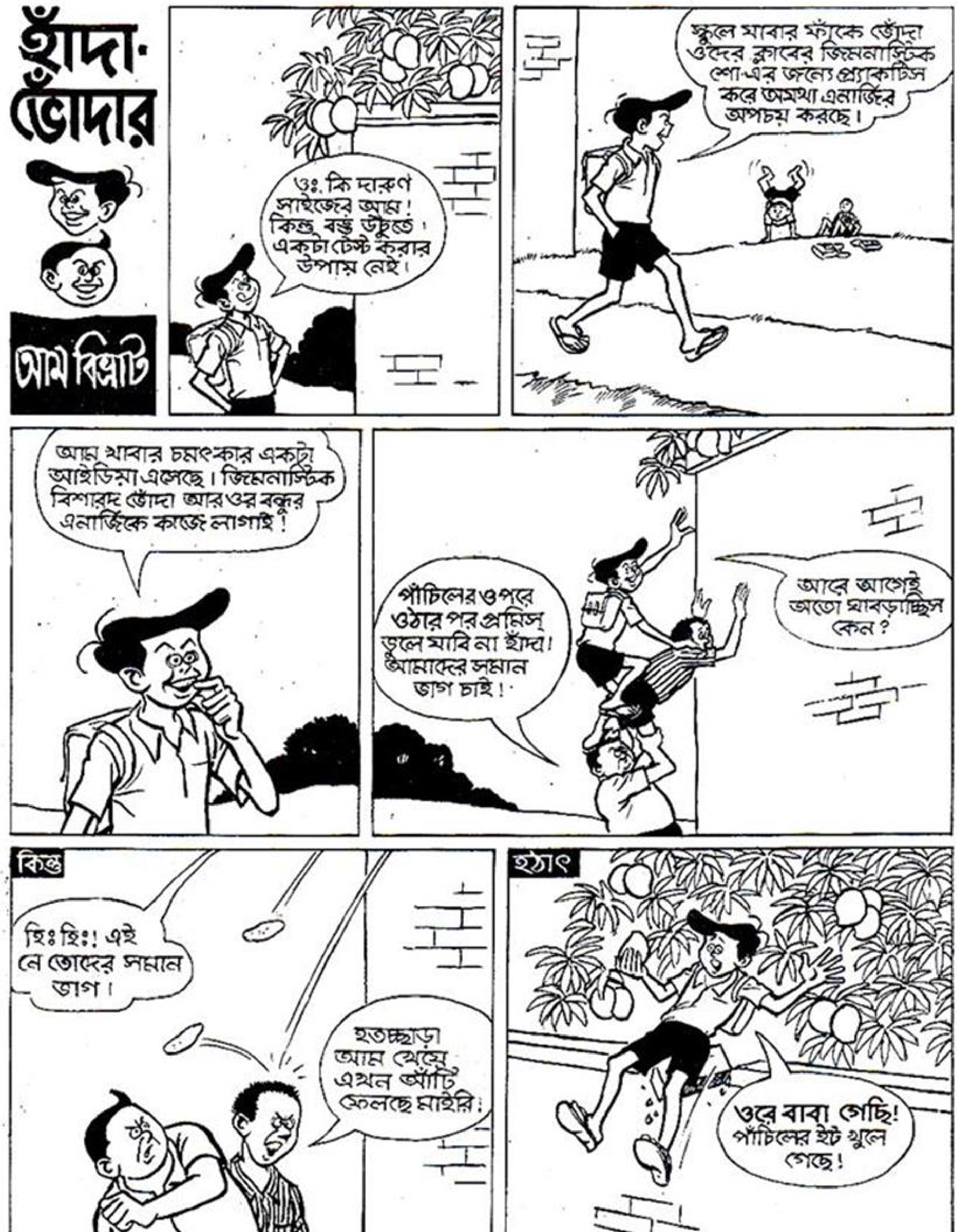

হাঁদা ভোঁদার
জুড়িদার
আশ্চর্য! দ্যাখ হাঁদা, সামনের বাড়ীর নতুন ভাড়াটের ছেলেটা অবিকল তোর মতো! একেবারে জুড়ি!
তাইতো রে!
এযে আমার জোড়া আসছে — আর ওখানে রয়েছে কুঁদুলে কেষ্টা! একটু মজা করি!
উফ্! কে, কার কম্ম এটা?
এটা তাহলে তোর কাজ শুঁটকো মর্কট হাঁদা! তুইই ঢিল মেরেছিস! এই নে পাটকেল!
ওফ কি-কিন্তু আমি
কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না।
হিঃ হিঃ! আমার হয়ে আমার জোড়া-ই ধোলাই খাচ্ছে!
তৈরি থাক। শয়তান হাঁদাটা একলা গলিপথ দিয়ে আসছে। ওর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করছি।
হেঃ হেঃ! ওরা আমার বদলে আমার জোড়াকে দেখেছে।
আফ্! একি হচ্ছে? থামাও।
থামবো কিরে, এই তো সবে শুরু করেছি!
হাঃ হাঃ! জোড়ার খেল বেশ ভালোই জমেছে রে ভোঁদা!
আমার বাগান খুঁড়ে দিবি বলেছিলি। কথামতো ঠিক সময়েই এসেছিস হাঁদা! খোঁড়া হয়ে গেলে দেখবি আমিও তোকে একটা জিনিস দেবো।
অ্যাঃ! আহ্— হ্যাঁ
ওহ্! ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার জুড়িদার নিজেই কাজের জায়গায় এসে হাজির!
উফ! আমি কখন বাগান খোঁড়ার কথা দিয়েছিলাম, আর আমাকে হাঁদা হাঁদা করছে কেন কিছুই বুঝতে পারছি না!
হিঃ হিঃ!


ধন্যবাদ হাঁদা! তোকে একটা জিনিস দেবো বলেছিলাম—এই নে চকোলেট ক্রীম কেক!
উঃ! ভোঁদারে দ্যাখ ও কি জিনিস পাচ্ছে! ওটা ওর কাছ থেকে বাগাতে হবে!
কি চমৎকার জিনিস!
ওর পিছু নিয়ে ওর সঙ্গে দোস্তি পাতাবো, তারপর আধখানা কেক হাতাবো!
যা ইচ্ছে কর, আমি চললুম!
এই যে ঠিক চিনেছি! সেদিন তুই-ই আমার শার্সি ঢিল মেরে ফাটিয়েছিলি।
না-না আমি না—অপ্‌স্‌!
কাল আমার ভাইয়ের কান টেনেছিলি—এই তার বদলা!
উঃ! সে আমি নয়!
হাঁদা, তোকে যে অতো বড়ো ক্রিম কেকটা দিলুম, সেটা গোটাটাই খেয়ে ফেলেছিস? কি পেটুক ছেলে রে!
আমি সব শুনেছি হাঁদা! এখন যদি তোকে আমি বড় এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল না দিই তবে তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি!
কি রে হাঁদা? খুব ঘন ঘন দৌড়চ্ছিস যে। কেকের প্রতিক্রিয়া না কি রে?
বেশী কথা বলার টাইম নেই, শুধু জেনে রাখ যে, কেউ মনে করেছে আমি সে! আবার অন্য কেউ মনে করেছে সে আমি আর তাইতে আমার এই দশা।


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ


হাঁদা-ভোঁদার
সুরের ধাক্কা
ওহো! ভোঁদা এখন বাজনার তালিম দিচ্ছে!
এই ভোঁদা! তুই যদি সঠিক সুরে ঘা লাগাতে পারিস তাহলে তুই এই ট্রামপেট দিয়ে কাঁচ ভেঙে ফেলতে পারিস।
ভোঁদার জানলার ওপর পরীক্ষা করি
প্যাপ প্যাঁ!
ইররক!
এই জানলার কাঁচ মনে হয় খুব শক্ত। আমি অন্য একটায় চেষ্টা করি।
কি-কিন্তু, হাঁদা!
ইস আমার বাক্সের কাঁচের ঢাকনাটা চুরমার হয়ে গেলো।
পরে
রাস্তার ধারের এই জানলাটায় চেষ্টা করে দেখি।
প্যাপ!
ইঁক! এ কিসের আওয়াজ?
এখনো কোন কাঁচে ফাটল ধরলো না— কিন্তু আমিও অটল তোকে না দেখিয়ে ছাড়ছি না, ভোঁদা!
কাঁচ যে ভাঙছে সেটা ও নিজের করা বিটকেল শব্দের জন্যে শুনতে পাচ্ছে না!
এই বাড়ির জানলায় চেষ্টা করে দেখি!


ভিতরে
প্র্যাঁঅ্যাপ!
ওরে বাবা!
ওসব জানলার কাঁচগুলো মনে হয় বাজে তাই ঠিক কাজে এলো না। এবারে ঐ বোতলটার ওপর সঠিক সুরের ধাক্কা লাগাবার চেষ্টা করি।
দেওয়ালের অন্য ধারে
প্র্যাপ প্যাঁ!
ইরক! বিটকেল আওয়াজটাতে আমার হাতের মুঠো ফস্কে গেলো!
তোর ট্রামপেটটাই মনে হচ্ছে বাজে, ভোঁদা। এটা দিয়ে কাঁচে ফাটল ধরানো যাবে না। এই নে তোর ট্রামপেট—ধর!
কিন্তু
ঝনন!
গরর! আমি নিশ্চিত জানি এটা হাঁদার কম্ম!
মরেছে! এযে পিসেমশাই!
মর্কট! ছুঁচো! হাড়গিলে—
যদি ফাঁসিতে ঝুলি সেও ভালো তবু এই বাঁশি দিয়ে আজ তোর খুলি ভাঙবো!
তোর এলেম আছে, হাঁদা। সঠিক সুরের ধাক্কায় না হলেও ট্রামপেটের গুঁতো মেরে শেষপর্যন্ত তুই কাঁচ ভেঙেছিস! হিঃ হিঃ!
অ্যাই, ভোঁদা। বাজে বকনি বন্ধ রেখে কাজের কাজ কর পিসেমশাইকে চেপে ধর যাতে আর আমার পিছনে ছুটতে না পারে।


হাঁদা ভোঁদার
আম বিভ্রাট
ওঃ, কি দারুণ সাইজের আম! কিন্তু বড্ড উঁচুতে। একটা টেস্ট করার উপায় নেই।
স্কুলে যাবার ফাঁকে ভোঁদা ওদের ক্লাবের জিমনাস্টিক শো-এর জন্যে প্র্যাকটিস করে অযথা এনার্জির অপচয় করছে।
আম খাবার চমৎকার একটা আইডিয়া এসেছে। জিমনাস্টিক বিশারদ ভোঁদা আর ওর বন্ধুর এনার্জিকে কাজে লাগাই!
পাঁচিলের ওপরে ওঠার পর প্রমিস্ ভুলে যাবি না হাঁদা! আমাদের সমান ভাগ চাই!
আরে আগেই অতো ঘাবড়াচ্ছিস কেন?
কিন্তু
হিঃ হিঃ! এই নে তোদের সমান ভাগ।
হতচ্ছাড়া আম খেয়ে এখন আঁটি ফেলছে মাইরি!
হঠাৎ
ওরে বাবা গেছি! পাঁচিলের ইট খুলে গেছে!


উপ্‌স্‌ !
এইবার হতভাগাকে আমাদের সঙ্গে চালাকির ফল দেখাচ্ছি !
তখনই
ঠন ! ঠন !
ভোঁদা, স্কুলের ঘণ্টা হয়ে গেলো। শিগগির চল, না হলে দেরী হয়ে যাবে।
ঘণ্টা বাঁচিয়ে দিলো
স্কুলে
যাও বেঞ্চে গিয়ে বসো, আর দেরীতে আসার জন্যে পাঁচশো লাইন হাতের লেখা লেখো।
আপনার জন্যে এনেছি স্যার !
চমৎকার জিনিস !
একি! এযে আমারই বাগানের সেরা গাছের আম! যা এ অঞ্চলে কারো নেই। আমারই গাছের আম ছিঁড়ে এনে আমাকেই উপহার দেওয়া ?
মরেছে! এ বাগানটা স্যার কিনেছে !
হাঁদা কিন্তু জিমনাস্টিক চর্চা করছে না। স্যার ওকে সারাদিন একভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তাই পায়ের ব্যথায় হাতে হাঁটবার চেষ্টা করছে। আহা বেচারী!



হাঁদা-ভোঁদার
নয়া কাজ
দ্যাখ ভোঁদা, কর্মখালির বিজ্ঞাপন! চ' দেখা যাক পাওয়া যায় কি না!
পাকা আম পাড়ার জন্য লোক আবশ্যক
বেশ বেশ, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু খবরদার, তোমার বন্ধু হাঁদা না আসে। গতবার হতভাগা তিন ঝুড়ি শুধু আমের আঁটি পেড়ে এনেছিল!
চিক্‌স!
তুই মইটা ধর ভোঁদা! আম আমি পাড়ছি!
কি-কিন্তু হাঁদা—
এই হাঁদা! ঐ ভাবে আম পাড়ে না কি!
আমি সবচেয়ে রসালো দেখে তুলছি!


হিঃ হিঃ হিঃ! আমাকে দেখতে পায়নি!
আরে হতচ্ছাড়া শয়তান! যা পেড়েছিস তার চেয়ে বেশী খেয়ে মেরে দিয়েছিস!
আমার আম যাতে আর খেতে না পারো সেজন্যে এই মই আমি নিয়ে যাচ্ছি পেটুক শয়তান কোথাকার!
কে আছো! আমাকে নামাও, আমি নামতে পারছি না!
?
ভুল বুঝে তোমাকে দোষ দিয়েছি ভোঁদা! সেজন্যে কিছু মনে করো না। এসো একটু মিষ্টিমুখ করে যাও! হাঁদার পেট আমেতে ভর্তি, এসব খেতে পারবে না!
দারুন জিনিস! ছানাবড়ার একখানা সাইজ দ্যাখ মাইরি হাঁদা!

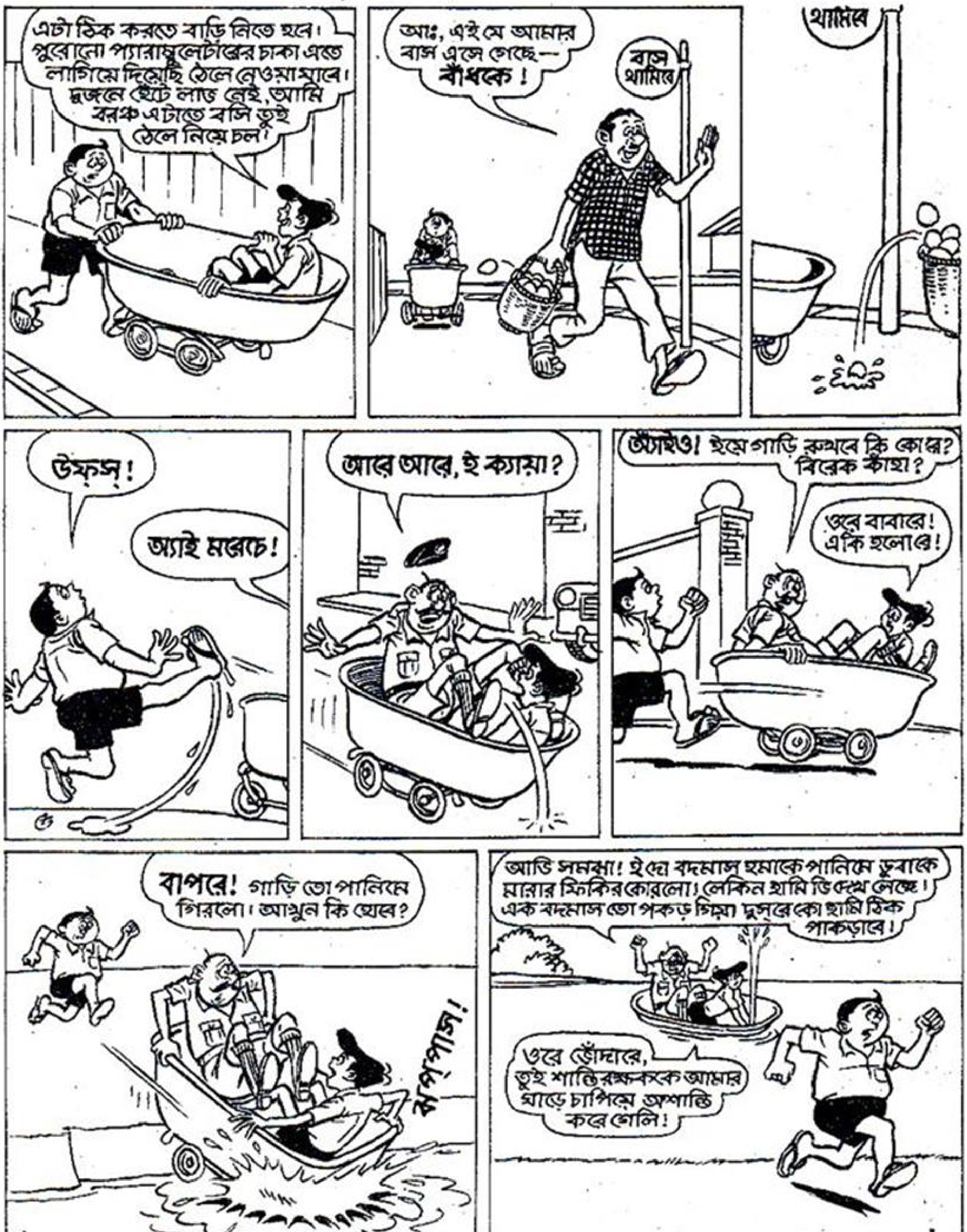

হাঁদা-ভোঁদার
আম খাওয়া
আরিব্বাস! হাঁদাদের গাছের আম পেকেছে দেখছি!
দারুণ আম!
এটা কি হচ্ছে ভোঁদা? ভালো ছেলের মতো কেটে পড়ো!
ওফ্!
হিঃ হিঃ!
হোঃ হোঃ! যেমন কর্ম তেমনি ফল! আর আমে হাত দিবি না!
অ্যাই
অওফ্!
আবার যদি আমাদের গাছের আম পাড়তে দেখি, তাহলে আমি এই হোস পাইপ দিয়ে তোকে নাকানি চোবানি খাওয়াবো!
ওরে হাঁদু! আমি এখুনি ফিরে আসছি!
কি রে হাঁদা, তোর হোস পাইপের জল ছাড়!
মরেছে, হতভাগা উদোম হয়ে শুধু জাঙিয়া পরে এসেছে!


খালি গায়ে যখন এসেছিস তখন গরম জলের ধোলাইটা কেমন লাগে দ্যাখ!
গরম জল
ওরে বাবারে!
ওঃ, গরম জল দিয়ে শরীরটা একেবারে ঝলসে দিয়েছে হতচ্ছাড়াটা! গা টা মুছে আসি!
পরে
এবার আমি সব বাধা অতিক্রম করে আম পাড়তে পারবো।
কিন্তু
হিঃ হিঃ! গাছ বেঁকিয়ে বেঁধে রেখেছি। এবার আর আমের নাগাল পাবি না!
?
ছুরি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার কৌশলটা এবার কাজে লাগানো যাক!
হিঃ হিঃ! লক্ষ্যভেদ করেছে!
আহা, প্রত্যেকটা আমই একেবারে টুসটুসে পাকা!
দারুন আম রে হাঁদা! একা একা খেতে খুব খারাপ লাগছে। তুই এসে সহযোগিতা কর না!

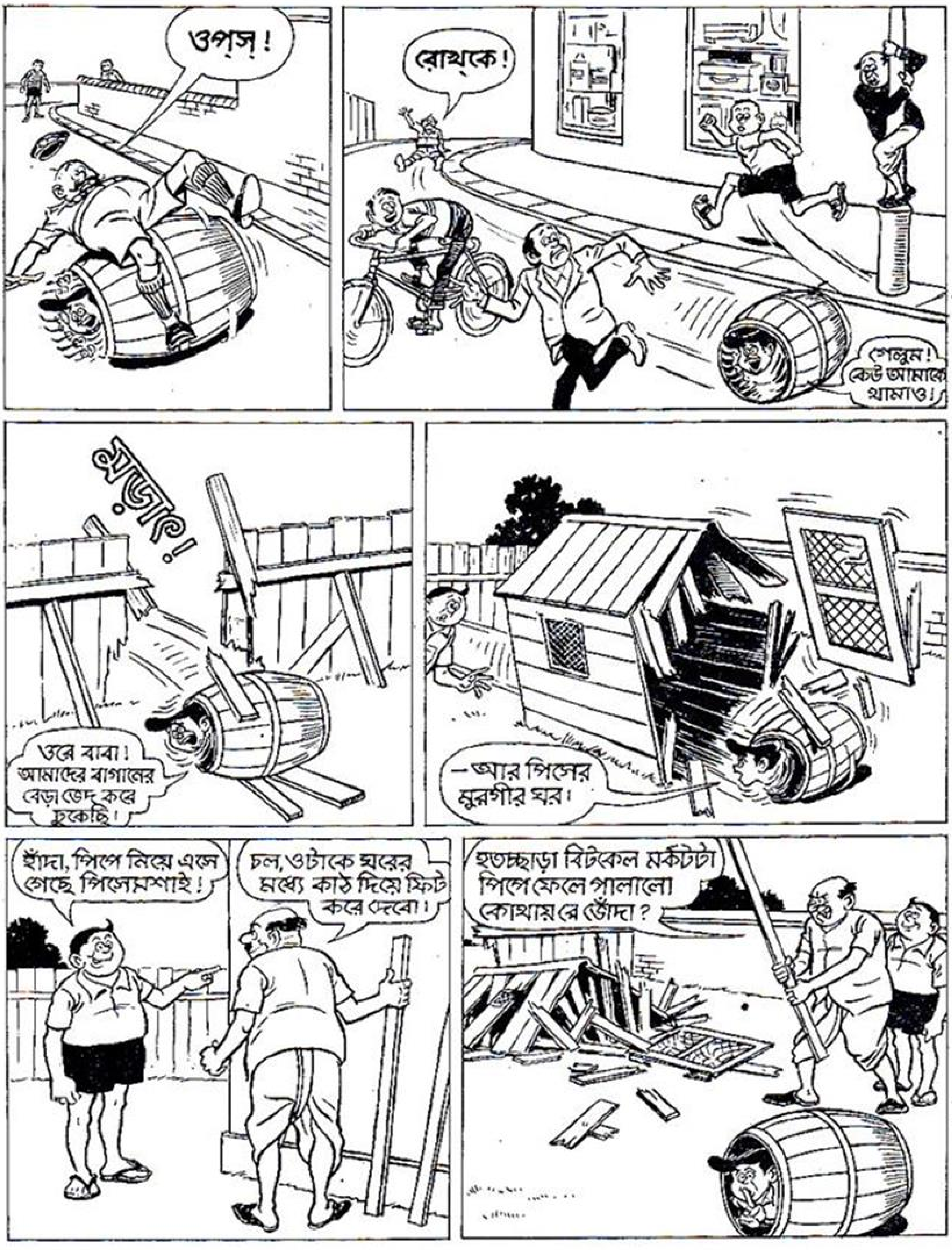

হাঁদা-ভোঁদার
ফেরেববাজী
মুদিখানা
আরে! ভোঁদা ওদিকে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!
ভোঁদা ফলসা পাড়ছে। ওকে বোকা বানিয়ে একটু মজা করি! হিঃ হিঃ হিঃ!
হাঁদা যে রে! তুইও ফলসা পাড়তে এসেছিস?
দূর বুদ্ধু কোথাকার! আমি খুঁজছি কড়াইশুঁটি!
হাঃ হাঃ! হাঁদা কড়াইশুঁটি পাড়তে এসেছে--- তুই যদি এই ঝোপে কড়াইশুঁটি পাস, তাহলে তোকে একটা স্পেশাল কোবরেজি কাটলেট খাওয়াবো!


এই দ্যাখ ভোঁদা কড়াইশুঁটি! এবার তোকে স্পেশাল কোবরেজি কাটলেট খাওয়াতে হবে!
আরি বাস্!
এই মরেচে! পিসেমশাইয়ের প্রিয় রান্না করা টিনের মাছ ফেলে দিয়েছি!
ওঃ ওঃ! এটা না নিয়ে যেতে প্যারলে পিসে আজ আর আস্ত রাখবে না!
হাঃ হাঃ! ছোক্‌রা নাকি রান্না করা মাছ ধরছে — তাও আবার ছাতা দিয়ে! নির্ঘাত মুণ্ডু বিগড়েছে!
উঁহু উঁহু! কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না!


হাঁদা-ভোঁদার
নৌকা বিহার
নৌকো চড়তে পারলে বেশ হতো কিন্তু বড্ড বেশী ভাড়া। কুছপরোয়া নেই নিজেই নৌকো তৈরি করে নেবো।
কিসের নৌকো রে ভোঁদা কাগজের?
নৌকা বিহার ৫ টাকা প্রতি ঘণ্টা
কাঠের এই বড় বাক্সটা একটা বুদ্ধি জুগিয়েছে। এটা নিয়ে একটু ঠিকঠাক করে নৌকো বানাতে পারি।
ঐ ভাঙা বাক্সটা নেবো?
স্বাচ্ছন্দে। এখুনি ঐ জঞ্জাল নিয়ে যাও!
তাড়াতাড়ি আমার আইস-ক্রীম আনো বাবা!
এই যে আনছি!
আইস
এইরে! পেরেক লেগে ওর বেলুনটা ফেটে গেলো!
বাপরে! কী হলো?
দুম!
অ্যাঁইস্!
হতচ্ছাড়া! এই দ্যাখ মজা!
কাঠের বাক্স খতম! ওদিয়ে আর নৌকো বানানো চলবে না ভোঁদা হেঃ হেঃ!
একটু পরে
নৌকো তৈরি তোর কম্ম নয় ভোঁদা। এবার ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। দ্যাখ এই পুরোনো বাথ টবটার ছ্যাঁদা বন্ধ করে কি চমৎকার নৌকো তৈরি করি।


এটা ঠিক করতে বাড়ি নিতে হবে। পুরোনো প্যারাম্বুলেটারের চাকা এতে লাগিয়ে দিয়েছি ঠেলে নেওয়া যাবে। দুজনে হেঁটে লাভ নেই, আমি বরঞ্চ এটাতে বসি তুই ঠেলে নিয়ে চল।
আঃ, এই যে আমার বাস এসে গেছে— বাঁধকে!
বাস থামিবে
থামিবে
উফ্‌স্‌!
অ্যাই মরেচে!
আরে আরে, ই ক্যায়া?
অ্যাইও! ইয়ে গাড়ি রুখবে কি কোন্নু? বিরেক কাঁহা?
ওরে বাবারে! একি হলোরে!
বাপরে! গাড়ি তো পানিমে গিরলো। আখুন কি হোবে?
ঝপাস!
আভি সমঝা! ই দো বদমাস হমাকে পানিমে ডুবাকে মারার ফিকির কোরলো। লেকিন হামি ভি দেখ লেঙ্গে। এক বদমাস তো পকড় গিয়া দুসরেকো হামি ঠিক পাকড়াবে।
ওরে হোঁদারে, তুই শান্তিরক্ষককে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অশান্তি করে গেলি!

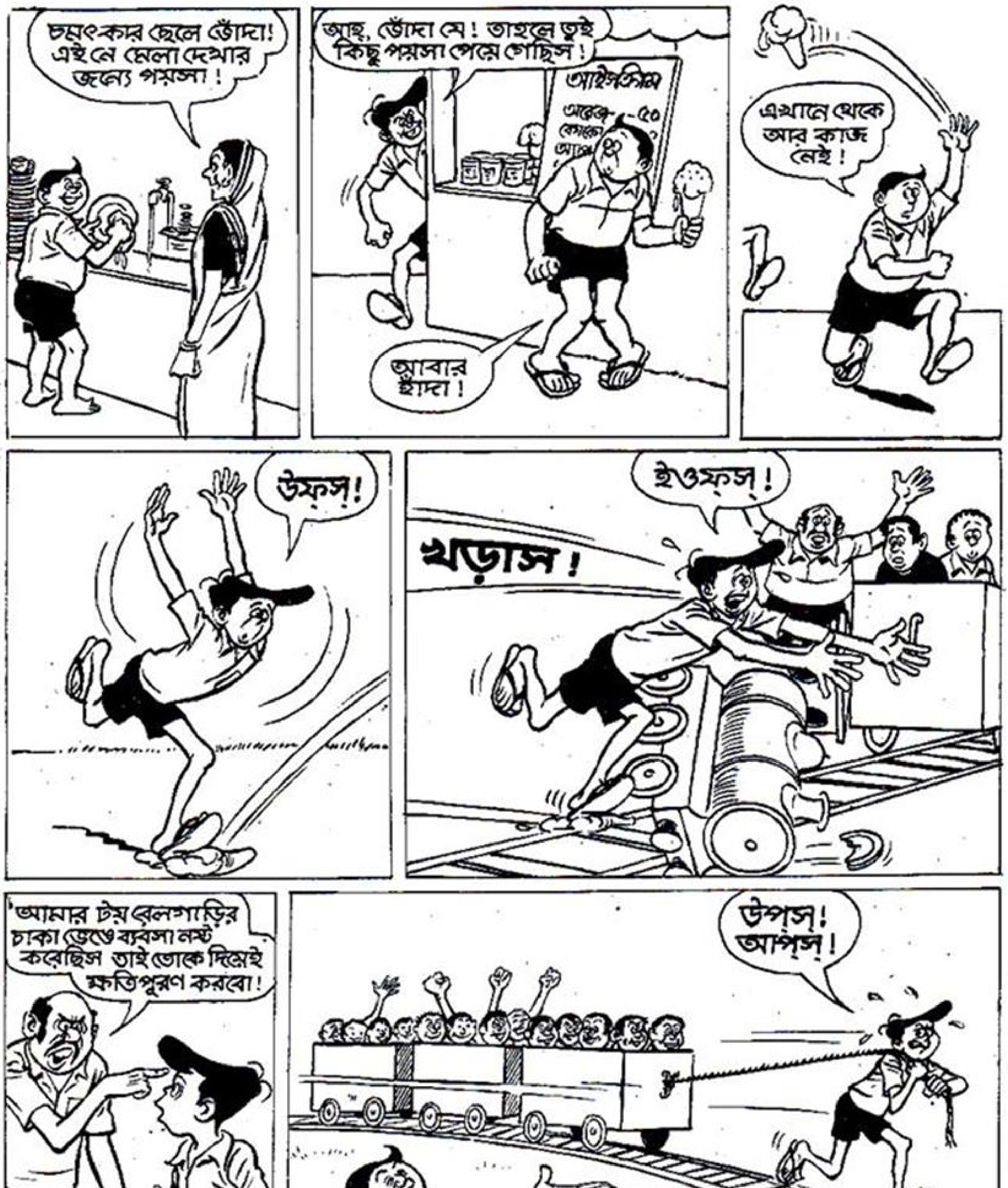

হাঁদা-ভোঁদার
পিপে কাহিনী
হাঁদা, তুই ফেকুবাবুর কাছ থেকে একটা পিপে নিয়ে আয়। ওঁকে আমার বলা আছে। ওটা এর ভেতরে রাখবো।
এখুনি যাচ্ছি পিসেমশাই!
এই নাও হাঁদা! রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলে নিতে সুবিধে হবে।
সেদিন তুই আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়েছিলি। আজ আমরা তা তোকে ফেরত দিচ্ছি।
তুই পাঁচটা দিয়েছিলি আমরা তোকে এক ডজন দেবো।
তাই বুঝি? ঠিক আছে, ছোঁড় কতো ছুঁড়বি।
এবার লাগা দেখি!
দাঁড়া, এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি।
এবারে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে নীচের দিকে যা হাঁদা!
গেলুম রে!


ওপ্‌স্‌!
রোখ্‌কে!
গেলুম! কেউ আমাকে থামাও!
মড়াৎ!
ওরে বাবা! আমাদের বাগানের বেড়া ভেদ করে ঢুকেছি!
—আর পিসের মুরগীর ঘর।
হাঁদা, পিপে নিয়ে এসে গেছে, পিসেমশাই!
চল, ওটাকে ঘরের মধ্যে কাঠ দিয়ে ফিট করে দেবো।
হতচ্ছাড়া বিটকেল মর্কটটা পিপে ফেলে পালালো কোথায় রে ভোঁদা?


হাঁদা-ভোঁদার
বেগার খাটা
চল হাঁদা ওখানে কি হচ্ছে দেখি আর ওদের কাজে সাহায্য করি।
যেচে বেগার খাটাতে আমি নেই বন্ধু! তুমি যাও আমি যাচ্ছি না।
আপনাদের কাজে আমি কোন সাহায্য করতে পারি?
খেলাধূলা প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা প্রতিবন্ধ দৌড়ের ব্যবস্থা করছি। তুমি ইচ্ছে হলে এ জন্যে যা দরকার তা আনতে পারো।
এই টায়ারগুলো দিয়ে চমৎকার প্রতিবন্ধ তৈরি হবে!
দেখি ভোঁদা কি করছে!
আবর্জনা ফেলার স্থান
এ ভাবে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সব থেকে ভালো উপায়!
ভোঁদার জন্যে আমি একটা প্রতিবন্ধ তৈরি করলুম!
উফ! কোন উজবুগ রাস্তায় এতোবড়ো একটা পাথর ফেলে রেখেছে?
হিঃ হিঃ!
উওঃ!
ওফ্‌স!
এখন সরে পড়াই ভালো। এঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসা যাবে।


আহা! এই লোহার ভাঙা খাটটা প্রতিবন্ধ দৌড়ের চমৎকার বাধার কাজ করবে।
এই যে! এবার আর গোলমাল হবে না। এবার খুব ভালো বাধা তৈরির জিনিস পেয়েছি!
ঝঞ্ঝাটিয়াটা আবার আসছে!
হুঁ, এটা দিয়ে ভালো প্রতিবন্ধ হয় বটে। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে গলে যাবার মতো যথেষ্ট ফাঁক আছে কি?
আপনি নিজেই গলে দেখুন না?
ইক্! আমি আটকে গেছি! শিগগির কামারকে খবর দাও।
এবারে সাহায্য করলে পুরস্কার পেতে পারি।
ভয় নেই স্যার, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।
চুপচাপ থাকুন আপনার গায়ে লাগবে না।
উঁহুঁহুঁ!
উদ্ধার পেলেই পুরস্কার দেবে!
এবার এই খাট আর টায়ার নিয়ে এখান থেকে ভেগে পড়ো হোঁৎকারাম! এই শুঁটকো তুমিও ভাগো!
এসব জিনিস কি তোমার?
হ্যাঁ
এই জিনিসগুলো আমার দরকার, এর জন্যে এই নাও কুড়ি টাকা!
বেগার খাটতে গিয়ে কুড়ি টাকা!
উফ্!


হাঁদা-ভোঁদার
মেলা দেখা
সাত দিনের জন্যে মেলা বসেছে কিন্তু একটা পয়সা নেই যে ঢুকে দেখবো।
আরে, হাঁদা বিদেশীদের কাজে লাগিয়ে আমিতো কিছু আয় করতে পারি।
কারোর টিপ নেই। আমি বেশ কিছু রোজগার করতে পারবো!
উঃ রে!
প্রতি তীর ১০পয়সা
২০ পয়সা দেওয়া হবে হাঁদার নাকে লাগাতে পারলে
কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো?
মরেছে! একেবারে আসল হাঁদার নাকে লাগিয়ে বসে আছে।
ভোঁদা তোর এই কীর্তি!
এক্ষুনি তোর ঐ গোদা নাক ফাটিয়ে দিতে পারি ভোঁদা!
কিন্তু তা আমি করবো না। কারণ তুই আমাকে একটা মতলব দিয়েছিস ভোঁদা! আমারও মেলা দেখার জন্যে পয়সা দরকার। আয় আমরা দুজনে পার্টনার হই!
আরে—মায়ের কাপ ডিসগুলো নিচ্ছিস কেন রে হাঁদা?
হিঃ হিঃ! দেখতেই পাবি!
গোলে বল ঢোকাও
উপ্‌স!
বল মেরে ডিস ভাঙো
প্রতি সট ২৫ পয়সা
ভোঁদা জানে ডিস ভাঙলে ওর আর রক্ষা থাকবে না!
টা-টা ভোঁদা! আমি মেলায় চললুম। তুই এবার কাপ ডিসগুলো সাফ করে ফ্যাল!


চমৎকার ছেলে ভোঁদা! এই নে মেলা দেখার জন্যে পয়সা!
আহ্, ভোঁদা যে! তাহলে তুই কিছু পয়সা পেয়ে গেছিস!
আইসক্রিম
অরেঞ্জ -৫০
আবার হাঁদা!
এখানে থেকে আর কাজ নেই!
উফস্!
ইওফস্!
খড়াস!
আমার টয় রেলগাড়ির চাকা ভেঙে ব্যবসা নষ্ট করেছিস তাই তোকে দিয়েই ক্ষতিপূরণ করবো!
উপস্! আপস্!
হাঃ হাঃ! আমি হিসেব করে বলতে পারি মেলার সাত দিনই তুই থাকতে পারবি হাঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
স্ট্যাম্প অ্যালবাম
হাঁদা, পিসেমশাই তোকে যে এই স্ট্যাম্প অ্যালবামটা দিয়েছিলেন, তাতে তো আর নতুন স্ট্যাম্প লাগাসনি?
ওসব আমার ভালো লাগেনা।
এসব বাজে কাজে অপচয় করার সময় আমার নেই।
পরদিন স্কুলে
বিখ্যাত স্ট্যাম্প সংগ্রাহক অধ্যাপক টকুবাবু কাল এই ক্লাশের ছেলেদের সংগ্রহ দেখবেন এবং সেরা সংগ্রাহককে বিশেষ পুরস্কার দেবেন।
পুরস্কারটা আমাকেই নিতে হবে।
ছুটির পরে
এই দ্যাখ আমার সেরা সংগ্রহ হাঁদা! পুরস্কারটা আমিই পাচ্ছি।
উঁহু! আমি থাকতে তুই কি করে পাবি রে ভোঁদা?
আমার এই অ্যালবাম দিয়ে ভোঁদার সঙ্গে পেরে উঠবো না। অন্য ছেলেদের কাছ থেকে তড়কি দিয়ে অ্যালবাম আদায় করতে হবে।
সুতরাং
অ্যাই ভোঁতলা, তোর স্ট্যাম্প অ্যালবামটা আমাকে দে নইলে…
আ-আচ্ছা এই নে।

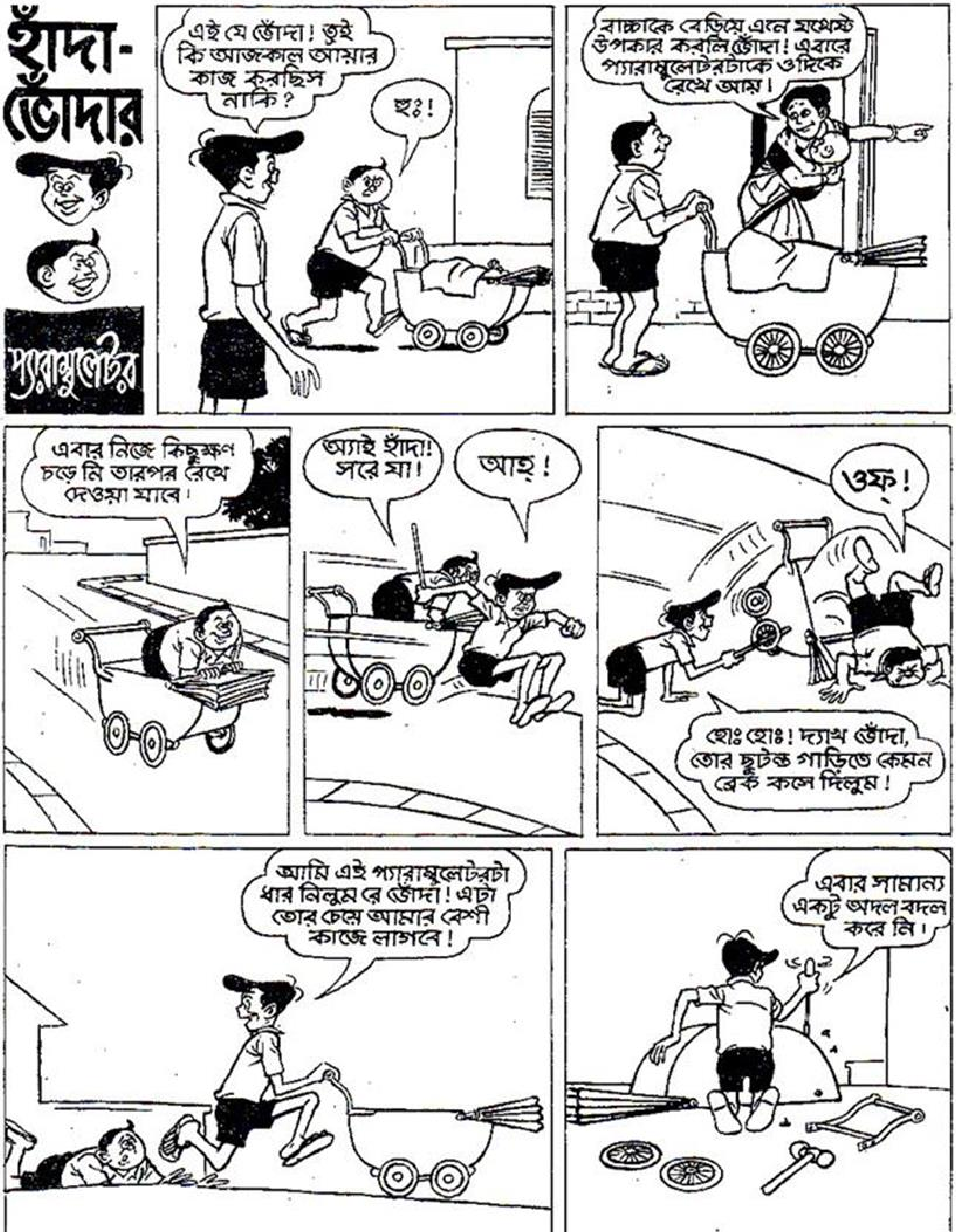

কুঁচকে, ভালো চাস তো তোর স্ট্যাম্প অ্যালবামটা আমায় দিয়ে দে। না হলে---
ঠি-ঠিক আছে হাঁদা, এই নে!
পরদিন স্কুলে
ভোঁদার অ্যালবাম খুব চমৎকার!
হেঃ হেঃ! আমার অ্যালবামের গাদা এখনো দেখেন নি! গতকাল আমি আরো কয়েকজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি!
সাবাশ! দারুণ সংগ্রহ! হাঁদাই পুরস্কার বিজয়ী!
পরদিন সকালে টকুবাবুর বাড়িতে
এই সব দুর্লভ স্ট্যাম্প ঘাঁটতে আমাকে সাহায্য করবে, এই হচ্ছে পুরস্কার হাঁদা!
অ্যাঁ! এই পুরস্কার?
ওরে বাবারে! এখনও অর্দ্ধেক হয়নি রে উলস্!
বিকেলে
অধ্যাপক টকুবাবু তোকে কি পুরস্কার দিলেন দেখা না রে হাঁদা!

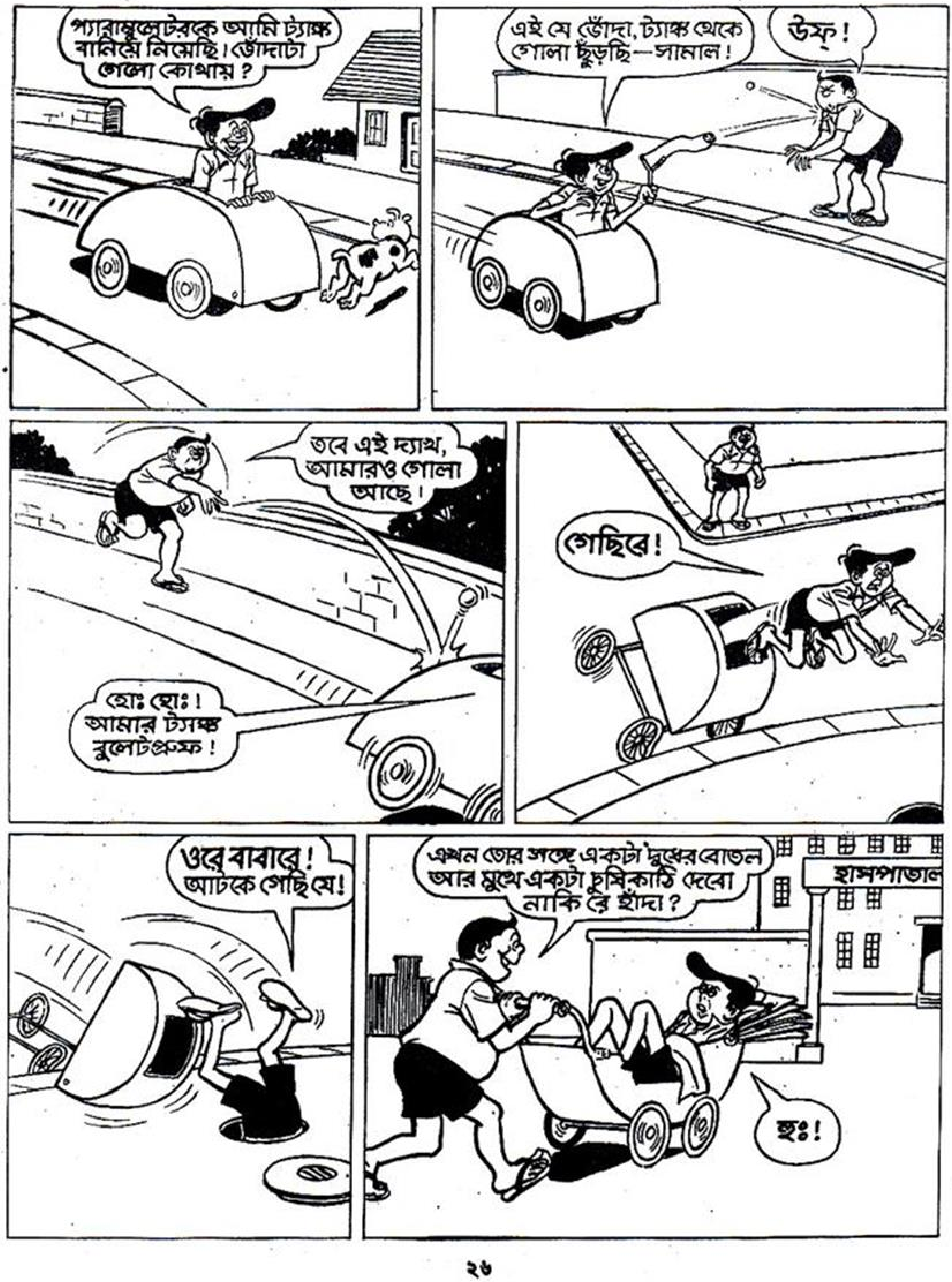

হাঁদা-ভোঁদার
বিপত্তি
দ্যাখ ভোঁদা, কি রকম গ্লাইডার বানিয়েছি! কম্পিটিশনে উড়িয়ে প্রাইজ নেবো।
বলিস কি রে? কখন বানালি?
দে না, হাতে নিয়ে একবার দেখি।
আচ্ছা নে। সাবধানে ধরিস কিন্তু!
আরে আরে করছিস কি?
এই যাঃ! বেড়ার ওপাশে চলে গেলো!
আমি এই রকমই একটা গ্লাইডার চাইছিলাম হিঃ হিঃ!
দেখলি হাঁদা? হোঁৎকা ট্যাঁপা কেমন গ্লাইডারটা বাগিয়ে নিলো!
যা জানিস না তা করতে গিয়েই তো তুই সব সময় বিপত্তি ঘটাস!
এ্যাই হতচ্ছাড়া ট্যাঁপা! ভালো চাস তো শীগগির আমাদের গ্লাইডার দিয়ে দে!
ঠিক আছে, তবে হাতে না দিয়ে মাথায় দিচ্ছি!
ওঁক!


সব সময় কি গোঁয়ার্তুমি করে কাজ হয়। তার জন্যে বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই দ্যাখ—আমি এই জলবিছুটি পাতার গুঁড়ো দিয়ে কার্যোদ্ধার করবো!
ফুঁ দিয়ে এগুলো আমি জানালার ভেতরে পাঠাচ্ছি!
হতভাগা এখন চুলকোতে ব্যস্ত। এই তালে গ্লাইডারটা নিয়ে কেটে পড়ি!
ওফ্!
বাপরে, মলুম!
ওরে বাবারে গেলুম রে!
দেখলি তো ভোঁদা, স্রেফ কেমন সামান্য একটু বুদ্ধি খাটিয়ে হোঁৎকার কাছ থেকে এটা নিয়ে এলুম।
এবার দ্যাখ আমি গ্লাইডার ছুঁড়বো! এবং কোনও রকম বিপত্তি ঘটবে না।
এই দ্যাখ কেমন যাচ্ছে!
মরে চে!
একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়েছে রে হাঁদা!
হাঁদা, তুই শান্তিরক্ষকের গায়ে গ্লাইডারের গুঁতো দিয়ে অশান্তি করেছিস। কোঁৎকা গায়ে পড়ার আগে শীগগির একটা বুদ্ধি খাটা!
বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ না করে লেগ স্পীড বাড়িয়ে দে।


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া ফন্দি
হাঁদা, তুই হোমওয়ার্ক করিস নি। আজ স্কুলে স্যারের কাছে রামঠ্যাঙানি খাবি!
সে কায়দা আমার জানা আছে! নিজের ওপর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আজ স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখবো!
এইভাবে হড়কে গিয়ে পড়বো। কোমরে একটু চোট লাগবে বসে, স্কুল যাওয়া বন্ধ!
ওয়াহ্!
ওফ্!
ওহ্! আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিস!
আমি স্কুল কামাই করেও আপনার সেবা করবো। চলুন বিছানায়!
আপনার যা দরকার এনেছি। আর কিছু চাই?
হ্যাঁ, আলমারীর ওপর থেকে টাইপরাইটারটা আমাকে নামিয়ে দে। তারপর স্কুল চলে যা।
এবার একটা দুর্ঘটনা হবে। আমি টুল শুদ্ধু পেছন দিকে পড়ে যাবো!
এই যে পিসেমশাই আপনার আরাম চেয়ার— উপ্‌স্! তোর খুব বরাত জোর আমি ঠিক সময় এসে পড়েছি!
অকর্মা গাধা একটা!
স্কুল কামাইয়ের জন্যে আমাকে অন্য লাইনে চিন্তা করতে হবে। আঃ! এই দোকানেই আমার প্ল্যান হাসিলের জিনিস পাওয়া যাবে!
মজার জিনিসের দোকা


পরে
আরে এই হাঁদা! এই রকম পা নিয়ে স্কুলে যেতে হবে না। গাড়িতে উঠে আয়, আমি তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।
আপনার অনুগ্রহ স্যার!
তোর বাড়িতে এসে গেছি হাঁদা!
আমাকে একটু সাহায্য করুন স্যার! আমার খারাপ পা-টা সিটের তলায় আটকে গেছে!
ঠিক আছে এখুনি বের করে দিচ্ছি!
একী! পায়ে নকল প্লাস্টার!
উর-র ও-ও!
আমার আগে স্কুলে পৌঁছবার জন্যে তোকে পাঁচমিনিট সময় দিলুম!
আরে, এই হতচ্ছাড়া প্লাস্টারটার জন্যে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে পারছি না!
ওফ্!
স্কুলে
শিক্ষক আসতে পারবেন নি। আজ ক্লাশ ছুটি!
ভাগ্যিস কাল রাতে হোমওয়ার্ক করে সময়ের অপচয় করিনি।
ভোঁদাটাও দেখছি আজ ডুব মেরেছে।
বাড়ি ফিরে
অ্যাঁ! স্য-স্যার এখানে!
তোর কালকের হোমওয়ার্ক এবার আমি দেখবো।


হাঁদা-ভোঁদার
প্যারাম্বুলেটর
এই যে ভোঁদা! তুই কি আজকাল আয়ার কাজ করছিস নাকি?
হুঃ!
বাচ্চাকে বেড়িয়ে এনে যথেষ্ট উপকার করলি ভোঁদা! এবারে প্যারাম্বুলেটরটাকে ওদিকে রেখে আয়।
এবার নিজে কিছুক্ষণ চড়ে নি তারপর রেখে দেওয়া যাবে।
অ্যাই হাঁদা! সরে যা।
আহ্!
ওফ্!
হোঃ হোঃ! দ্যাখ ভোঁদা, তোর ছুটন্ত গাড়িতে কেমন ব্রেক কসে দিলুম!
আমি এই প্যারাম্বুলেটরটা ধার নিলুম রে ভোঁদা! এটা তোর চেয়ে আমার বেশী কাজে লাগবে!
এবার সামান্য একটু অদল বদল করে নি।

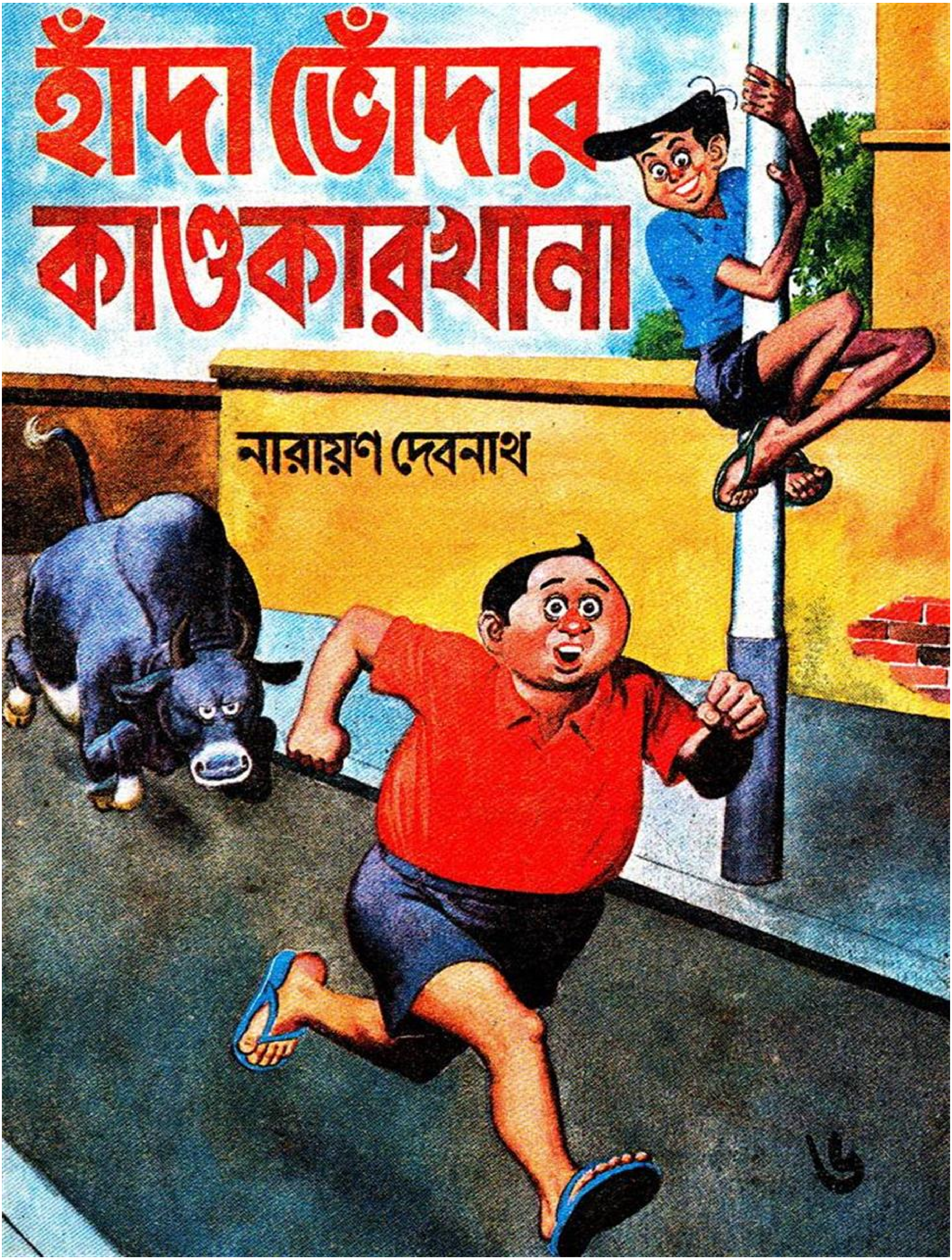

প্যারাম্বুলেটরকে আমি ট্যাঙ্ক বানিয়ে নিয়েছি। ভোঁদাটা গেলো কোথায়?
এই যে ভোঁদা, ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছুঁড়ছি—সামাল!
উফ্!
তবে এই দ্যাখ, আমারও গোলা আছে।
হোঃ হোঃ! আমার ট্যাঙ্ক বুলেটপ্রুফ!
গেছিরে!
ওরে বাবারে! আটকে গেছি যে!
এখন তোর সঙ্গে একটা দুধের বোতল আর মুখে একটা চুষিকাঠি দেবো নাকি রে হাঁদা?
হাসপাতাল
হুঃ!

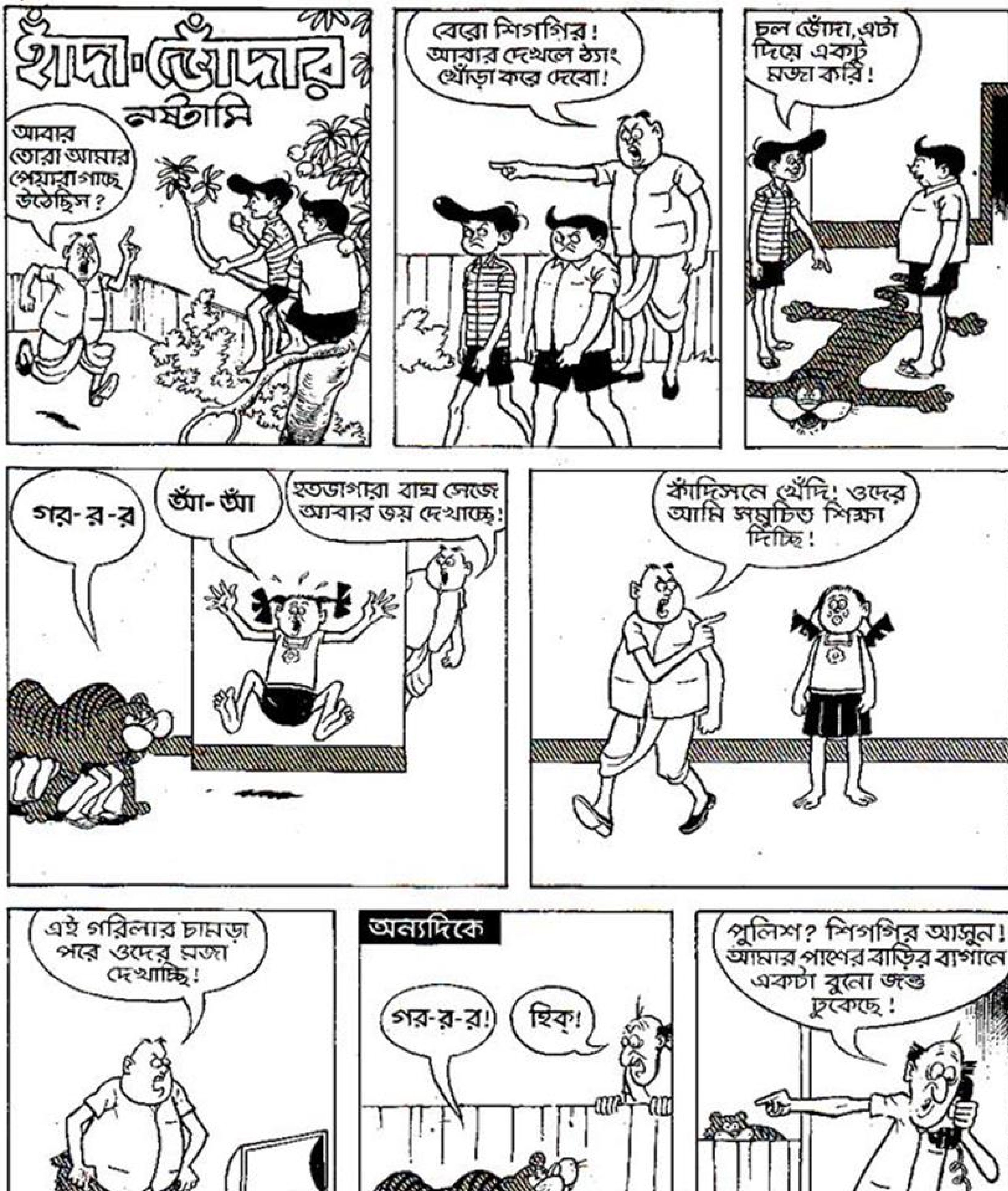

হাঁদা ভোঁদার
দড়ির খেলা
এসব একটু প্র্যাক্‌টিস করলেই করা যায়।
ইচ্ছে করলে তোকে এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি!
দ্যাখ, তোকে বলেছি না এ খুবই সোজা!
তুই যাতে হাঁটছিস, সেই পাঁচিলটা দড়ির চেয়ে দশগুণ চওড়া আর এটা নড়েও না!
আরে আমি দড়িতেও হাঁটতে পারি!
এই ভোঁদা! কাচা কাপড়গুলো দড়িতে মেলে দে তো!
যাচ্ছি!

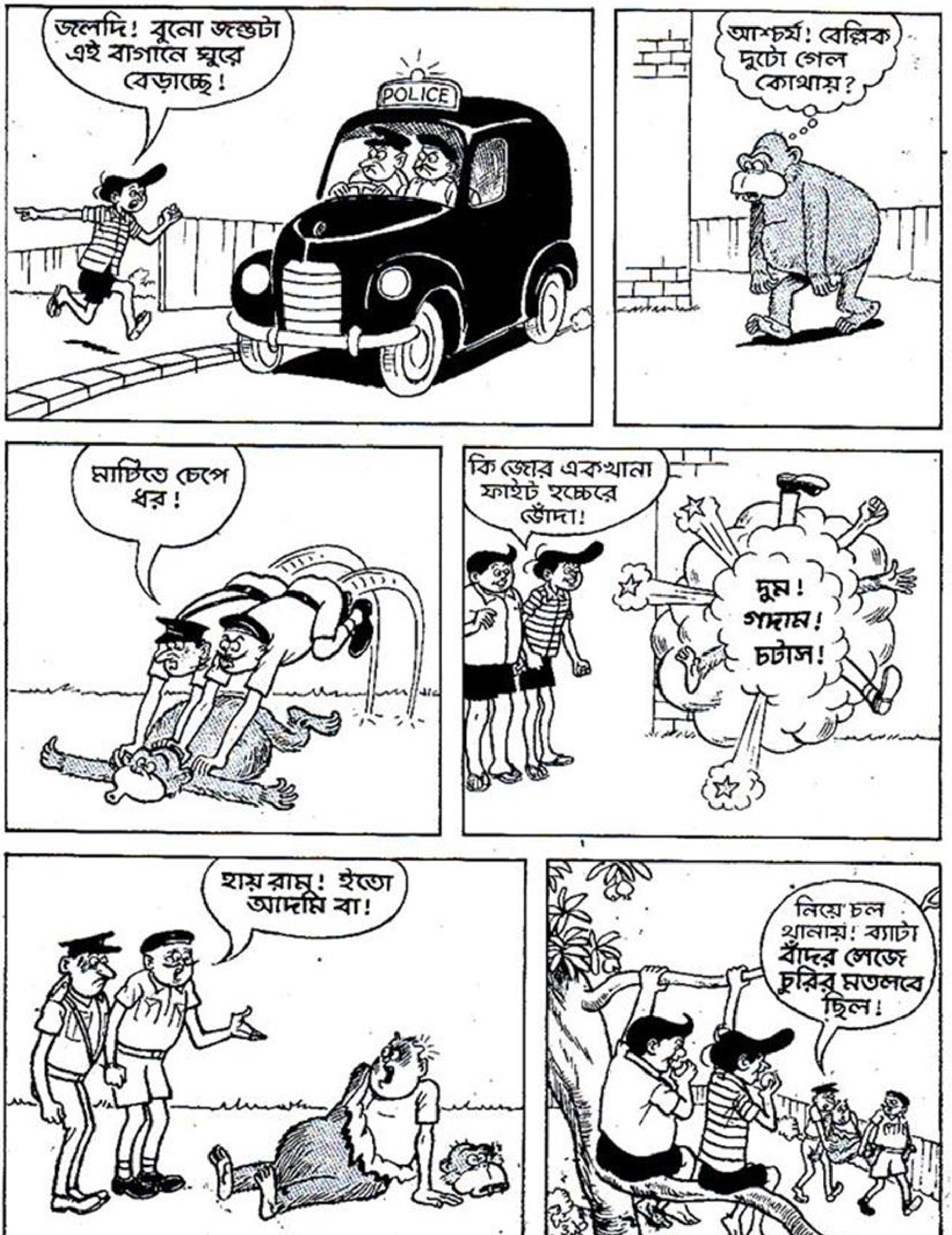

অবশ্য দেয়ালে হাঁটা খুবই সোজা! আমি এবারে ঠিক ঠিক দড়ি ব্যবহার করবো···তবে মাটি থেকে বেশী উঁচুতে নয়!
কাপড় টাঙাবার দড়িটা বড্ড ঢিলে! কাপড় চোপড় শুকোতে দেওয়ার আগে ওটাকে টেনে টাইট করে নিতে হবে!
মরেছে! ওখানে তুই কি করছিস রে হাঁদা?
হাঁদা এসব কাজের ভার একা তোর ওপর ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে? আচ্ছা আসুক আগে, এই চটি ওর পিঠে ছিঁড়বো আজ!


হাঁদা-ভোঁদার
জাম্পিং চেয়ার
এতো লম্বা কাগজ কিনেছেন কেন পিসেমশাই ? কি হবে ?
তোকে কি কি কাজ করতে হবে তার লিস্ট করতে হলে এ কাগজ ছাড়া ধরবে না তাই এনেছি।
ওরে বাবা! কি রকম করছে! বোধ হয় বেহুঁস হয়ে যাচ্ছি!
আমি শিগগিরই তোর হুঁস ফিরিয়ে আনছি, শুধু এক বালতি জল দরকার।
যাঃ ভোঁদার গায়ে গিয়ে লাগলো!
এবার আমি জাম্পিং চেয়ারে বসে চম্পট দেবো।
সেটা আবার কি রে?
এই দ্যাখ আমার নয়া আবিষ্কার। দড়ি কাটবো আর সাঁ করে বেরিয়ে যাবো।
ভোঁদা, টা টা!
হাঁদা! জানিনা কোথা থেকে উদয় হলি। কিন্তু আমি তোকে বাড়িতে তোর পিসের কাছে নিয়ে যাবো!
ওরে বাবা! এ যে পিসেমশাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

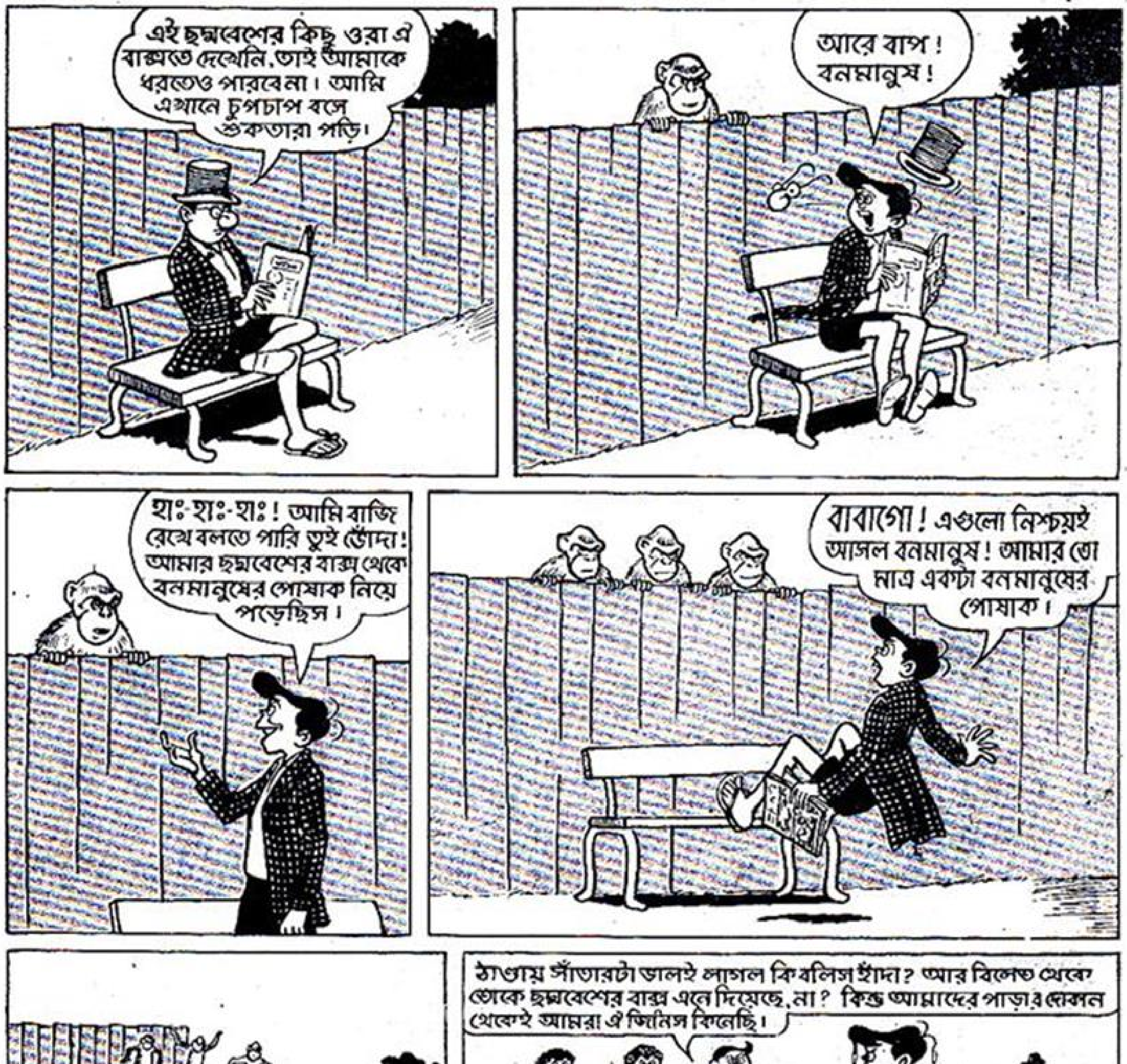

ও বাবা ! এ কি কাণ্ড !
স্প্রিং স্প্রিং !
পিসের হাতে ধরা পড়লে আমার প্রাথমিক চিকিৎসার দরকার হবে। ট্রেনিংটা নিয়ে রাখি।
অস্থায়ী প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাশ
আঃ ! এইযে তোমাদের ব্যাণ্ডেজ প্র্যাকটিসের জন্যে একজন এসেছে।
একটু পরে -
আমি হাঁদা পিসেমশাই ! আমার একটা বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।
হোঃ হোঃ, ব্যাণ্ডেজ খুলে না নেবার কড়ারে আমি ব্যাণ্ডেজ করতে দিয়েছিলাম।
আঃ ! উঃ !
হতচ্ছাড়া বিটলে ! আমার সঙ্গে ফেরেববাজী ! পিটিয়ে সিধে করে দেবো।
হতভাগা দুরমুসওয়ালাটাকে অকেজো করেছে। অতএব ওর কাজটা হাঁদাকেই করতে হবে।
তুই তো এখন খুব ব্যস্ত হাঁদা ! এবার আমি তোর জাম্পিং চেয়ারটা পরখ করি।


হাঁদা ভোঁদার কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ


হাঁদা-ভোঁদার
নষ্টামি
আবার তোরা আমার পেয়ারা গাছে উঠেছিস?
বেরো শিগগির! আবার দেখলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো!
চল ভোঁদা, এটা দিয়ে একটু মজা করি!
গর-র-র
আঁ-আঁ
হতভাগারা বাঘ সেজে আবার ভয় দেখাচ্ছে!
কাঁদিসনে খেঁদি! ওদের আমি সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি!
এই গরিলার চামড়া পরে ওদের মজা দেখাচ্ছি!
অন্যদিকে
গর-র-র!
হিক্!
পুলিশ? শিগগির আসুন! আমার পাশের বাড়ির বাগানে একটা বুনো জন্তু ঢুকেছে!


জলদি! বুনো জন্তুটা এই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
POLICE
আশ্চর্য! বেল্লিক দুটো গেল কোথায়?
মাটিতে চেপে ধর!
কি জোর একখানা ফাইট হচ্ছেরে ভোঁদা!
দুম!
গদাম!
চটাস!
হায় রাম! ইতো আদমি বা!
নিয়ে চল থানায়! ব্যাটা বাঁদর সেজে চুরির মতলবে ছিল!

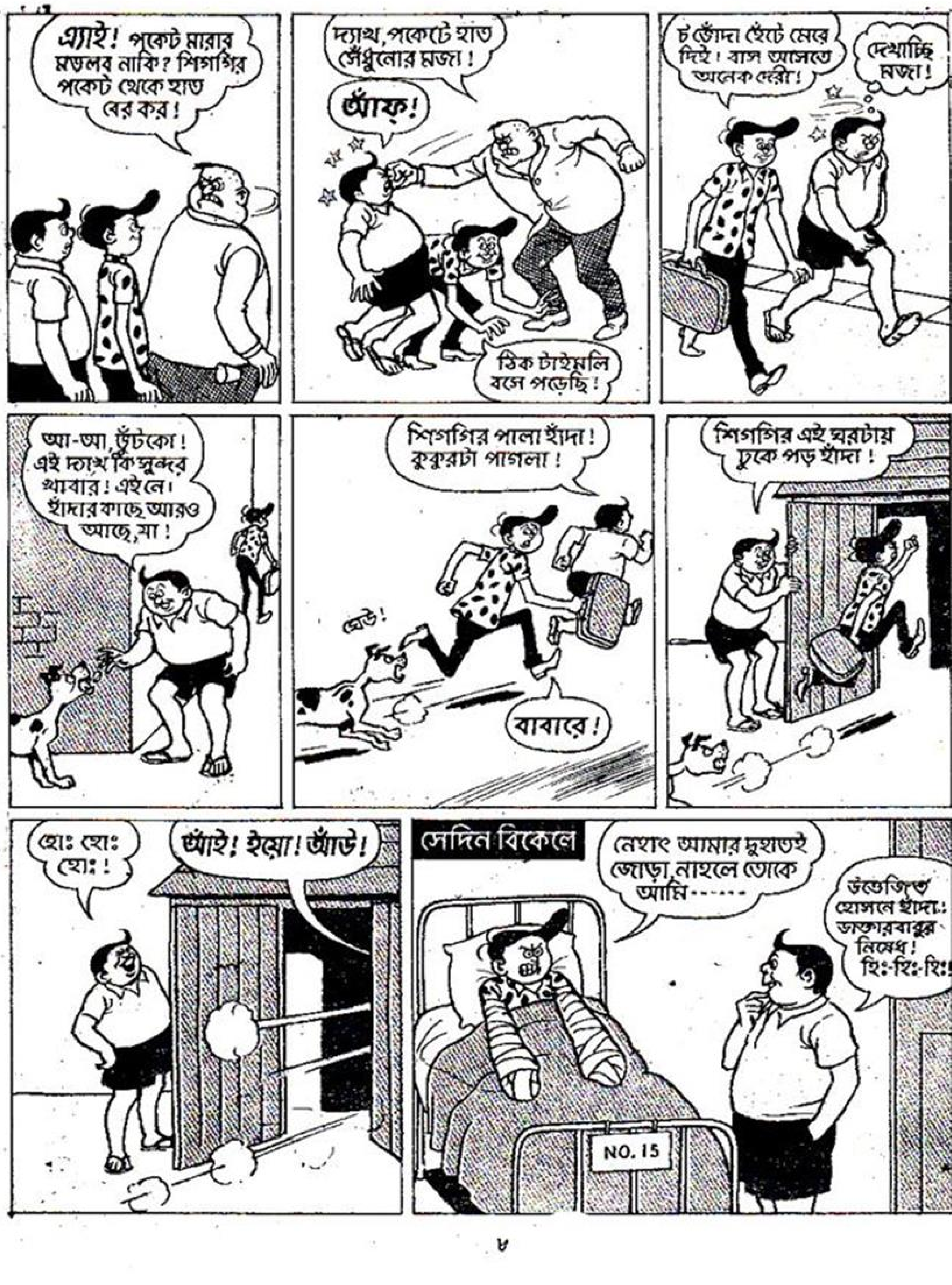

হাঁদা ভোঁদার
ছদ্মবেশ
এই দ্যাখ! এটা ছদ্মবেশ ধরবার জিনিস পত্রের বাক্স। আমার এক কাকা বিলেত থেকে এটা এনে দিয়েছে। এখানে কোথাও এসব পাবি না।
গুল ঝাড়চিস তো?
গুল ঝাড়চি! যদি আমি ছদ্মবেশ ধরি, তবে বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনতে পারবি না।
বেশ, তাহলে সেই কথাই ভালো।
ঐ হাঁদা আসছে। ও ভেবেছে ওর ঐ ছদ্মবেশে ও আমাদের বোকা বানাবে, বুদ্ধু কোথাকার!
ওকে পাকড়াতে হবে।
তোকে ধরে ফেলেছি হাঁদা!
এ্যাই!
এই দ্যাখ! আমি ঠিক হাঁদাকে ধরেছি!
আমি হাঁদা নই!
আমিও না।


এই ছদ্মবেশের কিছু ওরা ঐ বাক্সতে দেখেনি, তাই আমাকে ধরতেও পারবে না। আমি এখানে চুপচাপ বসে শুকতারা পড়ি।
আরে বাপ! বনমানুষ!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুই ভোঁদা! আমার ছদ্মবেশের বাক্স থেকে বনমানুষের পোষাক নিয়ে পড়েছিস।
বাবাগো! এগুলো নিশ্চয়ই আসল বনমানুষ! আমার তো মাত্র একটা বনমানুষের পোষাক।
বনমানুষেরা মনে হয় সাঁতার জানে না।
ঠাণ্ডায় সাঁতারটা ভালই লাগল কি বলিস হাঁদা? আর বিলেত থেকে তোকে ছদ্মবেশের বাক্স এনে দিয়েছে, না? কিন্তু আমাদের পাড়ার দোকান থেকেই আমরা ঐ জিনিস কিনেছি।


হাঁদা-ভোঁদার
লুকোচুরি
রেস্টুরেন্ট
আরে! হাঁদা দেখছি রেস্টুরেন্টে ঢুকছে! একবার দেখতে হচ্ছে তো!
আহা! কি দারুন চিকেন রোস্ট!
আরে-আরে একি!
আমাকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া হচ্ছিল! খুব টাইট দিয়েছি!
নির্ঘাত ভোঁদা! কিন্তু আমিও ঐ রোস্ট কেড়ে আনবো!
ঐযে শয়তানটা ওখানে বসে খাওয়ার মতলব করছে! ওঃ, ঠিক সময়ে এসে পেছি!
রাস্তা বন্ধ
দে, আমার চিকেন রোস্ট দে!
!


ওফ্!
হতচ্ছাড়া হাড়গিলে! তোর জন্যে আমার রোস্টটা কুকুরে নিল!
মুরগির রোস্ট হাতে একটা ছেলেকে এদিকে দেখেছেন?
কি বললে?
বলছি যে— 'মুরগি'!
ওই ওখানে!
উজবুকটা তাহলে এখানে লুকিয়েছে!
পাঁচিল ডিঙিয়েই ভেতরে যাবো!
এ্যাই মরেচে! এটা যে মুরগি পালনের জায়গা!
মুরগি পালন ক্ষেত্র
ধর ভুটে! ওটাকে ধর!
এবারে হোটেলে খাওয়ার টাকা দাও!
আমার রোস্ট নষ্ট করেছ, তার দাম দাও!
আর আমার মুরগির ডিমের দাম!
গর-র-র!
চমৎকার! এবারে নিশ্চিন্তে খাওয়া যাক!


হাঁদা ভোঁদার
ঠোকাঠুকি
হাঁদা চিঠি দিয়েছে, আজই ও ফিরছে। তোকে স্টেশনে যেতে বলেছে ভোঁদা!
ঠিক আছে পিসেমশাই!
সাবধানে যাবি তারপর দুজনে সাবধানে ফিরবি বুঝলি?
হ্যাল্লো হাঁদা! উঃ, কতদিন পরে ফিরলি বলতো?
সত্যি ভাই ভোঁদা!
আমার স্যুটকেসটা তুই একটু নেনারে ভাই ভোঁদা!
এ আর বেশী কথা কি! নিচ্ছি!
কী রে সামান্য ব্যাগটা তুলতে পারছিস না!
অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল কিনা তাই তোর সঙ্গে একটু ইয়ে করলুম — হাঃ হাঃ হাঃ!
ওফ্!
কিছু পরে
বাস থামিবে
নকল হাতটা লোকটার পকেটে দিয়ে আবার একটু মজা করি!

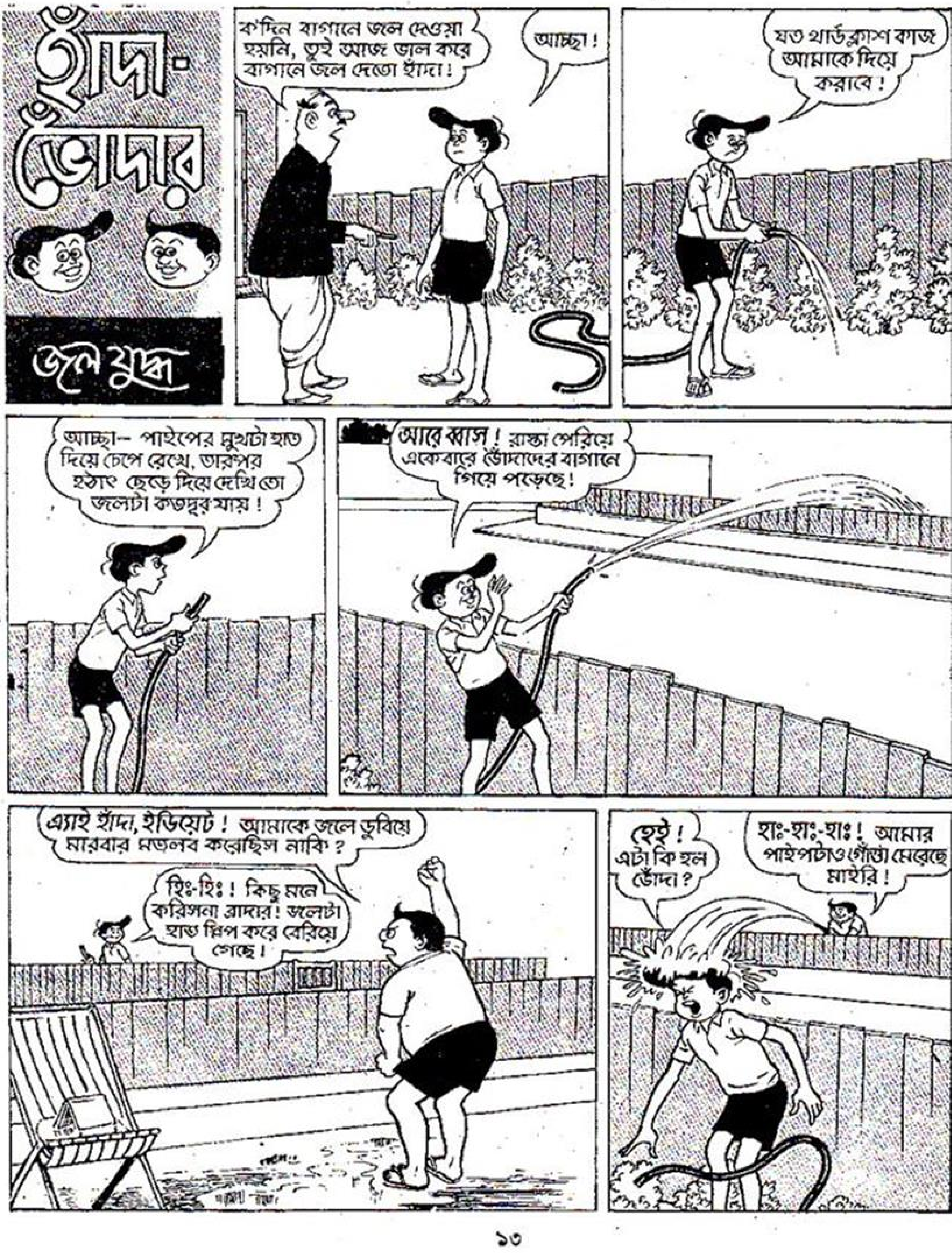

এ্যাই! পকেট মারার মতলব নাকি? শিগগির পকেট থেকে হাত বের কর!
দ্যাখ, পকেটে হাত সেঁধুনোর মজা!
আঁফ্!
ঠিক টাইমলি বসে পড়েছি!
চ ভোঁদা হেঁটে মেরে দিই। বাস আসতে অনেক দেরী!
দেখাচ্ছি মজা!
আ-আ, টুঁটকো! এই দ্যাখ কি সুন্দর খাবার! এই নে। হাঁদার কাছে আরও আছে, যা!
শিগগির পালা হাঁদা! কুকুরটা পাগলা!
ঘেউ!
বাবারে!
শিগগির এই ঘরটায় ঢুকে পড় হাঁদা!
হোঃ হোঃ হোঃ!
আঁই! ইয়ো! আঁউ!
সেদিন বিকেলে
নেহাৎ আমার দুহাতই জোড়া, নাহলে তোকে আমি------
উত্তেজিত হোসনে হাঁদা। ডাক্তারবাবুর নিষেধ! হিঃ-হিঃ-হিঃ!
NO. 15

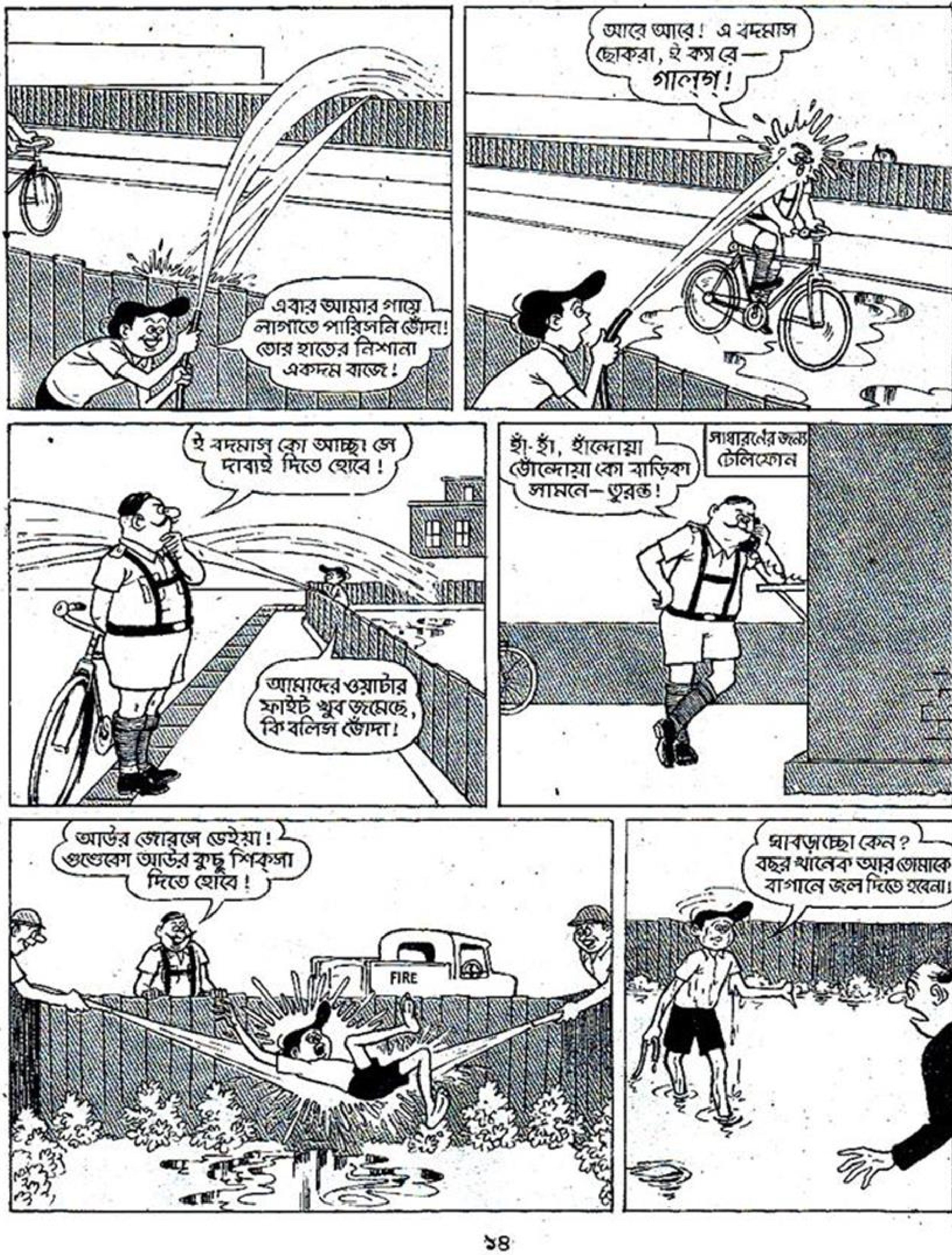

হাঁদা ভোঁদার
ফন্দী ফিকির
এ জায়গাটা বেশ নিরিবিলি ! এখানে বসেই খাওয়া যাক ! ভোঁদাটাকে খুব জোর ফাঁকি দিয়ে এসেছি !
ওরেব্বাবা, বিচ্ছিরি জায়গা মৌমাছি আমাকে তাড়া করেছে !
এই পচা ডোবায় লুকোনো ছাড়া আর উপায় নেই !
যা ব্বাবা ! মৌমাছির নজর দেখছি আমার জেলির ওপরে !
ক্কোঁয়াক !
জেলির দফা সেরে দিয়ে মৌমাছিগুলো ভেগেছে ! লেমোনেডটা খেয়ে তেষ্টা মেটাই !
ছুটোছুটির ঝাঁকুনিতে লেমোনেড ঝাঁজিয়ে গিয়ে বোধ হয় এই কাণ্ড হলো !
মরেচে ! কুকুর দুটো মনে হচ্ছে যেন আমার দিকেই ছুটে আসছে ! পাগলা কুকুর নয়তো ? আমি এই গাছটায় উঠে বসে থাকি !
গরর-র-র !


গেল আমার মাংস আর পরোটা ! এর লোভেই ব্যাটারা ছুটে এসেছিল !
মড়-মড়!
মড়াৎ !
ঝপাস্ !
ইস ! একেবারে চেটে পুটে মেরে দিয়ে গেছে হতচ্ছাড়ারা !
ওরে না ! আবার ঐ জলে পড়তে চাই না !
গদাম্ !
মচর্ ! মচর্ !
হতভাগা ছাগল ব্যাগটাকেই খেয়ে মেরে দিলে !
কিছু পরে
এখানে বসে রোদ্দুরে জামাটামাগুলো শুকিয়ে নি ! আর তো খাবার কিছু নেই, যে ছাগল ব্যাটা আবার গোঁত্তা মারবে !
বাপ্‌রে !
বাঃ ! আমি পিঁপড়ের ঢিবিতে বসেছিলুম, আর পিঁপড়েরা শেষে আমাকেই খাবার তালে ছিল !
আরে হাঁদা ! তুই এই পচা ডোবার জলে দাঁড়িয়ে, আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান ! খাবার নিয়ে যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলি ! শেষে বাড়িতেই মাংসে পরোটা খেলাম। দারুণ হয়েছিল মাইরি মাংসটা !

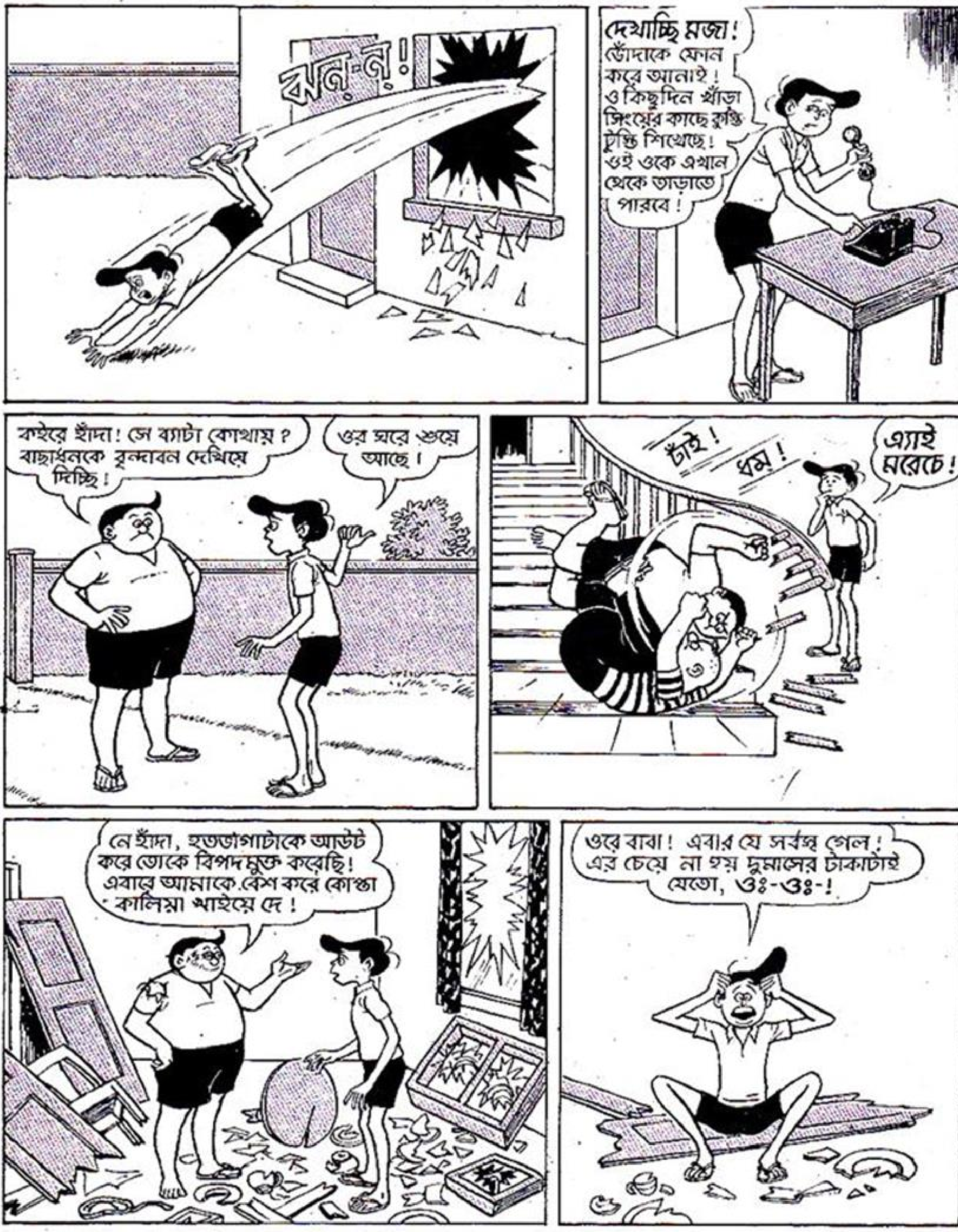

হাঁদা ভোঁদার
ছল চাতুরী
সন্ধ্যেবেলা মাকে পায়েস তৈরি করতে দেখেছি। আজ বোধহয় দেবেনা, কিন্তু একটু না চাখলে পায়েসের চিন্তায় রাতে ঘুমই আসবে না !
এখান থেকে দুহাতা নিয়ে চাখলে মা মোটেই ধরতে পারবে না !
পরদিন সকালে
যা ভেবেছি ! মুখের চাদ্দিকে পায়েস লেগে আছে !
কি হয়েছে মা ? কি ব্যাপার ?
ব্যাপার আমার মাথা ! কাল যে পায়েস রেখেছিলাম তার সব ফাঁক!
এই দ্যাখ হতচ্ছাড়া ! ছিটে ফোঁটাও আর নেই ওতে !
তাইতো! কিন্তু আমি সবটা খাইনি, সত্যি বলছি আমি মাত্র দু'হাতা চেখেছি!
দু'হাতা চেখেছি, হতচ্ছাড়া ! তোর জন্যে কেউ একটু পায়েস পেলনা !
যা বলেছো মা ! অমন নোলা কেন, যে চুরি করে খেতে হবে ?
সত্যিই বলছি আমি সব পায়েস খাইনি ! মাত্র দু'হাতাই খেয়েছি ! এ নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়েছে, আর নাহয় — কোন দোপেয়ে ইঁদুরে খেয়েছে !

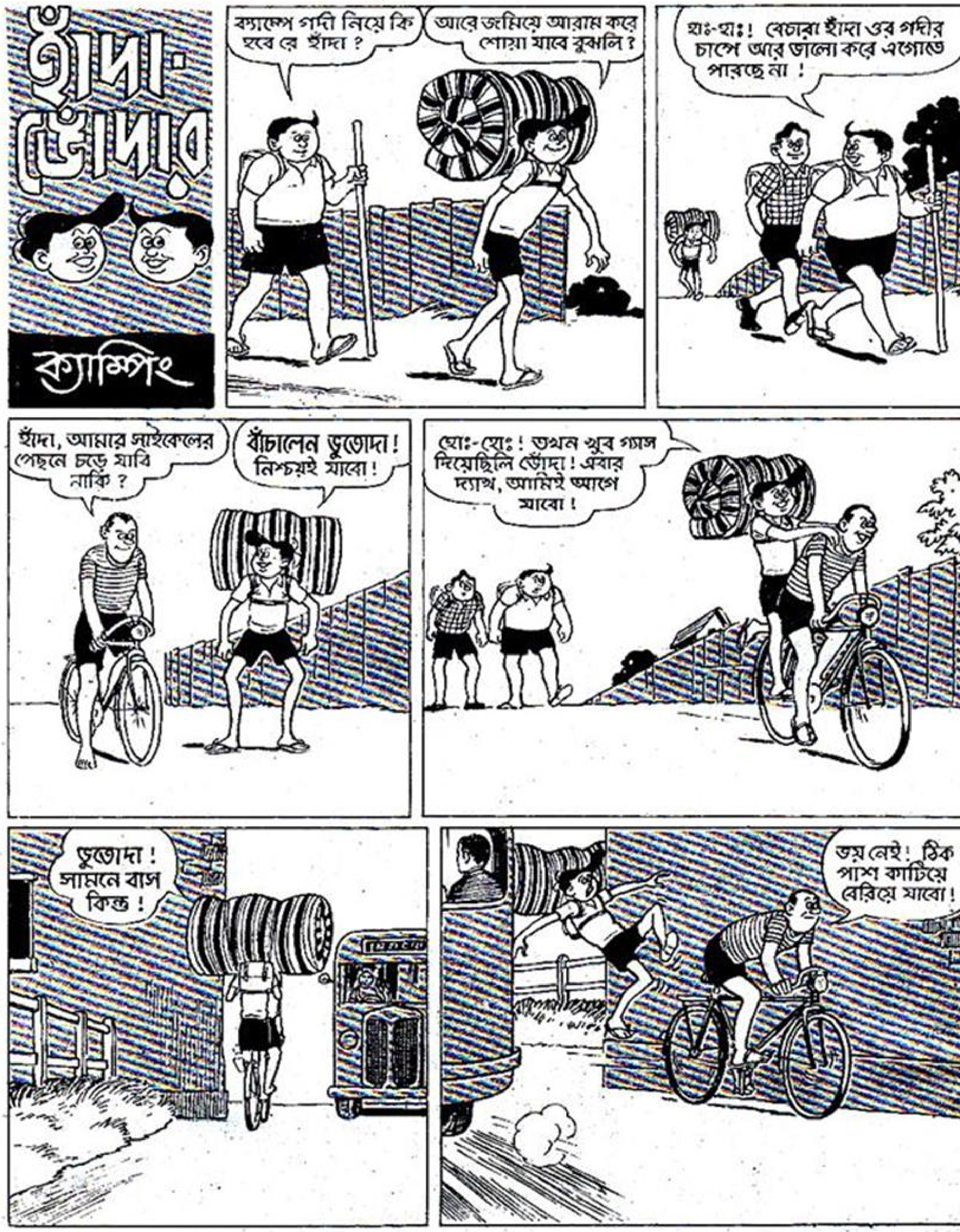

ভাই কুঁচকে ! আমাকে একটা জাঁদরেল কুকুর জোগাড় করে দিতে পারিস !
কি ব্যাপার রে ভোঁদা ? জাঁদরেল কুকুর দিয়ে কি করবি ?
একটা ইঁদুর ধরার জন্যে ! ইঁদুরটা কাল সব পায়েস খেয়ে ফেলেছে ! তাই আজও পায়েস হয়েছে, মনে হয় আজও খাবে ! বোধ হচ্ছে ওটা জাঁদরেল ধেড়ে ইঁদুর !
চ তোকে বোঁচাদার কাছে নিয়ে যাই ! তিনি তোকে সাহায্য করতে পারবেন !
সার্কাস
এই দিকে
সেদিন রাত্রে
কুঁচকে ! ওটাকে এখানে আনতে বল !
বোঁচাদা ! এদিকে নিয়ে আসুন !
যে কোন মুহূর্তে ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়তে পারে !
শিগগির চলো মা ! পায়েস খাওয়া ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে !
হালুম !
গরররর !
গাঁক !
বা-বাঁচাও !
একি ! হাঁদা !
গররর !
হ্যাঁ, ধেড়ে মোটাসোটা ইঁদুর ! তাই আমিও ঐ ইঁদুর ধরবার উপযুক্ত ধেড়ে বেড়াল নিয়ে এসেছি !
আঁ-আঁ !

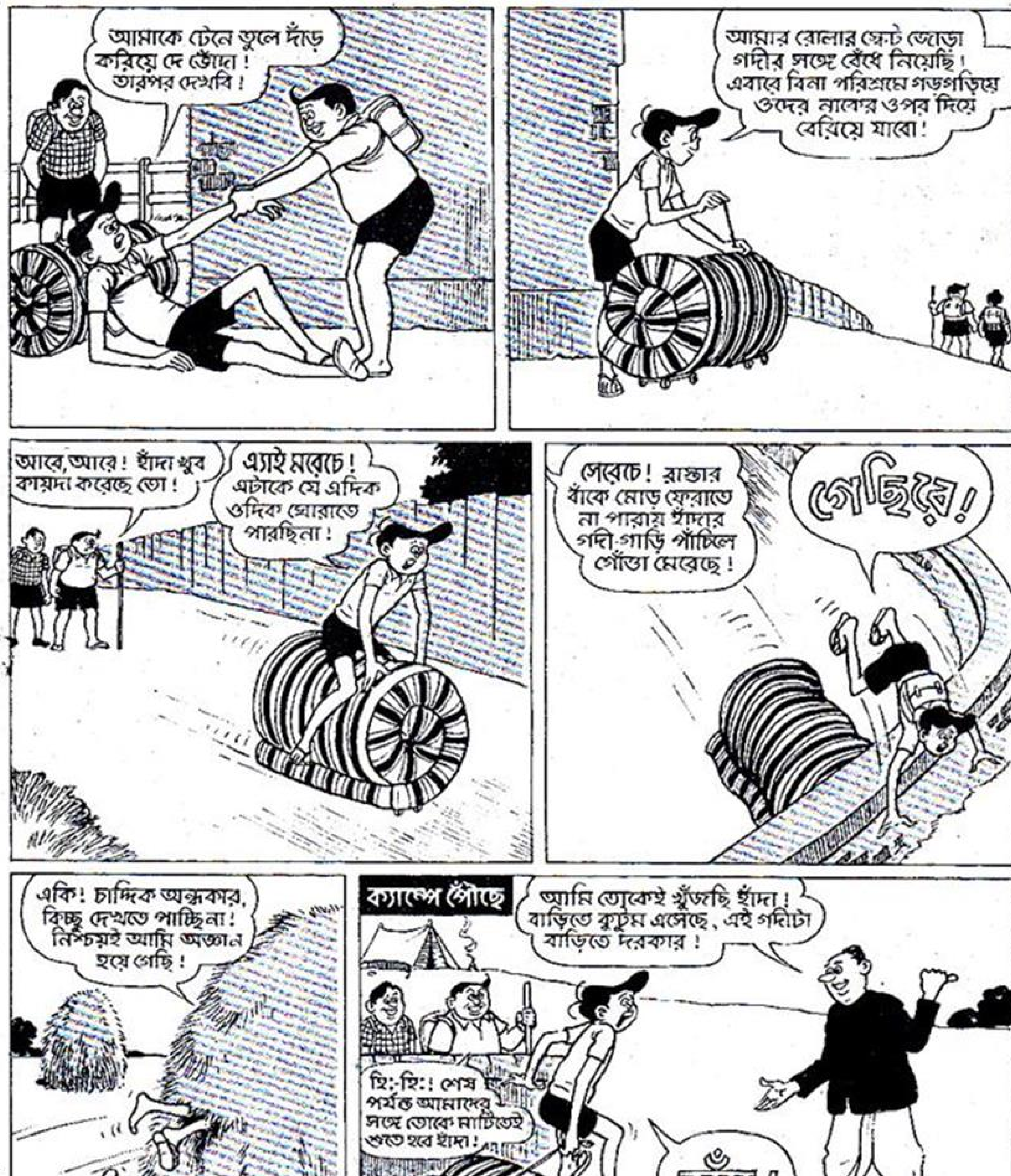

হাঁদা-ভোঁদার
জলযুদ্ধ
ক'দিন বাগানে জল দেওয়া হয়নি, তুই আজ ভাল করে বাগানে জল দেতো হাঁদা!
আচ্ছা!
যত থার্ডক্লাশ কাজ আমাকে দিয়ে করাবে!
আচ্ছা— পাইপের মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখে, তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দেখি তো জলটা কতদূর যায়!
আরে ব্বাস! রাস্তা পেরিয়ে একেবারে ভোঁদাদের বাগানে গিয়ে পড়েছে!
এ্যাই হাঁদা, ইডিয়েট! আমাকে জলে ডুবিয়ে মারবার মতলব করেছিস নাকি?
হিঃ-হিঃ! কিছু মনে করিসনা ব্রাদার! জলেটা হাত স্লিপ করে বেরিয়ে গেছে।
হেই! এটা কি হল ভোঁদা?
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার পাইপটাও গোঁত্তা মেরেছে মাইরি!


এবার আমার গায়ে লাগাতে পারিসনি ভোঁদা! তোর হাতের নিশানা একদম বাজে!
আরে আরে! এ বদমাস ছোকরা, ই ক্যা রে— গালগ্!
ই বদমাস্ কো আচ্ছা সে দাবাই দিতে হোবে!
আমাদের ওয়াটার ফাইট খুব জমেছে, কি বলিস ভোঁদা!
সাধারণের জন্য টেলিফোন
হাঁ-হাঁ, হাঁন্দোয়া ভোঁন্দোয়া কো বাড়িকা সামনে—তুরন্ত!
আউর জোরসে ভেইয়া! গুণ্ডেকো আউর কুছু শিক্সা দিতে হোবে!
FIRE
ঘাবড়াচ্ছো কেন? বছর খানেক আর তোমাকে বাগানে জল দিতে হবেনা।

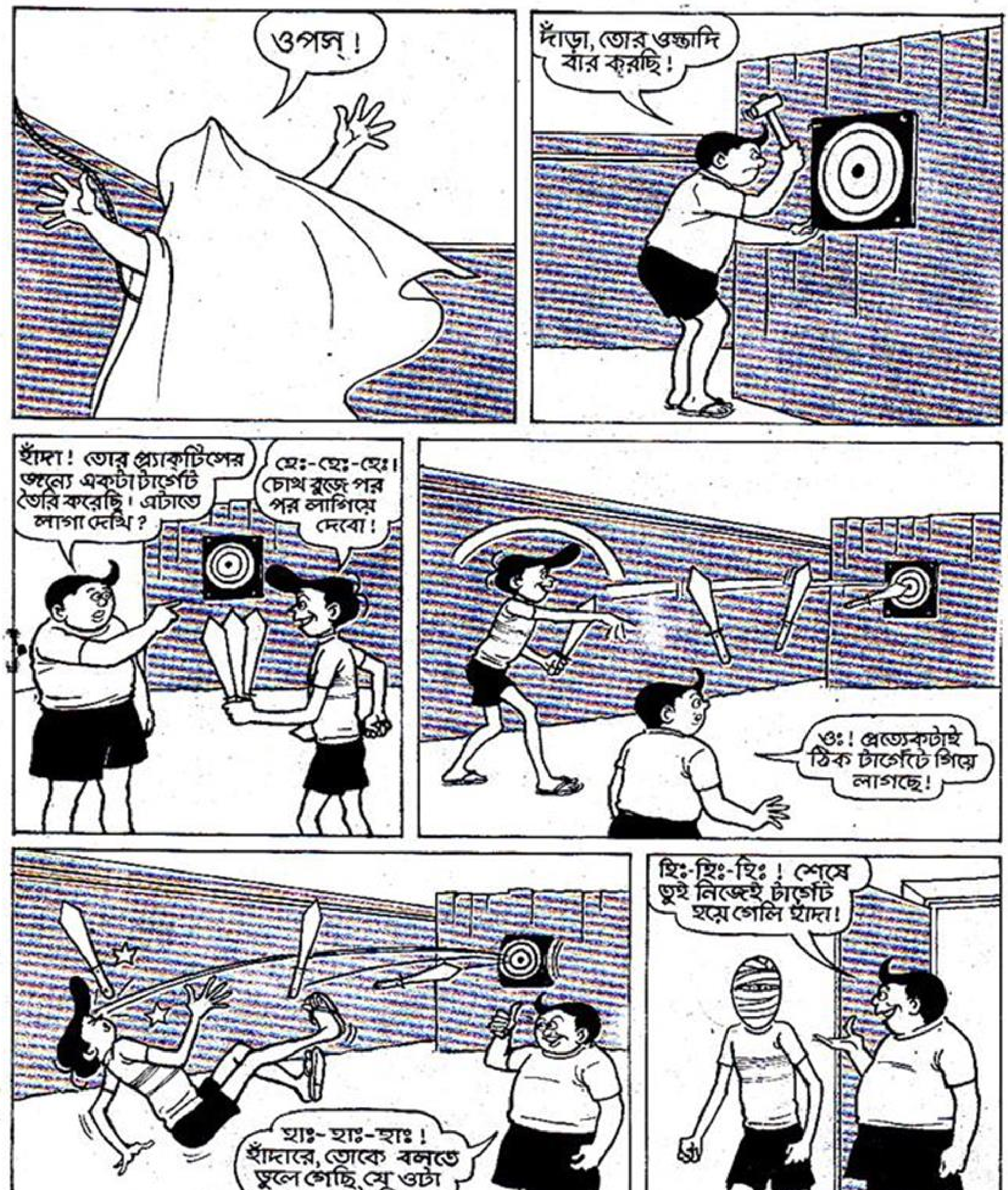

হাঁদা-ভোঁদার
বোর্ডিং হাউস
এ্যাই! এরপর আমার তিনটে পুডিং চাই!
আপনার দুমাসের বাকি পাওনা টাকা না মেটালে ওসব পুডিং ফুডিং দেওয়া হবে না!
তাই বুঝি! টাকা না দিলে পুডিং দেওয়া হবে না।
আচ্ছা!
যাক, পাওনা মেটাবে বলে বোধ হয় ঘরে গেল টাকা আনতে!
টাকা আনতে তো গেছে অনেকক্ষণ! করছে কি এতক্ষণ!
রান্নাঘরে ঢুকে পুডিং সাবড়ানো হচ্ছে! পুডিং-এর ভাঁড়ার ফাঁক!
তোমাকে তুলে হোটেল বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো!


ঝন্-ন্!
দেখাচ্ছি মজা! ভোঁদাকে ফোন করে আনাই! ও কিছুদিন খাঁড়া সিংয়ের কাছে কুস্তি টুস্তি শিখেছে! ওই ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে!
কইরে হাঁদা! সে ব্যাটা কোথায়? বাছাধনকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিচ্ছি!
ওর ঘরে শুয়ে আছে।
ট্যাঁই!
ধম্!
এ্যাই মরেচে!
নে হাঁদা, হতভাগাটাকে আউট করে তোকে বিপদমুক্ত করেছি! এবারে আমাকে বেশ করে কোপ্তা কালিয়া খাইয়ে দে!
ওরে বাবা! এবার যে সর্বস্ব গেল! এর চেয়ে না হয় দুমাসের টাকাটাই যেতো, ওঃ-ওঃ-!

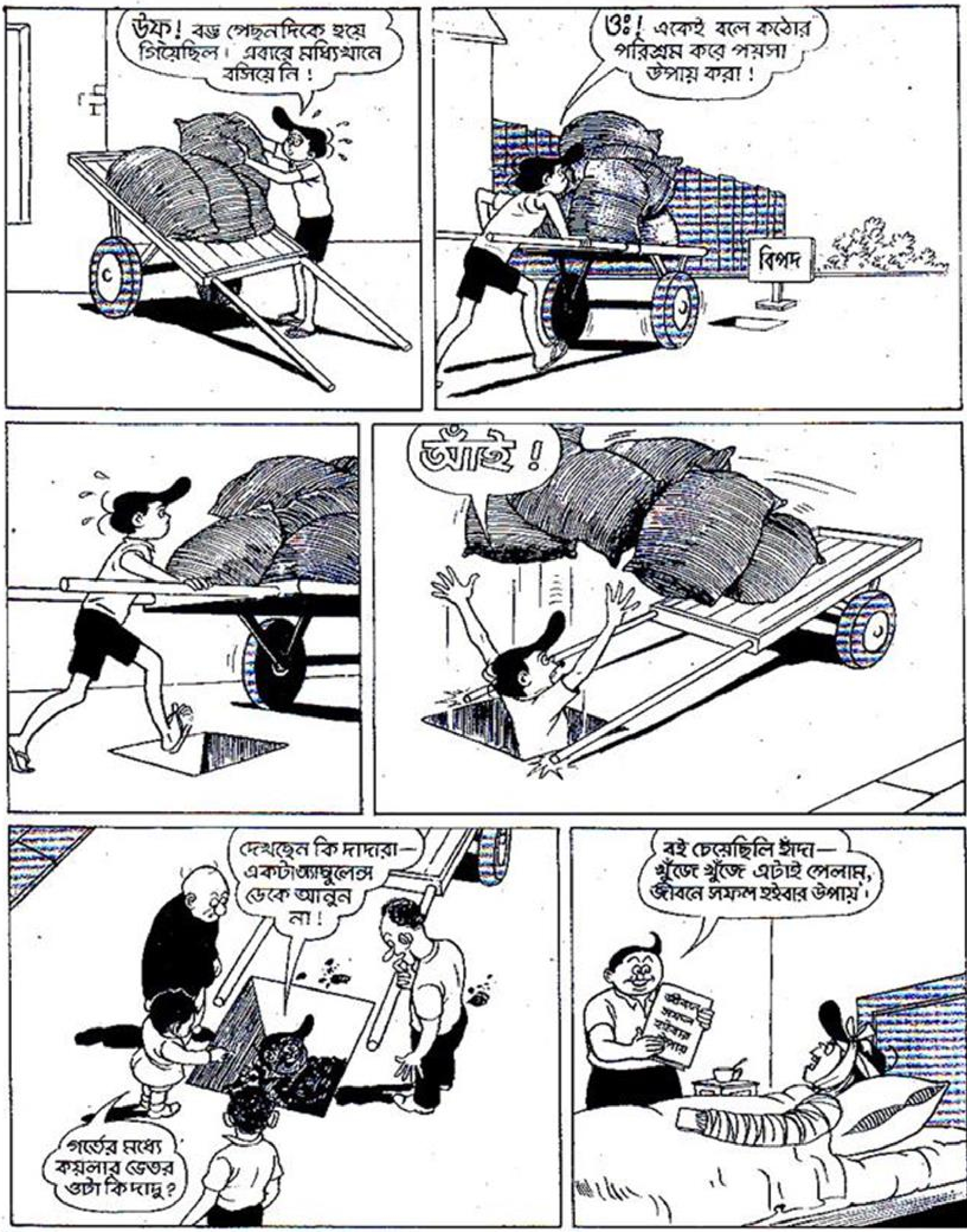

হাঁদা-ভোঁদার
ক্যাম্পিং
ক্যাম্পে গদী নিয়ে কি হবে রে হাঁদা ?
আরে জমিয়ে আরাম করে শোয়া যাবে বুঝলি ?
হাঃ-হাঃ! বেচারা হাঁদা ওর গদীর চাপে আর ভালো করে এগোতে পারছে না !
হাঁদা, আমার সাইকেলের পেছনে চড়ে যাবি নাকি ?
বাঁচালেন ভুতোদা! নিশ্চয়ই যাবো!
হোঃ-হোঃ! তখন খুব গ্যাস দিয়েছিলি ভোঁদা! এবার দ্যাখ, আমিই আগে যাবো !
ভুতোদা ! সামনে বাস কিন্তু !
ভয় নেই! ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবো !

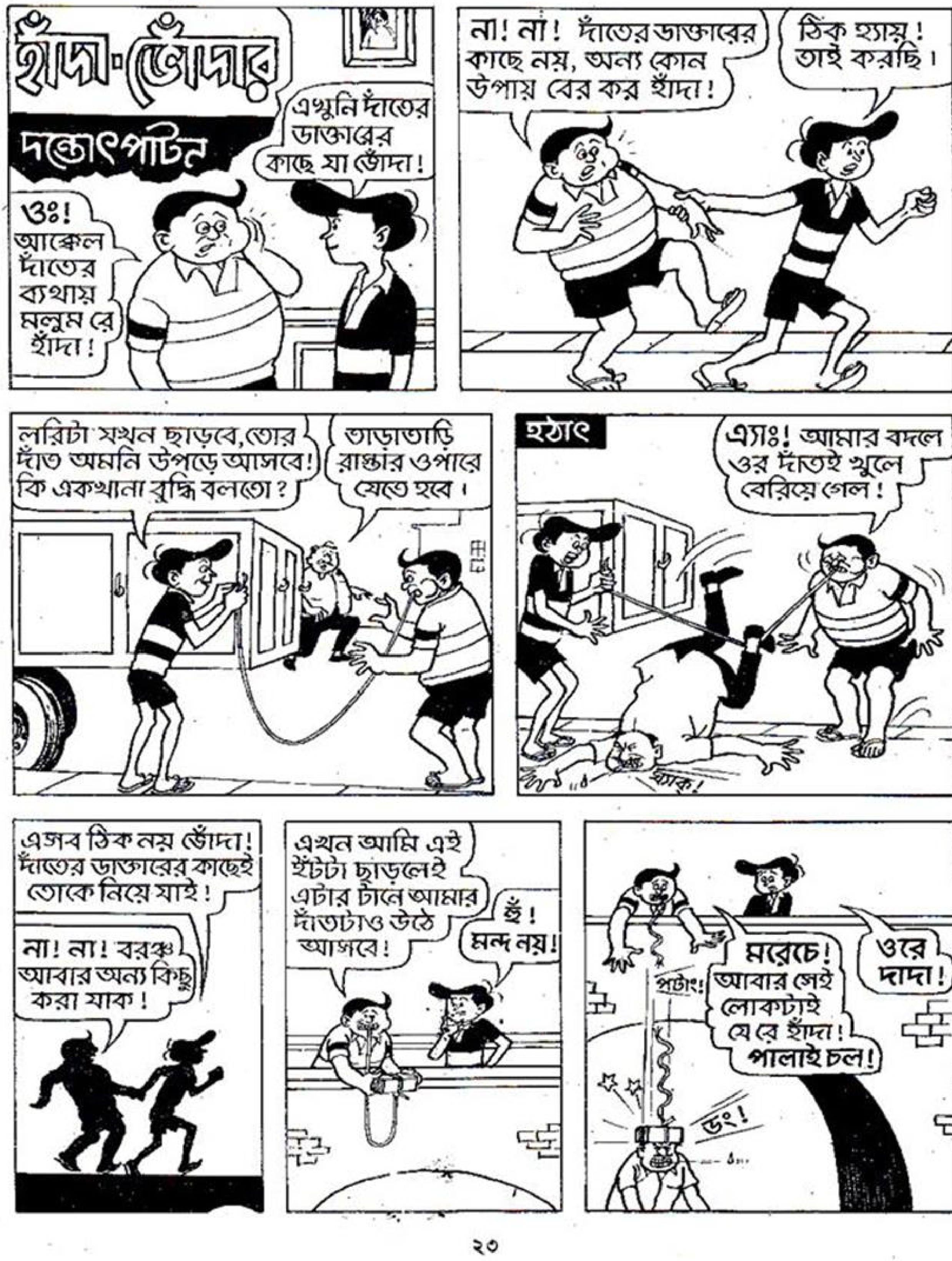

আমাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দে ভোঁদা! তারপর দেখবি!
আমার রোলার স্কেট জোড়া গদীর সঙ্গে বেঁধে নিয়েছি! এবারে বিনা পরিশ্রমে গড়গড়িয়ে ওদের নাকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবো!
আরে, আরে! হাঁদা খুব কায়দা করেছে তো!
এ্যাই মরেচে! এটাকে যে এদিক ওদিক ঘোরাতে পারছি না!
সেরেচে! রাস্তার বাঁকে মোড় ফেরাতে না পারায় হাঁদার গদী-গাড়ি পাঁচিলে গোঁত্তা মেরেছে!
গেছিরে!
একি! চাদ্দিক অন্ধকার, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয়ই আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি!
ক্যাম্পে পৌঁছে
আমি তোকেই খুঁজছি হাঁদা! বাড়িতে কুটুম এসেছে, এই গদীটা বাড়িতে দরকার!
হিঃ-হিঃ! শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে তোকে মাটিতেই শুতে হবে হাঁদা!
অ্যাঁ!


হাঁদা ভোঁদার
কলা কৌশল
ভোঁদা, তোকে আজ ছুরি খেলার কলা কৌশল দেখাবো !
দ্যাখ, এই পাঁউরুটিটা তোর এই গোল টেবিলে রাখলুম। এবারে দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে এই রুটিটা দু'টুকরো করে ফেলবো !
ছুরির কায়দা দেখলি তো? কেমন রুটিটা দু'টুকরো হয়ে গেল
আরে - আরে ! ওঃ ! আমার টেবিল শুদ্ধু দু'ফাঁক হয়ে গেল !
সরে যা ভোঁদা ! আমি এখন প্র্যাক্‌টিস করবো !
পিং !


ওপস্ !
দাঁড়া, তোর ওস্তাদি বার করছি !
হাঁদা ! তোর প্র্যাকটিসের জন্যে একটা টার্গেট তৈরি করেছি ! এটাতে লাগা দেখি ?
হেঃ-হেঃ-হেঃ ! চোখ বুজে পর পর লাগিয়ে দেবো !
ওঃ ! প্রত্যেকটাই ঠিক টার্গেটে গিয়ে লাগছে !
হ্যাঃ-হাঃ-হাঃ ! হাঁদারে, তোকে বলতে ভুলে গেছি, যে ওটা রবারে তৈরি !
হিঃ-হিঃ-হিঃ ! শেষে তুই নিজেই টার্গেট হয়ে গেলি হাঁদা !

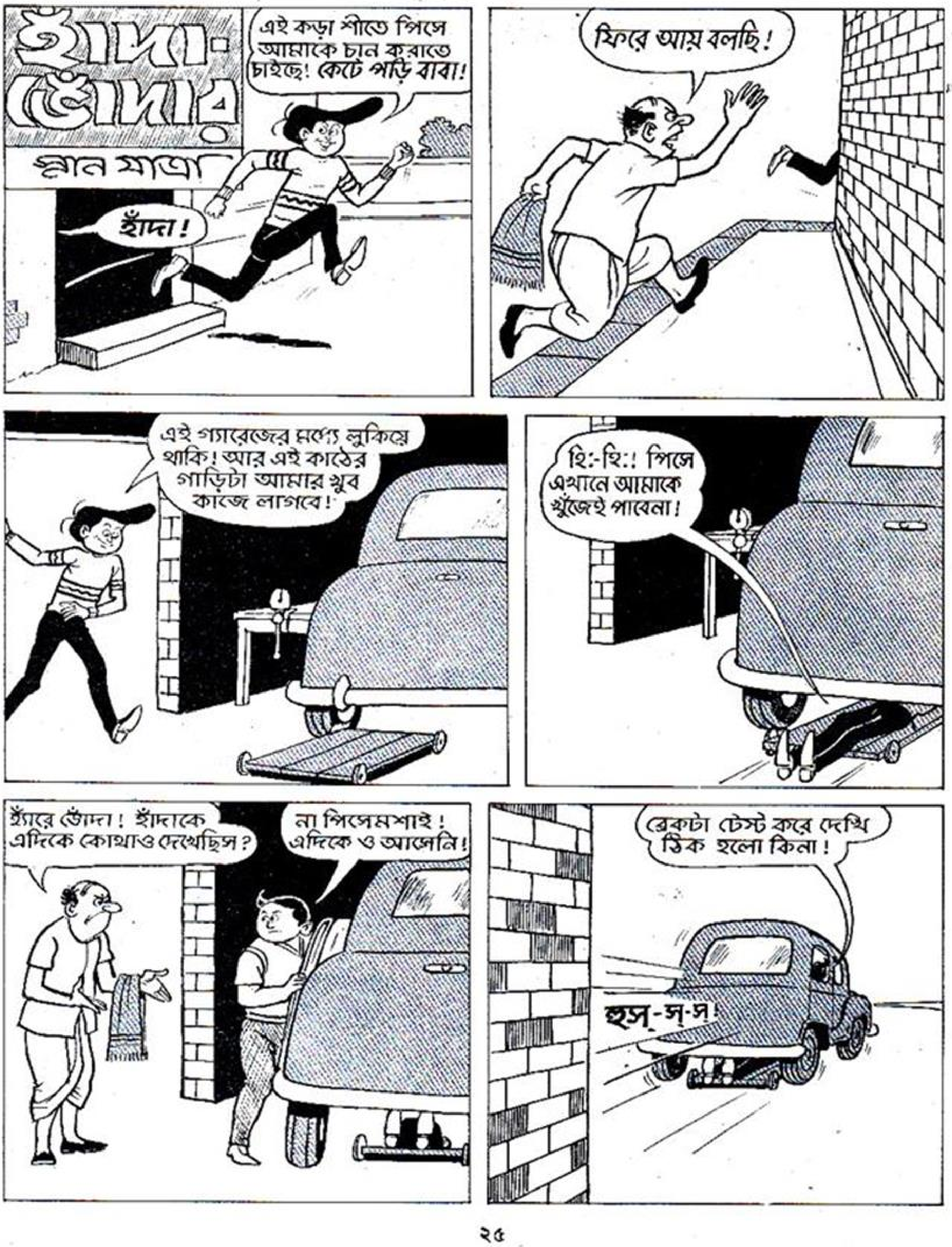

হাঁদা-ভোঁদার
জীবন সাধনা
ওঃ! বইটা অ্যাকে পড়তেই হবে।
কি বই পড়বি রে হাঁদা?
জীবনে সফল হইবার উপায়
এতে লিখেছে যে— কোটিপতি ঢোলগোবিন্দবাবু প্রথম জীবনে সামান্য কাজ দিয়ে শুরু করেছিলেন! আমিও চেষ্টা করবো!
পদী পিসি! তোমাদের কিছু কাজ করবার থাকে তো বল করে দিচ্ছি!
হ্যাঁ বাবা! আমাদের পাঁচ বস্তা কয়লা এনে দিতে হবে।
দোকানটা মাইল তিনেক দূরে বলে মুটেগুলো আসতে চায় না!
তুমার কোয়লা দেওয়া হইয়েসে হাঁদুবাবু, ইবারে লিয়ে যাও! হামি ইবার দুকান বন্ধ করবে!
ঠিক হায়!
বন্ধ
উরে ব্বাস! কি ভারী রে বাবা! এযে নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু! দেখি আবার চেষ্টা করে!
বন্ধ


উফ্! বড্ড পেছনদিকে হয়ে গিয়েছিল। এবারে মধ্যিখানে বসিয়ে নি!
ওঃ! একেই বলে কঠোর পরিশ্রম করে পয়সা উপায় করা!
বিপদ
অ্যাঁই!
দেখছেন কি দাদারা— একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনুন না!
গর্তের মধ্যে কয়লার ভেতর ওটা কি দাদু?
বই চেয়েছিলি হাঁদা— খুঁজে খুঁজে এটাই পেলাম, জীবনে সফল হইবার উপায়।



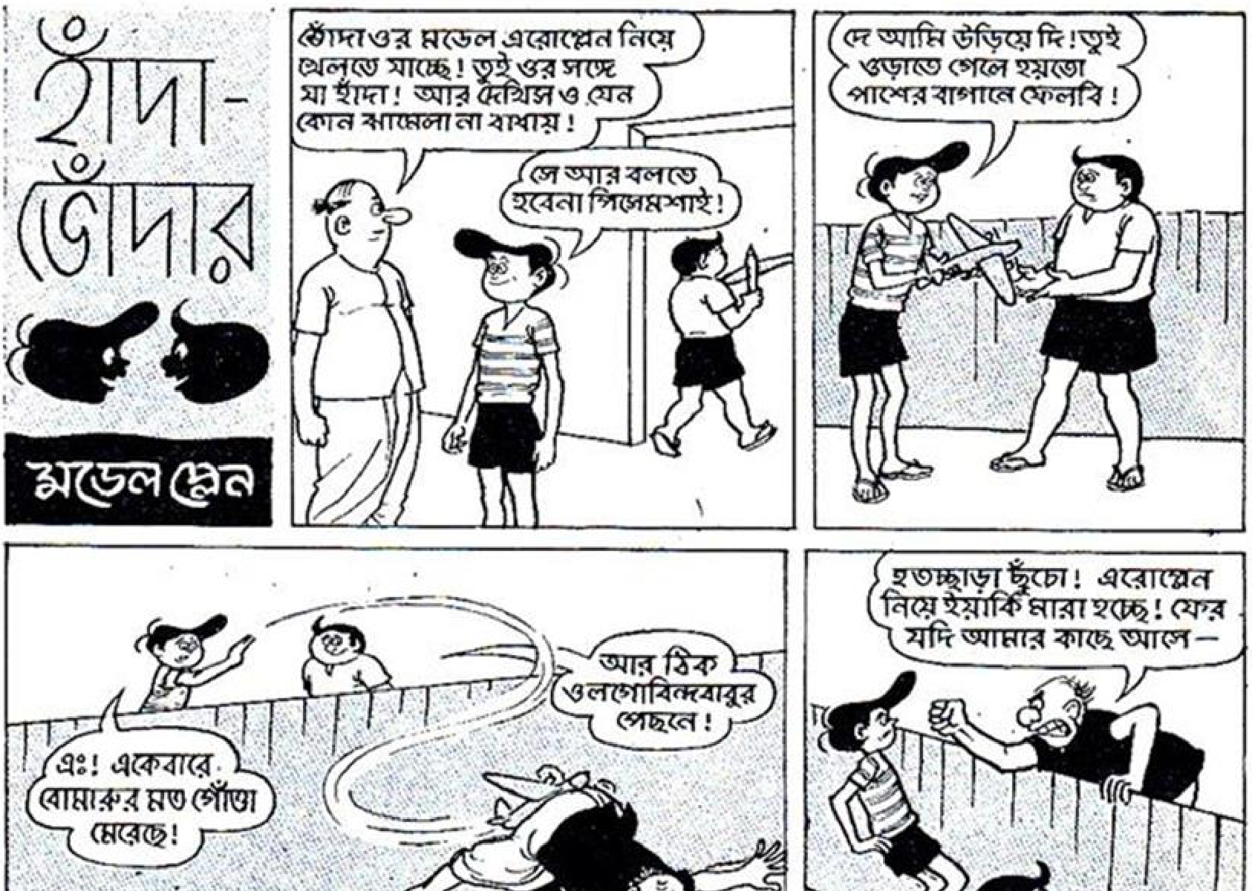
হাঁদা-ভোঁদার
দন্তোৎপাটন
ওঃ! আক্কেল দাঁতের ব্যথায় মলুম রে হাঁদা!
এখুনি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যা ভোঁদা!
না! না! দাঁতের ডাক্তারের কাছে নয়, অন্য কোন উপায় বের কর হাঁদা!
ঠিক হ্যায়! তাই করছি।
লরিটা যখন ছাড়বে, তোর দাঁত অমনি উপড়ে আসবে! কি একখানা বুদ্ধি বলতো?
তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপারে যেতে হবে।
হঠাৎ
এ্যাঃ! আমার বদলে ওর দাঁতই খুলে বেরিয়ে গেল!
ধ্যাক্!
এসব ঠিক নয় ভোঁদা! দাঁতের ডাক্তারের কাছেই তোকে নিয়ে যাই!
না! না! বরঞ্চ আবার অন্য কিছু করা যাক!
এখন আমি এই ইঁটটা ছাড়লেই এটার টানে আমার দাঁতটাও উঠে আসবে!
হুঁ! মন্দ নয়!
পটাং!
মরেচে! আবার সেই লোকটাই যে রে হাঁদা! পালাই চল!
ওরে দাদা!
ডং!

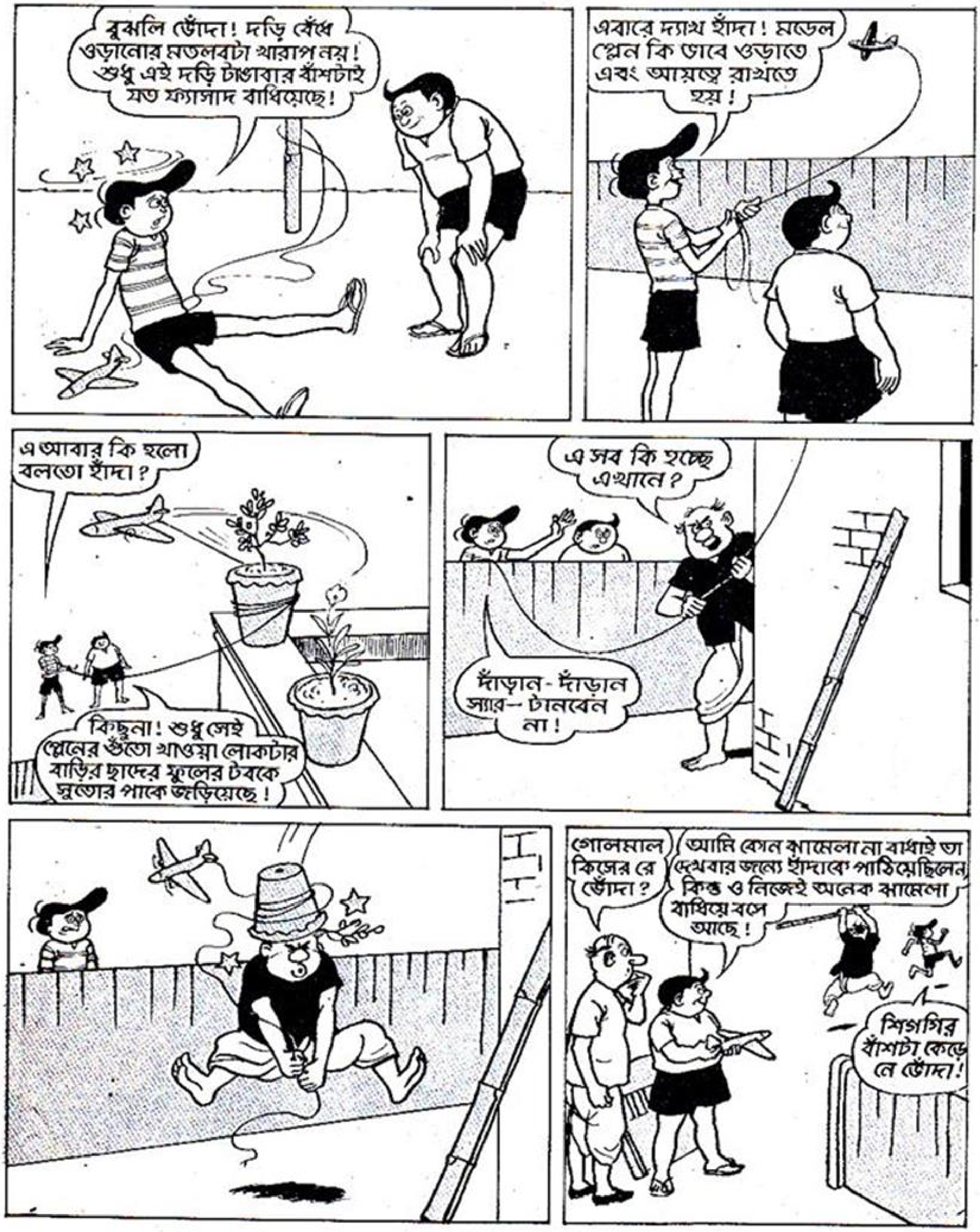

না! না! আমার ব্যথা কমে গেছে!
এখন তো একথা বলছিস। তোর কোন ভয় নেই! চলে আয়!
ভাই হাঁদা! আমায় ছেড়ে দে!
দূর বোকা! ঘাবড়াবার কিছু নেই!
ক্রি-র-র-রিং
ক্রি-র-রিং
হঠাৎ হাঁদার হাত ফসকাল, আর দরজাও খুলে গেল!
খেয়েচে! যার দাঁত আমরা ভেঙে দিয়েছি, সেই দাঁতের ডাক্তার!
ওফ্!
ডং!
DENTIST
আমার তিনটে দাঁতের বদলে তোরও তিনটে দাঁত তুলবো!
আঃ! উঃ! এ্যাঁও!
কিন্তু
DENTIST
আঃ! এখন বেশ ভালই লাগছে বন্ধুগণ! তবে -----
তবে ডাক্তার কিন্তু আমার দাঁত তোলেনি। তুলেছে হাঁদার! হাঃ! হাঃ! হাঃ!
ইস্!
DENTIST



হাঁদা ভোঁদার
স্নান যাত্রা
এই কড়া শীতে পিসে আমাকে চান করাতে চাইছে! কেটে পড়ি বাবা!
হাঁদা!
ফিরে আয় বলছি!
এই গ্যারেজের মধ্যে লুকিয়ে থাকি! আর এই কাঠের গাড়িটা আমার খুব কাজে লাগবে!
হি:-হি:! পিসে এখানে আমাকে খুঁজেই পাবেনা!
হ্যাঁরে ভোঁদা! হাঁদাকে এদিকে কোথাও দেখেছিস?
না পিসেমশাই! এদিকে ও আসেনি!
ব্রেকটা টেস্ট করে দেখি ঠিক হলো কিনা!
হুস্-স্-স্!

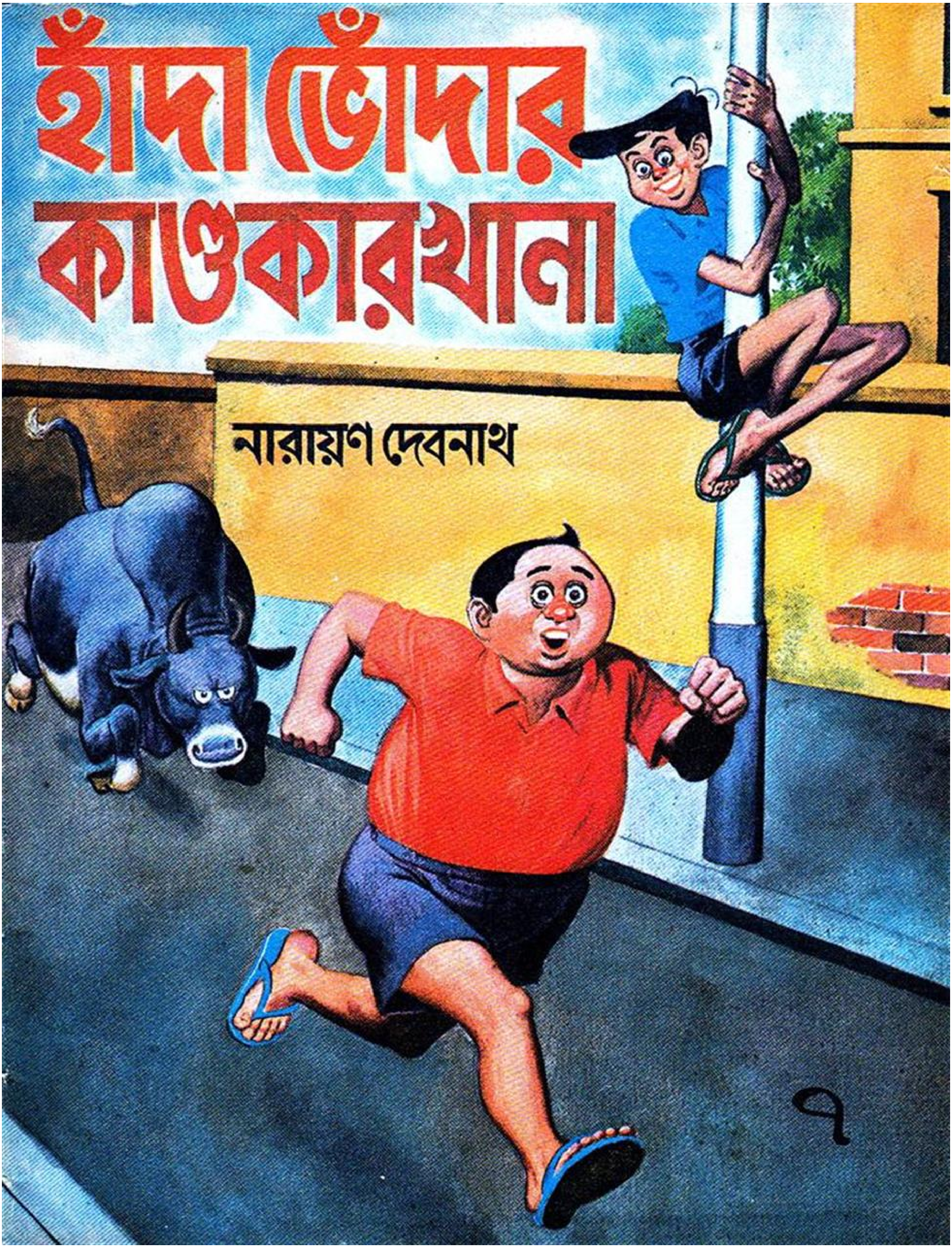

ঠিক আছে!
ওরে বাবা! এ আবার কি হলো! কে কোথায় আছ আমাকে আটকাও!
ক্যাচ!
ক্যাচ!
হুস-স্!
আমি কোথায় যাচ্ছি?
?
আউলপ্!
হুউস-স্-স!
একি! হাঁদা!
হুস-স্-স্-স্!
আলপ্!
পচা ডোবা
হেঃ-হেঃ! চান করবিনা বলে একেবারে পচা ডোবায় এসে ডুবলিরে হতচ্ছাড়া!
চমৎকার হাঁদা! নতুন ধরনের টুইস্ট দিচ্ছিস বুঝি? খাসা হচ্ছে!


হাঁদা-ভোঁদার
মডেল প্লেন
ভোঁদা ওর মডেল এরোপ্লেন নিয়ে খেলতে যাচ্ছে! তুই ওর সঙ্গে যা হাঁদা! আর দেখিস ও যেন কোন ঝামেলা না বাধায়!
সে আর বলতে হবেনা পিসেমশাই!
দে আমি উড়িয়ে দি! তুই ওড়াতে গেলে হয়তো পাশের বাগানে ফেলবি!
এঃ! একেবারে বোমারুর মত গোঁত্তা মেরেছে!
আর ঠিক ওলগোবিন্দবাবুর পেছনে!
হতচ্ছাড়া ছুঁচো! এরোপ্লেন নিয়ে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে! ফের যদি আমার কাছে আসে—
এবারে লেজে দড়ি বেঁধে নিয়েছি! দ্যাখ ভোঁদা! এবার কি রকম প্লেন কন্ট্রোল করি!
ঠিক আছে! লাগা তাহলে!
ঠকাস্!
হুউস্-স্-স্!
প্লেন এবার তোর মাথাতেই গোঁত্তা মেরেছে রে হাঁদা!


বুঝলি ভোঁদা! দড়ি বেঁধে ওড়ানোর মতলবটা খারাপ নয়! শুধু এই দড়ি টাঙাবার বাঁশটাই যত ফ্যাসাদ বাধিয়েছে!
এবারে দ্যাখ হাঁদা! মডেল প্লেন কি ভাবে ওড়াতে এবং আয়ত্তে রাখতে হয়!
এ আবার কি হলো বলতো হাঁদা?
কিছুনা! শুধু সেই প্লেনের গুঁতো খাওয়া লোকটার বাড়ির ছাদের ফুলের টবকে সুতোর পাকে জড়িয়েছে!
এ সব কি হচ্ছে এখানে?
দাঁড়ান-দাঁড়ান স্যার— টানবেন না!
গোলমাল কিসের রে ভোঁদা?
আমি কোন ঝামেলা না বাধাই তা দেখবার জন্যে হাঁদাকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ও নিজেই অনেক ঝামেলা বাধিয়ে বসে আছে!
শিগগির বাঁশটা কেড়ে নে ভোঁদা!

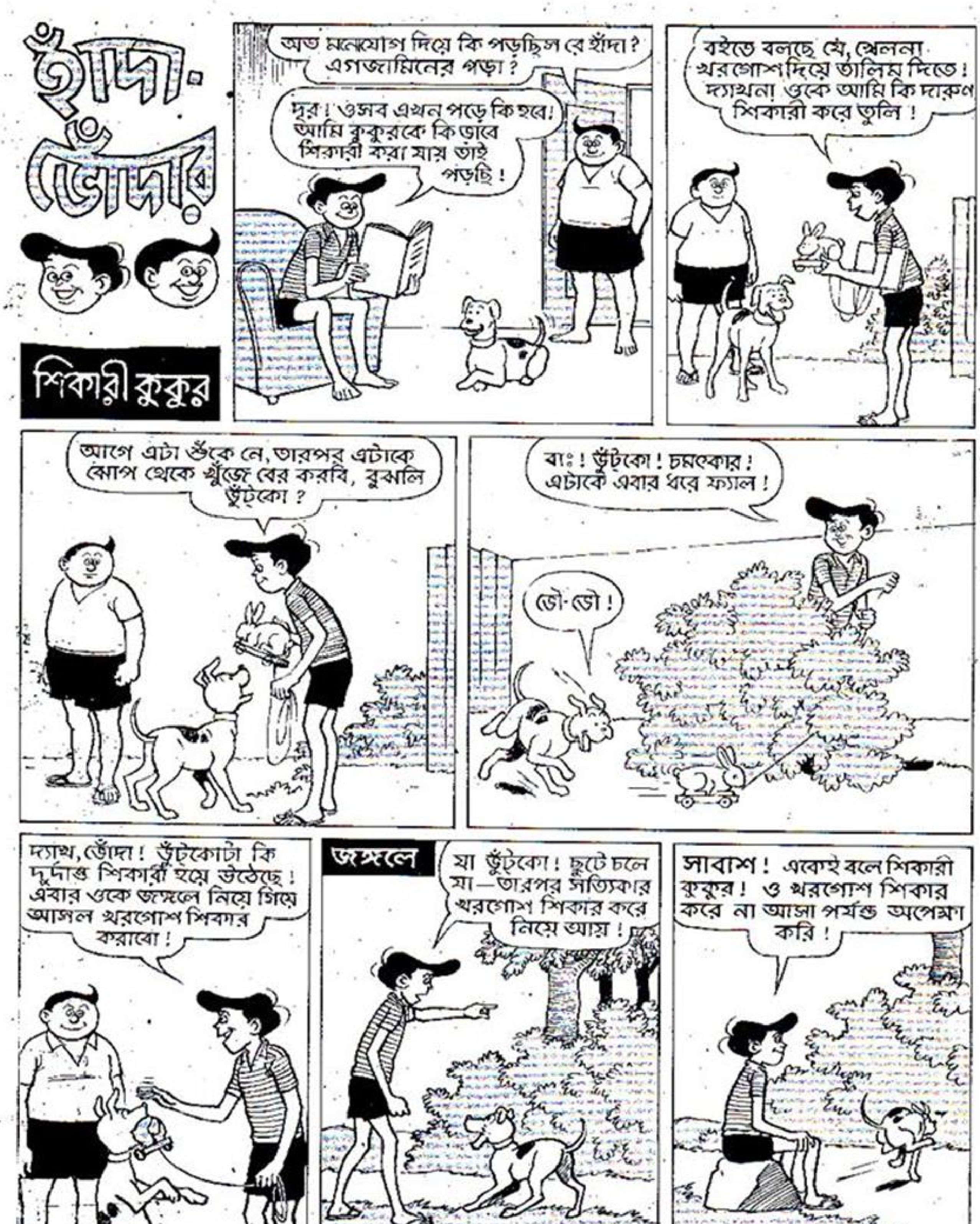

হাঁদা ভোঁদার
পিলো ফাইট
আয় হাঁদা! আমরা দুজনে বক্সিং খেলি!
নারে ভোঁদা তাতে কারো চোট লাগবে!
তবে আয় পিলো ফাইট খেলি!
এটা মন্দ নয়! কারণ তুলোয় চোট লাগেনা!
এই দ্যাখ হোৎকারাম! কি ভাবে মারতে হয়!
সুইস্
অ্যাঁক্
ধপাৎ!
দ্যাখ! তোর নিরেট মাথায় লেগে বালিসটার কি অবস্থা হলো!
হাঁদারে! কি হবে?
কি আর হবে। দ্যাখনা, এই ভ্যাকুয়াম দিয়ে কত সহজে সব তুলো টেনে নিচ্ছি।
সু-স্-স্-স্
সব তুলো এখন ভ্যাকুয়ামের ভেতরে! তুই ইচ্ছে করলে এখন সামনে বেরুবার সুইচ টিপে সব তুলো আবার বালিসে ভরতে পারিস।
চমৎকার! সত্যি খুব সোজা!

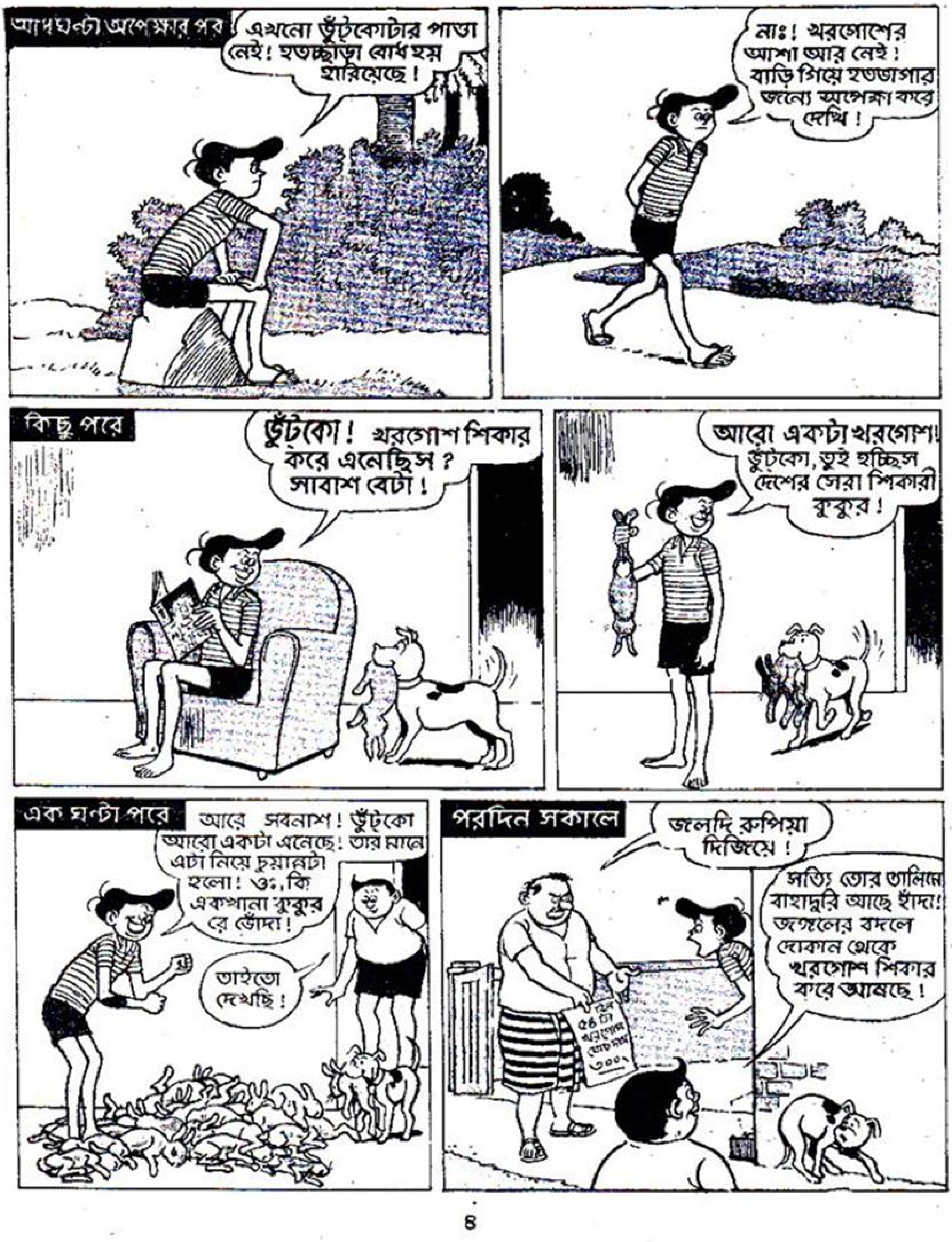

কিন্তু
এঃ! একি হলোরে হাঁদা!
তুই একটা গর্দভ! মুখ সেলাই না করেই বালিসের মধ্যে তুলো ঢোকাচ্ছিস!
ফর-র-র-র
মরেচে! তুলো যে এবারে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে গেল!
হুস্!
চল হাঁদা! তুলোগুলি কুড়িয়ে আনি— ওক্!
ওফ! আমার রংয়ের কৌটো!
আউফ্!
ধরতে পারলে পুঁতে ফেলবো!
ভোঁদা! স্পীড বাড়িয়ে দে!
আধঘন্টা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটোছুটির পর
এতক্ষণে ধরেছি!
না-না!
কে বলেছেরে হাঁদা যে তুলোয় কারো চোট লাগেনা!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
৭

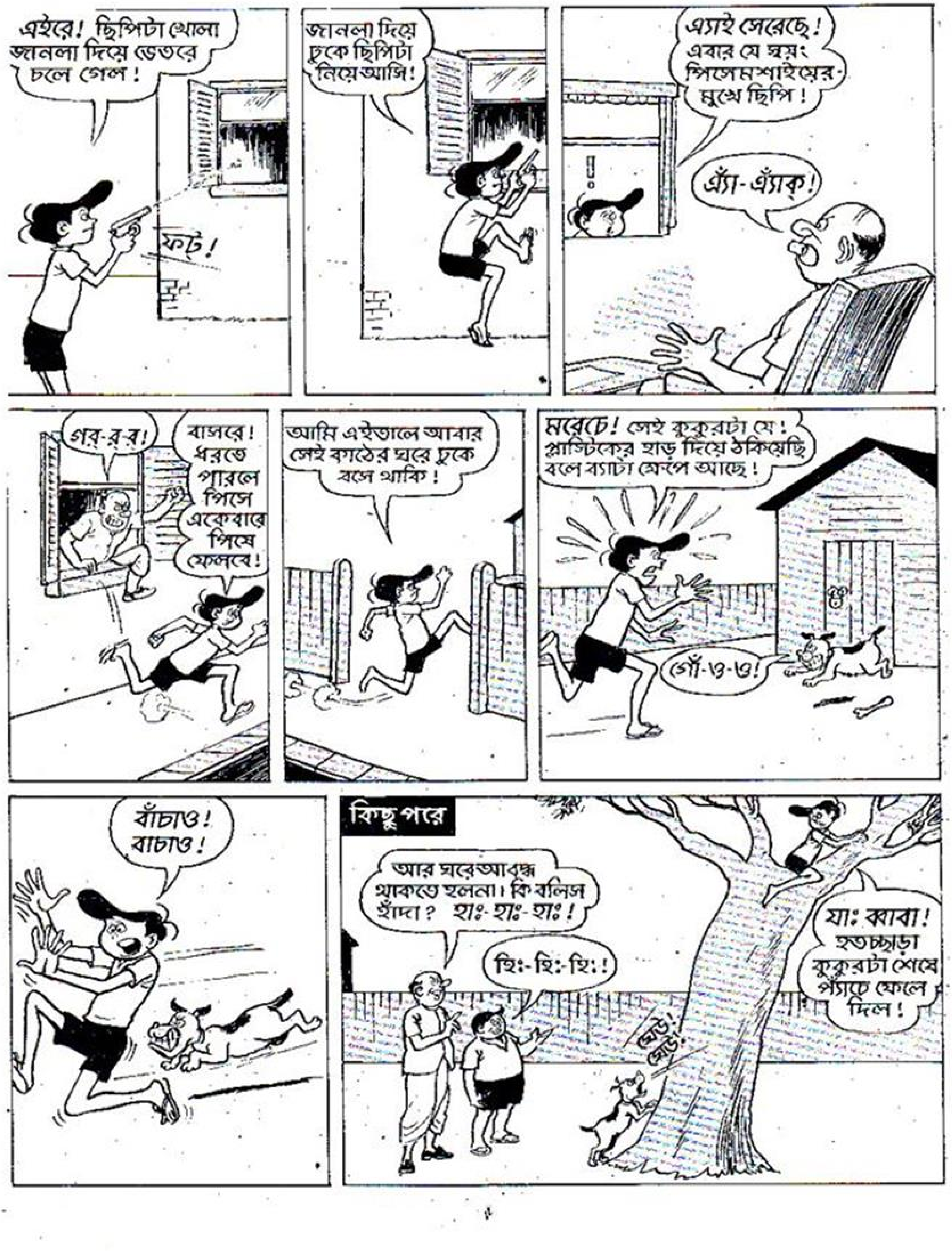

হাঁদা-ভোঁদার
পোষাপ্রাণী
আগামী কাল পোষমানা প্রাণী প্রতিযোগিতা হবে। সব থেকে সেরা পোষমানাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।
কাল যদি হোঁদোলকে স্কুলে নিয়ে যাই তবে তোমার আপত্তি নেই তো কাকা?
কিচ্ছু না, নিশ্চয় নিয়ে যাবি। তাতে বরঞ্চ কুঁড়ের বেহদ্দটার কিছু এক্সারসাইজ হবে।
সেইন্ট বার্ণাড কুকুরের গলায় মনে হয় পিপে ঝোলানো থাকে, তোর জন্যেও একটা করে দিচ্ছি হোঁদোল!
এই যে স্কুলে এসে গেছি। ভোঁদা দেখছি বেড়াল নিয়ে এসেছে। খবরদার হোঁদোল, তুই কিন্তু বেড়াল তাড়া করতে যাবি না!
এবার তোর গলায় ঝোলানো পিপে থেকে এই খেলনা পিস্তলে জল নিয়ে কি মজা করি। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার নিতে শুধু তুইই থাকবি হোঁদোল। হিঃ হিঃ!
ঐ কাকাতুয়াটার ঘাড়টা একটু সাফা করা দরকার হোঃ হোঃ!
একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাগলো
ব্যাটা বাঁদর যদি আবার চান করা পছন্দ করে?

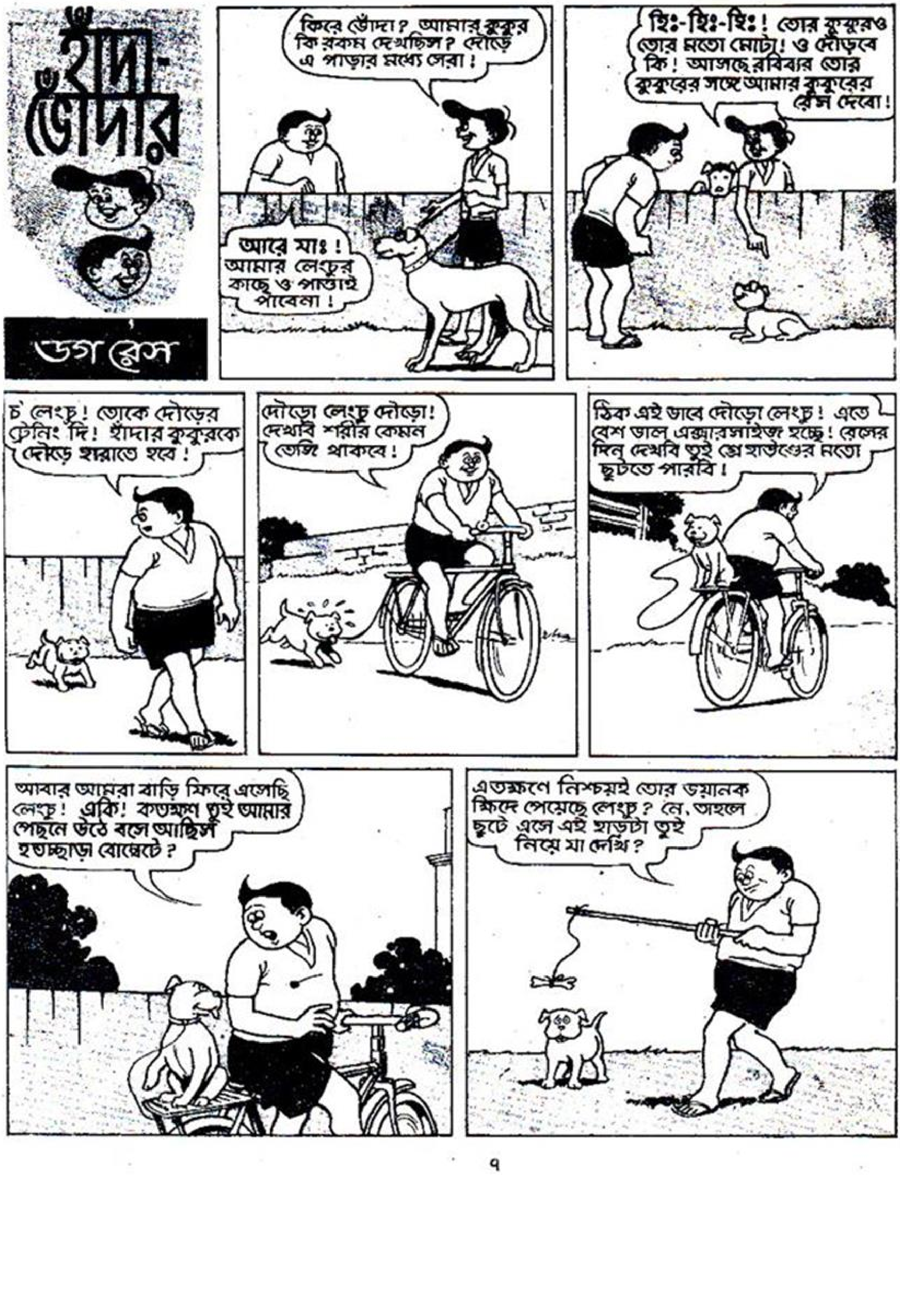

ছিঃছিঃ! একেবারে বুনো জন্তু!
হুররে! এবারে তিন নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্ণ সাফাই!
ওয়াফ!
হুম, এসব তাহলে হাঁদারই কারসাজি!
তুই তোর জল পিস্তলটা ফেলে দিয়েছিস হাঁদা!
কি ওটা?
তাহলে জল পিস্তলটা তোর, হাঁদা, আর তোর সেইন্ট বার্ণাড কুকুরের গলায় ঝোলানো পিপে থেকে জল নিচ্ছিস? ঠিক আছে তুই পিছনে দাঁড়িয়ে এক হাজার লাইন লিখবি!
কিন্তু স্যার, আমার কাছে কালি নেই!
চিন্তা নেই, তোকে অঢেল কালি যোগান দিচ্ছি!
তোর তৈরি পিপেতে যা কালি ধরেছে হাঁদা, কোটি লাইন লিখলেও তা ফুরোবে না। হাঃ হাঃ!
ম্যালা ফ্যাক ফ্যাক করবি না ভোঁদা!

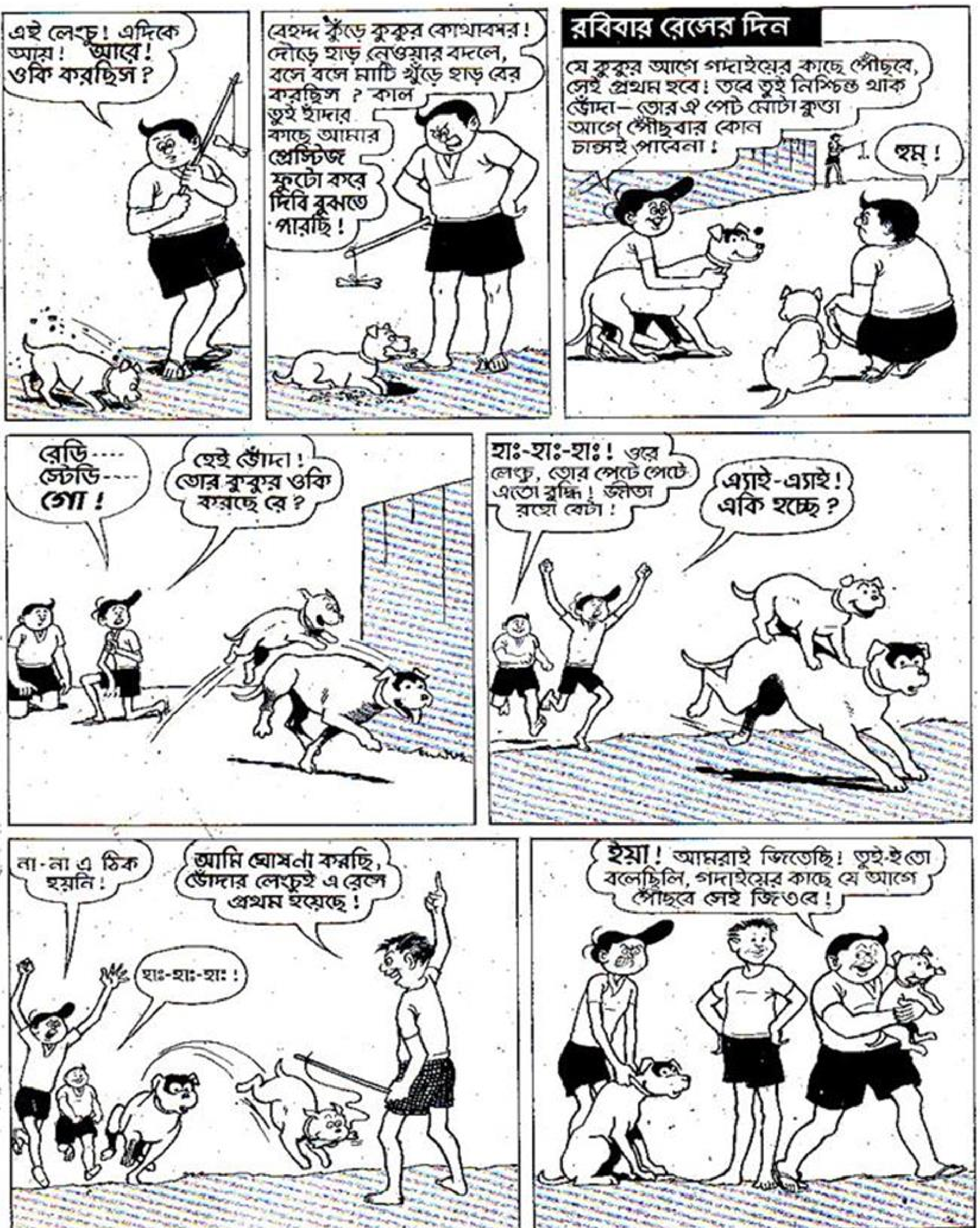

হাঁদা ভোঁদার
শিকারী কুকুর
অত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস রে হাঁদা? এগজামিনের পড়া?
দূর! ওসব এখন পড়ে কি হবে! আমি কুকুরকে কি ভাবে শিকারী করা যায় তাই পড়ছি!
বইতে বলছে যে, খেলনা খরগোশ দিয়ে তালিম দিতে! দ্যাখনা ওকে আমি কি দারুণ শিকারী করে তুলি!
আগে এটা শুঁকে নে, তারপর এটাকে ঝোপ থেকে খুঁজে বের করবি, বুঝলি ভুঁটকো?
বাঃ! ভুঁটকো! চমৎকার! এটাকে এবার ধরে ফ্যাল!
ভৌ-ভৌ!
দ্যাখ, ভোঁদা! ভুঁটকোটা কি দুর্দান্ত শিকারী হয়ে উঠেছে! এবার ওকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আসল খরগোশ শিকার করাবো!
জঙ্গলে
যা ভুঁটকো! ছুটে চলে যা—তারপর সত্যিকার খরগোশ শিকার করে নিয়ে আয়!
সাবাশ! একেই বলে শিকারী কুকুর! ও খরগোশ শিকার করে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি!


আধঘন্টা অপেক্ষার পর
এখনো ভুঁটকোটার পাত্তা নেই! হতচ্ছাড়া বোধ হয় হারিয়েছে!
নাঃ! খরগোশের আশা আর নেই! বাড়ি গিয়ে হতভাগার জন্যে অপেক্ষা করে দেখি!
কিছু পরে
ভুঁটকো! খরগোশ শিকার করে এনেছিস? সাবাশ বেটা!
আরো একটা খরগোশ! ভুঁটকো, তুই হচ্ছিস দেশের সেরা শিকারী কুকুর!
এক ঘন্টা পরে
আরে সবনাশ! ভুঁটকো আরো একটা এনেছে! তার মানে এটা নিয়ে চুয়ান্নটা হলো! ওঃ, কি একখানা কুকুর রে ভোঁদা!
তাইতো দেখছি!
পরদিন সকালে
জলদি রুপিয়া দিজিয়ে!
সত্যি তোর তালিমে বাহাদুরি আছে হাঁদা! জঙ্গলের বদলে দোকান থেকে খরগোশ শিকার করে আনছে!

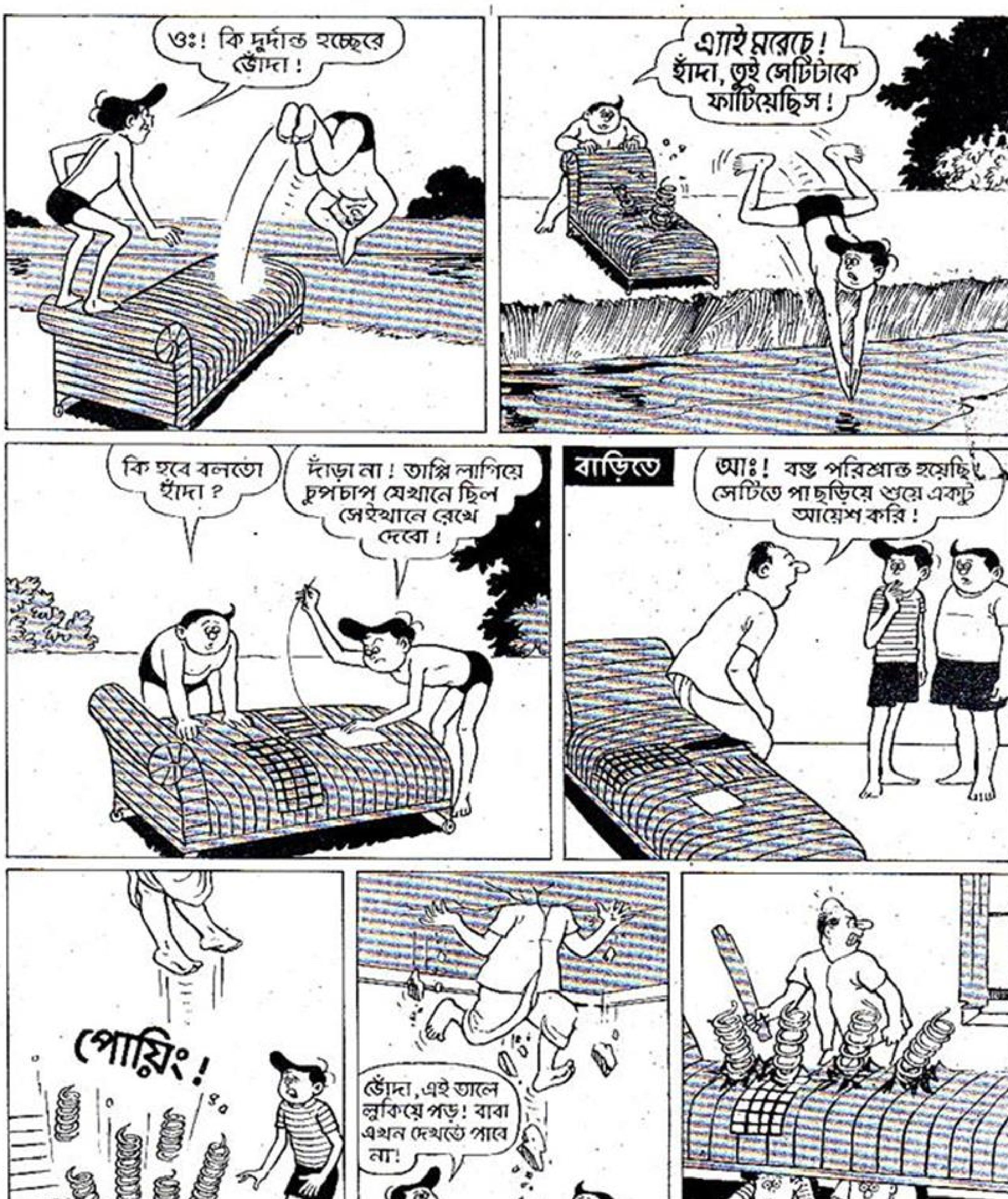

হাঁদা-ভোঁদার
সারমেয় কথা
দুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছতে হবে!
এদিকে হাঁদা
পিসেমশাই আমাকে এই কাঠের ঘরটাতে তালা দিয়ে রেখেছে। পিসের অজান্তে কি করে বেরোনো যায়!
কুকুরটা দেখে মাথায় একটা ফন্দি এসেছে!
বাঃ বুদ্ধিমান কুকুর! আঃ-আঃ! ভাল করে খুঁড়ে এসে এই হাড়টা নিয়ে যা!
হিঃ-হিঃ-হিঃ! প্লাস্টিকের তৈরি হাড় দিয়ে ব্যাটাকে খুব ঠকিয়েছি!
আমার এই খেলনা পিস্তলটায় খুব জোরালো স্প্রিং লাগানো! এবার ছুঁড়ে দেখি!
এহে!
ফস্!
এ্যাই মরেছে! পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে ভোঁদার মুণ্ডুতে লেগেছে, আর ওর হাত থেকে পিসেমশাইয়ের দুধের বোতল পড়ে ভেঙেছে!
ওফ্!
ঔপাৎ!
মাথায় ঝিম্ ধরায় ভোঁদাটা আমায় বুঝতে পারেনি!
সুতোটা খুলে ফেলেছি! এবার আর পিস্তল হাত থেকে বেরিয়ে যাবেনা!


এইরে! ছিপিটা খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে চলে গেল!
ফট্!
জানলা দিয়ে ঢুকে ছিপিটা নিয়ে আসি!
এ্যাই সেরেছে! এবার যে স্বয়ং পিসেমশাইয়ের মুখে ছিপি!
!!
এ্যাঁ-এ্যাঁক্!
গর-র্-র্!
বাপরে! ধরতে পারলে পিসে একেবারে পিষে ফেলবে!
আমি এই তালে আবার সেই কাঠের ঘরে ঢুকে বসে থাকি!
মরেছে! সেই কুকুরটা যে! প্লাস্টিকের হাড় দিয়ে ঠকিয়েছি বলে ব্যাটা ক্ষেপে আছে!
গোঁ-ও-ও!
বাঁচাও! বাচাও!
কিছু পরে
আর ঘরে আবদ্ধ থাকতে হলনা। কি বলিস হাঁদা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!
হিঃ-হিঃ-হিঃ!
ভেউ! ভেউ!
যাঃ ব্বাবা! হতচ্ছাড়া কুকুরটা শেষে প্যাঁচে ফেলে দিল!

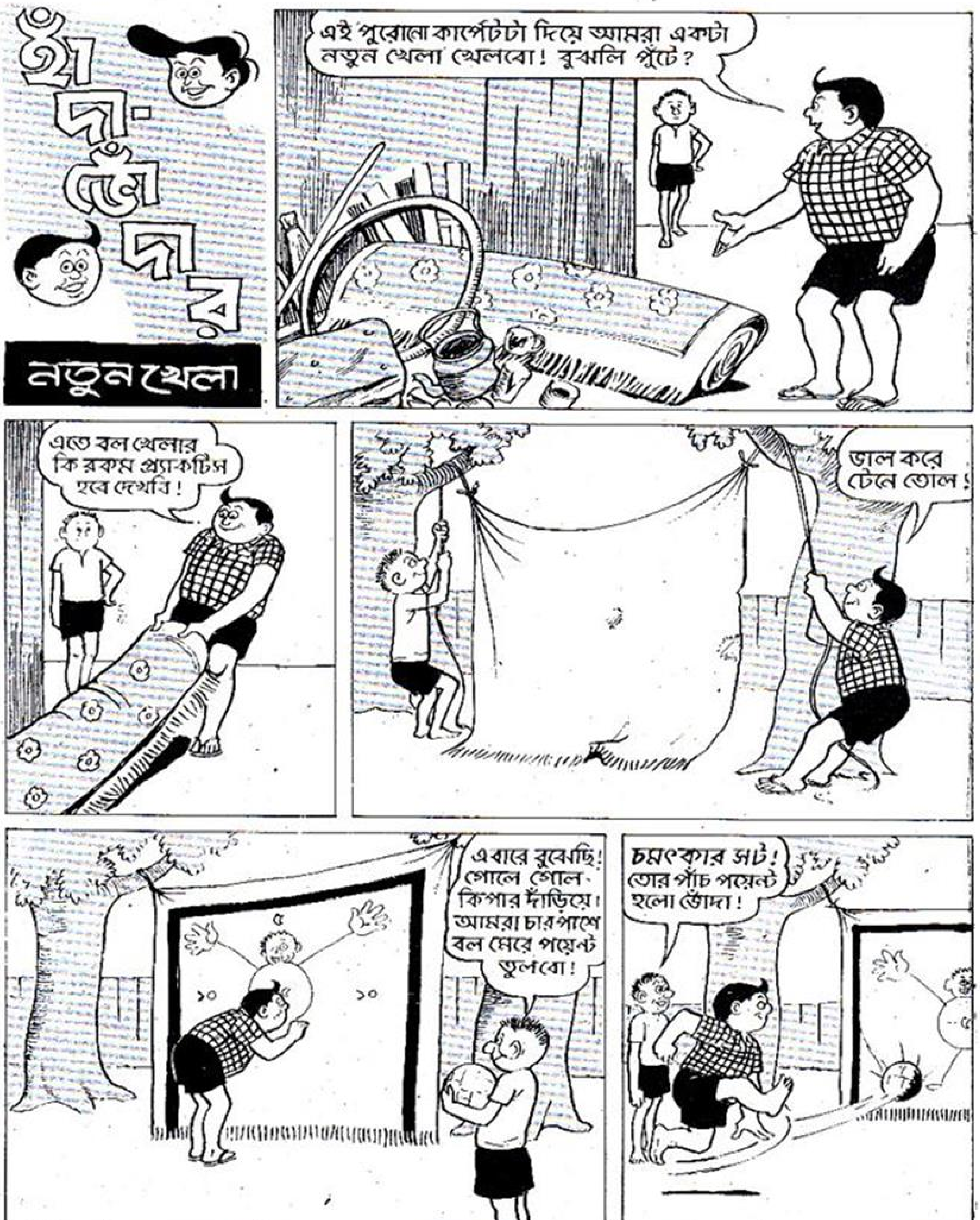

হাঁদা-ভোঁদার
ডগ রেস
কিরে ভোঁদা? আমার কুকুর কি রকম দেখছিস? দৌড়ে এ পাড়ার মধ্যে সেরা!
আরে যাঃ! আমার লেংচুর কাছে ও পাত্তাই পাবেনা!
হিঃ-হিঃ-হিঃ! তোর কুকুরও তোর মতো মোটা! ও দৌড়বে কি! আসছে রবিবার তোর কুকুরের সঙ্গে আমার কুকুরের রেস দেবো!
চ' লেংচু! তোকে দৌড়ের ট্রেনিং দি! হাঁদার কুকুরকে দৌড়ে হারাতে হবে!
দৌড়ো লেংচু দৌড়ো! দেখবি শরীর কেমন তেজি থাকবে!
ঠিক এই ভাবে দৌড়ো লেংচু! এতে বেশ ভাল এক্সারসাইজ হচ্ছে! রেসের দিন দেখবি তুই গ্রেহাউণ্ডের মতো ছুটতে পারবি!
আবার আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি লেংচু! একি! কতক্ষণ তুই আমার পেছনে উঠে বসে আছিস হতচ্ছাড়া বোম্বেটে?
এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোর ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে লেংচু? নে, তাহলে ছুটে এসে এই হাড়টা তুই নিয়ে যা দেখি?

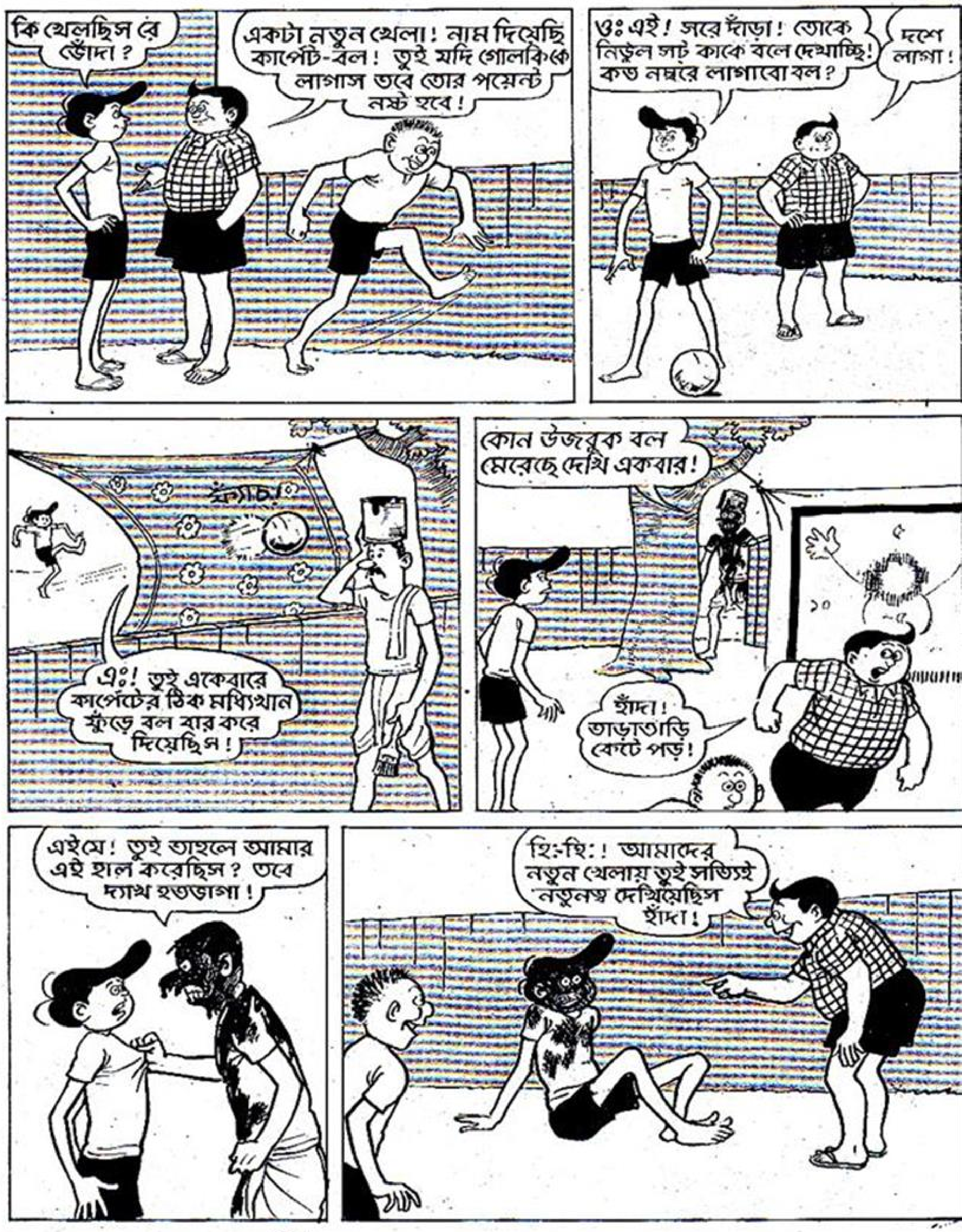

এই লেংচু! এদিকে আয়! আরে! ওকি করছিস?
বেহদ্দ খুঁড়ে কুকুর কোথাকার! দৌড়ে হাড় নেওয়ার বদলে, বসে বসে মাটি খুঁড়ে হাড় বের করছিস? কাল তুই হাঁদার কাছে আমার প্রেস্টিজ ফুটো করে দিবি বুঝতে পারছি!
রবিবার রেসের দিন
যে কুকুর আগে গদাইয়ের কাছে পৌঁছবে, সেই প্রথম হবে! তবে তুই নিশ্চিন্ত থাক ভোঁদা— তোর ঐ পেট মোটা কুত্তা আগে পৌঁছবার কোন চান্সই পাবেনা!
হুম!
রেডি---- স্টেডি---- গো!
হেই ভোঁদা! তোর কুকুর ওকি করছে রে?
হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওরে লেংচু, তোর পেটে পেটে এতো বুদ্ধি! জীতা রহো বেটা!
এ্যাই-এ্যাই! একি হচ্ছে?
না-না এ ঠিক হয়নি!
আমি ঘোষণা করছি, ভোঁদার লেংচুই এ রেসে প্রথম হয়েছে!
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
ইয়া! আমরাই জিতেছি! তুই-ই তো বলেছিলি, গদাইয়ের কাছে যে আগে পৌঁছবে সেই জিতবে!


হাঁদা ভোঁদার
ডাইভিং বোর্ড
ওঃ! কি দারুণ ডাইভিং বোর্ড মাইরি ভোঁদা!
ওরে বাবা, গেলুম রে!
মড়াৎ!
কি যাচ্ছেতাই বোর্ডরে! একবার জাম্প করতেই দু ভাগ, ছোঃ!
বাড়িতে
নাঃ! সেরকম কোন তক্তা টক্তা দেখছিনা যাতে ডাইভিং বোর্ড বানানো যাবে!
ইউরেকা-ইউরেকা! ভোঁদা, পেয়ে গেছি! এই স্প্রিংএর গদিওয়ালা সেটিটা দারুণ ডাইভিং বোর্ড হবে!
বাবা জানতে পারলে কি হবে বলতো?
বাবা জানতেই পারবে না! মজা করে ঝাঁপ টাপ খাওয়ার পর যেমনকে তেমন এনে রেখে দেবো!



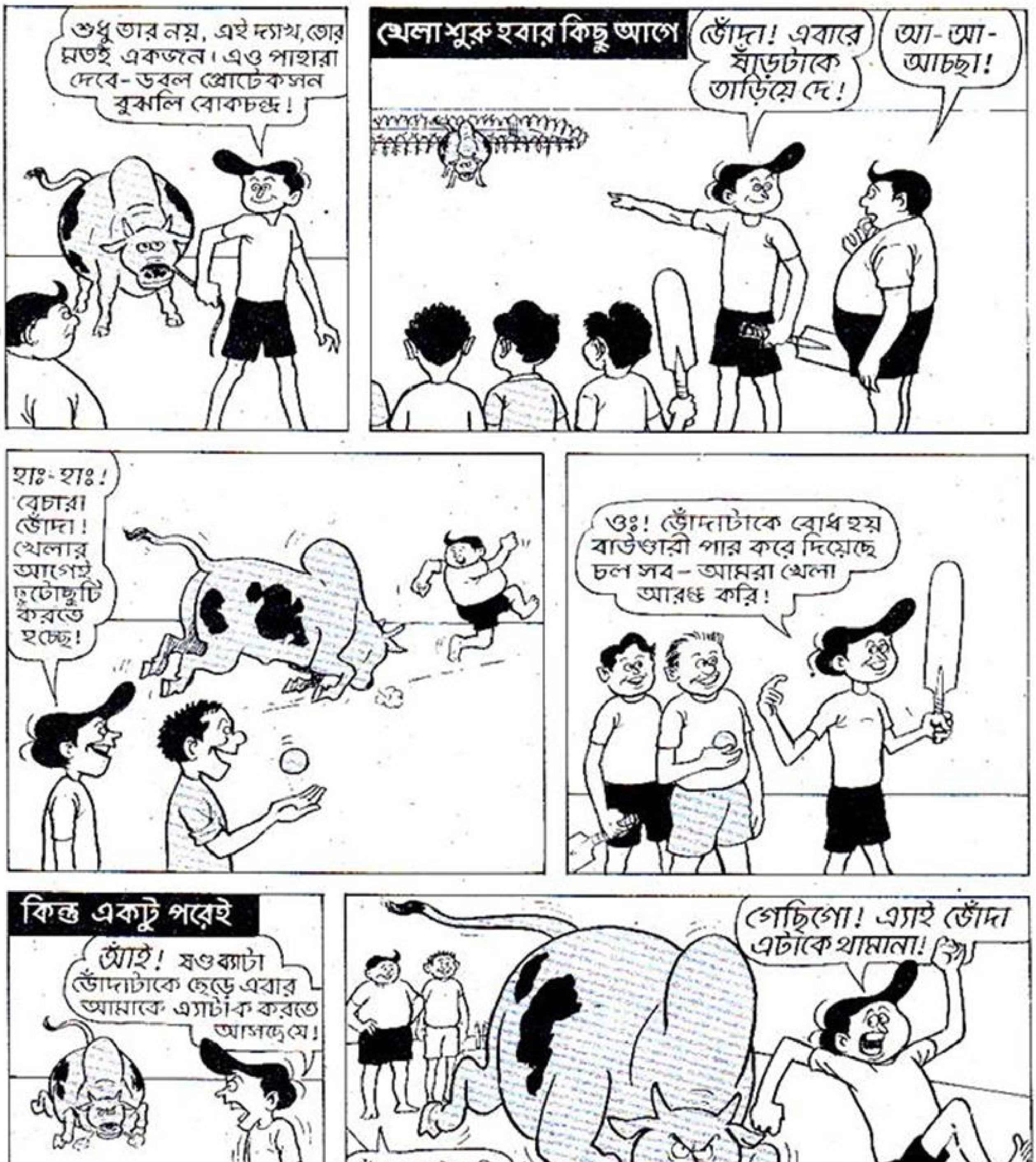
ওঃ! কি দুর্দান্ত হচ্ছেরে ভোঁদা!
এ্যাই মরেচে! হাঁদা, তুই সেটিটাকে ফাটিয়েছিস!
কি হবে বলতো হাঁদা?
দাঁড়া না! তাপ্পি লাগিয়ে চুপচাপ যেখানে ছিল সেইখানে রেখে দেবো!
বাড়িতে
আঃ! বড্ড পরিশ্রান্ত হয়েছি। সেটিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে একটু আয়েশ করি!
পোয়িং!
ভোঁদা, এই তালে লুকিয়ে পড়! বাবা এখন দেখতে পাবে না!


হাঁদা-ভোঁদার
নতুন খেলা
এই পুরোনো কার্পেটটা দিয়ে আমরা একটা নতুন খেলা খেলবো! বুঝলি পুঁটে?
এতে বল খেলার কি রকম প্র্যাকটিস হবে দেখবি!
ভাল করে টেনে তোল!
এবারে বুঝেছি! গোলে গোল-কিপার দাঁড়িয়ে। আমরা চারপাশে বল মেরে পয়েন্ট তুলবো!
৫
১০
১০
চমৎকার সট! তোর পাঁচ পয়েন্ট হলো ভোঁদা!



কি খেলছিস রে ভোঁদা ?
একটা নতুন খেলা! নাম দিয়েছি কার্পেট-বল! তুই যদি গোলকিকে লাগাস তবে তোর পয়েন্ট নষ্ট হবে!
ওঃ এই! সরে দাঁড়া! তোকে নির্ভুল সট কাকে বলে দেখাচ্ছি! কত নম্বরে লাগাবো বল?
দশে লাগা!
ফ্যাচ!
এঃ! তুই একেবারে কার্পেটের ঠিক মধ্যিখান ফুঁড়ে বল বার করে দিয়েছিস!
কোন উজবুক বল মেরেছে দেখি একবার!
হাঁদা! তাড়াতাড়ি কেটে পড়!
এইযে! তুই তাহলে আমার এই হাল করেছিস? তবে দ্যাখ হতভাগা!
হিঃ-হিঃ! আমাদের নতুন খেলায় তুই সত্যিই নতুনত্ব দেখিয়েছিস হাঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট ম্যাচ
এ্যাই, কি হচ্ছে কি? আজ আমাদের ম্যাচ খেলা হবে— আর তোরা পিচের বারোটা বাজাচ্ছিস!
ঠকাস!
ওরে কেটে পড়! হাঁদা দেখতে পেয়ে গেছে!
আমাদের খেলার জন্যে তৈরি উইকেটে তোমরা খেলতে শুরু করেছো হতভাগারা! এই দ্যাখ কি মজা!
উরিস্!
তোকে বলেছিলুম নজর রাখতে— যেন পিচে কেউ না ঢোকে। তা আর তোর দ্বারা হলো না!
ঠিক হয়েছে! কাঁটা তার দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দেবো!
সত্যি হাঁদা! মাথা একটা বটে তোর!
ব্যস! এবার আর কারুকে এখানে ঢুকতে হবেনা!
ঠিক বলেছিস!

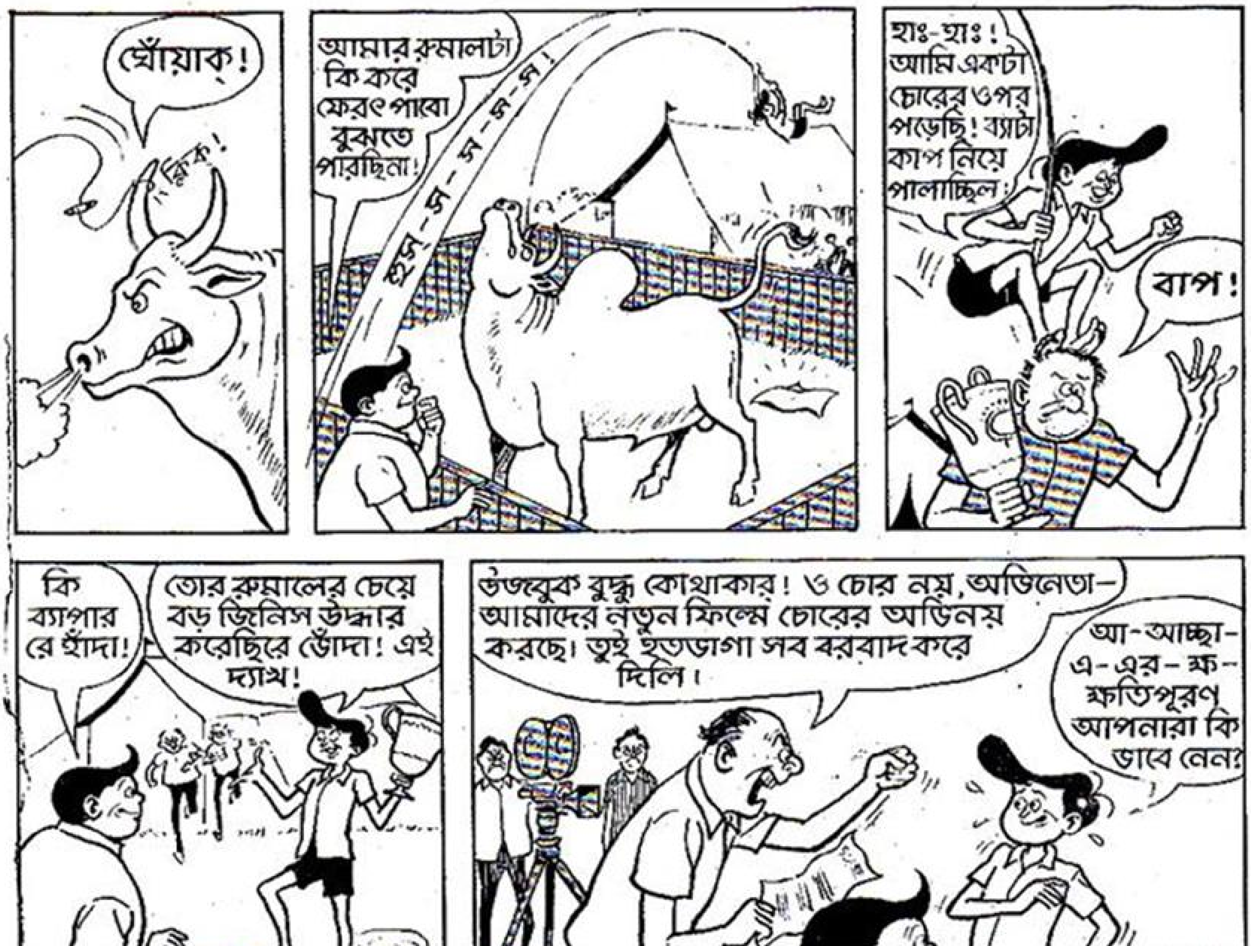

শুধু তার নয়, এই দ্যাখ, তোর মতই একজন। এও পাহারা দেবে- ডবল প্রোটেকসন বুঝলি বোকচন্দ্র!
খেলা শুরু হবার কিছু আগে
ভোঁদা! এবারে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে দে!
আ-আ- আচ্ছা!
হাঃ-হাঃ! বেচারা ভোঁদা! খেলার আগেই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে!
ওঃ! ভোঁদাটাকে বোধ হয় বাউণ্ডারী পার করে দিয়েছে চল সব - আমরা খেলা আরম্ভ করি!
কিন্তু একটু পরেই
আঁই! ষণ্ডব্যাটা ভোঁদাটাকে ছেড়ে এবার আমাকে এ্যাটাক করতে আসছে যে!
গেছিগো! এ্যাই ভোঁদা এটাকে থামানা!
হাঁদা! তুই যদি চাস তো তোর এই রানও আমরা তোর স্কোরের সঙ্গে যোগ করে দেবো!


হাঁদা ভোঁদার
বৃক্ষ ছেদন
পিকনিকের সব যোগাড় হয়েছে হাঁদা, কিন্তু রান্নার কাঠ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায় বলতো?
অত ভাববার কি আছে! পিসের কুড়ুল নিয়ে চ জঙ্গল থেকে কেটে নিয়ে আসি।
একটা বেশ ভাল দেখে গাছ কাটতে হবে রে ভোঁদা! আর সেই সঙ্গে গাছ কাটাও যে একটা আর্ট তা তোদের দেখিয়ে দেবো।
এটা বেশ ভালো! এটাকেই কাটবো
বাগানের গাছ কাটছিস হাঁদা! জানতে পারলে পিসে পিটিয়ে তক্তা করে ছেড়ে দেবে!
আরে দূর! পিসেমশাই জানতেই পারবে না।
কাটা গাছ কোনদিকে পড়বে রে হাঁদা? আমাদের ঘাড়ে নয়তো?
বাজে বকর বকর করবি না ভোঁদা! আমি এই গাছকে যেদিকে ইচ্ছে ফেলতে পারি।
ওদিকে বাড়িতে
এই হরে! এখানে যে কুড়ুলটা ছিল সেটা গেল কোথায়?
সেটা তো দেখনু হাঁদু বাবুরা ঐ বাগানের পানে নিয়ে গেল।

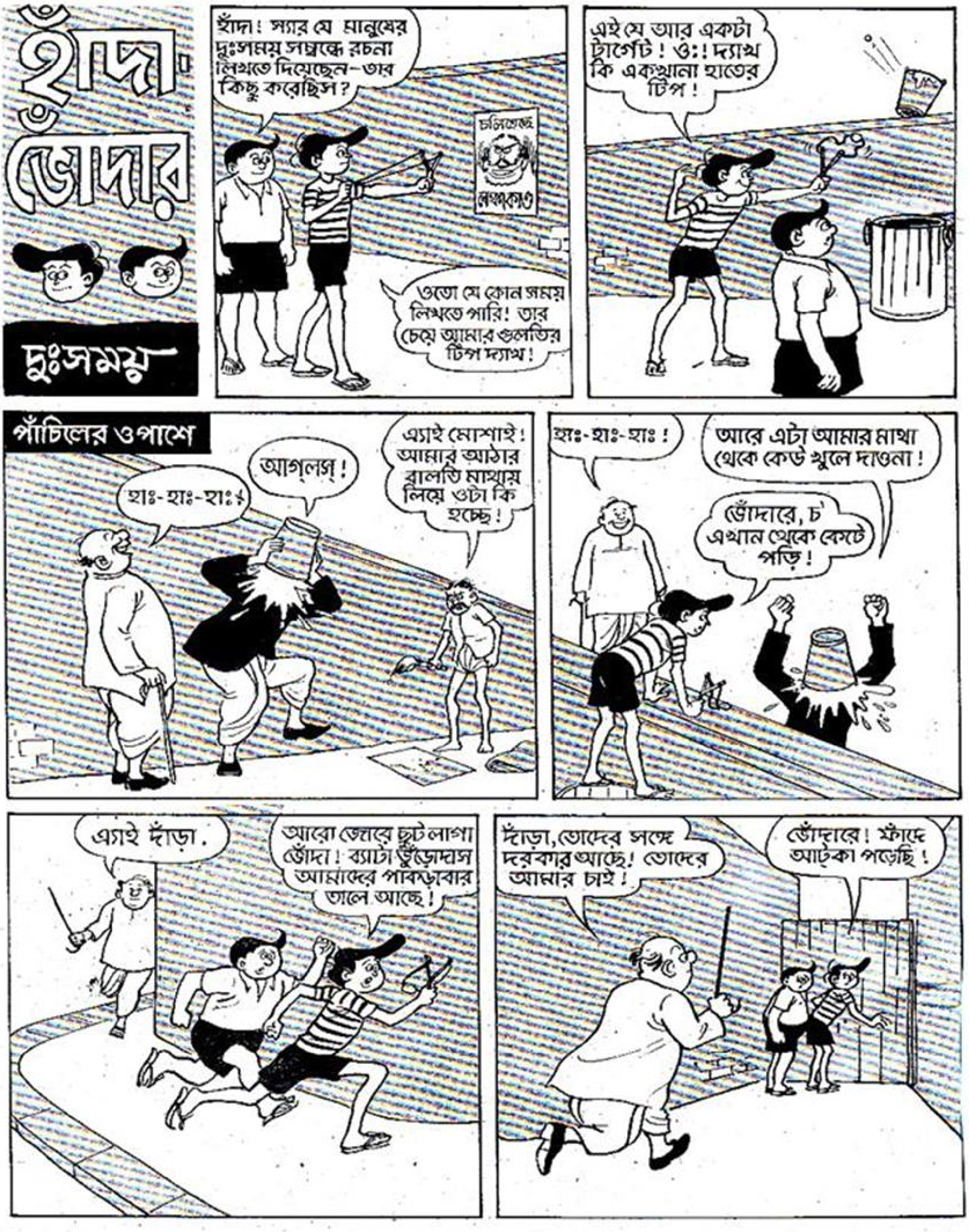


হতভাগারা কুড়ুল নিয়ে বাগানে কি করছে!
গাছ এবার যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে ভোঁদা!
আমরা সরে পড়ি হাঁদা! তোকে বিশ্বাস নেই।
হুঁশি-য়ার!
মড়াৎ!
দ্যাখ ভোঁদা! যেখানে বলেছিলাম ঠিক সেখানেই ফেলেছি আর কারো ওপরেও পড়েনি!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার ওপরে ফেলে বলে কিনা, কারও ওপরে গাছ পড়েনি।
এ্যাই ভোঁদা! শিগগির পিসেকে ব্রেকডাউন করিয়ে দে। পিসে ক্ষেপে গিয়ে যা স্পীডে ছুটছে আমাকে ধরে ফেললে যা তা একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবে!

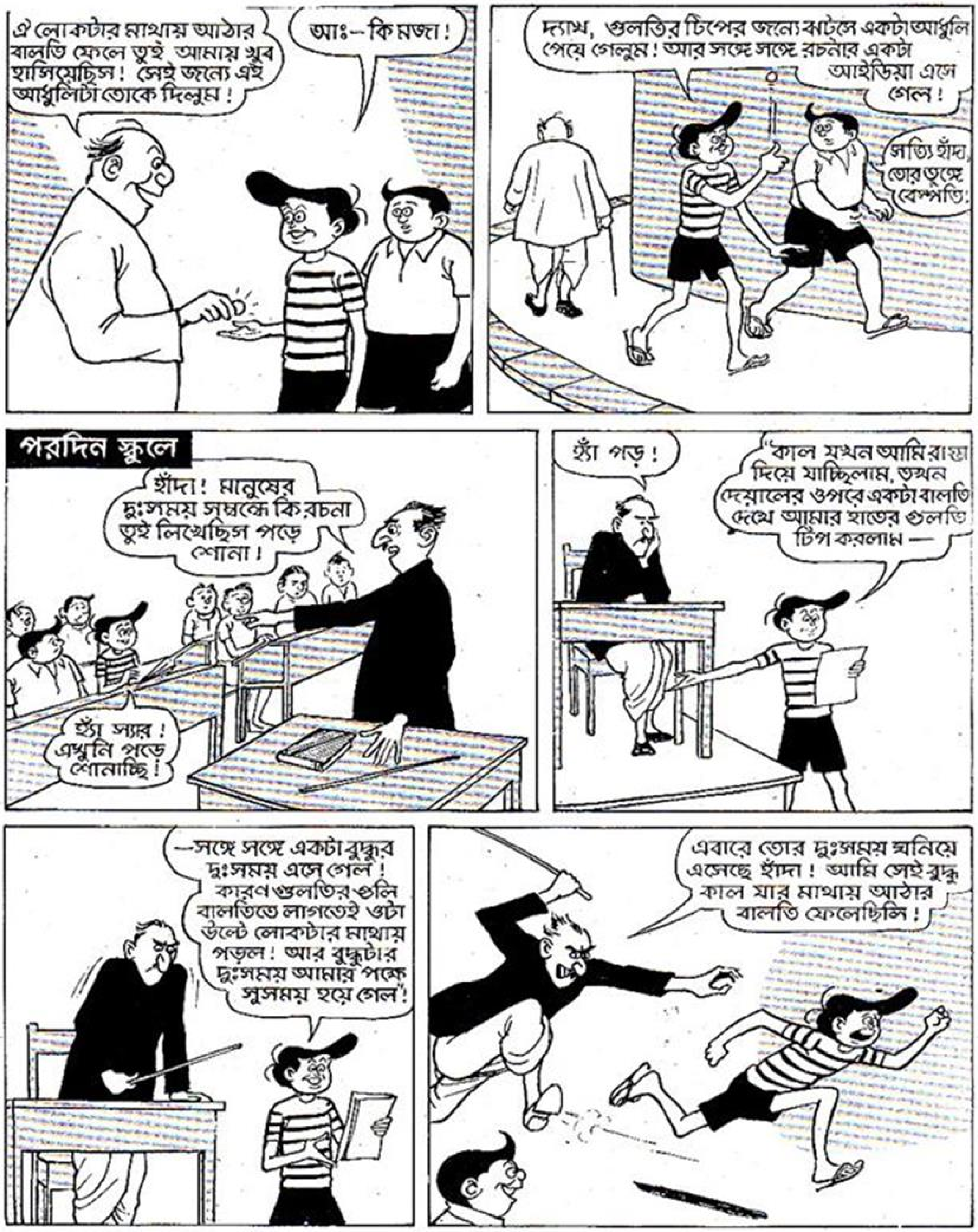

হাঁদা-ভোঁদার
চোর ধরা
হাঁদা! আজ কি করবি?
পাঁচটা টাকা পেয়েছি, চ খরচ করে আসি।
শোন— প্রথমে আমরা ষণ্ড প্রদর্শনীতে যাব। সেখান থেকে সিনেমায়, তারপর যা বাকি থাকে তাতে খাওয়া।
সত্যি হাঁদা! তোর মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।
ষণ্ডপ্রদর্শনী
প্রবেশ মূল্য ৫০ ন.প.
প্রদর্শনীতে
যাঃ! হাত থেকে রুমালটা ফস্কে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ের ভেতর পড়ল।
মরেছে!
ঠিক আছে— আমি সহজেই বেড়া ডিঙিয়ে রুমালটা নিয়ে আসতে পারব।
না-না! খবরদার নামিস না ভোঁদা!
সেরেছে! প্রাইজ পাওয়া ষাঁড়ের গোঁত্তা! ভোঁদার কম্ম সারা।
আঃ!
ঘোঁৎ!
পুরস্কার প্রাপ্ত ষণ্ড
ওখানে একটা ষণ্ডামার্কা ষণ্ড ছিল রে হাঁদা!
তুই একটা গণ্ডমূর্খ! কতবার তোকে বলেছি ভেবে চিন্তে কাজ করবি!
এবারে আমি তোকে দেখাবো, যে বেড়া না টপকে শুধু বুদ্ধি খেলিয়ে কি করে তোর রুমাল আনা যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।
?
কিছুক্ষণ পরে
পটলার কাছ থেকে এই ছিপটা নিয়ে এলাম। এবার দ্যাখ এখান থেকেই বঁড়শি বিঁধে তোর রুমাল তুলে আনছি।



ঘোঁয়াক্!
ফুরুক!
আমার রুমালটা কি করে ফেরৎ পাবো বুঝতে পারছিনা!
হুস-স-স-স-স!
হাঃ-হাঃ! আমি একটা চোরের ওপর পড়েছি! ব্যাটা কাপ নিয়ে পালাচ্ছিল!
বাপ!
কি ব্যাপার রে হাঁদা!
তোর রুমালের চেয়ে বড় জিনিস উদ্ধার করেছিরে ভোঁদা! এই দ্যাখ!
ভজবুক বুদ্ধু কোথাকার! ও চোর নয়, অভিনেতা— আমাদের নতুন ফিল্মে চোরের অভিনয় করছে। তুই হতভাগা সব বরবাদ করে দিলি।
আ-আচ্ছা-এ-এর-ক্ষ-ক্ষতিপূরণ আপনারা কি ভাবে নেন?
অদ্য ষণ্ড প্রদর্শনী
প্রথম পুরস্কার
প্রবেশ মূল্য ৫০ ন.প.
এই ভাবে!
হোঁক্
হাঁদা! তুইও আমার রুমালের বদলে চোর ধরে ফেললি— আমি দেখি ওটা পাই কিনা!

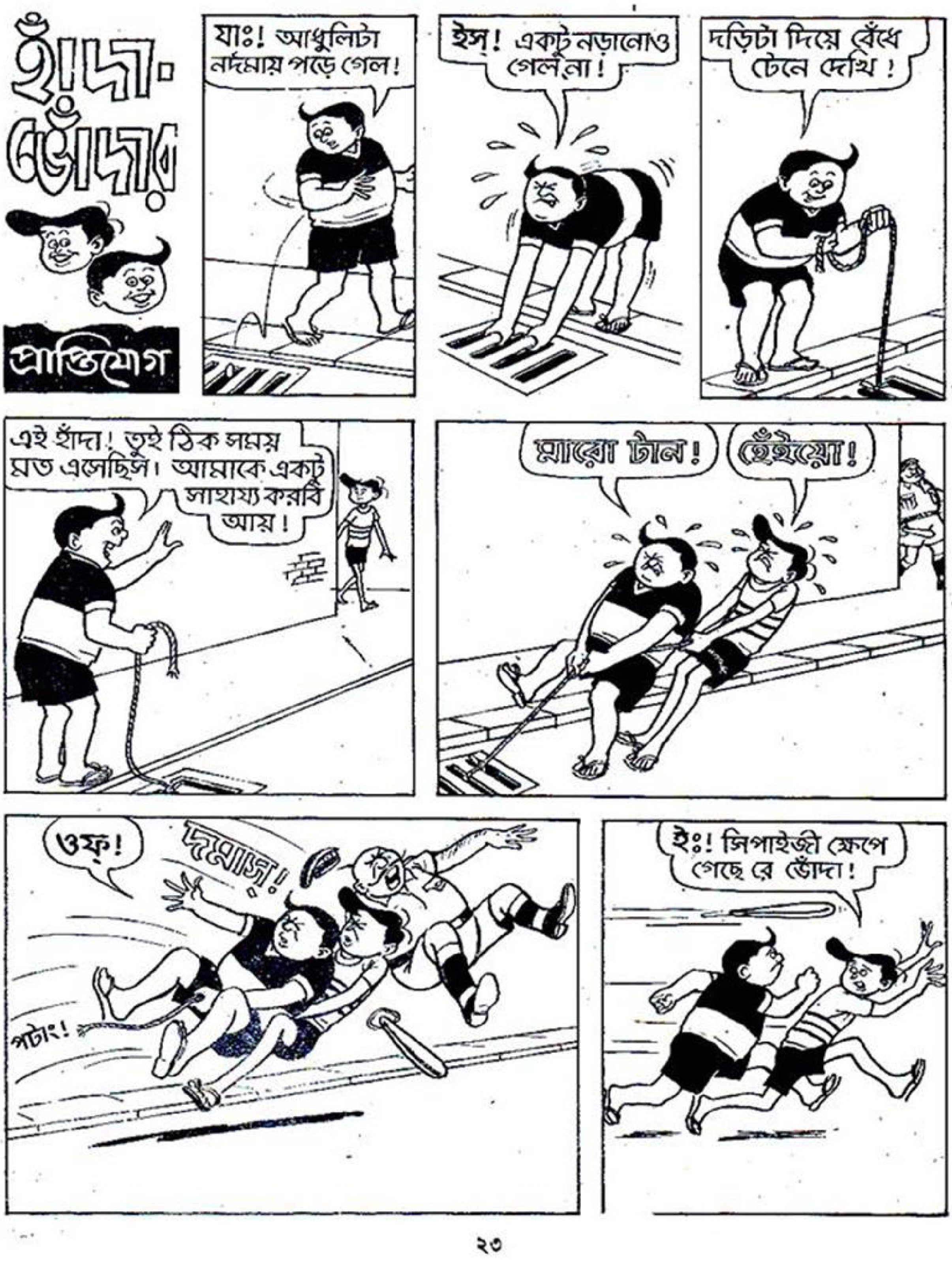


হাঁদা ভোঁদার
দুঃসময়
হাঁদা! স্যার যে মানুষের দুঃসময় সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছেন—তার কিছু করেছিস?
ওতো যে কোন সময় লিখতে পারি! তার চেয়ে আমার গুলতির টিপ দ্যাখ!
এই যে আর একটা টার্গেট! ওঃ! দ্যাখ কি একখানা হাতের টিপ!
পাঁচিলের ওপাশে
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আগ্‌লস্!
এ্যাই মোশাই! আমার আঠার বালতি মাথায় লিয়ে ওটা কি হচ্ছে!
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আরে এটা আমার মাথা থেকে কেউ খুলে দাওনা!
ভোঁদারে, চ' এখান থেকে কেটে পড়ি!
এ্যাই দাঁড়া.
আরো জোরে ছুট লাগা ভোঁদা! ব্যাটা ভুঁড়োদাস আমাদের পাকড়াবার তালে আছে!
দাঁড়া, তোদের সঙ্গে দরকার আছে! তোদের আমার চাই!
ভোঁদারে! ফাঁদে আটকা পড়েছি!


ঐ লোকটার মাথায় আঠার বালতি ফেলে তুই আমায় খুব হাসিয়েছিস! সেই জন্যে এই আধুলিটা তোকে দিলুম!
আঃ—কি মজা!
দ্যাখ, গুলতির টিপের জন্যে ঝাটসে একটা আধুলি পেয়ে গেলুম! আর সঙ্গে সঙ্গে রচনার একটা আইডিয়া এসে গেল!
সত্যি হাঁদা, তোর তুঙ্গে বেস্পতি!
পরদিন স্কুলে
হাঁদা! মানুষের দুঃসময় সম্বন্ধে কি রচনা তুই লিখেছিস পড়ে শোনা!
হ্যাঁ স্যার! এখুনি পড়ে শোনাচ্ছি!
হ্যাঁ পড়!
"কাল যখন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেয়ালের ওপরে একটা বালতি দেখে আমার হাতের গুলতি টিপ করলাম —
—সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধুর দুঃসময় এসে গেল! কারণ গুলতির গুলি বালতিতে লাগতেই ওটা উল্টে লোকটার মাথায় পড়ল! আর বুদ্ধুটার দুঃসময় আমার পক্ষে সুসময় হয়ে গেল"!
এবারে তোর দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে হাঁদা! আমি সেই বুদ্ধু কাল যার মাথায় আঠার বালতি ফেলেছিলি!

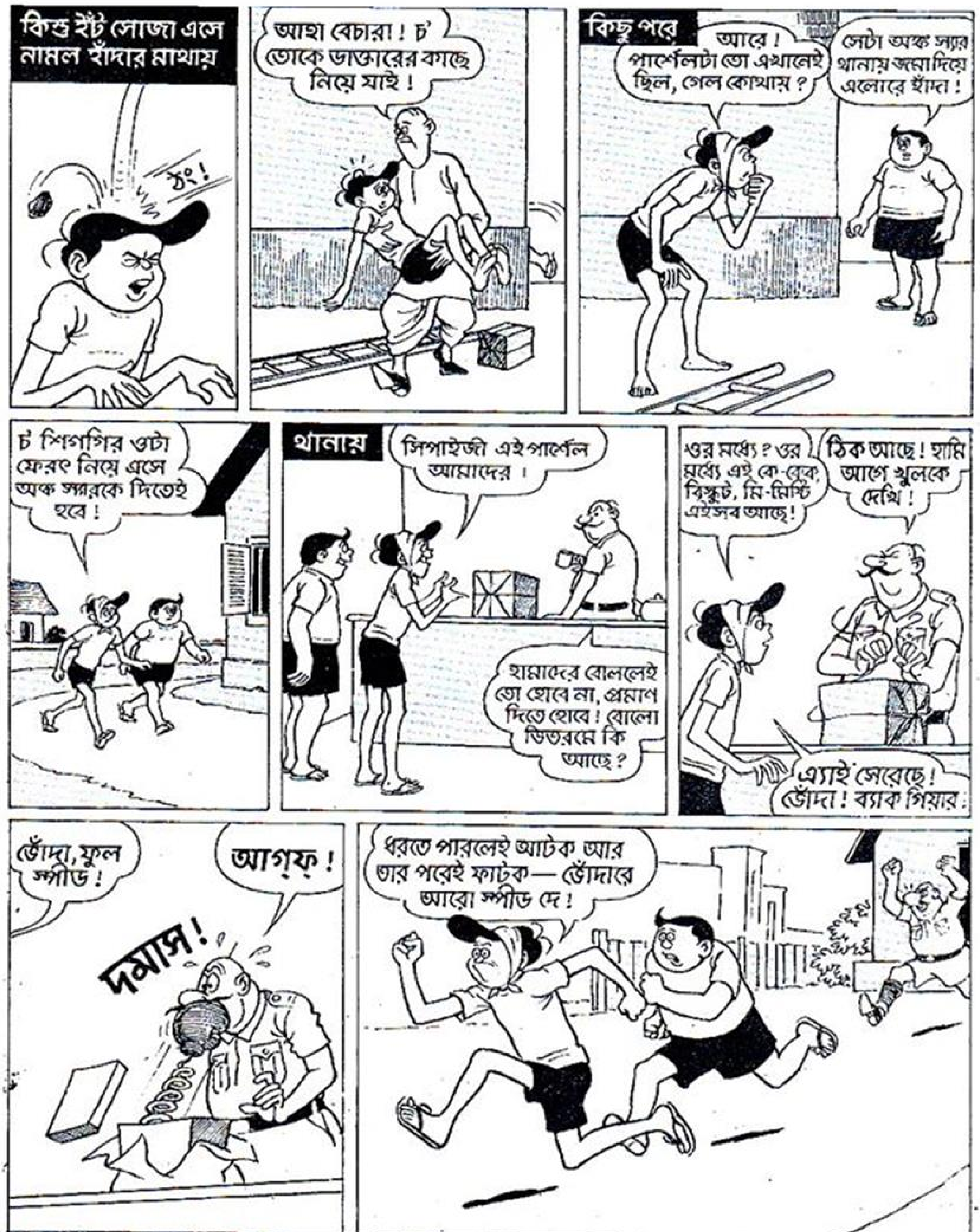

হাঁদা-ভোঁদার
গুপ্তধন
হাঁদা-হাঁদা! এই দ্যাখ একটা পুরোনো নক্সা— নিশ্চয় গুপ্তধনের!
বলিস কি?
তাইতো রে! কোথায় পেলি?
সেদিন বল খুঁজতে গিয়ে মাঠের ধারে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়িতে এটা পেয়েছি!
ওরে ভোঁদা! এযে ওপাড়ার পোড়ো জঙ্গলের ভেতরের সেই শিবমন্দিরের কাছাকাছি জায়গা রে!
ভোঁদারে! এবার আমাদের পায় কে। দেখবি আমরা কত বড়লোক হয়ে যাবো।
দ্যাখ, নক্সাটা আমার কাছে থাক। এটার পাঠোদ্ধার করতে হবে। তুই পারবিনা।
হ্যাঁ-হ্যাঁ! তুই-ই রাখ।
ভোঁদা! কাল দেখবি খবরের কাগজে আমাদের কথা লিখবে—হাঁদা-ভোঁদা কর্তৃক গুপ্তধন উদ্ধার ওঃ! ভাবতেই কি রকম লাগছে, কিন্তু খবর্দার আর কারোকে বলবিনা।
ভোঁদা! সন্ধ্যেবেলা আমরা অভিযানে বেরুবো-তৈরি থাকবি!
আচ্ছা।


সেদিন সন্ধ্যাবেলা
বুঝলি ভোঁদা
এসব হাতিয়ার নিয়ে যাচ্ছি বটে—
তবে এগুলো কাজে না ও
লাগতে পারে!
কেন রে
হাঁদা! তুই
ঠিক জায়গা
জেনেছিস?
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! নক্সার মন্দির!
ঘরের এত কাছে যে এত ধনরত্ন
আমাদের জন্যে রয়েছে কে জানতো!
দ্যাখ, নক্সাতে এসব হিজিবিজি দেখানো হয়েছে
স্রেফ তোর মত বোকাদের ধোঁকা দেবার জন্যে।
কিন্তু এ শর্মাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন! আসলে
জিনিসগুলো আছে একেবারে চোখের সামনে।
বইতে পড়িসনি—যে যারা বুদ্ধিমান, তারা সব
গুপ্তধন কায়দা করে প্রকাশ্য স্থানে রেখে দেয়।
বলিস্
কি রে হাঁদা!
তাহলে—
তাহলে গুপ্তধন এ
ভাঙা মন্দিরের মধ্যেই—
ভোঁদা! মন্দিরের ভেতর
জালার মত কি যেন
রয়েছে মনে হচ্ছে না?
গুপ্তধন মিল গিয়া
রে ভোঁদা!
কিন্তু হাঁদা!
আমার যেন মনে
হচ্ছে ওটা ঠিক—
সাট আপ! তোর কি
মনে হচ্ছে তা শোনাতে
হবেনা। আমি একাই
গুপ্তধন আনব!
সেই ভাল হাঁদা
আমি এখানেই
থাকি।
ভোঁদা! জালাটার
কোন মুখ নেই। বোধ
হয় বাইরের কিছু যাতে
না ঢুকতে পারে সেজন্যে
বিশেষ ভাবে তৈরি।
কুছপরোয়া নেই
ভেঙেই—
ওরে বাবারে!
বোঁ-ও-ও
পটাং!
কটাস!
ভোঁদারে!
ভীমরুল!
ভোঁদারে!
ভীমরুল!


হাঁদা ভোঁদার
প্রাপ্তিযোগ
যাঃ! আধুলিটা নর্দমায় পড়ে গেল!
ইস্! একটু নড়ানোও গেল না!
দড়িটা দিয়ে বেঁধে টেনে দেখি!
এই হাঁদা! তুই ঠিক সময় মত এসেছিস। আমাকে একটু সাহায্য করবি আয়!
মারো টান!
হেঁইয়ো!
ওফ্!
দমাস্!
পটাং!
ইঃ! সিপাইজী ক্ষেপে গেছে রে ভোঁদা!

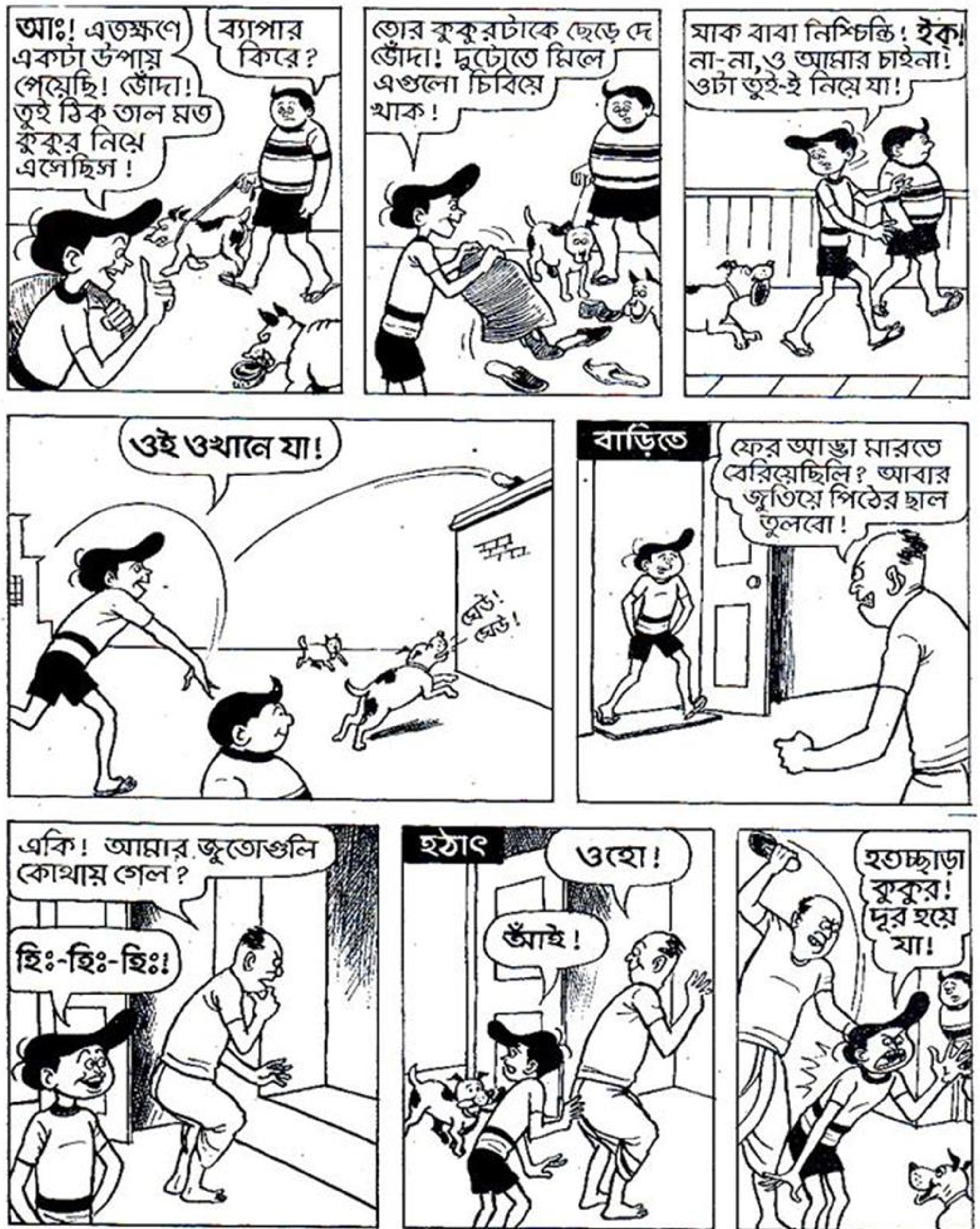

এবারে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।
এবার বোধ হয় পেয়ে যাবো রে হাঁদা!
যাক বাবা পেয়ে গেছি! দ্যাখ এটার মাথায় আটকে আছে।
হেই!
এটা এখন আমার!
হতভাগা! ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে তুমি নর্দমা সাফ করছ! শিগগির ওটা পরিষ্কার কর!
হিঃ! হিঃ!
বাবা!
ওরে হাঁদা! দ্যাখ এটা কি পেয়েছি!
মায়ের মুক্তোর হারটা হারিয়ে যাওয়াতে তুমি যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলে–এই দেখো সেই হারটা পেয়েছি!
চমৎকার! পুরস্কারের একশো টাকা তোকেই দিলুম ভোঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
উল্টো বিপত্তি
অঙ্কের স্যার অঙ্ক পরীক্ষায় আমাদের ফেল করিয়েছে! কিন্তু আমরাও বদলা নেবো স্যারকে এই বাক্স উপহার দিয়ে, হিঃ-হিঃ!
উপহারটা চুপি চুপি গিয়ে অঙ্ক স্যারের ঘরে রেখে আসবো!
হাঁদা! হে—
ওয়াফ্!
—ড়ু!
টপ্!
কিছু মনে করবেন না হেড় স্যার! এই পার্শেলটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলুম কিনা তাই—
বুদ্ধু কোথাকার! তা আমাকে যখন এটা দিতে যাচ্ছিলি তখন আমাকে গোঁতা মারার অপরাধটা মাফ করে দিলুম!
কি হবে রে হাঁদা! বাক্সটা হেড স্যার নিয়ে গেল যে!
ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ও বাক্স আমি হেডুর ঘর থেকে ঠিক নিয়ে আসবো!
মইটা শক্ত করে ধরে থাকিস ভোঁদা! পার্শেলটা হাতের কাছেই পেয়ে গেছি. হেডু রেখে গিয়েছিল।
এ্যা-এ্যাই ভোঁদা কি হচ্ছে?
ওরে ব্বাবা! অঙ্কের স্যার আসছেন, আমি কেটে পড়ছি!
হাঁদা! মই দিয়ে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিলি আমি দেখেছি। তার শাস্তি তিন ঘা বেত!
শাস্তির জন্যে তৈরি হ হাঁদা!
ঢিলটা যদি ঠিক টাকে হিট করে তবেই হাঁদার রক্ষে!

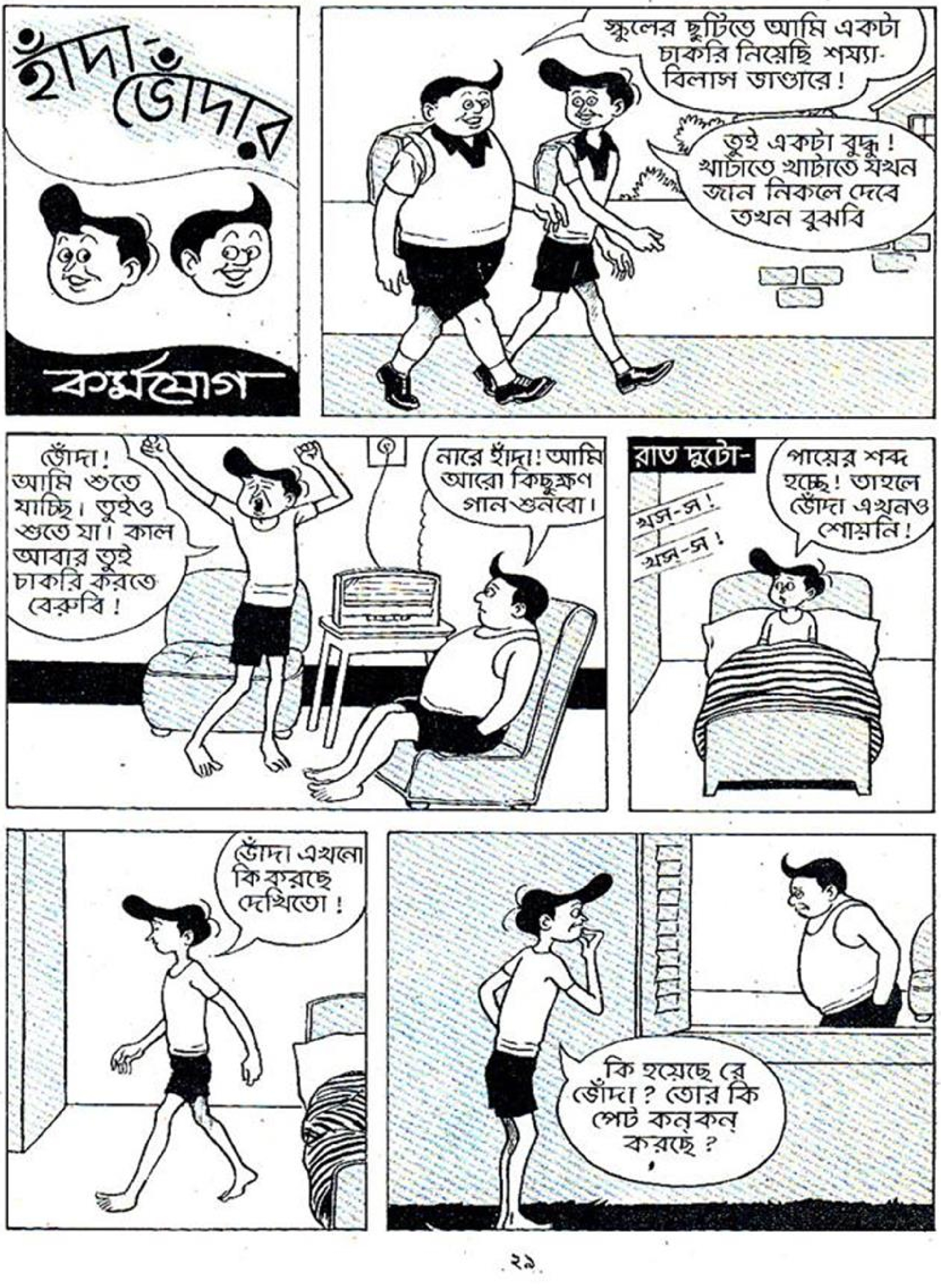


কিন্তু ইঁট সোজা এসে নামল হাঁদার মাথায়
ঠং!
আহা বেচারা! চ' তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই!
কিছু পরে
আরে! পার্শেলটা তো এখানেই ছিল, গেল কোথায়?
সেটা অঙ্ক স্যার থানায় জমা দিয়ে এলোরে হাঁদা!
চ' শিগগির ওটা ফেরৎ নিয়ে এসে অঙ্ক স্যারকে দিতেই হবে!
থানায়
সিপাইজী এই পার্শেল আমাদের।
হামাদের বোললেই তো হোবে না, প্রমাণ দিতে হোবে! বোলো ভিতরমে কি আছে?
ওর মধ্যে? ওর মধ্যে এই কে-কেক, বিস্কুট, মি-মিষ্টি এইসব আছে!
ঠিক আছে! হামি আগে খুলকে দেখি!
এ্যাই সেরেছে! ভোঁদা! ব্যাক গিয়ার!
ভোঁদা, ফুল স্পীড!
আগ্‌ফ!
দমাস!
ধরতে পারলেই আটক আর তার পরেই ফাটক— ভোঁদারে আরো স্পীড দে!

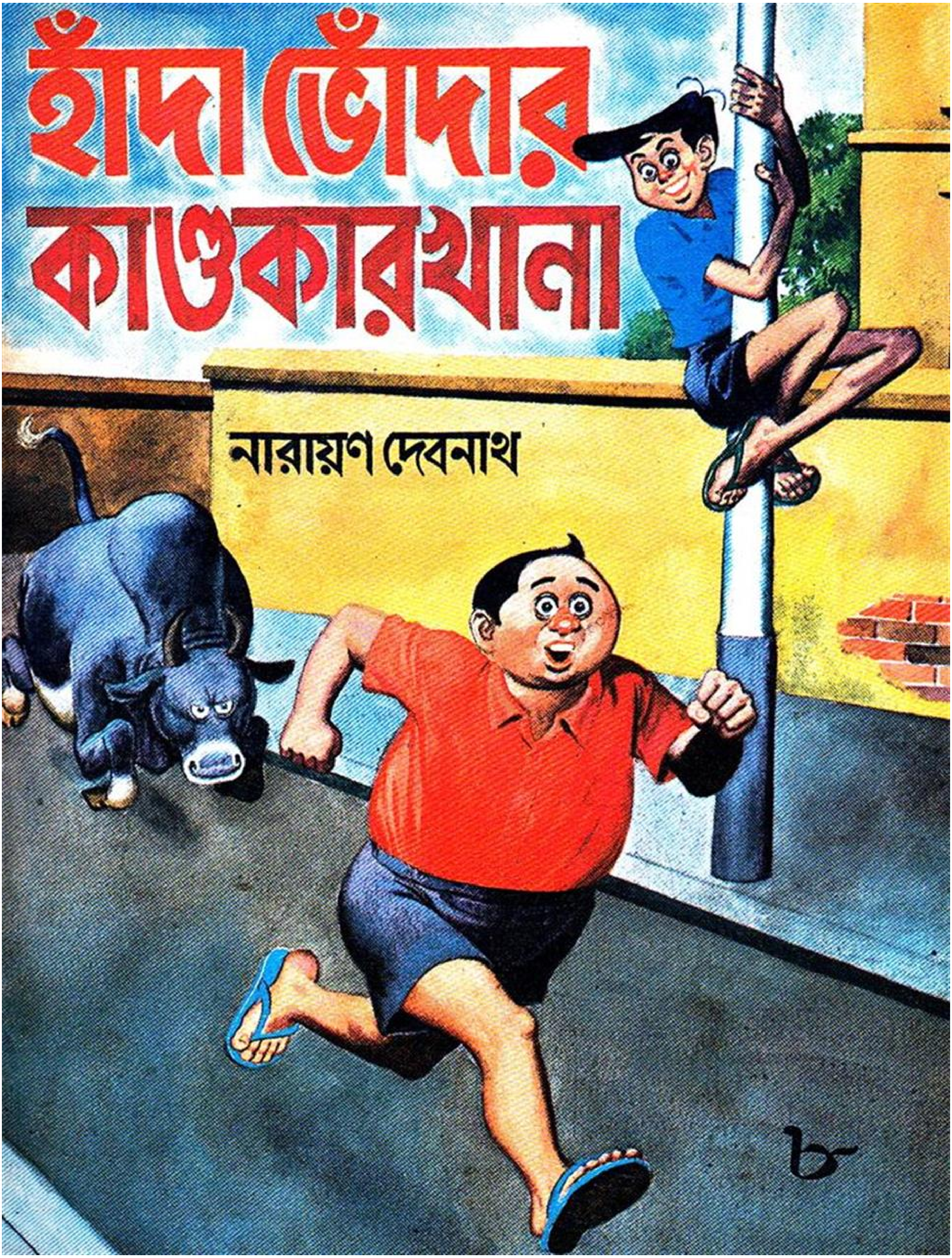

হাঁদা-ভোঁদার
গ্রহ বৈগুণ্য
হতভাগা পাজী! লেখা পড়ার নাম নেই, খালি আড্ডা দিয়ে বেড়ানো! ফের যদি দেখি তো আবার জুতো পেটা করবো!
কি নিয়ে যাচ্ছিস রে হাঁদু?
আপদগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি!
হাঃ-হাঃ! আপদ বিদেয় হল! বাবার সব জুতোই সাফ!
হতচ্ছাড়া বাঁদর! পুরোনো জুতো ফেলবার আর জায়গা পাওনি?
ওঃ! দেখতেই পাইনি একেবারে!
এ্যাই বদমাস্! ছেঁড়া জুতো ফেলে রাস্তা নোংরা করছিস কেন? তোল শিগগির!
আ-আচ্ছা!
এইবারে ঠিক জায়গায় ফেলেছি!
ওফ্ফ্!
আমার লরিতে নোংরা জিনিসের বস্তা ফেলার মজা বোঝ!
ইস্! হতচ্ছাড়া জুতো-গুলোকে কোথাও ফেলতে পারলুম না!

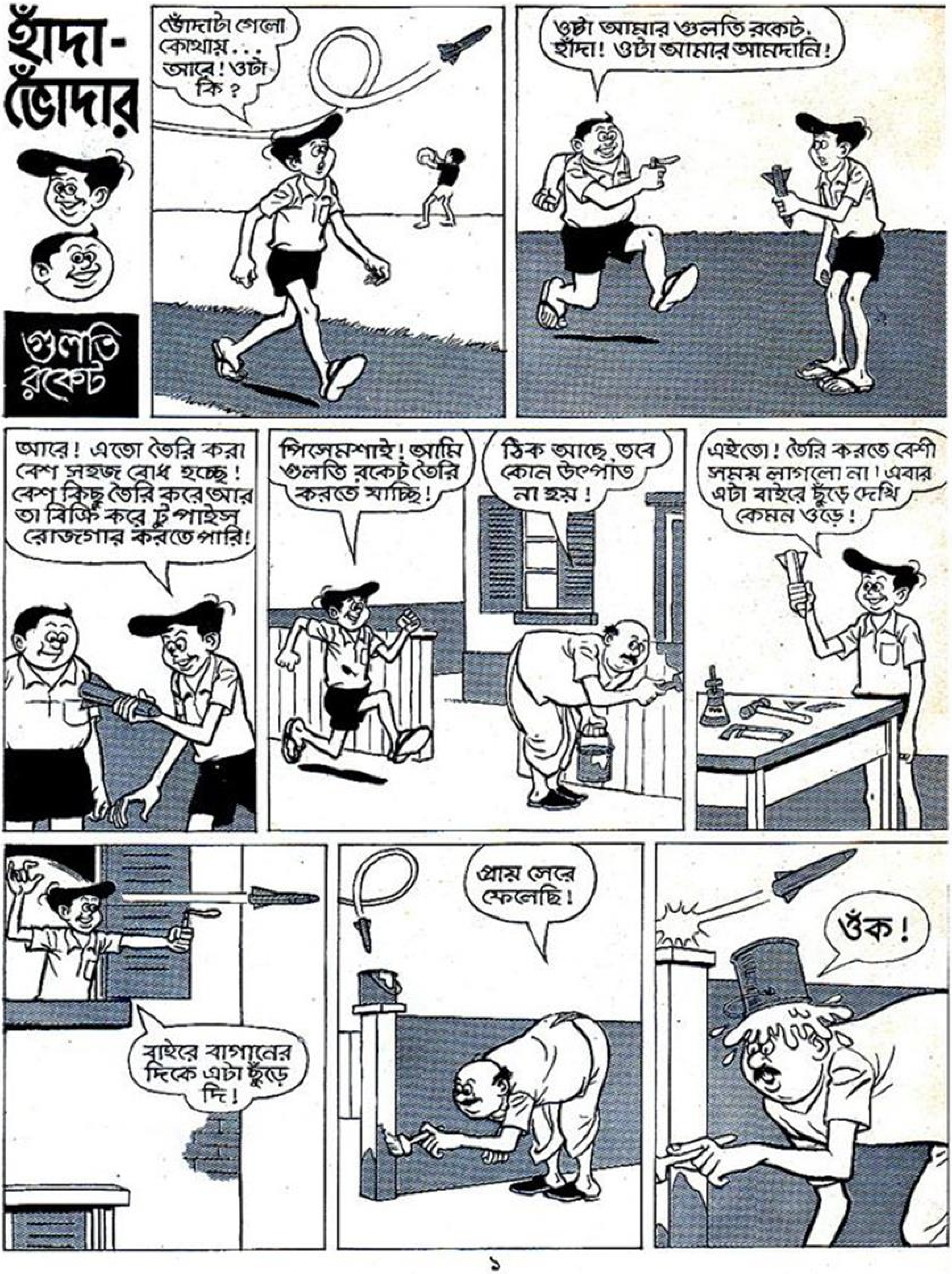


আঃ! এতক্ষণে একটা উপায় পেয়েছি! ভোঁদা! তুই ঠিক তাল মত কুকুর নিয়ে এসেছিস!
ব্যাপার কিরে?
তোর কুকুরটাকে ছেড়ে দে ভোঁদা! দুটোতে মিলে এগুলো চিবিয়ে খাক!
যাক বাবা নিশ্চিন্তি! ইক! না-না, ও আমার চাইনা! ওটা তুই-ই নিয়ে যা!
ওই ওখানে যা!
ঘেউ! ঘেউ!
বাড়িতে
ফের আড্ডা মারতে বেরিয়েছিলি? আবার জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলবো!
একি! আমার জুতোগুলি কোথায় গেল?
হিঃ-হিঃ-হিঃ!
হঠাৎ
ওহো!
আঁই!
হতচ্ছাড়া কুকুর! দূর হয়ে যা!

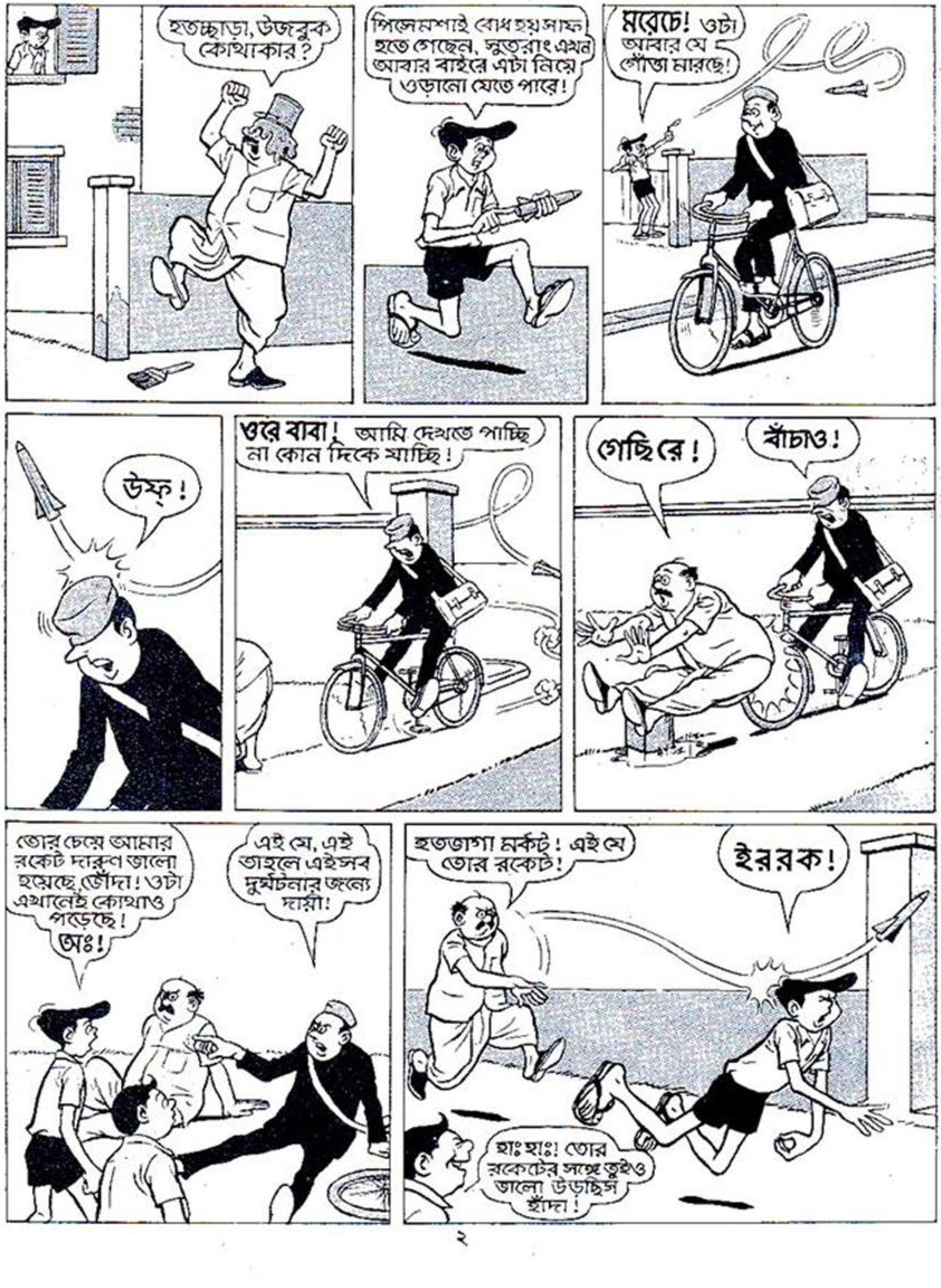

হাঁদা-ভোঁদার
কর্মযোগ
স্কুলের ছুটিতে আমি একটা চাকরি নিয়েছি শয্যা-বিলাস ভাণ্ডারে!
তুই একটা বুদ্ধু! খাটাতে খাটাতে যখন জান নিকলে দেবে তখন বুঝবি
ভোঁদা! আমি শুতে যাচ্ছি। তুইও শুতে যা। কাল আবার তুই চাকরি করতে বেরুবি!
নারে হাঁদা! আমি আরো কিছুক্ষণ গান শুনবো।
রাত দুটো-
খস-স!
খস-স!
পায়ের শব্দ হচ্ছে! তাহলে ভোঁদা এখনও শোয়নি!
ভোঁদা এখনো কি করছে দেখিতো!
কি হয়েছে রে ভোঁদা? তোর কি পেট কন্‌কন্‌ করছে?

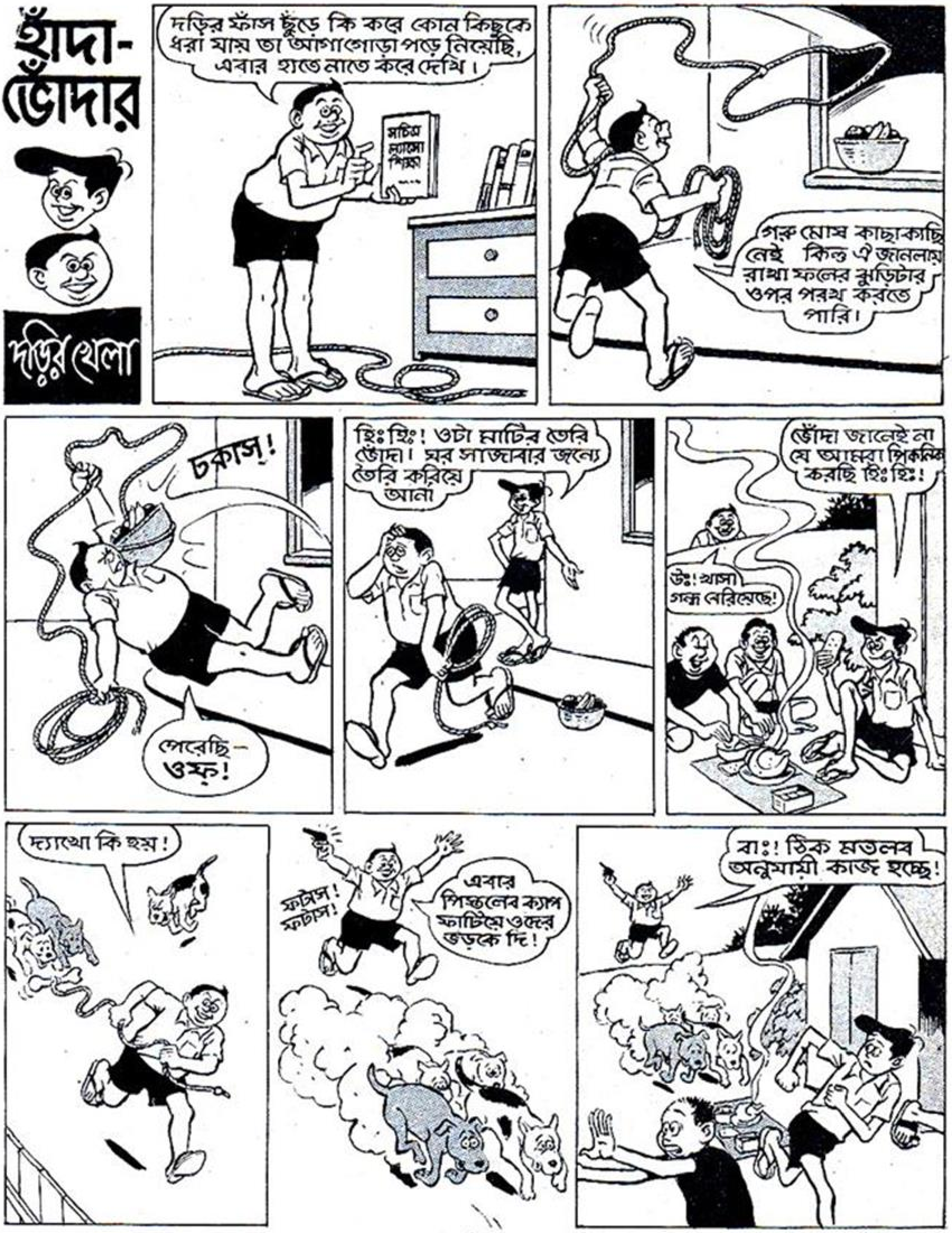

সে সব কিছু নয়রে হাঁদা আমার ভয় হচ্ছে যে, কাজটা আমি ঠিকমত পারবো কি না!
বেচারা ভোঁদা! ওর চাকরি নেওয়া ঠিক হয়নি। মোটা শরীর নিয়ে খাটতেই পারবে না।
সকাল সাড়ে ন'টা
কাজে বেরুচ্ছি রে হাঁদা!
ইস্! ভোঁদাটা বোধ হয় সারারাত ঘুমোয়নি। এ অবস্থায় ও ঠিকমত কাজ করবে কি করে!
একবার শয্যাবিলাস ভাণ্ডারে গিয়ে দেখি ভোঁদা কি করছে। যদি ওকে কিছু সাহায্য করতে পারি!
এই কাজ ঠিক মত করবার জন্যেই ও কাল সারারাত জেগেছিল। ওঃ - ওঃ!
শয্যাবিলাসের শয্যায় ঘুমিয়ে আরাম পাবেন
ফোঁৎ-ফ্রর্-র্!

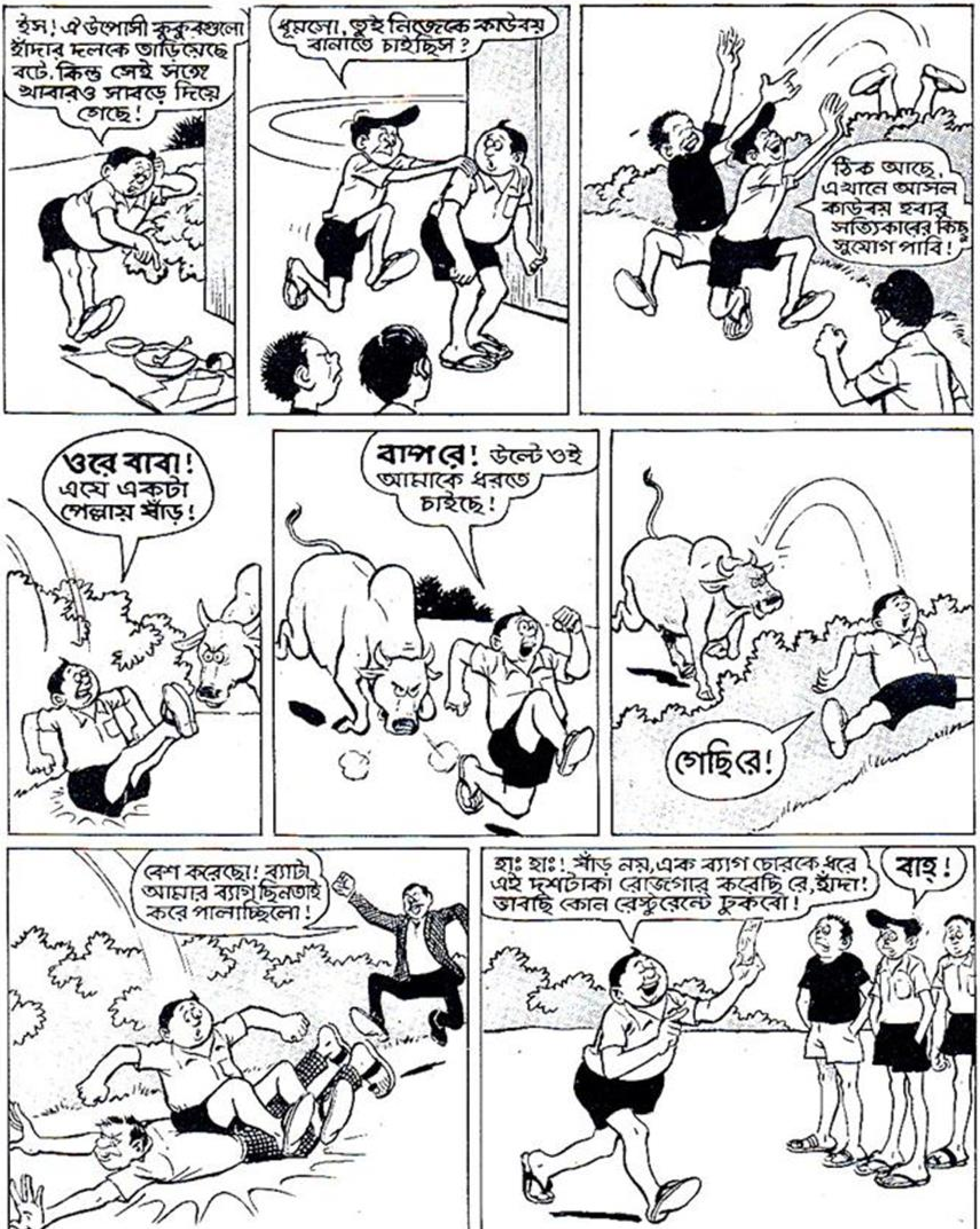

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
৮



হাঁদা-ভোঁদার
গুলতি রকেট
ভোঁদাটা গেলো কোথায়... আরে! ওটা কি?
ওটা আমার গুলতি রকেট, হাঁদা! ওটা আমার আমদানি!
আরে! এতো তৈরি করা বেশ সহজ বোধ হচ্ছে! বেশ কিছু তৈরি করে আর তা বিক্রি করে টু পাইস রোজগার করতে পারি!
পিসেমশাই! আমি গুলতি রকেট তৈরি করতে যাচ্ছি!
ঠিক আছে, তবে কোন উৎপাত না হয়!
এইতো! তৈরি করতে বেশী সময় লাগলো না! এবার এটা বাইরে ছুঁড়ে দেখি কেমন ওড়ে!
বাইরে বাগানের দিকে এটা ছুঁড়ে দি!
প্রায় সেরে ফেলেছি!
ওঁক!

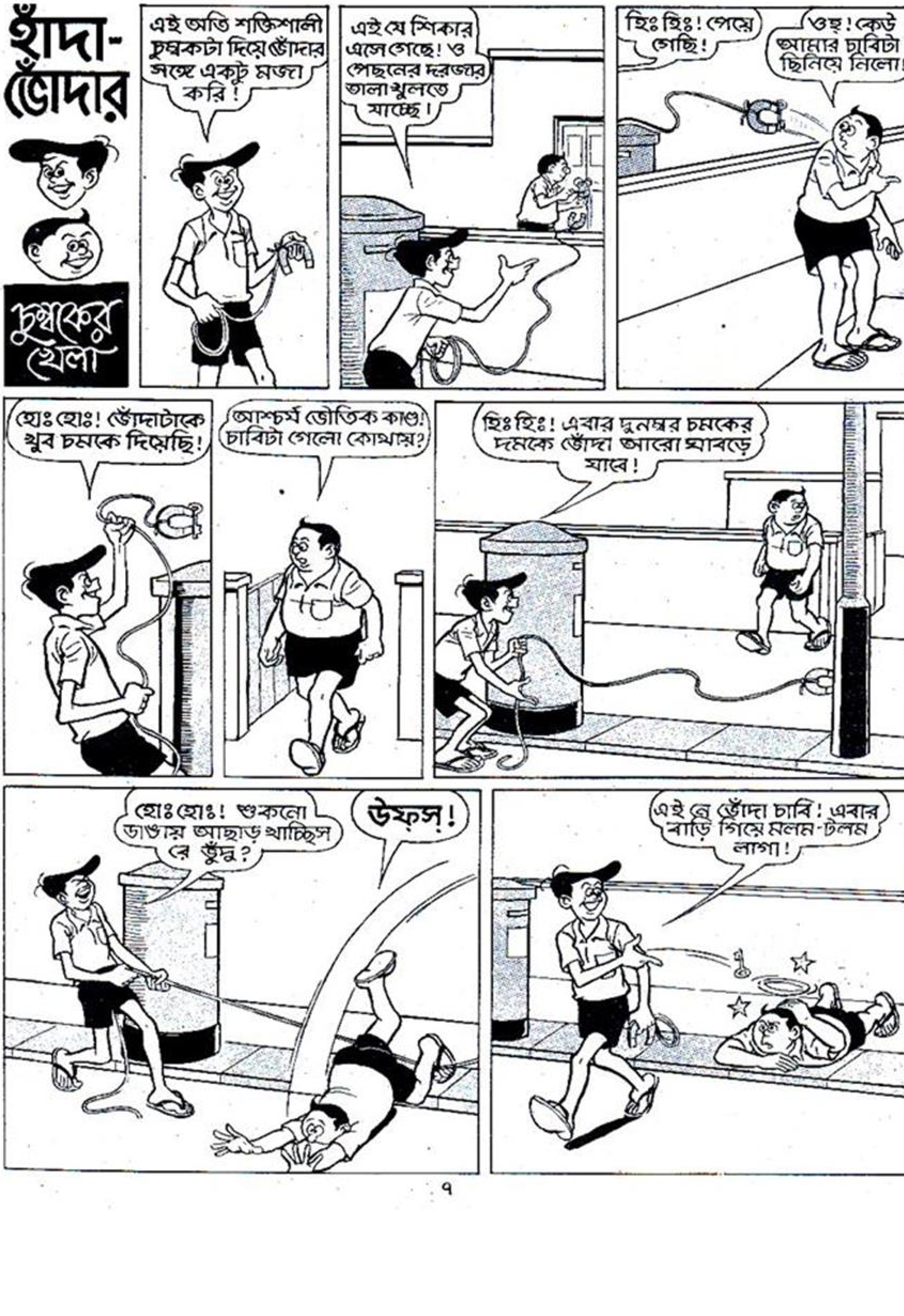

হতচ্ছাড়া, উজবুক কোথাকার?
পিসেমশাই বোধ হয় সাফ হতে গেছেন, সুতরাং এখন আবার বাইরে এটা নিয়ে ওড়ানো যেতে পারে!
মরেচে! ওটা আবার যে গোঁত্তা মারছে!
উফ্!
ওরে বাবা! আমি দেখতে পাচ্ছি না কোন দিকে যাচ্ছি!
গেছি রে!
বাঁচাও!
তোর চেয়ে আমার রকেট দারুণ ভালো হয়েছে, ভোঁদা! ওটা এখানেই কোথাও পড়েছে!
অঃ!
এই যে, এই তাহলে এইসব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী!
হতভাগা মর্কট! এই যে তোর রকেট!
ইররক!
হাঃ হাঃ! তোর রকেটের সঙ্গে তুইও ভালো উড়ছিস হাঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
দড়ির খেলা
দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে কি করে কোন কিছুকে ধরা যায় তা আগাগোড়া পড়ে নিয়েছি, এবার হাতে নাতে করে দেখি।
গরু মোষ কাছাকাছি নেই কিন্তু ঐ জানলায় রাখা ফলের ঝুড়িটার ওপর পরখ করতে পারি।
চকাস্!
পেরেছি— ওফ্!
হিঃ হিঃ! ওটা মাটির তৈরি ভোঁদা। ঘর সাজাবার জন্যে তৈরি করিয়ে আনা।
ভোঁদা জানেই না যে আমরা পিকনিক করছি হিঃ হিঃ!
উঃ! খাসা গন্ধ বেরিয়েছে!
দ্যাখো কি হয়!
ফটাস! ফটাস!
এবার পিস্তলের ক্যাপ ফাটিয়ে ওদের ভড়কে দি!
বাঃ! ঠিক মতলব অনুযায়ী কাজ হচ্ছে!

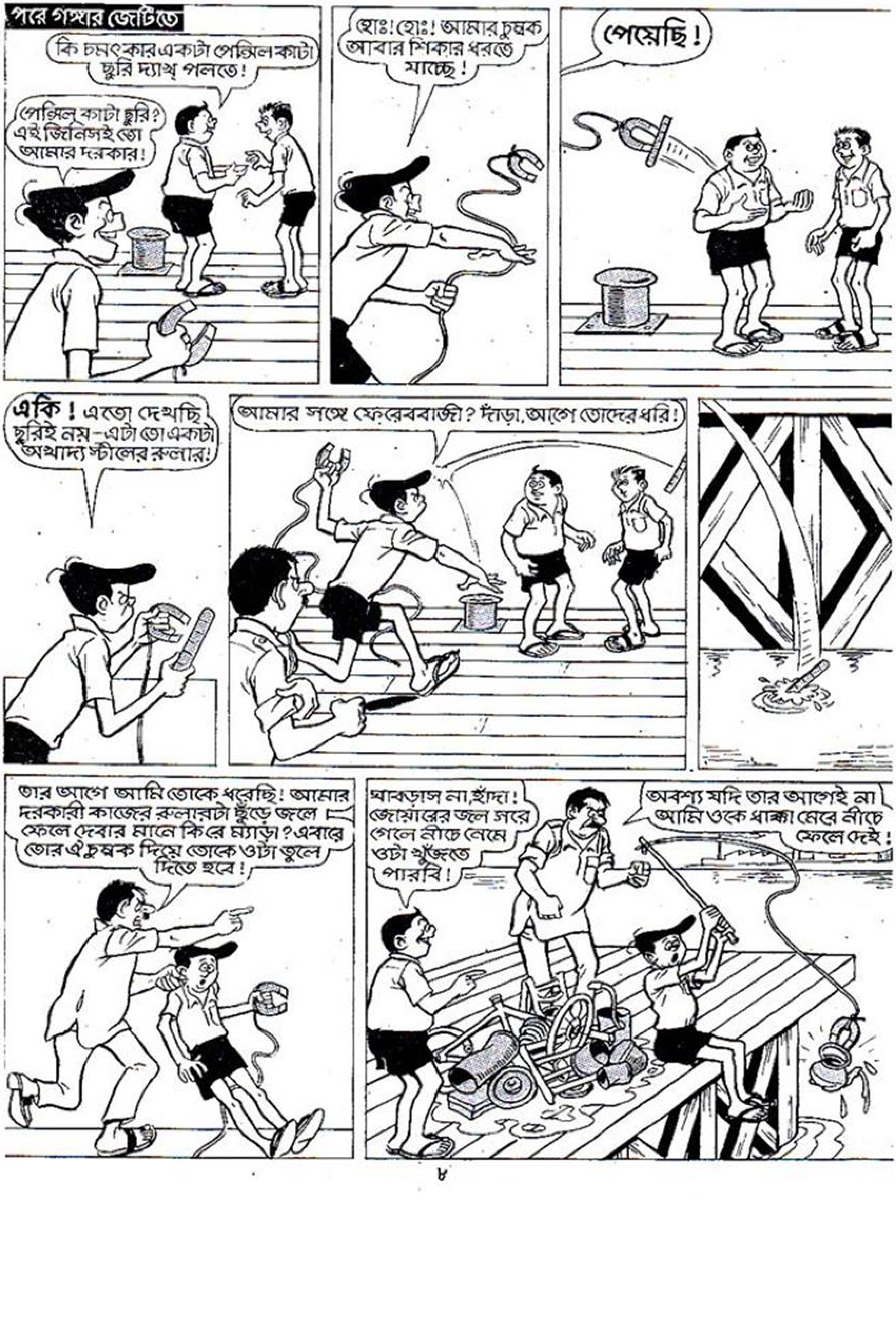

ইস! ঐ উপোসী কুকুরগুলো হাঁদার দলকে তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে খাবারও সাবড়ে দিয়ে গেছে!
ধূমসো, তুই নিজেকে কাউবয় বানাতে চাইছিস?
ঠিক আছে, এখানে আসল কাউবয় হবার সত্যিকারের কিছু সুযোগ পাবি!
ওরে বাবা! এযে একটা পেল্লায় ষাঁড়!
বাপ রে! উল্টে ওই আমাকে ধরতে চাইছে!
গেছিরে!
বেশ করেছো! ব্যাটা আমার ব্যাগ ছিনতাই করে পালাচ্ছিলো!
হাঃ হাঃ! ষাঁড় নয়, এক ব্যাগ চোরকে ধরে এই দশটাকা রোজগার করেছি রে, হাঁদা! ভাবছি কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকবো!
বাহ্!


হাঁদা-ভোঁদার
টেনিস খেলা
চল ভোঁদা: পার্কে গিয়ে আমরা নিরীহ খেলা টেনিস খেলি!
ঠিক বলেছিস, তাই চল!
পার্কের টেনিস কোর্টে
চালা ভোঁদা! ফিরতি মার লাগা।
এই যে লাগাচ্ছি!
অ্যাই মরেছে! র‍্যাকেটটা হাত ফসকে একেবারে পারক পাহারাদারের নাকে গিয়ে ঘা মেরেছে!
পাজি, ছুঁচো! এই নে তোর র‍্যাকেট! নিয়ে পাশের কোর্টে যা। ওখানকার বেড়া উঁচু আছে। কাউকে চোট লাগাতে পারবি না।
আচ্ছা তাই যাচ্ছি!
পাশের কোর্টে
পাহারাদার ঠিকই বলেছে, ভোঁদা! এই উঁচু বেড়া ছিটকে এদিক ওদিক যাওয়া বল বা র‍্যাকেট আটকাবে!
একটা সোজা বল আসছে! এটাকে আমি বেশ জোরে হাঁকড়াবো!
এইরে! জালের ওপরে ঘা লেগে যাওয়াতে হাত থেকে র‍্যাকেটটা ছটকে বেরিয়ে গেল!
সেই র‍্যাকেট বেড়া পেরিয়ে
ওফ!


হতচ্ছাড়া ধুমসো রামছাগল! এই দ্যাখ্‌, আমিও কেমন পাল্টা লাগাচ্ছি!
হোঃ হোঃ! ফস্কেছে!
কিন্তু
ওহ্‌, না! ফস্কায় নি!
এটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটলো যে, তোর সাবধানতার জন্যে মগজ খেলাতে পারলুম না
পরে পার্কের ধারে একটা ঘরে
কি বানাচ্ছিস রে, হাঁদা!
একজোড়া টেবল-টেনিসের ব্যাট! এটাই একমাত্র সেই জাতীয় টেনিস যা খেললে তুই আর কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারবি না!
ওঃ! সত্যি তোর মাথা আছে বটে মাইরি!
পরে
এবার ঝামেলাহীন টেনিস খেলা, হোঃ হোঃ! এই মারটা তোকে পরাজিত করবে!
জানলা গলে পরিস্কার বাইরে!
ইরক! আমি একটা উড়ন্ত পিং পং বল গিলে ফেলেছি!
কয়েক মিনিট পরে
ওরে বাবা! ছুটন্ত মোটর-মোয়ার!
ওহ্‌, না!
বাপ!
একটা টেনিস কোর্ট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার পর
এই ব্যবস্থাই ঝামেলা বাঁধাবার ব্যাপার থেকে ওদের নিরস্ত রাখবে!
ম ম ম মহক মংগ!
অনুবাদ: বোকা পাঁঠা!

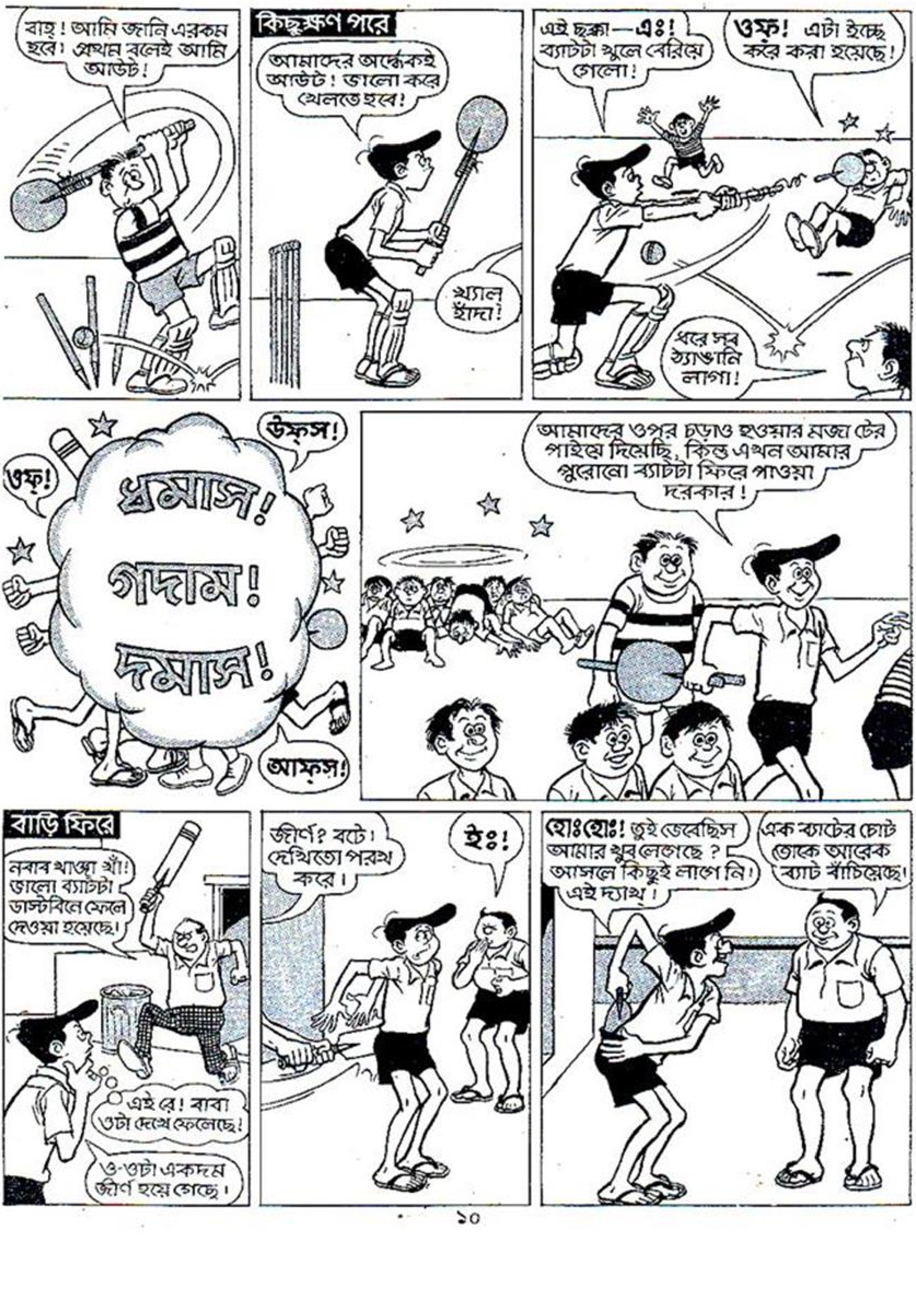


হাঁদা-ভোঁদার
চুম্বকের খেলা
এই অতি শক্তিশালী চুম্বকটা দিয়ে ভোঁদার সঙ্গে একটু মজা করি!
এই যে শিকার এসে গেছে! ও পেছনের দরজার তালা খুলতে যাচ্ছে।
হিঃ হিঃ! পেয়ে গেছি!
ওহ্! কেউ আমার চাবিটা ছিনিয়ে নিলো!
হোঃ হোঃ! ভোঁদাটাকে খুব চমকে দিয়েছি!
আশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড! চাবিটা গেলো কোথায়?
হিঃ হিঃ! এবার দুনম্বর চমকের দমকে ভোঁদা আরো ঘাবড়ে যাবে!
হোঃ হোঃ! শুকনো ডাঙায় আছাড় খাচ্ছিস রে হুঁদু?
উফ্‌স্‌!
এই নে ভোঁদা চাবি! এবার বাড়ি গিয়ে মলম-টলম লাগা!

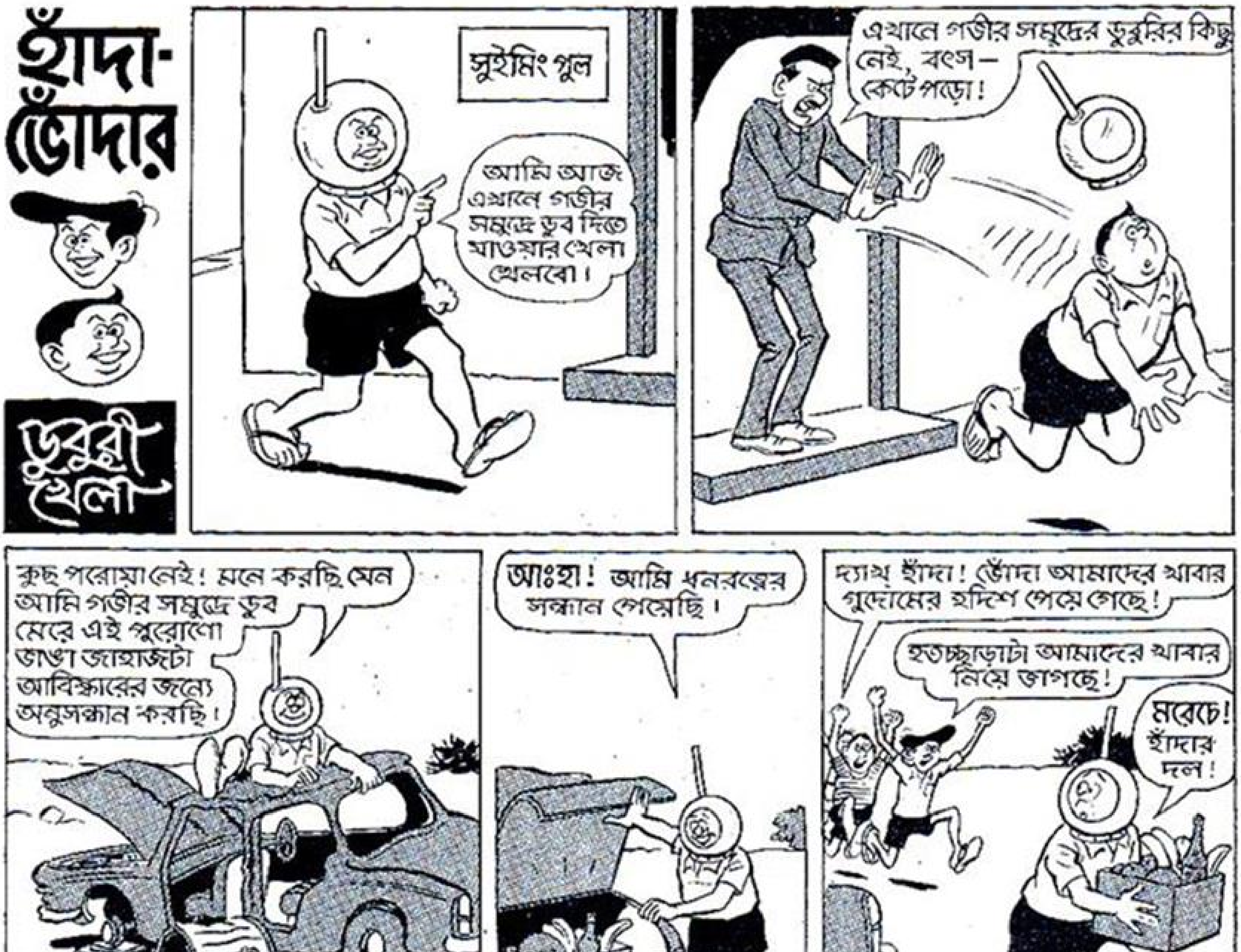


পরে গঙ্গার জেটিতে
কি চমৎকার একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দ্যাখ্ পলতে!
পেন্সিল্ কাটা ছুরি? এই জিনিসই তো আমার দরকার!
হোঃ! হোঃ! আমার চুম্বক আবার শিকার ধরতে যাচ্ছে!
পেয়েছি!
একি! এতো দেখছি ছুরিই নয়–এটা তো একটা অখাদ্য স্টীলের রুলার!
আমার সঙ্গে ফেরেববাজী? দাঁড়া, আগে তোদের ধরি!
তার আগে আমি তোকে ধরেছি! আমার দরকারী কাজের রুলারটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেবার মানে কি রে ম্যাড়া? এবারে তোর ঐ চুম্বক দিয়ে তোকে ওটা তুলে দিতে হবে!
ঘাবড়াস না, হাঁদা! জোয়ারের জল সরে গেলে নীচে নেমে ওটা খুঁজতে পারবি!
অবশ্য যদি তার আগেই না আমি ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেই!


হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট ব্যাট
একি রে হাঁদা! পুরোনো ব্যাটটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলি!
আমি আড়ি পেতে শুনেছি কাকা আজ একটা নতুন ব্যাট কিনে দেবে!
কিন্তু
এই যে তোর জন্যে নতুন ব্যাট এনেছি হাঁদা!
কাকাকে ধন্যবাদ দে হাঁদা।
একি! এতো টেবল টেনিস ব্যাট।
পরে
দ্যাখ আমি কি করেছি, আমি এটাকে শেষপর্যন্ত ক্রিকেট ব্যাট বানিয়ে নিয়েছি।
ঠিক আছে
আমি আর এখানে থাকছি না হাঁদা। জানালার কাঁচ ভেঙেছিস!
আমিও না।
আবার পরে
কারো লাথিতে একটা ফুটবল আমার দিকে আসছে— আমিও হাঁকাচ্ছি।
এঃ! আমার দিয়ে হাঁদা রাস্তার আলো ভেঙেছে! আমার ঘাড়ে দোষ পড়বে! আমি কেটে পড়ি।
একি! তোর ক্রিকেট ব্যাট কৈ রে হাঁদা? তুই জানিস আজ আমাদের গ্রেনেড ক্লাবের সঙ্গে খেলতে হবে।
সেই পুরোনো ব্যাটের চেয়ে এটা ঢের ভালো।
আমাদের পক্ষে কেতো প্রথম ব্যাট করবে। তোর বরাত ভালো হোক কেতো!
এই ল্যাংড়া ব্যাট দিয়ে খেললে তার দরকার আছে।

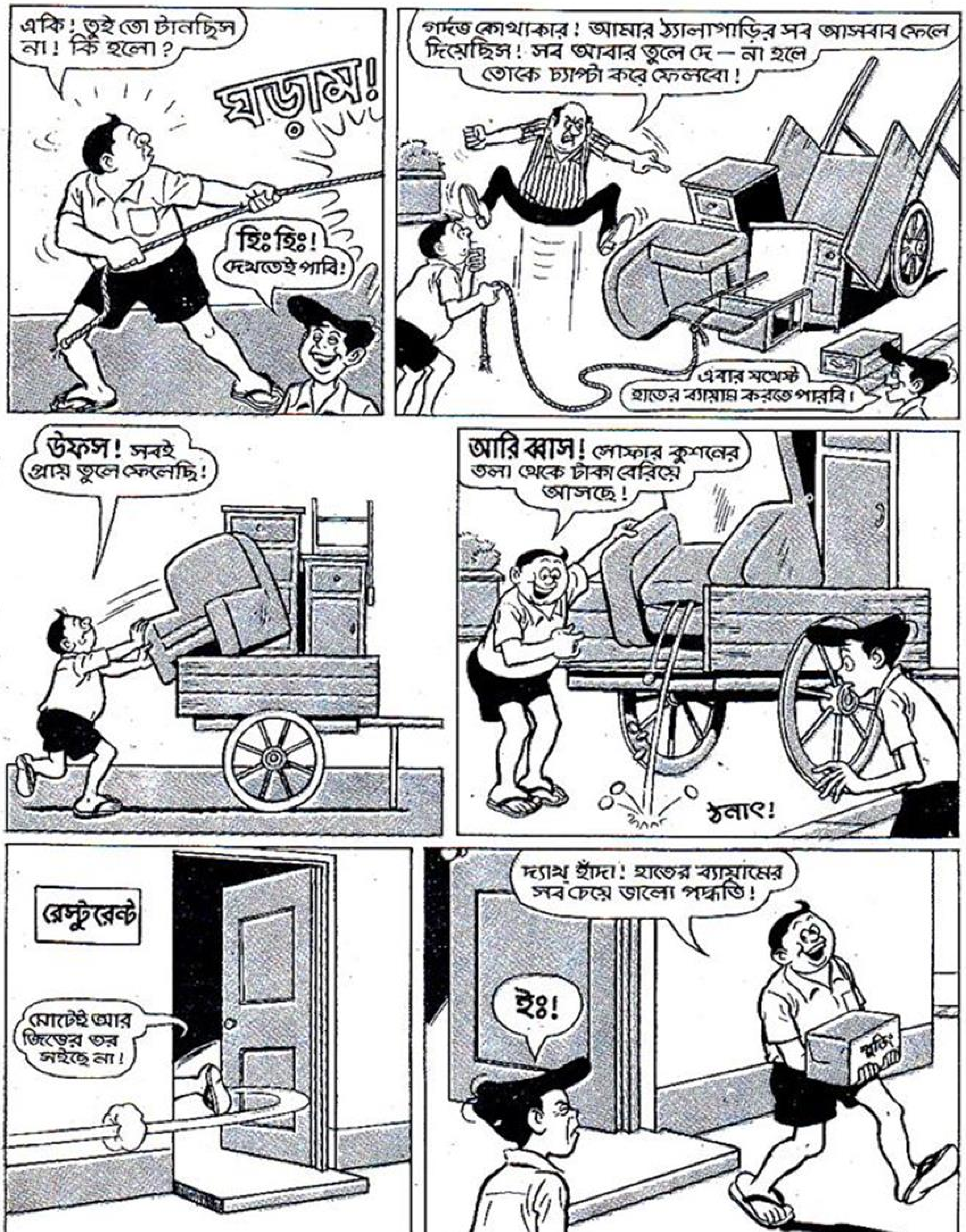


বাহ্! আমি জানি এরকম হবে। প্রথম বলেই আমি আউট!
কিছুক্ষণ পরে
আমাদের অর্দ্ধেকই আউট! ভালো করে খেলতে হবে!
খ্যাল হাঁদা!
এই ছক্কা—এঃ! ব্যাটটা খুলে বেরিয়ে গেলো!
ওফ্! এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে!
ধরে সব ঠ্যাঙানি লাগা!
ওফ্!
উফ্ফ্স!
ধমাস! গদাম! দমাস!
আফ্স!
আমাদের ওপর চড়াও হওয়ার মজা টের পাইয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন আমার পুরোনো ব্যাটটা ফিরে পাওয়া দরকার!
বাড়ি ফিরে
নবাব খাঞ্জা খাঁ! ভালো ব্যাটটা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে!
এই রে! বাবা ওটা দেখে ফেলেছে!
ও-ওটা একদম জীর্ণ হয়ে গেছে।
জীর্ণ? বটে। দেখিতো পরখ করে।
ইঃ!
হোঃ হোঃ! তুই ভেবেছিস আমার খুব লেগেছে? আসলে কিছুই লাগে নি! এই দ্যাখ!
এক ব্যাটের চোট তোকে আরেক ব্যাট বাঁচিয়েছে!


হাঁদা-ভোঁদার
ডুবুরী খেলা
সুইমিং পুল
আমি আজ এখানে গভীর সমুদ্রে ডুব দিতে যাওয়ার খেলা খেলবো।
এখানে গভীর সমুদ্রের ডুবুরির কিছু নেই, বৎস— কেটে পড়ো!
কুছ পরোয়া নেই! মনে করছি যেন আমি গভীর সমুদ্রে ডুব মেরে এই পুরোনো ভাঙা জাহাজটা আবিষ্কারের জন্যে অনুসন্ধান করছি।
আঃহা! আমি ধনরত্নের সন্ধান পেয়েছি।
দ্যাখ হাঁদা! ভোঁদা আমাদের খাবার গুদোমের হদিশ পেয়ে গেছে!
হতচ্ছাড়াটা আমাদের খাবার নিয়ে ভাগছে!
মরেছে! হাঁদার দল!
ডুবুরিরা বাতাসের চাপ ভর্তি বোতল সঙ্গে রাখে। আমি যদি এই লেমোনেডের বোতলে চাপ তৈরি করি তবে কেমন হয়।
ছপাস!
ইঃ! এই কাদাতে জুতো আটকে যাচ্ছে। এগুলো এখন ডুবুরির জুতোর মতোই ভারী মনে হচ্ছে।

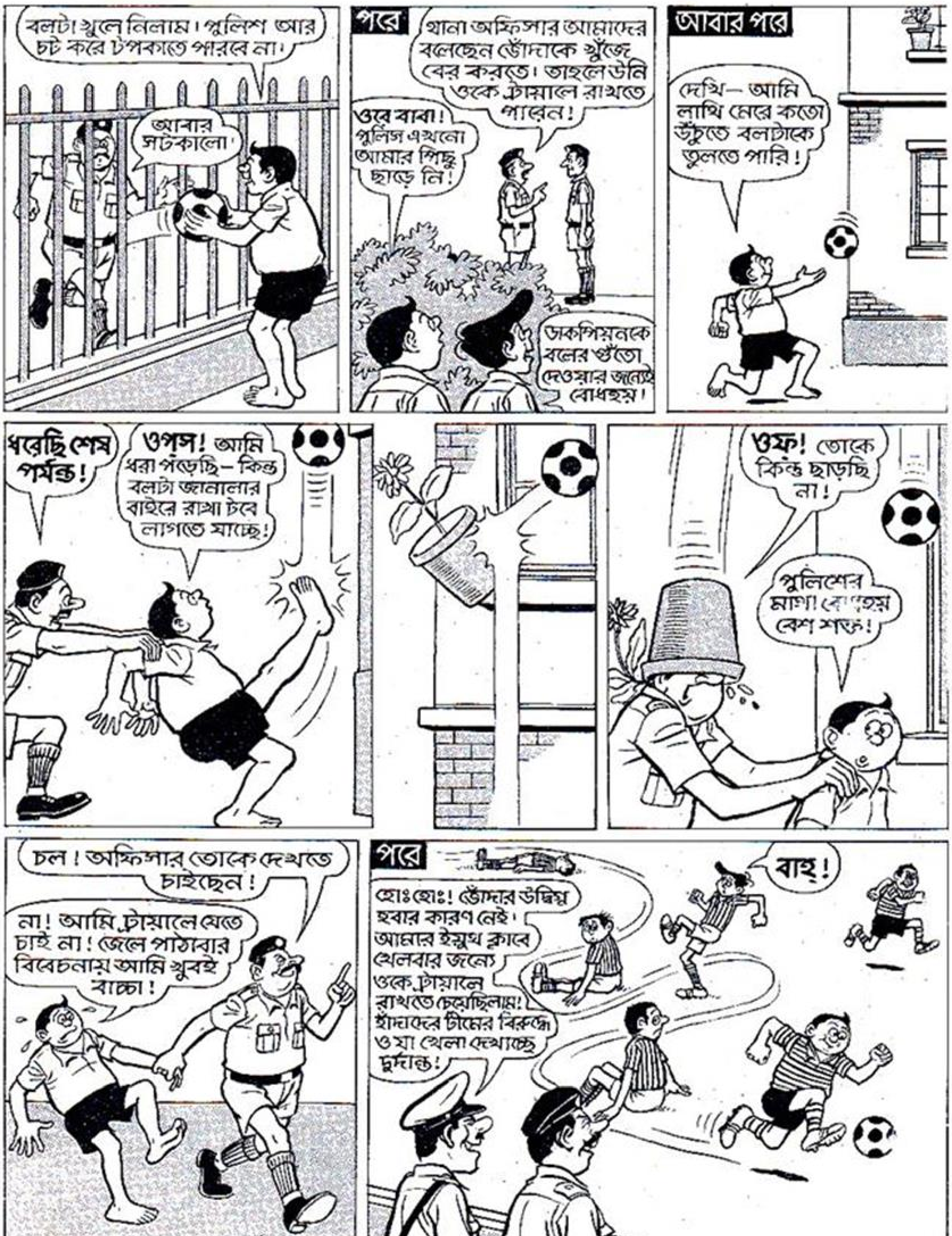

ধরেছি!
তুই ডুবুরি হতে চাইছিস বুঝি, ভোঁদা। বেশ, নে কাঁটাঝোপে ডুব দে!
উফ্!
কাঁটা ঝোপের মধ্যে ডুবে রত্নের সন্ধান পেয়েছি, একটা গলফ খেলার বল।
পরে
একাজের জন্যে ঠিকঠাক ভালো ডুবুরির পোষাক চাই।
কাঁটা ঝোপ রূপী গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো তুলছিস নাকি রে ভোঁদা?
হ্যাঁ!
হোঃ হোঃ! গল্ফ খেলোয়াড়রা কখনই এই সব বল ফিরে পেতো না। আমার ডুবুরির পোষাকের দৌলতে এই বল রূপী মুক্তো থেকে ফায়দা তুলছি হাঁদা।
গল্ফ বল ৫ টাকা জোড়া
ইস্!

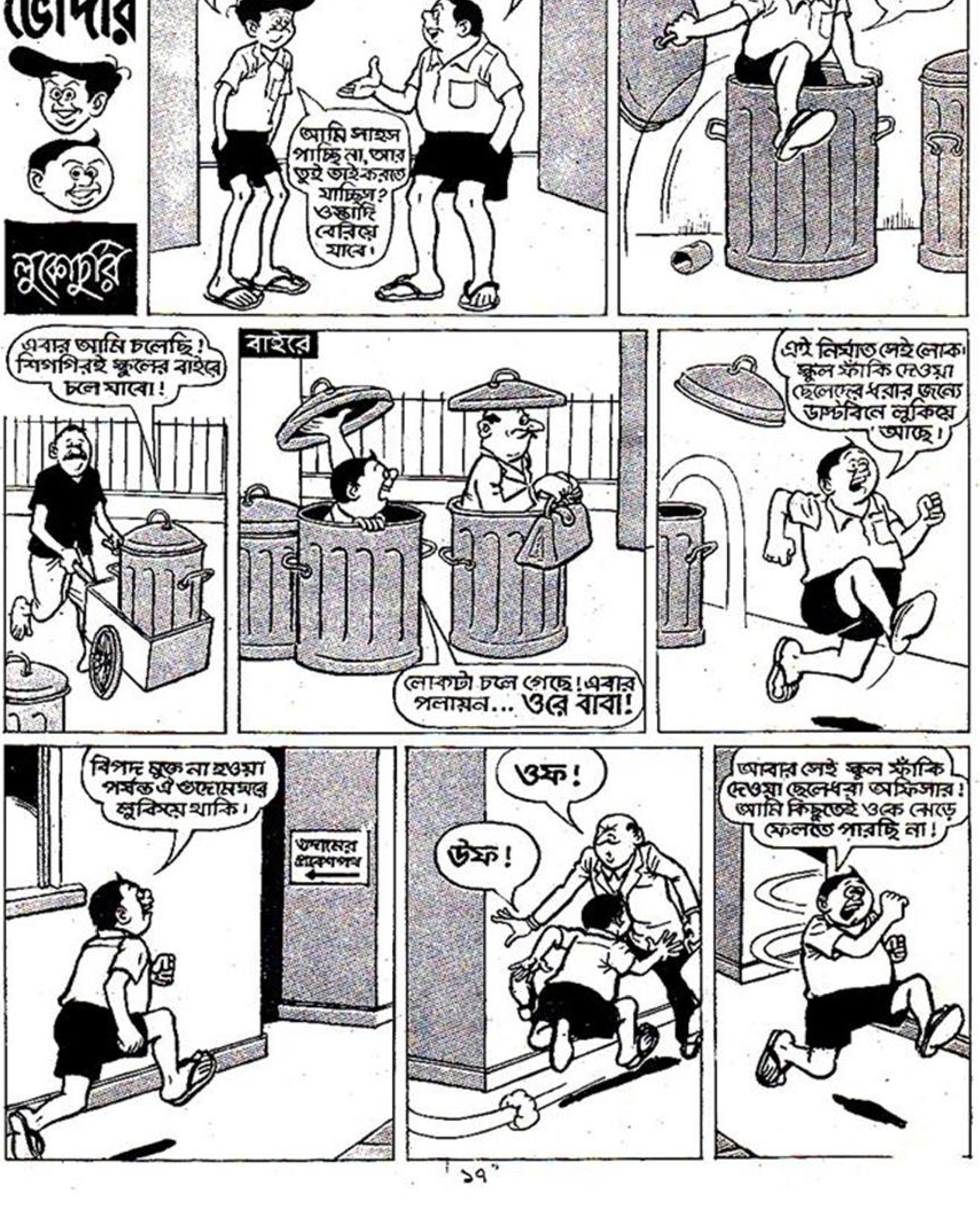

হাঁদা-ভোঁদার
হাতের ব্যায়াম
আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বি ভোঁদা? যে জিতবে সে তোর ঐ নতুন শুকতারাটা পাবে।
আ-আচ্ছা।
তুই কি শুরু করার জন্যে তৈরি ভোঁদা?
আপ্‌স! হ্যাঁ, শুরু করছি!
তুই হেরে গেছিস! শুকতারাটা আমি জিতেছি! তোর চেহারাটা গোদা হলে কি হবে, নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসলে তুই সত্যিই একটা ভোঁদা।
উঃ! হাতটা গেছে!
আচ্ছা, আমি আগে ব্যায়াম করে হাতকে শক্তিশালী করে নি, তারপর মর্কটটার ওস্তাদি বের করে দেবো।
আমি তোকে সাহায্য করছি ভোঁদা—নে সামনে ছোট্!
থাম, থাম বলছি শিগগির! এখানে ঘাসগুলো কাঁটার মতন! উফ্‌! আঃ!
আমি দুঃখিত, ভোঁদা। আমি তোকে দেখাচ্ছি কি করে আমি আমার হাতের পেশীতে এতো শক্তি সঞ্চয় করেছি। স্রেফ এই দড়ি টানাটানি খেলে। কথা দিচ্ছি জোরে টানবো না।
ঠিক আছে হাঁদা।


একি! তুই তো টানছিস না! কি হলো?
ঘড়াম!
হিঃ হিঃ! দেখতেই পাবি!
গর্দভ কোথাকার! আমার ঠ্যালাগাড়ির সব আসবাব ফেলে দিয়েছিস! সব আবার তুলে দে — না হলে তোকে চ্যাপ্টা করে ফেলবো!
এবার যথেষ্ট হাতের ব্যায়াম করতে পারবি।
উফস! সবই প্রায় তুলে ফেলেছি!
আরি ব্বাস! সোফার কুশনের তলা থেকে টাকা বেরিয়ে আসছে!
ঠনাৎ!
রেস্টুরেন্ট
মোটেই আর জিভের তর সইছে না!
দ্যাখ হাঁদা! হাতের ব্যায়ামের সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি!
ইঃ!



হাঁদা-ভোঁদার
বলের লড়াই
ঠিক আছে, হাঁদা! দেখি তুই ভোঁদার স্পেশাল কি করে আটকাস!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! গোলপোস্টের বদলে পোস্টম্যান হিট করেছিস ভোঁদা।
ধরে একেবারে ঠুসে দেবো ভোঁদড় কোথাকার!
এখন এখানে থাকা আমার পক্ষে অনুচিত।
আপনার কি হয়েছে?
ভোঁদা আমাকে ফুটবলের গুঁতো লাগিয়ে পালিয়েছে!
হুমম! এ ব্যাপারে থানা অফিসারকে বলতে হবে!
পরে
অ্যাই ভোঁদা! থানা অফিসার তোকে ট্রায়ালে রাখতে চান!
তোকে পুলিশে ধরতে চাইছে ভোঁদা। হিঃ হিঃ!
ট্রায়াল? ওরে বাবা! আমাকে এখান থেকে কেটে পড়তেই হবে! বলটাকে আগে রেলিংএর ফাঁকে আটকে দি!
এখন বলটাকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে বেড়া টপকে ওধারে যাই!

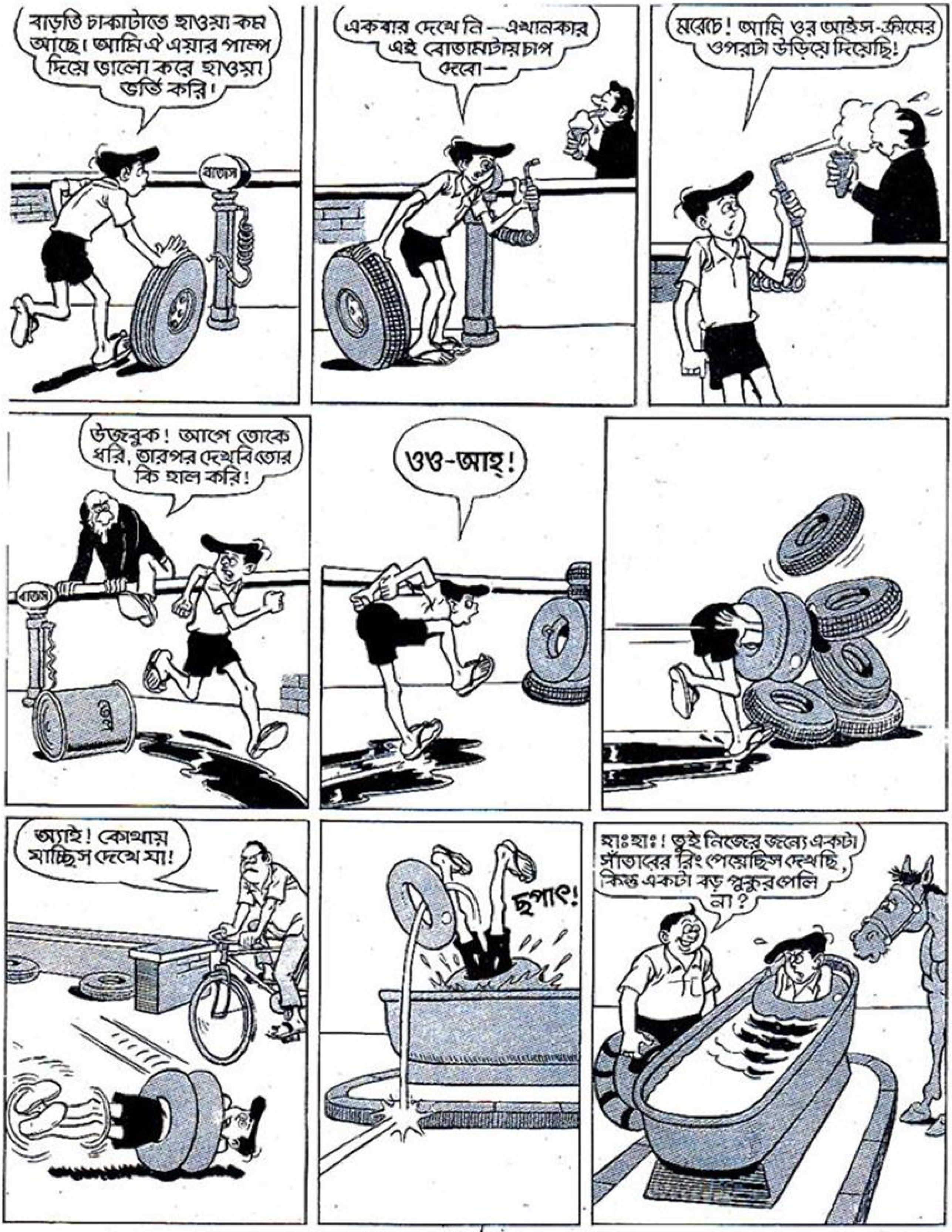

বলটা খুলে নিলাম। পুলিশ আর চট করে টপকাতে পারবে না।
আবার সটকালো।
পরে
থানা অফিসার আমাদের বলছেন ভোঁদাকে খুঁজে বের করতে। তাহলে উনি ওকে ট্রায়ালে রাখতে পারেন!
ওরে বাবা! পুলিস এখনো আমার পিছু ছাড়ে নি!
ডাকপিয়নকে বলের গুঁতো দেওয়ার জন্যেই বোধহয়।
আবার পরে
দেখি— আমি লাথি মেরে কতো উঁচুতে বলটাকে তুলতে পারি!
ধরেছি শেষ পর্যন্ত!
ওপ্‌স! আমি ধরা পড়েছি— কিন্তু বলটা জানালার বাইরে রাখা টবে লাগতে যাচ্ছে!
ওফ্! তোকে কিন্তু ছাড়ছি না!
পুলিশের মাথা দেখছি বেশ শক্ত!
চল! অফিসার তোকে দেখতে চাইছেন!
না! আমি ট্রায়ালে যেতে চাই না! জেলে পাঠাবার বিবেচনায় আমি খুবই বাচ্চা!
পরে
হোঃ হোঃ! ভোঁদার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমার ইয়ুথ ক্লাবে খেলবার জন্যে ওকে ট্রায়ালে রাখতে চেয়েছিলাম! হাঁদাদের টীমের বিরুদ্ধে ও যা খেলা দেখাচ্ছে দুর্দান্ত!
বাহ্!


হাঁদা-ভোঁদার
লুকোচুরি
আজ আমি যাচ্ছি না। স্কুল পালানো ছেলে ধরার জন্যে একজন অফিসার এসেছে।
এতে তুই ঘাবড়ে গেলি? আমি দেখবো কি করে আমার খোঁজ পায়।
আমি সাহস পাচ্ছি না, আর তুই তাই করতে যাচ্ছিস? ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে।
সুতরাং
এই ফাঁকা ডাস্টবিনটার মধ্যে লুকিয়ে থাকি।
এবার আমি চলেছি! শিগগিরই স্কুলের বাইরে চলে যাবো!
বাইরে
লোকটা চলে গেছে! এবার পলায়ন... ওরে বাবা!
এই নির্ঘাত সেই লোক। স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেদের ধরার জন্যে ডাস্টবিনে লুকিয়ে আছে।
বিপদ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ গুদামঘরে লুকিয়ে থাকি।
গুদামের প্রবেশপথ
ওফ!
উফ!
আবার সেই স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেধরা অফিসার! আমি কিছুতেই ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না!

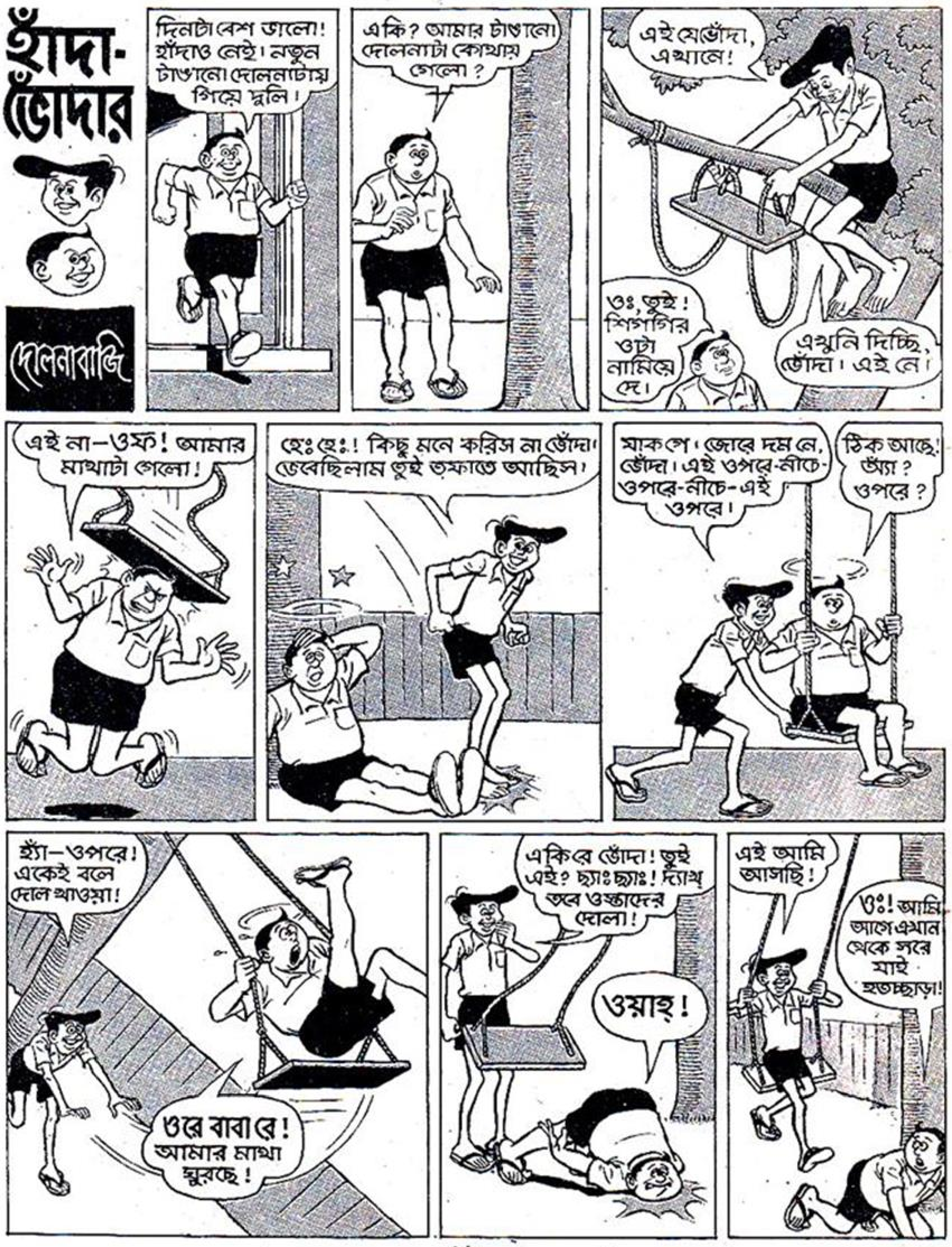


এই জঙ্গলের মধ্যে সে আর আমার পাত্তা পাবে না!
ওরে বাবা! এখানেও ঠিক আমাকে ধাওয়া করেছে!
আরে! এই হোঁৎকাটা আমার এই গাছের ওপর কি করছে?
যাক, আমাকে দেখতে পায় নি!
এবার ও পালাবার পথ পাবে না!
গেছি রে!
মরেচে! অফিসারের ঘাড়েই পড়েছি!
ঐ যে সে! ওকে পাকড়াও করুন সিপাইজী!
ওরে বাবা! এবারে গেছি! হেড স্যার একেবারে পুলিশ নিয়ে এসেছে!
সাবাশ, ভোঁদা! যে ডাকাতটা স্কুলের ট্রফিগুলি নিয়ে পালাচ্ছিলো তাকে তুই ধরেছিস!
ওঃ! ও তাহলে স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেদের ধরার অফিসার নয়, ও আমারই মতো লুকোতে চেষ্টা করছিলো!
আমি আবার স্কুলে ফিরে এসেছি, হাঁদা! ডাকাত ধরার জন্যে পুরস্কার নিতে!
উঁহু!

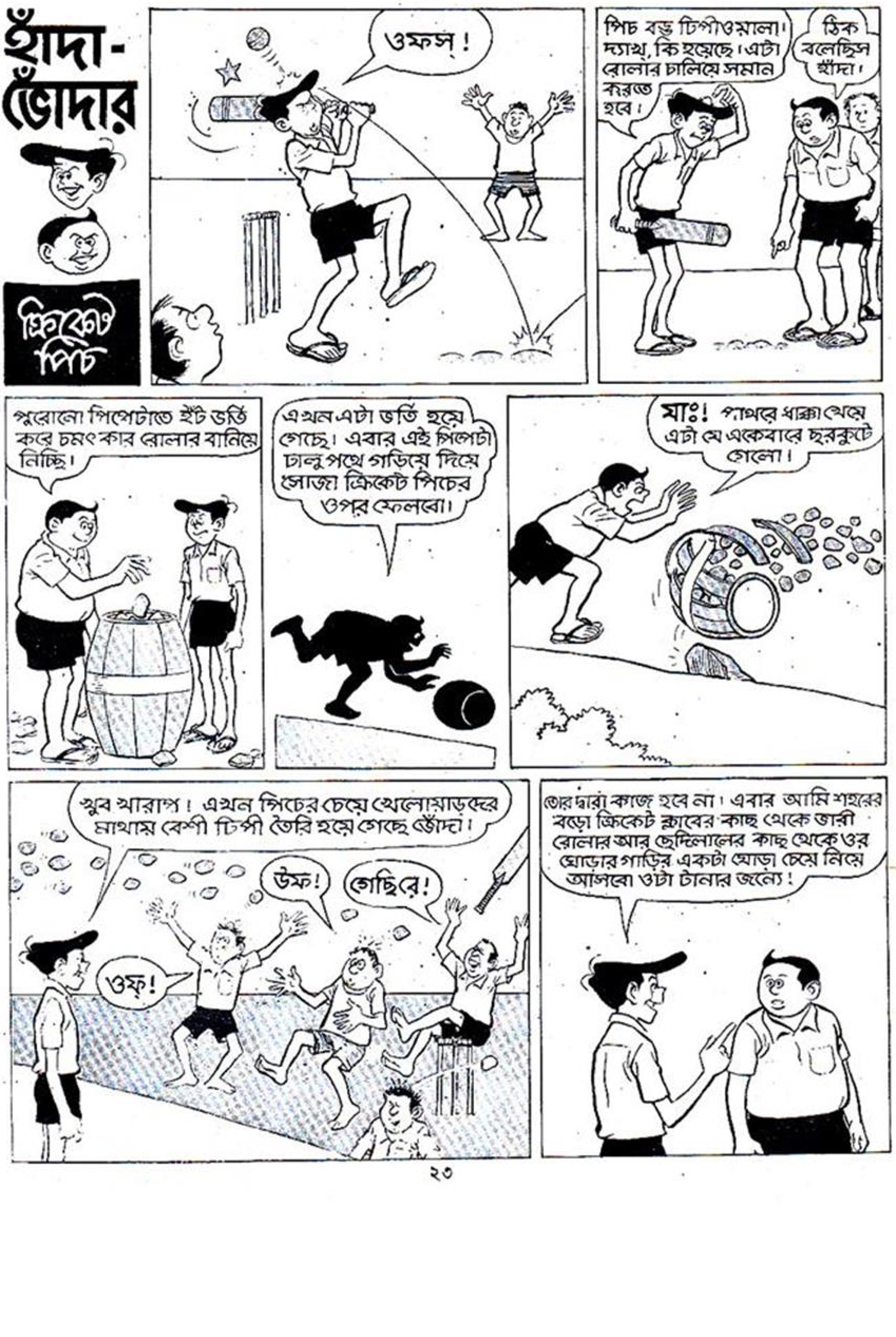

হাঁদা-ভোঁদার
সাঁতারের রিং
দ্যাখ্, সাঁতারের রিং কিনলুম! তুইতো পয়সা খেটিয়ে মের দিলি, না হলে কিনতে পারতিস।
ও কেনবার জন্য পয়সা সংগ্রহ সামান্য ব্যাপার! কিছুক্ষণের মধ্যেই তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি!
এই যে, হাঁদা! আমি একটা দরকারী জিনিস আনতে বাড়ি যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি গ্যারেজের দিকে নজর রাখিস? ফিরে এসে তোকে পাঁচটা টাকা দেবোখন!
নিশ্চয়ই!
মেরামত
এর মধ্যে যদি কোন খদ্দের আসে, তাদের বলবি আমি শিগগির ফিরবো!
আচ্ছা।
জলদি! টায়ারটা ফেঁসে গেছে। নতুন লাগাতে হবে। পারবে কি?
ইয়ে, আমি—আর—
আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি। আমার ভয়ানক তাড়া!
কি-কিন্তু আমি—
যা হোক চেষ্টা করে দেখি। চাকা পাল্টাতে আমি তো পিসেমশাইকে অনেকবার সাহায্য করেছি।
বাপস্! একেবারে টাইট হয়ে গেছে! খুলে আসছে না!
তেল
খুলেছে — ওফ্‌স্!
তেল

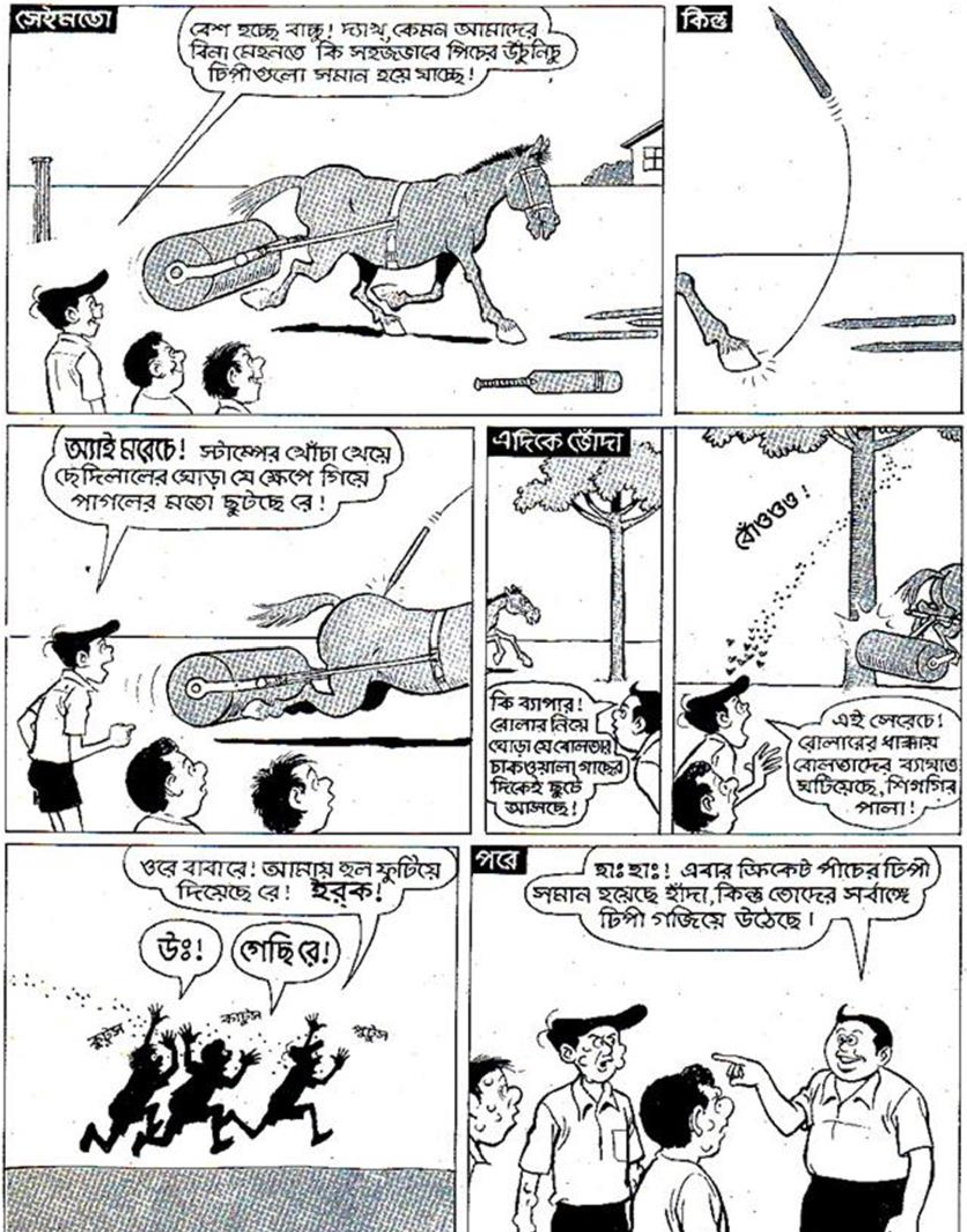


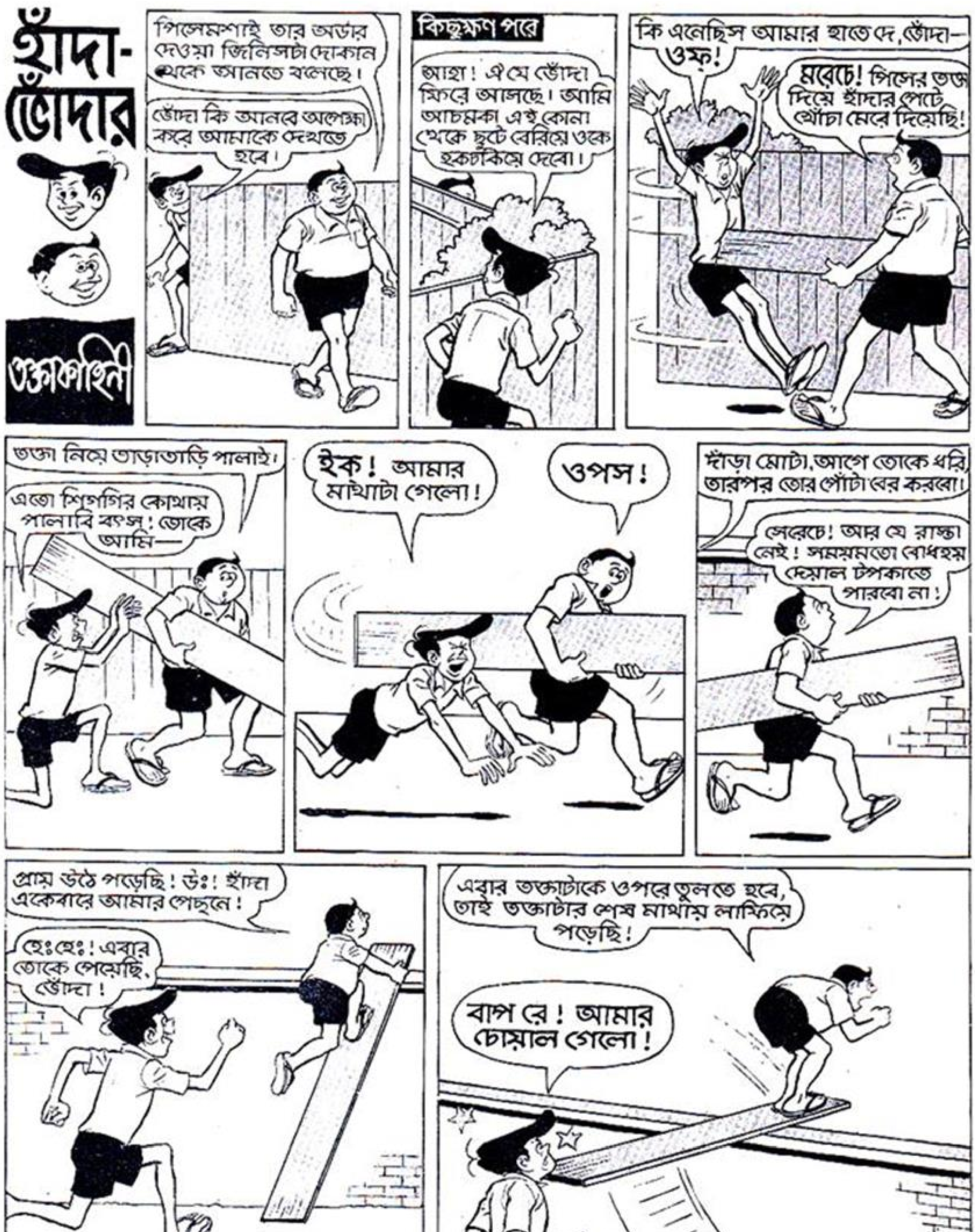
বাড়তি চাকাটাতে হাওয়া কম আছে। আমি ঐ এয়ার পাম্প দিয়ে ভালো করে হাওয়া ভর্তি করি।
বাতাস
একবার দেখে নি — এখানকার এই বোতামটায় চাপ দেবো —
মরেছে! আমি ওর আইস-ক্রীমের ওপরটা উড়িয়ে দিয়েছি!
উজবুক! আগে তোকে ধরি, তারপর দেখবি তোর কি হাল করি!
ওও-আহ্!
অ্যাই! কোথায় যাচ্ছিস দেখে যা!
ছপাৎ!
হাঃ হাঃ! তুই নিজের জন্যে একটা সাঁতারের রিং পেয়েছিস দেখছি, কিন্তু একটা বড় পুকুর পেলি না?


হাঁদা-ভোঁদার
দোলনাবাজি
দিনটা বেশ ভালো! হাঁদাও নেই। নতুন টাঙানো দোলনাটায় গিয়ে দুলি।
একি? আমার টাঙানো দোলনাটা কোথায় গেলো?
এই যে ভোঁদা, এখানে!
ওঃ, তুই! শিগগির ওটা নামিয়ে দে।
এখুনি দিচ্ছি, ভোঁদা। এই নে।
এই না—ওফ! আমার মাথাটা গেলো!
হেঃ হেঃ! কিছু মনে করিস না ভোঁদা। ভেবেছিলাম তুই তফাতে আছিস।
যাক গে। জোরে দম নে, ভোঁদা। এই ওপরে-নীচে-ওপরে-নীচে-এই ওপরে।
ঠিক আছে! অ্যাঁ? ওপরে?
হ্যাঁ—ওপরে! একেই বলে দোল খাওয়া!
ওরে বাবা রে! আমার মাথা ঘুরছে!
একি রে ভোঁদা! তুই এই? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! দ্যাখ্ তবে ওস্তাদের দোলা!
ওয়াহ্!
এই আমি আসছি!
ওঃ! আমি আগে এখান থেকে সরে যাই হতচ্ছাড়া!

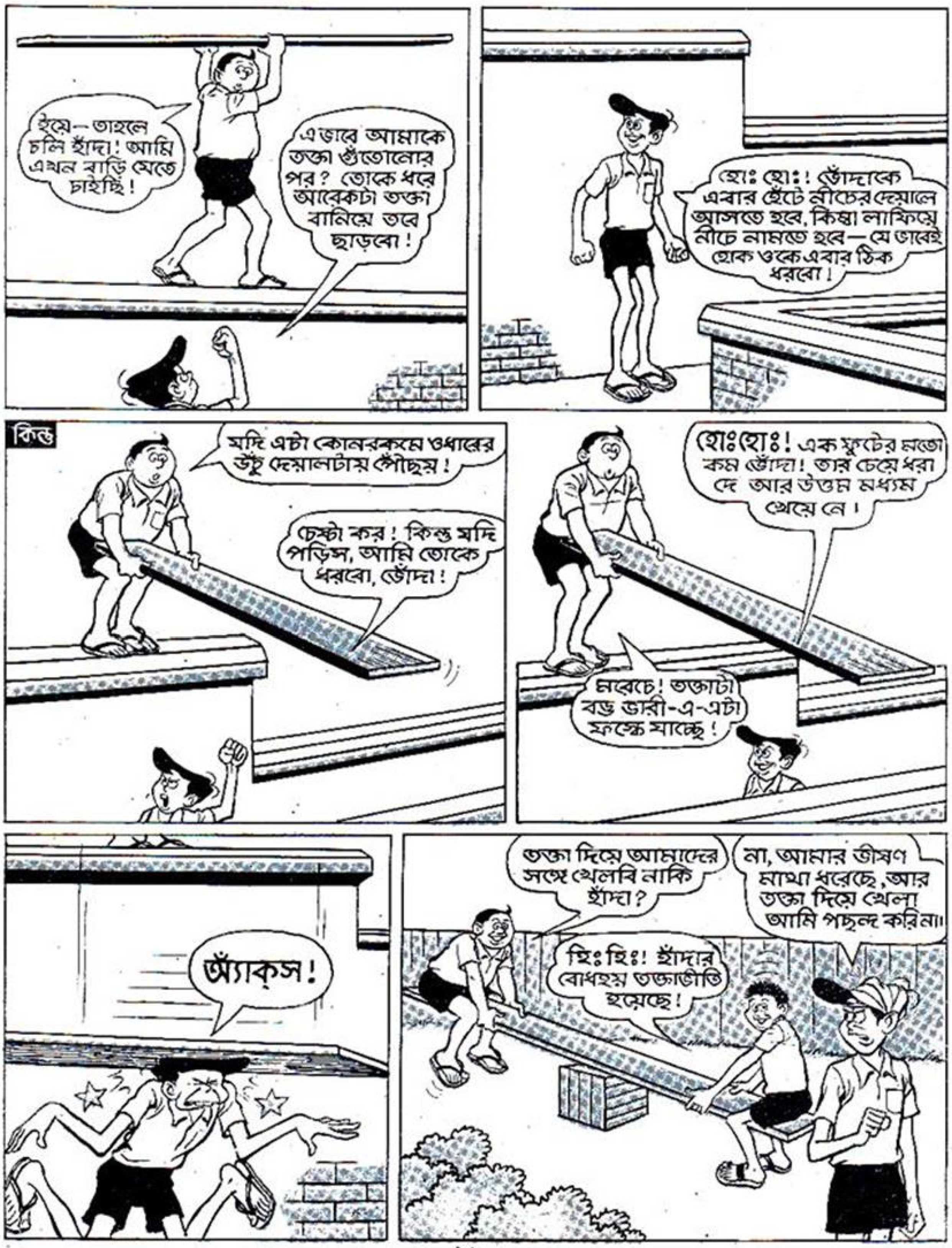

সরে যাবি— ঠিক আছে, আমি তোকে হেল্প করছি!
আঁউফ্!
এখন যেতে হচ্ছে। পরে এসে তোর সঙ্গে আবার দোলনবাজি করবো ভোঁদা।
আচ্ছা! আয় হতচ্ছাড়া!
পরে
এসেছিস? বেশ, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এই টায়ার দোলনায় তুই দুলতে পারবি না!
আরে, ওতে দুলতেই তো বেশী ভালোবাসি।
দ্যাখ্! এবার আমাকে একটা জোরে ঠ্যালা দে, ভোঁদা।
ভাবিস না হাঁদা! ঠ্যালা না দিয়ে তোকে একটা খেলা দেখিয়ে দিচ্ছি।
এভাবে ঠেলছিস কেন? আমি যে পাক খাচ্ছি।
হিঃ হিঃ! এর পরে ওর মাথা পাক খাবে।
দড়ি ওপর পর্যন্ত পাক খেয়ে গেছে! এবার আবার উল্টো দিকে ঘুরবে। যে কোন সময় ও নামতে চাইবে, আমিও দড়ি কাটার জন্যে তৈরি!
ইরক! ওঃ, আমার মাথা গেলো! আমি নেমে যাবো!
ওঁয়াফ্‌স!
ওওওঃ! পৃথিবীটা যে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
হিঃ হিঃ! দোলন বিশারদ বোধহয় এখন আর দোল খেতে চাইবে না। বেচারা বড্ডই কাহিল হয়ে পড়েছে।

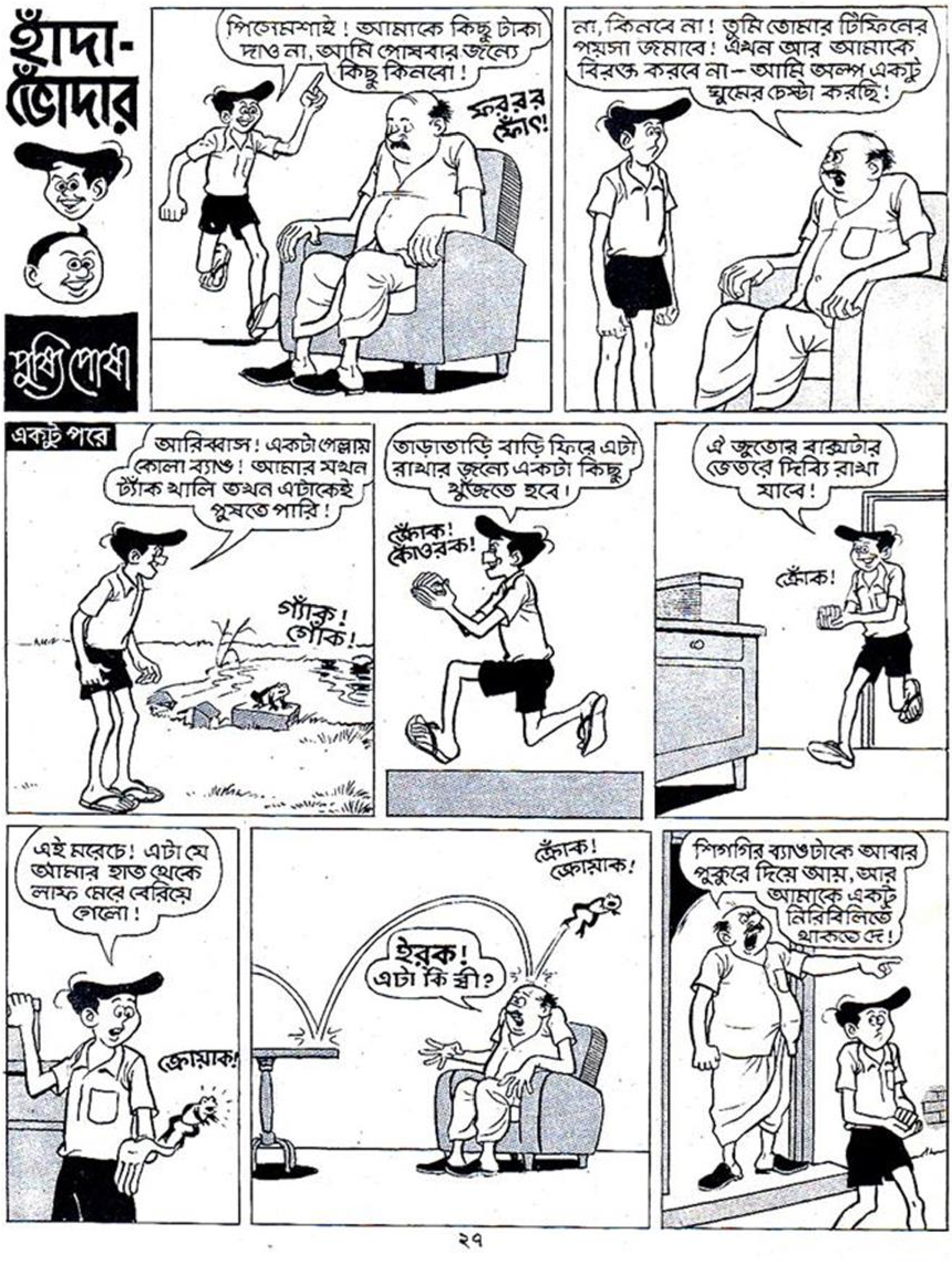

হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট পিচ
ওফস্!
পিচ বড্ড টিপীওয়ালা। দ্যাখ্, কি হয়েছে। এটা রোলার চালিয়ে সমান করতে হবে।
ঠিক বলেছিস হাঁদা।
পুরোনো পিপেটাতে ইঁট ভর্তি করে চমৎকার রোলার বানিয়ে নিচ্ছি।
এখন এটা ভর্তি হয়ে গেছে। এবার এই পিপেটা ঢালু পথে গড়িয়ে দিয়ে সোজা ক্রিকেট পিচের ওপর ফেলবো।
যাঃ! পাথরে ধাক্কা খেয়ে এটা যে একেবারে ছত্রকুটে গেলো।
খুব খারাপ! এখন পিচের চেয়ে খেলোয়াড়দের মাথায় বেশী টিপী তৈরি হয়ে গেছে ভোঁদা!
উফ!
গেছিরে!
ওফ্!
তোর দ্বারা কাজ হবে না। এবার আমি শহরের বড়ো ক্রিকেট ক্লাবের কাছ থেকে ভারী রোলার আর ছেদিলালের কাছ থেকে ওর ঘোড়ার গাড়ির একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে আসবো ওটা টানার জন্যে!

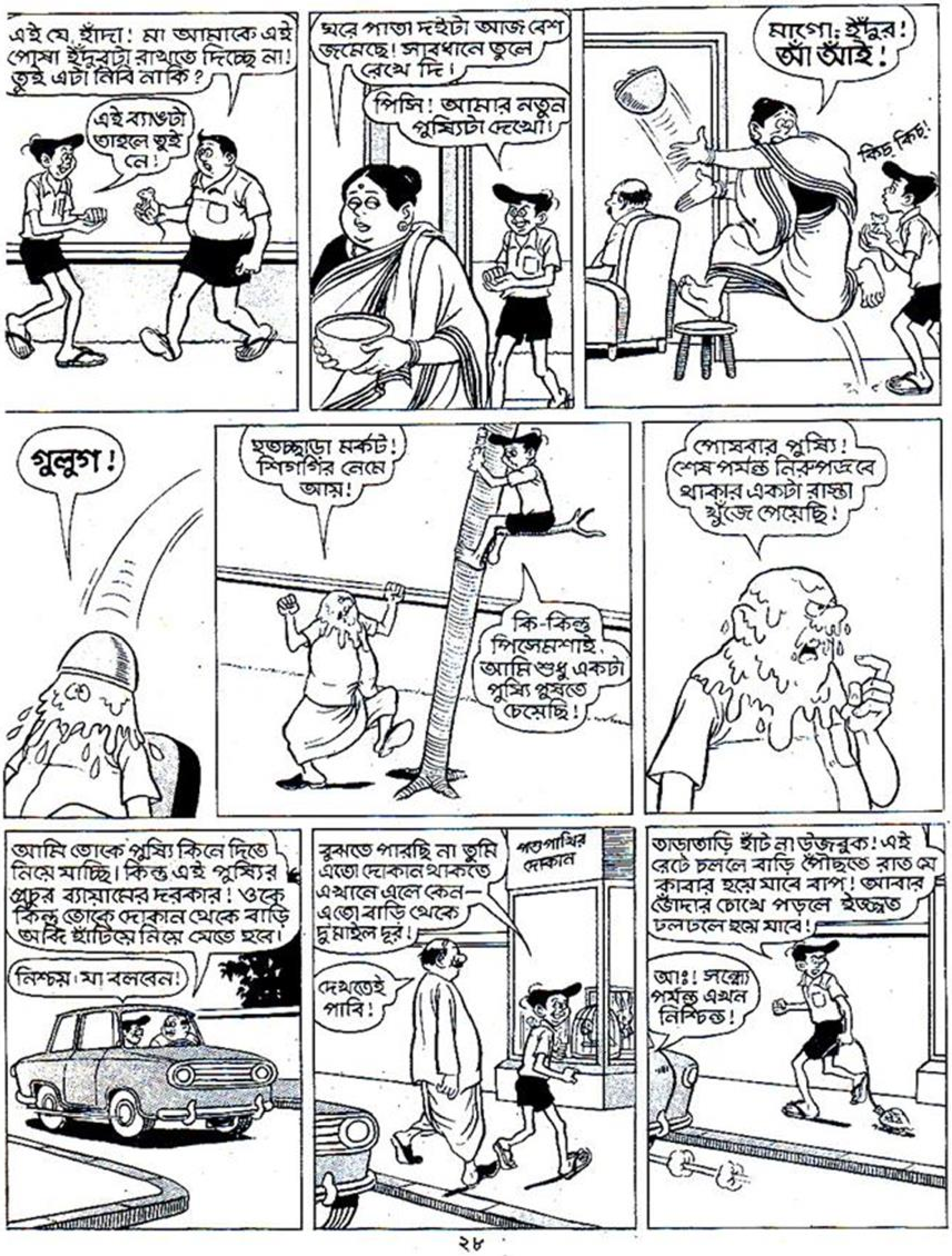

সেইমতো
বেশ হচ্ছে বাচ্চু! দ্যাখ্, কেমন আমাদের বিনা মেহনতে কি সহজভাবে পিচের উঁচুনিচু টিপীগুলো সমান হয়ে যাচ্ছে!
কিন্তু
অ্যাই মরেচে! স্টাম্পের খোঁচা খেয়ে ছেদিলালের ঘোড়া যে ক্ষেপে গিয়ে পাগলের মতো ছুটছে রে!
এদিকে ভোঁদা
কি ব্যাপার! রোলার নিয়ে ঘোড়া যে বোলতার চাকওয়ালা গাছের দিকেই ছুটে আসছে!
বোঁওওও!
এই সেরেচে! রোলারের ধাক্কায় বোলতাদের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, শিগগির পালা!
ওরে বাবারে! আমায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে রে! ইর্‌ক!
উঃ!
গেছি রে!
পরে
হাঃ হাঃ! এবার ক্রিকেট পীচের টিপী সমান হয়েছে হাঁদা, কিন্তু তোদের সর্বাঙ্গে টিপী গজিয়ে উঠেছে।

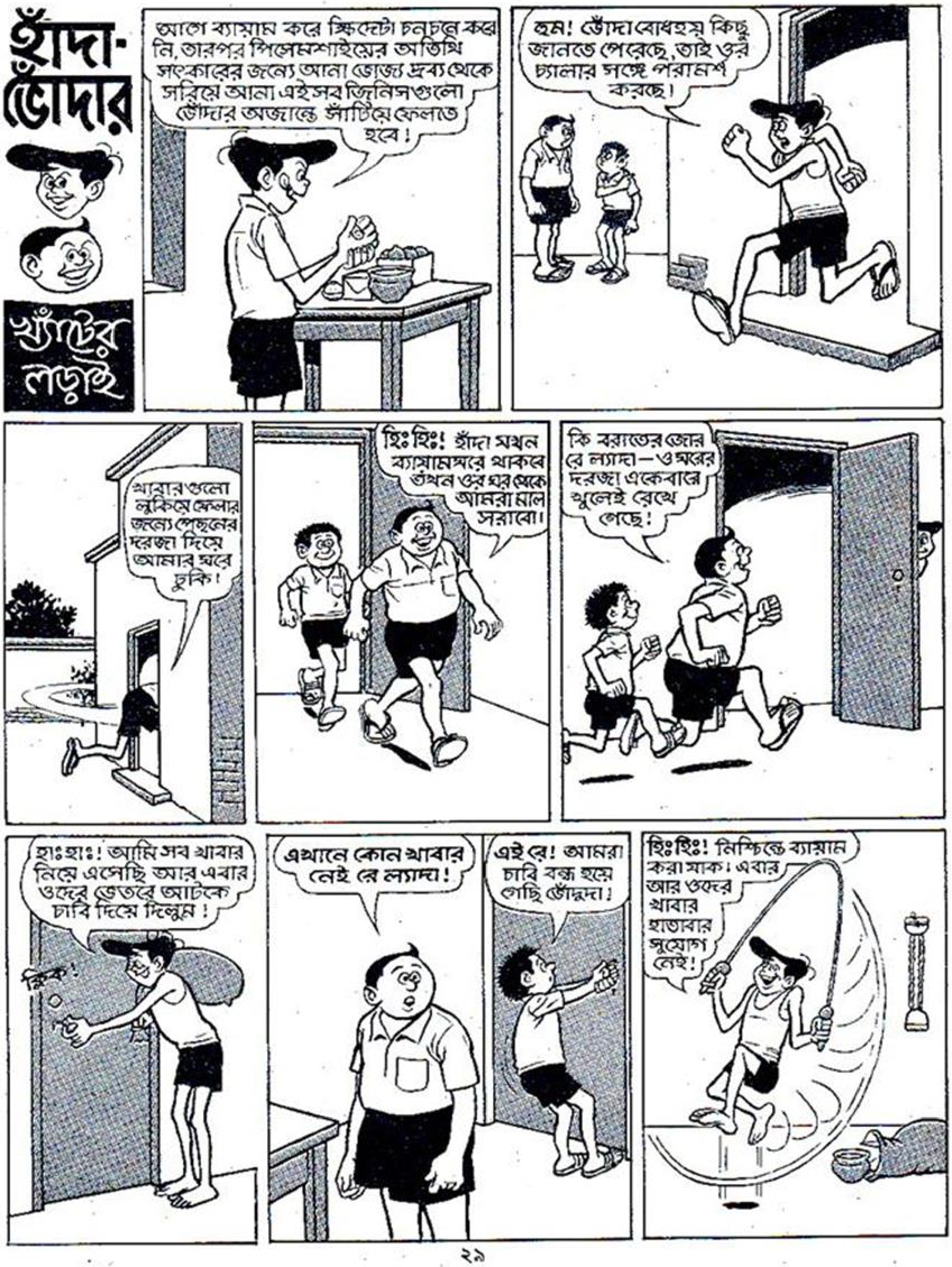


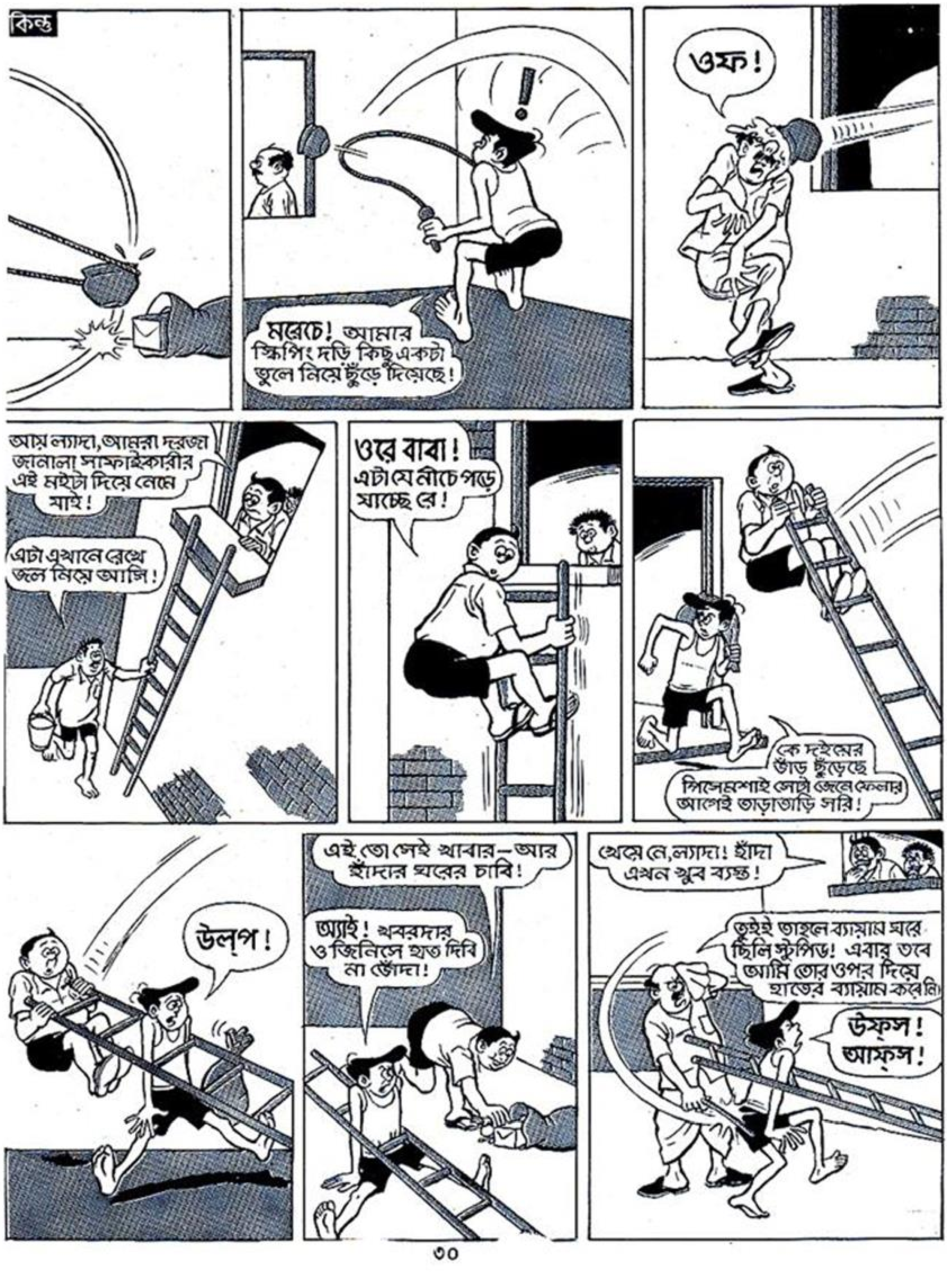
হাঁদা-ভোঁদার
তক্তাকাহিনী
পিসেমশাই তার অর্ডার দেওয়া জিনিসটা দোকান থেকে আনতে বলেছে।
ভোঁদা কি আনবে অপেক্ষা করে আমাকে দেখতে হবে।
কিছুক্ষণ পরে
আহা! ঐ যে ভোঁদা ফিরে আসছে। আমি আচমকা এই কোনা থেকে ছুটে বেরিয়ে ওকে হকচকিয়ে দেবো।
কি এনেছিস আমার হাতে দে, ভোঁদা—
ওফ্!
মরেছে! পিসের তক্তা দিয়ে হাঁদার পেটে খোঁচা মেরে দিয়েছি!
তক্তা নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাই।
এতো শিগগির কোথায় পালাবি বৎস! তোকে আমি—
ইক! আমার মাথাটা গেলো!
ওপস!
দাঁড়া মোটা, আগে তোকে ধরি, তারপর তোর পোঁটা বের করবো।
সেরেছে! আর যে রাস্তা নেই! সময়মতো বোধহয় দেয়াল টপকাতে পারবো না!
প্রায় উঠে পড়েছি! উঃ! হাঁদা একেবারে আমার পেছনে!
হেঃ হেঃ! এবার তোকে পেয়েছি, ভোঁদা!
এবার তক্তাটাকে ওপরে তুলতে হবে, তাই তক্তাটার শেষ মাথায় লাফিয়ে পড়েছি!
বাপ রে! আমার চোয়াল গেলো!


ইয়ে— তাহলে চলি হাঁদা! আমি এখন বাড়ি যেতে চাইছি!
এভাবে আমাকে তক্তা গুঁতোনোর পর? তোকে ধরে আরেকটা তক্তা বানিয়ে তবে ছাড়বো!
হোঃ হোঃ! ভোঁদাকে এবার হেঁটে নীচের দেয়ালে আসতে হবে, কিম্বা লাফিয়ে নীচে নামতে হবে— যে ভাবেই হোক ওকে এবার ঠিক ধরবো!
কিন্তু
যদি এটা কোনরকমে ওধারের উঁচু দেয়ালটায় পৌঁছয়!
চেষ্টা কর! কিন্তু যদি পড়িস, আমি তোকে ধরবো, ভোঁদা!
হোঃহোঃ! এক ফুটের মতো কম ভোঁদা! তার চেয়ে ধরা দে আর উত্তম মধ্যম খেয়ে নে।
মরেছে! তক্তাটা বড্ড ভারী-এ-এটা ফস্কে যাচ্ছে!
অ্যাঁক্‌স!
তক্তা দিয়ে আমাদের সঙ্গে খেলবি নাকি হাঁদা?
না, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আর তক্তা দিয়ে খেলা আমি পছন্দ করি না।
হিঃ হিঃ! হাঁদার বোধহয় তক্তাভীতি হয়েছে!

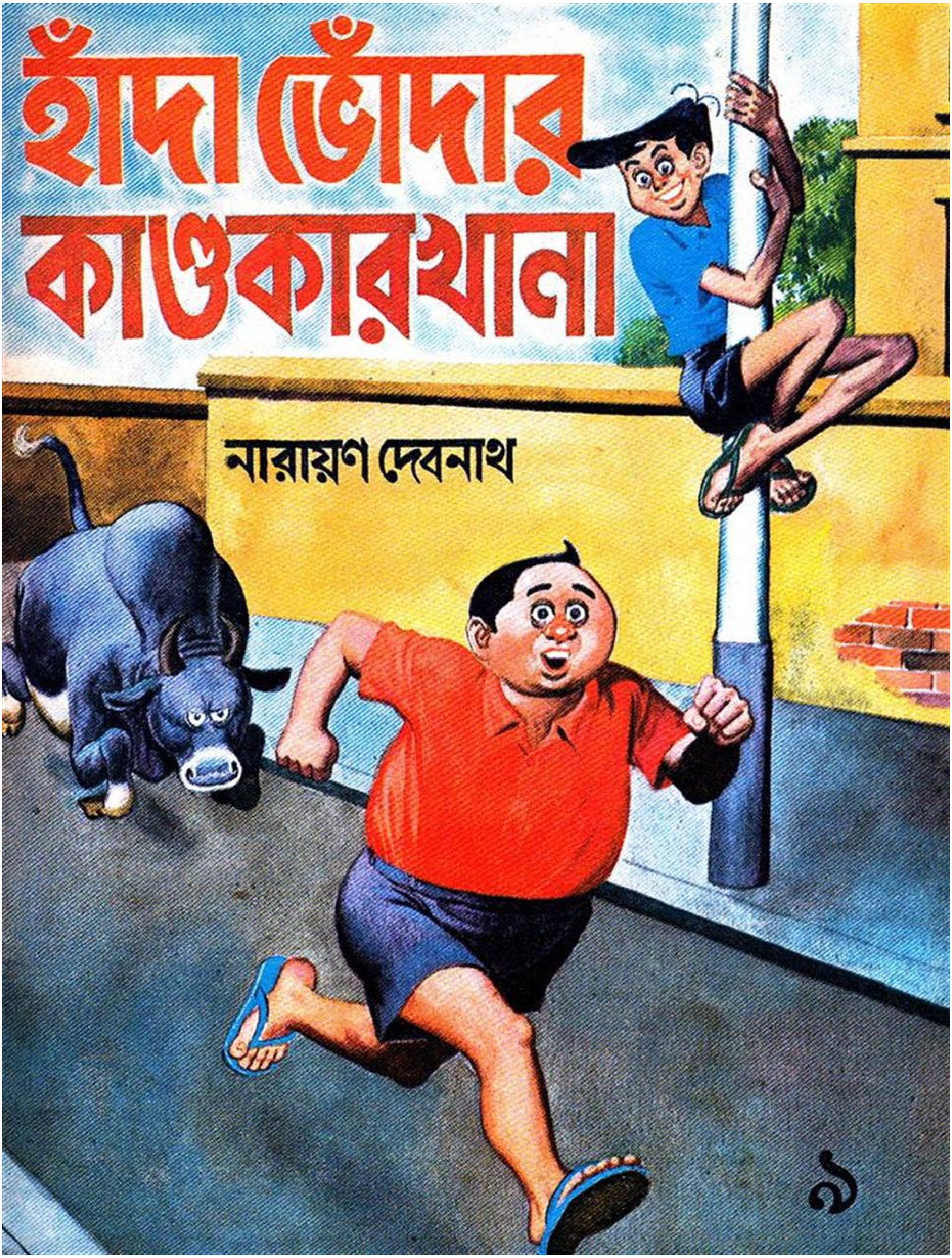

হাঁদা-ভোঁদার
পুষ্যি পোষা
পিসেমশাই ! আমাকে কিছু টাকা দাও না, আমি পোষবার জন্যে কিছু কিনবো !
ফরররর ফোঁৎ!
না, কিনবে না ! তুমি তোমার টিফিনের পয়সা জমাবে ! এখন আর আমাকে বিরক্ত করবে না – আমি অল্প একটু ঘুমের চেস্টা করছি !
একটু পরে
আরিব্বাস ! একটা পেল্লায় কোলা ব্যাঙ ! আমার যখন ট্যাঁক খালি তখন এটাকেই পুষতে পারি !
গ্যাঁক ! গোঁক !
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এটা রাখার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে হবে।
ক্রোঁক ! কোঁওরক !
ঐ জুতোর বাক্সটার ভেতরে দিব্যি রাখা যাবে !
ক্রোঁক !
এই মরেচে ! এটা যে আমার হাত থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে গেলো !
ক্রোয়াক!
ক্রোঁক ! ক্রোয়াক !
ইরক ! এটা কি স্ত্রী ?
শিগগির ব্যাঙটাকে আবার পুকুরে দিয়ে আয়, আর আমাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দে !

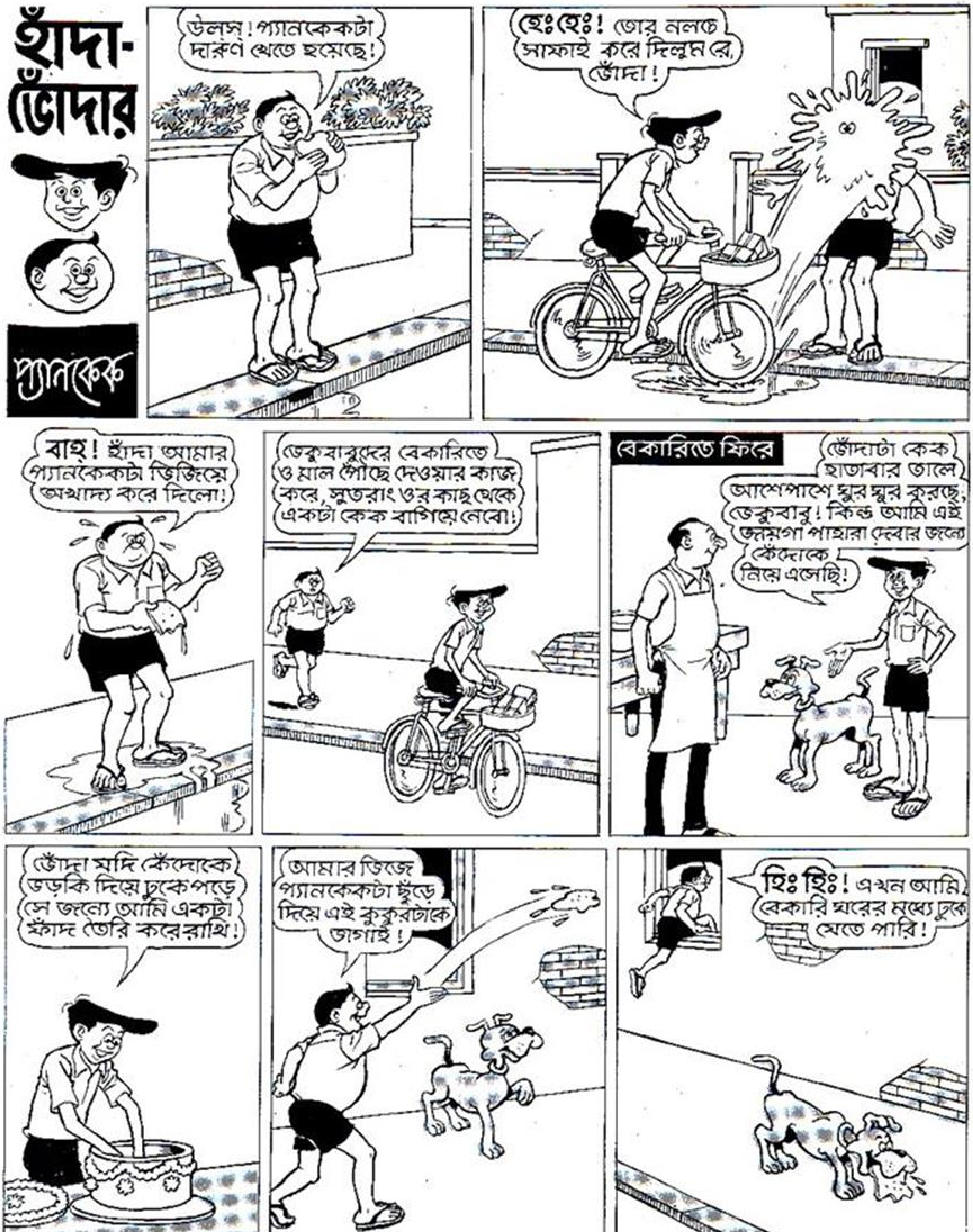

এই যে, হাঁদা! মা আমাকে এই পোষা ইঁদুরটা রাখতে দিচ্ছে না! তুই এটা নিবি নাকি?
এই ব্যাঙটা তাহলে তুই নে!
ঘরে পাতা দইটা আজ বেশ জমেছে! সাবধানে তুলে রেখে দি।
পিসি! আমার নতুন পুষ্যিটা দেখো!
মাগো: ইঁদুর! আঁ আঁই!
কিচ কিচ!
গুলুগ!
হতচ্ছাড়া মর্কট! শিগগির নেমে আয়!
কি-কিন্তু পিসেমশাই, আমি শুধু একটা পুষ্যি পুষতে চেয়েছি!
পোষবার পুষ্যি! শেষ পর্যন্ত নিরুপদ্রবে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি!
আমি তোকে পুষ্যি কিনে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই পুষ্যির প্রচুর ব্যায়ামের দরকার! ওকে কিন্তু তোকে দোকান থেকে বাড়ি অব্দি হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
নিশ্চয় যা বলবেন!
বুঝতে পারছি না তুমি এতো দোকান থাকতে এখানে এলে কেন— এতো বাড়ি থেকে দু'মাইল দূর!
পশুপাখির দোকান
দেখতেই পাবি!
তাড়াতাড়ি হাঁট না উজবুক! এই রেটে চললে বাড়ি পৌঁছতে রাত যে কাবার হয়ে যাবে বাপ! আবার ভোঁদার চোখে পড়লে ইজ্জত ঢলঢলে হয়ে যাবে!
আঃ! সন্ধ্যে পর্যন্ত এখন নিশ্চিন্ত!

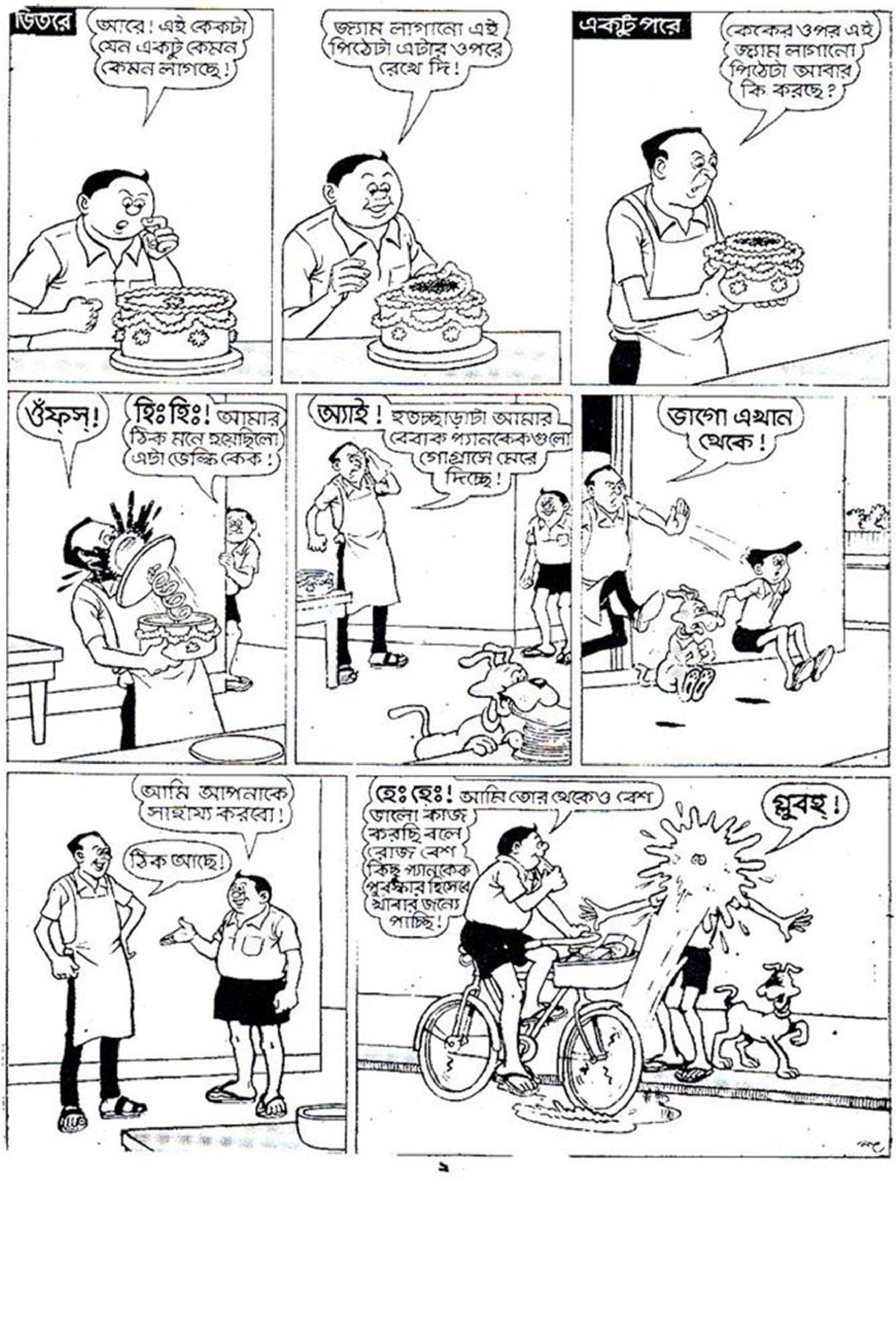

হাঁদা-ভোঁদার
খ্যাঁটের লড়াই
আগে ব্যায়াম করে স্কিপেটা চনচনে করে নি, তারপর পিসেমশাইয়ের অতিথি সৎকারের জন্যে আনা ভোজ্য দ্রব্য থেকে সরিয়ে আনা এইসব জিনিসগুলো ভোঁদার অজান্তে সাঁটিয়ে ফেলতে হবে!
হুম! ভোঁদা বোধহয় কিছু জানতে পেরেছে, তাই ওর চ্যালার সঙ্গে পরামর্শ করছে!
খাবারগুলো লুকিয়ে ফেলার জন্যে পেছনের দরজা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকি!
হিঃ হিঃ! হাঁদা যখন ব্যায়ামঘরে থাকবে তখন ওর ঘর থেকে আমরা মাল সরাবো।
কি বরাতের জোর রে ল্যাদা — ও ঘরের দরজা একেবারে খুলেই রেখে গেছে!
হাঃ হাঃ! আমি সব খাবার নিয়ে এসেছি আর এবার ওদের ভেতরে আটকে চাবি দিয়ে দিলুম!
ক্লিক!
এখানে কোন খাবার নেই রে ল্যাদা!
এই রে! আমরা চাবি বন্ধ হয়ে গেছি ভোঁদুদা!
হিঃ হিঃ! নিশ্চিন্তে ব্যায়াম করা যাক। এবার আর ওদের খাবার হাতাবার সুযোগ নেই!

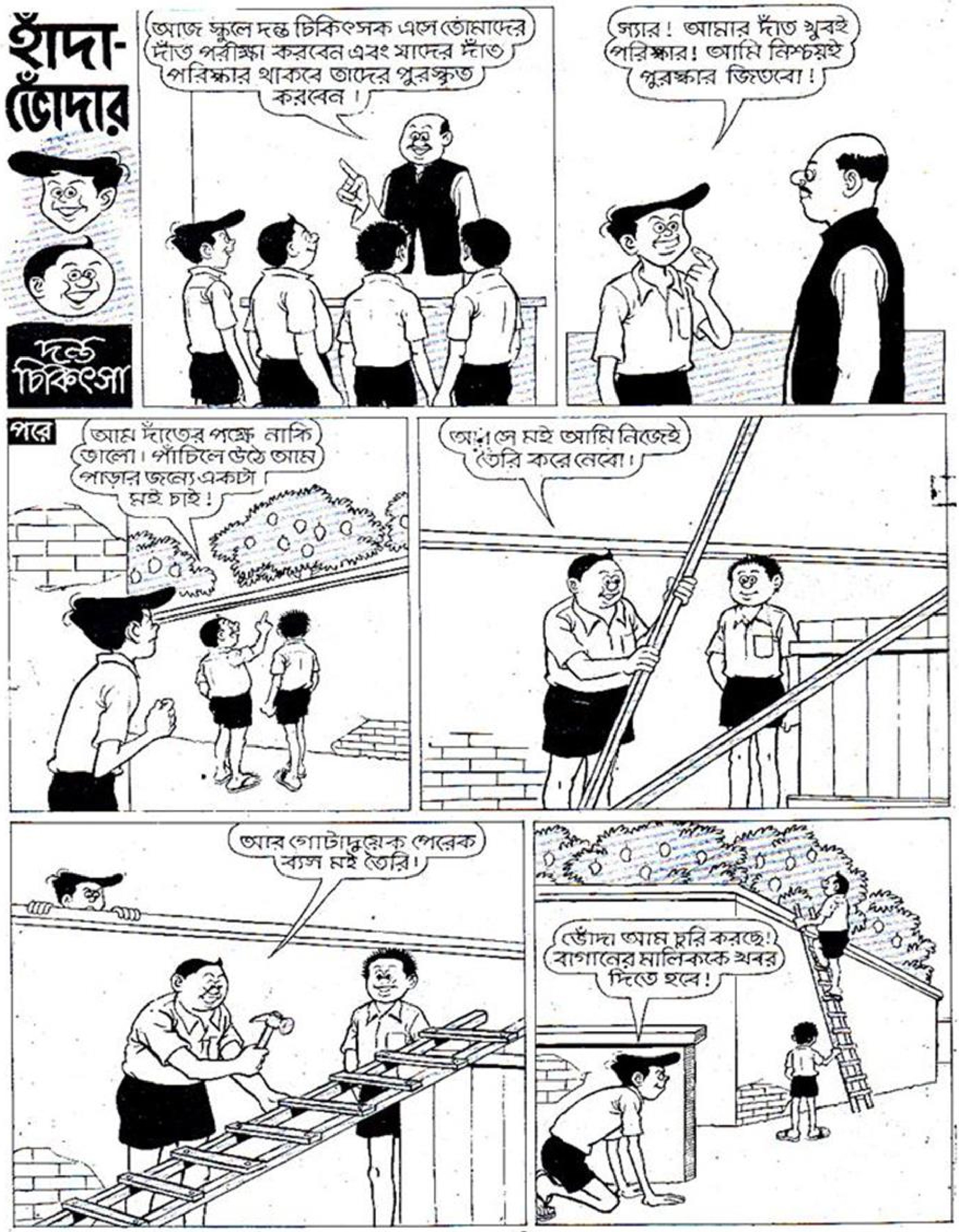


কিন্তু
মরেচে! আমার স্কিপিং দড়ি কিছু একটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে!
ওফ!
আয় ল্যাদা, আমরা দরজা জানালা সাফাইকারীর এই মইটা দিয়ে নেমে যাই!
এটা এখানে রেখে জল নিয়ে আসি!
ওরে বাবা! এটা যে নীচে পড়ে যাচ্ছে রে!
কে দইয়ের ভাঁড় ছুঁড়েছে
পিসেমশাই সেটা জেনে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি সরি!
উল্‌প!
এই তো সেই খাবার—আর হাঁদার ঘরের চাবি!
অ্যাই! খবরদার ও জিনিসে হাত দিবি না ভোঁদা!
খেয়ে নে, ল্যাদা! হাঁদা এখন খুব ব্যস্ত!
তুইই তাহলে ব্যায়াম ঘরে ছিলি স্টুপিড! এবার তবে আমি তোর ওপর দিয়ে হাতের ব্যায়াম করব নি
উফ্‌স! আফ্‌স!

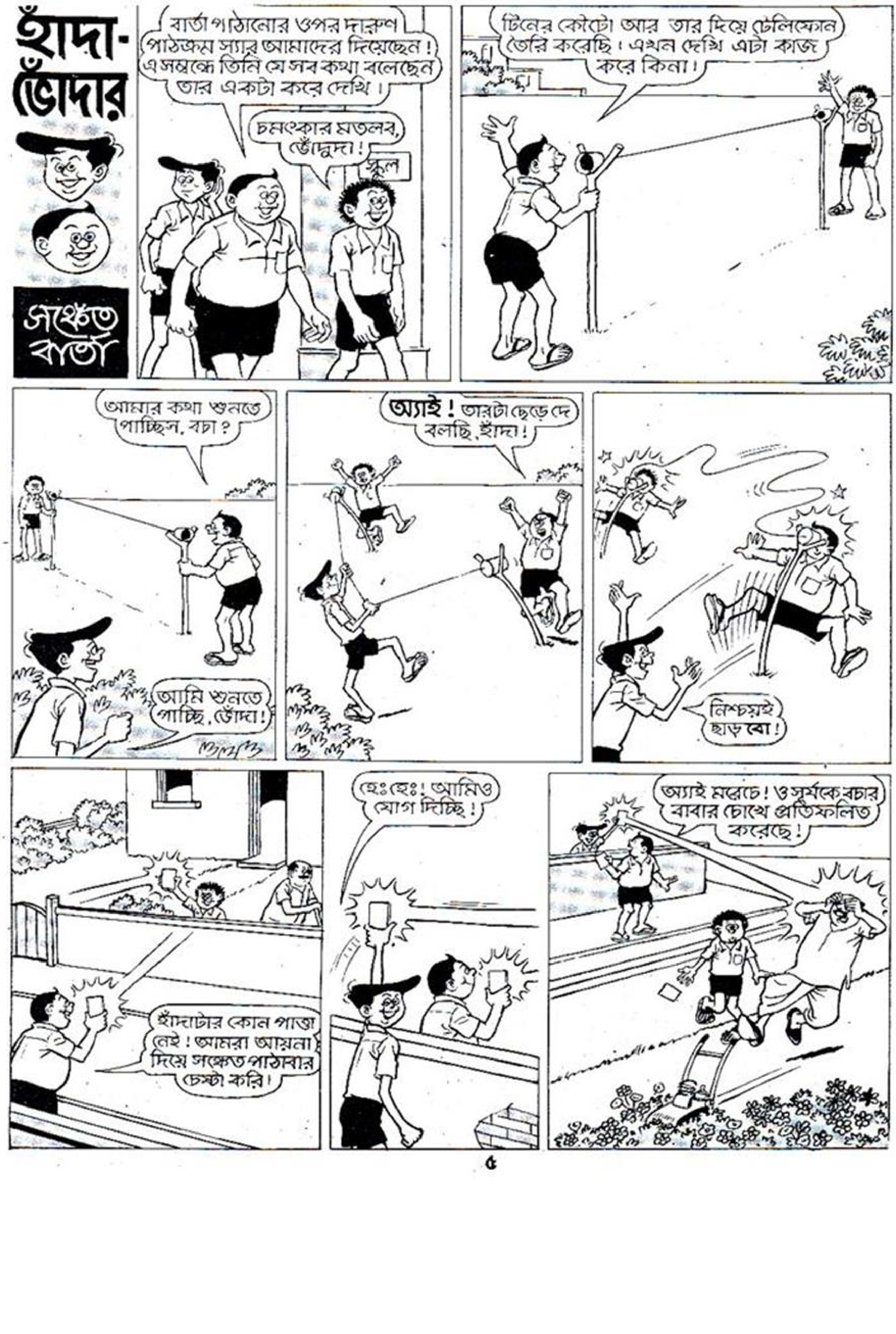

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
৯


হাঁদা-ভোঁদার
প্যানকেক
উলস্! প্যানকেকটা দারুণ খেতে হয়েছে!
হেঃ হেঃ! তোর নলকে সাফাই করে দিলুম রে, ভোঁদা!
বাহ্! হাঁদা আমার প্যানকেকটা ভিজিয়ে অখাদ্য করে দিলো!
ভেকুবাবুদের বেকারিতে ও মাল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে, সুতরাং ওর কাছ থেকে একটা কেক বাগিয়ে নেবো।
বেকারিতে ফিরে
ভোঁদাটা কেক হাতাবার তালে আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে, ভেকুবাবু! কিন্তু আমি এই জায়গা পাহারা দেবার জন্যে কেঁদোকে নিয়ে এসেছি!
ভোঁদা যদি কেঁদোকে ভড়কি দিয়ে ঢুকে পড়ে সে জন্যে আমি একটা ফাঁদ তৈরি করে রাখি!
আমার ভিজে প্যানকেকটা ছুঁড়ে দিয়ে এই কুকুরটাকে ভাগাই!
হিঃ হিঃ! এখন আমি বেকারি ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি!

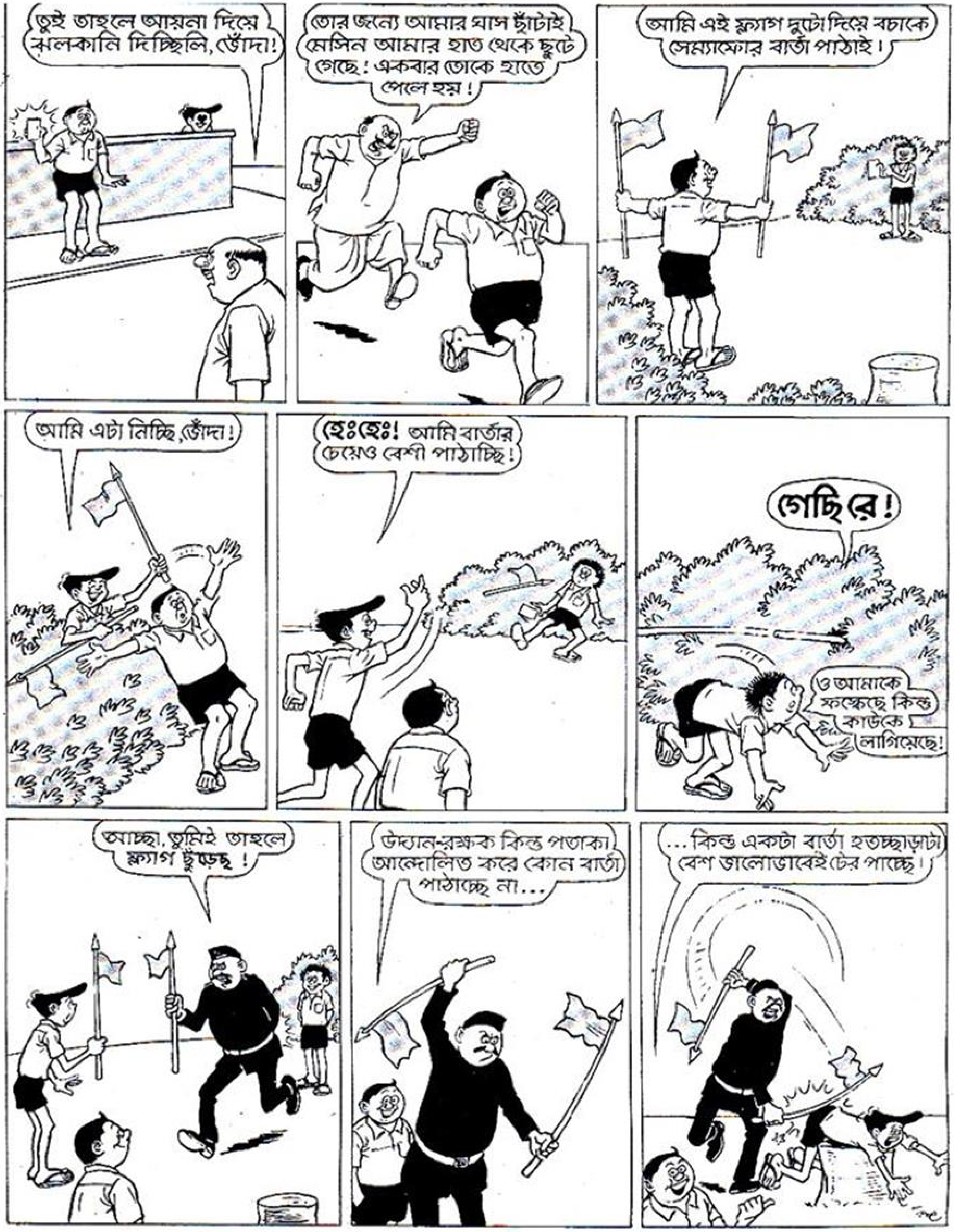

ভিতরে
আরে! এই কেকটা যেন একটু কেমন কেমন লাগছে!
জ্যাম লাগানো এই পিঠেটা এটার ওপরে রেখে দি!
একটু পরে
কেকের ওপর এই জ্যাম লাগানো পিঠেটা আবার কি করছে?
ওঁফস্!
হিঃ হিঃ! আমার ঠিক মনে হয়েছিলো এটা ভেল্কি কেক!
অ্যাই! হতচ্ছাড়াটা আমার বেবাক প্যানকেকগুলো গোগ্রাসে মেরে দিচ্ছে!
ভাগো এখান থেকে!
আমি আপনাকে সাহায্য করবো!
ঠিক আছে!
হেঃ হেঃ! আমি তোর থেকেও বেশ ভালো কাজ করছি বলে রোজ বেশ কিছু প্যানকেক পুরস্কার হিসেবে খাবার জন্যে পাচ্ছি!
গ্লুবহ্!

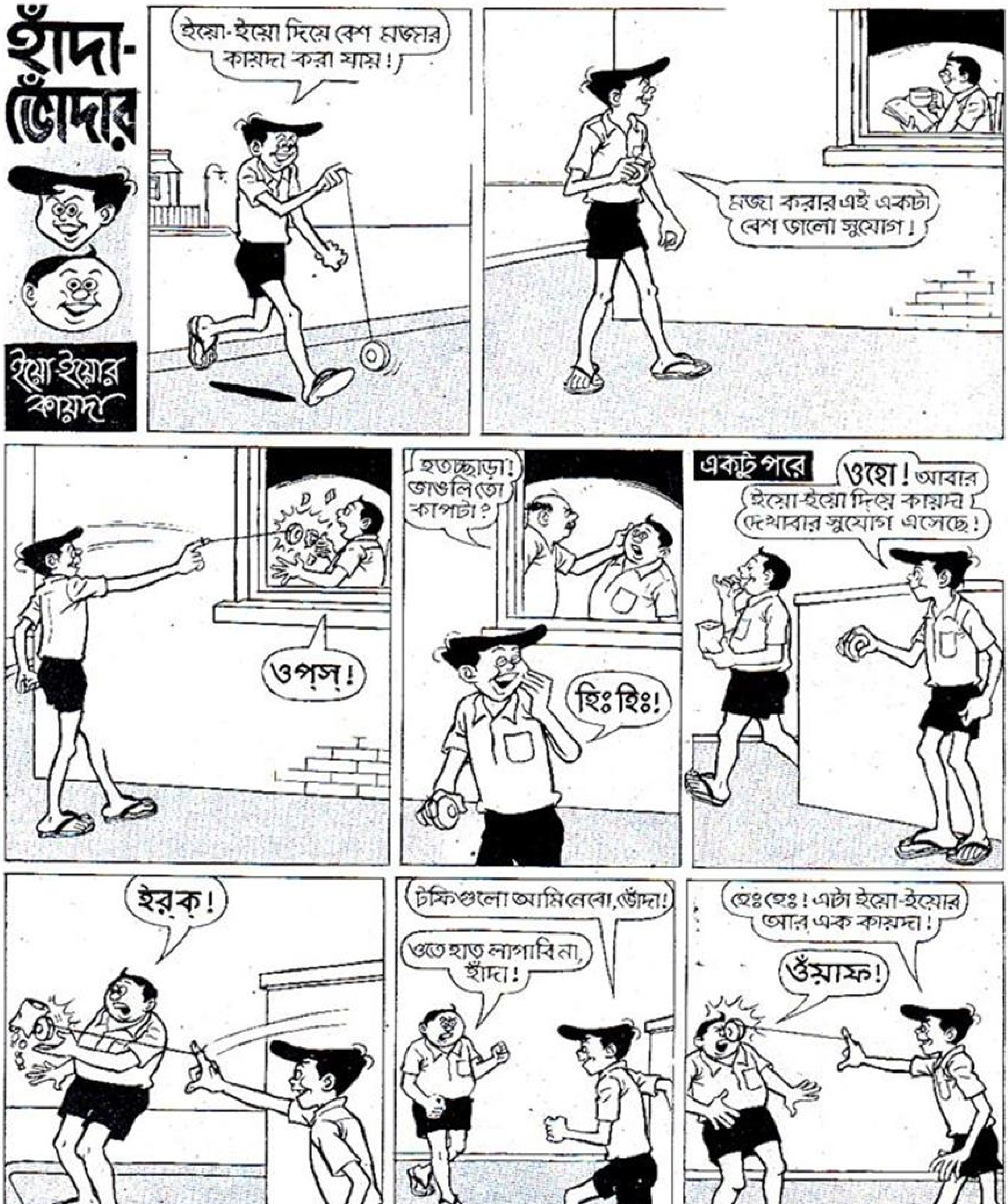

হাঁদা-ভোঁদার
দন্ত চিকিৎসা
আজ স্কুলে দন্ত চিকিৎসক এসে তোমাদের দাঁত পরীক্ষা করবেন এবং যাদের দাঁত পরিস্কার থাকবে তাদের পুরস্কৃত করবেন।
স্যার! আমার দাঁত খুবই পরিস্কার! আমি নিশ্চয়ই পুরস্কার জিতবো!
পরে
আম দাঁতের পক্ষে নাকি ভালো। পাঁচিলে উঠে আম পাড়ার জন্যে একটা মই চাই!
আর সে মই আমি নিজেই তৈরি করে নেবো।
আর গোটাদুয়েক পেরেক ব্যস মই তৈরি।
ভোঁদা আম চুরি করছে! বাগানের মালিককে খবর দিতে হবে!

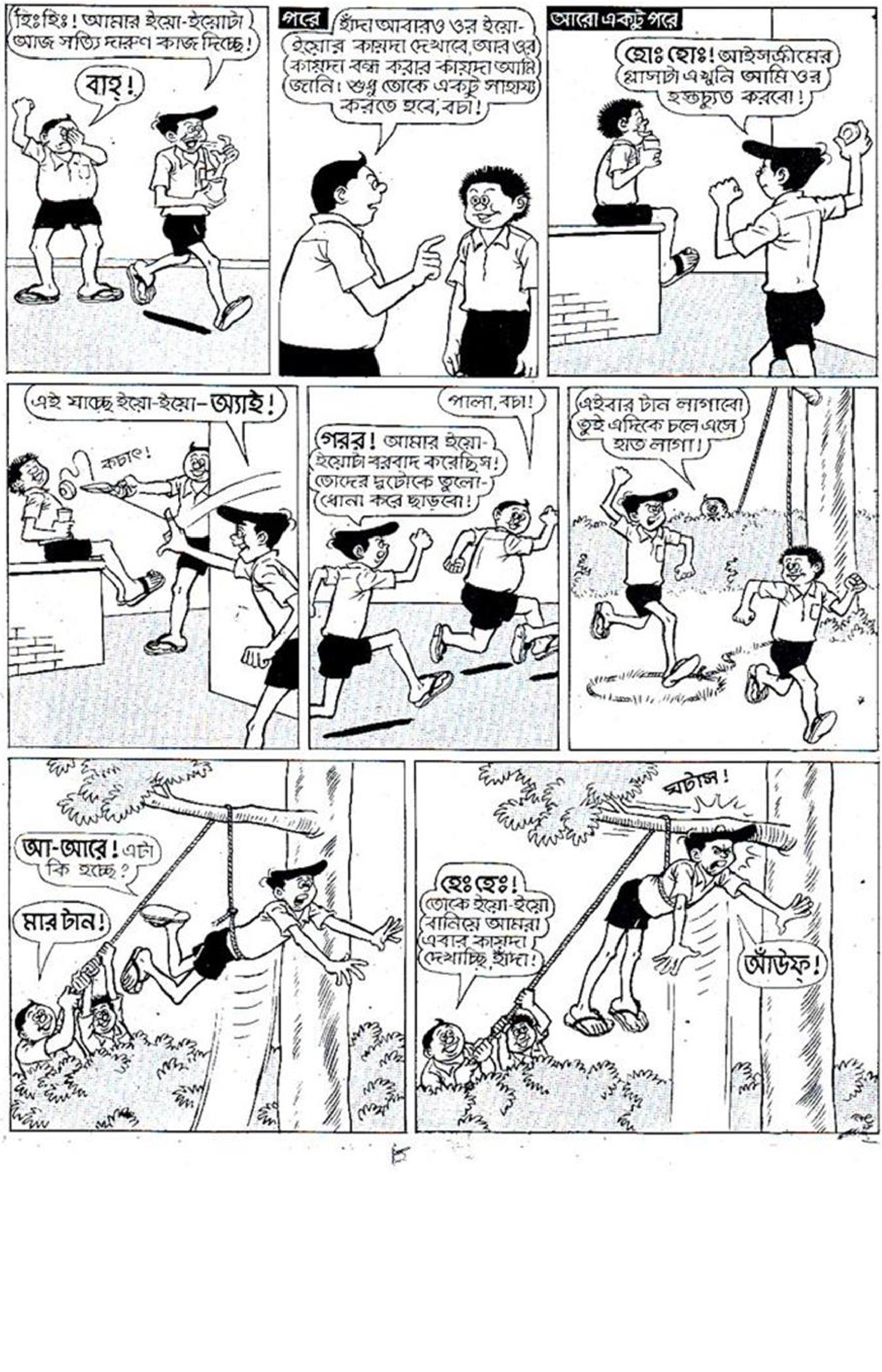

এই যে! আপনার গাছের সব আম লোপাট হয়ে গেলো!
বটে! দেখাচ্ছি মজা!
অ্যাইও! হতভাগারা!
মূর্তিমান ঝামেলা আসছে! শীগগির পালা!
ওহ্! দুঃখিত, হাঁদা!
গেছি রে!
দন্ত চিকিৎসক আসার পর
বাদ বাকি তোমরা সব চলে যেতে পারো। এই ছেলেটির দাঁত মেরামত করতে আমার সারা দুপুর লেগে যাবে!
ভালো দাঁতের জন্যে বিশেষ পুরস্কার এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম জিতে আমরাই কাম ফতে করেছি!
আমগুলো দারুণ ছিলো রে, হাঁদা! তোর জন্যে কয়েকটা রেখেছিলাম কিন্তু তোর হালত দেখে খুবই দুঃখের সঙ্গে আমিই এখন ওগুলি — হেঃ হেঃ!
রুফ্!



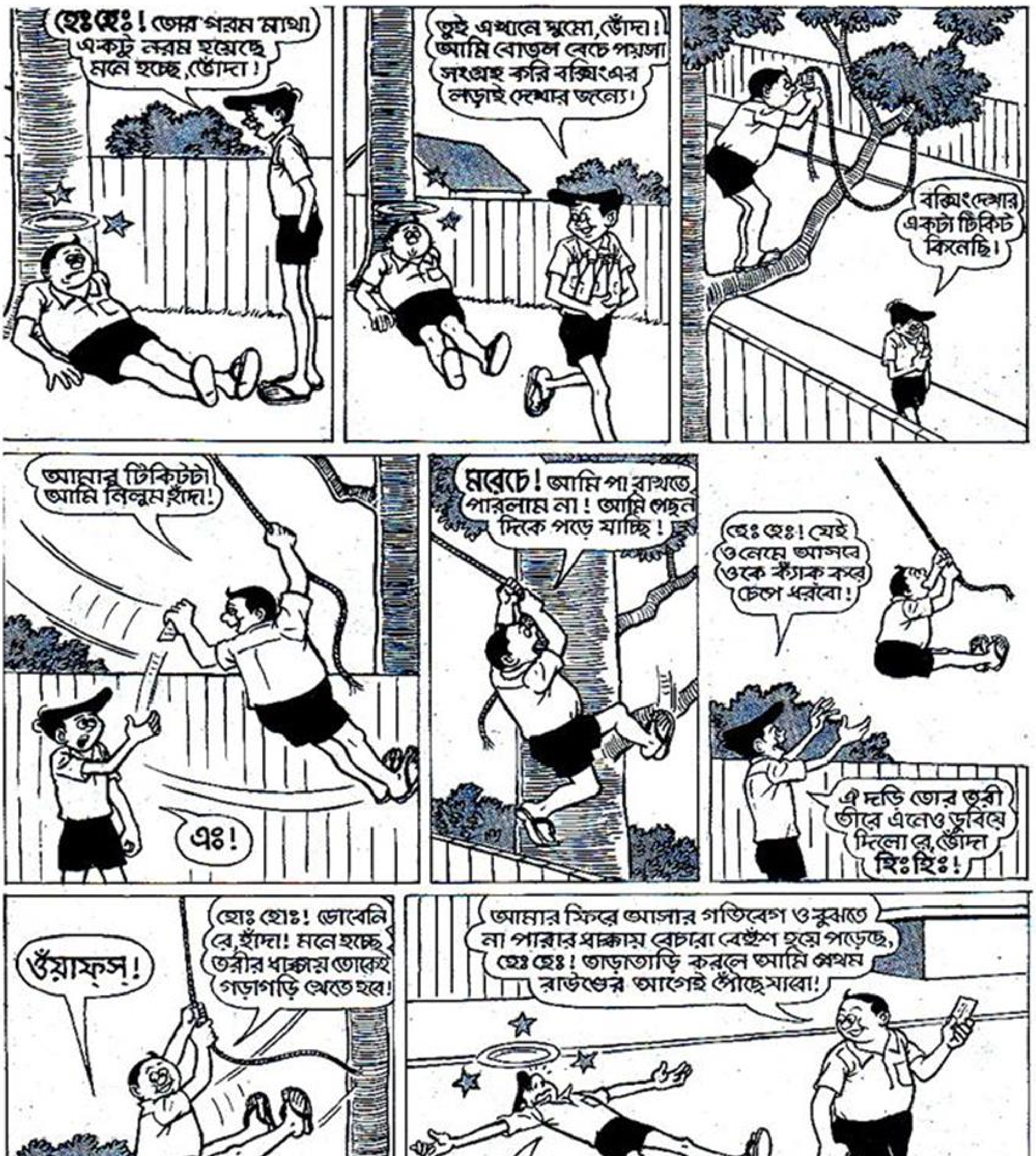
হাঁদা-ভোঁদার
সঙ্কেত বার্তা
বার্তা পাঠানোর ওপর দারুণ পাঠক্রম স্যার আমাদের দিয়েছেন! এ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলেছেন তার একটা করে দেখি।
চমৎকার মতলব, ভোঁদুদা!
স্কুল
টিনের কৌটো আর তার দিয়ে টেলিফোন তৈরি করেছি। এখন দেখি এটা কাজ করে কিনা।
আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস, বচা?
আমি শুনতে পাচ্ছি, ভোঁদা!
অ্যাই! তারটা ছেড়ে দে বলছি, হাঁদা!
নিশ্চয়ই ছাড়বো!
হাঁদাটার কোন পাত্তা নেই! আমরা আয়না দিয়ে সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করি।
হেঃ হেঃ! আমিও যোগ দিচ্ছি!
অ্যাই মরেছে! ও সূর্যকে বচার বাবার চোখে প্রতিফলিত করেছে!

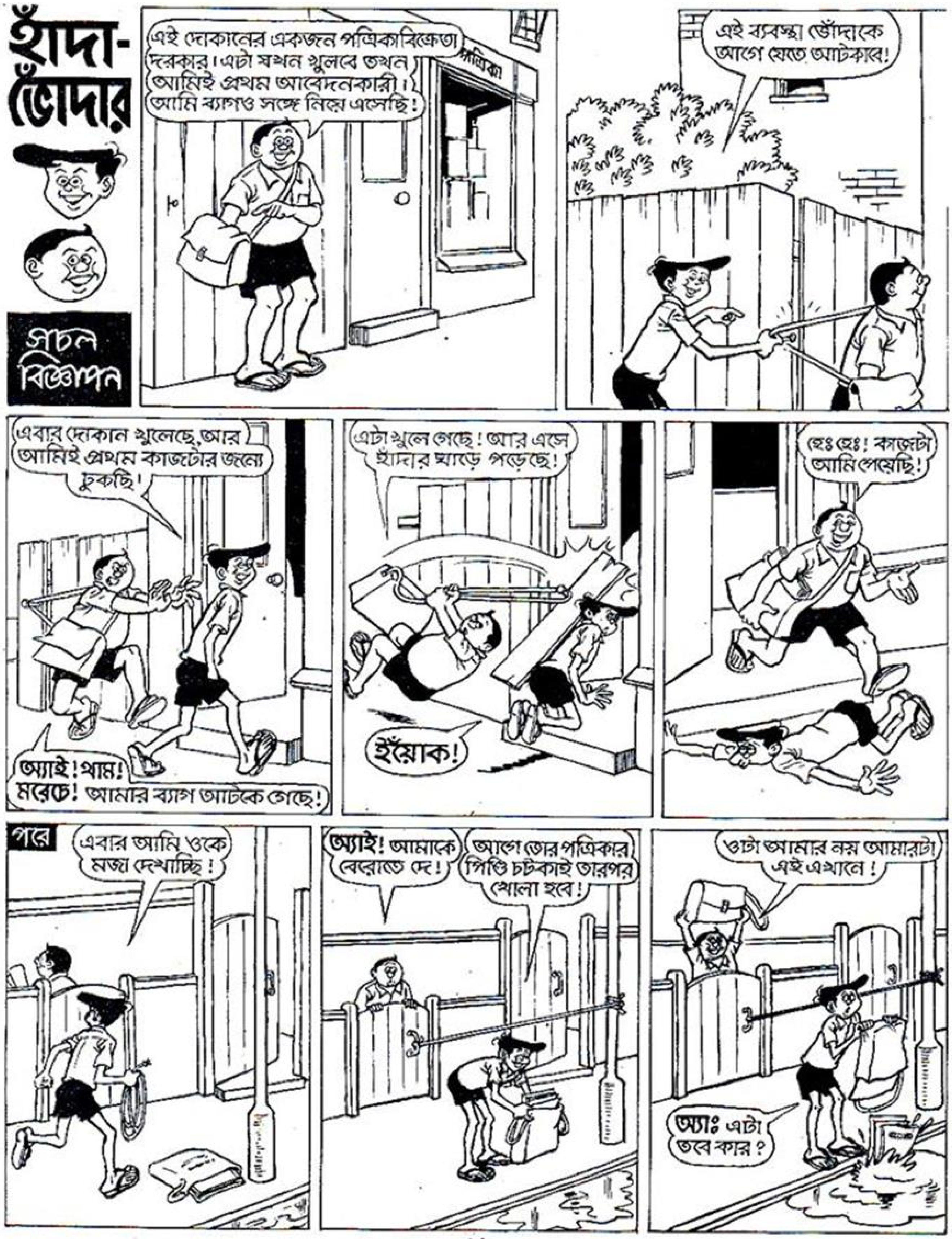

তুই তাহলে আয়না দিয়ে ঝলকানি দিচ্ছিলি, ভোঁদা!
তোর জন্যে আমার ঘাস ছাঁটাই মেসিন আমার হাত থেকে ছুটে গেছে! একবার তোকে হাতে পেলে হয়!
আমি এই ফ্ল্যাগ দুটো দিয়ে বচাকে সেম্যাফোর বার্তা পাঠাই।
আমি এটা নিচ্ছি, ভোঁদা!
হেঃ হেঃ! আমি বার্তার চেয়েও বেশী পাঠাচ্ছি!
গেছি রে!
ও আমাকে ফস্কেছে কিন্তু কাউকে লাগিয়েছে!
আচ্ছা, তুমিই তাহলে ফ্ল্যাগ ছুঁড়ছ!
উদ্যান-রক্ষক কিন্তু পতাকা আন্দোলিত করে কোন বার্তা পাঠাচ্ছে না...
...কিন্তু একটা বার্তা হতচ্ছাড়াটা বেশ ভালোভাবেই টের পাচ্ছে।

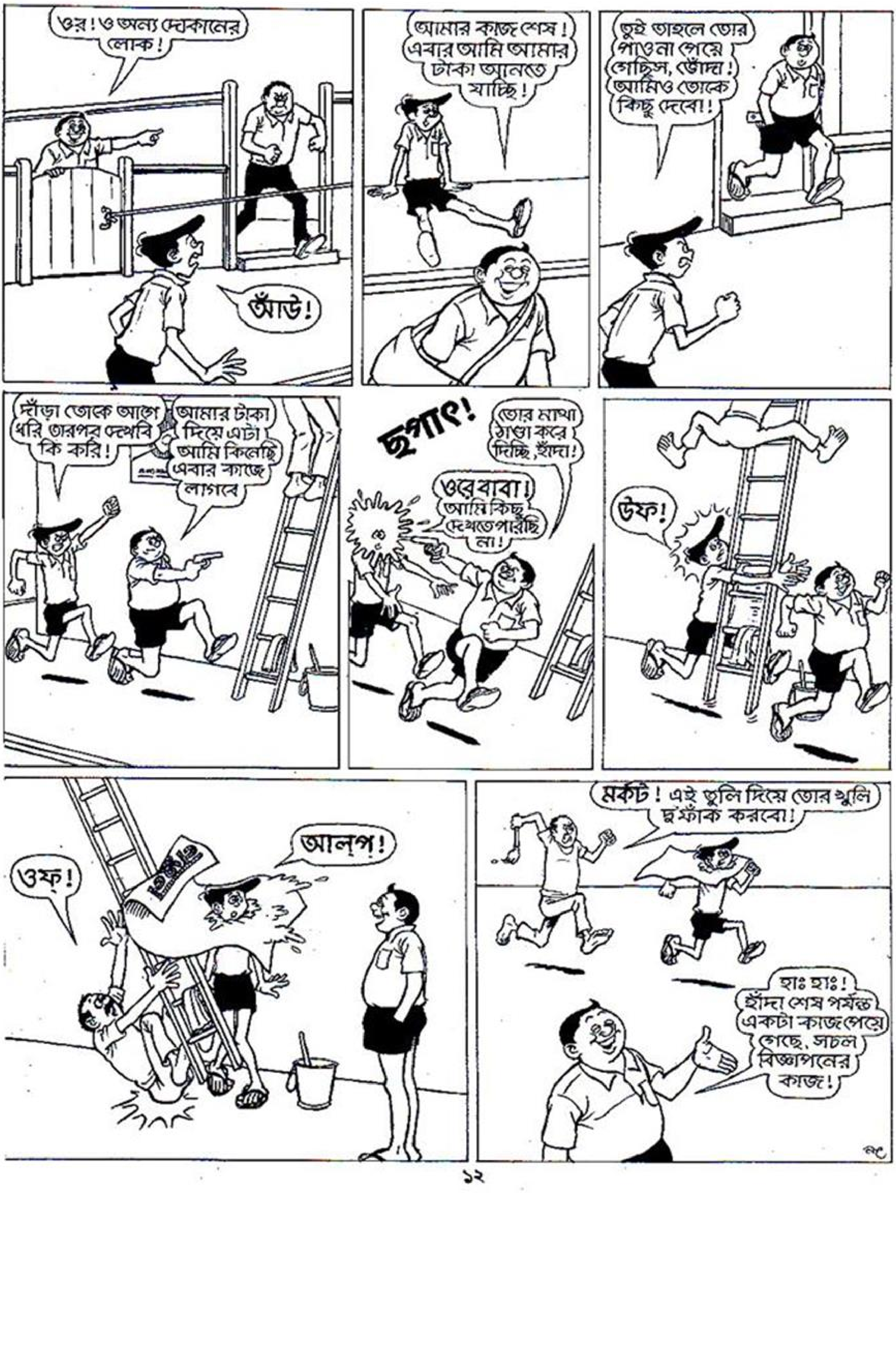

হাঁদা-ভোঁদার
ইয়ো-ইয়োর কায়দা
ইয়ো-ইয়ো দিয়ে বেশ মজার কায়দা করা যায়!
মজা করার এই একটা বেশ ভালো সুযোগ!
ওপ্‌স্‌!
হতচ্ছাড়া! ভাঙলি তো কাপটা?
হিঃ হিঃ!
একটু পরে
ওহো! আবার ইয়ো-ইয়ো দিয়ে কায়দা দেখাবার সুযোগ এসেছে!
ইর্‌ক্‌!
টফিগুলো আমি নেবো, ভোঁদা!
ওতে হাত লাগাবি না, হাঁদা!
হেঃ হেঃ! এটা ইয়ো-ইয়োর আর এক কায়দা!
ওঁয়াফ!

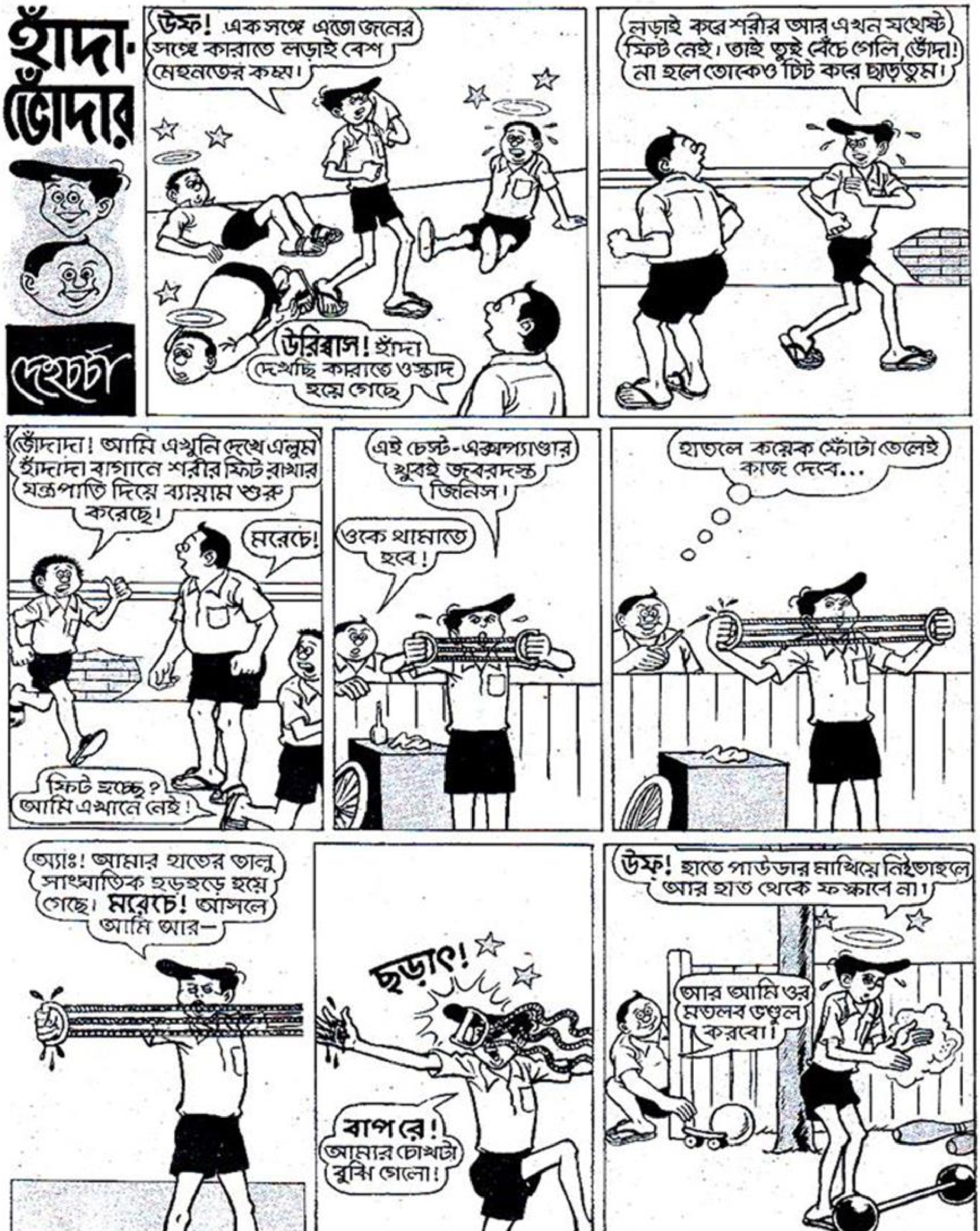

হিঃ হিঃ! আমার ইয়ো-ইয়োটা আজ সত্যি দারুণ কাজ দিচ্ছে!
বাহ্!
পরে
হাঁদা আবারও ওর ইয়ো-ইয়োর কায়দা দেখাবে, আর ওর কায়দা বন্ধ করার কায়দা আমি জানি। শুধু তোকে একটু সাহায্য করতে হবে, বচা!
আরো একটু পরে
হোঃ হোঃ! আইসক্রীমের গ্লাসটা এখুনি আমি ওর হস্তচ্যুত করবো!
এই যাচ্ছে ইয়ো-ইয়ো— অ্যাই!
কচাৎ!
পালা, বচা!
গরর! আমার ইয়ো-ইয়োটা বরবাদ করেছিস! তোদের দুটোকে তুলো-ধোনা করে ছাড়বো!
এইবার টান লাগাবো তুই এদিকে চলে এসে হাত লাগা!
আ-আরে! এটা কি হচ্ছে?
মার টান!
ঘটাস!
হেঃ হেঃ! তোকে ইয়ো-ইয়ো বানিয়ে আমরা এবার কায়দা দেখাচ্ছি, হাঁদা!
আঁউফ্!


হাঁদা-ভোঁদার
বক্সিংএর টিকিট
বক্সিং
আজ টাউন হলে
টিকিট-৩৩৫ টাকা
আমার কাছে কিছু টাকা থাকলে এই লড়াইটা দেখা যেত। -কিন্তু মনে হয় আমি কিছু যোগাড় করতে প্যারবো।
বাতিল জিনিসের ঘরে এই বোতলগুলি ছিলো। ওগুলি সব ধুলো ভর্তি। আমি ওগুলি ধোওয়ার জন্যে জল নিয়ে আসি।
বাস্ রে! কি ভারী রে, বাবা!
ফুঃ!
খক খক! আগ্হ্!
এটা খুবই খারাপ কাশি, ভোঁদা। জল খেলে বোধহয় এটা বন্ধ হতে পারে!
এই নে! কেমন লাগছে?
গ্লুগ!
গরর্! এর প্রতিফল তোকে পাইয়ে দিচ্ছি!
ঠিক, তবে সেটা পাবার যোগ্য লোক একমাত্র তুই, ভোঁদা।
আঁফ্স্!

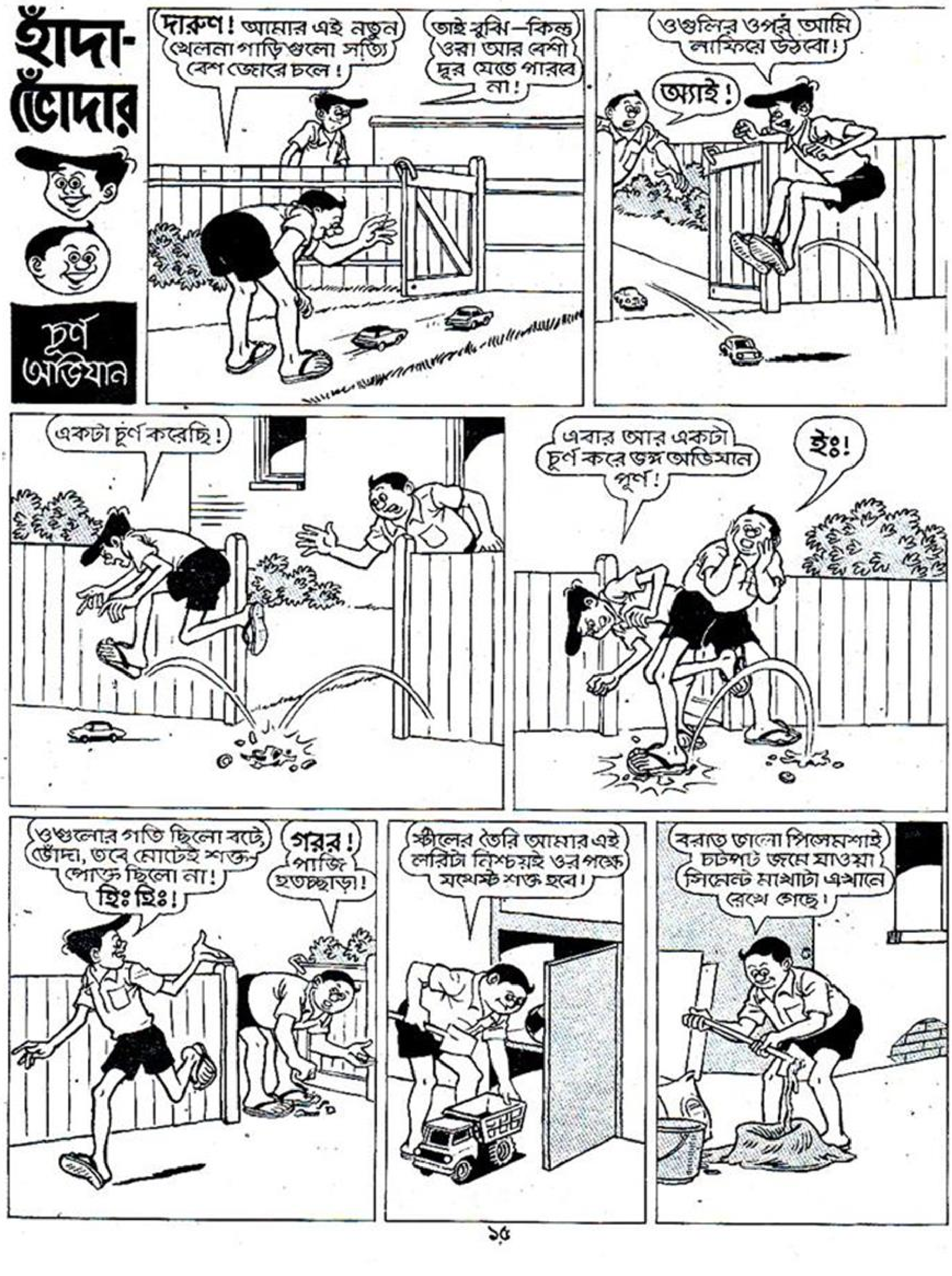

হেঃ হেঃ! তোর গরম মাথা একটু নরম হয়েছে মনে হচ্ছে, ভোঁদা!
তুই এখানে ঘুমো, ভোঁদা! আমি বোতল বেচে পয়সা সংগ্রহ করি বক্সিংএর লড়াই দেখার জন্যে।
বক্সিং দেখার একটা টিকিট কিনেছি।
আমার টিকিটটা আমি নিলুম হাঁদা!
এঃ!
মরেচে! আমি পা রাখতে পারলাম না! আমি পেছন দিকে পড়ে যাচ্ছি!
হেঃ হেঃ! যেই ও নেমে আসবে ওকে ক্যাঁক করে চেপে ধরবো!
ঐ দড়ি তোর তরী তীরে এনেও ডুবিয়ে দিলো রে, ভোঁদা হিঃ হিঃ!
ওঁয়াফ্‌স্‌!
হোঃ হোঃ! ভোবেনি রে, হাঁদা! মনে হচ্ছে তরীর ধাক্কায় তোকেই গড়াগড়ি খেতে হবে!
আমার ফিরে আসার গতিবেগ ও বুঝতে না পারার ধাক্কায় বেচারা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, হেঃ হেঃ! তাড়াতাড়ি করলে আমি প্রথম রাউণ্ডের আগেই পৌঁছে যাবো!
গোঁ গোঁ! আমি কোথায়?


হাঁদা-ভোঁদার
সচল বিজ্ঞাপন
এই দোকানের একজন পত্রিকাবিক্রেতা দরকার। এটা যখন খুলবে তখন আমিই প্রথম আবেদনকারী। আমি ব্যাগও সঙ্গে নিয়ে এসেছি!
পত্রিকা
এই ব্যবস্থা ভোঁদাকে আগে যেতে আটকাবে!
এবার দোকান খুলেছে, আর আমিই প্রথম কাজটার জন্যে ঢুকছি!
অ্যাই! থাম! মরেচে! আমার ব্যাগ আটকে গেছে!
এটা খুলে গেছে! আর এসে হাঁদার ঘাড়ে পড়েছে!
ইঁয়োক!
হেঃ হেঃ! কাজটা আমি পেয়েছি!
পরে
এবার আমি ওকে মজা দেখাচ্ছি!
অ্যাই! আমাকে বেরোতে দে!
আগে তোর পত্রিকার পিণ্ডি চটকাই তারপর খোলা হবে!
ওটা আমার নয় আমারটা এই এখানে!
অ্যাঃ এটা তবে কার?

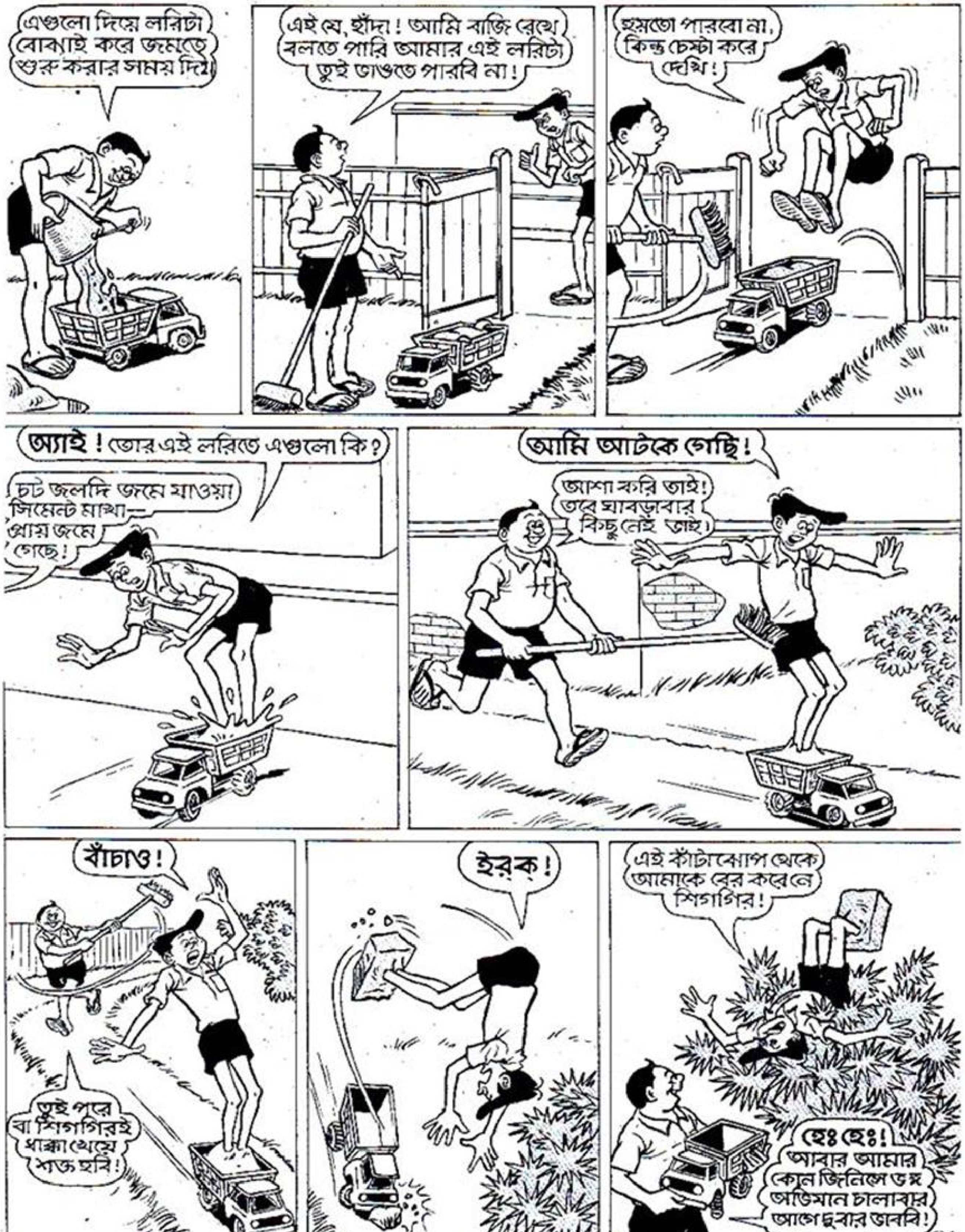

ওর! ও অন্য দোকানের লোক!
আঁউ!
আমার কাজ শেষ! এবার আমি আমার টাকা আনতে যাচ্ছি!
তুই তাহলে তোর পাওনা পেয়ে গেছিস, ভোঁদা! আমিও তোকে কিছু দেবো!
দাঁড়া তোকে আগে ধরি তারপর দেখবি কি করি!
আমার টাকা দিয়ে এটা আমি কিনেছি এবার কাজে লাগবে
ছপাৎ!
তোর মাথা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি, হাঁদা!
ওরে বাবা! আমি কিছু দেখতে পারছি না!
উফ!
ওফ্!
আলপ!
মর্কট! এই তুলি দিয়ে তোর খুলি দু'ফাঁক করবো!
হাঃ হাঃ! হাঁদা শেষ পর্যন্ত একটা কাজ পেয়ে গেছে, সচল বিজ্ঞাপনের কাজ!


হাঁদা-ভোঁদার
দেহচর্চা
উফ্! এক সঙ্গে এতো জনের সঙ্গে কারাতে লড়াই বেশ মেহনতের কম্ম।
উরিব্বাস! হাঁদা দেখছি কারাতে ওস্তাদ হয়ে গেছে
লড়াই করে শরীর আর এখন যথেষ্ট ফিট নেই। তাই তুই বেঁচে গেলি, ভোঁদা! না হলে তোকেও টিট করে ছাড়তুম।
ভোঁদাদা! আমি এখুনি দেখে এলুম হাঁদাদা বাগানে শরীর ফিট রাখার যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্যায়াম শুরু করেছে।
মরেচে!
ফিট হচ্ছে? আমি এখানে নেই!
এই চেস্ট-এক্সপ্যাণ্ডার খুবই জবরদস্ত জিনিস।
ওকে থামাতে হবে!
হাতলে কয়েক ফোঁটা তেলেই কাজ দেবে...
অ্যাঃ! আমার হাতের তালু সাংঘাতিক হড়হড়ে হয়ে গেছে। মরেচে! আসলে আমি আর—
ছড়াৎ!
বাপ রে! আমার চোখটা বুঝি গেলো!
উফ্! হাতে পাউডার মাখিয়ে নিই তাহলে আর হাত থেকে ফস্কাবে না।
আর আমি ওর মতলব ভণ্ডুল করবো।

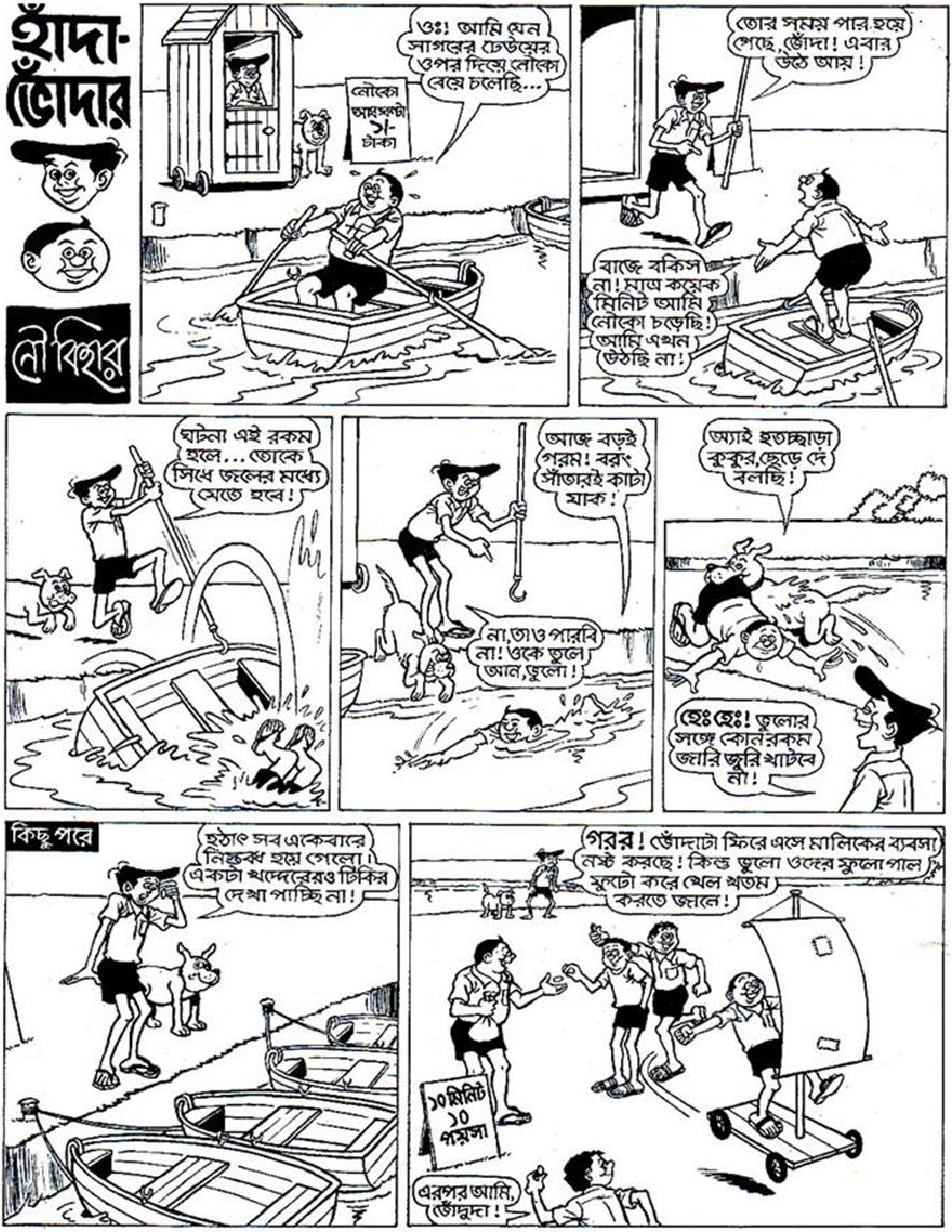

হাপ! ওফ্‌স! এটা বেশ ভারী!
গেছি রে!
বাবারে! গেছিরে! আমার পা গেলো!
এটা সোজা! এতে মুগুরগুলোর দিকে নজর না দিলেও চলে!
আর এটাই হাঁদার ভুল!
দুটোকে লাগিয়েছি!
আঁউফ্‌স!
হেঃহেঃ!
এই যে ভোঁদা! হাঁদার শরীর ফিট রাখার চর্চা কেমন চলছে?
ওঃ, হাঁদা এখন দারুণ ফিট—
নানা যন্ত্রপাতির হিট খেয়ে এখন হাঁদা একেবারে ফিট!
হিঃ হিঃ!
গোঁয়াও!

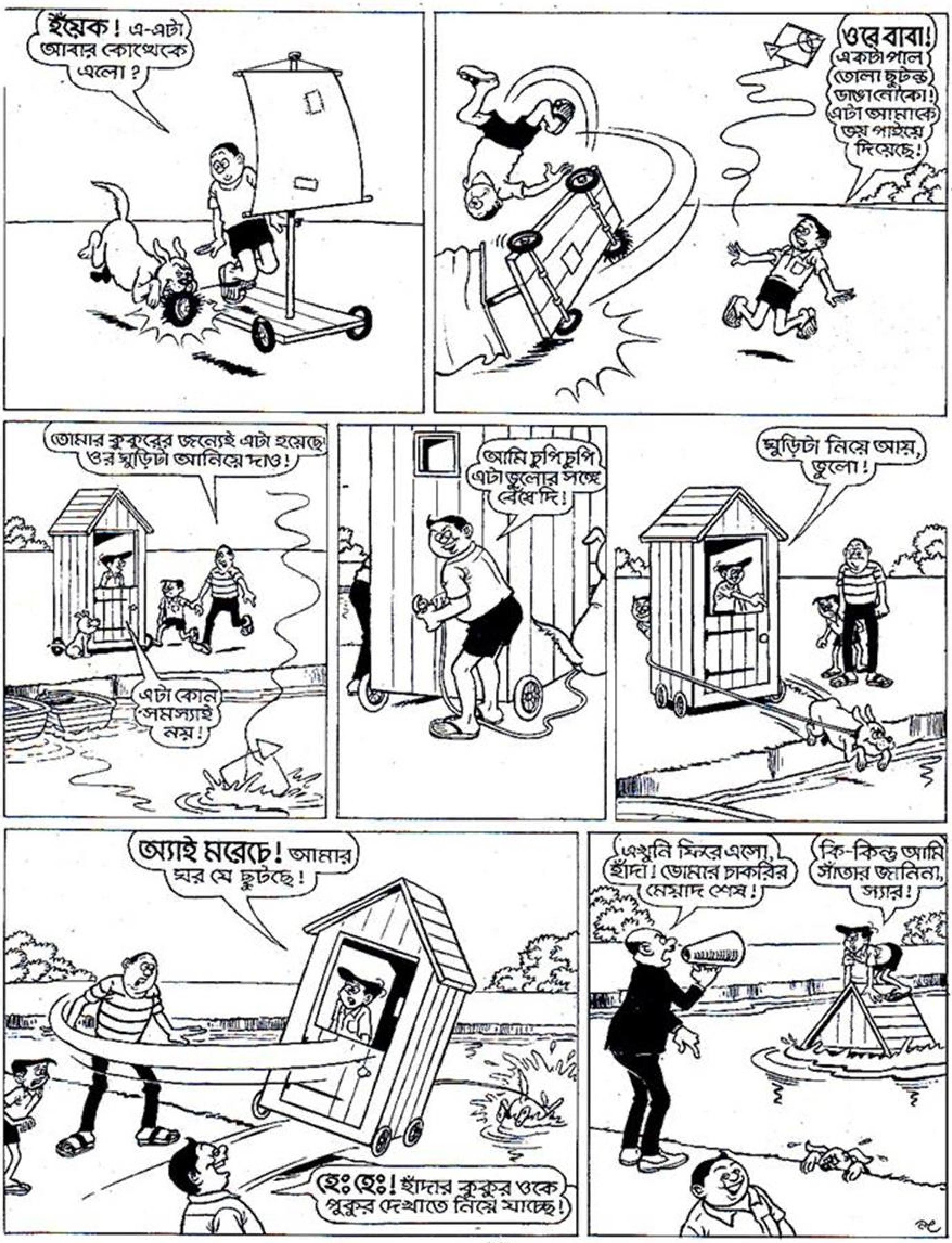


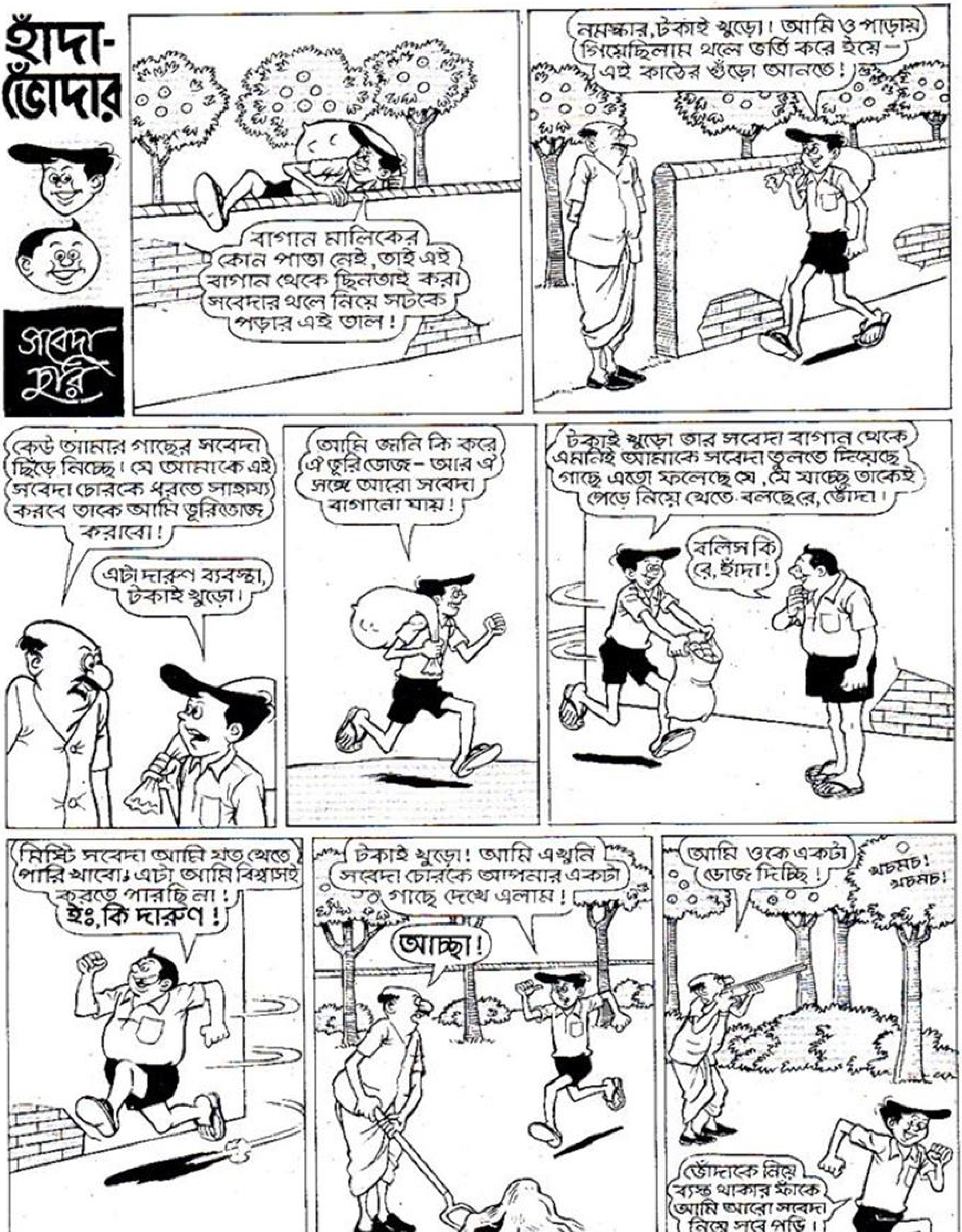
হাঁদা-ভোঁদার
চূর্ণ অভিযান
দারুণ! আমার এই নতুন খেলনা গাড়িগুলো সত্যি বেশ জোরে চলে!
তাই বুঝি—কিন্তু ওরা আর বেশী দূর যেতে পারবে না!
ওগুলির ওপর আমি লাফিয়ে উঠবো!
অ্যাই!
একটা চূর্ণ করেছি!
এবার আর একটা চূর্ণ করে ভঙ্গ অভিযান পূর্ণ!
ইঃ!
ওগুলোর গতি ছিলো বটে, ভোঁদা, তবে মোটেই শক্ত-পোক্ত ছিলো না! হিঃ হিঃ!
গরর! পাজি হতচ্ছাড়া!
স্টীলের তৈরি আমার এই লরিটা নিশ্চয়ই ওর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত হবে।
বরাত ভালো পিসেমশাই চটপট জমে যাওয়া সিমেন্ট মাখাটা এখানে রেখে গেছে।

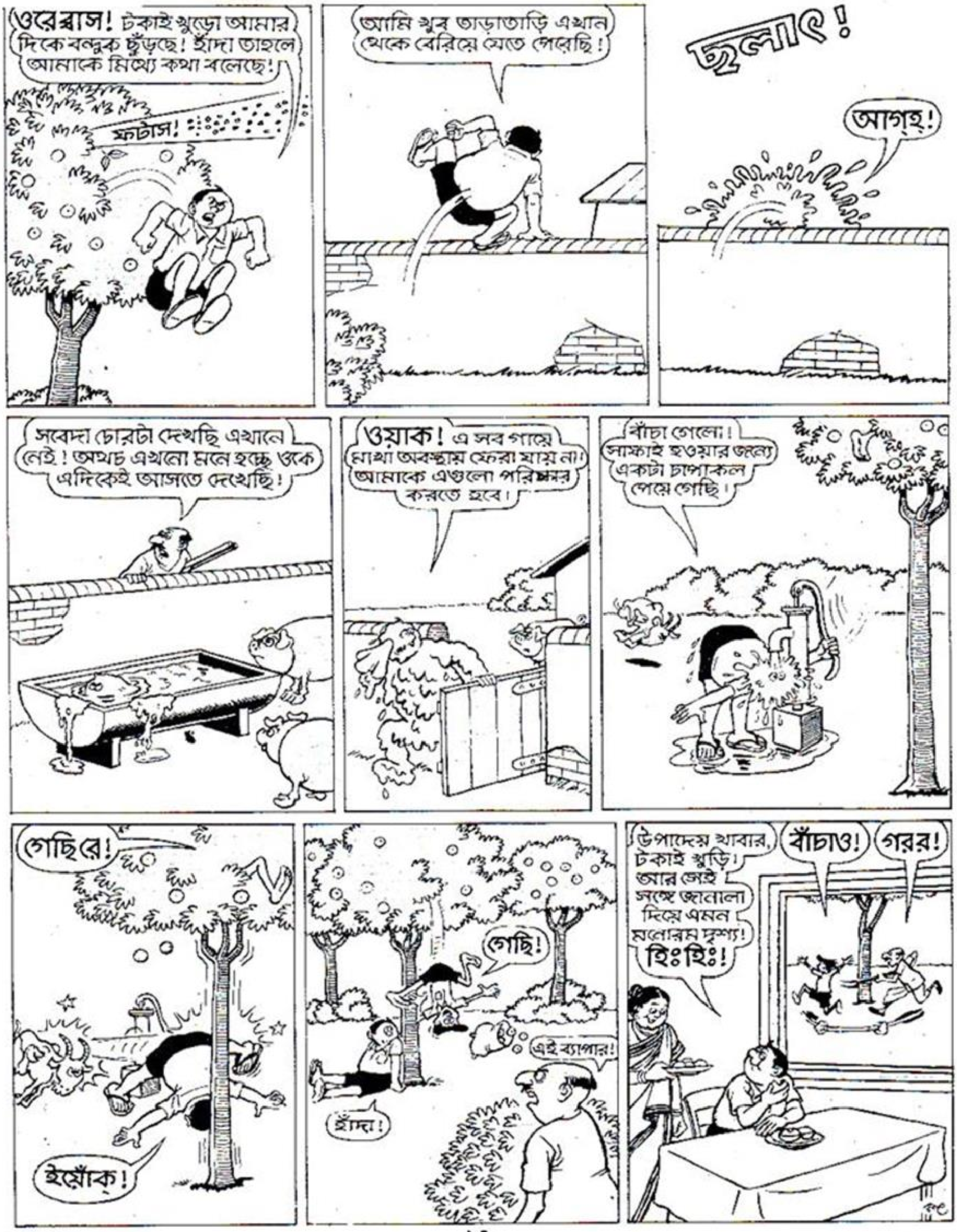


এগুলো দিয়ে লরিটা বোঝাই করে জমতে শুরু করার সময় দি।
এই যে, হাঁদা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমার এই লরিটা তুই ভাঙতে পারবি না!
হয়তো পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখি!
অ্যাই! তোর এই লরিতে এগুলো কি?
চট জলদি জমে যাওয়া সিমেন্ট মাখা— প্রায় জমে গেছে!
আমি আটকে গেছি!
আশা করি তাই! তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই ভাই।
বাঁচাও!
তুই পরে বা শিগগিরই ধাক্কা খেয়ে শক্ত হবি!
ইরক!
এই কাঁটাঝোপ থেকে আমাকে বের করে নে শিগগির!
হেঃ হেঃ! আবার আমার কোন জিনিসে ভঙ্গ অভিমান চালাবার আগে দুবার ভাববি!

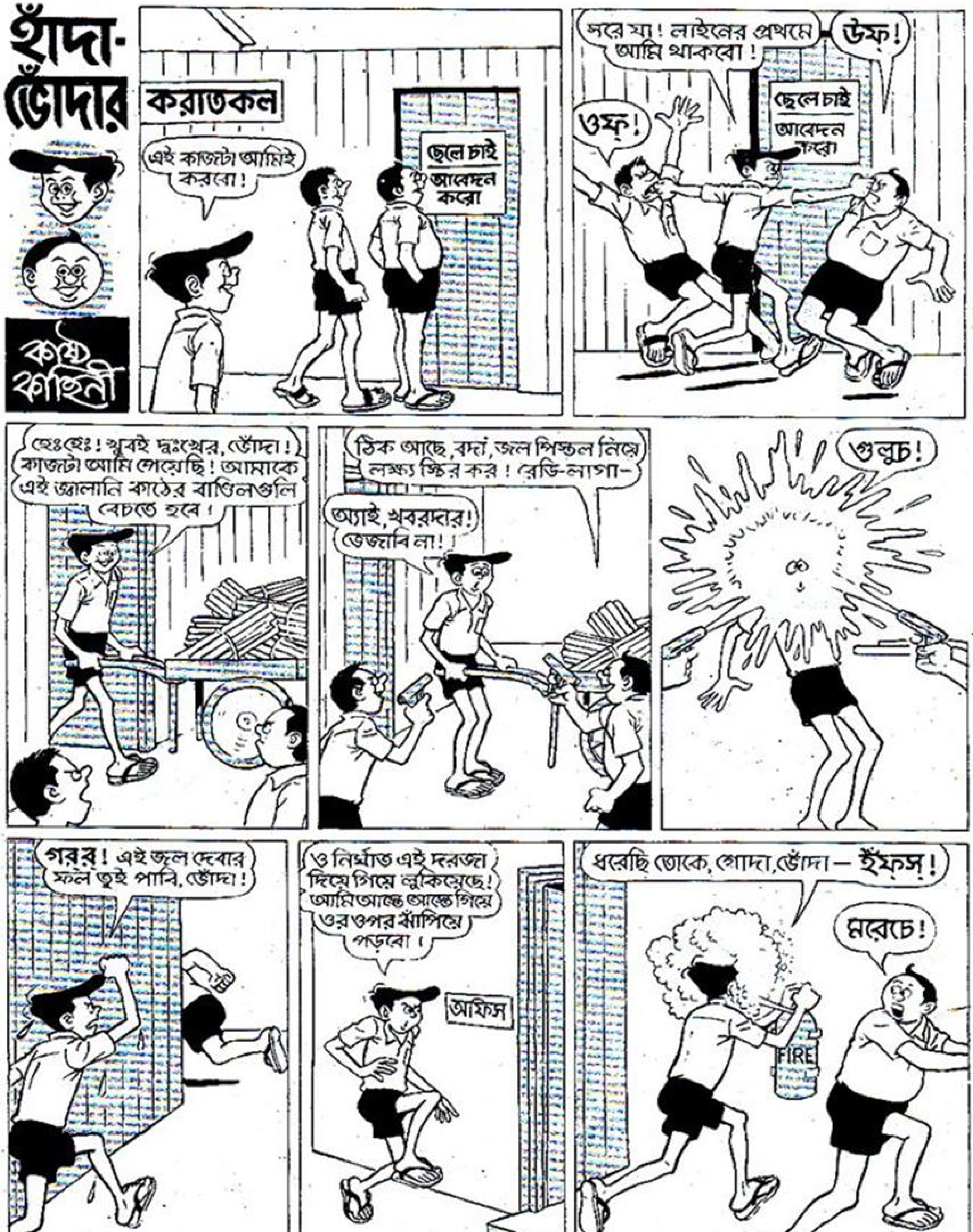

হাঁদা-ভোঁদার
নৌ বিহার
ওঃ! আমি যেন সাগরের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেছি...
নৌকো আধঘন্টা ১।- টাকা
তোর সময় পার হয়ে গেছে, ভোঁদা! এবার উঠে আয়!
বাজে বকিস না! মাত্র কয়েক মিনিট আমি নৌকো চড়েছি! আমি এখন উঠছি না!
ঘটনা এই রকম হলে... তোকে সিধে জলের মধ্যে যেতে হবে!
আজ বড়ই গরম! বরং সাঁতারই কাটা যাক!
না, তাও পারবি না! ওকে তুলে আন, ভুলো!
অ্যাই হতচ্ছাড়া কুকুর, ছেড়ে দে বলছি!
হেঃ হেঃ! ভুলোর সঙ্গে কোনরকম জারি জুরি খাটবে না!
কিছু পরে
হঠাৎ সব একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। একটা খদ্দেরেরও টিকির দেখা পাচ্ছি না!
গরর! ভোঁদাটা ফিরে এসে মালিকের ব্যবসা নষ্ট করছে! কিন্তু ভুলো ওদের ফুলো পাল ফুটো করে খেল খতম করতে জানে!
১০ মিনিট ১০ পয়সা
এরপর আমি, ভোঁদুদা!


ইঁয়েক! এ-এটা আবার কোত্থেকে এলো?
ওরে বাবা! একটা পাল তোলা ছুটন্ত ডাঙা নৌকো! এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে!
তোমার কুকুরের জন্যেই এটা হয়েছে ওর ঘুড়িটা আনিয়ে দাও!
এটা কোন সমস্যাই নয়!
আমি চুপি চুপি এটা ভুলোর সঙ্গে বেঁধে দি!
ঘুড়িটা নিয়ে আয়, ভুলো!
অ্যাই মরেচে! আমার ঘর যে ছুটছে!
হেঃ হেঃ! হাঁদার কুকুর ওকে পুকুর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে!
এক্ষুনি ফিরে এসো, হাঁদা! তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ!
কি-কিন্তু আমি সাঁতার জানিনা, স্যার!

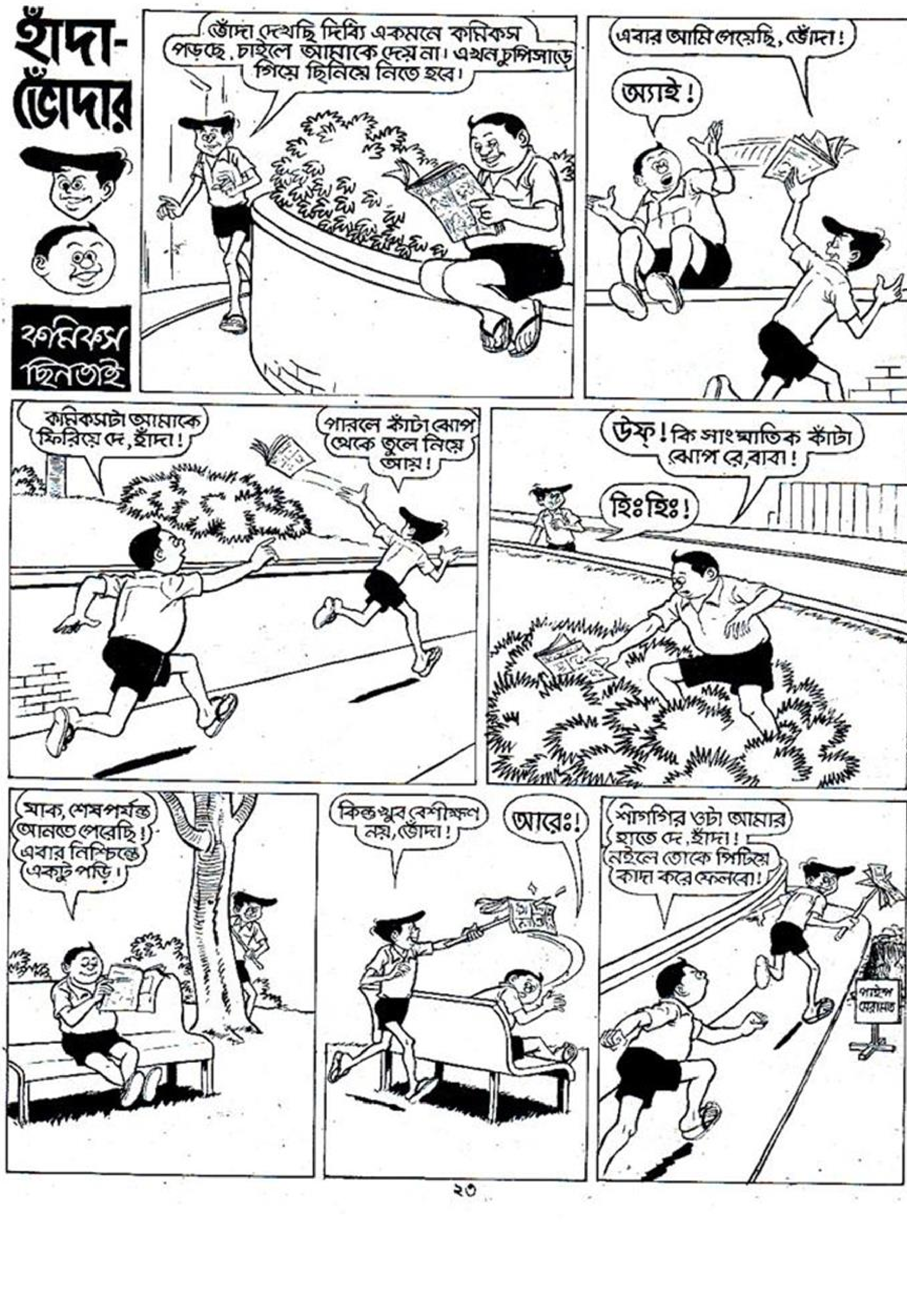

হাঁদা-ভোঁদার
সবেদা চুরি
বাগান মালিকের কোন পাত্তা নেই, তাই এই বাগান থেকে ছিনতাই করা সবেদার থলে নিয়ে সটকে পড়ার এই তাল!
নমস্কার, টকাই খুড়ো! আমি ও পাড়ায় গিয়েছিলাম থলে ভর্তি করে ইয়ে— এই কাঠের গুঁড়ো আনতে!
কেউ আমার গাছের সবেদা ছিঁড়ে নিচ্ছে। যে আমাকে এই সবেদা চোরকে ধরতে সাহায্য করবে তাকে আমি ভূরিভোজ করাবো!
এটা দারুণ ব্যবস্থা, টকাই খুড়ো।
আমি জানি কি করে ঐ ভূরিভোজ— আর ঐ সঙ্গে আরো সবেদা বাগানো যায়!
টকাই খুড়ো তার সবেদা বাগান থেকে এমনিই আমাকে সবেদা তুলতে দিয়েছে গাছে এতো ফলেছে যে, যে যাচ্ছে তাকেই পেড়ে নিয়ে খেতে বলছে রে, ভোঁদা।
বলিস কি রে, হাঁদা!
মিষ্টি সবেদা আমি যত খেতে পারি খাবো। এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না! ইঃ, কি দারুণ!
টকাই খুড়ো! আমি এখুনি সবেদা চোরকে আপনার একটা গাছে দেখে এলাম!
আচ্ছা!
আমি ওকে একটা ভোজ দিচ্ছি!
মচমচ! মচমচ!
ভোঁদাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে আমি আরো সবেদা নিয়ে সরে পড়ি।



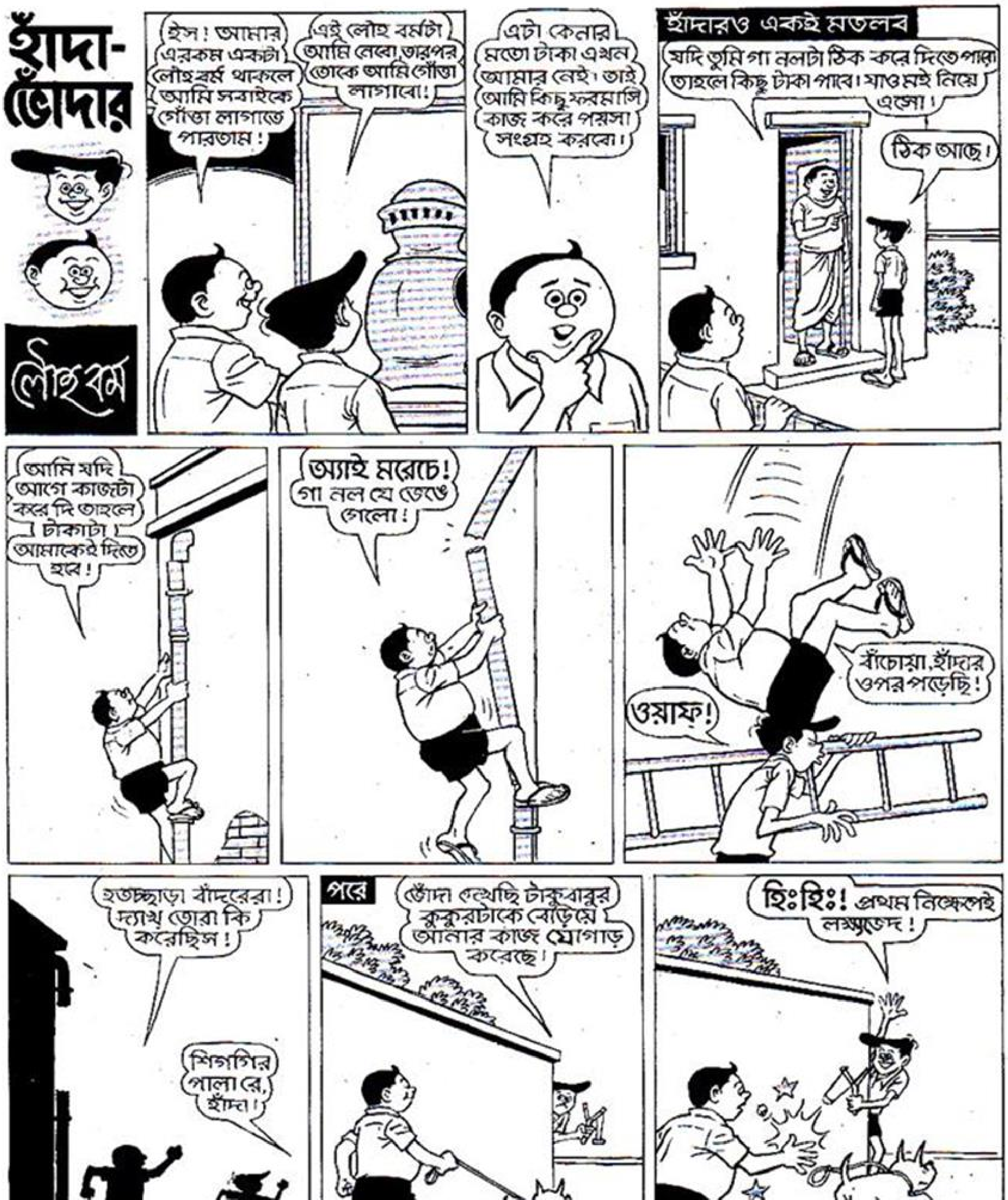
ওরেব্বাস! টকাই খুড়ো আমার দিকে বন্দুক ছুঁড়ছে! হাঁদা তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে!
ফটাস!
আমি খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছি!
ছপ্লাৎ!
আগহ্!
সবেদা চোরটা দেখছি এখানে নেই! অথচ এখনো মনে হচ্ছে ওকে এদিকেই আসতে দেখেছি!
ওয়াক! এ সব গায়ে মাথা অবস্থায় ফেরা যায় না। আমাকে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে।
বাঁচা গেলো! সাফাই হওয়ার জন্যে একটা চাপাকল পেয়ে গেছি।
গেছি রে!
ইয়োঁক!
গেছি!
এই ব্যাপার!
হাঁদা!
উপাদেয় খাবার, টকাই খুড়ি। আর সেই সঙ্গে জানালা দিয়ে এমন মনোরম দৃশ্য!
হিঃহিঃ!
বাঁচাও!
গরর!

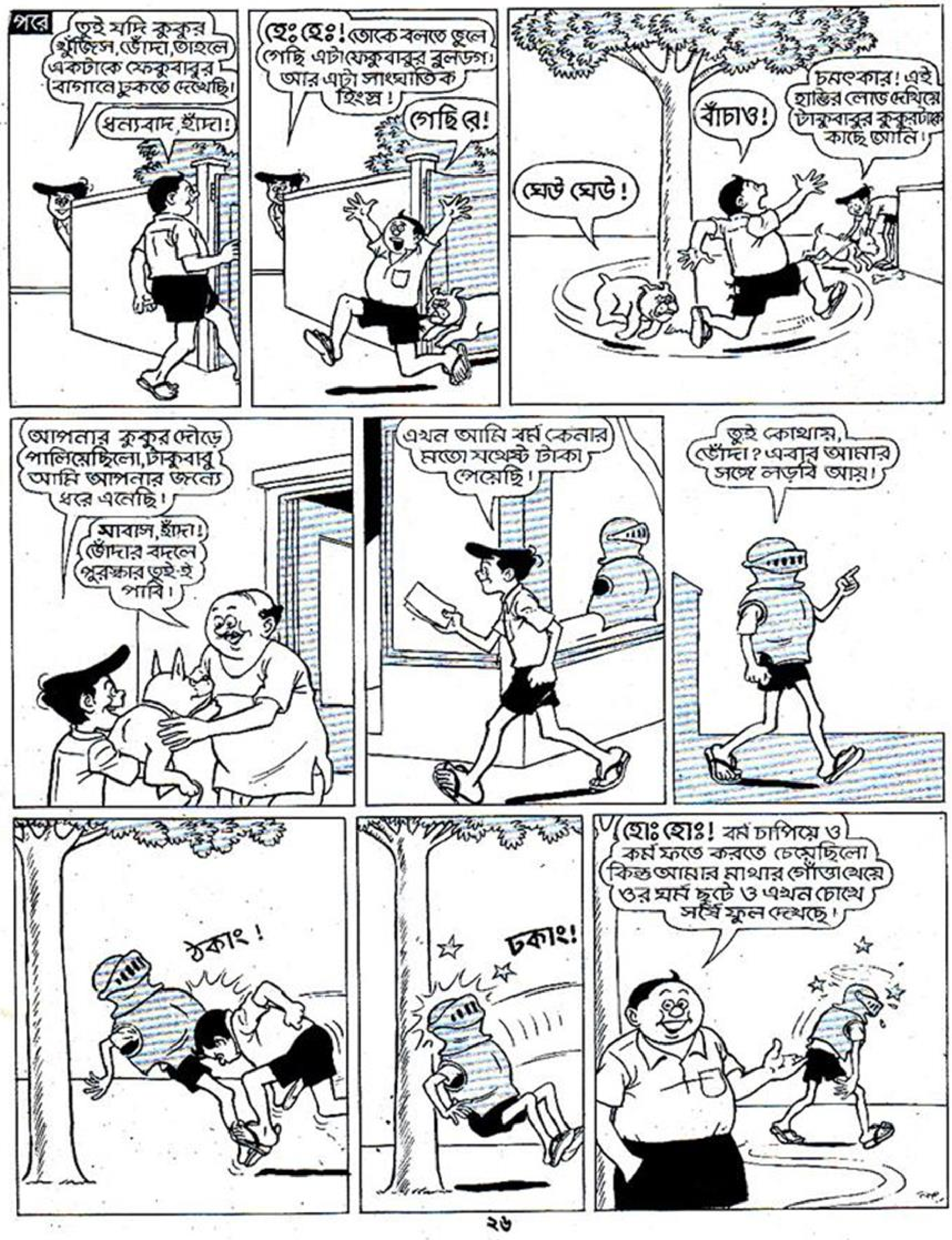

হাঁদা-ভোঁদার
কাষ্ঠ কাহিনী
করাতকল
এই কাজটা আমিই করবো!
ছেলে চাই
আবেদন করো
সরে যা! লাইনের প্রথমে আমি থাকবো!
উফ্!
ওফ্!
ছেলে চাই
আবেদন করো
হেঃহেঃ! খুবই দুঃখের, ভোঁদা! কাজটা আমি পেয়েছি! আমাকে এই জ্বালানি কাঠের বাণ্ডিলগুলি বেচতে হবে।
ঠিক আছে, বদা, জল পিস্তল নিয়ে লক্ষ্য স্থির কর! রেডি-লাগা—
অ্যাই, খবরদার! ভেজাবি না!
গুলুচ!
গরর! এই জল দেবার ফল তুই পাবি, ভোঁদা!
ও নির্ঘাত এই দরজা দিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে! আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।
অফিস
ধরেছি তোকে, গোদা, ভোঁদা — ইঁফস্!
মরেচে!
FIRE

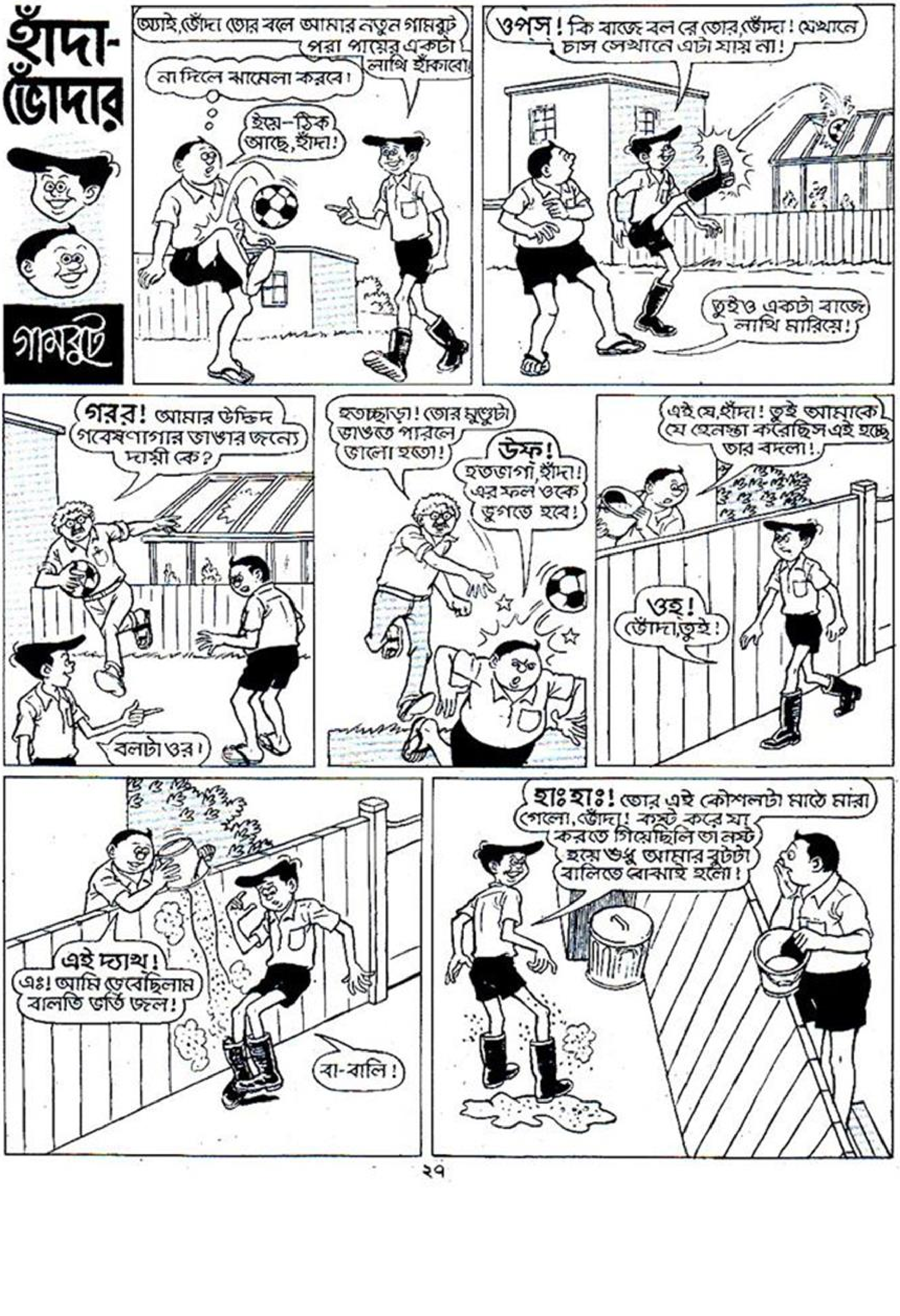

ওয়াক! থুঃ!
হাঃহাঃ! ভুল করে ও একটা আগুন নেভানো বস্তু ধরেছে!
বাহ্! ভোঁদা আমার ঠ্যালাগাড়িটা নিয়ে গেছে কিন্তু আমি এই চাকার দাগ ধরে ওকে ধরবো!
গরর! ঠ্যালাগাড়িটা আমাকে দিয়ে দে!
মরেছে! ও ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সটকে পড়তে হবে!
অ্যাইও!
হিঃহিঃ! ও একেবারে গড়ানে রাস্তায় পড়েছে!
ওরে বাবা! আমি এটা থামাতে পারছি না!
গেছি রে!
দড়াম!
যে ছেলেটা জ্বালানি কাঠ বিক্রির কাজ নিয়েছিলো সে আপনার ঠ্যালা ভেঙে খেলা করছে।
গরর! আমার নতুন ঠ্যালাগাড়িটার যে হাল করেছিস আয় তোকেও ঐ অবস্থা করে মনের ঝাল মেটাই!
গোঁ গোঁ!

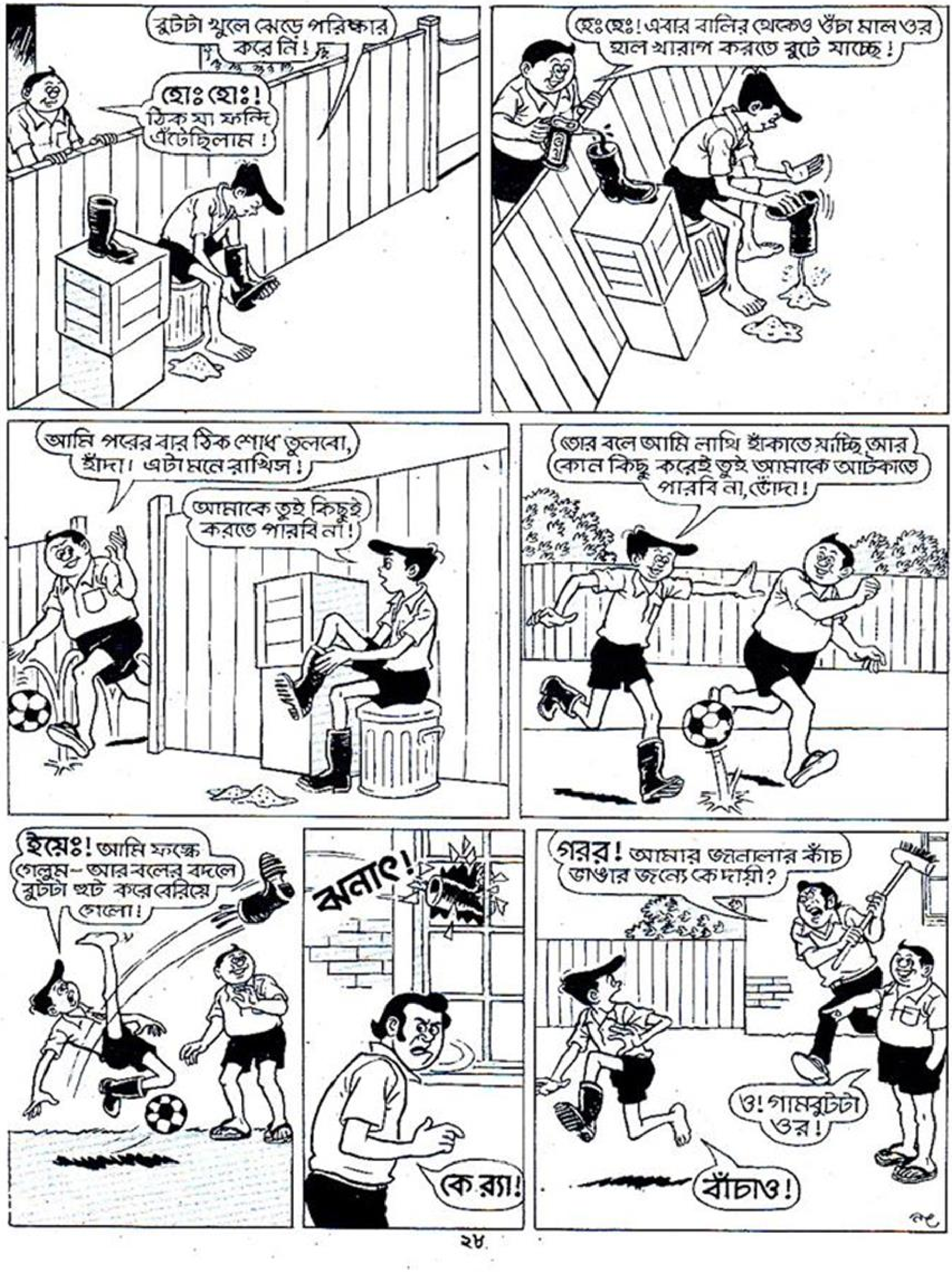

হাঁদা-ভোঁদার
কমিকস ছিনতাই
ভোঁদা দেখছি দিব্যি একমনে কমিকস পড়ছে, চাইলে আমাকে দেয় না। এখন চুপিসাড়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিতে হবে।
এবার আমি পেয়েছি, ভোঁদা!
অ্যাই!
কমিকসটা আমাকে ফিরিয়ে দে, হাঁদা!
পারলে কাঁটা ঝোপ থেকে তুলে নিয়ে আয়!
উফ্! কি সাংঘাতিক কাঁটা ঝোপ রে, বাবা!
হিঃ হিঃ!
যাক, শেষপর্যন্ত আনতে পেরেছি! এবার নিশ্চিন্তে একটু পড়ি।
কিন্তু খুব বেশীক্ষণ নয়, ভোঁদা!
আরেঃ!
শীগগির ওটা আমার হাতে দে, হাঁদা! নইলে তোকে পিটিয়ে কাঁদা করে ফেলবো!
পাইপ মেরামত

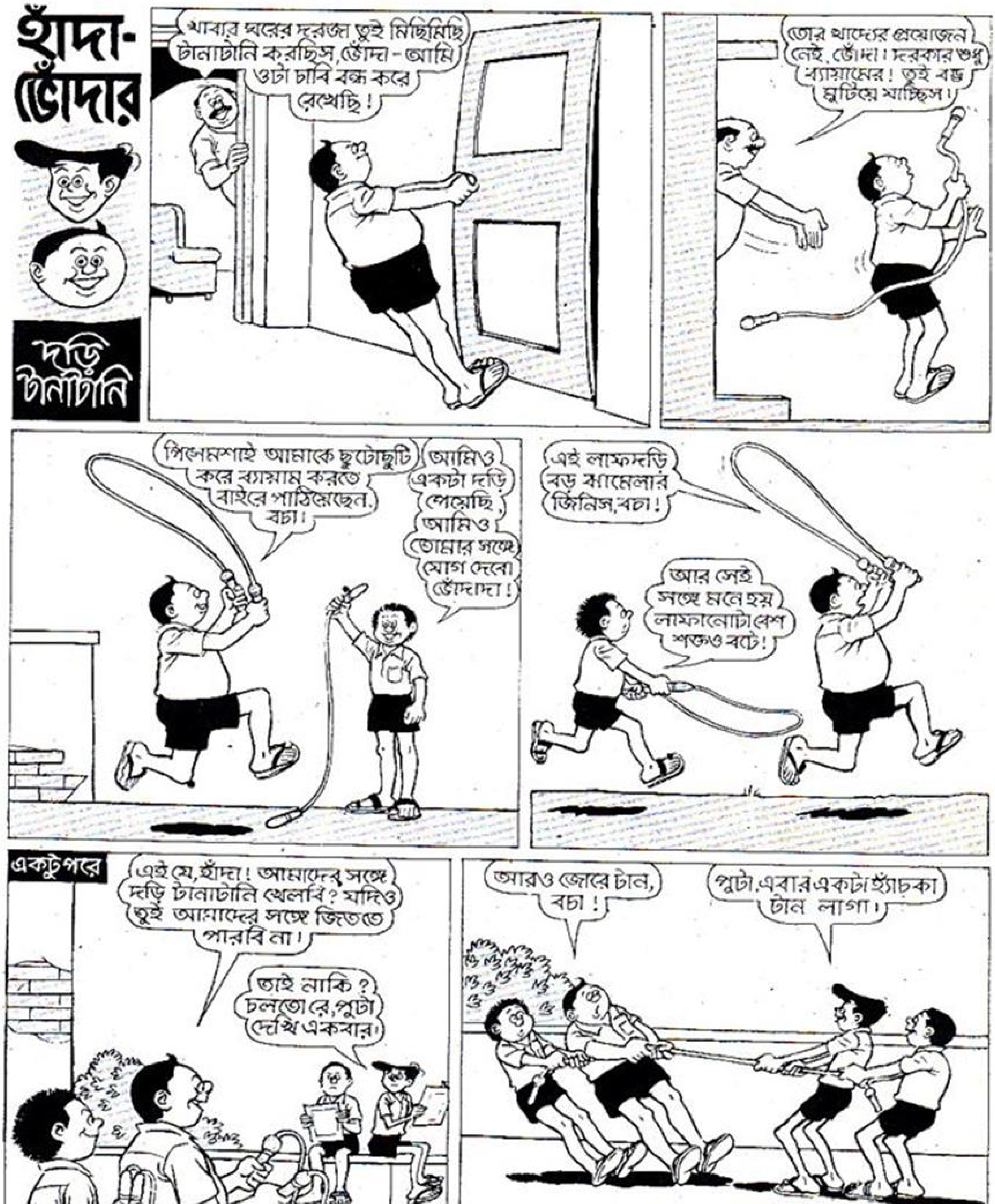

হিঃহিঃ! এবার গর্তে নেমে তোকে ওটা আনতে হবে, ভোঁদা!
পাজিটা নাগালের বাইরে পালিয়েছে!
ভোঁদাটার এখনো শিক্ষা হয়নি দেখছি। এবার নিয়ে তিনবার ওর কমিকস ছিনতাই হবে!
আবার তোর কমিকস হাতিয়েছি, ভোঁদা!
বেশ করেছিস, হাঁদা!
এটা আর যাতে ফিরে না পাস এবার সে ব্যবস্থা করছি!
ঠিক আছে, ওটা আমার বইই নয়!
ওটা কেঁদোদার বই!
গরর! আমার সেটটা নষ্ট করে দিলো, হতচ্ছাড়া পাজি—
ইরক্!
হিঃহিঃ! বই পড়ে মজা পাওয়ার চেয়ে দেখে মজা পাওয়া অনেক বেশী মজার, হাঁদা!
গেছিরে!

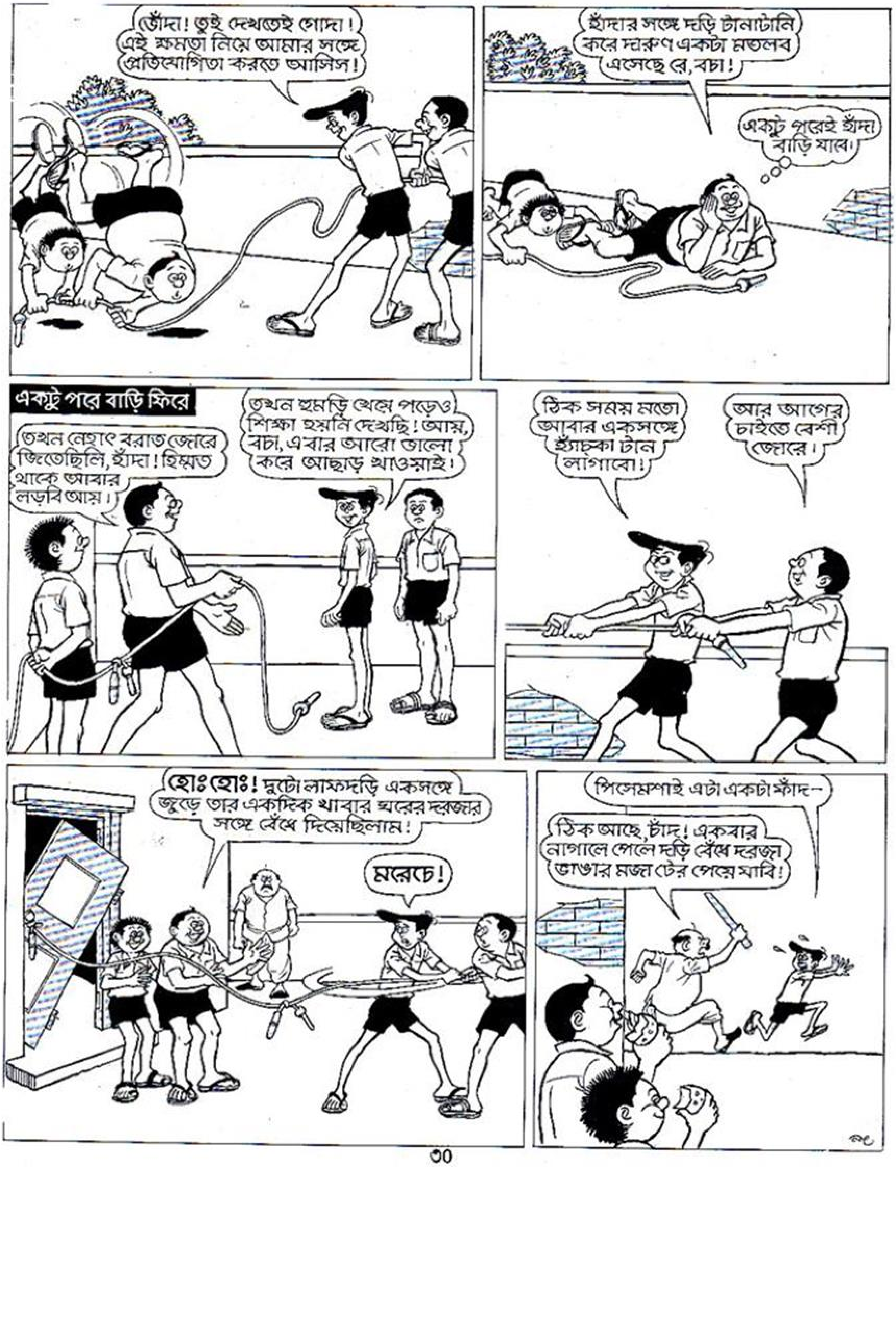

হাঁদা-ভোঁদার
লৌহবর্ম
ইস! আমার এরকম একটা লৌহবর্ম থাকলে আমি সবাইকে গোঁত্তা লাগাতে পারতাম!
এই লৌহ বর্মটা আমি নেবো তারপর তোকে আমি গোঁত্তা লাগাবো!
এটা কেনার মতো টাকা এখন আমার নেই। তাই আমি কিছু ফরমাসি কাজ করে পয়সা সংগ্রহ করবো।
হাঁদারও একই মতলব
যদি তুমি গা নলটা ঠিক করে দিতে পারো তাহলে কিছু টাকা পাবে। যাও মই নিয়ে এসো।
ঠিক আছে।
আমি যদি আগে কাজটা করে দি তাহলে টাকাটা আমাকেই দিতে হবে!
অ্যাই মরেচে! গা নল যে ভেঙে গেলো!
বাঁচোয়া, হাঁদার ওপর পড়েছি!
ওয়াফ্!
হতচ্ছাড়া বাঁদরেরা! দ্যাখ্ তোরা কি করেছিস!
শিগগির পালা রে, হাঁদা!
পরে
ভোঁদা দেখেছি টাকুবাবুর কুকুরটাকে বেড়িয়ে আমার কাজ যোগাড় করেছে।
হিঃ হিঃ! প্রথম নিক্ষেপেই লক্ষ্যভেদ!

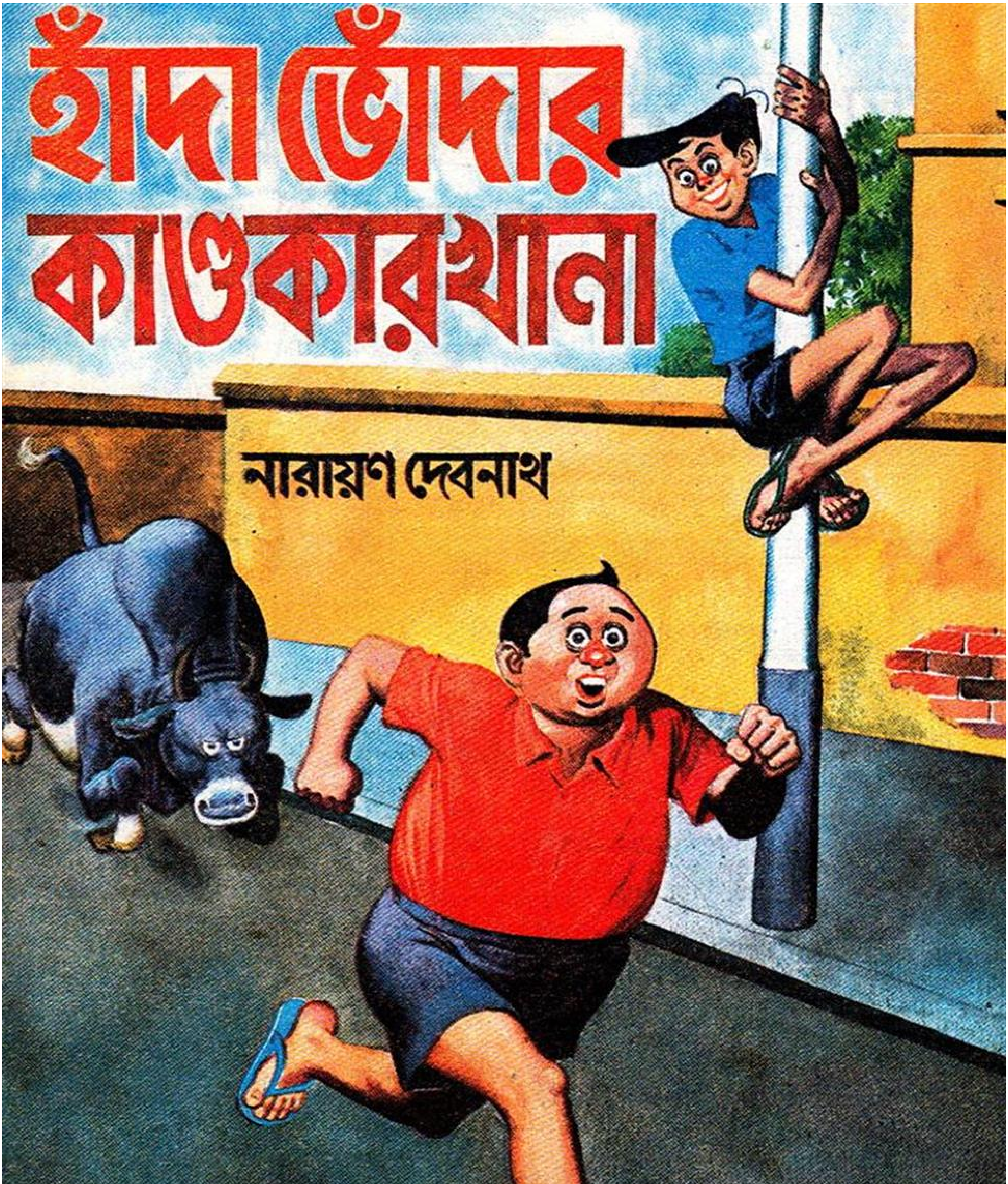

পরে
তুই যদি কুকুর খুঁজিস, ভোঁদা, তাহলে একটাকে ফেকুবাবুর বাগানে ঢুকতে দেখেছি।
ধন্যবাদ, হাঁদা!
হেঃ হেঃ! তোকে বলতে ভুলে গেছি এটা ফেকুবাবুর বুলডগ। আর এটা সাংঘাতিক হিংস্র!
গেছি রে!
ঘেউ ঘেউ!
বাঁচাও!
চমৎকার! এই হাড্ডির লোভ দেখিয়ে টাকুবাবুর কুকুরটাকে কাছে আনি।
আপনার কুকুর দৌড়ে পালিয়েছিলো, টাকুবাবু আমি আপনার জন্যে ধরে এনেছি!
সাবাস, হাঁদা! ভোঁদার বদলে পুরস্কার তুই-ই পাবি।
এখন আমি বর্ম কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পেয়েছি।
তুই কোথায়, ভোঁদা? এবার আমার সঙ্গে লড়বি আয়।
ঠকাং!
ঢকাং!
হোঃ হোঃ! বর্ম চাপিয়ে ও কর্ম ফতে করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমার মাথার গোঁত্তা খেয়ে ওর ঘর্ম ছুটে ও এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে!

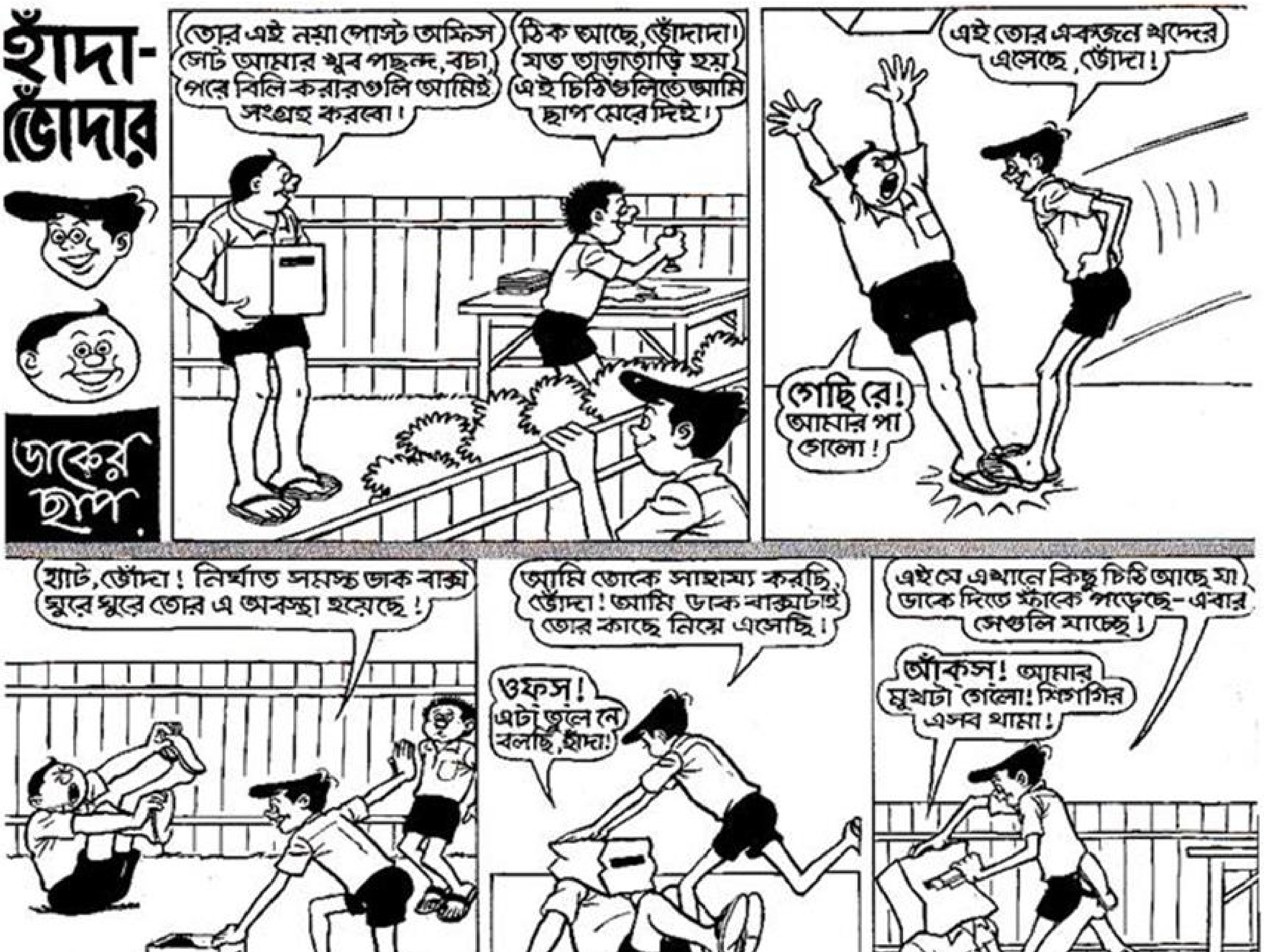

হাঁদা-ভোঁদার
গামবুটে
অ্যাই, ভোঁদা তোর বলে আমার নতুন গামবুট পরা পায়ের একটা লাথি হাঁকাবো!
না দিলে ঝামেলা করবে!
ইয়ে—ঠিক আছে, হাঁদা!
ওপস! কি বাজে বল রে তোর, ভোঁদা! যেখানে চাস সেখানে এটা যায় না!
তুইও একটা বাজে লাথি মারিয়ে!
গরর! আমার উদ্ভিদ গবেষণাগার ভাঙার জন্যে দায়ী কে?
বলটা ওর!
হতচ্ছাড়া! তোর মুন্ডুটা ভাঙতে পারলে ভালো হতো!
উফ! হতভাগা, হাঁদা! এর ফল ওকে ভুগতে হবে!
এই যে, হাঁদা! তুই আমাকে যে হেনস্তা করেছিস এই হচ্ছে তার বদলা!
ওহ! ভোঁদা, তুই!
এই দ্যাখ! এঃ! আমি ভেবেছিলাম বালতি ভর্তি জল!
বা-বালি!
হাঃ হাঃ! তোর এই কৌশলটা মাঠে মারা গেলো, ভোঁদা! কষ্ট করে যা করতে গিয়েছিলি তা নষ্ট হয়ে শুধু আমার বুটটা বালিতে বোঝাই হলো!

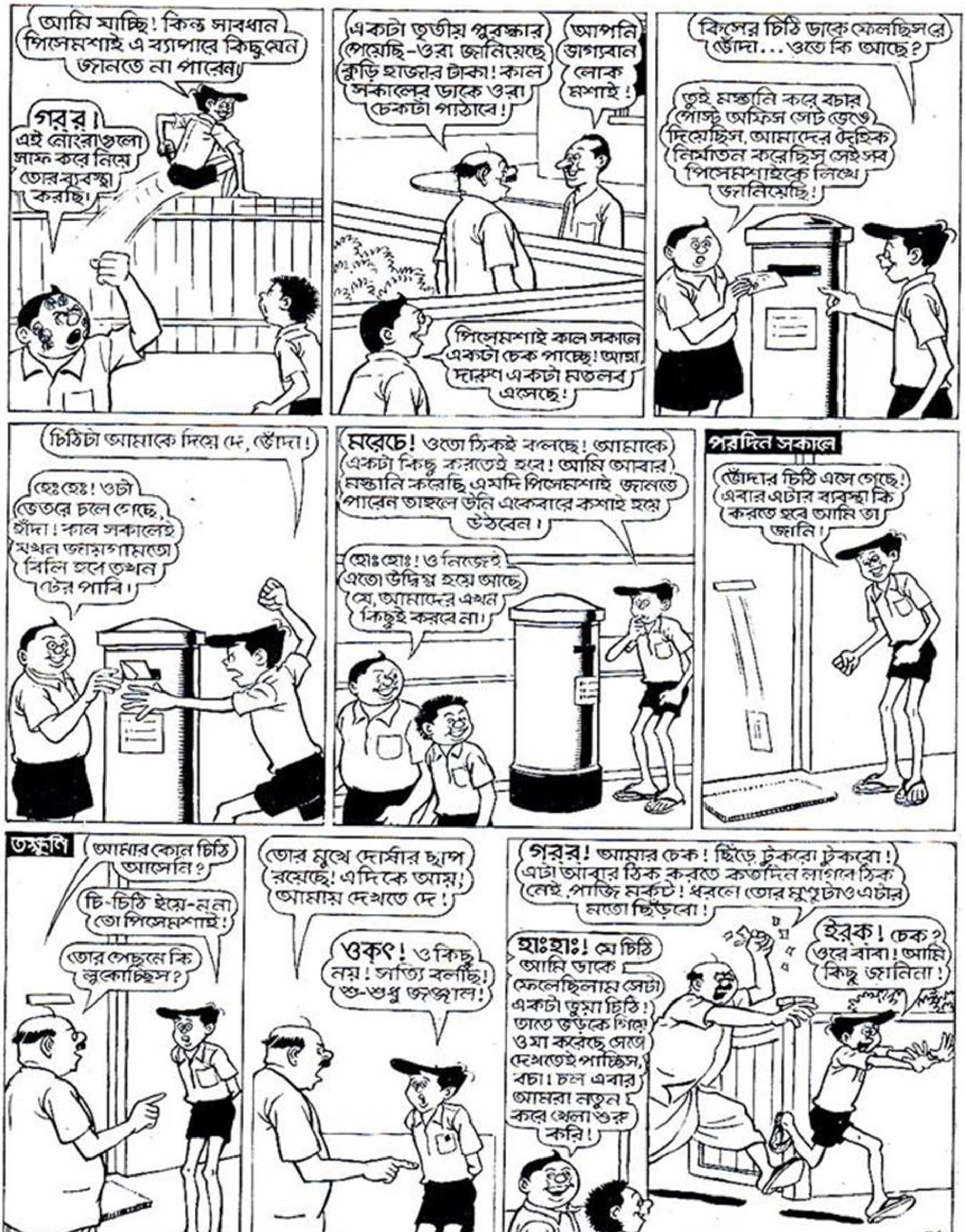

বুটটা খুলে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নি! হুঁ
হোঃ হোঃ! ঠিক যা ফন্দি এঁটেছিলাম!
হেঃ হেঃ! এবার বালির থেকেও ওঁচা মাল ওর হাল খারাপ করতে বুটে যাচ্ছে!
আমি পরের বার ঠিক শোধ তুলবো, হাঁদা। এটা মনে রাখিস!
আমাকে তুই কিছুই করতে পারবি না!
তোর বলে আমি লাথি হাঁকাতে যাচ্ছি আর কোন কিছু করেই তুই আমাকে আটকাতে পারবি না, ভোঁদা!
ইয়েঃ! আমি ফস্কে গেলুম— আর বলের বদলে বুটটা ছুট করে বেরিয়ে গেলো!
ঝনাৎ!
কে র‍্যা!
গরর! আমার জানালার কাঁচ ভাঙার জন্যে কে দায়ী?
ও! গামবুটটা ওর!
বাঁচাও!

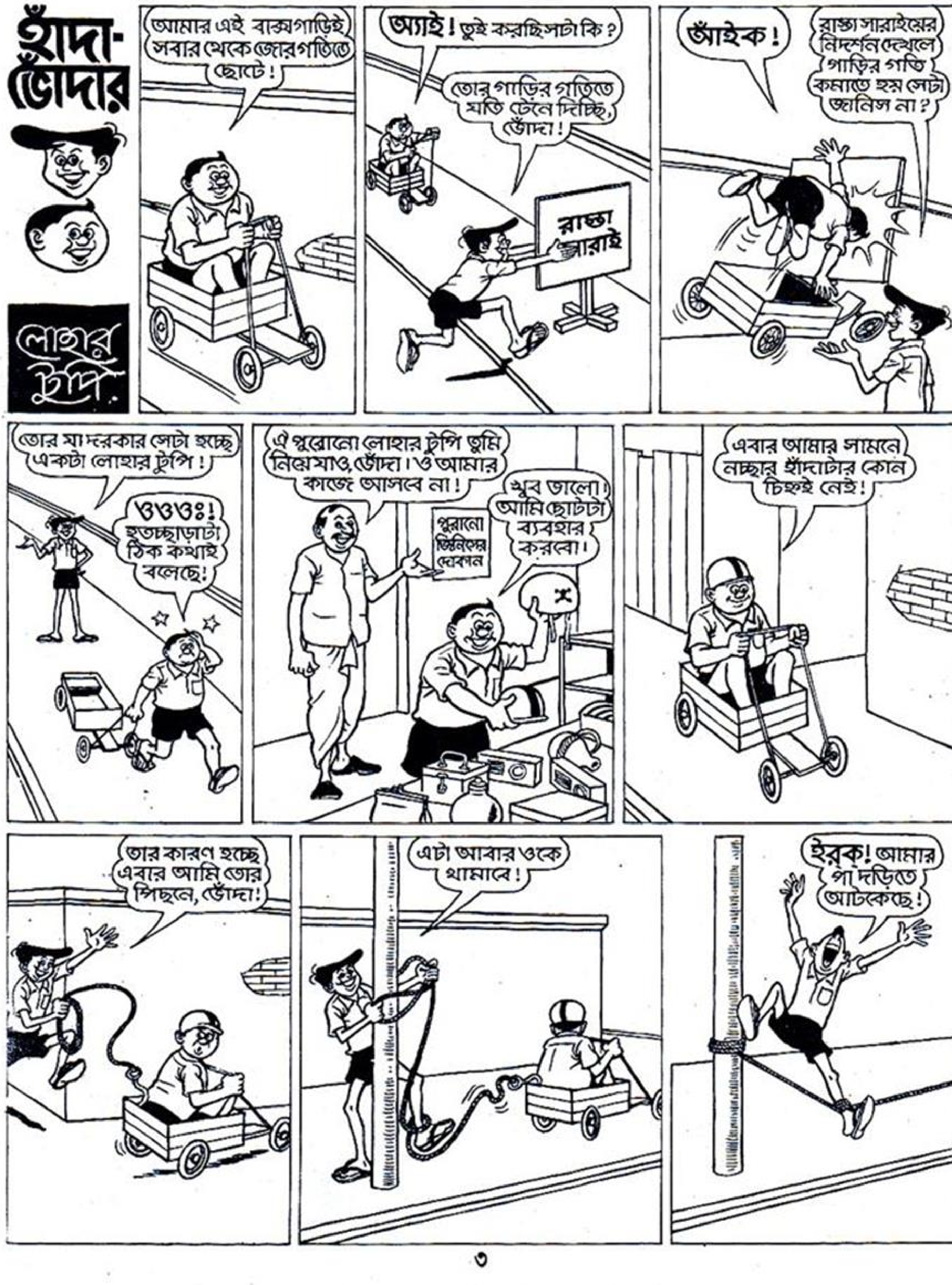

হাঁদা-ভোঁদার
দড়ি টানাটানি
খাবার ঘরের দরজা তুই মিছিমিছি টানাটানি করছিস, ভোঁদা – আমি ওটা চাবি বন্ধ করে রেখেছি!
তোর খাদ্যের প্রয়োজন নেই, ভোঁদা! দরকার শুধু ব্যায়ামের! তুই বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছিস।
পিসেমশাই আমাকে ছুটোছুটি করে ব্যায়াম করতে বাইরে পাঠিয়েছেন, বচা।
আমিও একটা দড়ি পেয়েছি, আমিও তোমার সঙ্গে যোগ দেবো ভোঁদাদা!
এই লাফদড়ি বড় ঝামেলার জিনিস, বচা!
আর সেই সঙ্গে মনে হয় লাফানোটা বেশ শক্তও বটে!
একটু পরে
এই যে, হাঁদা! আমাদের সঙ্গে দড়ি টানাটানি খেলবি? যদিও তুই আমাদের সঙ্গে জিততে পারবি না।
তাই নাকি? চলতো রে, পুটা দেখি একবার।
আরও জোরে টান, বচা!
পুটা, এবার একটা হ্যাঁচকা টান লাগা।

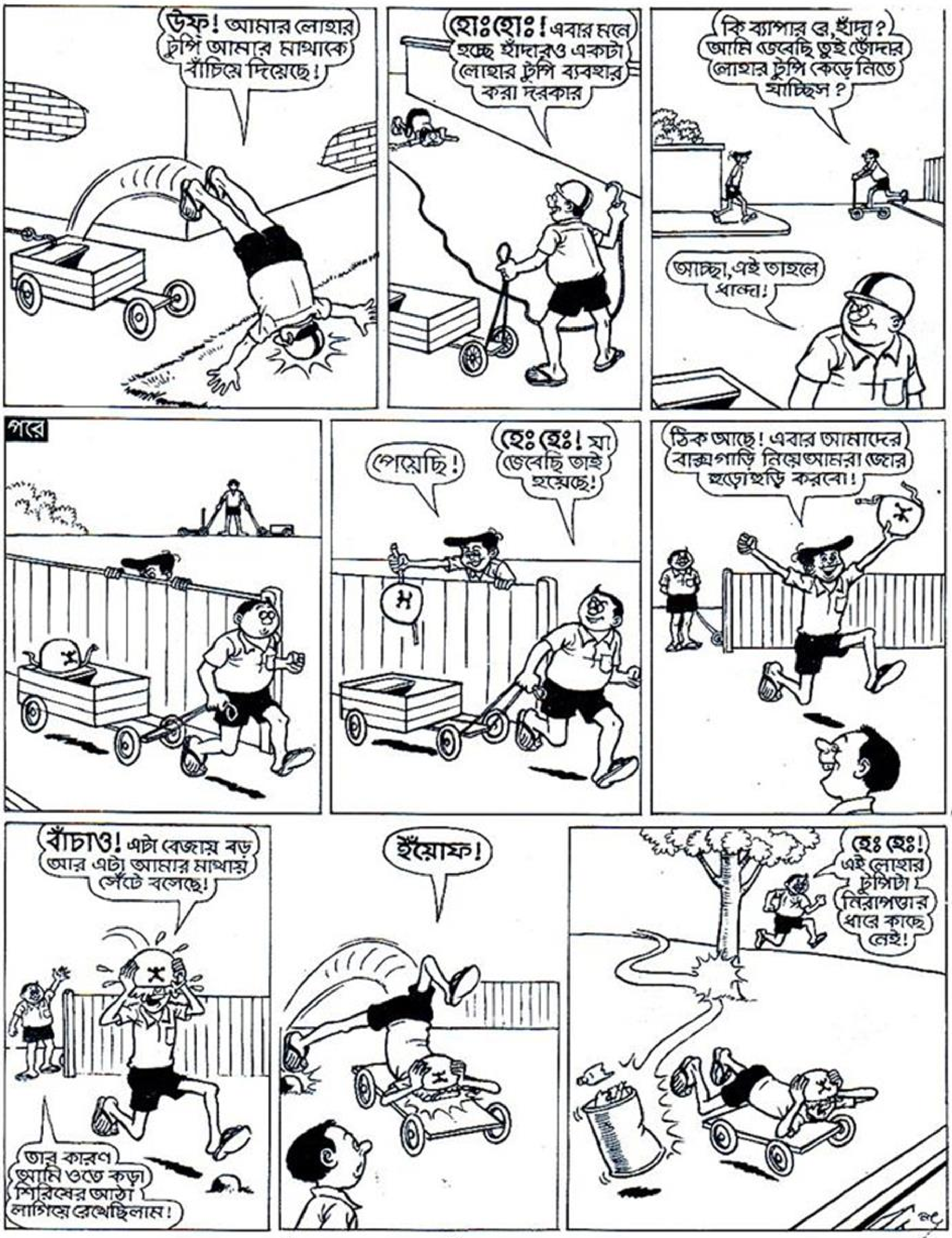

ভোঁদা! তুই দেখতেই গোদা! এই ক্ষমতা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আসিস!
হাঁদার সঙ্গে দড়ি টানাটানি করে দারুণ একটা মতলব এসেছে রে, বচা!
একটু পরেই হাঁদা বাড়ি যাবে।
একটু পরে বাড়ি ফিরে
তখন নেহাৎ বরাত জোরে জিতেছিলি, হাঁদা! হিম্মত থাকে আবার লড়বি আয়।
তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েও শিক্ষা হয়নি দেখছি! আয়, বচা, এবার আরো ভালো করে আছাড় খাওয়াই।
ঠিক সময় মতো আবার একসঙ্গে হ্যাঁচকা টান লাগাবো।
আর আগের চাইতে বেশী জোরে।
হোঃ হোঃ! দুটো লাফদড়ি একসঙ্গে জুড়ে তার একদিক খাবার ঘরের দরজার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলাম!
মরেচে!
পিসেমশাই এটা একটা ফাঁদ—
ঠিক আছে, চাঁদ! একবার নাগালে পেলে দড়ি বেঁধে দরজা ভাঙার মজা টের পেয়ে যাবি!

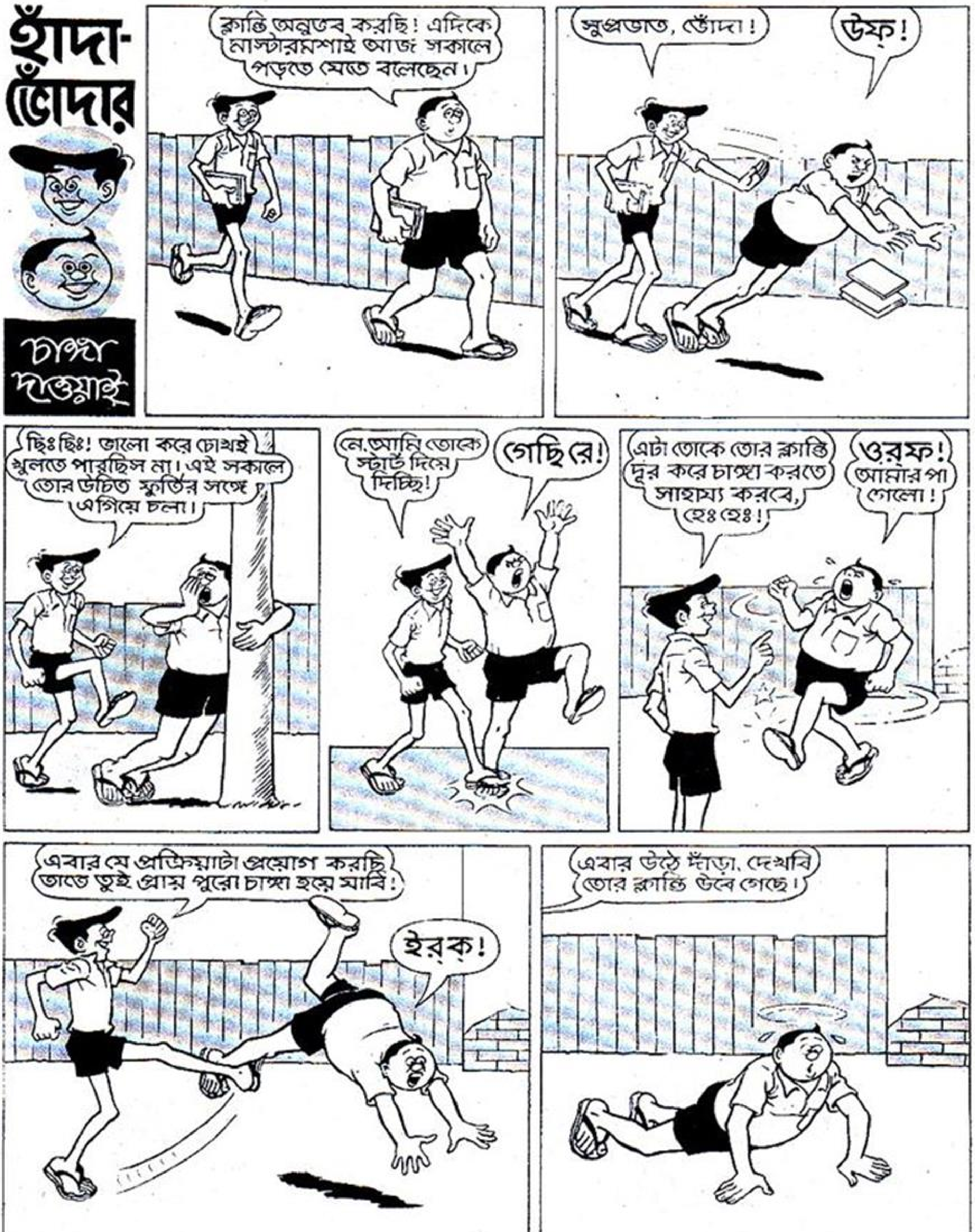

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১০

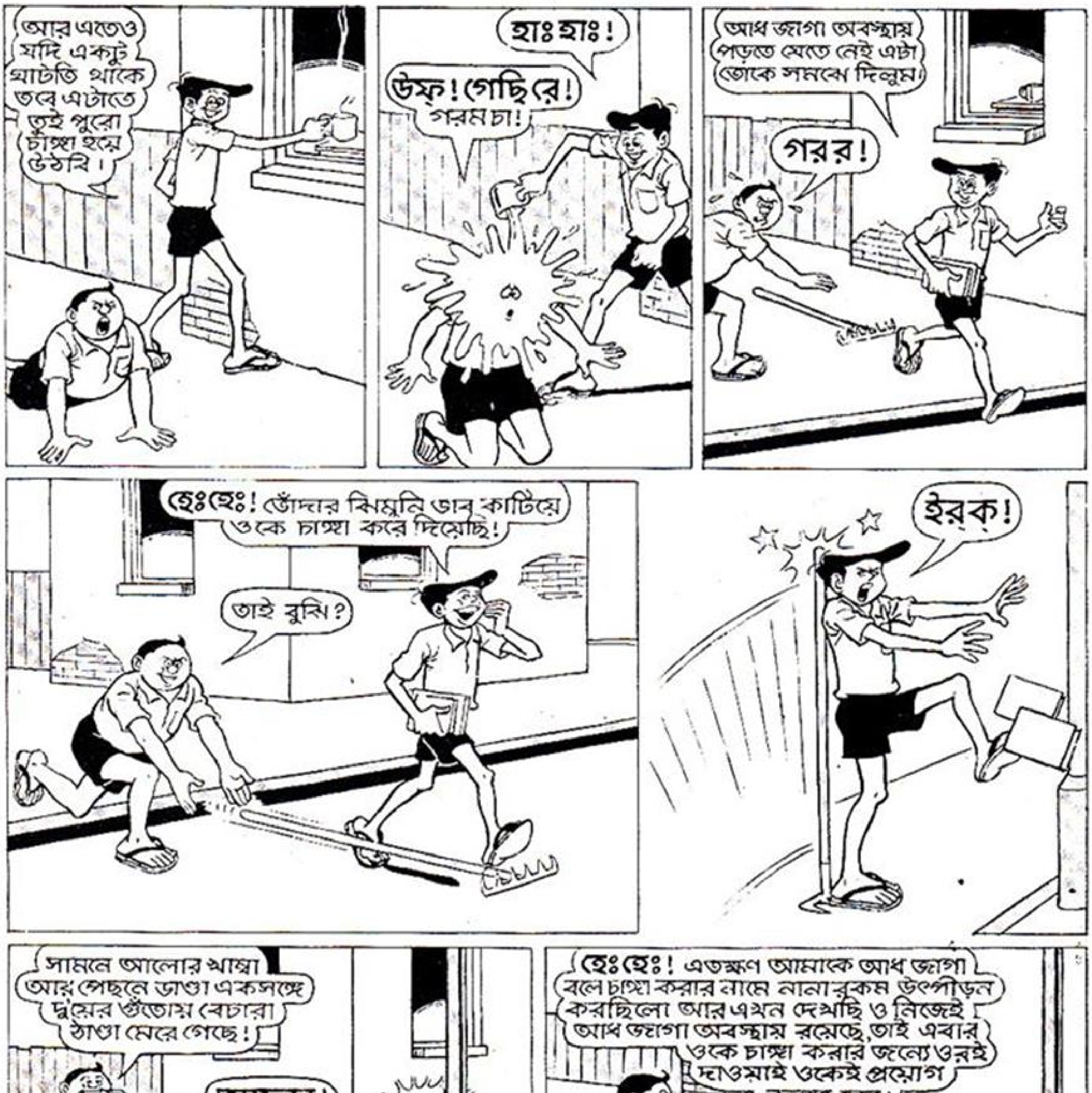

হাঁদা-ভোঁদার
ডাকের ছাপ
তোর এই নয়া পোস্ট অফিস সেট আমার খুব পছন্দ, বচা! পরে বিলি করারগুলি আমিই সংগ্রহ করবো।
ঠিক আছে, ভোঁদাদা! যত তাড়াতাড়ি হয় এই চিঠিগুলিতে আমি ছাপ মেরে দিই।
এই তোর একজন খদ্দের এসেছে, ভোঁদা!
গেছি রে! আমার পা গেলো!
হ্যাট, ভোঁদা! নির্ঘাত সমস্ত ডাক বাক্স ঘুরে ঘুরে তোর এ অবস্থা হয়েছে!
আমি তোকে সাহায্য করছি, ভোঁদা! আমি ডাক বাক্সটাই তোর কাছে নিয়ে এসেছি।
ওফস! এটা তুলে নে বলছি, হাঁদা!
এই যে এখানে কিছু চিঠি আছে যা ডাকে দিতে ফাঁকে পড়েছে—এবার সেগুলি যাচ্ছে।
আঁকস! আমার মুখটা গেলো! শিগগির এসব থামা!
এবার আমি এখানে পোস্টমাস্টার, আমার কাছ থেকে কিছু ডাকটিকিট কিনতে চাস?
না, আমার কাছে কেনার পয়সা নেই।
তাহলে আমি তোকে বিনা পয়সায় টিকিট দেবো— চমৎকার কালির হাতে মারা ছাপ টিকিট।
ইরক! না, হাঁদা! না!
হেঃ হেঃ! এই ডাকের ছাপ তোকে দূর দেশে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে যাবে, ভোঁদা!
থাম! ইরক! আমার চোখ!


আমি যাচ্ছি! কিন্তু সাবধান পিসেমশাই এ ব্যাপারে কিছু যেন জানতে না পারেন।
গরর! এই নোংরাগুলো সাফ করে নিয়ে তোর ব্যবস্থা করছি।
একটা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছি-ওরা জানিয়েছে কুড়ি হাজার টাকা! কাল সকালের ডাকে ওরা চেকটা পাঠাবে!
আপনি ভাগ্যবান লোক মশাই!
পিসেমশাই কাল সকালে একটা চেক পাচ্ছে! আহা, দারুণ একটা মতলব এসেছে!
কিসের চিঠি ডাকে ফেলছিস রে ভোঁদা... ওতে কি আছে?
তুই মস্তানি করে বচার পোস্ট অফিস সেট ভেঙে দিয়েছিস, আমাদের দৈহিক নির্যাতন করেছিস সেই সব পিসেমশাইকে লিখে জানিয়েছি!
চিঠিটা আমাকে দিয়ে দে, ভোঁদা!
হেঃ হেঃ! ওটা ভেতরে চলে গেছে, হাঁদা! কাল সকালেই যখন জায়গামতো বিলি হবে তখন টের পাবি।
মরেছে! ওতো ঠিকই বলছে! আমাকে একটা কিছু করতেই হবে! আমি আবার মস্তানি করেছি এমদি পিসেমশাই জানতে পারেন তাহলে উনি একেবারে কশাই হয়ে উঠবেন।
হোঃ হোঃ! ও নিজেই এতো উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যে, আমাদের এখন কিছুই করবে না।
পরদিন সকালে
ভোঁদার চিঠি এসে গেছে! এবার এটার ব্যবস্থা কি করতে হবে আমি তা জানি!
তৎক্ষণাৎ
আমার কোন চিঠি আসেনি?
চি-চিঠি ইয়ে-মানা তো পিসেমশাই!
তোর পেছনে কি লুকোচ্ছিস?
তোর মুখে দোষীর ছাপ রয়েছে! এদিকে আয়! আমায় দেখতে দে!
ওকৎ! ও কিছু নয়! সত্যি বলছি! শু-শুধু জঞ্জাল!
গরর! আমার চেক! ছিঁড়ে টুকরো টুকরো! এটা আবার ঠিক করতে কতদিন লাগবে ঠিক নেই, পাজি মর্কট! ধরলে তোর মুণ্ডুটাও এটার মতো ছিঁড়বো!
হাঃ হাঃ! যে চিঠি আমি ডাকে ফেলেছিলাম সেটা একটা ভুয়া চিঠি! তাতে ভড়কে গিয়ে ও যা করেছে সেতো দেখতেই পাচ্ছিস, বচা! চল এবার আমরা নতুন করে খেলা শুরু করি!
ইরক! চেক? ওরে বাবা! আমি কিছু জানিনা!

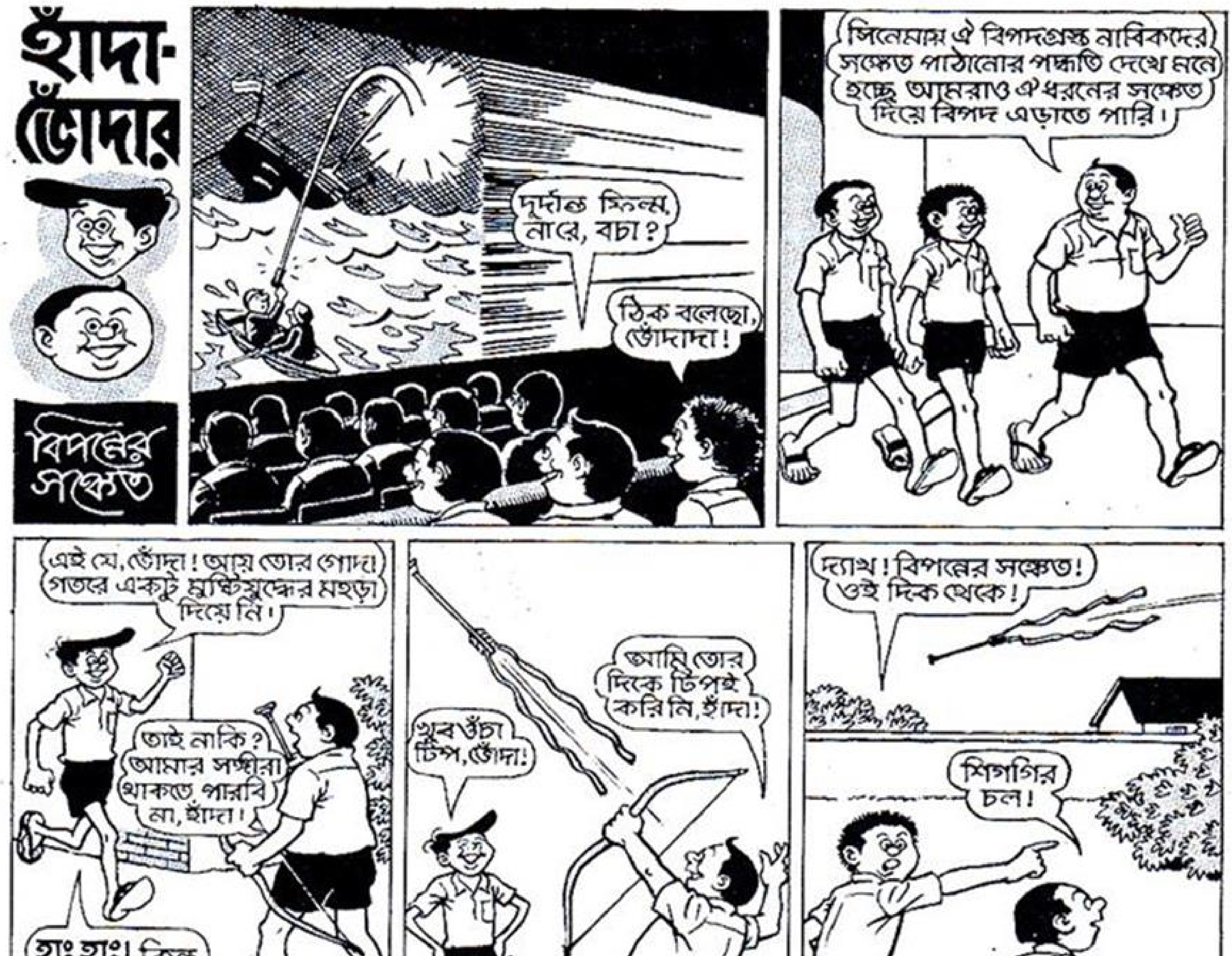

হাঁদা-ভোঁদার
লোহার টুপি
আমার এই বাক্সগাড়িই সবার থেকে জোরগতিতে ছোটে!
অ্যাই! তুই করছিসটা কি?
তোর গাড়ির গতিতে যতি টেনে দিচ্ছি, ভোঁদা!
রাস্তা সারাই
আঁইক!
রাস্তা সারাইয়ের নিদর্শন দেখলে গাড়ির গতি কমাতে হয় সেটা জানিস না?
তোর যা দরকার সেটা হচ্ছে একটা লোহার টুপি!
ওওওঃ! হতচ্ছাড়াটা ঠিক কথাই বলেছে!
ঐ পুরোনো লোহার টুপি তুমি নিয়ে যাও, ভোঁদা। ও আমার কাজে আসবে না!
পুরানো জিনিসের দোকান
খুব ভালো! আমি ছোটটা ব্যবহার করবো।
এবার আমার সামনে নচ্ছার হাঁদাটার কোন চিহ্নই নেই!
তার কারণ হচ্ছে এবার আমি তোর পিছনে, ভোঁদা!
এটা আবার ওকে থামাবে!
ইরক! আমার পা দড়িতে আটকেছে!

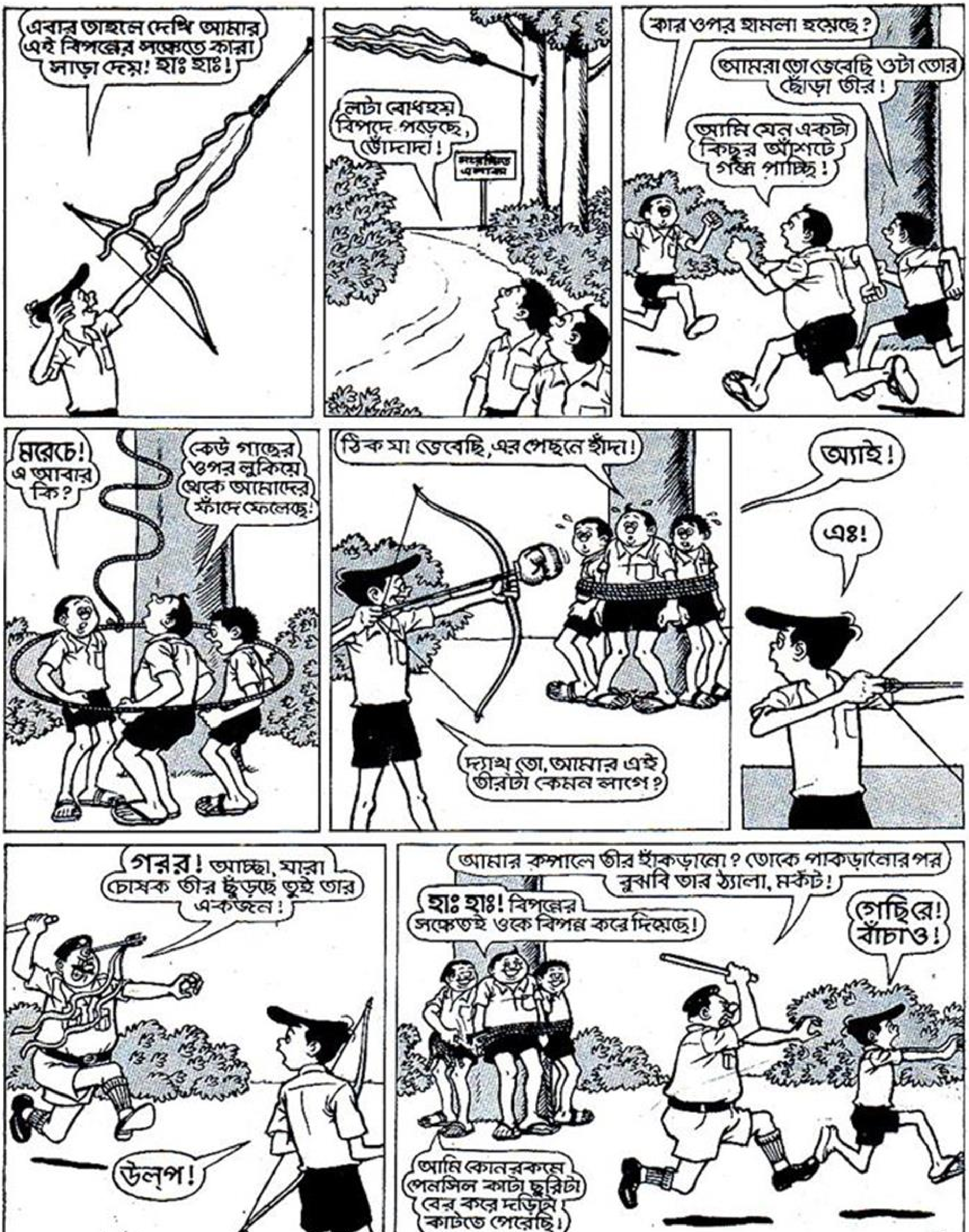

উফ! আমার লোহার টুপি আমার মাথাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে!
হোঃ হোঃ! এবার মনে হচ্ছে হাঁদারও একটা লোহার টুপি ব্যবহার করা দরকার
কি ব্যাপার রে, হাঁদা? আমি ভেবেছি তুই ভোঁদার লোহার টুপি কেড়ে নিতে যাচ্ছিস?
আচ্ছা, এই তাহলে ধান্দা!
পরে
পেয়েছি!
হেঃ হেঃ! যা ভেবেছি তাই হয়েছে!
ঠিক আছে! এবার আমাদের বাক্সগাড়ি নিয়ে আমরা জোর হুড়োহুড়ি করবো!
বাঁচাও! এটা বেজায় বড় আর এটা আমার মাথায় সেঁটে বসেছে!
তার কারণ আমি ওতে কড়া শিরিষের আঠা লাগিয়ে রেখেছিলাম!
ইঁয়োফ!
হেঃ হেঃ! এই লোহার টুপিটা নিরাপত্তার ধারে কাছে নেই!


হাঁদা-ভোঁদার
চণ্ডী দত্তোয়াই
ক্লান্তি অনুভব করছি! এদিকে মাস্টারমশাই আজ সকালে পড়তে যেতে বলেছেন।
সুপ্রভাত, ভোঁদা!
উফ্!
ছিঃ ছিঃ! ভালো করে চোখই খুলতে পারছিস না। এই সকালে তোর উচিত স্ফুর্তির সঙ্গে এগিয়ে চলা।
নে, আমি তোকে স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছি!
গেছি রে!
এটা তোকে তোর ক্লান্তি দূর করে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে, হেঃ হেঃ!
ওরফ! আমার পা গেলো!
এবার যে প্রক্রিয়াটা প্রয়োগ করছি তাতে তুই প্রায় পুরো চাঙ্গা হয়ে যাবি!
ইরক্!
এবার উঠে দাঁড়া, দেখবি তোর ক্লান্তি উবে গেছে।



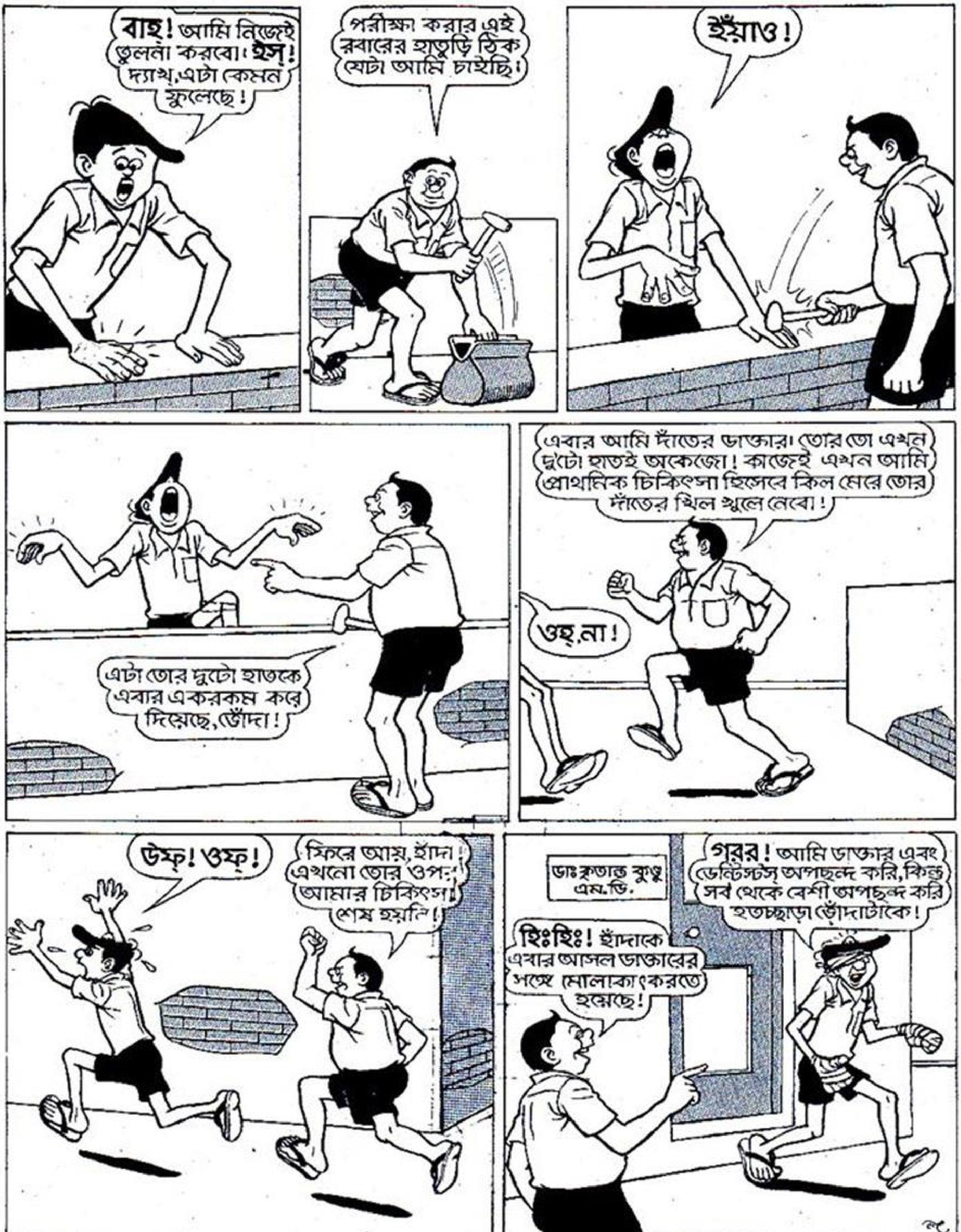
আর এতেও যদি একটু ঘাটতি থাকে তবে এটাতে তুই পুরো চাঙ্গা হয়ে উঠবি।
হাঃ হাঃ!
উফ্‌! গেছি রে! গরম চা!
আধ জাগা অবস্থায় পড়তে যেতে নেই এটা তোকে সমঝে দিলুম।
গরর!
হেঃ হেঃ! ভোঁদার ঝিমুনি ভাব কাটিয়ে ওকে চাঙ্গা করে দিয়েছি!
তাই বুঝি?
ইরক্‌!
সামনে আলোর খাম্বা আর পেছনে ডাণ্ডা একসঙ্গে দুয়ের গুঁতোয় বেচারা ঠাণ্ডা মেরে গেছে!
আফ্‌স্‌!
হেঃ হেঃ! এতক্ষণ আমাকে আধ জাগা বলে চাঙ্গা করার নামে নানা রকম উৎপীড়ন করছিলো আর এখন দেখছি ও নিজেই আধ জাগা অবস্থায় রয়েছে, তাই এবার ওকে চাঙ্গা করার জন্যে ওরই দাওয়াই ওকেই প্রয়োগ করতে হবে।

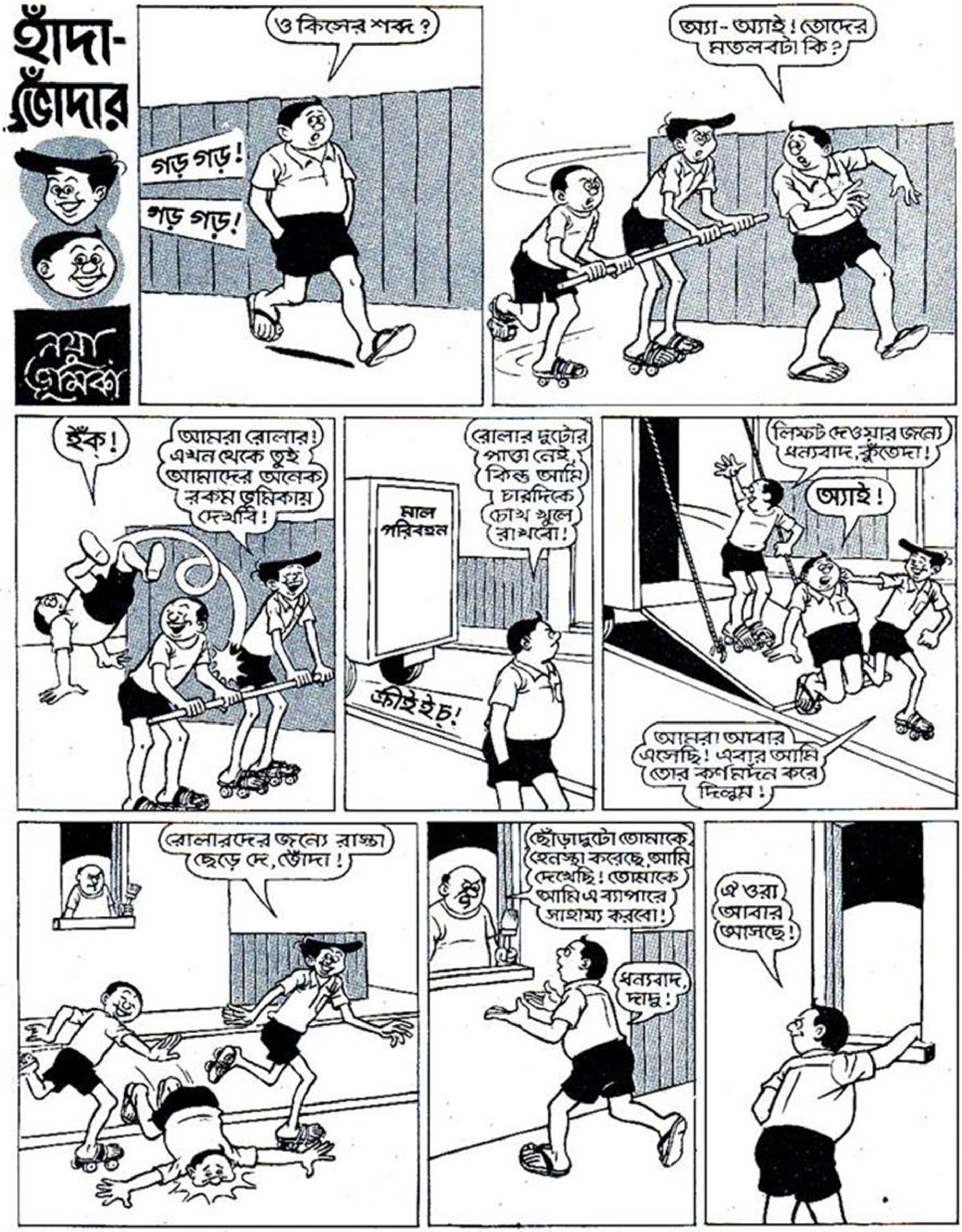

হাঁদা-ভোঁদার
বিপন্নের সঙ্কেত
দুর্দান্ত ফিল্ম, নারে, বচা?
ঠিক বলেছো, ভোঁদাদা!
সিনেমায় ঐ বিপদগ্রস্ত নাবিকদের সঙ্কেত পাঠানোর পদ্ধতি দেখে মনে হচ্ছে আমরাও ঐ ধরনের সঙ্কেত দিয়ে বিপদ এড়াতে পারি।
এই যে, ভোঁদা! আয় তোর গোদা গতরে একটু মুষ্টিযুদ্ধের মহড়া দিয়ে নি।
তাই নাকি? আমার সঙ্গীরা থাকতে পারবি না, হাঁদা!
হাঃ হাঃ! কিন্তু তারা তো এখন এখানে নেই!
খুব উঁচা টিপ, ভোঁদা!
আমি তোর দিকে টিপই করি নি, হাঁদা!
দ্যাখ! বিপন্নের সঙ্কেত! ওই দিক থেকে!
শিগগির চল!
এবার তবে শুরু করি?
হেঃ হেঃ! আমরা এবার দলে ভারী এখন তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নে।
থামো, তুমি, হাঁদাদা!
এখন ওদের সামনে থেকে সরে পড়াই ভালো।
তোরা ঠিক সময়ে এসে গেছিস!
হিঃ হিঃ! তোমার সঙ্কেত পাঠাবার মতলবটা দারুণ কাজে দিয়েছে।
আচ্ছা, তাহলে ওরা চোষক তীর দিয়ে বিপন্নের সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।



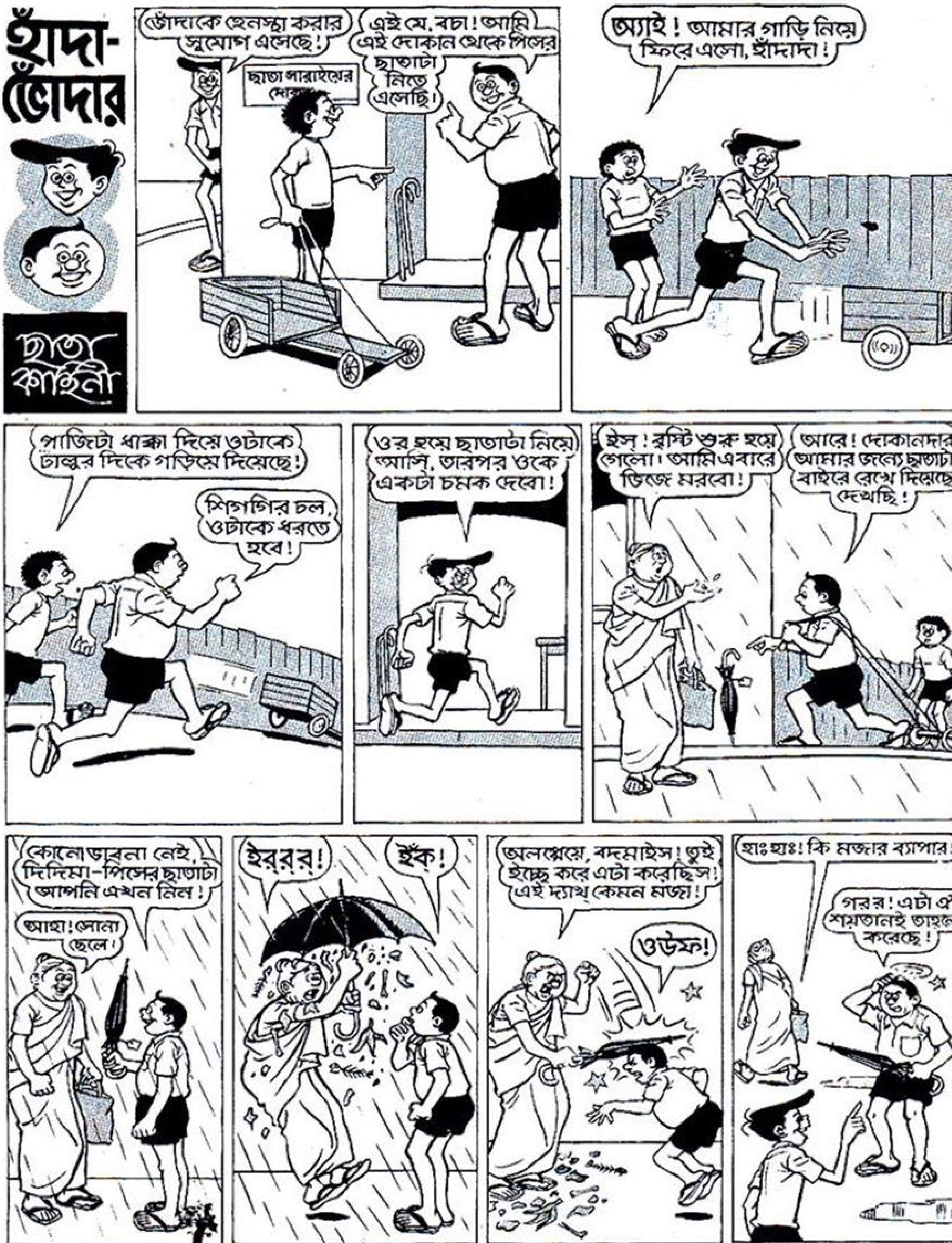
এবার তাহলে দেখি আমার এই বিপন্নের সঙ্কেতে কারা সাড়া দেয়! হাঃ হাঃ!
লটা বোধহয় বিপদে পড়েছে, ভোঁদাদা!
কার ওপর হামলা হয়েছে?
আমরা তো ভেবেছি ওটা তোর ছোঁড়া তীর!
আমি যেন একটা কিছুর আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি!
মরেচে! এ আবার কি?
কেউ গাছের ওপর লুকিয়ে থেকে আমাদের ফাঁদে ফেলেছে!
ঠিক যা ভেবেছি, এর পেছনে হাঁদা!
দ্যাখ তো, আমার এই তীরটা কেমন লাগে?
অ্যাই!
এঃ!
গরর! আচ্ছা, যারা চোষক তীর ছুঁড়ছে তুই তার একজন!
উল্‌প!
আমার কপালে তীর হাঁকড়ালো? তোকে পাকড়ানোর পর বুঝবি তার ঠ্যালা, মর্কট!
হাঃ হাঃ! বিপন্নের সঙ্কেতই ওকে বিপন্ন করে দিয়েছে!
গেছি রে! বাঁচাও!
আমি কোনরকমে পেনসিল কাটা ছুরিটা বের করে দড়িটা কাটতে পেরেছি।

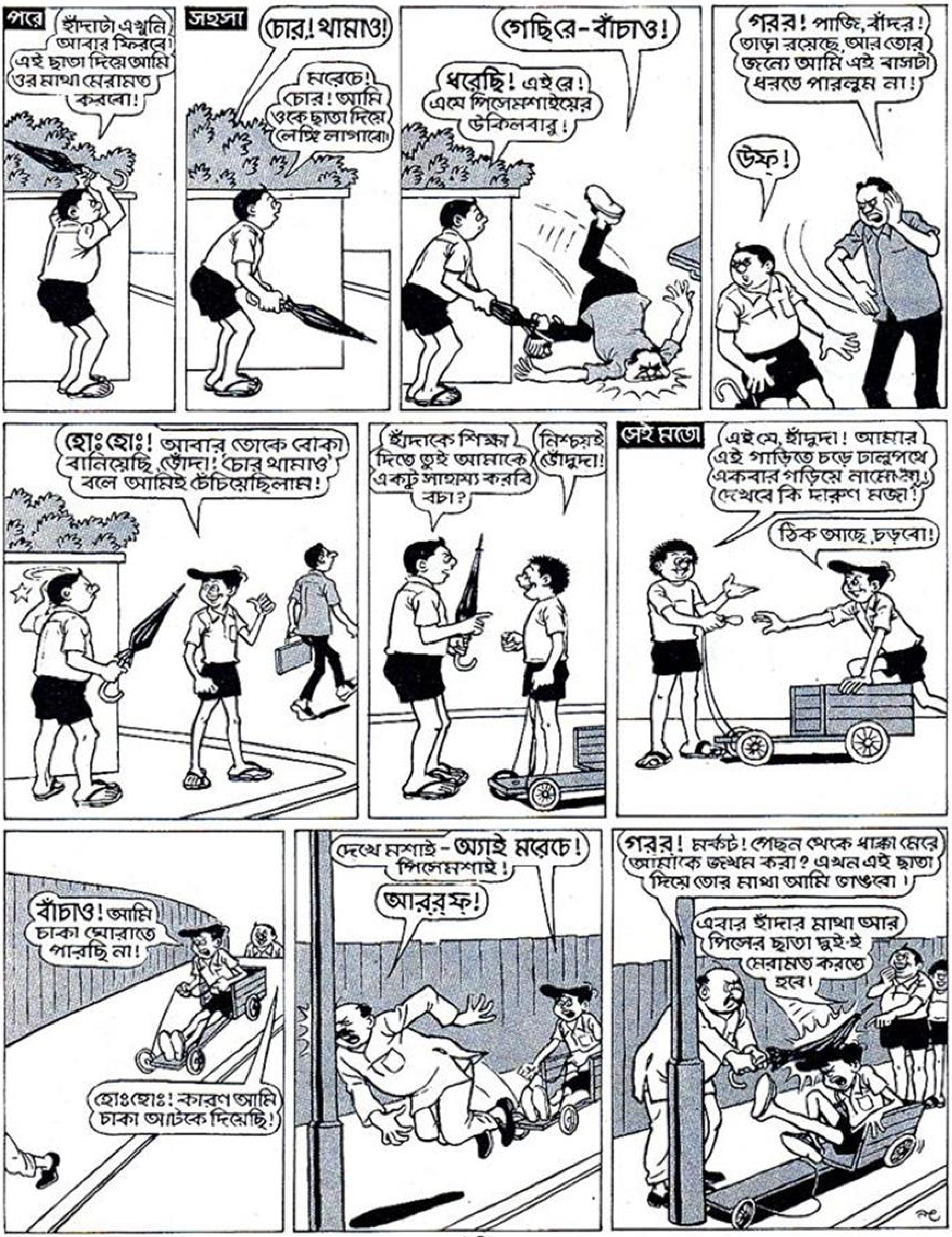

হাঁদা-ভোঁদার
প্রাথমিক চিকিৎসা
আমি আমার ছোটদের ডাক্তারি সরঞ্জাম নিয়ে মজা করি।
আচ্ছা, তাই নাকি ?
তুই তাহলে এখন ডাক্তার, ভোঁদা ? ঠিক আছে, আমি তোকে একজন রোগী দিচ্ছি !
না, না, হাঁদা !
এই তোকেই রোগী বানিয়ে দিই— গেছি রে! আমার হাত গেলো !
উ উউহ্— আরফ্ !
আমি আমার এই প্রাথমিক চিকিৎসার বইটা পড়ে দেখি এ অবস্থায় কি করনীয়, হাঁদা !
চুপচাপ থাক হাঁদা, আমি তোর হাতটা পরীক্ষা করে দেখবো ! আমি তোর আঙুল আলাদা করে ধরে ঝাঁকালে লাগছে কি?
ওয়াহ! আমার আঙুল গেলো ! শাগগির ছাড় !
ইয়াগহ্ !
এতে আছে, এবার এই হাতটা অন্য হাতটার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে।

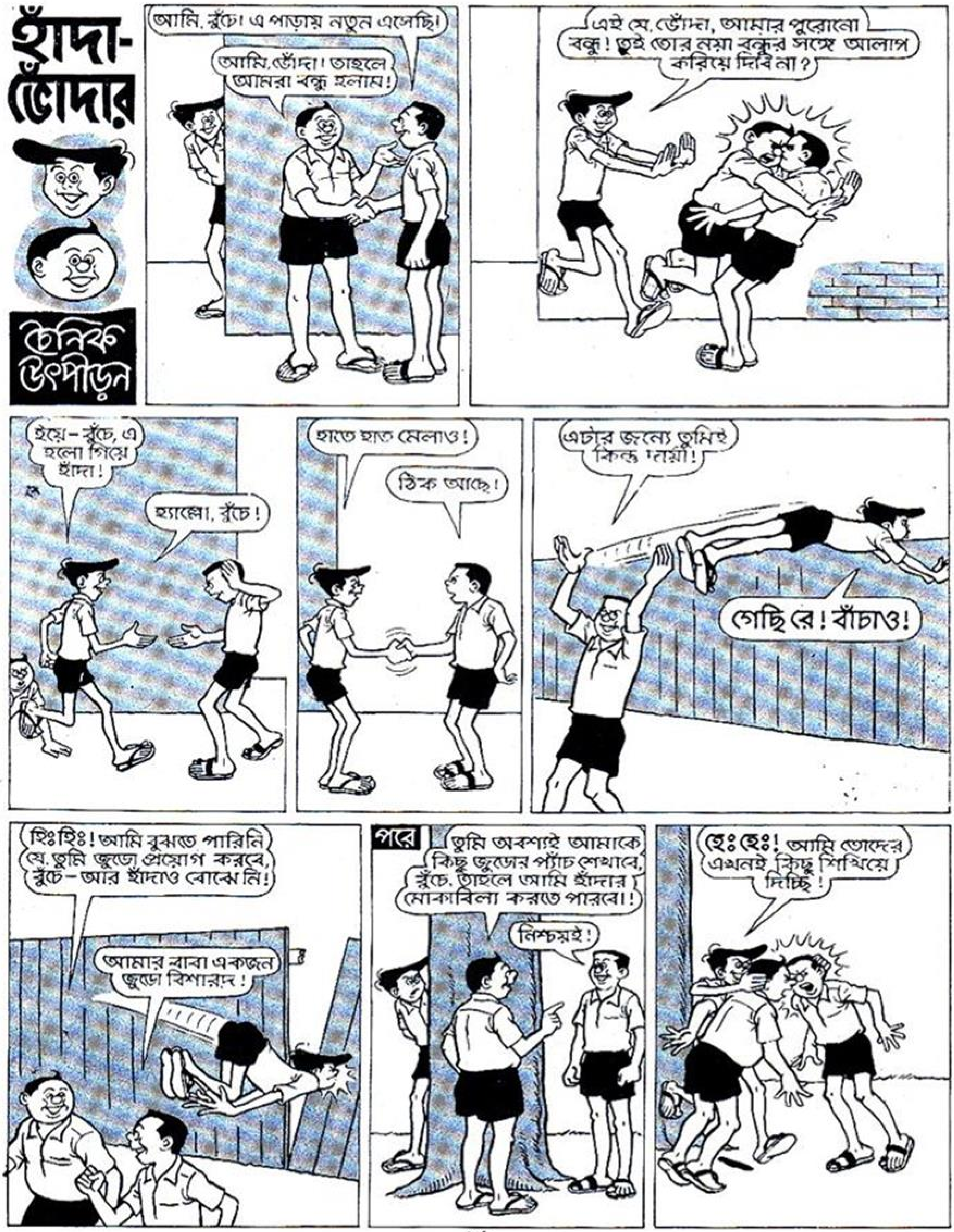

বাহ! আমি নিজেই তুলনা করবো। ইস! দ্যাখ, এটা কেমন ফুলেছে!
পরীক্ষা করার এই রবারের হাতুড়ি ঠিক যেটা আমি চাইছি।
ইয়াঁও!
এটা তোর দুটো হাতকে এবার একরকম করে দিয়েছে, ভোঁদা!
এবার আমি দাঁতের ডাক্তার। তোর তো এখন দুটো হাতই অকেজো! কাজেই এখন আমি প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে কিল মেরে তোর দাঁতের খিল খুলে নেবো!
ওহ্, না!
উফ্! ওফ্!
ফিরে আয়, হাঁদা! এখনো তোর ওপর আমার চিকিৎসা শেষ হয়নি!
ডাঃ কৃতান্ত কুণ্ডু এম.ডি.
গরর! আমি ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টস্ অপছন্দ করি, কিন্তু সবথেকে বেশী অপছন্দ করি হতচ্ছাড়া ভোঁদাটাকে!
হিঃ হিঃ! হাঁদাকে এবার আসল ডাক্তারের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হয়েছে!

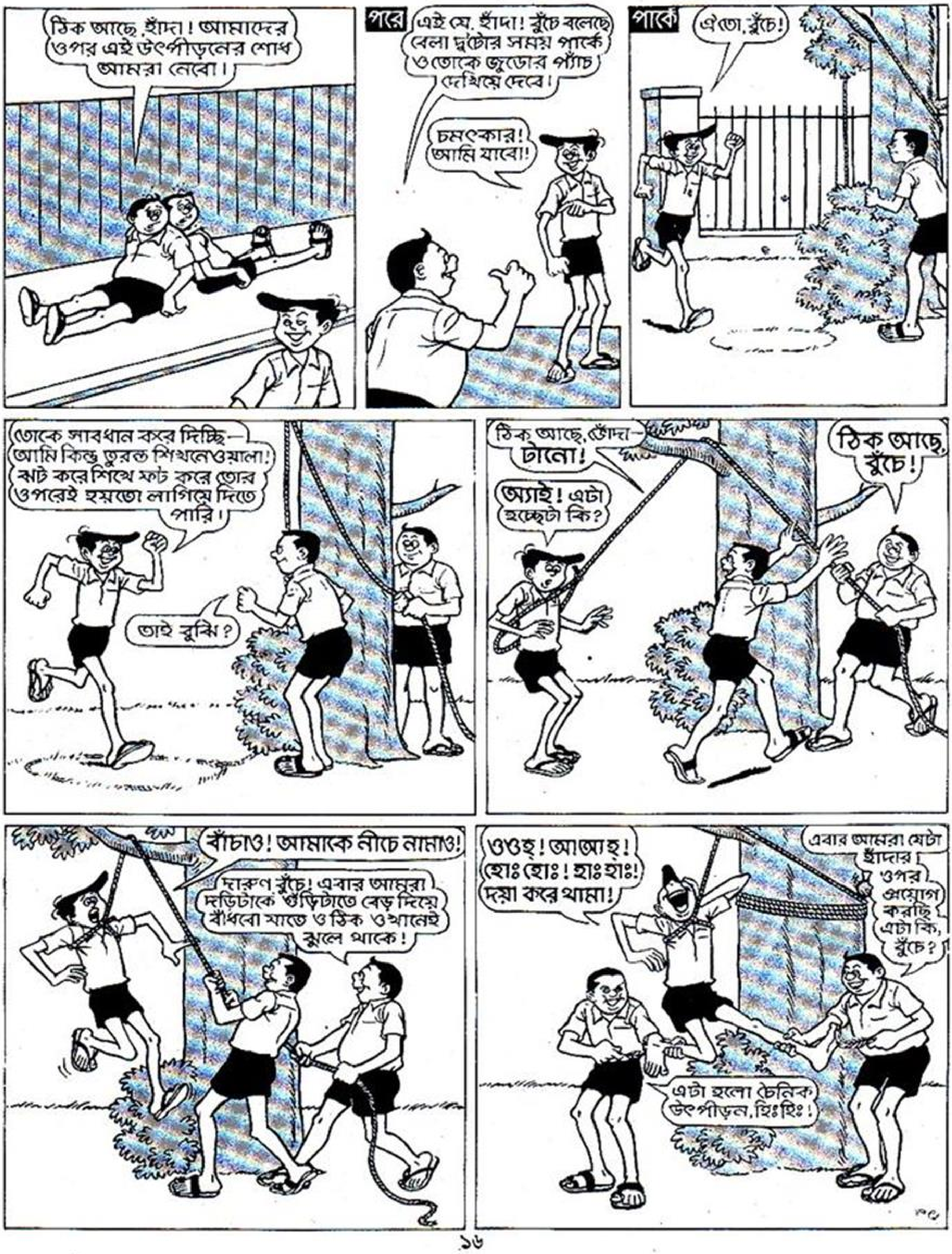

হাঁদা-ভোঁদার
নয়া ভূমিকা
ও কিসের শব্দ ?
গড় গড়!
গড় গড়!
অ্যা-অ্যাই! তোদের মতলবটা কি?
ইঁক!
আমরা রোলার! এখন থেকে তুই আমাদের অনেক রকম ভূমিকায় দেখবি!
মাল পরিবহন
রোলার দুটোর পাত্তা নেই, কিন্তু আমি চারদিকে চোখ খুলে রাখবো!
ক্রীইইচ্!
লিফট দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, কুঁতেদা!
অ্যাই!
আমরা আবার এসেছি! এবার আমি তোর কর্ণমর্দন করে দিলুম!
রোলারদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দে, ভোঁদা!
ছোঁড়াদুটো তোমাকে হেনস্থা করেছে, আমি দেখেছি! তোমাকে আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করবো!
ধন্যবাদ, দাদু!
ঐ ওরা আবার আসছে!

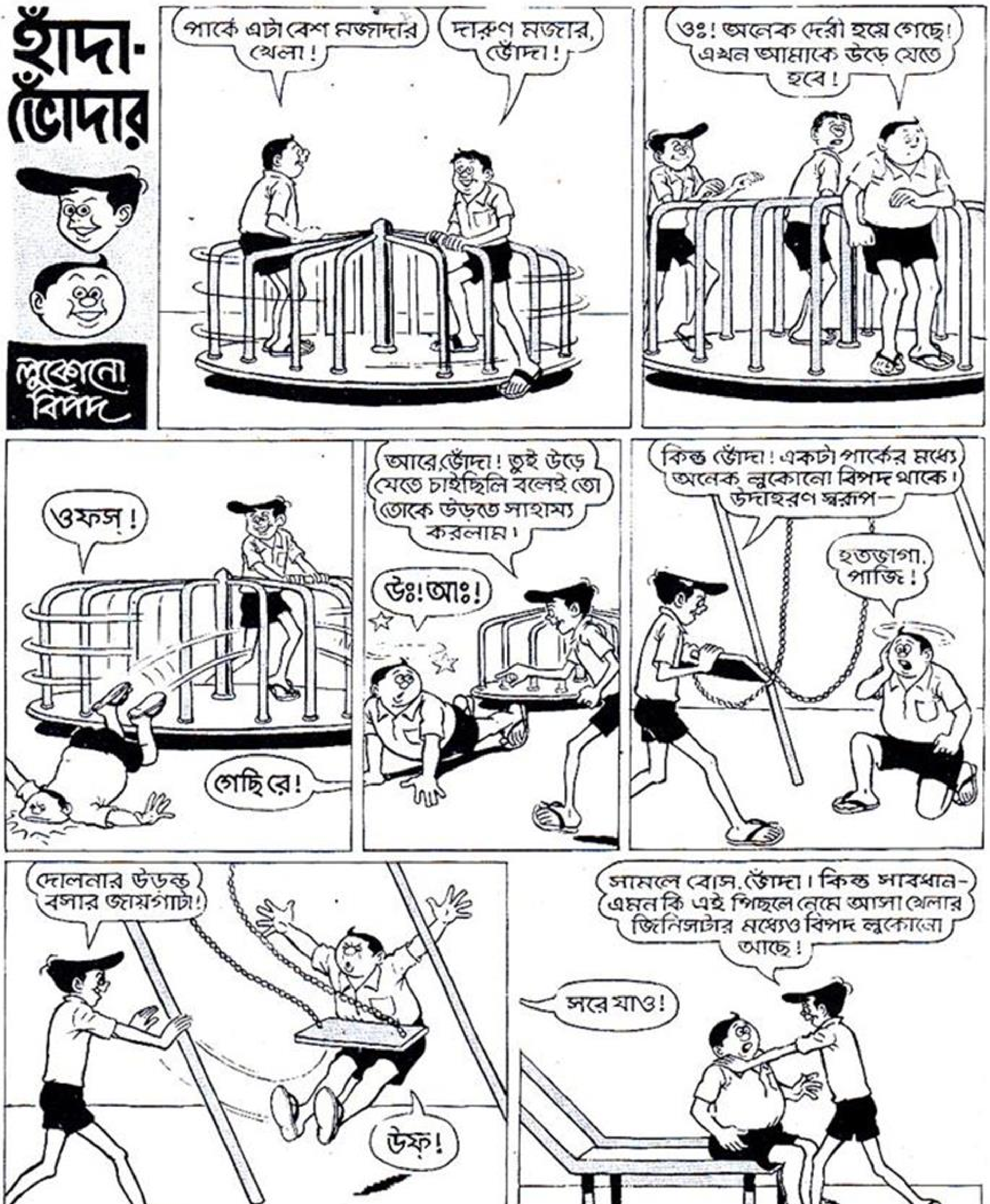

আমরা সেই রোলার...
আগ্‌হ্‌!
আর এটা হচ্ছে রং করার রোলার!
এই ফাঁকে সরে পড়ি!
তোকে আমরা এখুনি পাকড়ে ফেলবো, ভোঁদা!
ও নির্ঘাত ওখানে! আমাদের স্কেট এখানে ছেড়ে যেতে হবে। এদিকের জমি খুবই এবড়ো খেবড়ো!
দ্যাখো, হাঁদাদা! ও ঐ ঝোপটার পেছনে।
ঠিক! এবং তোদের স্কেটগুলোও আমার কব্জায়!
ঘড় ঘড়!
তোদের স্কেট-গুলো ফেরত চাস? যা এবং নিয়ে আয়!
ক্র্যানচ!
একি! শব্দ কিসের?
?
?
আমাদের রোলার স্কেট! ওগুলো একদম চ্যাপ্টা করে দিয়েছে!
হেঃ হেঃ! তোদের রোলারের নানা ভূমিকা আর এক রোলারের চাপেতেই খতম!

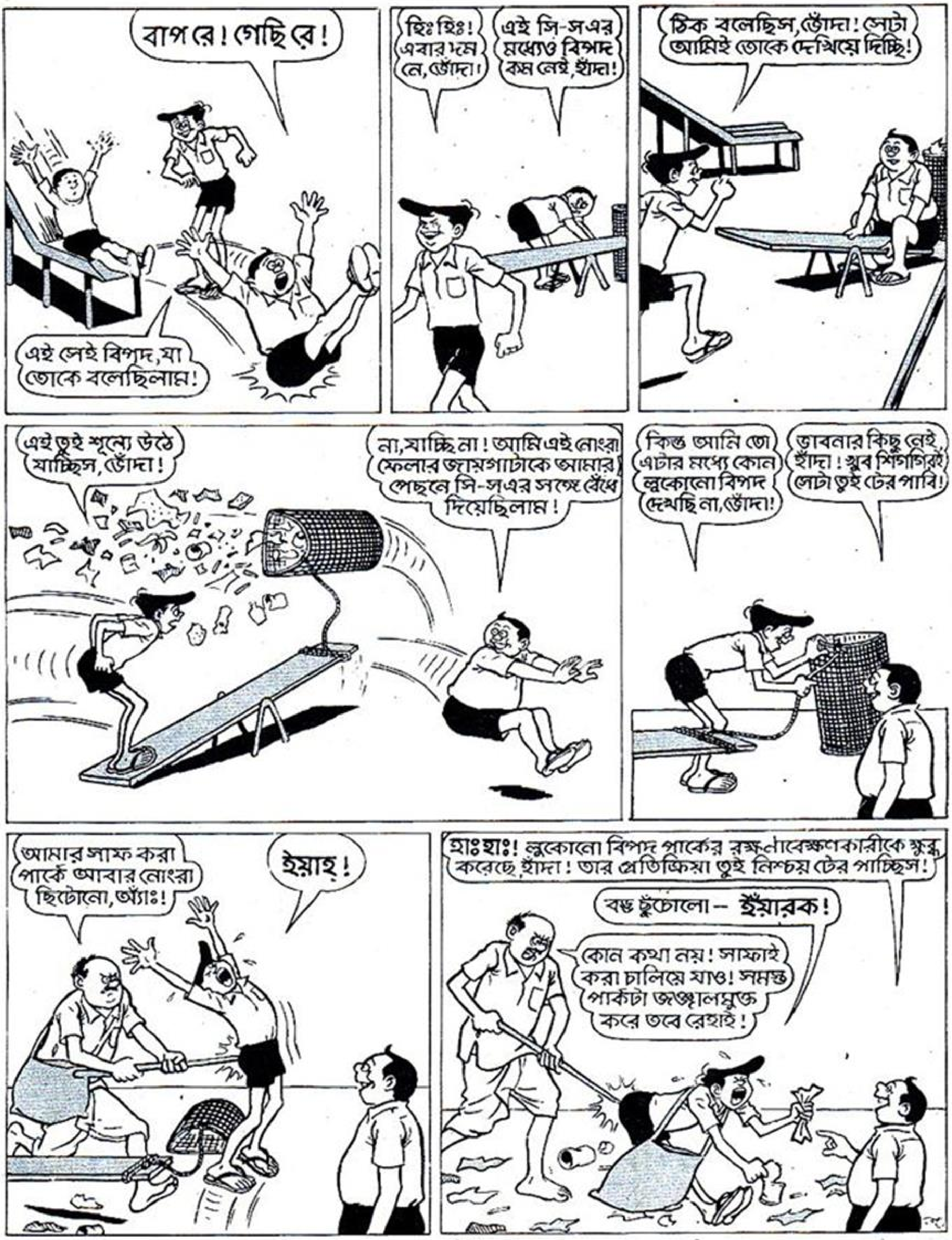

হাঁদা-ভোঁদার
ছাতা কাহিনী
ভোঁদাকে হেনস্থা করার সুযোগ এসেছে!
ছাতা সারাইয়ের
এই যে, বচা! আমি এই দোকান থেকে পিসের ছাতাটা নিতে এসেছি।
অ্যাই! আমার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসো, হাঁদাদা!
পাজিটা ধাক্কা দিয়ে ওটাকে ঢালুর দিকে গড়িয়ে দিয়েছে!
শিগগির চল, ওটাকে ধরতে হবে!
ওর হয়ে ছাতাটা নিয়ে আসি, তারপর ওকে একটা চমক দেবো!
ইস্! বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। আমি এবারে ভিজে মরবো!
আরে! দোকানদার আমার জন্যে ছাতাটা বাইরে রেখে দিয়েছে দেখছি!
কোনো ভাবনা নেই, দিদিমা—পিসের ছাতাটা আপনি এখন নিন!
আহা! সোনা ছেলে।
ইর্‌র্‌রর্!
ইঁক!
অলপ্পেয়ে, বদমাইস! তুই ইচ্ছে করে এটা করেছিস! এই দ্যাখ্ কেমন মজা!
ওউফ!
হাঃ হাঃ! কি মজার ব্যাপার!
গরর! এটা ঐ শয়তানই তাহলে করেছে!

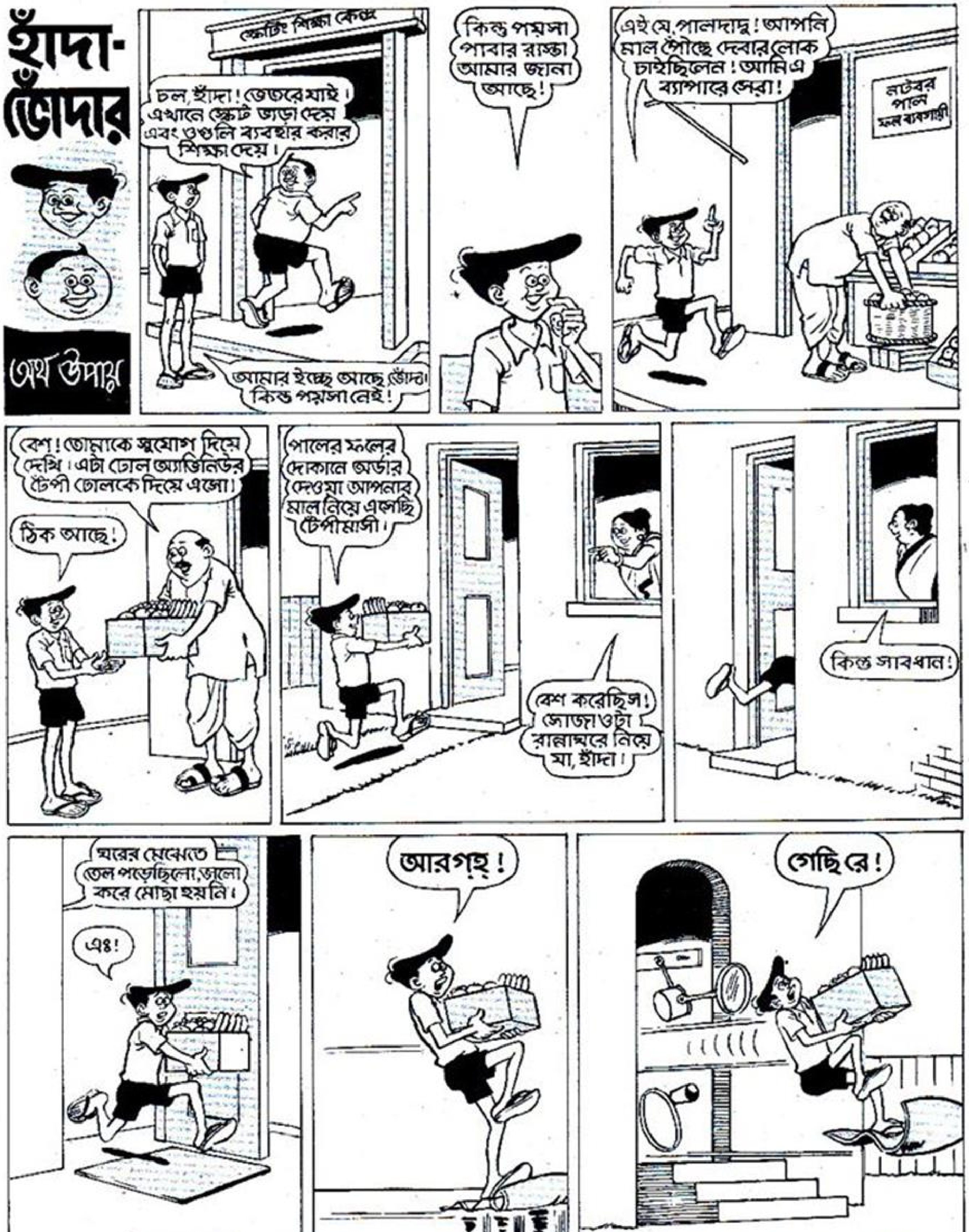

পরে
হাঁদাটা এখুনি আবার ফিরবে! এই ছাতা দিয়ে আমি ওর মাথা মেরামত করবো!
সহসা
চোর! থামাও!
মরেচে! চোর! আমি ওকে ছাতা দিয়ে লেঙ্গি লাগাবো!
গেছিরে-বাঁচাও!
ধরেছি! এইরে! এযে পিসেমশাইয়ের উকিলবাবু!
গরর! পাজি, বাঁদর! তাড়া রয়েছে, আর তোর জন্যে আমি এই বাসটা ধরতে পারলুম না!
উফ্‌!
হোঃ হোঃ! আবার তোকে বোকা বানিয়েছি, ভোঁদা! 'চোর থামাও' বলে আমিই চেঁচিয়েছিলাম!
হাঁদাকে শিক্ষা দিতে তুই আমাকে একটু সাহায্য করবি বচা?
নিশ্চয়ই ভোঁদুদা!
সেই মতো
এই যে, হাঁদুদা! আমার এই গাড়িতে চড়ে ঢালুপথে একবার গড়িয়ে নামো তো! দেখবে কি দারুণ মজা!
ঠিক আছে, চড়বো!
বাঁচাও! আমি চাকা ঘোরাতে পারছি না!
হোঃহোঃ! কারণ আমি চাকা আটকে দিয়েছি!
দেখে মশাই - অ্যাই মরেচে! পিসেমশাই!
আররফ্‌!
গরর! মর্কট! পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে জখম করা? এখন এই ছাতা দিয়ে তোর মাথা আমি ভাঙবো।
এবার হাঁদার মাথা আর পিসের ছাতা দুই-ই মেরামত করতে হবে।

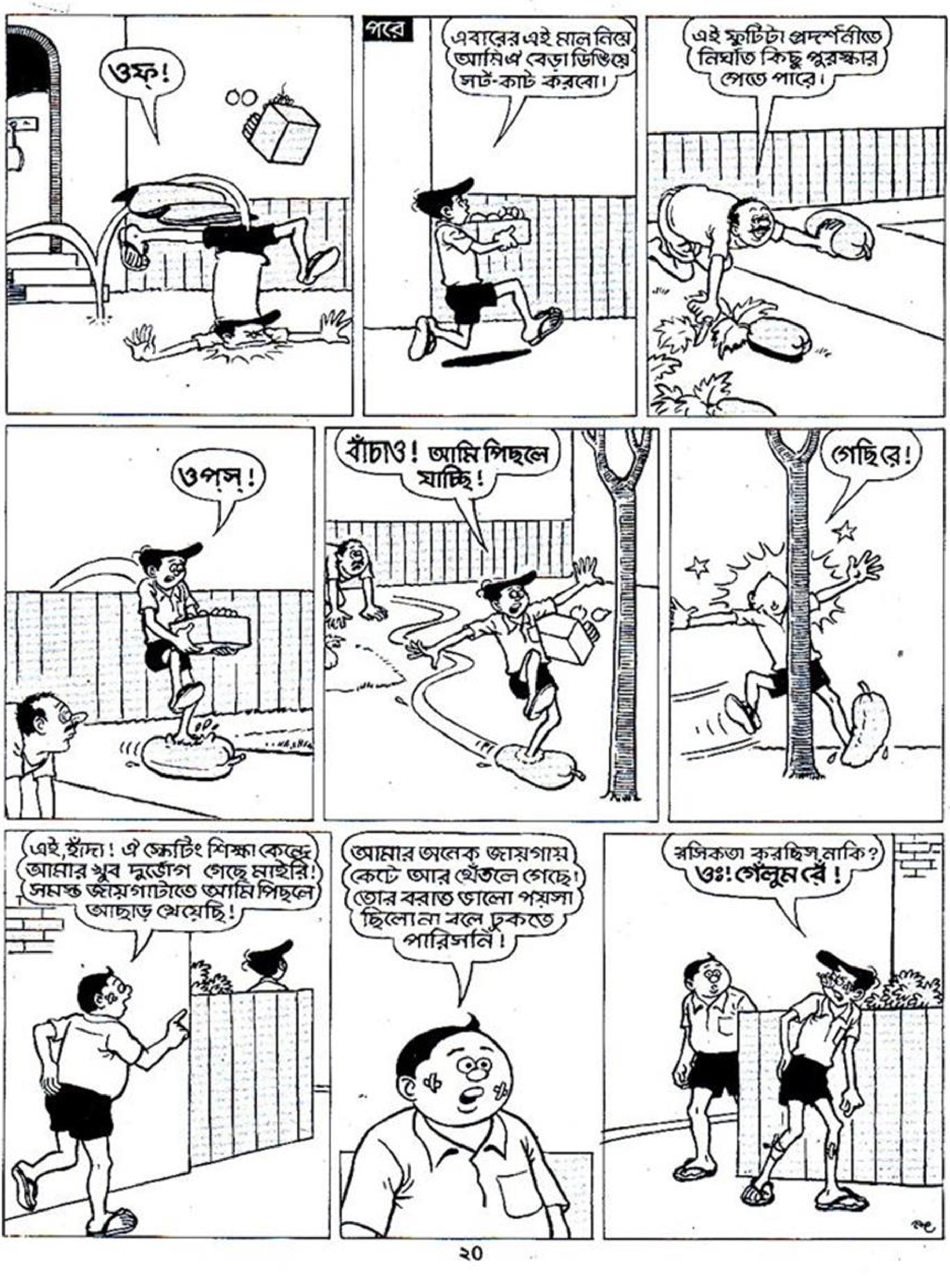

হাঁদা-ভোঁদার
দৈনিক উৎপীড়ন
আমি, বুঁচে৷ এ পাড়ায় নতুন এসেছি!
আমি, ভোঁদা! তাহলে আমরা বন্ধু হলাম!
এই যে, ভোঁদা, আমার পুরোনো বন্ধু! তুই তোর নয়া বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?
ইয়ে – বুঁচে, এ হলো গিয়ে হাঁদা!
হ্যাল্লো, বুঁচে!
হাতে হাত মেলাও!
ঠিক আছে!
এটার জন্যে তুমিই কিন্তু দায়ী!
গেছি রে! বাঁচাও!
হিঃ হিঃ! আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি জুডো প্রয়োগ করবে, বুঁচে – আর হাঁদাও বোঝে নি!
আমার বাবা একজন জুডো বিশারদ!
পরে
তুমি অবশ্যই আমাকে কিছু জুডোর প্যাঁচ শেখাবে, বুঁচে, তাহলে আমি হাঁদার মোকাবিলা করতে পারবো!
নিশ্চয়ই!
হেঃ হেঃ! আমি তোদের এখনই কিছু শিখিয়ে দিচ্ছি!

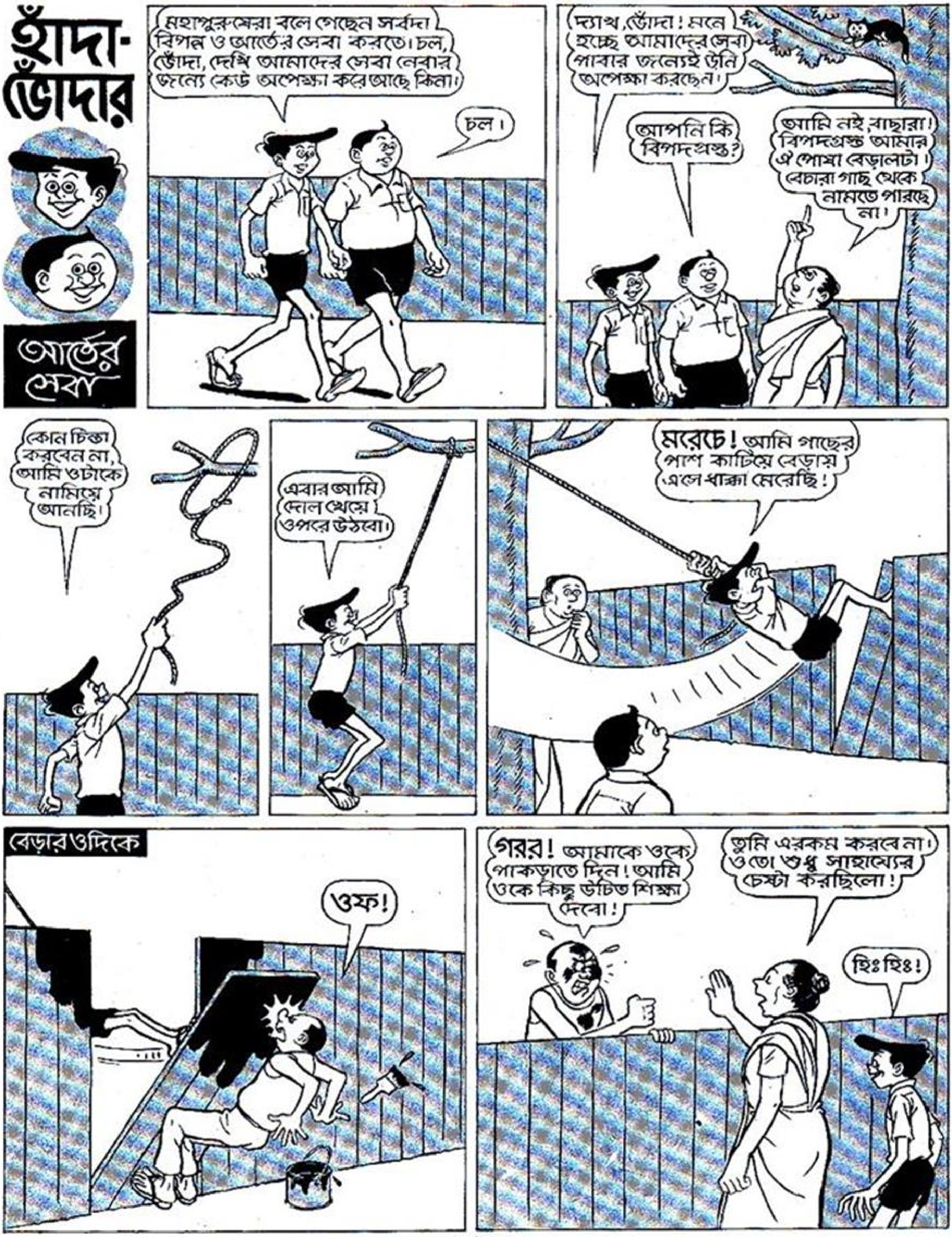

ঠিক আছে, হাঁদা! আমাদের ওপর এই উৎপীড়নের শোধ আমরা নেবো।
পরে
এই যে, হাঁদা! বুঁচে বলেছে বেলা দুটোর সময় পার্কে ও তোকে জুডোর প্যাঁচ দেখিয়ে দেবে।
চমৎকার! আমি যাবো!
পার্কে
ঐ তো, বুঁচে!
তোকে সাবধান করে দিচ্ছি— আমি কিন্তু তুরন্ত শিখনেওয়ালা! ঝট করে শিখে ফট করে তোর ওপরেই হয়তো লাগিয়ে দিতে পারি।
তাই বুঝি?
ঠিক আছে, ভোঁদা— টানো!
অ্যাই! এটা হচ্ছেটা কি?
ঠিক আছে, বুঁচে!
বাঁচাও! আমাকে নীচে নামাও!
দারুণ বুঁচে! এবার আমরা দড়িটাকে গুঁড়িটাতে বেড় দিয়ে বাঁধবো যাতে ও ঠিক ওখানেই ঝুলে থাকে!
ওওহ্! আআহ্! হোঃ হোঃ! হাঃ হাঃ! দয়া করে থামা!
এবার আমরা যেটা হাঁদার ওপর প্রয়োগ করছি এটা কি, বুঁচে?
এটা হলো চৈনিক উৎপীড়ন, হিঃ হিঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
লুকোনো বিপদ
পার্কে এটা বেশ মজাদার খেলা!
দারুণ মজার, ভোঁদা!
ওঃ! অনেক দেরী হয়ে গেছে! এখন আমাকে উড়ে যেতে হবে!
ওফস্!
গেছি রে!
আরে,ভোঁদা! তুই উড়ে যেতে চাইছিলি বলেই তো তোকে উড়তে সাহায্য করলাম।
উঃ! আঃ!
কিন্তু ভোঁদা! একটা পার্কের মধ্যে অনেক লুকোনো বিপদ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—
হতভাগা, পাজি!
দোলনার উড়ন্ত বসার জায়গাটা!
উফ্!
সামলে বোস, ভোঁদা। কিন্তু সাবধান– এমন কি এই পিছলে নেমে আসা খেলার জিনিসটার মধ্যেও বিপদ লুকোনো আছে!
সরে যাও!

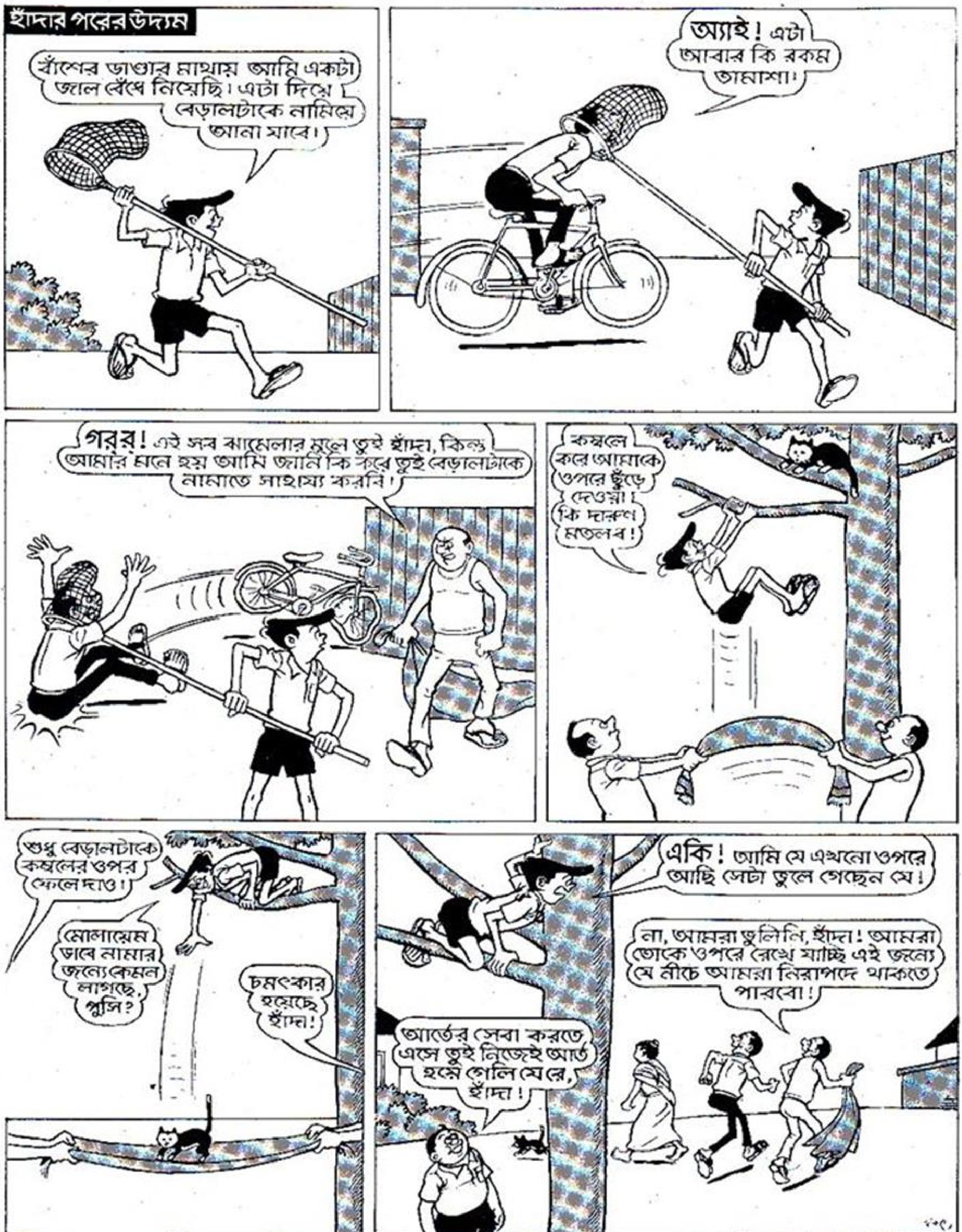

বাপ রে! গেছি রে!
এই সেই বিপদ, যা তোকে বলেছিলাম!
হিঃ হিঃ! এবার দমে নে, ভোঁদা!
এই সি-সএর মধ্যেও বিপদ কম নেই, হাঁদা!
ঠিক বলেছিস, ভোঁদা! সেটা আমিই তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি!
এই তুই শূন্যে উঠে যাচ্ছিস, ভোঁদা!
না, যাচ্ছি না! আমি এই নোংরা ফেলার জায়গাটাকে আমার পেছনে সি-সএর সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলাম!
কিন্তু আমি তো এটার মধ্যে কোন লুকোনো বিপদ দেখছি না, ভোঁদা!
ভাবনার কিছু নেই, হাঁদা! খুব শিগগিরই সেটা তুই টের পাবি!
আমার সাফ করা পার্কে আবার নোংরা ছিটোনো, অ্যাঁঃ!
ইয়াহ্!
হাঃ হাঃ! লুকোনো বিপদ পার্কের রক্ষণাবেক্ষণকারীকে ক্ষুব্ধ করেছে, হাঁদা! তার প্রতিক্রিয়া তুই নিশ্চয় টের পাচ্ছিস!
বড্ড ছুঁচোলো — ইঁয়ারক!
কোন কথা নয়! সাফাই করা চালিয়ে যাও! সমস্ত পার্কটা জঞ্জালমুক্ত করে তবে রেহাই!


হাঁদা-ভোঁদার
অর্থ উপায়
স্কেটিং শিক্ষা কেন্দ্র
চল, হাঁদা! ভেতরে যাই। এখানে স্কেট ভাড়া দেয় এবং ওগুলি ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।
আমার ইচ্ছে আছে ভোঁদা। কিন্তু পয়সা নেই!
কিন্তু পয়সা পাবার রাস্তা আমার জানা আছে!
এই যে, পালদাদু! আপনি মাল পৌঁছে দেবার লোক চাইছিলেন! আমিএ ব্যাপারে সেরা!
নটবর পাল ফল ব্যবসায়ী
বেশ! তোমাকে সুযোগ দিয়ে দেখি। এটা ঢোল অ্যাভিনিউর টেঁপী ঢোলকে দিয়ে এসো।
ঠিক আছে!
পালের ফলের দোকানে অর্ডার দেওয়া আপনার মাল নিয়ে এসেছি টেঁপীমাসী।
বেশ করেছিস! সোজা ওটা রান্নাঘরে নিয়ে যা, হাঁদা।
কিন্তু সাবধান!
ঘরের মেঝেতে তেল পড়েছিলো, ভালো করে মোছা হয়নি।
এঃ!
আরগহ্!
গেছি রে!

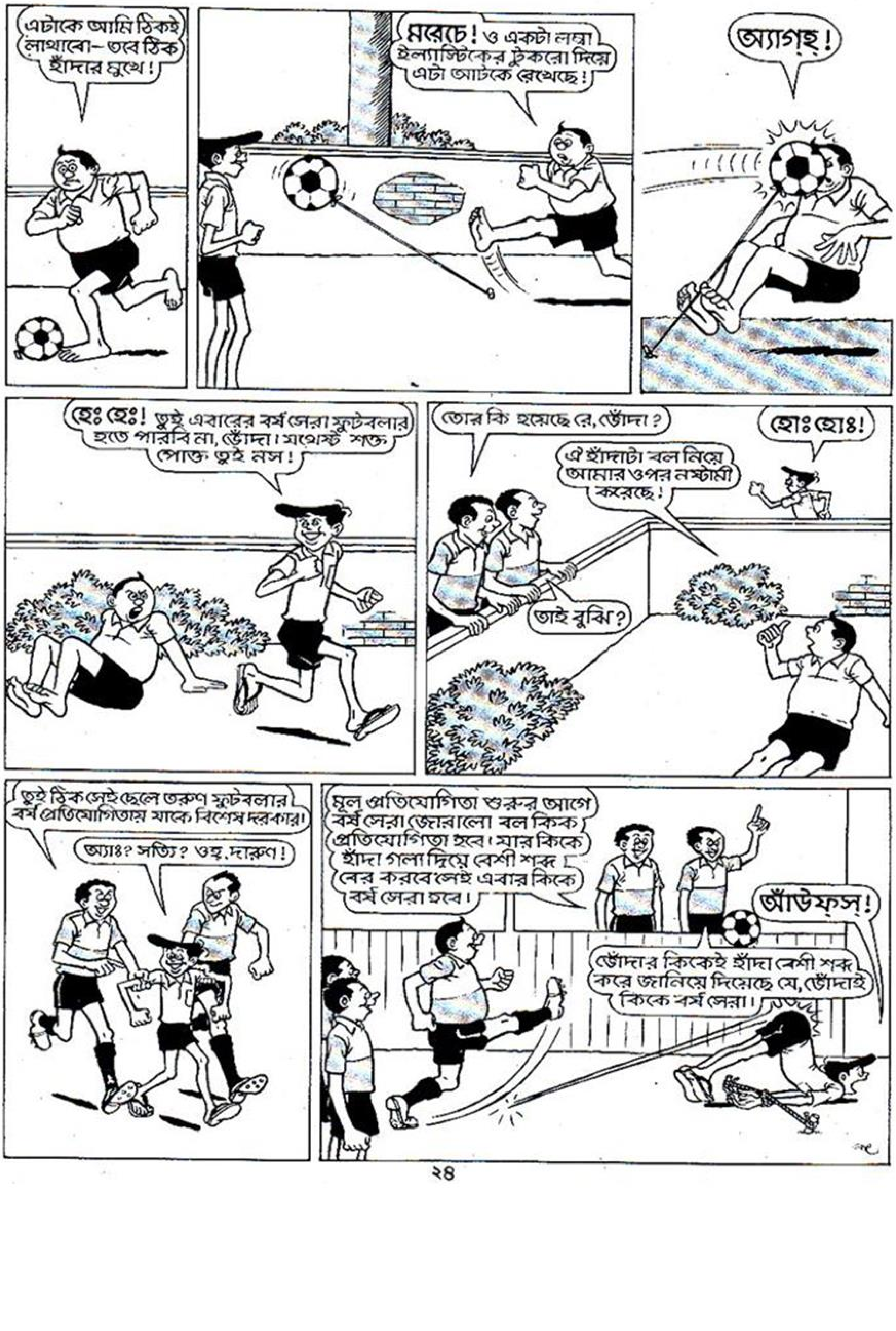

ওফ্!
পরে
এবারের এই মাল নিয়ে আমিও বেড়া ডিঙিয়ে সর্ট-কাট করবো।
এই ফুটিটা প্রদর্শনীতে নির্ঘাত কিছু পুরস্কার পেতে পারে।
ওপ্স্!
বাঁচাও! আমি পিছলে যাচ্ছি!
গেছি রে!
এই, হাঁদা! ঐ স্কেটিং শিক্ষা কেন্দ্রে আমার খুব দুর্ভোগ গেছে মাইরি! সমস্ত জায়গাটাতে আমি পিছলে আছাড় খেয়েছি!
আমার অনেক জায়গায় কেটে আর থেঁতলে গেছে! তোর বরাত ভালো পয়সা ছিলো না বলে ঢুকতে পারিসনি!
রসিকতা করছিস নাকি? ওঃ! গেলুম রেঁ!



হাঁদা-ভোঁদার
আর্তের সেবা
মহাপুরুষেরা বলে গেছেন সর্বদা বিপন্ন ও আর্তের সেবা করতে। চল, ভোঁদা, দেখি আমাদের সেবা নেবার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে আছে কিনা।
চল।
দ্যাখ, ভোঁদা! মনে হচ্ছে আমাদের সেবা পাবার জন্যেই উনি অপেক্ষা করছেন।
আপনি কি বিপদগ্রস্ত?
আমি নই, বাছারা! বিপদগ্রস্ত আমার ঐ পোষা বেড়ালটা। বেচারা গাছ থেকে নামতে পারছে না।
কোন চিন্তা করবেন না, আমি ওটাকে নামিয়ে আনছি।
এবার আমি দোল খেয়ে ওপরে উঠবো।
মরেচে! আমি গাছের পাশ কাটিয়ে বেড়ায় এসে ধাক্কা মেরেছি!
বেড়ার ওদিকে
ওফ!
গরর! আমাকে ওকে পাকড়াতে দিন! আমি ওকে কিছু উচিত শিক্ষা দেবো!
তুমি এরকম করবে না। ও তো শুধু সাহায্যের চেস্টা করছিলো!
হিঃ হিঃ!

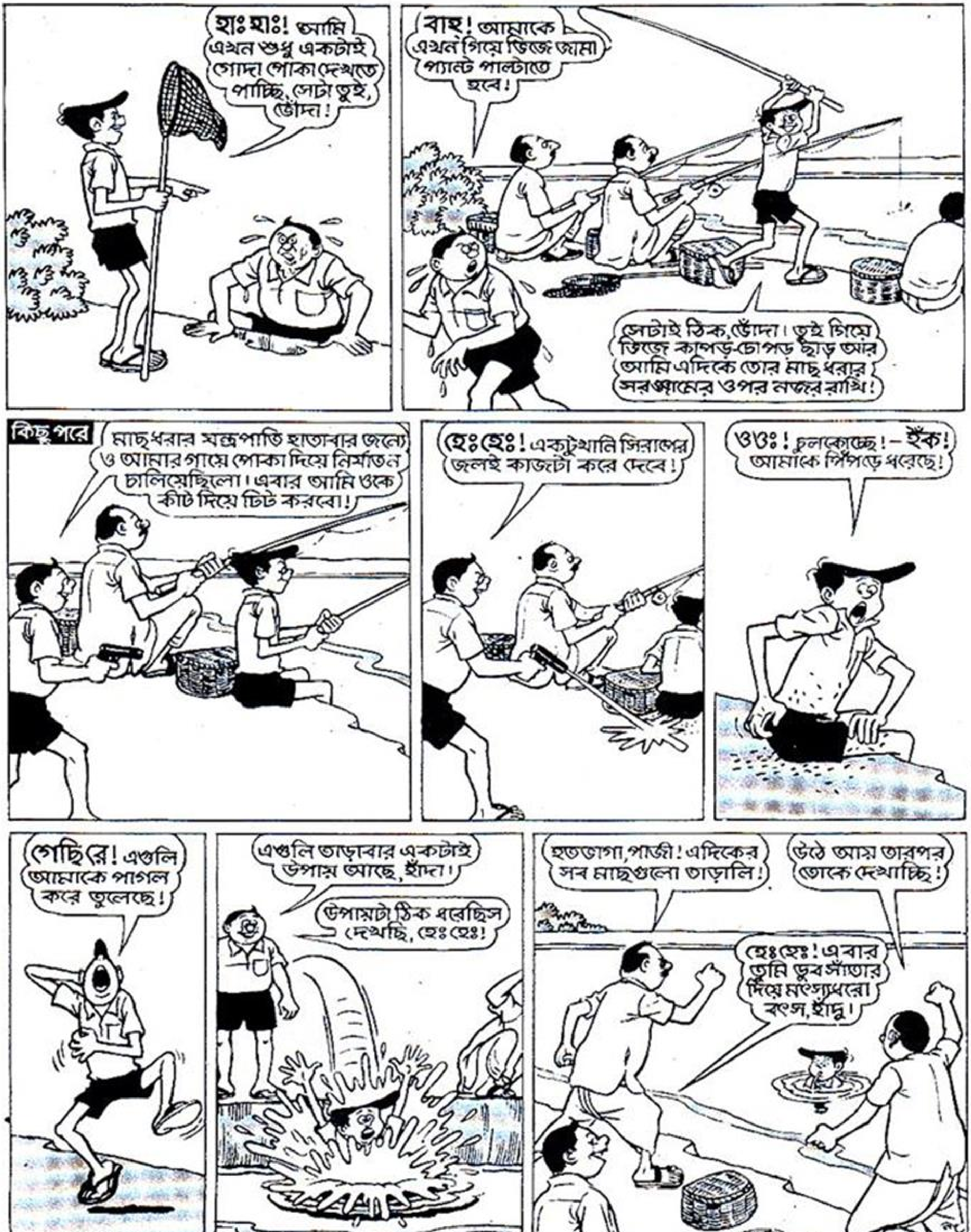

হাঁদার পরের উদ্যম
বাঁশের ডাণ্ডার মাথায় আমি একটা জাল বেঁধে নিয়েছি। এটা দিয়ে বেড়ালটাকে নামিয়ে আনা যাবে।
অ্যাই! এটা আবার কি রকম তামাশা।
গরর! এই সব ঝামেলার মূলে তুই হাঁদা, কিন্তু আমার মনে হয় আমি জানি কি করে তুই বেড়ালটাকে নামাতে সাহায্য করবি।
কম্বলে করে আমাকে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া! কি দারুণ মতলব!
শুধু বেড়ালটাকে কম্বলের ওপর ফেলে দাও!
মোলায়েম ভাবে নামার জন্যে কেমন লাগছে, পুসি?
চমৎকার হয়েছে হাঁদা!
একি! আমি যে এখনো ওপরে আছি সেটা ভুলে গেছেন যে!
না, আমরা ভুলিনি, হাঁদা! আমরা তোকে ওপরে রেখে যাচ্ছি এই জন্যে যে নীচে আমরা নিরাপদে থাকতে পারবো!
আর্তের সেবা করতে এসে তুই নিজেই আর্ত হয়ে গেলি যে রে, হাঁদা!

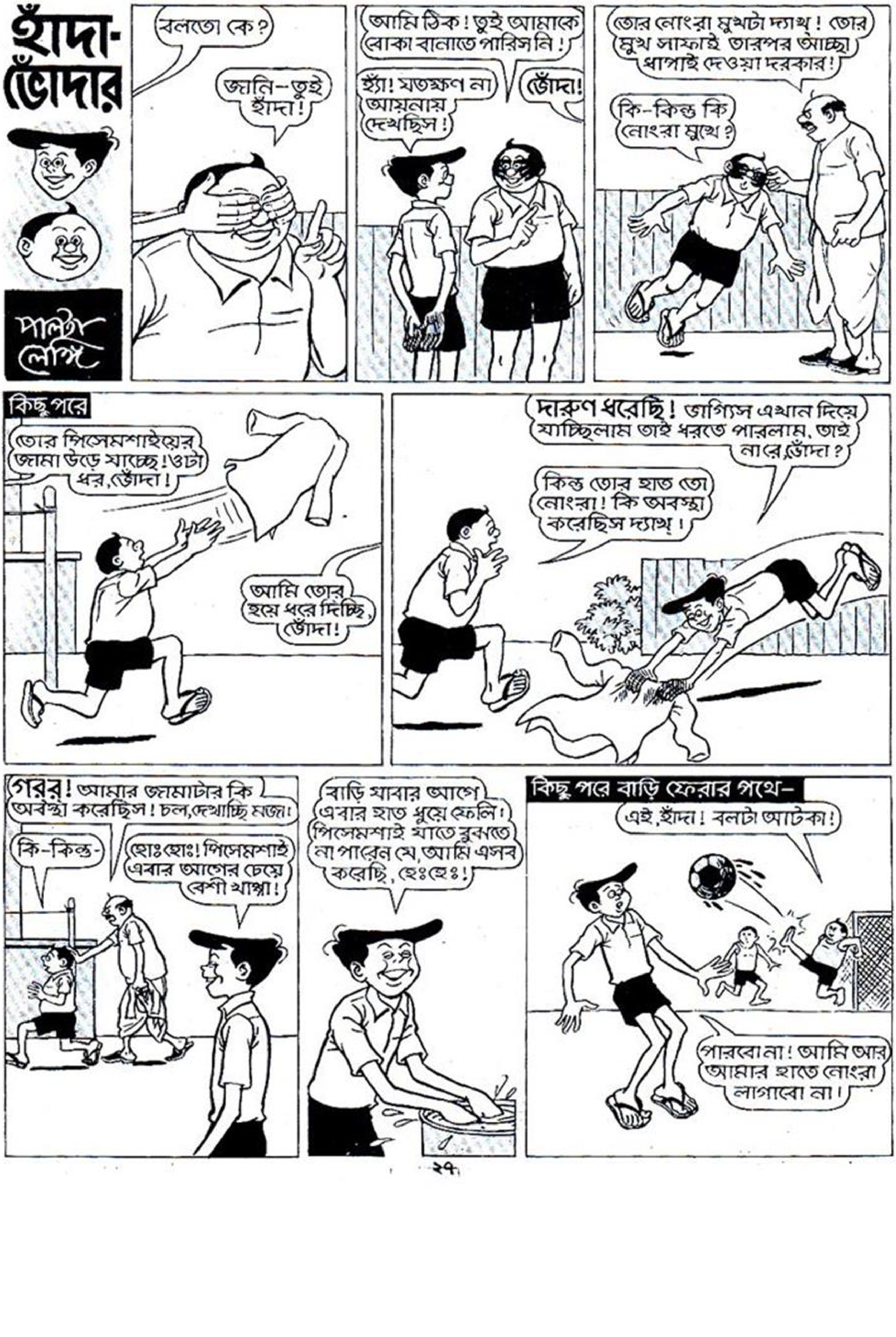

হাঁদা-ভোঁদার
বর্ষসেরা
ওহ দারুণ! আমি নির্ঘাত এতে যোগ দেবো!
প্রতিযোগিতা
বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের সন্ধানে
মোহনবেঙ্গল ময়দানে শনিবার
আমি আমার ড্রিবলিংটা অবশ্যই প্র্যাকটিশ করবো!
ওফ্! কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো?
হাঁদা!
হ্যাঁ ভোঁদা আমি, তুই অনেক কঠিন পরিশ্রম করে নিশ্চয় সত্যিকারের তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিস।
পানীয়টা খেয়ে নে! এইরে! খুবই দুঃখিত, ভোঁদা! আমার লক্ষ্যটা ঠিক থাকে না।
গালক্!
হেঃ হেঃ! তুই একজন ভালো ড্রিবলার, ভোঁদা!
বাহ! আমার সামনেটা একদম ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে!
আমাকে এই ভিজে জামা প্যান্ট ছেড়ে আসতে হবে!
তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোর বলটা দেখাশোনা করছি, ভোঁদা!
একটা থেমে থাকা বলকে তুই লাথি মেরে কত দূর পাঠাতে পারিস দেখি, ভোঁদা!


এটাকে আমি ঠিকই লাথাবো— তবে ঠিক হাঁদার মুখে!
মরেছে! ও একটা লম্বা ইলাস্টিকের টুকরো দিয়ে এটা আটকে রেখেছে!
অ্যাগহ্!
হেঃ হেঃ! তুই এবারের বর্ষ সেরা ফুটবলার হতে পারবি না, ভোঁদা। যথেষ্ট শক্ত পোক্ত তুই নস!
তোর কি হয়েছে রে, ভোঁদা?
হোঃ হোঃ!
ঐ হাঁদাটা বল নিয়ে আমার ওপর নষ্টামী করেছে!
তাই বুঝি?
তুই ঠিক সেই ছেলে তরুণ ফুটবলার বর্ষ প্রতিযোগিতায় যাকে বিশেষ দরকার।
অ্যাঃ? সত্যি? ওহ্, দারুণ!
মূল প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বর্ষ সেরা জোরালো বল কিক প্রতিযোগিতা হবে। যার কিকে হাঁদা গলা দিয়ে বেশী শব্দ বের করবে সেই এবার কিকে বর্ষ সেরা হবে।
আঁউফস্!
ভোঁদার কিকেই হাঁদা বেশী শব্দ করে জানিয়ে দিয়েছে যে, ভোঁদাই কিকে বর্ষ সেরা।



হাঁদা-ভোঁদার
ডুব সাঁতার
এই প্রতিযোগিতায় আমার যোগ দেওয়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু আমার মাছ ধরার কোন জিনিসই নেই!
মাছ ধরা প্রতিযোগিতা দারুণ পুরস্কার
আঃহা! আমি ভোঁদার সরঞ্জাম ধার নিতে পারি!
ঝিল
অ্যাই, ভোঁদা! এর মধ্যে কি রে? অ্যাঃ! কৌটো ভর্তি পাক খাওয়া কেঁচো।
আরেঃ! আমায় যেতে দে, হাঁদা!
এগুলো মাছের পেছনে নষ্ট করা অবিবেচনার কাজ। আমি সবথেকে ভালো এগুলোর ব্যবহার জানি।
অ্যাঁঃ?
ইয়্যাহ! নোংরা পোকাগুলো পিড়পিড়ে
একটা পোকা এখনো তোর মাথায় রয়েছে, ভোঁদা!
ওটা তাড়াবার একটাই উপায় আছে, ভোঁদা।
আরেঃ?
আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি! পিছন দিকে হাঁট!
অ্যাঃ? এ-এ আবার কি হচ্ছে?
এই যে! এবার ওগুলি চলে যাবে, ভোঁদা!
ঝপাস!


হাঃ হাঃ! আমি এখন শুধু একটাই গোদা পোকা দেখতে পাচ্ছি, সেটা তুই, ভোঁদা!
বাহ! আমাকে এখন গিয়ে ভিজে জামা প্যান্ট পাল্টাতে হবে!
সেটাই ঠিক, ভোঁদা। তুই গিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড় আর আমি এদিকে তোর মাছ ধরার সরঞ্জামের ওপর নজর রাখি!
কিছু পরে
মাছ ধরার যন্ত্রপাতি হাতাবার জন্যে ও আমার গায়ে পোকা দিয়ে নির্যাতন চালিয়েছিলো। এবার আমি ওকে কীট দিয়ে টিট করবো!
হেঃ হেঃ! একটুখানি সিরাপের জলই কাজটা করে দেবে!
ওওঃ! চুলকোচ্ছে! — ইঁক! আমাকে পিঁপড়ে ধরেছে!
গেছিরে! এগুলি আমাকে পাগল করে তুলেছে!
এগুলি তাড়াবার একটাই উপায় আছে, হাঁদা!
উপায়টা ঠিক ধরেছিস দেখছি, হেঃ হেঃ!
হতভাগা, পাজী! এদ্দিকের সব মাছগুলো তাড়ালি!
উঠে আয় তারপর তোকে দেখাচ্ছি!
হেঃ হেঃ! এবার তুমি ডুব সাঁতার দিয়ে মৎস্য ধরো বৎস, হাঁদু!

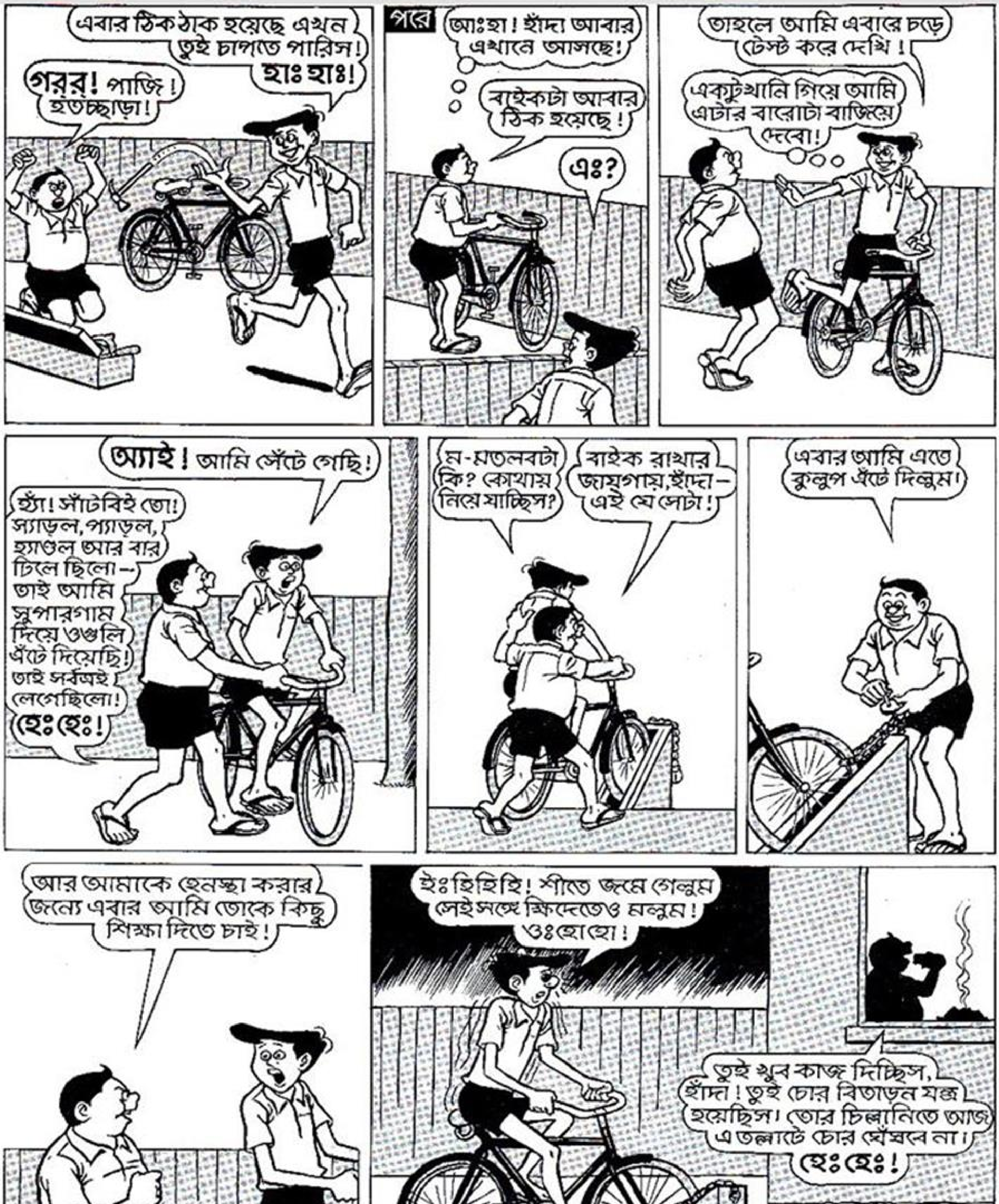


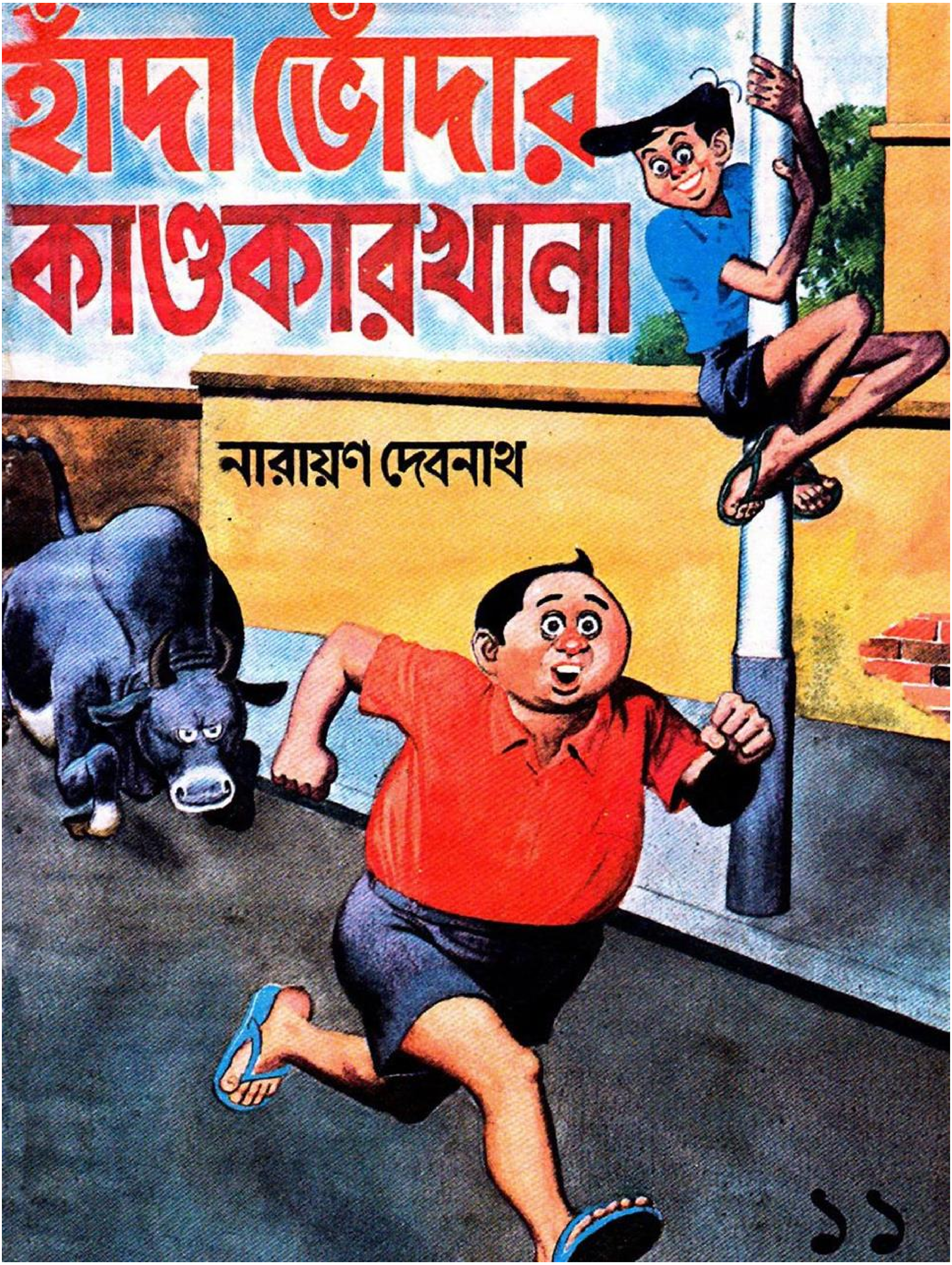
হাঁদা-ভোঁদার
পাল্টা লেঙ্গি
বলতো কে?
জানি—তুই হাঁদা!
আমি ঠিক! তুই আমাকে বোকা বানাতে পারিসনি!
হ্যাঁ! যতক্ষণ না আয়নায় দেখছিস!
ভোঁদা!
তোর নোংরা মুখটা দ্যাখ! তোর মুখ সাফাই তারপর আচ্ছা ধাপাই দেওয়া দরকার!
কি-কিন্তু কি নোংরা মুখে?
কিছু পরে
তোর পিসেমশাইয়ের জামা উড়ে যাচ্ছে! ওটা ধর, ভোঁদা!
আমি তোর হয়ে ধরে দিচ্ছি, ভোঁদা!
দারুণ ধরেছি! ভাগ্যিস এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ধরতে পারলাম, তাই না রে, ভোঁদা?
কিন্তু তোর হাত তো নোংরা! কি অবস্থা করেছিস দ্যাখ!
গরর! আমার জামাটার কি অবস্থা করেছিস! চল, দেখাচ্ছি মজা!
কি-কিন্তু-
হোঃ হোঃ! পিসেমশাই এবার আগের চেয়ে বেশী খাপ্পা!
বাড়ি যাবার আগে এবার হাত ধুয়ে ফেলি! পিসেমশাই যাতে বুঝতে না পারেন যে, আমি এসব করেছি, হেঃ হেঃ!
কিছু পরে বাড়ি ফেরার পথে—
এই, হাঁদা! বলটা আটকা!
পারবো না! আমি আর আমার হাতে নোংরা লাগাবো না!

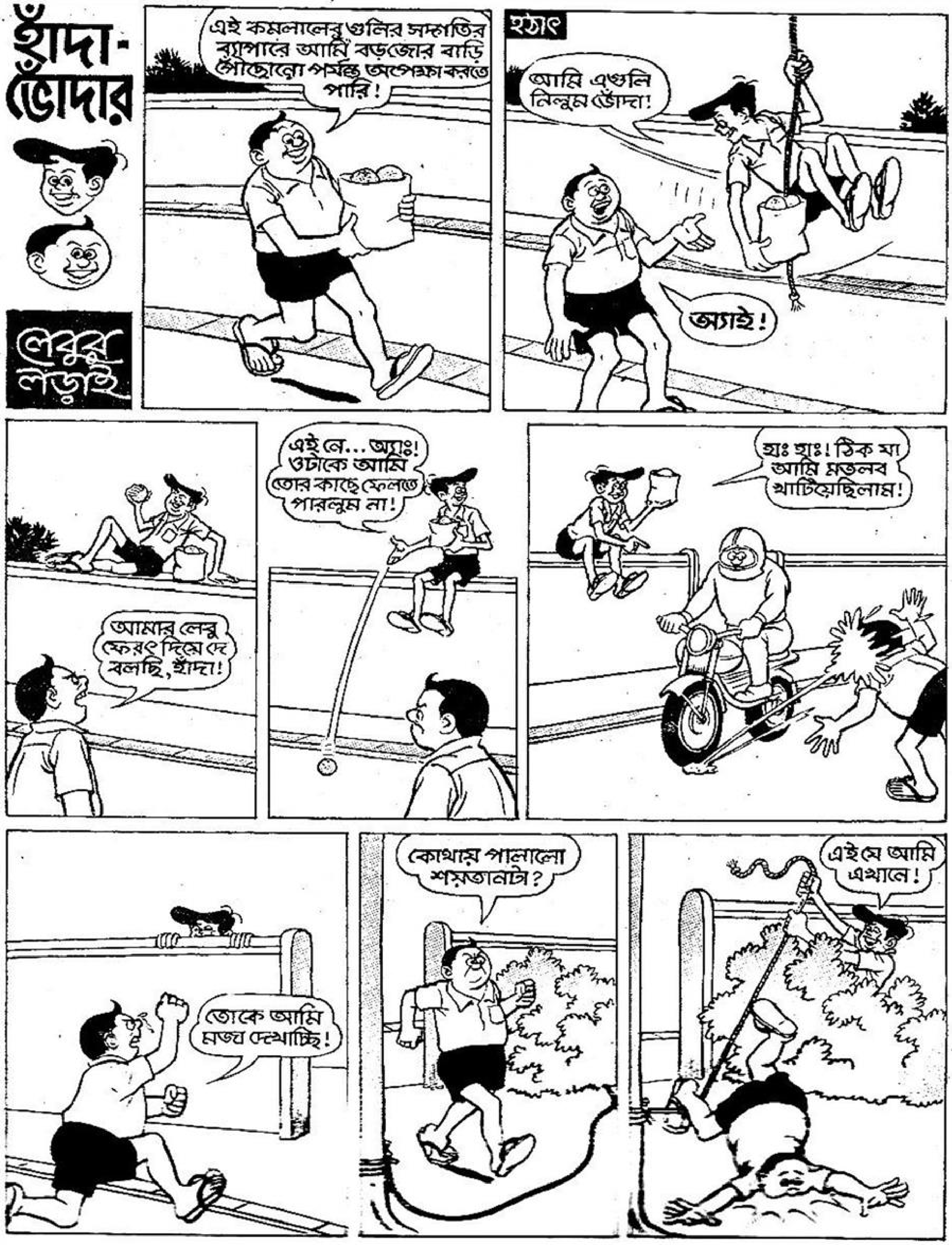

বলটা নোংরা কাদাজলে পড়েছে, এটাকে তুলতে আমি ভোঁদার ছেড়ে রাখা জামাটা ব্যবহার করতে পারি!
গরর! হাঁদাটা এবার বড্ড বেশী বেড়েছে! আমাকে দুবার পিসেমশাইয়ের কোপানলে ফেলেছে। এবার আমি দেখাচ্ছি।
হেঃ হেঃ! ঠাণ্ডায় হাতে পরার জন্যে পিসেমশাই দস্তানা রেখেছেন। হাঁদাকে পাল্টা লেঙ্গি দেবার জন্যে এগুলি কাজে লাগাবো।
কুকুরটাকে এরপর হাঁদার কাছে পাঠিয়ে দেবো, হিঃ হিঃ!
যখন হাঁদা বাড়ি ফিরলো
দেখুন, পিসেমশাই! আমি আমার হাত সাফ রেখেছি।
ইয়াহ! আমরা সকলেই ফুটবল খেলছিলাম আর সবারই হাত নোংরা। শুধু হাঁদা ছাড়া। আপনি বলতে পারেন এটা ও কি করে করলো?
হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি! ঠাণ্ডায় পরার জন্যে আমার নতুন কেনা দস্তানা ও পরেছিলো। খুবই নোংরা অবস্থায় আমি এগুলো পেয়েছি।
কি? না-না, আমি করিনি, পিসেমশাই! ভোঁদা লেঙ্গি দিচ্ছে।
ভেতরে চল, হাঁদা! তুই আমার নয়া দস্তানা নষ্ট করেছিস, এবার আমি কত রকম ভাবে কষ্ট দেওয়া যায় সেটা তোর ওপর পরীক্ষা করবো।
হেঃ হেঃ! এবার আমি আমার হাত ধুয়ে ফেলি।



হাঁদা-ভোঁদার
যন্ত্রপাতি
আমি পিসেমশাইয়ের এই যন্ত্রপাতির বাক্সটা এনেছি আমার বাইকে নতুন স্পীডোমিটার লাগাবো বলে।
স্পীডোমিটার বসাচ্ছিস, ভোঁদা? সরে যা—তুই ভুল যন্ত্র ব্যবহার করছিস!
এখান থেকে চলে যা বলছি, হাঁদা!
তুই এটা ব্যবহার করবি! এটা একটা স্প্যানার—
যা দিয়ে তুই মোচড় দিবি—ঠিক এই ভাবে!
আরক!
ওওঃ!
একটা যন্ত্র দেখছি এখানে নেই—
সেটা একটা রেঞ্চ!
ওফ্! আমার কানটা গেলো!
কিন্তু সব চেয়ে সেরা যন্ত্র হচ্ছে হাতুড়ি!
খুব কাজের জিনিস! এরা তোর বাইকের স্পোক গুলোকে সোজা করে দিতে পারে!
কিন্তু ওগুলোতো বাঁকা নয়!


এবার ঠিকঠাক হয়েছে এখন তুই চাপতে পারিস! হাঃ হাঃ!
গরর! পাজি! হতচ্ছাড়া!
পরে
আঃহা! হাঁদা আবার এখানে আসছে!
বাইকটা আবার ঠিক হয়েছে!
এঃ?
তাহলে আমি এবারে চড়ে টেস্ট করে দেখি!
একটুখানি গিয়ে আমি এটার বারোটা বাজিয়ে দেবো!
অ্যাই! আমি সেঁটে গেছি!
হ্যাঁ! সাঁটবিই তো! স্যাড্‌ল, প্যাড্‌ল, হ্যাণ্ডল আর বার টিলে ছিলো— তাই আমি সুপারগাম দিয়ে ওগুলি এঁটে দিয়েছি! তাই সর্বত্রই লেগেছিলো! হেঃ হেঃ!
ম-মতলবটা কি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?
বাইক রাখার জায়গায়, হাঁদা— এই যে সেটা!
এবার আমি এতে কুলুপ এঁটে দিলুম।
আর আমাকে হেনস্থা করার জন্যে এবার আমি তোকে কিছু শিক্ষা দিতে চাই!
ইঃহিহিহি! শীতে জমে গেলুম সেই সঙ্গে ক্ষিদেতেও মলুম! ওঃহোহো!
তুই খুব কাজ দিচ্ছিস, হাঁদা! তুই চোর বিতাড়ন যন্ত্র হয়েছিস। তোর চিল্লানিতে আজ এ তল্লাটে চোর ঘেঁষবে না। হেঃ হেঃ!

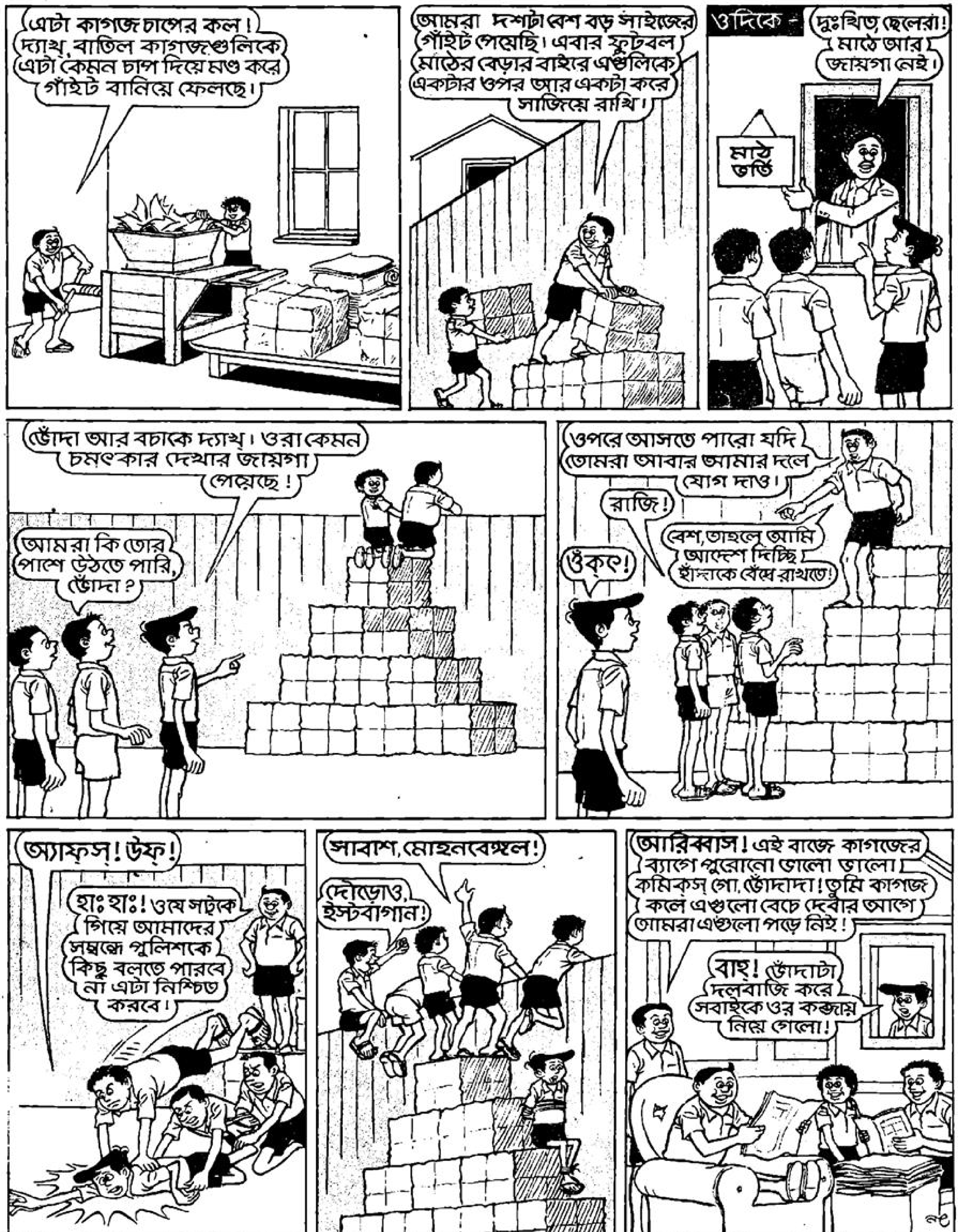

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১১

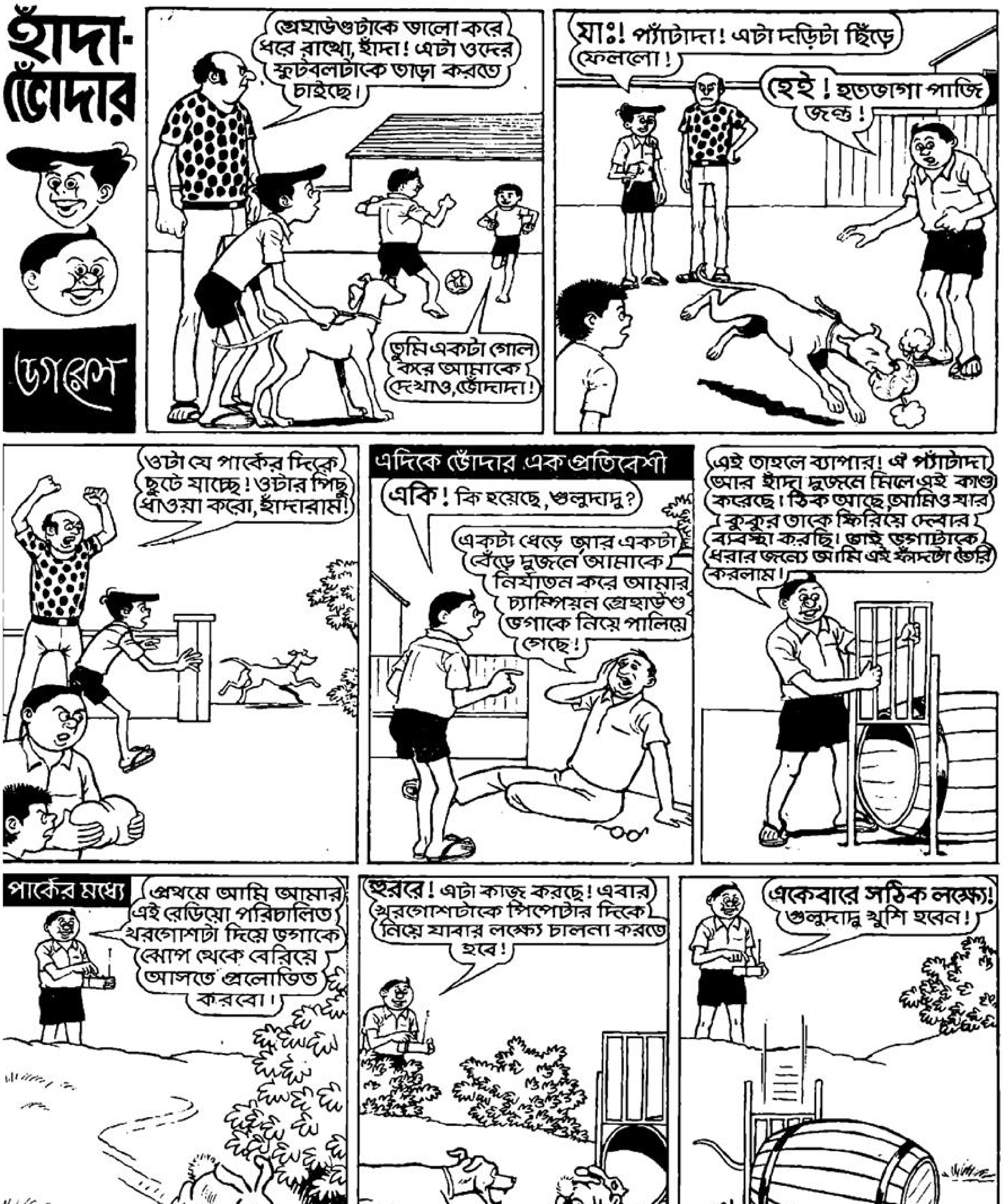

হাঁদা-ভোঁদার
লেবুর লড়াই
এই কমলালেবু গুলির সদ্গতির ব্যাপারে আমি বড়জোর বাড়ি পৌঁছোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি!
হঠাৎ
আমি এগুলি নিলুম ভোঁদা!
অ্যাই!
আমার লেবু ফেরৎ দিয়ে দে বলছি, হাঁদা!
এই নে... অ্যাঃ! ওটাকে আমি তোর কাছে ফেলতে পারলুম না!
হ্যাঃ হ্যাঃ! ঠিক যা আমি মতলব খাটিয়েছিলাম!
তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি!
কোথায় পালালো শয়তানটা?
এইযে আমি এখানে!



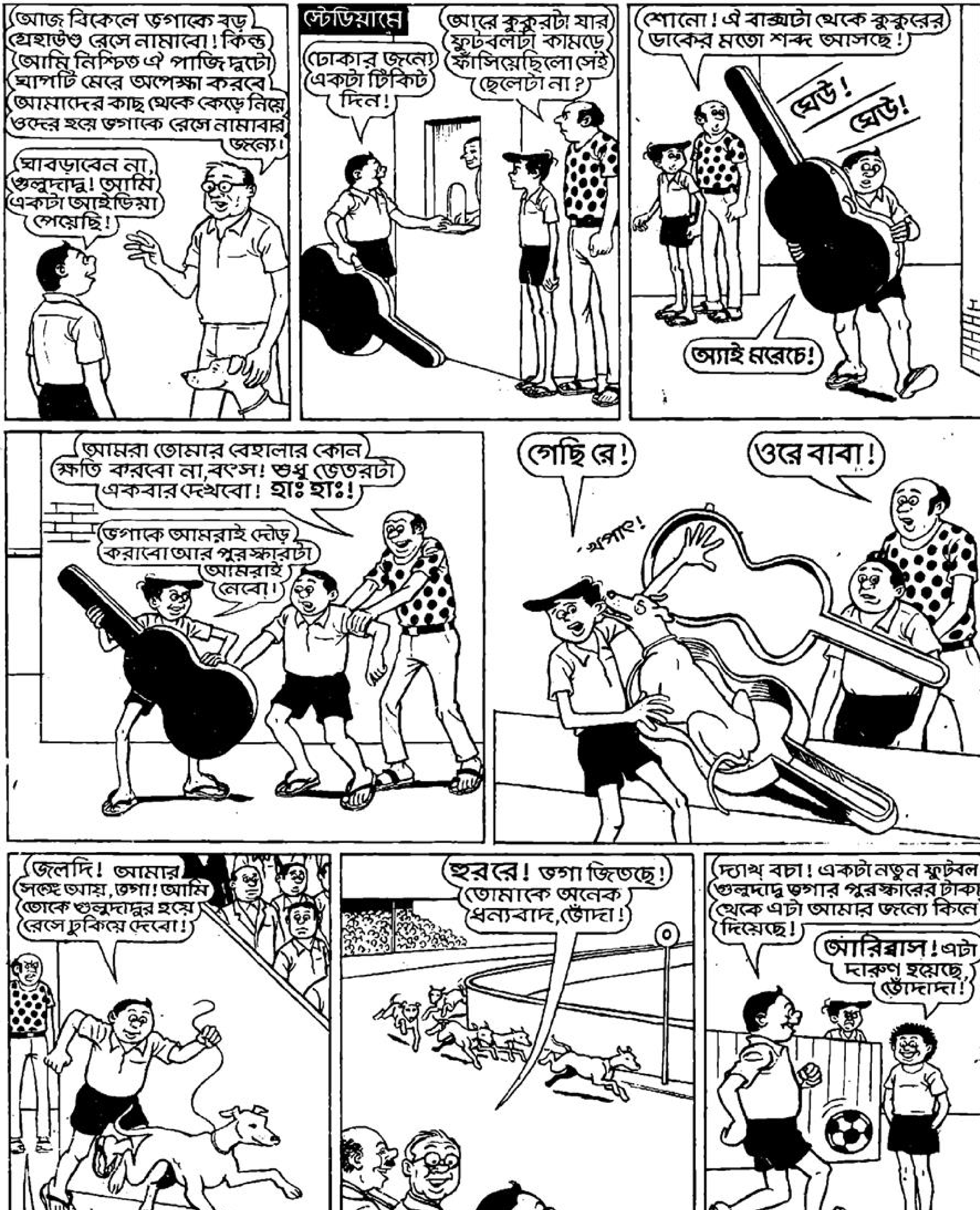
ইরক্! একটা বীভৎস পোকা!
বাহ্! মোটেই আমি আর এটা খাচ্ছি না!
একটু সময় পরে
আহ্! বেশ বড় সাইজের একটা কুলিপিঠে! এটা দেখতে তো ঠিকই আছে, কিন্তু এটা আমি আগে ভেঙে দেখবো।
উরক্! একটা কদাকার ব্যাঙ এই পিঠের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ছিলো!
জলখাবারের সময়
খা, ভোঁদু! তুই খাবি বলে তোর জন্যে অনেক স্পেশাল জলখাবার তৈরি করেছি।
ইয়েগহ্! আমি আর মোটেই কোন খাবারের দিকে তাকাতে পারছিনা। আমি অসুস্থ বোধ করছি! আমি অবশ্যই এই ঘর থেকে চলে যাবো!
চমৎকার! আমার প্ল্যান কাজ করছে!
আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দাও!
মরেছে! ভোঁদা টেবিলক্লথটা খামচে ধরে যাওয়াতে টেবিলের সবকিছু ফেলে দিলো!
আলফ্রস্! একমাত্র হতচ্ছাড়া ভেটকুটাই দেখছি এ ব্যাপারে লাভবান হলো! ইঃ!
হেঃ হেঃ! আমার বিস্কুট খেয়ে ফেলার হাতে হাতে প্রতিফল!

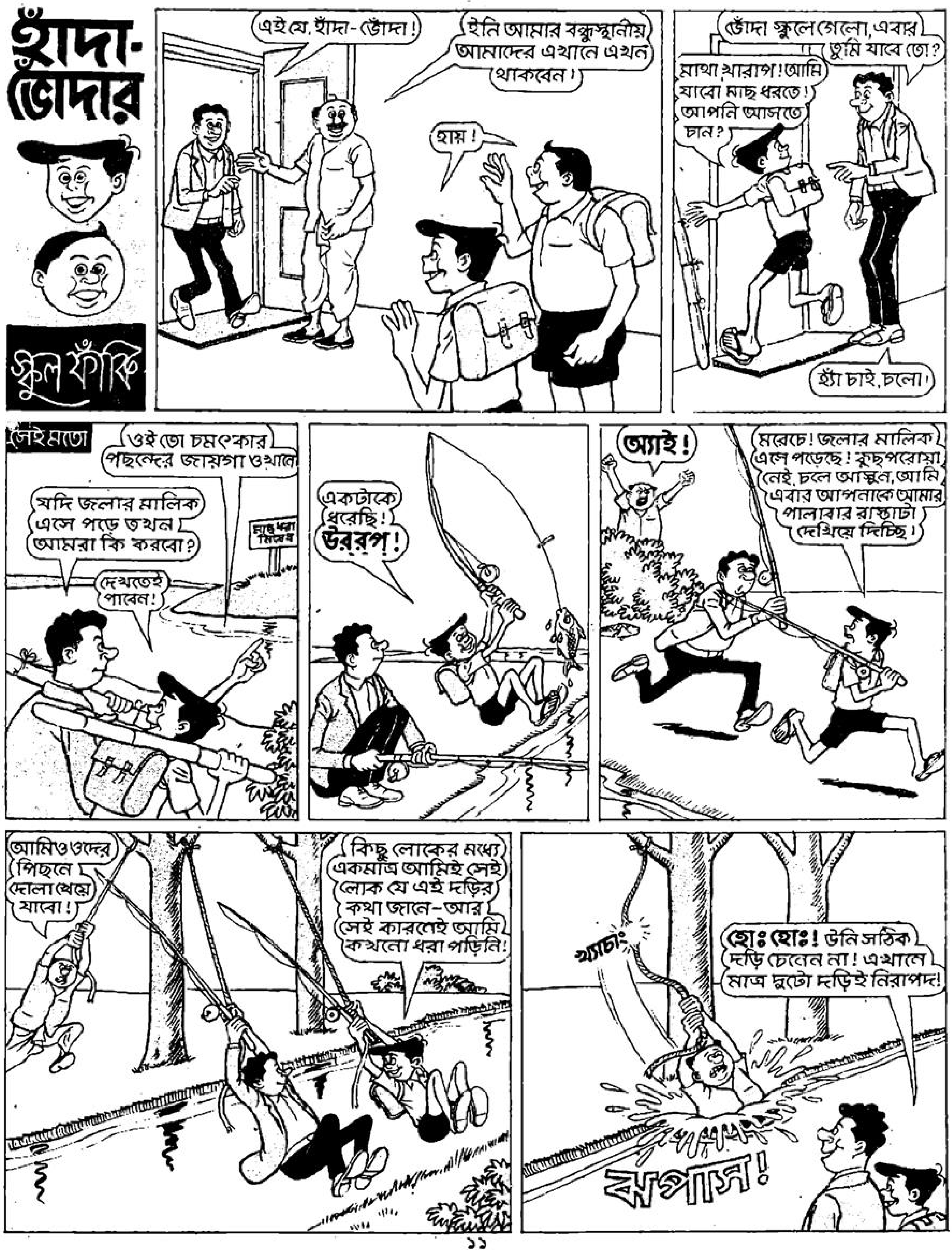

হাঁদা-ভোঁদার
দলবাজি
ওরে বাবা! এতো অনেক খরচের ব্যাপার! যদি টাকা সংগ্রহ করতে পারি তবে আমি যাবো!
আমিও!
আর আমিও!
ফুটবল
সেমি-ফাইনাল
ইস্টবাগান
বনাম
মোহনবেঙ্গল
প্রবেশ মূল্য ৫
অ্যাই! তোরা সবাই যদি ভোঁদাকে ছেড়ে আমার দলে আসিস তবে আমি তোদের খেলা দেখতে পয়সা দেবো!
হতচ্ছাড়া! ও আমার প্রায় সব অনুগত সঙ্গীদের ভুজুং দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেলো!
কুছপরোয়া নেই, এখনো তুই আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী, বচা— আর দ্যাখ্! এটা আমাকে একটা মতলব জুগিয়েছে!
বাতিল
কাগজ
চাই
উচ্চ মূল্য
দেওয়া হবে
ধন্যবাদ! আমরা যদি যথেষ্ট পরিমানে বাতিল কাগজ সংগ্রহ করতে পারি তবে দুজনেই ম্যাচ দেখতে পারবো!
অনুমান হচ্ছে আমরা প্রায় আধ টনের মতো যোগাড় করেছি। দেখি এর জন্যে ঐ কাগজের মিল আমাদের কত দেয়।
কিন্তু
ছুটির
বিজ্ঞাপন
মিল বন্ধ
আমি অন্য একটা মতলব পেয়েছি। এইসব কাগজগুলি এখনো আমাদের ম্যাচ দেখতে সাহায্য করতে পারে!
এটা কি প্রকারের যন্ত্র ভোঁদাদা?


এটা কাগজ চাপের কল! দ্যাখ্, বাতিল কাগজগুলিকে এটা কেমন চাপ দিয়ে মণ্ড করে গাঁইট বানিয়ে ফেলছে।
আমরা দশটা বেশ বড় সাইজের গাঁইট পেয়েছি। এবার ফুটবল মাঠের বেড়ার বাইরে এগুলিকে একটার ওপর আর একটা করে সাজিয়ে রাখি।
ওদিকে —
দুঃখিত, ছেলেরা! মাঠে আর জায়গা নেই।
মাঠ ভর্তি
ভোঁদা আর বচাকে দ্যাখ্। ওরা কেমন চমৎকার দেখার জায়গা পেয়েছে!
আমরা কি তোর পাশে উঠতে পারি, ভোঁদা?
ওপরে আসতে পারো যদি তোমরা আবার আমার দলে যোগ দাও।
রাজি!
বেশ, তাহলে আমি আদেশ দিচ্ছি হাঁদাকে বেঁধে রাখতে!
ওঁক্‌!
অ্যাফ্‌স্! উফ্!
হাঃ হাঃ! ওযে সটকে গিয়ে আমাদের সম্বন্ধে পুলিশকে কিছু বলতে পারবে না এটা নিশ্চিত করবে।
সাবাশ, মোহনবেঙ্গল!
দৌড়োও, ইস্টবাগান!
আরিব্বাস! এই বাজে কাগজের ব্যাগে পুরোনো ভালো ভালো কমিকস্ গো, ভোঁদাদা! তুমি কাগজ কলে এগুলো বেচে দেবার আগে আমরা এগুলো পড়ে নিই!
বাহ্! ভোঁদাটা দলবাজি করে সবাইকে ওর কব্জায় নিয়ে গেলো!

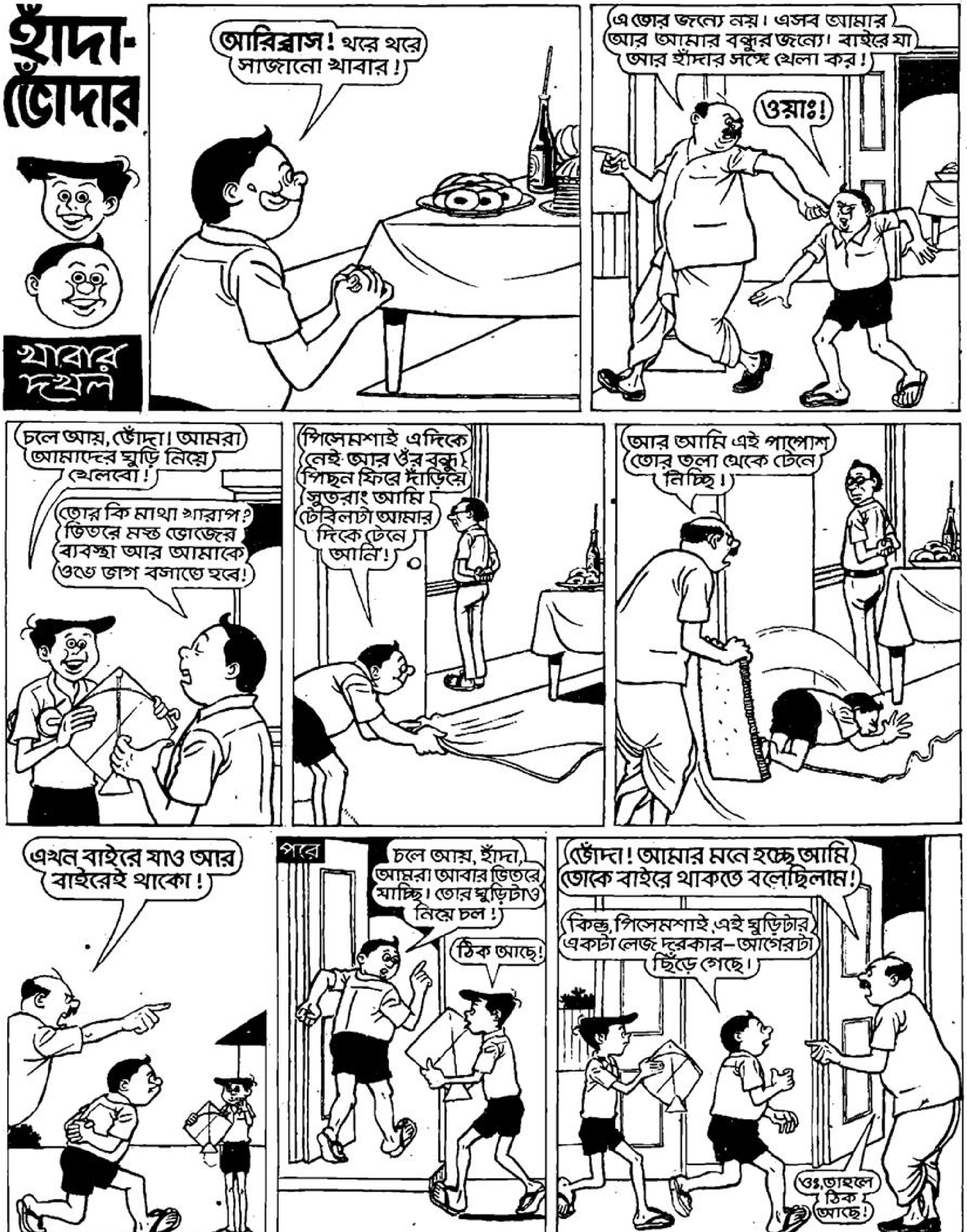


হাঁদা-ভোঁদার
ডাগরেস
গ্রেহাউণ্ডটাকে ভালো করে ধরে রাখো, হাঁদা! এটা ওদের ফুটবলটাকে তাড়া করতে চাইছে।
তুমি একটা গোল করে আমাকে দেখাও, ভোঁদাদা!
যাঃ! প্যাঁটাদা! এটা দড়িটা ছিঁড়ে ফেললো!
হেই! হতভাগা পাজি জন্তু!
ওটা যে পার্কের দিকে ছুটে যাচ্ছে! ওটার পিছু ধাওয়া করো, হাঁদারাম!
এদিকে ভোঁদার এক প্রতিবেশী
একি! কি হয়েছে, গুলুদাদু?
একটা ধেড়ে আর একটা বেঁড়ে দুজনে আমাকে নির্যাতন করে আমার চ্যাম্পিয়ন গ্রেহাউণ্ড ডগাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে!
এই তাহলে ব্যাপার! ঐ প্যাঁটাদা আর হাঁদা দুজনে মিলে এই কাণ্ড করেছে। ঠিক আছে, আমিও যার কুকুর তাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তাই ডগাটাকে ধরার জন্যে আমি এই ফাঁদটা তৈরি করলাম।
পার্কের মধ্যে
প্রথমে আমি আমার এই রেডিয়ো পরিচালিত খরগোশটা দিয়ে ডগাকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলোভিত করবো।
হুররে! এটা কাজ করছে! এবার খরগোশটাকে পিপেটার দিকে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে চালনা করতে হবে!
একেবারে সঠিক লক্ষ্যে! গুলুদাদু খুশি হবেন!
ঝপাং!


আজ বিকেলে ভগাকে বড় গ্রেহাউণ্ড রেসে নামাবো! কিন্তু আমি নিশ্চিত ঐ পাজি দুটো ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের হয়ে ভগাকে রেসে নামাবার জন্যে।
ঘাবড়াবেন না, গুলুদাদু! আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি!
স্টেডিয়ামে
ঢোকার জন্যে একটা টিকিট দিন!
আরে কুকুরটা যার ফুটবলটা কামড়ে ফাঁসিয়েছিলো সেই ছেলেটা না?
শোনো! ঐ বাক্সটা থেকে কুকুরের ডাকের মতো শব্দ আসছে!
ঘেউ!
ঘেউ!
অ্যাই মরেচে!
আমরা তোমার বেহালার কোন ক্ষতি করবো না, বৎস! শুধু ভেতরটা একবার দেখবো! হাঃ হাঃ!
ভগাকে আমরাই দৌড় করাবো আর পুরস্কারটা আমরাই নেবো।
গেছি রে!
ওরে বাবা!
জলদি! আমার সঙ্গে আয়, ভগা! আমি তোকে গুলুদাদুর হয়ে রেসে ঢুকিয়ে দেবো!
ফিরে আয় শয়তান!
হুররে! ভগা জিতেছে! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ভোঁদা!
দ্যাখ্ বচা! একটা নতুন ফুটবল! গুলুদাদু ভগার পুরস্কারের টাকা থেকে এটা আমার জন্যে কিনে দিয়েছে!
আরিব্বাস! এটা দারুণ হয়েছে, ভোঁদাদা!


হাঁদা-ভোঁদার
স্কুল ফাঁকি
এই যে, হাঁদা-ভোঁদা!
ইনি আমার বন্ধুস্থানীয়, আমাদের এখানে এখন থাকবেন।
হায়!
ভোঁদা স্কুলে গেলো, এবার তুমি যাবে তো?
মাথা খারাপ! আমি যাবো মাছ ধরতে! আপনি আসতে চান?
হ্যাঁ চাই, চলো।
সেই মতো
ওই তো চমৎকার পছন্দের জায়গা ওখানে
যদি জলার মালিক এসে পড়ে তখন আমরা কি করবো?
দেখতেই পাবেন!
একটাকে ধরেছি!
উররপ্!
অ্যাই!
মরেছে! জলার মালিক এসে পড়েছে! কুছপরোয়া নেই, চলে আসুন, আমি এবার আপনাকে আমার পালাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।
আমিও ওদের পিছনে দোলা খেয়ে যাবো!
কিছু লোকের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই লোক যে এই দড়ির কথা জানে–আর সেই কারণেই আমি কখনো ধরা পড়িনি!
খ্যাচাং
হোঃ হোঃ! উনি সঠিক দড়ি চেনেন না! এখানে মাত্র দুটো দড়িই নিরাপদ!
ঝপাস!


যখন তুমি মাছ ধরতে পারবে না তখন তুমি কি করবে?
ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবো! চলে আসুন আপনাকে দেখাচ্ছি।
গোপন পথ দিয়ে আমি আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবো। দেখুন এটা একটা আলগা তক্তা...
হুমম... দেখছি!
অ্যাই!
দেখো, পুলিশ!
মরেচে! ওঁকে অবশ্যই আমার গোপন পথ জানতে দেওয়া হবে না!
বাঁচতে চান তো পালান!
স্কুল
পুলিশটাকে আমরা ঝেড়ে ফেলেছি। এখন ছুটির সময় হয়েছে, এবার আমি চুপি চুপি স্কুলে ঢুকবো। আসুন আমি আপনাকে দেখাবো আমি এটা কি করে করি!
আমি কখনোই কাউকে এই পিছনের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢোকা দেখাইনি! আলবিদা! আমার মনে হয় আপনার কাজের জন্যে আপনাকে যেতে হবে?
মোটেই না! তুমি দ্যাখো আমি কাজই করছি—আর আমি খুবই আনন্দিত যে তুমি তোমার গোপনীয় সবকিছু আমাকে জানতে দিয়েছো!
আমি হচ্ছি নয়া স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলে ধরিয়ে!

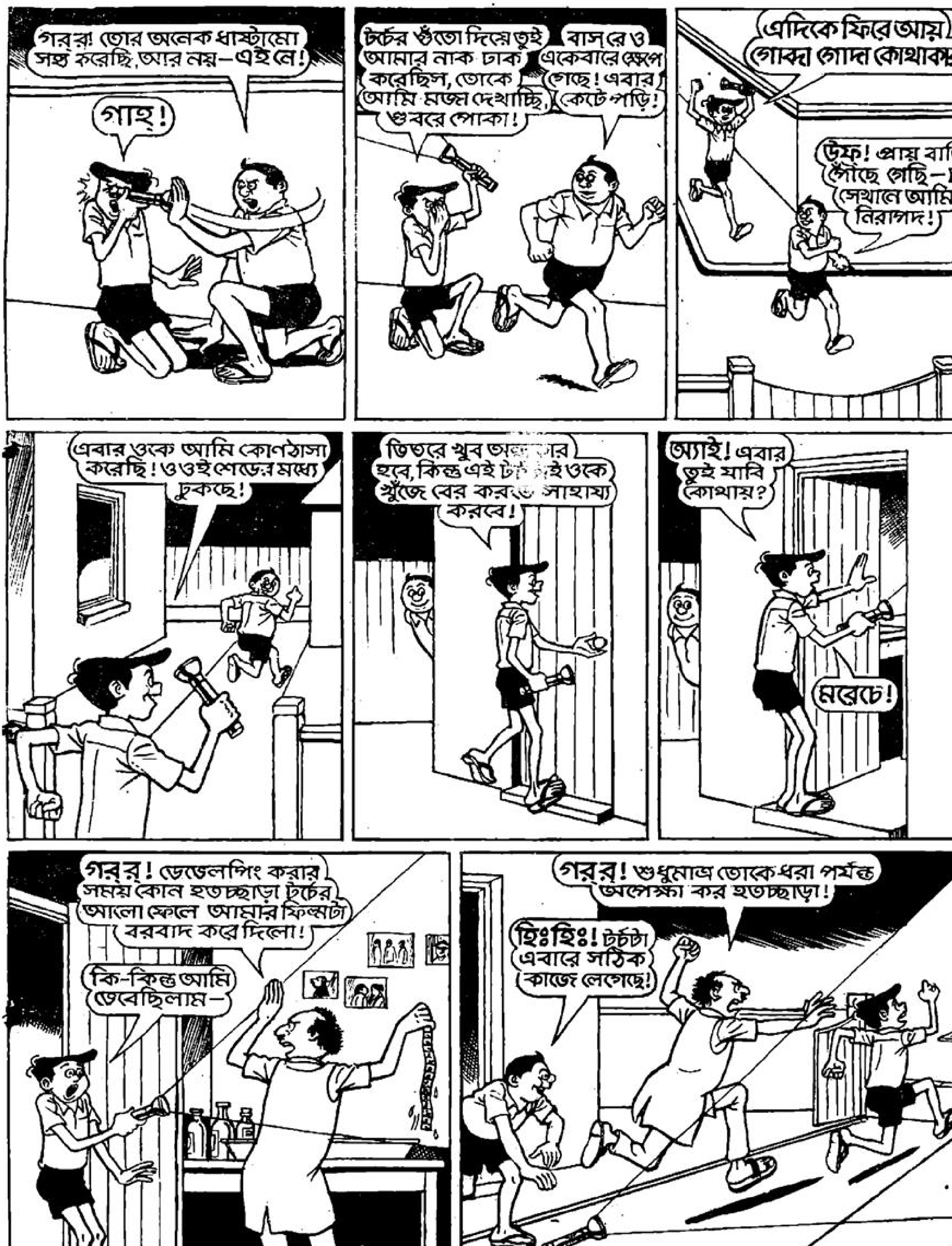

হাঁদা-ভোঁদার
খাবার দখল
আরিব্বাস! থরে থরে সাজানো খাবার!
এ তোর জন্যে নয়। এসব আমার আর আমার বন্ধুর জন্যে। বাইরে যা আর হাঁদার সঙ্গে খেলা কর!
ওয়াঃ!
চলে আয়, ভোঁদা। আমরা আমাদের ঘুড়ি নিয়ে খেলবো!
তোর কি মাথা খারাপ? ভিতরে মস্ত ভোজের ব্যবস্থা আর আমাকে ওতে ভাগ বসাতে হবে!
পিসেমশাই এদ্দিকে নেই আর ওঁর বন্ধু পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সুতরাং আমি টেবিলটা আমার দিকে টেনে আনি!
আর আমি এই পাপোশ তোর তলা থেকে টেনে নিচ্ছি।
এখন বাইরে যাও আর বাইরেই থাকো!
পরে
চলে আয়, হাঁদা, আমরা আবার ভিতরে যাচ্ছি। তোর ঘুড়িটাও নিয়ে চল!
ঠিক আছে!
ভোঁদা! আমার মনে হচ্ছে আমি তোকে বাইরে থাকতে বলেছিলাম!
কিন্তু, পিসেমশাই, এই ঘুড়িটার একটা লেজ দরকার—আগেরটা ছিঁড়ে গেছে।
ওঃ, তাহলে ঠিক আছে!

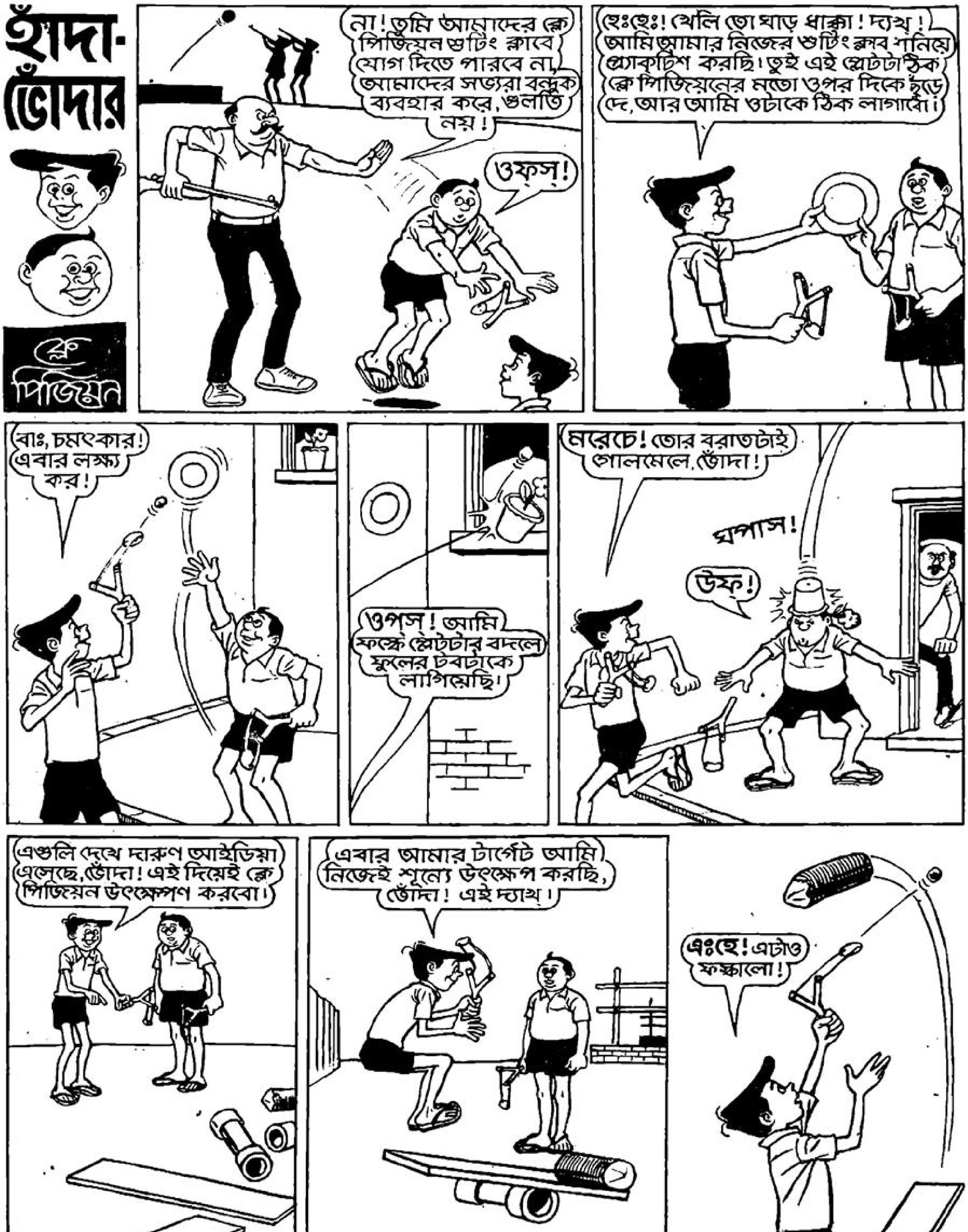

ঠিক তখনই
আচ্ছা, তোরা তাহলে লুচি আর কেক দিয়ে ঘুড়ির লেজ বানিয়েছিস, তাই না? শিগগির ফিরে আয় আর ওগুলি রেখে যা!
কুছপরোয়া নেই, ভোঁদা—আমরা এখনো আমার এই ঘুড়ি দিয়ে মজা করতে পারি!
ওটা আমাকে দে, হাঁদা—আমার একটা মতলব এসেছে!
সেই মতো
কি ঘটলো? টিভির ছবি কিরকম অদ্ভুত হয়ে গেছে!
ঘুড়িটার জন্যে পিসেমশাই—ওটা অ্যান্টেনায় জড়িয়ে গেছে!
আমি ওটা খুলে দিচ্ছি!
এটা একেবারে জটিল বিশৃঙ্খলা! আমার দ্বারা হবে না!
আমি ওপরে এসে তোমার সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি!
পিসেমশাই আর তার দোস্ত ছাদে উঠেছে! ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই, মই-ই ভরসা, তাই ভরসাটাকে ফর্সা করে দিচ্ছি, হিঃ হিঃ!
আমার সঙ্গে থেকে তোর বুদ্ধি অনেক খোলতাই হয়েছে, ভোঁদা!
শিগগির মই ফিরিয়ে নিয়ে আয়, হতচ্ছাড়া!
হেল্প!
কি রকম হলো বলতো, হাঁদা?
তুই একেবারে ছাদে তুলে মই কেড়ে নিয়েছিস! তোর নিরেট মাথায় এবার একটু বুদ্ধির ঝিলিক দিচ্ছে, ভোঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
টর্চের টর্চার
দারুণ! অন্ধকারে আমার টর্চ দেখতে সাহায্য করে যে, আমি কোথায় যাচ্ছি!
আমাকে দেখতে পাচ্ছিস, ভোঁদা?
মরেছে! এটা হাঁদা, যে!
এটা ঠিকই- তবে তোর টর্চ আমার চোখ ধাঁধিয়েছে-
অ্যাই! ওটা আমাকে দিয়ে দে!
-তাই এটা আমি নিভিয়ে দিলুম, ভোঁদা!
আরে, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
ক্লিক!
এজন্যে তুই দেখতেই পাবি না তোর ওপর কি নেমে আসছে!
ওয়াহ্!
এবার আমি একটা জিনিসের ওপর আলো ফেলি যা সবসময় আমাকে ধাঁধায় ফেলে!
দেখি তোর মাথার ভেতরে সত্যি কিছু পদার্থ আছে কিনা
অ্যাই-কান ছাড়- ছাড় বলছি!
নাঃ! এ ব্যাপারে কোন হদিস পাওয়া গেলো না- শুধু তোর কানটা সাফাই করা দরকার।
উররফ!

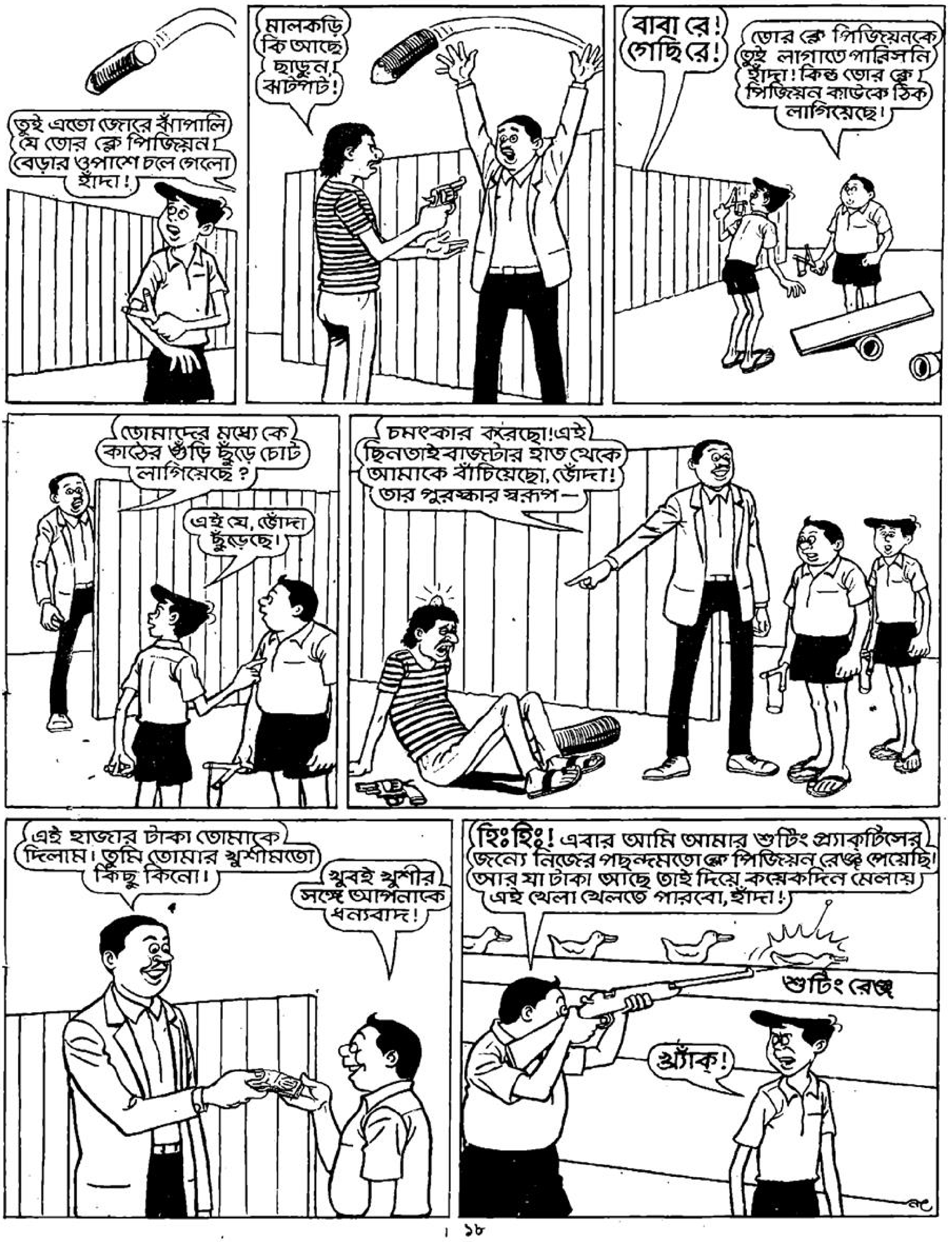


পরে
এবার তোকে পেয়েছি! আর তোর আমার হাত থেকে নিস্কৃতি নেই!
আমার নাগাল পাবি? সটকে পড়ার জন্যে দ্যাখ দড়ি টাঙিয়ে রেখেছি!
ঠিক যে জিনিসটার আমার দরকার!
তোর চেয়ে আমি অনেক বেশী চালাক আর চটপটে, ভোঁদা!
তোকে বলেছিলাম আমি সরে পড়বো! দ্যাখ, কিরকম নিখুঁত ব্যবস্থা!
হিঃ হিঃ! ঐ তেল ওর খেল খতম করে দিয়েছে!
ইঁররররক!
ছপাস!
শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোর দড়ি তোকে সড়সড়িয়ে ফেলে দিলো রে হাঁদু! হাঃ হাঃ!
বাহ্!


গর্‌র্‌! তোর অনেক ধাষ্টামো সহ্য করেছি, আর নয়—এই নে!
গাহ্‌!
টর্চের গুঁতো দিয়ে তুই আমার নাক ঢাক করেছিস, তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি, গুবরে পোকা!
বাস রে ও একেবারে ক্ষেপে গেছে! এবার কেটে পড়ি!
এদিকে ফিরে আয় গোব্দা গোদা কোথাকার!
উফ্‌! প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি—সেখানে আমি নিরাপদ!
এবার ওকে আমি কোণঠাসা করেছি! ও ওই শেডের মধ্যে ঢুকছে!
ভিতরে খুব অন্ধকার হবে, কিন্তু এই টর্চটাই ওকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে!
অ্যাই! এবার তুই যাবি কোথায়?
মরেচে!
গর্‌র্‌! ডেভেলপিং করার সময় কোন হতচ্ছাড়া টর্চের আলো ফেলে আমার ফিল্মটা বরবাদ করে দিলো!
কি-কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—
গর্‌র্‌! শুধুমাত্র তোকে ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর হতচ্ছাড়া!
হিঃ হিঃ! টর্চটা এবারে সঠিক কাজে লেগেছে!



হাঁদা-ভোঁদার
ক্লে পিজিয়ন
না! তুমি আমাদের ক্লে পিজিয়ন শুটিং ক্লাবে যোগ দিতে পারবে না, আমাদের সভ্যরা বন্দুক ব্যবহার করে, গুলতি নয়!
ওফ্স্!
হেঃহেঃ! খেলি তো ঘাড় ধাক্কা! দ্যাখ্! আমি আমার নিজের শুটিং ক্লাব বানিয়ে প্র্যাকটিশ করছি। তুই এই প্লেটটা ঠিক ক্লে পিজিয়নের মতো ওপর দিকে ছুঁড়ে দে, আর আমি ওটাকে ঠিক লাগাবো।
বাঃ, চমৎকার! এবার লক্ষ্য কর!
ওপ্স! আমি ফস্কে প্লেটটার বদলে ফুলের টবটাকে লাগিয়েছি।
মরেচে! তোর বরাতটাই গোলমেলে, ভোঁদা!
ঘপাস!
উফ্!
এগুলি দেখে দারুণ আইডিয়া এসেছে, ভোঁদা! এই দিয়েই ক্লে পিজিয়ন উৎক্ষেপণ করবো।
এবার আমার টার্গেট আমি নিজেই শূন্যে উৎক্ষেপ করছি, ভোঁদা! এই দ্যাখ্।
এঃহে! এটাও ফস্কালো!

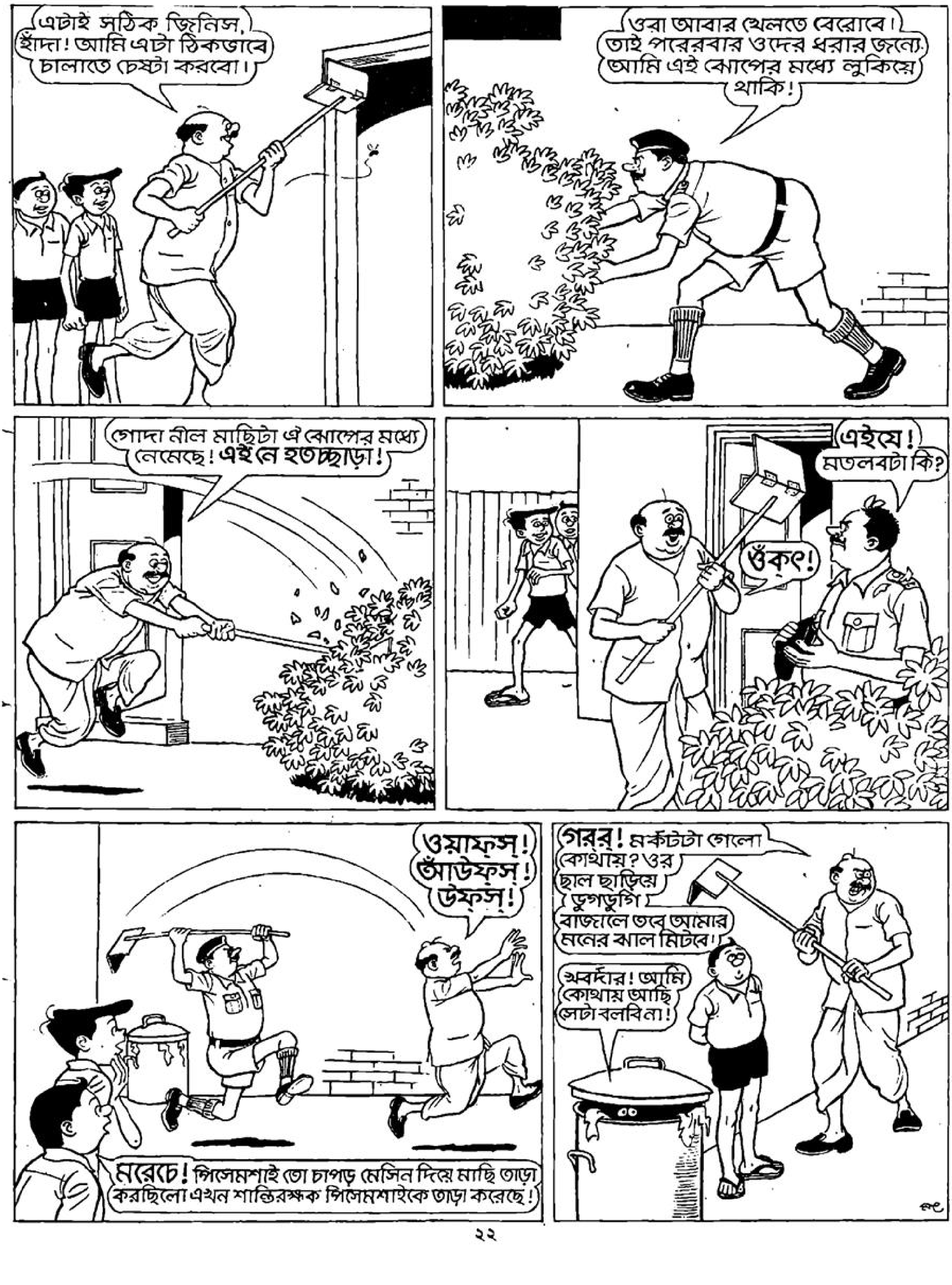


তুই এতো জোরে ঝাঁপালি যে তোর ক্লে পিজিয়ন বেড়ার ওপাশে চলে গেলো হাঁদা!
মালকড়ি কি আছে ছাড়ুন, ঝটপট!
বাবা রে! গেছি রে!
তোর ক্লে পিজিয়নকে তুই লাগাতে পারিসনি হাঁদা! কিন্তু তোর ক্লে পিজিয়ন কাউকে ঠিক লাগিয়েছে।
তোমাদের মধ্যে কে কাঠের গুঁড়ি ছুঁড়ে চোট লাগিয়েছে?
এই যে, ভোঁদা ছুঁড়েছে।
চমৎকার করেছো! এই ছিনতাইবাজটার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো, ভোঁদা! তার পুরস্কার স্বরূপ—
এই হাজার টাকা তোমাকে দিলাম। তুমি তোমার খুশীমতো কিছু কিনো।
খুবই খুশীর সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ!
হিঃ হিঃ! এবার আমি আমার শুটিং প্র্যাকটিসের জন্যে নিজের পছন্দমতো ক্লে পিজিয়ন রেঞ্জ পেয়েছি! আর যা টাকা আছে তাই দিয়ে কয়েকদিন মেলায় এই খেলা খেলতে পারবো, হাঁদা!
শুটিং রেঞ্জ
খ্যাঁক্!


হাঁদা-ভোঁদার
যন্ত্র নির্মাণ
আমার এই জিনিসপত্র রাখার ঘরটা অন্ধকার রাত্রিতে আলোকিত করার জন্যে আমি একটা আলো তৈরি করেছি।
একটু পরেই
মরেছে! যে পেটো মস্তানের সঙ্গে হাঁদা ভিড়েছে এটা তো সেই দল।
আমাদের সঙ্গে আয় ভোঁদা! তোর দোস্ত আমাদের সঙ্গে।
হ্যাঁ! তোর জন্যে আমরা একটা ছোট কাজ রেখেছি।
যন্ত্র
আমরা অনুমান করছি ও পাড়ার গুলে মস্তানের দল আমাদের ক্লাবে হামলা করতে পারে, ভোঁদা। আমরা তাই চাই তুই আমাদের জন্যে কিছু ফাঁদ তৈরি করে দে।
নিষ্কর্মা সমিতি
ইয়ে-ঠিক আছে!
কেউ যদি তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলে, এই কাঠের হাতুড়িটা তার তালুতে আলু গজিয়ে দেবে!
– আর কেউ যদি কাপবোর্ডটা খোলে তাহলে তার নাক জয়ঢাক হয়ে যাবে।
এই যন্ত্রটা এবার ভোঁদার ওপর পরখ করি! হাঃ হাঃ!
ঠকাস!
উররফ!
বাহ! আমাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে আমারই ওপর পরখ! হাঁদাটা কি অকৃতজ্ঞ!
যন্ত্র
আবার কিছুটা পরেই
ইরক! মারকুটে গুলে!
আমাদের সঙ্গে আয় ভোঁদা। যদি তুই জানিস কোনটা তোর পক্ষে ভালো।
যন্ত্র


তোর বন্ধু হাঁদা যে দলে ভিড়েছে সেই পেটো মস্তানের ক্লাবে আমরা হামলা করবো! এর জন্যে একটা সাঁজোয়া গাড়ি বানাতে তুই আমাদের সাহায্য করবি!
পরে
এটা প্রায় মোটামুটি তৈরি!
ঠিক আছে, ভোঁদা! তবে এটা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা প্রমাণের জন্যে তোকে আমাদের সঙ্গে হামলায় যেতে হবে!
কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই না।
ভেতরে ঢুকে এঁটে বসে থাক!
আমরা একেবারে সোজা পেটো মস্তানের আখড়ার দিকে যাচ্ছি, গুলেদা!
সঠিক নিশানা!
ধড়াম্!
ওরে বাবা রে! এটা কি হলো রে!
ইঁয়ুফ্!
এই এটা হজম কর! আঁউরফ্স্!
ঘপাৎ!
ওয়াহ্!
ওউফ!
অ্যাই মরেচে! দুটো গ্যাংই দেখছি পরস্পরকে ল্যাং মেরে বেহুঁশ করে দিয়েছে!
আমাকে তুলে নিয়ে যা, ভোঁদা!
ঠিক আছে, আমি যে সমস্ত কাম করে দিয়েছি তার দাম হিসেবে আমি এই শুকতারার গাদাটা নিয়ে নিচ্ছি!
দুর্দান্ত! রাত্রে এতো শুকতারা পড়ার জন্যে আমার এই নতুন আলো একেবারে সঠিক জিনিস!

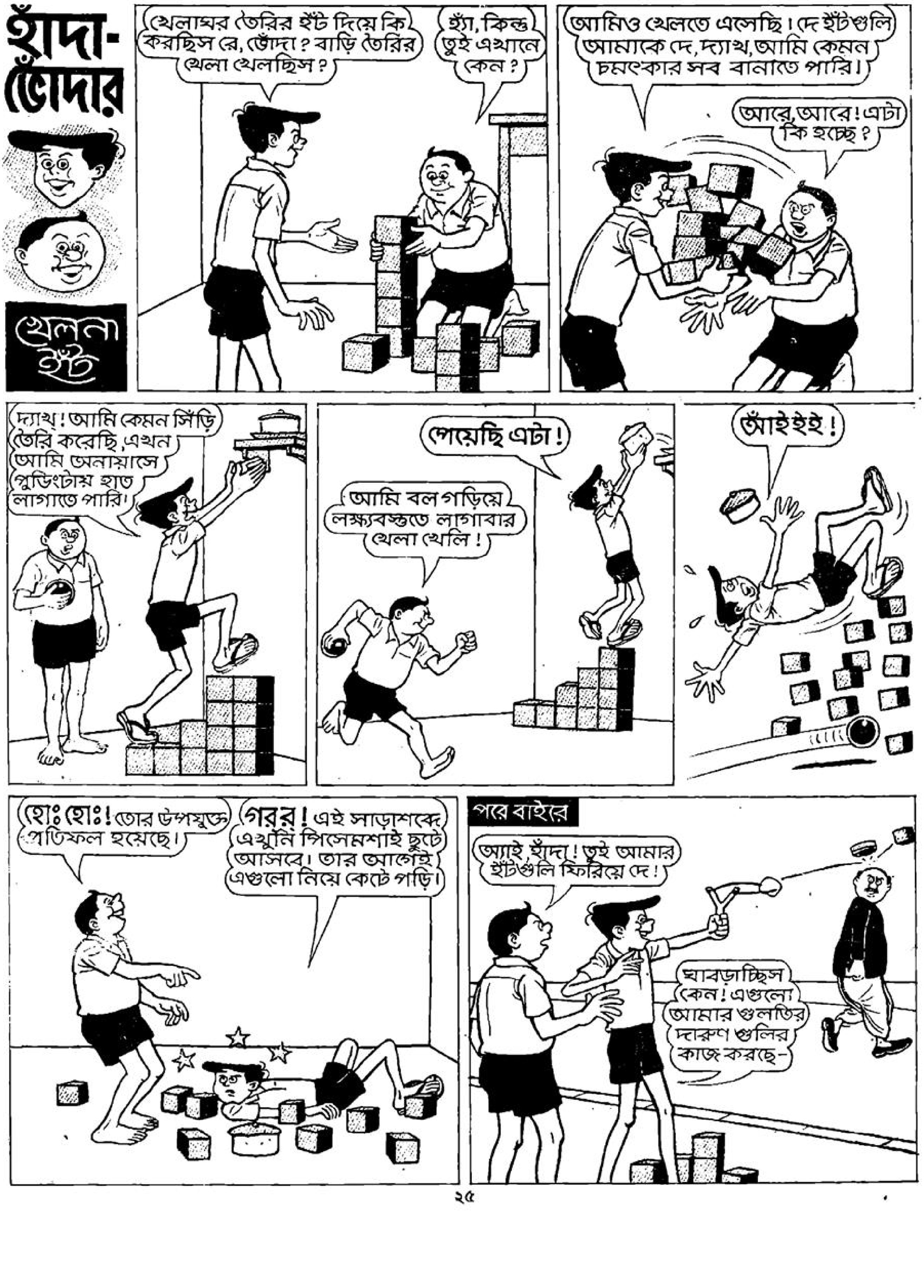

হাঁদা-ভোঁদার
চাপড় মেসিন
হুররাহ্! আমাদের নতুন ফুটবল দিয়ে আমরা চতুর্দিকে দুর্দান্ত কিক নিতে পারবো।
ওফ্!
অ্যাই! রাস্তার ওপর ফুটবল খেলা এখুনি বন্ধ কর।
ওরে হাঁদা! পেছনে শান্তিরক্ষক দাদা। ধরলে অশান্তি করে ছাড়বে, শিগগির পালা!
বাড়িতে ফিরে
অনেকক্ষণ থেকে হতচ্ছাড়া নীল মাছিটা জ্বালাচ্ছে। তাড়াতে পারছি না। একটা উপায় বের করনা।
ঠিক আছে, পিসেমশাই। হতচ্ছাড়াকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।
আমি পিসেমশাইয়ের জন্যে একটা লম্বা হাতলওয়ালা অটোমেটিক চাপড় মেসিন তৈরি করে দিচ্ছি।



এটাই সঠিক জিনিস, হঁাদা! আমি এটা ঠিকভাবে চালাতে চেষ্টা করবো।
ওরা আবার খেলতে বেরোবে। তাই পরেরবার ওদের ধরার জন্যে আমি এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি!
গোদা নীল মাছিটা ঐ ঝোপের মধ্যে নেমেছে! এই নে হতচ্ছাড়া!
এইযে! মতলবটা কি?
ওঁকৎ!
ওয়াফস্! আঁউফস্! উফস্!
মরেচে! পিসেমশাই তো চাপড় মেসিন দিয়ে মাছি তাড়া করছিলো এখন শান্তিরক্ষক পিসেমশাইকে তাড়া করেছে!
গরর্! মর্কটটা গেলো কোথায়? ওর ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজালে তবে আমার মনের ঝাল মিটবে!
খবর্দার! আমি কোথায় আছি সেটা বলবি না!

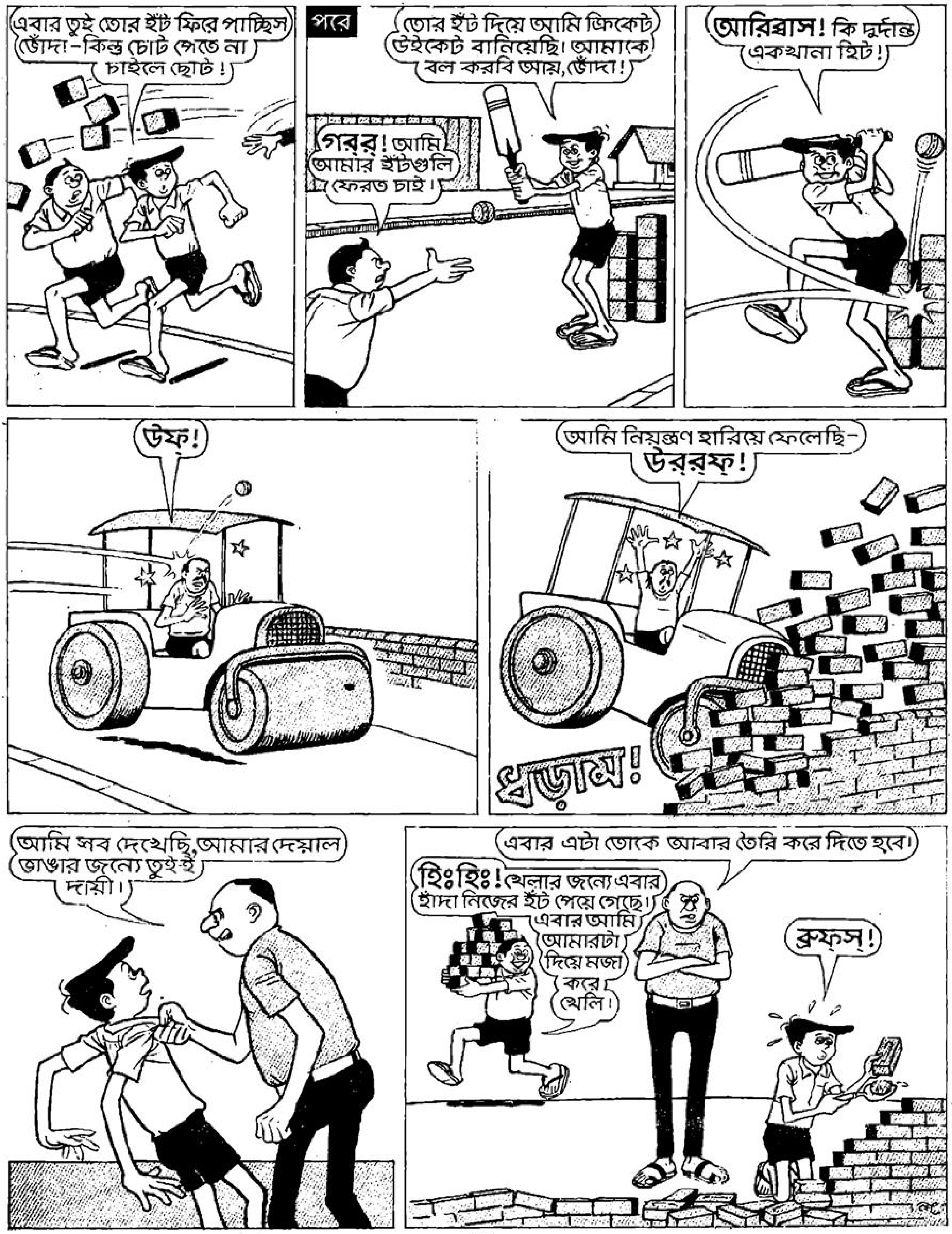

হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট লড়াই
হোঃ হোঃ! এই টিমের বোলাররা কোন কম্মের নয়! আমি ওদের করা বল খুব পিটোচ্ছি!
ওহ্, না! এটা ভোঁদার ৬নং ছক্কা!
লাঞ্চের ঠিক আগে
বাহ্! একমাত্র উদ্বেগের কারণ হলো আমার টিমের অবশিষ্ট ব্যাটসম্যানরা বাজে! এখন মাত্র একজন আসতে বাকি। সে হলো, বচা।
আমার টিমের সঙ্গে তোদের কোন জেতার আশা নেই, ভোঁদা!
লাঞ্চের সময়
দ্যাখ্, বচা, আমাকে সঙ্গ দিতে একমাত্র তুইই আছিস। তাই আমি তোকে বিরামের সময় ব্যাটিংয়ের বিষয়ে কিছু তালিম দিয়ে দেবো।
ঠিক আছে, ভোঁদাদা!
দারুণ হিট্, বচা! তুই নিজেকে এই ভাবে ফিট রাখলে– মরেচে! তুই লেদুবাবুর জানলার শার্শি ভেঙেছিস!
ওরপ্!
ঝনন্!
হতভাগরা এখানে ফিরে আয় বলছি!
শিগগির পালিয়ে চল, বচা! লোকটা আমাদের ওপর ক্ষেপে গেছে!
কিছু সময় পরে
এই বিছানার বাতিল স্প্রিংগুলো আমাকে একটা মতলব দিয়েছে!
সুতরাং-
বেডস্প্রিংগুলো আমি প্র্যাকটিস নেট হিসেবে ব্যবহার করছি! মার, বচা– তুই এবার আর কোন ক্ষতি করতে পারবি না!
হিঃ হিঃ! এটা দারুণ আইডিয়া ভোঁদাদা!
ঠকাস!
হিঁআরফস!
ঠকাস!


কুছপরোয়া নেই, বচা– আমি একটা ভালো প্ল্যান পেয়ে গেছি! চলে আয়!
সেই মতো
তোর মামা পাণ্ডাবাবুর এই গ্যারেজের মধ্যে খেলিস তবে কোন শার্শিও ভাঙবে না আর ফিরতি উড়ো বল তোর মাথা গুঁড়ো করতে আসবে না!
ঠিক আছে, ভোঁদাদা– বল করো!
এটাই সঠিক আইডিয়া, বচা। কিন্তু এটা মারতে তুই ব্যাটের সামনের দিকে দিয়ে মারবি!
আমি চেষ্টা করবো ভোঁদাদা!
ঝনন্!
পরে–
এবার আমাদের ম্যাচে ফিরতে হবে, বচা, এবার এইসব প্র্যাকটিসে তোর ব্যাটিংয়ের খুব উন্নতি হয়েছে!
শিগগিরই বচার মামা ফিরে এলো–
গরর্! আমার গ্যারেজের তাকের জিনিস–চুরমার! দাঁড়াও, শুধু দুষ্কর্মকারীকে ধরার অপেক্ষা!
এ আপনার ভাগ্নে বচার কর্ম পাণ্ডাবাবু! আমি দেখেছি ওকে সঙ্গী ভোঁদার সঙ্গে খেলতে।
ম্যাচ আবার শুরু হলো–
হিঃহিঃ! বচা এরমধ্যেই পঞ্চাশ করে ফেলেছে! আমার ট্রেনিং ফল দিয়েছে। ও উইকেট খোয়াচ্ছেনা!
উফ্! পেরেছি! অবশ্যই বোল্ড হয়ে যাইনি!
এই রেটে কখনই জিততে পারবো না!
ওকে আউট করতে পারবিনা, হাঁদা! কারণ ও যার শার্শি ভেঙেছিলো সে আর ওর মামা পাণ্ডাবাবু ডাণ্ডা হাতে বাউণ্ডারিতে অপেক্ষা করছে! ও আউট হলেই ওকে ধরবে কাজেই–
হিঃহিঃ!
ব্লাহ্!



হাঁদা-ভোঁদার
খেলনা ইঁট
খেলাঘর তৈরির ইঁট দিয়ে কি করছিস রে, ভোঁদা? বাড়ি তৈরির খেলা খেলছিস?
হ্যাঁ, কিন্তু তুই এখানে কেন?
আমিও খেলতে এসেছি। দে ইঁটগুলি আমাকে দে, দ্যাখ, আমি কেমন চমৎকার সব বানাতে পারি।
আরে, আরে! এটা কি হচ্ছে?
দ্যাখ! আমি কেমন সিঁড়ি তৈরি করেছি, এখন আমি অনায়াসে পুডিংটায় হাত লাগাতে পারি।
পেয়েছি এটা!
আমি বল গড়িয়ে লক্ষ্যবস্তুতে লাগাবার খেলা খেলি!
আঁইইহ!
হোঃ হোঃ! তোর উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে।
গরর! এই সাড়াশব্দে এখুনি পিসেমশাই ছুটে আসবে। তার আগেই এগুলো নিয়ে কেটে পড়ি।
পরে বাইরে
অ্যাই হাঁদা! তুই আমার ইঁটগুলি ফিরিয়ে দে!
ঘাবড়াচ্ছিস কেন! এগুলো আমার গুলতির দারুণ গুলির কাজ করছে–


হাঁদা-ভোঁদার
শক্তির খেলা
দ্যাখ, ঝুঁতে! তোদেরে আমি দৈহিক শক্তির চমকপ্রদ খেলা দেখাচ্ছি!
ওরে বাপ! ভোঁদা একটা লোহার রড বেঁকিয়ে ফেললো!
ওঃ! ভোঁদা সত্যি শক্তিশালী!
দেখি আমাদের শক্তিশালী লোকের সুড়সুড়ি আছে কিনা!
হি হি হি! থাম বলছি হাঁদা!
ওফ্‌স্‌!
হাঃ হাঃ! যা ভেবেছি: এই ডাণ্ডাটা লোহার মতো রং করা একটা রবারের পাইপ!
কিছু পরে
আমি আরো দৈহিক শক্তির খেলা দেখাতে পারতাম কিন্তু যন্ত্রপাতি এই ঘরের মধ্যে আর এর দরজাটা এঁটে গেছে!
সরে যা, ভোঁদকা! এক্ষুনি ওটা আমি খুলে দিচ্ছি!
ওফ্‌!
হিঃ হিঃ! কব্জাগুলোর স্ক্রু আমি আগেই খুলে রেখেছিলাম!


এবার তুই তোর ইঁট ফিরে পাচ্ছিস ভোঁদা – কিন্তু চোট পেতে না চাইলে ছোট !
পরে
তোর ইঁট দিয়ে আমি ক্রিকেট উইকেট বানিয়েছি। আমাকে বল করবি আয়, ভোঁদা !
গরর ! আমি আমার ইঁটগুলি ফেরত চাই।
আরিব্বাস ! কি দুর্দান্ত একখানা হিট !
উফ্ !
আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি–
উররফ্ !
ধড়াম !
আমি সব দেখেছি, আমার দেয়াল ভাঙার জন্যে তুই-ই দায়ী।
এবার এটা তোকে আবার তৈরি করে দিতে হবে।
হিঃ হিঃ ! খেলার জন্যে এবার হাঁদা নিজের ইঁট পেয়ে গেছে।
এবার আমি আমারটা দিয়ে মজা করে খেলি।
ক্রুফস্ !

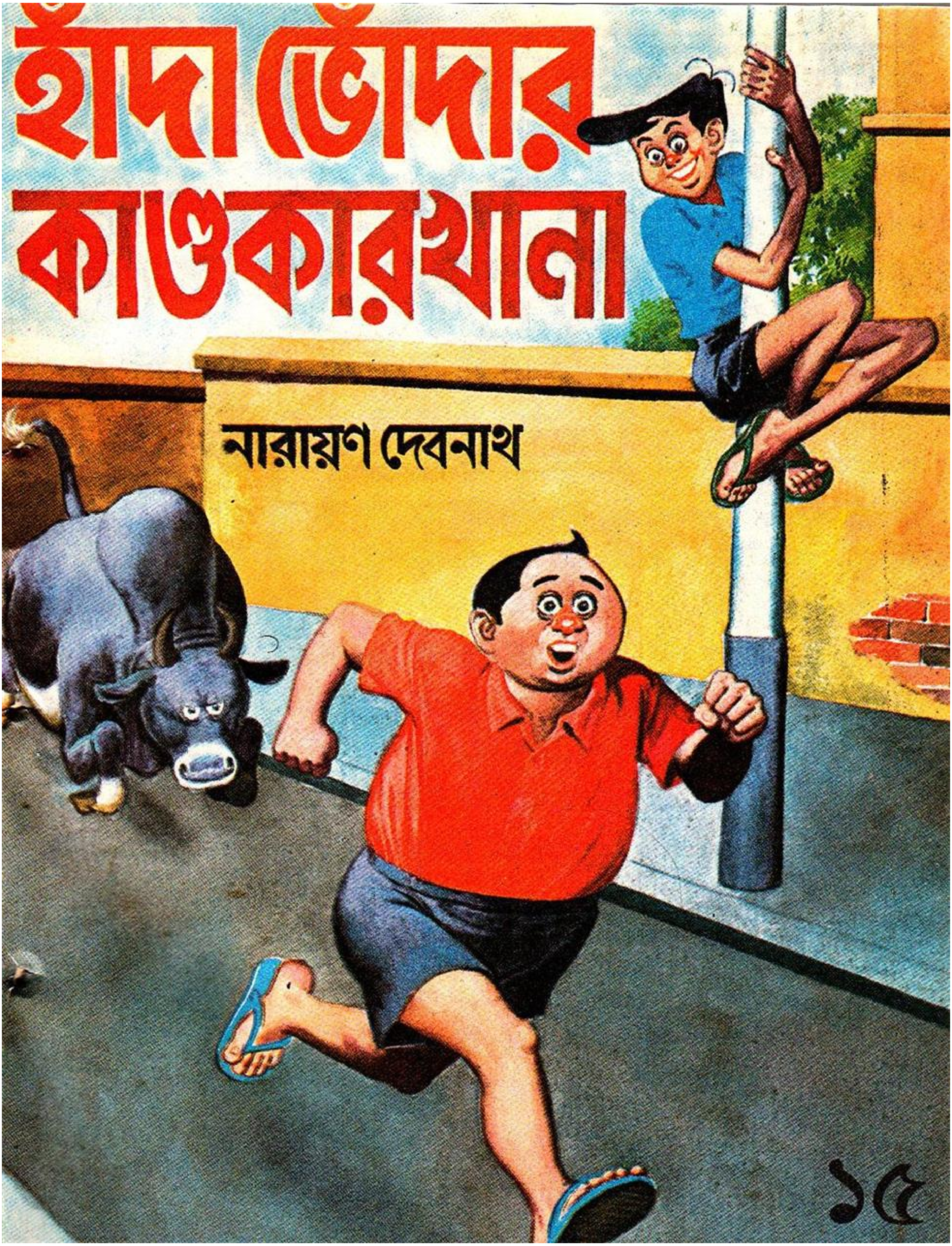


হাঁদা-ভোঁদার
খাদ্যসঞ্চয়
কচর-মচর! সুস্বাদু আপেল দিয়ে আমি লুকিয়ে ফিস্ট করছি। আমি নাকি বেশী মোটা হয়ে যাচ্ছি তাই হাঁদাকে আমার ওপর নজরদারী করতে বলা হয়েছে!
এটা কি হচ্ছিলো, ভোঁদা? ঝোপের আড়ালে বসে গোগ্রাসে খাচ্ছিস? মনে করেছিস কেউ দেখতে পাবে না।
ইরক! নজরদার এসে পড়েছে!
এই নে, হতচ্ছাড়া পেটুক কোথাকার!
ঠকাস!
উরফ্!
মরেচে! হাঁদা ওটা প্রতিবেশী গুল্টুবাবুর গায়ে লাগিয়েছে!
অ্যাই! আমি তোর সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই!
উলকস! উল্টা ফল হয়ে গেলো! এবার ওকে ডজ করে ভাগতে হবে!
কিছু সময় পরে
আঃহা। এই যে এই বইটাতে কাঠবেড়ালি সম্বন্ধে বলেছে যে ওরা শীতকালের জন্যে খাবার সঞ্চয় করে রাখে! এটা আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে!
কাঠবেড়ালি
প্রচুর পরিমাণে খাদ্য রাখার জন্যে আমি একটা কাঠের বাক্স তৈরি করছি।
বাক্সটাকে নানারকম খাবার দিয়ে ভর্তি করেছি! এবার এটাকে সিঁড়ির নীচে কাবার্ডের মধ্যে লুকিয়ে রাখি।


তারপরই
মরেছে!
এই কাবার্ডটা সাফ করে ফেলি। গুল্টুবাবুর হাত থেকে রেহাই পেতে লুকোবার জন্যে এটার প্রয়োজন হতে পারে!
এবার বাগান করার যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে বাক্সটা লুকোই।
আবারও
এবার আমি এখানেও গুল্টুবাবুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে ঠিকঠাক করে রাখি!
শেষ পর্যন্ত
আমার এই সঞ্চয় করা খাদ্য আমি ঠিক কাঠবেড়ালির মতো এই গাছের ওপর লুকিয়ে রাখি!
এদিকে গাছের নীচে
যে, ভদ্রমহোদয়! হয় ঝড়াক করে মালকড়ি কি আছে বার করুন। নয়তো এটা চার ইঞ্চি গলায় ঢুকে যাবে।
উওফ!
ঠকাং!
ওফ!
দারুণ করেছো, ভোঁদা! ডাকুর চাকু আমার গর্দানে বসার আগেই তুমি ওকে কাত করে আমাকে আর আমার টাকা বাঁচিয়েছো!
খেয়ে যাও, ভোঁদা! হাঁদাকে তাড়া করতে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলাম, তুমি বাঁচিয়েছো। যতো পারো খেয়ে যাও।
ফোঁসফোঁসা
উরফস!


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া ফ্যাসাদ
হিঃ হিঃ! পিসেমশাইয়ের বন্ধু কর্নেল সাহেবের মাতব্বরীকে জব্দ করার জন্যে এই ফাঁদ পাতলাম।
হাঁদা!
আগলক্!
হেঃ হেঃ! তোমার বাজখাঁই গলার ডাকে ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে হে, কর্নেল গোবরা!
তুমি যদি সব সময় ওর ওপর একটু নজর রাখো তাহলে দুষ্কর্ম করা থেকে ও দূরে থাকবে।
আমি জানি এটা কি করে করবো। শোনো...
পরে
পঙ্কাটাকে আমি আমার জল পিস্তল দিয়ে ভিজে কাক বানিয়ে দেবো!
হাঁদা-আ!
মরেচে! আবার কর্নেল গোবরার হাঁক আমাকে তাক ভ্রষ্ট করায় পঙ্কার বদলে কুকুরের গায়ে লাগিয়েছি!
বাঁচাও! আমি নিশ্চিত এটা পিসের বন্ধু কর্নেল গোবরাবাবুর গলা। কিন্তু ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না।
যাক! শেষ পর্যন্ত কুকুরটা চলে যাচ্ছে! নিজের জন্যে আমি কিছু কলা কিনবো- দৌড় ঝাঁপ করে বড্ড খিদে পেয়ে গেছে!
খুবই সুস্বাদু কলা! এবার কলার খোসা দিয়ে মজার খেল হবে!

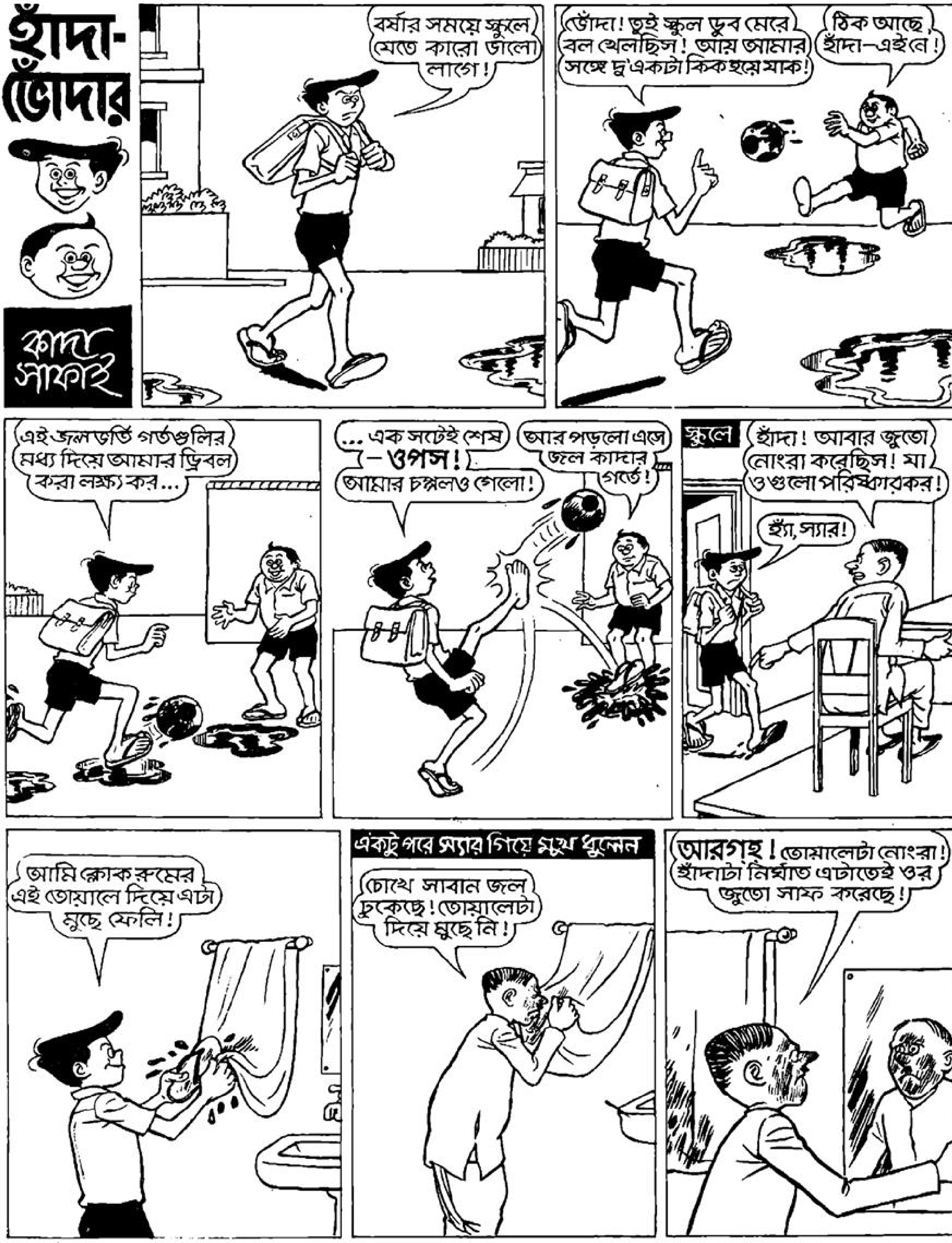

হাঁদা-আ!
ওরফ! আবার কর্নেল গোবরা!
আমাকে ছুটে পালাতে হবে— ইরক! কর্নেল গোবরার ভয়ে পালাতে গিয়ে নিজেরই ফ্যালা কলারখোসায় পা হড়কে আমার থোবড়া ভেঙে গেলো!
হিঃহিঃ! এ আদপেই কর্নেল গোবরা নয়! উনি আমাকে এটা দিয়ে বলেছেন তোকে অনুসরণ করতে!
ভোঁদা! তুইও শেষে দলত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিস।
পরে
দুত্তোর! কর্নেলের দাপটে আজ কোন মজাই করতে পারছি না। এবার এই এক ব্যাগ তুষো কালি দিয়ে দেখি কিছু মজা করা যায় কিনা!
এই যে শুভ্রশীল যাচ্ছে। লক্ষ্য করো একমিনিটেই ওর নামের মানে পাল্টে দিচ্ছি!
হাঁদা-আ
তাহলে দলছুট ভোঁদা চোঙা নিয়ে এখনো আমার পেছনে ঘুরছে!
এই যে! এটা তোর হাঁক ডাক বন্ধ করে দেবে।
হ্যাপ!
আরফ্স্!
গরর! এটা তাহলে তোরই কারসাজি, এ্যাঁ!
অ্যাই মরেচে! এযে কর্নেল গোবরাজ্জী!
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমাকে কালিমালিপ্ত করা! ধরলে তোকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবো!

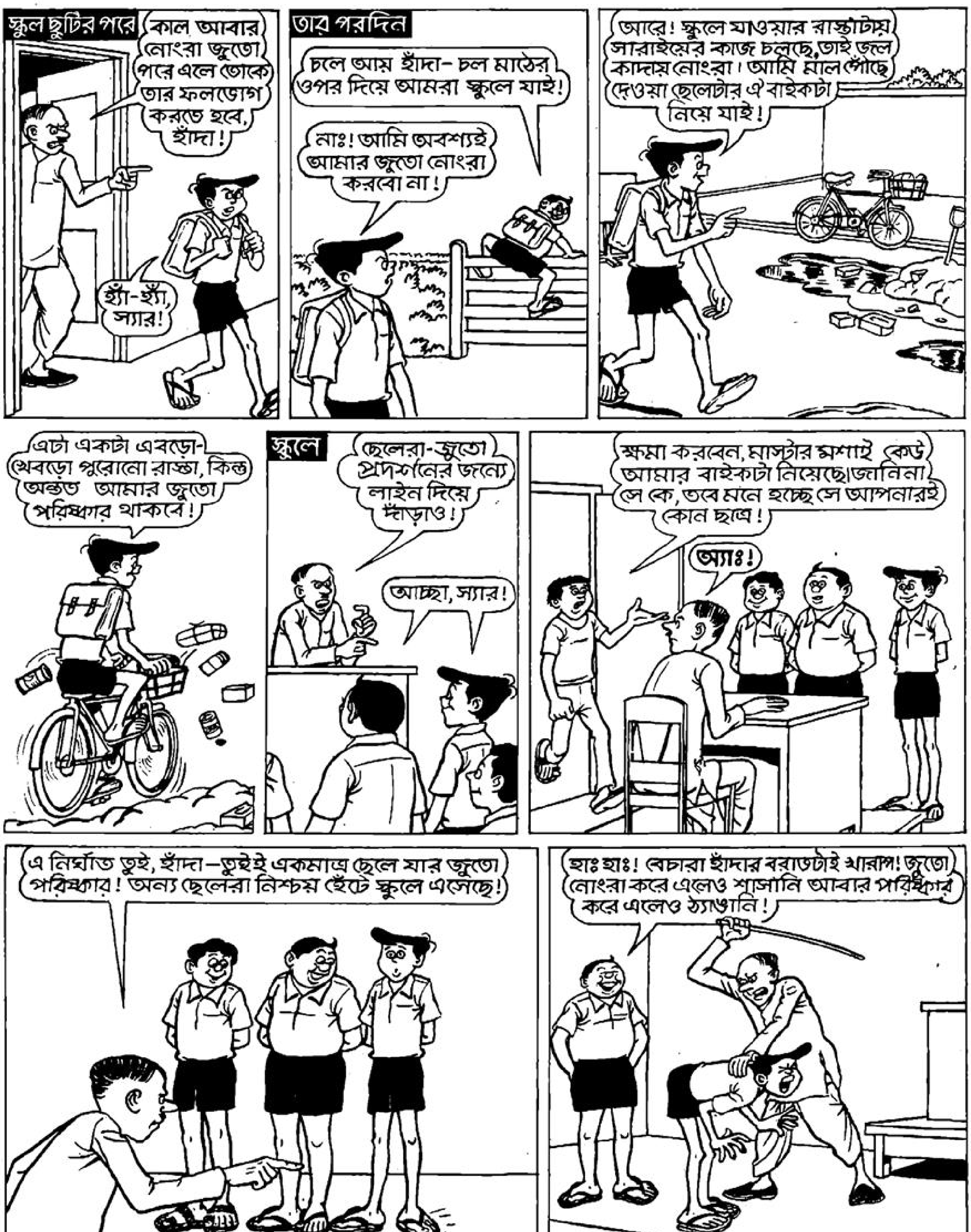

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৫


হাঁদা-ভোঁদার
খানাপিনা
পশ্চিম পাড়া ক্লাবের ব্যায়াম শিক্ষক পকাইদার কাছ থেকে এই চিঠি। উনি আমাকে খাওয়াবেন। আরও বলেছেন একজন বন্ধুকে নিয়ে যেতে। আমি তোকে নিয়ে যাবো, বচা!
দারুণ, ভোঁদাদা!
ওদিকে সরে যা, বচা!
মরেছে! এযে হাঁদা!
ওহ্! ছেড়ে দে, হাঁদা!
আমি হচ্ছি তোর সেরা বন্ধু, তাই তুই আমাকে নিয়ে যাবি- না হলে অবন্ধুর মতো ব্যবহার করবো!
বন্ধুদের গায়ে গায়ে চিটকে থাকা উচিত, ভোঁদা! তাই কাছে থাক!
ওঁয়াফ! এর প্রতিফল তোকে আমি পাইয়ে দেবো, হাঁদা!
রেস্টোর‍্যান্টে
এই যে, ভোঁদা! কে তোমার বন্ধু?
রেস্টোর‍্যান্ট
ইয়ে-এই যে হাঁদা, পকাইদা।
খাবার আসার পর
পিসেমশাই যাচ্ছে নাকি রে, হাঁদা?
আমি দেখতে পাচ্ছি নাতো।
হোঃ হোঃ! এই এটাও দেখতে পাবি না, হাঁদা।
সুড়ুপ্!
ওয়াক!
তোমার সুরুয়ায় কি কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, হাঁদা? আমারটা তো ঠিকই আছে।
ইয়ে - এটাও খুব চমৎকার!
গরর! অভিযোগ না করে এটাকে শেষ করি।



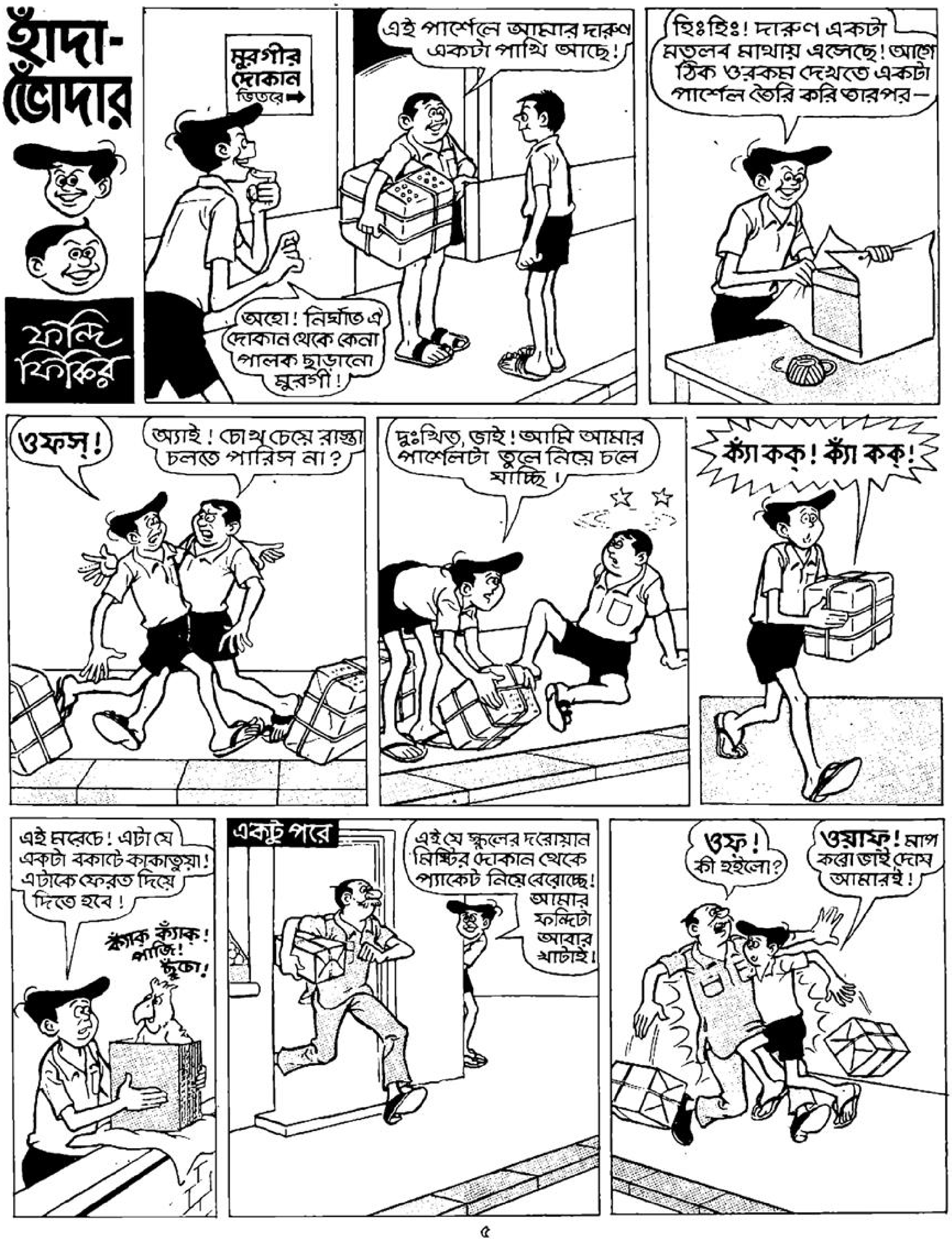
আবার নয়া খাবার দেবার পর
ওঃ! কি সুন্দর একটা গাড়ি যাচ্ছে দ্যাখ্, হাঁদা!
তুই আজগুবি দৃশ্য দেখছিস, ভোঁদা! কিছুই তো নেই ওখানে।
কিছু গোলমরিচের গুঁড়ো খেলেই দেখতে পাবি, হাঁদা।
ইউরফস! আমার মুখ আগুনে জ্বলছে।
ওয়াফ্! ইয়ে—আমি আরো জল খাবো!
তোমার বন্ধু হাঁদার কি হয়েছে বলতো, ভোঁদা?
ওপস! ওহ্ আমি একেবারে বুদ্ধু! আমি কাঁটাটা ফেলে দিয়েছি।
গ্লগ গ্লগ! এই বেশ ভালো।
ঠিক আছে। এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।
এইবার!
হাঁদা উঠে দাঁড়াতেই
ইরক্!
হেল্প! আমি হড়কে গেছি!
এই ভাঙচুরের জন্যে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
আমি কাঁটা তুলতে গিয়ে যে মেঝেতে মাখন লেপে রেখেছিলাম হাঁদা সেটা দেখতে পায় নি!
রেস্টোর‍্যাণ্টে হাঁদা ভাঙচুর করেছে তার জন্যে এই যে ক্ষতিপূরণের বিল।
হোঃ হোঃ! পিসেমশাইয়ের ঘোষণা শুনে বেচারা হাঁদার মুখটা কেমন সাদা হয়ে গেলো!
গরর! পরে কিল মেরে তোর হাড্ডি চূর্ণ করবো বলে এটা নিলুম।


হাঁদা-ভোঁদার
কাদা সাফাই
বর্ষার সময়ে স্কুলে যেতে কারো ভালো লাগে!
ভোঁদা! তুই স্কুল ডুব মেরে বল খেলছিস! আয় আমার সঙ্গে দু'একটা কিক হয়ে যাক!
ঠিক আছে, হাঁদা—এই নে!
এই জল ভর্তি গর্তগুলির মধ্য দিয়ে আমার ড্রিবল করা লক্ষ্য কর...
... এক সটেই শেষ —ওপস! আমার চপ্পলও গেলো!
আর পড়লো এসে জল কাদার গর্তে!
স্কুলে
হাঁদা! আবার জুতো নোংরা করেছিস! যা ওগুলো পরিষ্কার কর!
হ্যাঁ, স্যার!
আমি ক্লোক রুমের এই তোয়ালে দিয়ে এটা মুছে ফেলি!
একটু পরে স্যার গিয়ে মুখ ধুলেন
চোখে সাবান জল ঢুকেছে! তোয়ালেটা দিয়ে মুছে নি!
আরগহ! তোয়ালেটা নোংরা! হাঁদাটা নির্ঘাত এটাতেই ওর জুতো সাফ করেছে!

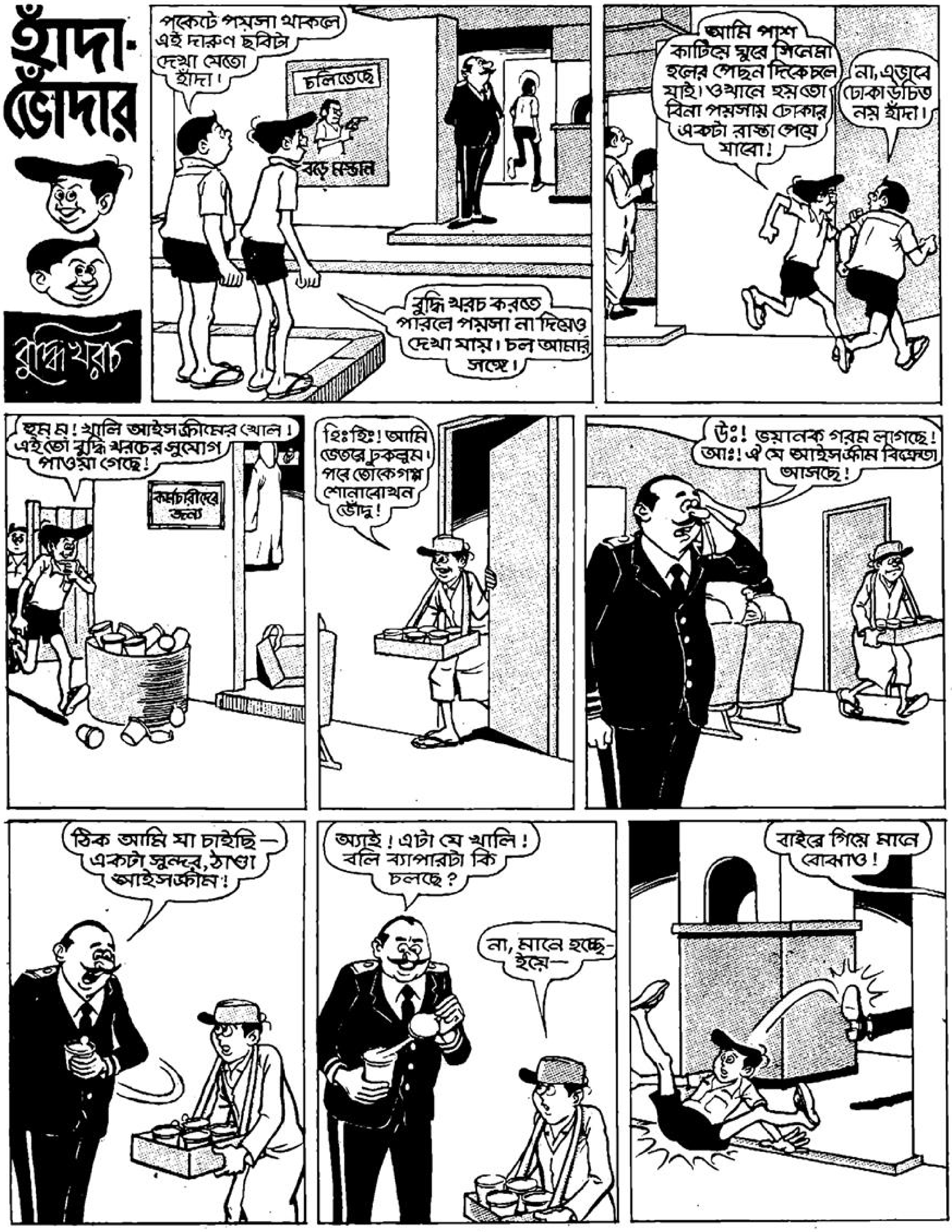


স্কুল ছুটির পরে
কাল আবার নোংরা জুতো পরে এলে তোকে তার ফলভোগ করতে হবে, হাঁদা!
হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্যার!
তার পরদিন
চলে আয় হাঁদা– চল মাঠের ওপর দিয়ে আমরা স্কুলে যাই!
নাঃ! আমি অবশ্যই আমার জুতো নোংরা করবো না!
আরে! স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটায় সারাইয়ের কাজ চলছে, তাই জলে কাদায় নোংরা। আমি মাল পৌঁছে দেওয়া ছেলেটার ঐ বাইকটা নিয়ে যাই!
এটা একটা এবড়ো-খেবড়ো পুরোনো রাস্তা, কিন্তু অন্তত আমার জুতো পরিষ্কার থাকবে!
স্কুলে
ছেলেরা-জুতো প্রদর্শনের জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াও!
আচ্ছা, স্যার!
ক্ষমা করবেন, মাস্টার মশাই কেউ আমার বাইকটা নিয়েছে। জানিনা সে কে, তবে মনে হচ্ছে সে আপনারই কোন ছাত্র!
অ্যাঃ!
এ নির্ঘাত তুই, হাঁদা—তুইই একমাত্র ছেলে যার জুতো পরিষ্কার! অন্য ছেলেরা নিশ্চয় হেঁটে স্কুলে এসেছে!
হাঃ হাঃ! বেচারা হাঁদার বরাতটাই খারাপ! জুতো নোংরা করে এলেও শাসানি আবার পরিষ্কার করে এলেও ঠ্যাঙানি!


খুব যে মামদোবাজী শিখেছিস? দাঁড়া তোর ধুমসো শরীর একটু ধুনে দি।
ধরতেই পারবি না!
মরেছে! এই দরজাটা যে সত্যি এঁটে গেছে!
আচ্ছা ধোলাই দিয়েছি!
ব্যায়াম বিধি
ওফ্! এবার আমি সত্যিকার শক্তিশালী হবো!
এর নির্দেশ অনুযায়ী শরীরচর্চা কর ভোঁদা!
কি ভাবে শুরু করতে হবে তার জন্যে আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া দরকার!
ব্যায়াম বিধি
তুই এক লাইনও পড়ার সুযোগ পাবি না ভোঁদা!
অ্যাই মরেছে! কাগজটা যে উড়ে গিয়ে তাগড়াই এক সাইকেলারোহীর মুখ চাপা দিয়েছে!
আমার মুখে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে ধাক্কা খাওয়ানোর মজা দেখ!
ওয়াফ্!
ইস্! এবারে সত্যিকারের শক্তির খেলা দেখিয়ে তোর নাকটাকে একেবারে ঢাক বানিয়ে দিয়েছে রে হাঁদা, ইস্!
বাহ্!


হাঁদা-ভোঁদার
ফন্দি ফিকির
মুরগীর দোকান ভিতরে ➡
এই পার্শেলে আমার দারুণ একটা পাখি আছে!
অহো! নির্ঘাত এই দোকান থেকে কেনা পালক ছাড়ানো মুরগী!
হিঃ হিঃ! দারুণ একটা মতলব মাথায় এসেছে! আগে ঠিক ওরকম দেখতে একটা পার্শেল তৈরি করি তারপর—
ওফস্!
অ্যাই! চোখ চেয়ে রাস্তা চলতে পারিস না?
দুঃখিত, ভাই! আমি আমার পার্শেলটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি।
ক্যাঁ কক্! ক্যাঁ কক্!
এই মরেছে! এটা যে একটা বকাটে কাকাতুয়া! এটাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে!
ক্যাঁক ক্যাঁক! পাজি! ছুঁচো!
একটু পরে
এই যে স্কুলের দরোয়ান মিষ্টির দোকান থেকে প্যাকেট নিয়ে বেরোচ্ছে! আমার ফন্দিটা আবার খাটাই।
ওফ! কী হইলো?
ওয়াফ! মাপ করো ভাই দোষ আমারই!


দুঃখিত ভাই দারোয়ানজী।
হামার মালুম হোলো কি, কোই লেড়কা নেহী সেরেফ হাড্ডিকা সাথ হামার সংঘর্ষ হুয়া!
দূর দূর! স্কুল দরোয়ানের প্যাকেট টুকরো কাগজে ভর্তি
মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
কোন চিন্তা নেই! এবার মিষ্টির দোকানে থেকে ভোঁদা প্যাকেট নিয়ে আসছে। ওই পেটুকের প্যাকেটে নির্ঘাত খাবার আছে।
অ্যাই হাঁদা! চোখে ছানি পরেছে নাকি রে? দেখে চলিস না?
ইয়ে— ভোঁদা। খুবই দুঃখিত মাইরি!
একি, বরাতটাই দেখছি খারাপ! ভোঁদার প্যাকেট থেকে বেরোলো ফুটবল জার্সি!
ওদিকে
ওরে! এই দেখ আমি কি পেয়েছি— এক প্যাকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র!
অ্যাঁ! কে? দেতো দেখি!
পরীক্ষাস্থলে
এটা একটা বেশ কঠিন পরীক্ষা। হেডমাস্টারমশাই ঠিক করেছেন যেসব ছেলে এই পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের সকলকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে!
ফল প্রকাশের পর
শুধু হাঁদা বাদে— সব্বাই পাশ!
হুররে!
ওঃ!
প্রত্যেকের জন্যে এক বাক্স সন্দেশ! এই নাও ভোঁদা, এটা তোমার!
ইয়ুফ্!


হাঁদা-ভোঁদার
বুদ্ধি খরচ
পকেটে পয়সা থাকলে এই দারুণ ছবিটা দেখা যেতো হাঁদা।
চলিতেছে
বড়ে মস্তান
বুদ্ধি খরচ করতে পারলে পয়সা না দিয়েও দেখা যায়। চল আমার সঙ্গে।
আমি পাশ কাটিয়ে ঘুরে সিনেমা হলের পেছন দিকে চলে যাই। ওখানে হয়তো বিনা পয়সায় ঢোকার একটা রাস্তা পেয়ে যাবো!
না, এভাবে ঢোকা উচিত নয় হাঁদা।
হুম্ম! খালি আইসক্রীমের খোল। এই তো বুদ্ধি খরচের সুযোগ পাওয়া গেছে!
কর্মচারীদের জন্য
হিঃ হিঃ! আমি ভেতরে ঢুকলুম। পরে তোকে গল্প শোনাবো খন ভোঁদু!
উঃ! ভয়ানক গরম লাগছে! আঃ! ঐ যে আইসক্রীম বিক্রেতা আসছে!
ঠিক আমি যা চাইছি — একটা সুন্দর, ঠাণ্ডা আইসক্রীম!
অ্যাই! এটা যে খালি! বলি ব্যাপারটা কি চলছে?
না, মানে হচ্ছে- ইয়ে—
বাইরে গিয়ে মানে বোঝাও!

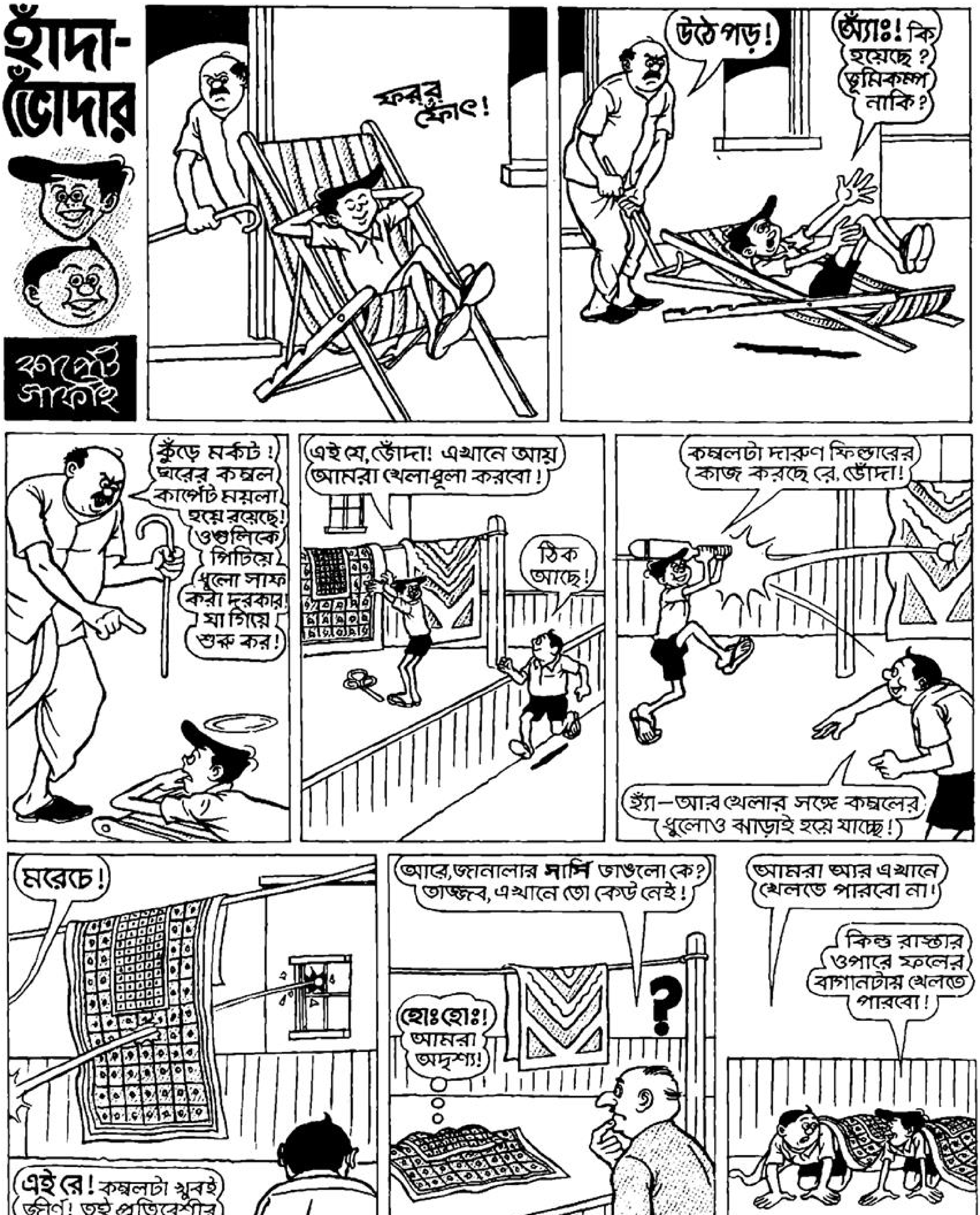

আহ্! এই পুরোণো প্রোগ্রামগুলো আবার বুদ্ধি খরচের সুযোগ দিয়েছে!
প্রোগ্রামস্, প্রোগ্রামস্!
আমি একটা নিলাম খোকা!
একি! এই এসে এক মাসেরও বেশী আগেকার প্রোগ্রামে!
আবার তুই!
ফিরে আয় বলছি, ছুঁচো কোথাকার!
এই ঘরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ি!
প্রোজেকশন ঘর
রিল পাল্টাবার সময় হয়েছে।
উপ্‌স্!
বাপ্‌স্! এই জট ছাড়াতে সারারাত লেগে যাবে!
বাহ্! আমরা কেউই ছবিটা দেখতে পেলুম না!
চলিতেছে
প্রদর্শনী বন্ধ
মনে হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে তুই ভালো করে বসতে পারবি না হাঁদা, তাই পরে তোর বুদ্ধি খরচের গল্প শোনা যাবে কি বলিস?

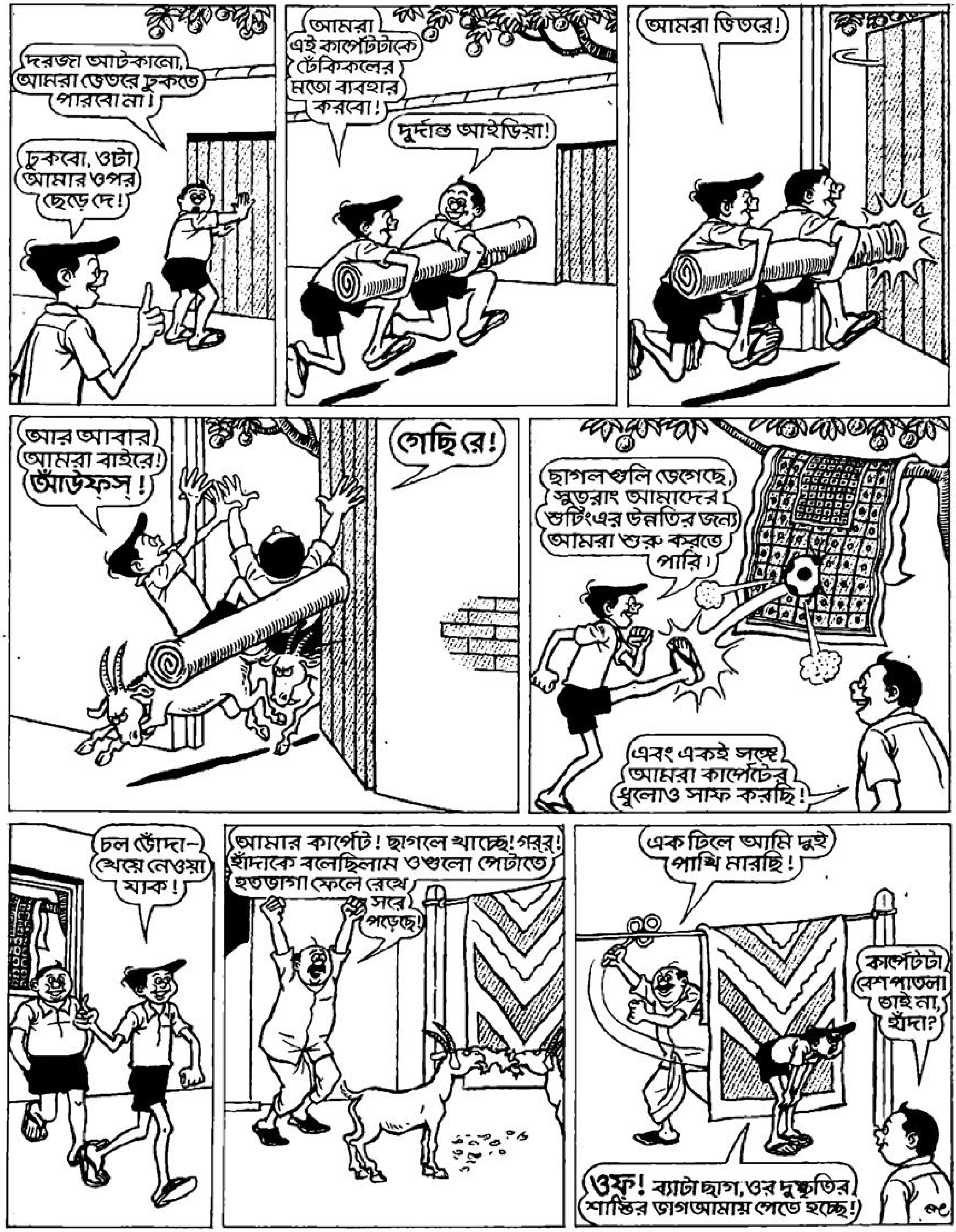


হাঁদা-ভোঁদার
মহাসংকট
গরম মাংসের চপ মাত্র পঞ্চাশ পয়সা!
ইস! তোর কথায় পয়সাগুলো বাজে খরচ না করলে দিব্যি খাওয়া যেতো!
আরে, ঐ সব খাবার পয়সা আমি এখনি সংগ্রহ করতে পারি! তুই এখানে দাঁড়া, আমি এনে দেখিয়ে দিচ্ছি!
চারদিকে শুধু জঞ্জাল আর জঞ্জাল! এসব পরিস্কার করা মনে হয় যেন সীমাহীন কাজ।
পেয়ে গেছি!
চপ খাবার দাম পেলে আমি আপনার এই জঞ্জাল তোলার কাজটা করে দিতে পারি!
রাজী!
দ্যাখ: কতো তুরন্ত পার্ক পরিস্কার করে ফেলি! তারপর চপ কিনে গপাগপ সুরু করে দেবো!
চারদিকে এখানে জঞ্জালের ছড়াছড়ি। এবারে তুলতে তুলতে পার্কের ওপাশে যাই!
এতোক্ষণে ফুলগাছগুলোর তদারক করার সময় পাওয়া গেলো।
বাপ রে!
হতচ্ছাড়া পাজী!


পরে
অন্যমনস্ক হওয়াতেই কাণ্ডটা ঘটলো। যাক, সব সাফ শুধু এই বাতাসে ওড়া ছেঁড়া কাগজটা ছাড়া!
ভোঁদাটা কাছে থাকলে দেখতে পেতো বর্শা ছুঁড়ে লক্ষভেদ করতে আমি কতো ওস্তাদ!
ফুলগাছের কাছে বল নিয়ে খেলা নিষেধ, তাই আমি এটাকে বাজেয়াপ্ত করছি!
ইঁক!
ক্যাকটাস
গেছি রে!
ক্যাকটাস
একি! হাঁদা দেখছি ঊর্দ্ধশ্বাসে এদিকেই ছুটে আসছে!
পার্ক
হতভাগা মর্কট! চপ খেতে তোকে আমি এক পয়সাও তো দেবোই না উল্টে ধরতে পারলে তোকে শিককাবাব বানিয়ে ছাড়বো ছুঁচো কোথাকার!
হাঁদা! তুই যে—
দেখছিস ঘোর সংকটে রয়েছি! এখন কথা বলার টাইম নেই। সারা পার্ক ঘুরেও ওকে থামাতে পারি নি। তুই এমারজেন্সী ব্রেক কসে ওকে থামিয়ে দে

H.b. 15 2A/B


হাঁদা-ভোঁদার
কাফী খাঁ
ফরর ফোঁৎ!
উঠে পড়!
অ্যাঁঃ! কি হয়েছে? ভূমিকম্প নাকি?
কুঁড়ে মর্কট! ঘরের কম্বল কার্পেট ময়লা হয়ে রয়েছে! ওগুলিকে পিটিয়ে ধুলো সাফ করা দরকার! যা গিয়ে শুরু কর!
এই যে, ভোঁদা! এখানে আয় আমরা খেলাধূলা করবো!
ঠিক আছে!
কম্বলটা দারুণ ফিল্ডারের কাজ করছে রে, ভোঁদা!
হ্যাঁ—আর খেলার সঙ্গে কম্বলের ধুলোও ঝাড়াই হয়ে যাচ্ছে!
মরেচে!
এই রে! কম্বলটা খুবই জীর্ণ! তুই প্রতিবেশীর জানালার সার্সি ভেঙেছিস!
আরে, জানালার সার্সি ভাঙলো কে? তাজ্জব, এখানে তো কেউ নেই!
হোঃ হোঃ! আমরা অদৃশ্য!
আমরা আর এখানে খেলতে পারবো না।
কিন্তু রাস্তার ওপারে ফলের বাগানটায় খেলতে পারবো!



দরজা আটকানো, আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো না!
ঢুকবো, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে!
আমরা এই কার্পেটটাকে ঢেঁকিকলের মতো ব্যবহার করবো!
দুর্দান্ত আইডিয়া!
আমরা ভিতরে!
আর আবার আমরা বাইরে! আঁউফস্!
গেছি রে!
ছাগলগুলি ভেগেছে, সুতরাং আমাদের শুটিংএর উন্নতির জন্যে আমরা শুরু করতে পারি।
এবং একই সঙ্গে আমরা কার্পেটের ধুলোও সাফ করছি!
চল ভোঁদা— খেয়ে নেওয়া যাক!
আমার কার্পেট! ছাগলে খাচ্ছে! গর্‌র্! হাঁদাকে বলেছিলাম ওগুলো পেটাতে হতভাগা ফেলে রেখে সরে পড়েছে!
এক ঢিলে আমি দুই পাখি মারছি!
কার্পেটটা বেশ পাতলা তাই না, হাঁদা?
ওফ! ব্যাটা ছাগ, ওর দুষ্কৃতির শাস্তির ভাগ আমায় পেতে হচ্ছে!


হাঁদা-ভোঁদার
পরোপকার
মাঠের ওপর দিয়ে সর্টকাট করি চল ভোঁদা।
ঠিক আছে, তাই চল।
একজন বুড়ো ভদ্রলোক কাঁটাঝোপে আটকে পড়ে আছে। বেচারাকে তুলে দি।
অযথা টাইম নষ্ট। বুড়ো নিজেই উঠবে।
আপনি ঠিক আছেন তো?
হ্যাঁ! মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো কিনা!
বেচারার জামা প্যান্ট ছিঁড়ে একদম ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে! এই কাকতাড়ুয়ার পোষাক ওকে দি।
ওগুলো ছেড়ে এটা পরে নিন।
একটা উটকো বুড়োকে নিয়ে তুই কি যে শুরু করেছিস? দেরি হলে ওদিকে সার্কাসের টিকিট আর পাওয়া যাবে?
বুঝলি হাঁদা! বেচারা বৃদ্ধের বোধহয় খিদে পেয়েছে!
তুই তো বড় জ্বালালি রে ভোঁদা! খিদে পেলে তুই কি করবি?
কয়েকটা শশা ছিঁড়লে কেউ কিছু মনে করবে না।
অ্যাই!
মনে করেছে ভোঁদা। শিগগির পালা!
তোর পাল্লায় পড়ে এখুনি লাঠিপেটা খেতে যাচ্ছিলাম!
পরোপকার করার ঝঞ্ঝাট দেখছি অনেক।
বাঃ! বেশ মিষ্টি শশা তো!
বুড়োর ভালো করতে গিয়ে তুই গুঁড়ো হবি ভোঁদা।


দুধের ডিপোর সামনে
দুঃস্থ বেচারাকে একটু দুধ খাইয়ে নি। গায়ে বল পাবে।
ঠিক আছে। দেখি তোর পরোপকারের দৌড় কতোখানি।
এক মগ দুধ নিয়ে যাই।
কে যেন আসছে রে ভোঁদা!
কৌন হ্যায় রে?
ধের ডিপো
আরে বদমাশ, ভাগ। নেহি তো হামি ডাণ্ডা লাগাবে!
এখানেও লাঠি রে ভোঁদা।
দুধটা খেয়ে নিন। হাঁটাহাঁটি করার শক্তি পাবেন।
চমৎকার দুধ!
মহাশয়ের কি রাত্রে থাকবার কোন জায়গা আছে?
হ্যাঁ, বাছা। এইমাত্র মনে পড়েছে! সামনের বাড়িটা দেখেছো?
চলো ওর ভেতরে যাই।
চল হাঁদা!
মাথা খারাপ! তুমিই যাও, আমি তোমাদের মলম মাখাবার জন্যে বাইরে থাকি।
আধঘণ্টা পেরোবার পর
এখনো তাড়া খেয়ে বেরোচ্ছে না! পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে বেঁধে রাখেনি তো? ভেতরে গিয়ে দেখি তো।
এই যে হাঁদা! এবার সত্যি সত্যি কি বিপদে পড়েছি বল তো? প্লেট শেষ হলেই আবার নতুন প্লেট আসছে।
ও হ্যাঁ, তোর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বটুকেশ্বর বটব্যাল। আজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে কাঁটা ঝোপে পড়ে গিয়ে ওঁর সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো।
হোওওও!


হাঁদা-ভোঁদার
ম্যাজিকের খেলা
এই সপ্তাহে জাদুকর জঙ্গুলাল
এই যে, খোকা! তোমার কি আমার এই পুরোনো আঙরাখাটা পছন্দ? এটা গায়ে পরলে তুমিও ম্যাজিক দেখাতে পারবে!
ধন্যবাদ!
হেঃ হেঃ! ছোকরা ভাবছে ও এখন একজন জাদুকর!
এটা দিয়ে হাঁদাকে তাক লাগিয়ে দেবো!
দ্যাখ, হাঁদা! এবারে যা বলবো তাই ঘটবে!
তুই নাকি! দেখি কিরকম!
ইকিড় মিকিড় চিচিং ফাঁক! বুড়োর কুকুর উবে যাক!
হুররে! কাজ হয়েছে! এটা যে ম্যাজিক আঙরাখা!
আশ্চর্য!
এবার কুকুরটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অন্য মন্ত্র প্রয়োগ করি!
বোঁটকা! তুই কোথায়?
আঃ! এই যে, বোঁটকা! আহা বেচারা! তুই এই নোংরা গর্তে পড়ে গিয়েছিলি!
হিঃ হিঃ! এতে ম্যাজিকের কিছুই নেই দেখছি রে ভোঁদা!
কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না! আমি আবার চেষ্টা করবো!


হাঁদা-ভোঁদার
মস্তানী
ঐ তো হাঁদা আসছে! খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে!
একটা কালির মার্কা দেবার কলম তোর জন্যে ভোঁদা, এই নে!
বাঃ! তোকে ধন্যবাদ হাঁদা!
কিন্তু
ওঃ, এটা তাহলে তোরই কাজ!
অ্যাঁ! আমি তো কিছুই করি নি!
আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবি না! তুই এই কলম দিয়ে ছবিতে ঐ দাগ লাগিয়েছিস। এবার পরিষ্কার করে দে!
ব্যবহার করুন দাগভাগ চামড়ার দাগ পরিষ্কারের ক্রীম
ব্যবহারের পূর্বে
ব্যবহারের পরে
দাগ পরিষ্কার করছিস বুঝি ভোঁদা!
ব্যবহার করুন দাগভাগ চামড়ার দাগ পরিষ্কারের ক্রীম
পরে
এই যে, ভোঁদা! ক্যারাম খেলবি?
নিশ্চয়ই খেলবো।
এই দ্যাখ লাল ঘুঁটি গুটি গুটি পকেটে চলে যাচ্ছে — ইস্! ফস্কে গেলো ঘুঁটি!
লাল এবার আমি ফেলবো।
এবার তোদের নাক দুটোই লাল করে দিচ্ছি!
উফ্!
ওফ্!


মস্তানী করে বেড়াচ্ছিস ? ধরতে পারলে এই বুড়ো হাড়ের ভেল্কি দেখিয়ে দেবো।
তোর দাদু হাঁদুকে ছুটিয়ে দম বার করে দেবে মনে হচ্ছে !
তোর কুকুরটা চিতাবাঘের মতো দাগওয়ালা রে ছলো !
আমি এরকম দাগী কুকুর ভালোবাসি!
আচ্ছা, তাহলে ও দাগওয়ালা জিনিস ভালোবাসে !
রং
তুই যখন দাগ পছন্দ করিস আয় তাহলে তোকেও দাগিয়ে দি !
রং
হেঃ হেঃ ! এবারে তোকে দাগিয়ে দেবার পালা ভোঁদা !
রাগিয়ে দিসনে, হাঁদা ! থাম, না হলে নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবো !
হিঃ হিঃ ! আমাকে লাগাতে পারিস নি!
ইরক্ !
রং
মস্তানী পেয়েছিস? জানিস এটা মন্ত্রীর গাড়ি !
ঘাবড়াস না হাঁদা ! আমার কাছে ভালো সর্বব্যথাহর মলম আছে নিতে পারিস!
ব্লাহ !


হাঁদা-ভোঁদার
স্যাক রেস
থলে দিয়ে কি হবে রে, ভোঁদা?
স্যাক রেস প্র্যাকটিস করবো।
তুই এই রেসে নাম দিবি নাকি, হাঁদা?
কাল যে স্কুল স্পোর্টস হচ্ছে তাতে আমি স্যাক রেসে নাম দিচ্ছি।
আমি স্যাক রেসে নাম দিলুম।
আমি কোনটাতেই নাম দেবো না।
স্কুল স্পোর্টসে যোগ দেওয়ার জন্যে এখানে তোমার নাম লেখো
ডিম আর চামচ রেস
কমলা লেবু রেস
স্যাক রেস
ঠিক আছে, হাঁদা! তুই তাহলে ডিম রেসের জন্যে টাকলুবাবুর কাছ থেকে ডিম নিয়ে আয়!
ইয়ে-ঠিক আছে স্যার!
এই নাও, হাঁদা! আমি পরে তোমাদের টিচারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেবো!

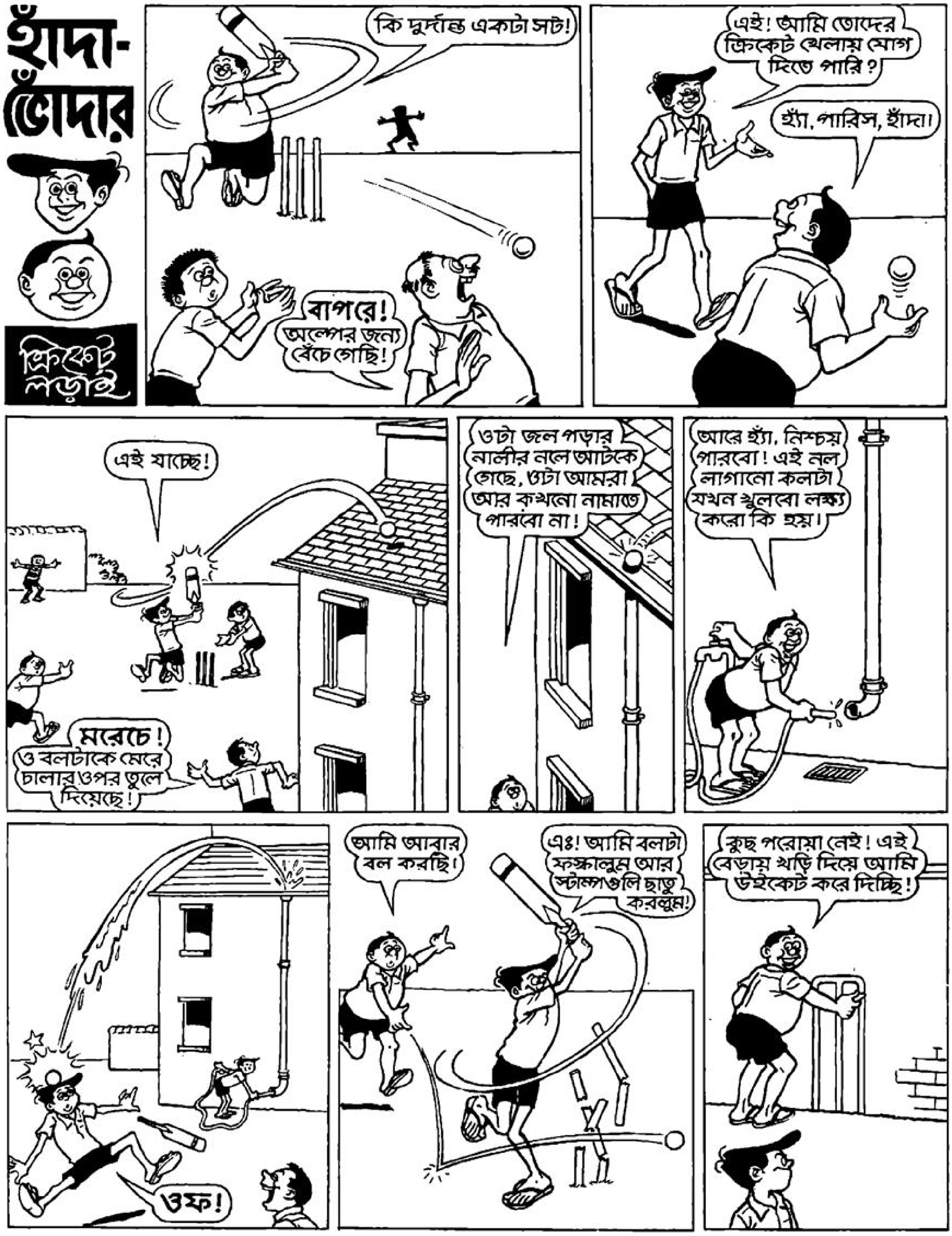

এই ডিমগুলো খুবই ভালো! ডিম আর চামচ রেসে এগুলি বোকার মতো নষ্ট করা উচিত নয়।
অ্যাই! হাঁদা! এতো দেরী কিসের? কি করছিস তুই?
মরেচে! এযে টিচার এসে গেছে!
তুই ডিমগুলো সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলেছিস?
হেল্প! যে কোন ভাবে ওকে এড়াতেই হবে!
এই বস্তাগুলির একটার মধ্যে আমি লুকিয়ে পড়ি!
তোকে ধরেছি, হাঁদা!
মরেচে!
এই নে ডিম রেস পণ্ড করার দণ্ড!
হাঃ হাঃ! তুই তাহলে স্যাক রেসে নেমে পড়লি, হাঁদা! রেস শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তোর তর সইলো না। তবে এই স্পীডে গেলে তুই নিশ্চিত জিতে যাবি!

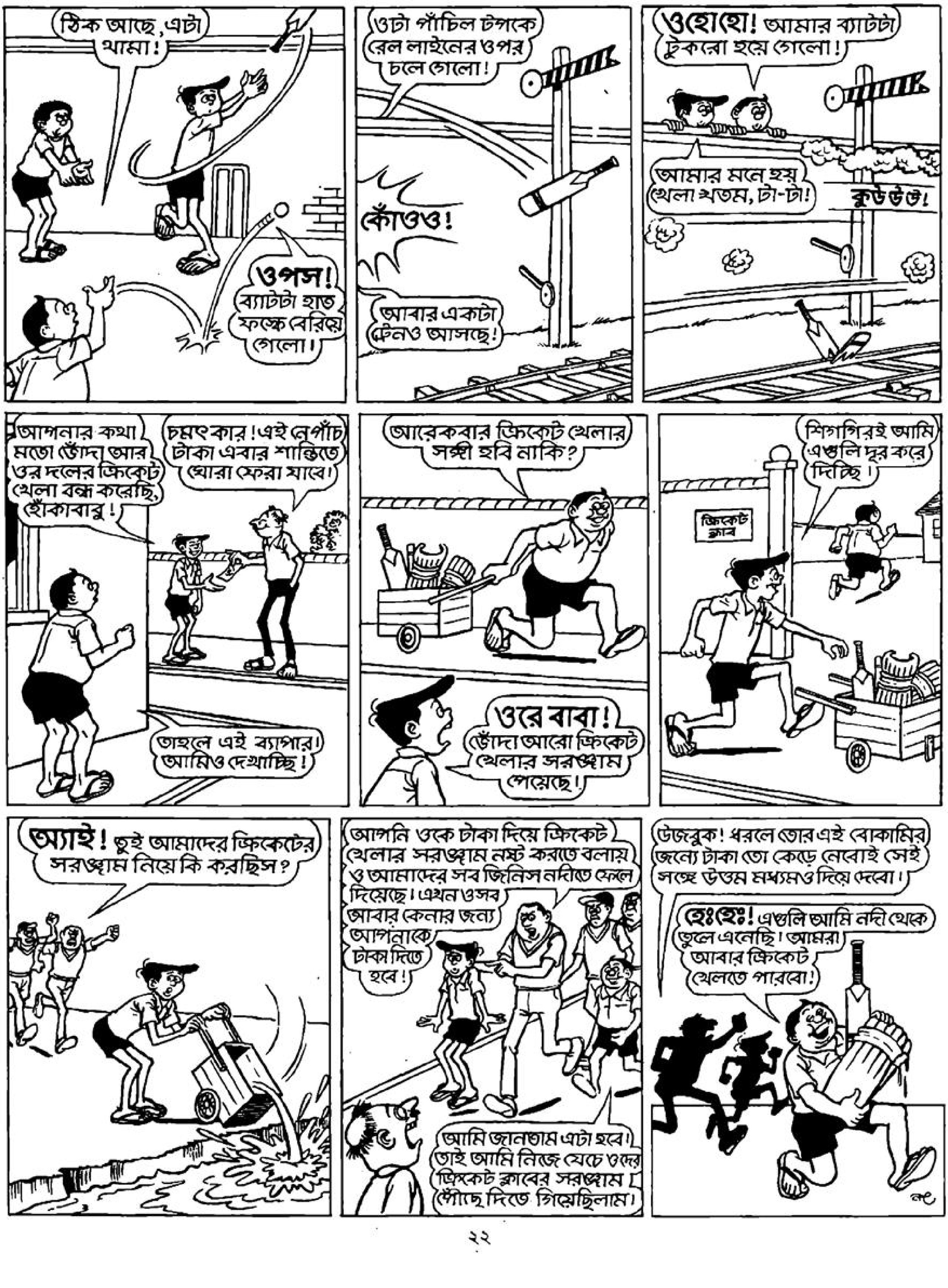


হাঁদা-ভোঁদার
কুসংস্কার
আমি একটা ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি – আমি নিশ্চিত কয়েকটা গোল করবো!
ভোঁদার সহ খেলোয়াড়
ভোঁদা আর আমি দুজনেই বারো গোল স্কোর করেছি! এটাই শেষ ম্যাচ। আমি কি করে ওর স্কোর করা বন্ধ করতে পারি যাতে ও আর সর্বোচ্চ গোল-দাতা হতে না পারে?
এই যে, ভোঁদা! তুই কি ভেবেছিস যে, তুই চেষ্টা করে আজ তোর গোলের সংখ্যা তেরো করবি? আমি বাবা অশুভ তেরো নম্বর করবো না!
বাজে! আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই!
মইয়ের তলা দিয়ে যাবি না– এটা অশুভ!
রাবিশ!
আমি তোকে সতর্ক করেছিলাম!
হেঃ হেঃ! রং করা লোকটার সঙ্গে এটা ব্যবস্থা করেছিলাম!
দ্যাখ! একটা কালো বেড়াল! আয় সৌভাগ্যের জন্যে আমরা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই!
বোকার মতো কথা বলিস না! কুসংস্কার হচ্ছে এক গাদা অর্থহীন কথা!
আঁউফ্!
চমৎকার পুসি!
ঐ কালো বেড়ালটা সৌভাগ্যের প্রতীক ছিলো। তক্তাটা আমাকে লাগে নি।



আমি বাসে করে ফুটবল মাঠে যাচ্ছি!
না! এটা নয়! এটার নম্বর তেরো।
আমি তোকে বলেছি যে আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই।
তুই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে না পারিস, কিন্তু তুই বুদ্ধু— ঐ বাসটা ফুটবল মাঠের রাস্তায় যাবে না!
গরর!
আধঘণ্টা পরে
উফ! আমি পেরেছি! একটা বারো নম্বর বাস আমি পেয়ে গিয়েছিলাম।
খেলা শুরু হলো
এটা স্পষ্ট তোর দুর্ভাগ্যের দিন, ভোঁদা। তোর আজ তেরো গোল স্কোর করা উচিত নয়! এটা নির্ঘাত বিপজ্জনক হবে!
ওটা আমাকে পাস দিয়ে দে! মনে রাখিস আমি কি বলেছি— তেরো নম্বর অপয়া!
ইয়ে-ঠিক আছে! হতে পারে তুই হয়তো ঠিক!
এই যে একটা গোল!
হাঃ হাঃ হাঃ!
খেলা শেষে
এই যে, হাঁদা! আজ আমি তিন গোলের স্কোর করেছি। অপয়া তেরো গোল থেকে সাবধান করার জন্যে তোকে ধন্যবাদ, হাঁদা!
বাহ্! এখন আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে!


হাঁদা-ভোঁদার
ক্রিকেট লড়াই
কি দুর্দান্ত একটা সট!
বাপরে! অল্পের জন্য বেঁচে গেছি!
এই! আমি তোদের ক্রিকেট খেলায় যোগ দিতে পারি?
হ্যাঁ, পারিস, হাঁদা।
এই যাচ্ছে!
মরেচে! ও বলটাকে মেরে চালার ওপর তুলে দিয়েছে!
ওটা জল পড়ার নালীর নলে আটকে গেছে, ওটা আমরা আর কখনো নামাতে পারবো না!
আরে হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো! এই নল লাগানো কলটা যখন খুলবো লক্ষ্য করো কি হয়।
ওফ!
আমি আবার বল করছি।
এঃ! আমি বলটা ফস্কালুম আর স্টাম্পগুলি ছাতু করলুম!
কুছ পরোয়া নেই! এই বেড়ায় খড়ি দিয়ে আমি উইকেট করে দিচ্ছি!


ঠিক আছে, এটা থামা!
ওপস! ব্যাটটা হাত ফস্কে বেরিয়ে গেলো।
ওটা পাঁচিল টপকে রেল লাইনের ওপর চলে গেলো!
কোঁওও!
আবার একটা ট্রেনও আসছে!
ওহোহো! আমার ব্যাটটা টুকরো হয়ে গেলো!
আমার মনে হয় খেলা খতম, টা-টা!
কুউউউ!
আপনার কথা মতো ভোঁদা আর ওর দলের ক্রিকেট খেলা বন্ধ করেছি, হোঁকাবাবু!
চমৎকার! এই নে পাঁচ টাকা এবার শান্তিতে ঘোরা ফেরা যাবে।
তাহলে এই ব্যাপার! আমিও দেখাচ্ছি!
আরেকবার ক্রিকেট খেলার সঙ্গী হবি নাকি?
ওরে বাবা! ভোঁদা আরো ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম পেয়েছে।
শিগগিরই আমি এগুলি দূর করে দিচ্ছি।
ক্রিকেট ক্লাব
অ্যাই! তুই আমাদের ক্রিকেটের সরঞ্জাম নিয়ে কি করছিস?
আপনি ওকে টাকা দিয়ে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম নষ্ট করতে বলায় ও আমাদের সব জিনিস নদীতে ফেলে দিয়েছে। এখন ওসব আবার কেনার জন্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে!
আমি জানতাম এটা হবে! তাই আমি নিজে যেচে ওদের ক্রিকেট ক্লাবের সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম।
উজবুক! ধরলে তোর এই বোকামির জন্যে টাকা তো কেড়ে নেবোই সেই সঙ্গে উত্তম মধ্যমও দিয়ে দেবো।
হেঃহেঃ! এগুলি আমি নদী থেকে তুলে এনেছি। আমরা আবার ক্রিকেট খেলতে পারবো!


হাঁদা-ভোঁদার
দলীয় রেস
হিঃ হিঃ! সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে কেন?
ইরক্! হাঁদার হাতে পিস্তল!
পালাও! আমরা সবাই গুলিবিদ্ধ হবো!
বাঁচাও!
ওটা আমাকে দে, হাঁদা!
ইয়ে, পিসেমশাই, এটা শুধু আপনার স্টার্টার পিস্তল। এটা আমি নিয়েছি দলীয় স্পোর্টসের জন্যে।
তাই যখন দলীয় রেস শুরু হতে যাচ্ছে
আমি আমার খেলনার এই ক্যাপ পিস্তল দিয়েই রেসের স্টার্ট দেবো। এবার যে যার জায়গায় তৈরি হও...
এইরে! আমি ক্যাপ পিস্তলের বদলে জল পিস্তল নিয়ে এসেছি।
ফ্যাচাৎ!
আগহ্!
ওয়াহ্!
যে সময় ছেলেরা গা শুকোচ্ছে আমাকে তখন রেস স্টার্ট করার জন্যে অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। এই তো এই ডাস্টবিনটাই কাজ করবে।
আবার সবাই দৌড়োবার জন্যে তৈরি হলো
যখন এই ডাস্টবিনটা বাজাব তখন ছুটবে..
আমরা রেডি, হাঁদা।
কিন্তু
ঢং!
যাঃ! দড়িটা ছিঁড়ে গেলো!
মরেছে! দ্যাখ্ দ্যাখ্!
ইঁয়াও!
গেছিরে!
ইরক্!



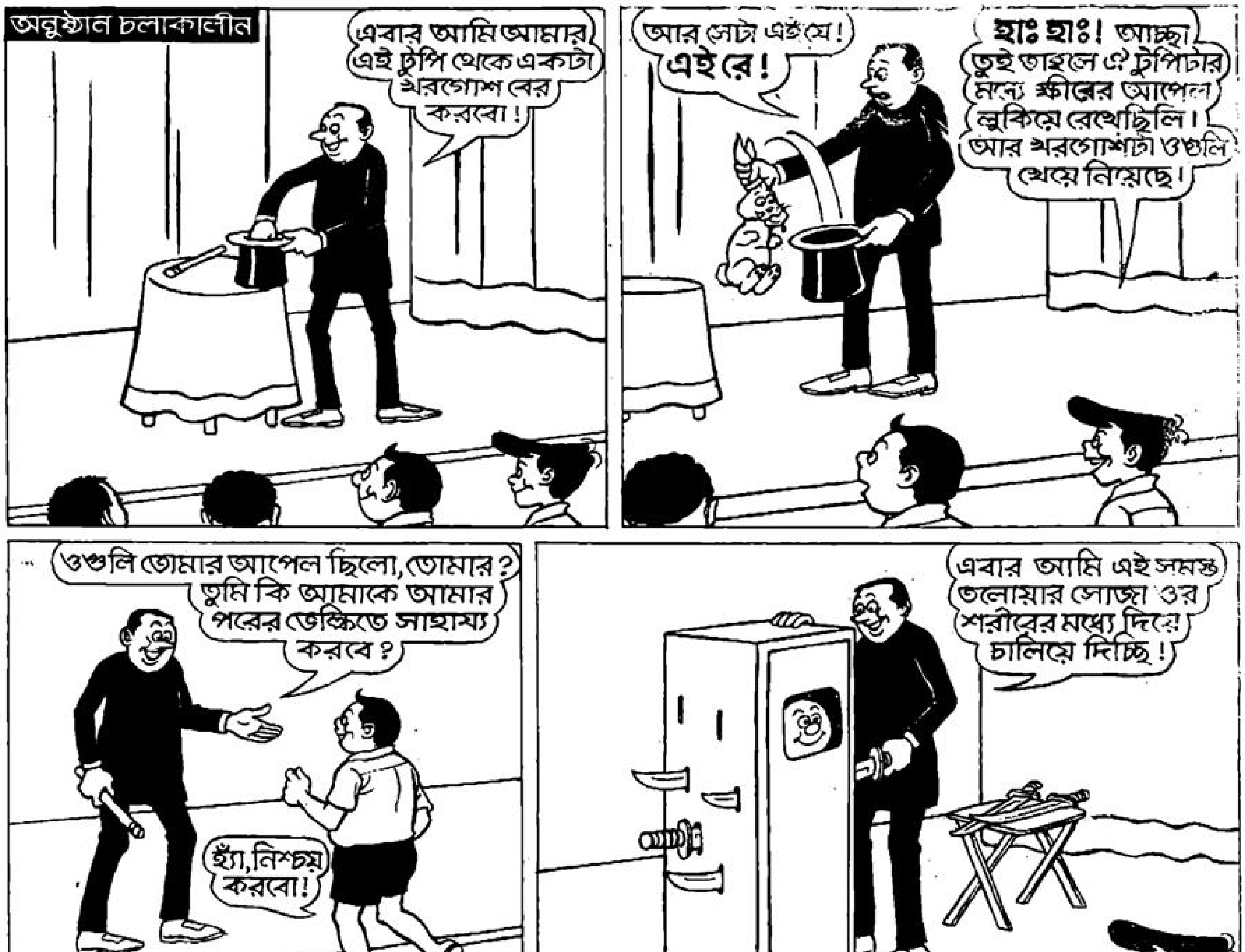
ইয়ে–কুছপরোয়া নেই ছেলেরা। তোমাদের স্টার্ট দেবার একটা অকাট্য রাস্তা আমার জানা আছে।
যে যার চিহ্নে দাঁড়াও। যখন পটকা ফাটবে তখন স্টার্ট নেবে...
বাহ্! আবার সেই সময়ের ব্যাপার!
অ্যাই মরেচে! এগুলো দেখছি লাফানো পটকা, আর ওগুলো লাফিয়ে ট্র্যাকের ওপর চলে গেছে!
ওয়াহু!
ইঁয়াও!
উল্‌ক্!
দুম!
ফটাস!
দুম!
তোকে দিয়ে শুরু হবে না, হাঁদা। তোকে দিয়ে শেষ করবো। একটা দড়ি জোগাড় করে ভোঁদাকে নিয়ে ফিনিশিং লাইনে গিয়ে দাঁড়া।
বাহ্! চল ভোঁদা, দড়ির সন্ধান করি।
এবার অন্য ছেলে রেসের স্টার্ট দিলো
শেষ পর্যন্ত হলো!
আর তারপরেই-
অ্যাই! হামি দেখলম হামার গরুর দড়ি লিয়ে ভাগছিস! জলদি ওয়াপস দে।
জোরে ছোট্, হাঁদা। ধরলে গরুর বদলে তোকেই বেঁধে রাখবে।
বাহ্!
গরর্! হতচ্ছাড়া আমাদের রেস বরবাদ করে দিলো!
এ বদমাস ছোকরা হামার দড়ি লিয়ে তুরন্ত লৌট আও।
আমাকে ফেলে কোথায় গেলি রে, ভোঁদা। হেল্প!
হতভাগা বেঁড়ে ওস্তাদ। তোর জন্যে শুরু করা গেলো না, আর এখন শেষ করাও গেলো না তোর জন্যে!


দেখি যদি তোকে শূন্যে তুলতে পারি, গুবলে! ইড়ি মিড়ি কিড়ি কিড়ি হিঃ হুঃ হা, তুই শূন্যে উঠে যা!
বাঁচাও! আমি শূন্যে ভেসে যাচ্ছি!
আঃহা! মন্ত্র কাজ করেছে— অবশ্য যদিও গুবলের ওপর নয়!
হেঃ হেঃ! তোর ম্যাজিকে যে হয়নি ভোঁদা, তা তো দেখতেই পাচ্ছিস!
তোর আঙ্গরাখাটা আমি নিলুম ভোঁদা!
এবার দেখি ঐ আঙ্গরাখাটা কি ম্যাজিকের খেলা দেখায়!
ইঁক্! এটা ম্যা-ম্যাজিক!
হাঃ হাঃ! এবার কিন্তু আঙ্গরাখাটা সত্যি ম্যাজিক দেখিয়েছে। ওর ভেতর থেকে জ্যান্ত মাছ বেরিয়েছে! একটু পরে মাছটা ভেজে খাবো।
ইঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
ইঁদুর ধরা
ভোঁদা, তোর নোলা বড্ড বেড়েছে! আবার তুই ভাঁড়ার ঘর থেকে চিজ খেয়েছিস!
আমি খাই নি, পিসি! সত্যি বলছি!
খেতে ভালোবাসি বলে সব সময় আমার ঘাড়ে দোষ চাপছে, আরো সাংঘাতিক ঝামেলায় ফেলার আগে আমাকে ইঁদুরটাকে ধরতে হবে।
এক ঘণ্টা পরে
ওয়াহ্!
মরেছে! শব্দে মনে হচ্ছে যেন আমার ফাঁদে হাতি ধরা পড়েছে!
এই রে! হাঁদা আমার ফাঁদে পড়েছে।
ইয়োফ্স্!
কি সব যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস। আমার পাটা একেবারে গেছে!
এটায় ভালো কাজ হলো না। আমাকে অন্য রকম কিছু ভাবতে হবে!
এবারে আমি এই বার সাবানের ওপরে আঠার আস্তর লাগিয়ে দি...
আঠা
...তারপর এটা ভাঁড়ারের আলমারিতে রেখে দি। হতচ্ছাড়া ইঁদুর ভুল করে চিজ ভেবে খেতে গিয়ে সেঁটে যাবে!
পরে
ইঁক!
আহ্! এবারে ব্যাটাকে ধরেছি!

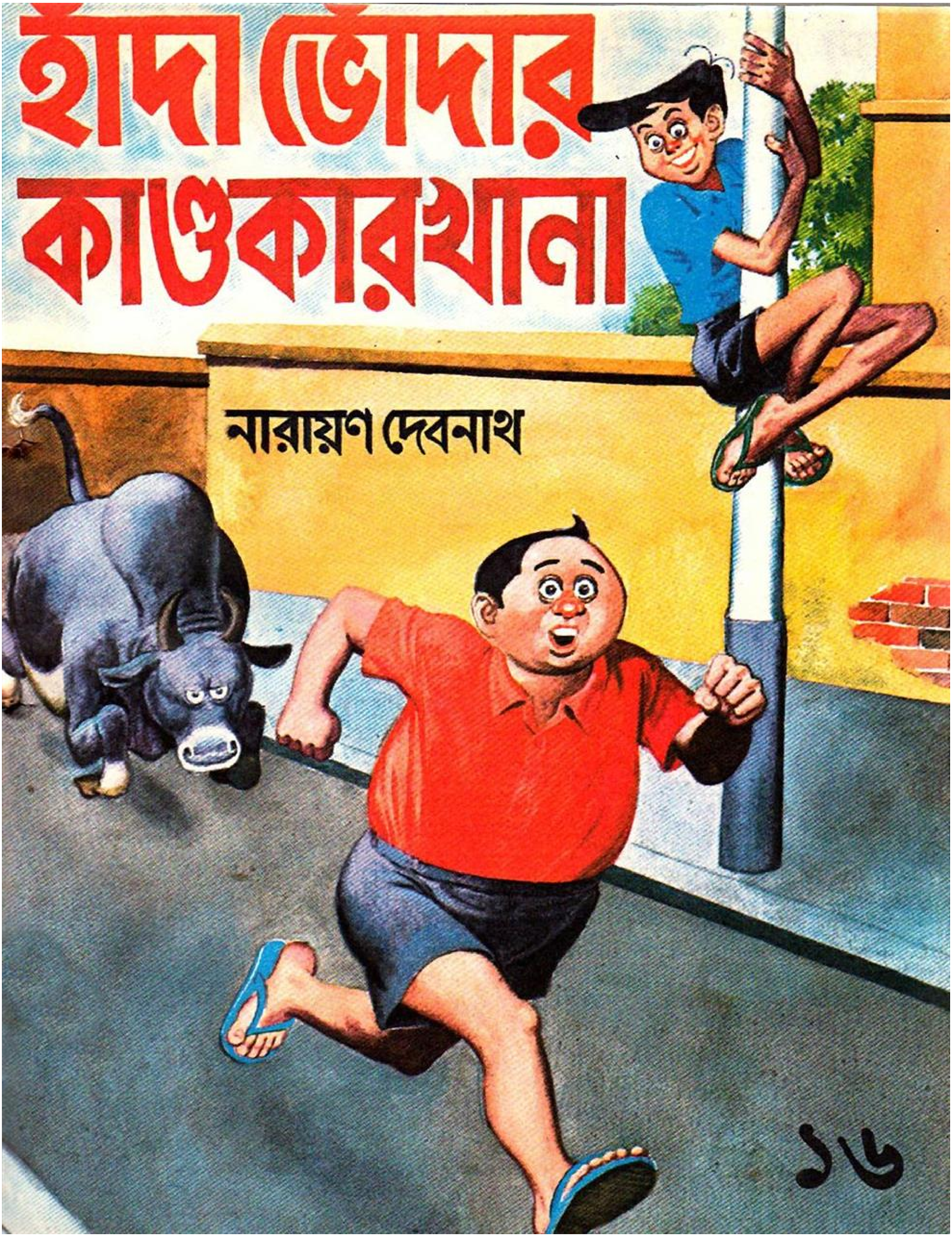

ওরে বাবা! একি! চিজ উধাও!
হুম মম... নির্ঘাত এটা একটা ধেড়ে গোদা ইঁদুর, সব জিনিসটা নিয়ে পালিয়েছে!
ভোঁদা! তোকে দিয়ে আমি আমার একটা কাজ করাতে চাই! এখানে আয়!
পিসেমশাই ডাকছে। যাচ্ছি, পিসেমশাই!
এটা ডেণ্টিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে বল এটাকে ছাড়িয়ে দিতে!
হিঃ হিঃ! আপনিই তাহলে সেই ইঁদুর যে চিজ লোপাট করতো!
পরে
বিস্কুট
আমি এখন পিসেমশাইয়ের কাজ করতে যাচ্ছি— মুচমুচ! আর এখন আমি কিছু বিস্কুট চেখে দেখছি—মুচমুচ!
অ্যাই, ভোঁদা!
মরেচে! পিসি দেখে ফেলেছে!
তুই চিজের মতো বিস্কুটেও হাত লাগিয়েছিস, ভোঁদা!
আমি? মানে তুমি তো সেই ইঁদুরের কথা বলছো! তাই না, পিসেমশাই?
ওহ, ইয়ে...হ্যাঁ!
আয়, ভোঁদা, আমরা বরঞ্চ ঐ ইঁদুরগুলোকে ধরি!
দারুণ মতলব, পিসেমশাই!
হিঃ হিঃ! যখন দরকার ঠিক তখনই পিসেমশাইকে কব্জা করেছি!

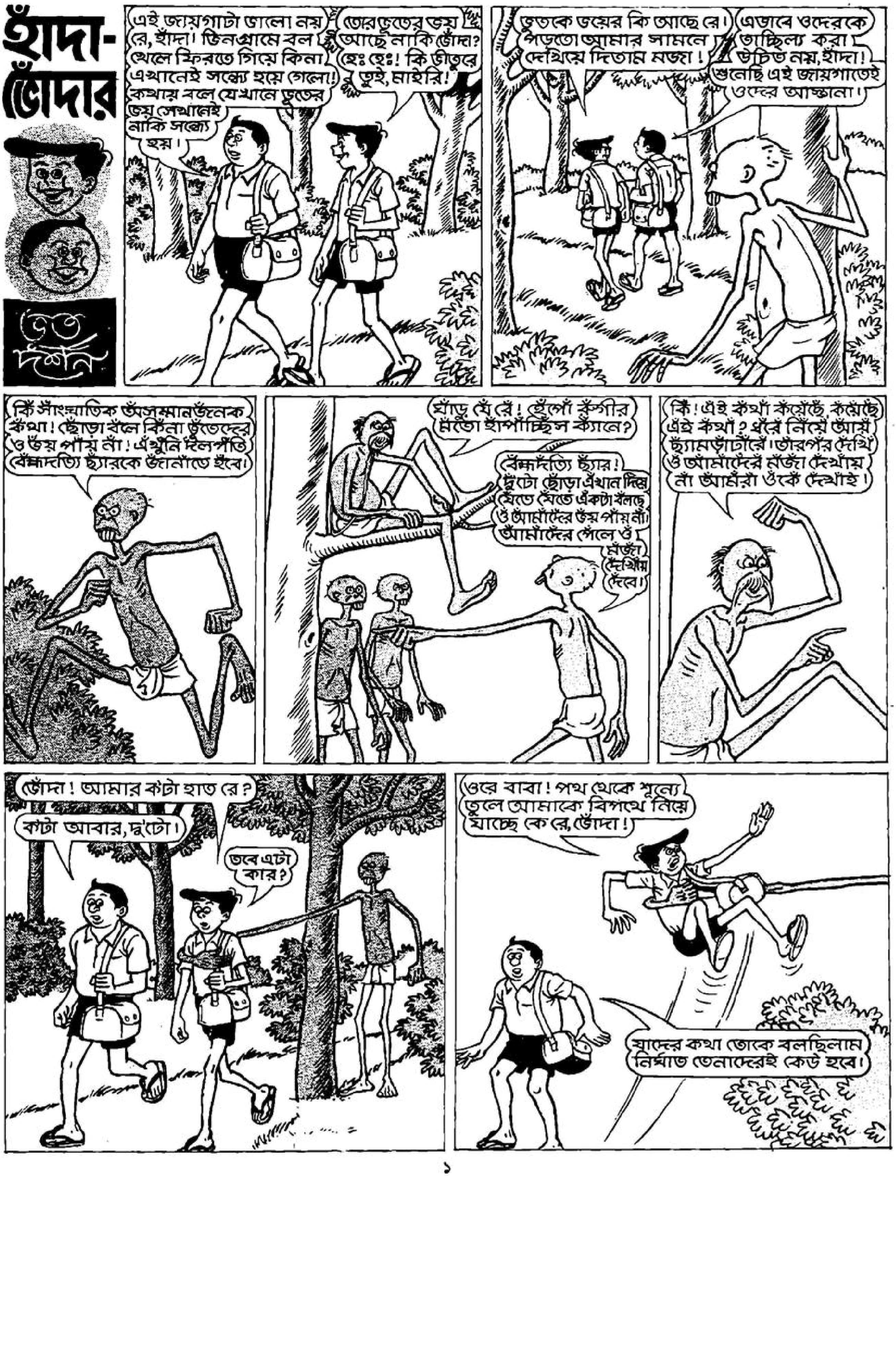

হাঁদা-ভোঁদার
ক্ষীরের আপেল
টাউন হলে জাদু প্রদর্শনী হচ্ছে!
অভিনব জাদু প্রদর্শনী
স্থান-টাউন হল
অভিনব জাদু প্রদর্শনী
স্থান-টাউন হল
এই জাদু প্রদর্শনীটা আমাকে দেখতে হবে।
ভিতরের দোকানে
আমাকে দুটো ক্ষীরের আপেল দিন!
দুটোই আছে, এই নাও।
বাঃ! আমার ঐ ক্ষীরের আপেল দুটো চাই!
মিষ্টান্ন
ছানা ও ক্ষীরের খাবার
দাঁড়া, ভোঁদা! ক্ষীরের আপেল দুটো আমাকে দিয়ে দে।
মরেচে! হাঁদা যে!
স্টেজের পাশের ঘরে
এগুলিকে আমি এই টুপিটার মধ্যে লুকিয়ে রাখি!
ধরেছি তোকে! এবার তোর পকেট তল্লাসি করবো।
আমাকে যেতে দে! জাদু দেখানো শুরু হয়ে যাচ্ছে।


অনুষ্ঠান চলাকালীন
এবার আমি আমার এই টুপি থেকে একটা খরগোশ বের করবো!
আর সেটা এই যে! এই রে!
হাঃ হাঃ! আচ্ছা তুই তাহলে ঐ টুপিটার মধ্যে ক্ষীরের আপেল লুকিয়ে রেখেছিলি। আর খরগোশটা ওগুলি খেয়ে নিয়েছে।
ওগুলি তোমার আপেল ছিলো, তোমার? তুমি কি আমাকে আমার পরের ভেল্কিতে সাহায্য করবে?
হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো!
এবার আমি এই সমস্ত তলোয়ার সোজা ওর শরীরের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি!
অনুষ্ঠান শেষে
ধন্যবাদ! এবার ছোট্ট একটা পুরস্কারের জন্যে আমার সঙ্গে এসো।
চাকুম চুকুম! ক্ষীরের আপেলের মতো চপকাটলেটও আমার খুবই প্রিয়!
খাও, খাও, ভোঁদা! ইচ্ছেমতো খাও!


হাঁদা-ভোঁদার
পদকের লড়াই
দ্যাখো, ভোঁদাদা! আমার ঠাকুর্দা যখন সেনাবাহিনীতে ছিলেন তখন তিনি এই সব পদক পেয়েছিলেন। এক বাক্স ভর্তি!
আঃহা!
এগুলি আমি একবার দেখবো!
মরেচে! হাঁদা!
আরে!
এটা তিনি কিসের জন্যে পেয়েছিলেন? জলদি বল, না হলে ঠ্যাঙানি লাগাবো!
এ-এটা উনি ওর এক বিপদাপন্ন বন্ধুকে উদ্ধার করে এটা পেয়েছিলেন!
আমি আমার সঙ্গীকে উদ্ধারের চেষ্টা করবো!
উফ্!
ওফ্!
খুবই সাহসী পদক্ষেপ, ভোঁদা। দুঃখের ব্যাপারে তুই পারলি না! তবু তোর সাহসের জন্যে তোকে একটা পদক দিয়ে পুরস্কৃত করবো— কিন্তু আমি তোর বুক দেখতে পাচ্ছি না!
— তাই আমি এটা এখানেই সেঁটে দিলাম!
গেছি রে!
ওওওঃ!
অ্যাই! এখানে বেশ কিছু ভাল
পদক রয়েছে রে, বচা!
চলে আয়, বচা। আ
দৌড় লাগিয়ে তোর ব
গিয়ে সব বলে দি...

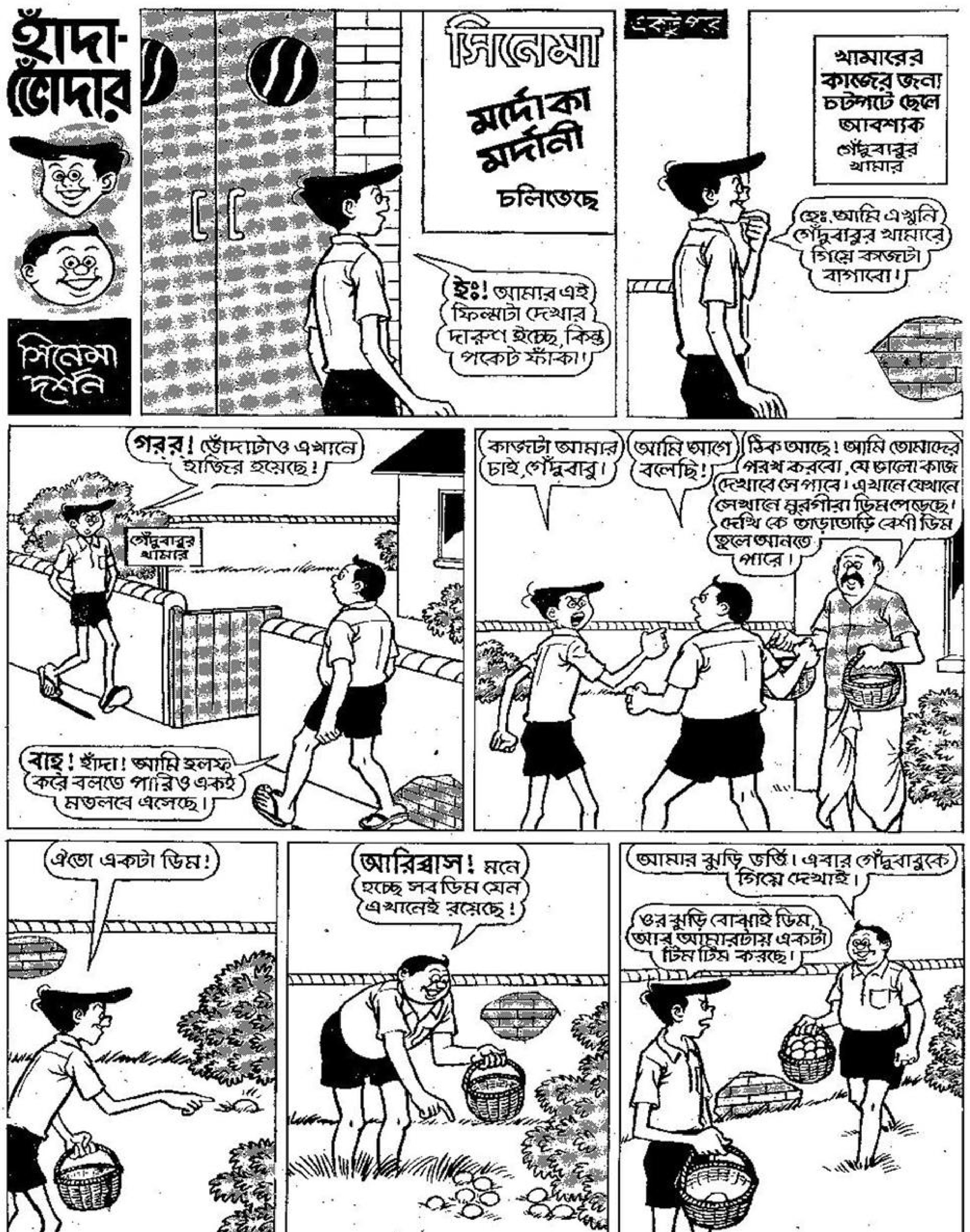

হ্যাঁ! এই দুটোকে আমার ভারী পছন্দ! এদের মাথাগুলি খুবই চোখা!
দৌড় লাগা, বচা! হুঁওফ্!
উর্ফ্!
পদক নিয়ে রসিকতার মজা টের পাবি!
আমি জানি তুই অধিকতর সাহসী হাঁদা। সেই জন্যে আমি তোর জন্যে একটা বিশেষ পদক তৈরি করিয়েছি। সেটা কি আমি তোর বুকে সেঁটে দেবো?
তোর জামায় পদকে সাঁটার সময় সিধে হয়ে দাঁড়া।
আরেঃ! এটা যে নিশানার মতো দেখতে!
ঠিক বলেছিস, হাঁদা! ছেলেরা! কাদা গোলা ছোঁড়া শুরু করে দে!
যাঃ! আমি নিশানায় লাগাতে পারিনি—কিন্তু ওর বদনে লাগিয়েছি!
গরর! তোর সাহস তো কম নয়। তুই এভাবে কাদা মেখে বাড়ি ফিরেছিস!
কি-কিন্তু পিসেমশাই...
হতচ্ছাড়া! পাজি! কোন অজুহাত শুনতে চাই না। আজ খাওয়া বন্ধ।
হাঁদাটার বরাত মন্দ। পদকের লড়াই করতে গিয়ে আজ ভালো ভালো খাওয়া থেকে বঞ্চিত হলো।


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৬

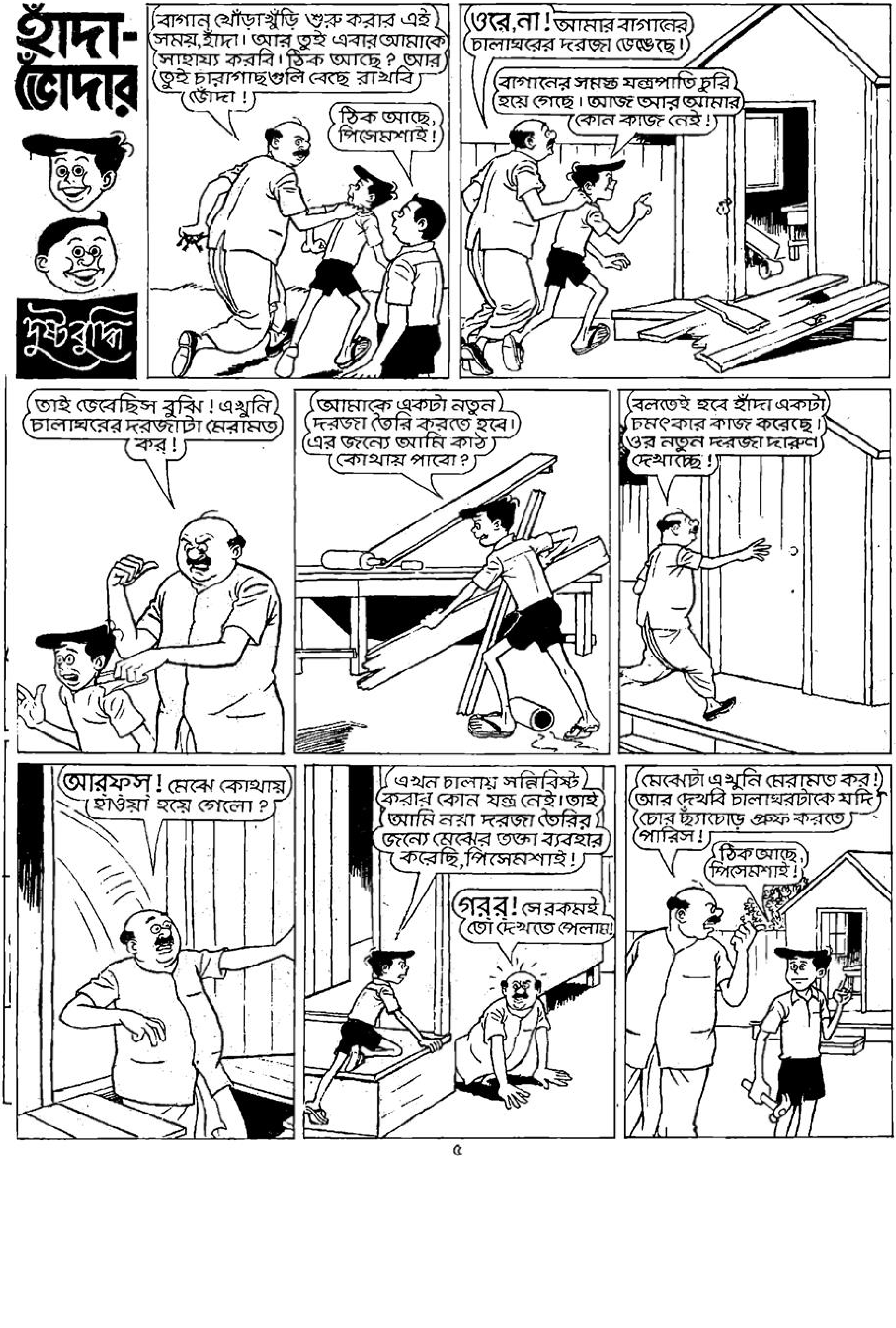

হাঁদা-ভোঁদার
ভূত দর্শন
এই জায়গাটা ভালো নয় রে, হাঁদা। ভিনগ্রামে বল খেলে ফিরতে গিয়ে কিনা এখানেই সন্ধ্যে হয়ে গেলো! কথায় বলে যেখানে ভূতের ভয় সেখানেই নাকি সন্ধ্যে হয়।
তোর ভূতের ভয় আছে নাকি ভোঁদা? হেঃ হেঃ! কি ভীতুরে তুই, মাইরি!
ভূতকে ভয়ের কি আছে রে। পড়তো আমার সামনে দেখিয়ে দিতাম মজা!
এভাবে ওদেরকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়, হাঁদা! শুনেছি এই জায়গাতেই ওদের আস্তানা।
কিঁ সাংঘাতিক অসম্মানজনক কঁথা! ছোঁড়া বঁলে কিঁনা ভূঁতেদের ও ভঁয় পাঁয় নাঁ! এঁখুনি দলপতি ব্রহ্মদত্যি ছ্যারকে জানাঁতে হঁবে।
ঘাঁড় যেঁ রেঁ! হেঁপো রুঁগীর মঁতো হাঁপাঁচ্ছিস ক্যাঁনে?
ব্রঁহ্মদঁত্যি ছ্যাঁর! দুঁটো ছোঁড়া এঁখান দিয়ে যেতে যেতে এঁকটা বঁলছে ও আঁমাঁদের ভঁয় পাঁয় নাঁ। আঁমাঁদের পেঁলে ওঁ মঁজাঁ দেঁখিঁয়ে দেঁবে।
কিঁ! এঁই কঁথা কঁয়েছে, কঁয়েছে এঁই কঁথা? ধঁরেঁ নিঁয়েঁ আঁয় ছ্যাঁমড়াঁটাঁরেঁ। তাঁরপঁর দেঁখিঁ ও আঁমাঁদেঁর মঁজাঁ দেঁখাঁয় নাঁ আঁমঁরা ওঁকেঁ দেঁখাঁই।
ভোঁদা! আমার কাটা হাত রে?
কাটা আবার, দু'টো।
তবে এটা কার?
ওরে বাবা! পথ থেকে শূন্যে তুলে আমাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে কে রে, ভোঁদা!
যাদের কথা তোকে বলছিলাম নির্ঘাত তেনাদেরই কেউ হবে।

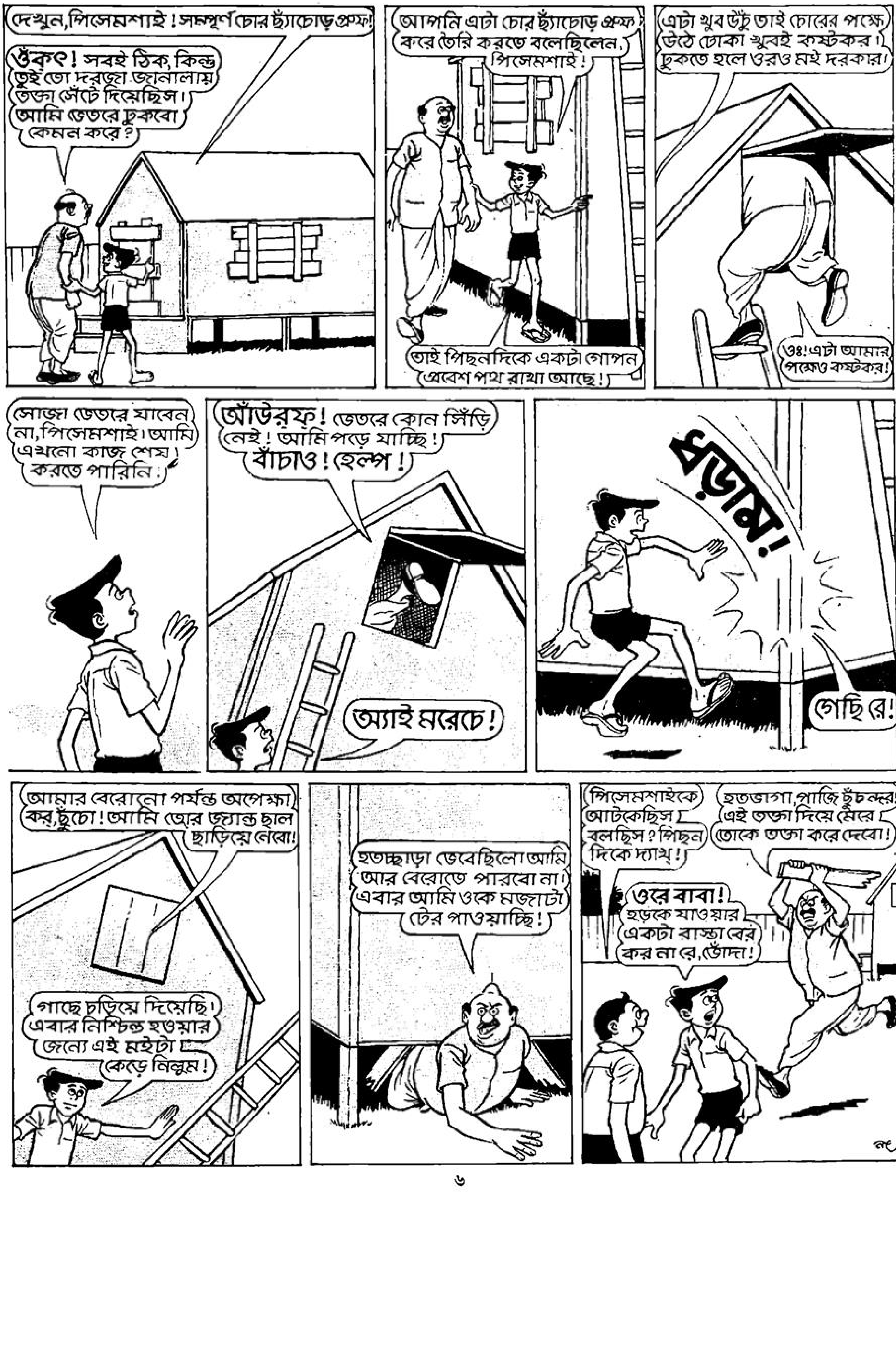

এঁই যেঁ দঁলপঁতি বেঁহ্মদঁত্যি, ছ্যার! এঁই ছোঁকরাঁটাই আঁমাঁদেঁর সঁম্বন্ধেঁ অঁবঁমাঁননাঁকঁর কঁথা কঁয়েঁছে। বঁলেন তোঁ এঁটার ঘাঁড় মঁটকেঁ মুঁণ্ডুটা চিঁবিঁয়ে খেঁয়ে ফেঁলি।
নাঁ, ঘেঁড়োঁ! মুঁণ্ডু চিঁবিঁয়েঁ নঁয় ওঁকেঁ অঁহিংসঁ ভাঁবেঁ আঁমাঁদেঁর মোঁকাঁবিলাঁ কঁরতেঁ হঁবেঁ।
ভোঁকঁড়াঁ! ধঁরে আঁনাঁ এঁই চিঁমড়ে ছ্যাঁমড়াটাঁ আঁমাঁদেঁর মেঁহমাঁন। আঁগেঁ ওঁর সেঁবাঁর বঁন্দোঁবঁস্ত কঁর।
আঁমাঁদেঁর সেঁরাঁ খাঁবাঁর দিঁয়েঁ ওঁকেঁ আঁপ্যাঁয়ঁন কঁর। তাঁরপঁর ওঁর সঁঙ্গেঁ মোঁকাঁবিলাঁ হঁবেঁ।
আঁমাঁদেঁর সেঁরা মেঁনু দিঁয়ে ওঁকেঁ আঁপ্যাঁয়িঁত কঁরছিঁ বেঁহ্মদঁত্যিঁ, ছ্যার! অ্যাঁই শাঁকচুন্নি, মেঁছোঁপেঁত্নি গঁলাকাঁটা, মাঁমেঁদোঁ! তোঁরা আঁড়াঁল থেঁকেঁ খাঁবাঁর বাঁড়িঁয়ে দেঁ। তোঁদেঁর দেঁখলে আঁমাঁদেঁর মেঁহমাঁন ভিঁরমিঁ খেঁয়ে পঁড়বেঁ।
এঁই যেঁ আঁমাঁদেঁর সেঁরা খাঁবার – বাঁদঁরের ঘিঁলু মাঁখানো পোঁকাপঁড়া মুঁণ্ডু, শ্মঁশান থেঁকে তুঁলে আঁনা পুঁড়ে রোঁস্ট হঁওয়াঁ মাঁনুঁষের মাঁংস আঁর পঁচে যাঁওয়াঁ মেঁঠো ইঁদুঁর!
ওয়াক! ওয়াক!
কিঁ! আঁমাঁদেঁর খাঁবাঁর দেঁখেঁ বঁমি! এঁবাঁর তোঁর ঘাঁড় মঁটকেঁ পিঁণ্ডি চঁটকেঁ দোঁবোঁ।
আঁ-আঁ-আঁ
তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস, ভোঁদা! প্রাণে বাঁচতে চাস তো পালা! আমি বরাত জোরে বেঁচে পালিয়ে এসেছি!
খুঁব বেঁচেঁ গেঁলিঁ!
সেকি রে, হাঁদা! তুই তেন্যদের মজা দেখাবার বদলে উল্টে তোকেই মজা দেখিয়ে দিয়েছে মালুম হচ্ছে!
নং


হাঁদা-ভোঁদার
দাদাগিরি
হাঁদার নয়া বডিগার্ড বন্ধু ন্যাংলা আর প্যাংলা আমাদের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে, ভোঁদাদা!
আর আমি বাধা দিয়েছিলুম তাই হাঁদাদা মেরে আমার চোখে কালশিটে ফেলে দিয়েছে, ভোঁদাদা!
ওহ, ওরা এসব করেছে, করেছে এসব? বেশ, আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দে। আমি ওদের থেকে সব বের করে নিচ্ছি!
আরে, ন্যাংলা যে-আমি চ্যাম্পিয়ান হাত হাঁটিয়ে, তোর ক্ষমতায় কুলোবে?
আরে ফুঃ!
তোর চেয়ে আমি ভালোই পারি, এই দ্যাখ্!
তোরা সব কুড়িয়ে নে, আমি ওকে বোকা বানিয়েছি!
কিছু পরে
প্যাংলাটা আমার টাকা নিয়েছে তার কি হবে?
সবটা আমার ওপর ছেড়ে দে।
ঐযে প্যাংলা আসছে!
কে যেন আমার একটা বীভৎস ছবি এঁকেছে! লাথি মেরে আমি এটা ভেঙে ফেলবো!
ওরফস্! আমার পা রেলিংয়ে আটকে গেছে!
এই নে, বাঁকা! তোর কেড়ে নেওয়া টাকা!
দারুণ কৌশল খাটিয়েছো ভোঁদাদা!


হাঁদা-ভোঁদার
সিনেমা দর্শন
সিনেমা
মর্দোকা মর্দানী
চলিতেছে
ইঃ! আমার এই ফিল্মটা দেখার দারুণ ইচ্ছে, কিন্তু পকেট ফাঁকা।
একটু পর
খামারের কাজের জন্য চটপটে ছেলে আবশ্যক
গেঁদুবাবুর খামার
হেঃ, আমি এখুনি গেঁদুবাবুর খামারে গিয়ে কাজটা বাগাবো।
গরর! ভোঁদাটাও এখানে হাজির হয়েছে!
গেঁদুবাবুর খামার
বাহ! হাঁদা! আমি হলফ করে বলতে পারি ও একই মতলবে এসেছে।
কাজটা আমার চাই, গেঁদুবাবু।
আমি আগে বলেছি!
ঠিক আছে! আমি তোমাদের পরখ করবো, যে ভালো কাজ দেখাবে সে পাবে। এখানে যেখানে সেখানে মুরগীরা ডিম পেড়েছে। দেখি কে তাড়াতাড়ি বেশী ডিম তুলে আনতে পারে।
ঐতো একটা ডিম!
আরিব্বাস! মনে হচ্ছে সব ডিম যেন এখানেই রয়েছে!
আমার ঝুড়ি ভর্তি। এবার গেঁদুবাবুকে গিয়ে দেখাই।
ওর ঝুড়ি বোঝাই ডিম, আর আমারটায় একটা টিম টিম করছে।

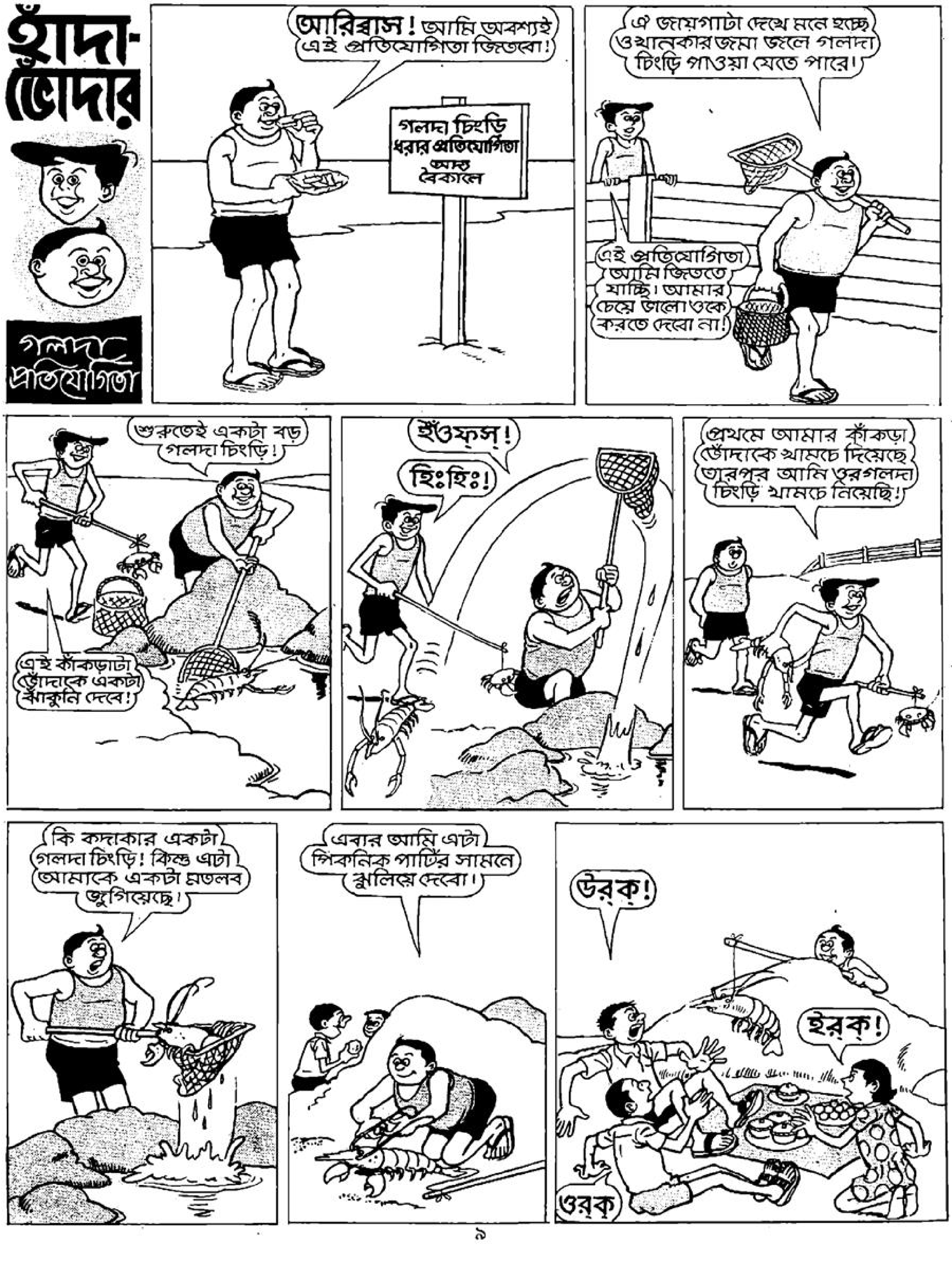

আর হাঁদাদা যে বক্সিং ঝেড়ে আমার চোখে কালশিটে ফেলে দিলো তার কিছু করবে না, ভোঁদাদা?
বলেছি তো আমার ওপর ছেড়ে দে – আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো!
তাড়াতাড়ি করো ভোঁদাদা – হাঁদাদা আসছে!
ঠিক আছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
না, এক মিনিট! আমি এটায় লাথি মারবো না! আমি বাজি রেখে বলতে পারি কোনো পাজি এটার তলায় ইঁট রেখে দিয়েছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
তুলে দেখি তলায় কি মাল আছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
পেয়েছি ওকে! আমি জানি টুপিটায় লাথি মারার মতো এতো বোকা ও হবে না।
ওর সঠিক সাজা হয়েছে! ভিজে যাওয়ার জন্যে পিসেমশাইয়ের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছে!
আবার যখনি তুই ভিজতে চাস, হাঁদা, আমার পিস্তলে জল ভর্তি আছে!


হাঁদা-ভোঁদার
দুষ্টবুদ্ধি
বাগান খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করার এই সময়, হাঁদা। আর তুই এবার আমাকে সাহায্য করবি। ঠিক আছে? আর তুই চারাগাছগুলি বেছে রাখবি ভোঁদা!
ঠিক আছে, পিসেমশাই!
ওরে, না! আমার বাগানের চালাঘরের দরজা ভেঙেছে।
বাগানের সমস্ত যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গেছে। আজ আর আমার কোন কাজ নেই!
তাই ভেবেছিস বুঝি! এখুনি চালাঘরের দরজাটা মেরামত কর!
আমাকে একটা নতুন দরজা তৈরি করতে হবে। এর জন্যে আমি কাঠ কোথায় পাবো?
বলতেই হবে হাঁদা একটা চমৎকার কাজ করেছে। ওর নতুন দরজা দারুণ দেখাচ্ছে!
আরফস! মেঝে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো?
এখন চালায় সন্নিবিষ্ট করার কোন যন্ত্র নেই। তাই আমি নয়া দরজা তৈরির জন্যে মেঝের তক্তা ব্যবহার করেছি, পিসেমশাই!
গরর! সেরকমই তো দেখতে পেলাম!
মেঝেটা এখুনি মেরামত কর! আর দেখবি চালাঘরটাকে যদি চোর ছ্যাঁচোড় প্রুফ করতে পারিস!
ঠিক আছে, পিসেমশাই!


দেখুন, পিসেমশাই! সম্পূর্ণ চোর ছ্যাঁচোড় প্রুফ!
ওঁকৎ! সবই ঠিক, কিন্তু তুই তো দরজা জানালায় তক্তা সেঁটে দিয়েছিস। আমি ভেতরে ঢুকবো কেমন করে?
আপনি এটা চোর ছ্যাঁচোড় প্রুফ করে তৈরি করতে বলেছিলেন, পিসেমশাই!
তাই পিছনদিকে একটা গোপন প্রবেশ পথ রাখা আছে!
এটা খুব উঁচু তাই চোরের পক্ষে উঠে ঢোকা খুবই কষ্টকর। ঢুকতে হলে ওরও মই দরকার।
ওঃ! এটা আমার পক্ষেও কষ্টকর!
সোজা ভেতরে যাবেন না, পিসেমশাই। আমি এখনো কাজ শেষ করতে পারিনি।
আঁউরফ! ভেতরে কোন সিঁড়ি নেই! আমি পড়ে যাচ্ছি! বাঁচাও! হেল্প!
অ্যাই মরেচে!
ধড়াম!
গেছি রে!
আমার বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ছুঁচো! আমি তোর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবো!
গাছে চড়িয়ে দিয়েছি। এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এই মইটা কেড়ে নিলুম!
হতচ্ছাড়া ভেবেছিলো আমি আর বেরোতে পারবো না। এবার আমি ওকে মজাটা টের পাওয়াচ্ছি!
পিসেমশাইকে আটকেছিস বলছিস? পিছন দিকে দ্যাখ্!
হতভাগা, পাজি ছুঁচ মন্দর! এই তক্তা দিয়ে মেরে তোকে তক্তা করে দেবো!
ওরে বাবা! হড়কে যাওয়ার একটা রাস্তা বের কর না রে, ভোঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
ন্যায় যুদ্ধ
এটা তোমার পিসেমশাইয়ের ঘড়ি হাঁদা। যাতে হারিয়ে না ফ্যালো সেজন্যে কব্জিতে বেঁধে নাও।
ঠিক আছে!
এটা একটা সুন্দর ভালো ঘড়ি। আমি এটাকে বিশেষ ভাবে সাবধানে রাখি।
জলদি, হাঁদা, আমাকে সাহায্য কর—ওফ্!
আরেঃ! ভোঁদা ঝামেলায় পড়েছে!
ক্ষতি হবার থেকে ঘড়িটাকে বাঁচাতে আমি আমার ঘড়ি বাঁধা হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলি।
চলে আয়, হাঁদা! সাহস থাকলে বন্ধুকে এসে বাঁচা।
আঁউফ্!
অ্যাই! একেকজন করে! আমার এখন মাত্র একটা হাত!
হাঃ হাঃ! হাঁদাটাকে কিলিয়ে কাদা করে দিয়েছি।
তোর কি হয়েছে বলতো, হাঁদা? বুড়ো খোকাদের একটা টোকা পর্যন্ত দিলি না। তুই কি ভয় পেয়েছিস?
আমার কি দুর্ভাগ্য! ও আমাকে একটা কাপুরুষ ভাবলো!
এইযে আপনার ঘড়ি, পিসেমশাই। এটা আমাকে ন্যায় যুদ্ধে ভোঁদাকে সাহায্য করা থেকে বিরত রেখেছে। আর তাই ও আমাকে কাপুরুষ ভেবেছে।
হোঃ হোঃ! তুই যা করেছিস সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, হাঁদা—এটা শকপ্রুফ ঘড়ি তাই টক করে খারাপ হবার নয়। তুই গিয়ে ভোঁদাকে এটা বুঝিয়ে বল।


যাবার আগে আবার ঘড়িটা পরে যা যাতে ও আর তোকে অবিশ্বাস না করতে পারে। ঠিক পাঁচটায় তোরা এখানে ফিরে আসবি!
ঠিক আছে, পিসেমশাই।
ঐ দ্যাখ্ কে আসছে—ভীতুর ডিম কাপুরুষ হাঁদাটা! আয় ওর গায়ের ধুলোটা আরো ভালো করে ঝেড়ে দিই।
সেবারে ওরা কিছু পায়নি, এবার ওরা সেটা পাবে।
সাবাশ, হাঁদা!
দমাস!
গদাম!
তখন একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়লো না—এখন একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়লো, মাইরি!
দারুণ খেল দ্যাখালি, হাঁদা!
এর আগে আমি কিছু করতে পারিনি কারণ পিসেমশাইয়ের এই ঘড়িটার জন্যে—অ্যাই মরেচে!
?
এই যে, পিসেমশাই! আপনি মনে করুন আপনি বলেছিলেন আপনার ঘড়িটা শকপ্রুফ?
বেশ, এটাই সেই ঘড়িটা তো!—টেবিলের দিকে ভালো করে দেখুন!
অ্যাঁক্‌ফ!



হাঁদা-ভোঁদার
গলদা প্রতিযোগিতা
আরিব্বাস! আমি অবশ্যই এই প্রতিযোগিতা জিতবো!
গলদা চিংড়ি ধরার প্রতিযোগিতা আজ বৈকালে
ঐ জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে ওখানকার জমা জলে গলদা চিংড়ি পাওয়া যেতে পারে।
এই প্রতিযোগিতা আমি জিততে যাচ্ছি। আমার চেয়ে ভালো ওকে করতে দেবো না!
শুরুতেই একটা বড় গলদা চিংড়ি!
এই কাঁকড়াটা ভোঁদাকে একটা ঝাঁকুনি দেবে!
ইঁওফ্স্!
হিঃহিঃ!
প্রথমে আমার কাঁকড়া ভোঁদাকে খামচে দিয়েছে তারপর আমি ওর গলদা চিংড়ি খামচে নিয়েছি!
কি কদাকার একটা গলদা চিংড়ি! কিন্তু এটা আমাকে একটা মতলব জুগিয়েছে।
এবার আমি এটা পিকনিক পার্টির সামনে ঝুলিয়ে দেবো।
উরক্!
ইরক্!
ওরক্



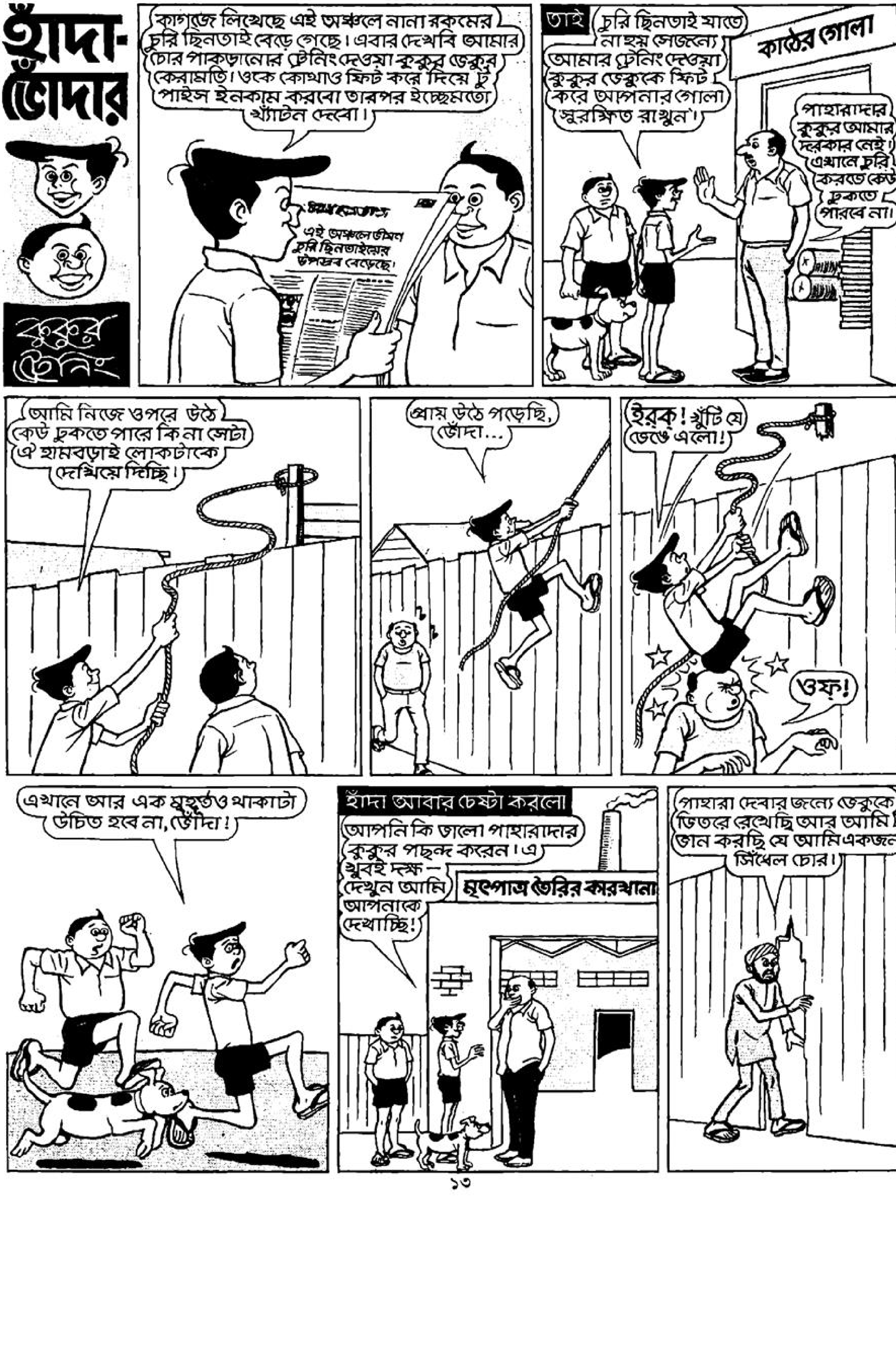
আমি এটা নিয়ে নিলাম রে, ভোঁদা!
ওটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি, হাঁদা!
তার কোন চান্স নেই, ভোঁদা! তুই আমাকে ধরতেই পারবি না!
ঠকাস!
এই যে, এটা নে!
আঁউফ্‌স্!
তোর নিজের ওষুধই আমি তোকে লাগাচ্ছি, হাঁদা!
সারাদিনে হাঁদার ধরা মাছটাই সব চাইতে বড়ো। তাই প্রথম পুরস্কার হাঁদাকেই দেওয়া হলো।
গলদা চিংড়ি প্রতিযোগিতার বিচারক
তোমার ঐ ঝিনুকটা একটু দেখি, ভোঁদা!
আমি যা ভেবেছি! এটা সেই জাতের ঝিনুক যার ভেতরে মুক্তো জন্মায়! এটা খুবই মূল্যবান।
আরো আইটেম আছে রে, হাঁদা! সব নামি দামী খাবার। সবই চাখবো ভাবছি।
কি বরাত! ওর গলদা ছিনতাই করে আমি পেলাম নিকেল কাপ, আর ও আমারই ছোঁড়া ঝিনুকে মুক্তো পেয়ে সেই টাকায় গুপ গাপ গিলছে।



হাঁদা-ভোঁদার
বডিগার্ড
আমি বেরোচ্ছি, ভোঁদা! তুই জেক্কুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।
ঠিক আছে!
ও পুলিশের ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। বুড়ো হওয়াতে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ঝামেলা হলে দেখবি ও কিভাবে সামাল দেবে।
তাই বুঝি!
দ্যাখ, ভোঁদা! ঝামেলা হলে জেক্কু কিভাবে আমাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।
?
একি রে! আমাকে ধরে রেখেছিস কেন? আমাকে ছেড়ে দে।
বাঃ! চমৎকার! ওকে ধরে রাখ।
তুই আর এটা ব্যবহার করতে পারবি না।
জেক্কু! তুই একটা বাজে বিচ্ছিরি কুকুর।
পরে আবার
ঐ দ্যাখ, ভোঁদা! আমাকে হেনস্তাকারী লাল্টুটা ঐ বসে আছে। এবার ওকে হেনস্তা করার এই সুযোগ।
সেদিন তুই আমায় হেনস্তা করেছিলি, লাল্টু। আজ আমার পালা।
আঁফস্!
গরর! হতচ্ছাড়া জেক্কু, তুই আবার ঐ কাণ্ড করছিস?
ওকে ধরে রাখ, বাচ্চু!



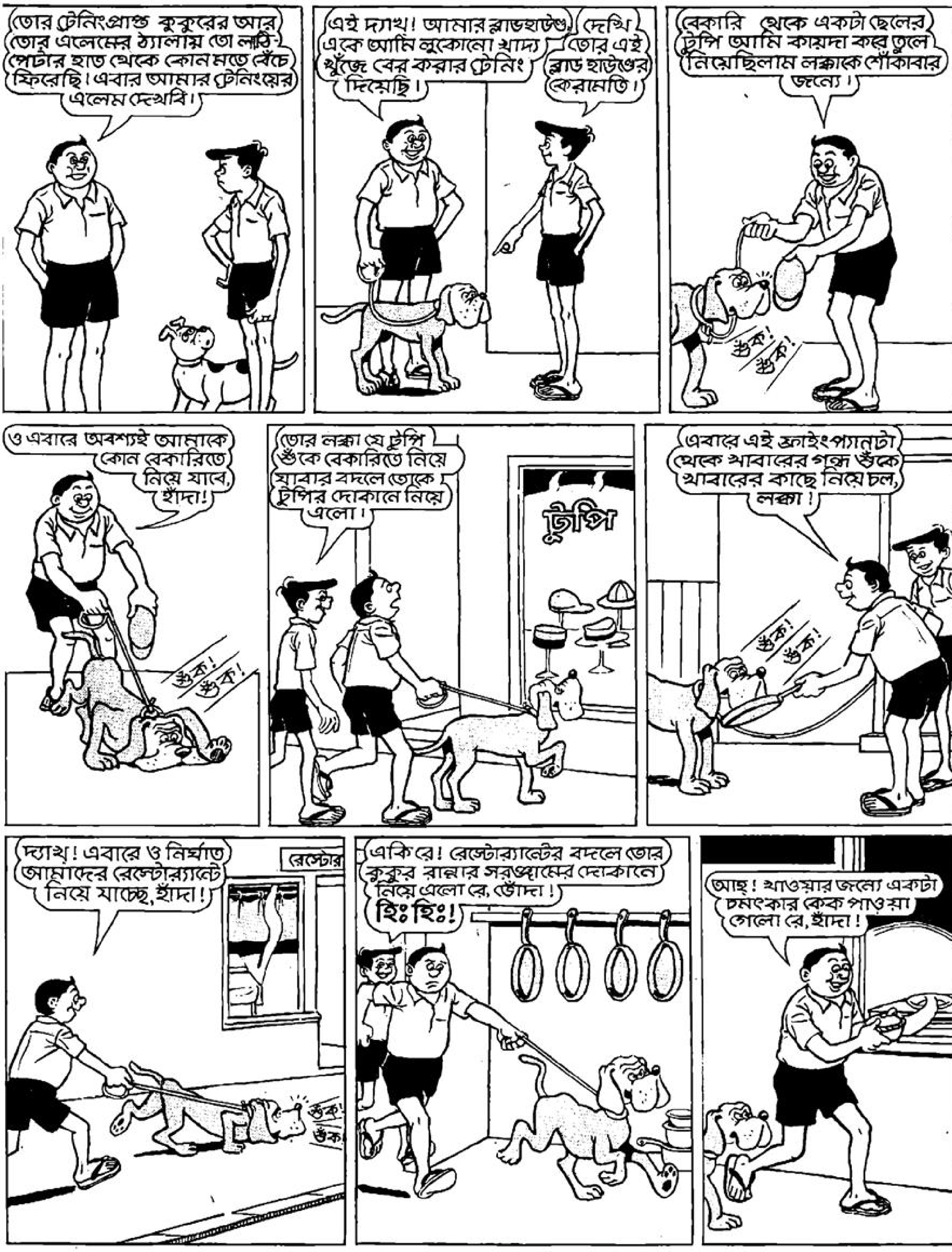
হতচ্ছাড়া, হাঁদা! আমার মুখে কাদা ল্যাপটানো! এই হচ্ছে তার পুরস্কার!
উফ্‌স্‌
ইস্‌!
আর তোর পুরস্কার, ভেক্কু – এই নে একটা হাড্ডি!
ইঃ!
হতভাগা, মাকড়া! সাহায্য করার বদলে আমাকে আটকে রেখে কোঁৎকা খাইয়ে এখন ওর দেওয়া হাড্ডি খাবি!
মরেচে! কামড়াবে নাকি!
খাওয়াচ্ছি!
এবার যা তোর হাড় খুঁজে বার করে তুলে নিয়ে আয়।
গ্লুবস্‌!
ভৌ!
গর্‌র্‌! হতচ্ছাড়া জন্তু! যতক্ষণ না আমি হাড়টা তুলে আনলাম ততক্ষণ শয়তানটা আমাকে এখান থেকে নড়তে দিলো না।
কিছু পরে
তোর কুকুর তোকে ঝামেলা থেকে রক্ষার বদলে উল্টে তোকেই ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে, ওকে কাটাবার একটাই রাস্তা, বাসে উঠে কেটে পড়, হাঁদা!
কুকুর ওঠা নিষেধ!
এসব কি হচ্ছে এখানে?
চল, বাচ্চু! আমি তোর মালিককে খুঁজে বের করে তোর গলায় কলার না পরিয়ে বাইরে ছেড়ে দেবার জন্যে যাতে মোটা জরিমানা হয় সেই ব্যবস্থা করবো!
আপনাদের কুকুরের গলায় কলার না পরিয়ে রাস্তায় ছেড়েছেন এজন্যে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে!
ঠিক আছে। কে এসবের পাণ্ডা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করছি।
তোর বডিগার্ডই তোকে ডোবালো হাঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
কুকুরের ট্রেনিং
কাগজে লিখেছে এই অঞ্চলে নানা রকমের চুরি ছিনতাই বেড়ে গেছে। এবার দেখবি আমার চোর পাকড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া কুকুর ভেকুর কেরামতি। ওকে কোথাও ফিট করে দিয়ে টু পাইস ইনকাম করবো তারপর ইচ্ছেমতো খ্যাঁটন দেবো।
এই অঞ্চলে ভীষণ চুরি ছিনতাইয়ের উপদ্রব বেড়েছে।
তাই
চুরি ছিনতাই যাতে না হয় সেজন্যে আমার ট্রেনিং দেওয়া কুকুর ভেকুকে ফিট করে আপনার গোলা সুরক্ষিত রাখুন।
কাঠের গোলা
পাহারাদার কুকুর আমার দরকার নেই। এখানে চুরি করতে কেউ ঢুকতে পারবে না।
আমি নিজে ওপরে উঠে কেউ ঢুকতে পারে কি না সেটা ঐ হামবড়াই লোকটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।
প্রায় উঠে পড়েছি, ভোঁদা...
ইরক! খুঁটি যে ভেঙে এলো!
ওফ্!
এখানে আর এক মুহূর্তও থাকাটা উচিত হবে না, ভোঁদা!
হাঁদা আবার চেষ্টা করলো
আপনি কি ভালো পাহারাদার কুকুর পছন্দ করেন। এ খুবই দক্ষ — দেখুন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি!
মৃৎপাত্র তৈরির কারখানা
পাহারা দেবার জন্যে ভেকুকে ভিতরে রেখেছি আর আমি ভান করছি যে আমি একজন সিঁধেল চোর।


কিন্তু এই একটা ডিমকে আমি কাজে লাগাতে পারি।
আহ্! ব্লুব!
হাঃ হাঃ! বরাত ভালো ঝুড়িটা ঘাসের ঝোপে পড়েছে। এবার এটা নিয়ে গোঁদুবাবুর কাছে যাই।
গরর!
এই দেখুন গোঁদুবাবু আমার ঝুড়ি ডিমে ভর্তি!
চমৎকার! তুমি বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছো, হাঁদা!
হতচ্ছাড়া! পাজী!
খামারের রামছাগলটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। এবার তোমাদের মধ্যে কে আগে ওটাকে ধরে আনতে পারে।
ধরেছি!



এই তো! ও একটা দুর্দান্ত পাহারাদার কুকুর নয়? থাম, ডেকু, ছদ্মবেশে এটা আমি রে!
গররর! গোঁগোঁ!
মরেচে! হতচ্ছাড়া বিটকেলটা আমাকে চিনতেই পারছে না।
গ্রউউউফ্!
ওয়াফ্স্!
শেষপর্যন্ত তুই তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছিস, ডেকু! কিন্তু বহুত দেরী হয়ে গেছে।
ঘেউ!
অঞ্চলের শেষ প্রান্তে
আপনার বাড়ি আর গুদাম ঘর পাহারা দেওয়ার জন্যে কি ভালো ট্রেনিং প্রাপ্ত কুকুর রাখবেন?
এঃ! ও আমার বেশী দরকারে লাগবে না। আমি অর্ধ কালা, অতএব ওর ডাক আমি শুনতেই পাবো না
তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যখন ডেকু কাউকে তাড়া করবে তখন ওর গলায় ঘণ্টার যে দড়িটা বেঁধে দিয়েছি সেটায় টান পড়বে আর জোরে ঘণ্টা বেজে উঠবে তখন তো শুনতে পাবেন?
এটা অবশ্যই কাজের হয়েছে।
আপনি ঘরে থাকুন, দাদু! আমরা বাইরেটা দেখছি।
ঘেউ!
ঢ্যাঙাং!
ওয়াহ্!
অ্যাই মরেচে! শব্দ শুনে মালুম হচ্ছে ঘণ্টাটা খুলে নির্ঘাত গৃহস্বামীর টাকে পড়েছে।
হেল্প! বাঁচাও! গৃহস্বামী দাদুর তালু ফুলে আলু হয়ে গেছে রে মাইরি, হাঁদা! লাঠির থেকে বাঁচতে হলে লাফ মেরে পাঁচিল ডিঙো, হাঁদা আর ভেকু!


তোর ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরের আর তোর এলেমের ঠ্যালায় তো লাঠি-পেটার হাত থেকে কোন মতে বেঁচে ফিরেছি। এবার আমার ট্রেনিংয়ের এলেম দেখবি।
এই দ্যাখ! আমার ব্লাডহাউণ্ড। একে আমি লুকোনো খাদ্য খুঁজে বের করার ট্রেনিং দিয়েছি।
দেখি তোর এই ব্লাড হাউণ্ডের কেরামতি।
বেকারি থেকে একটা ছেলের টুপি আমি কায়দা করে তুলে নিয়েছিলাম লঙ্কাকে শোঁকাবার জন্যে।
শুঁক! শুঁক!
ও এবারে অবশ্যই আমাকে কোন বেকারিতে নিয়ে যাবে, হাঁদা!
শুঁক! শুঁক!
তোর লঙ্কা যে টুপি শুঁকে বেকারিতে নিয়ে যাবার বদলে তোকে টুপির দোকানে নিয়ে এলো।
টুপি
এবারে এই ফ্রাইংপ্যানটা থেকে খাবারের গন্ধ শুঁকে খাবারের কাছে নিয়ে চল, লঙ্কা!
শুঁক! শুঁক!
দ্যাখ! এবারে ও নির্ঘাত আমাদের রেস্টোর‍্যান্টে নিয়ে যাচ্ছে, হাঁদা!
রেস্টোর
শুঁক! শুঁক
একি রে! রেস্টোর‍্যান্টের বদলে তোর কুকুর রান্নার সরঞ্জামের দোকানে নিয়ে এলো রে, ভোঁদা! হিঃ হিঃ!
আহ্! খাওয়ার জন্যে একটা চমৎকার কেক পাওয়া গেলো রে, হাঁদা!

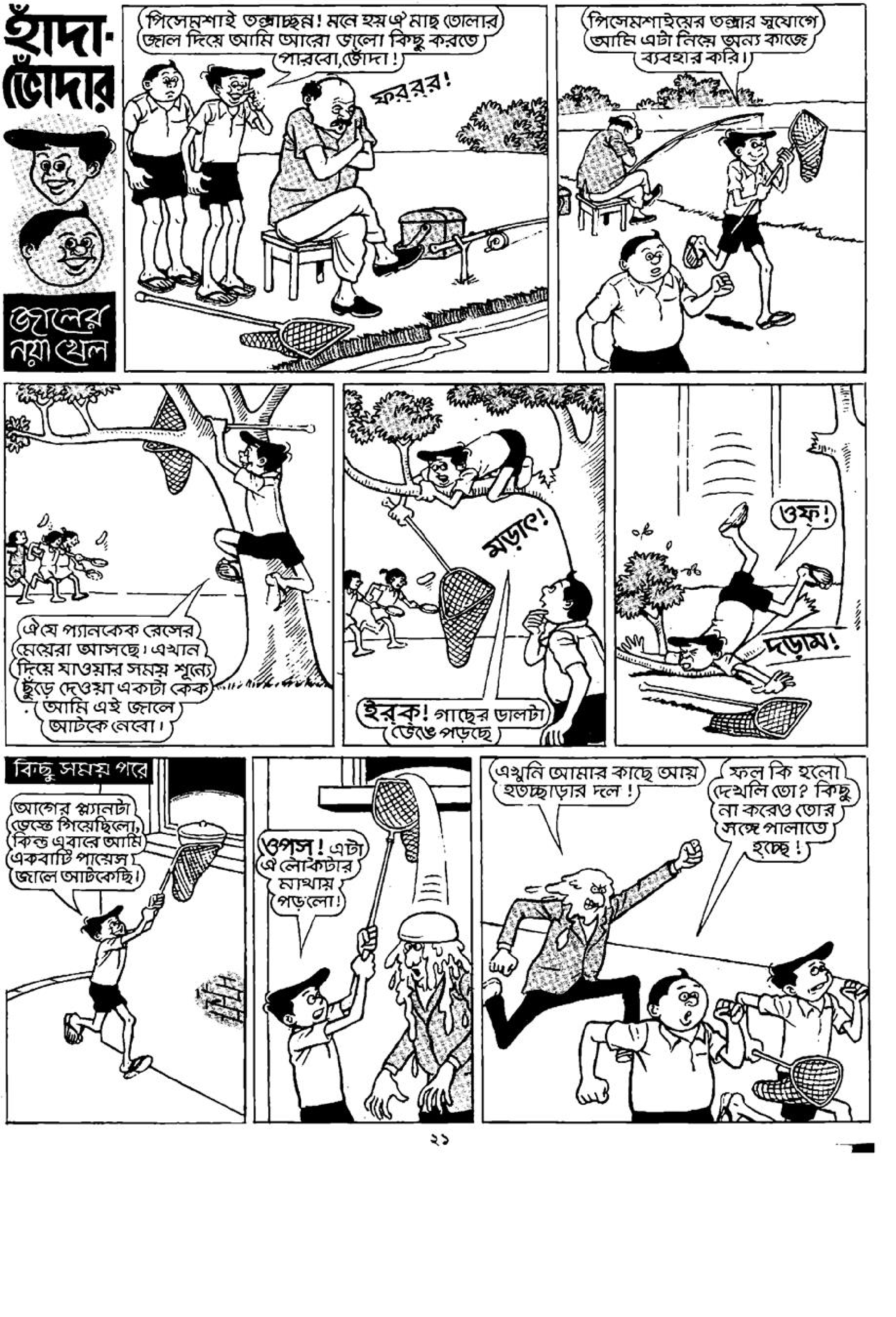

তবে খাওয়ার আগে লঙ্কাকে শুঁকিয়ে নেবো।
শুঁক!
হিঃ হিঃ! শোঁকার বদলে তোর কুকুর দেখছি কেকটাকেই সাবড়ে দিলো রে, ভোঁদা!
কুছপরোয়া নেই! ও য্যা খেয়েছে এবার ও আমাদের সেই সুখাদ্যের কাছে অবশ্যই নিয়ে যাবে।
ময়দা কল
মরেছে! ও যে আমাদের সোজা একটা ময়দা কলে এনে তুললো রে, ভোঁদা! কি ট্রেনিং দিয়েছিস তুই।
ময়দা
আঁউফ্‌স্‌!
ওরফ্‌! ময়দার একটা বোঝা ঐ লোকটার ওপর এসে পড়লো!
জলদি, লঙ্কা! ওকে খুঁড়ে বের কর!
ময়দা কল
শুঁক!
শুঁক!
ময়দা কল
দারুণ করেছো, ভোঁদা! তোমার কুকুর আমার সহকর্মীকে বাঁচিয়েছে!
খাও, ভোঁদা! খেয়ে যাও যতো পারো! তুমি তোমার কুকুরকে দারুণ ট্রেনিং দিয়েছো। আর তোমার খাতিরে হাঁদাকেও খাওয়াচ্ছি।
দ্যাখ, হাঁদা! আমার ট্রেনিংয়ে গন্ধ শুঁকে শেষপর্যন্ত ঠিক জায়গায় পৌঁছোলো তো!
ইয়ে—হ্যাঁ যথার্থ।


হাঁদা-ভোঁদার
জ্যাম অভিযান
এই যে! তোরা আমার একটা কাজ করে দিবি? এই রুটিগুলো বুচেদার কুকুরের জন্যে পৌঁছে দিয়ে আয়। ও এখন আদর্শ ঘরোয়া প্রদর্শনীতে রয়েছে। তোদের মধ্যে কে যাবি।
আমি যাচ্ছি। ও গেলে কুকুরের রুটি ওই মেরে দেবে।
আমায় বদনাম দিয়ে নিজেই তো দিব্যি মুখ চালাচ্ছিস।
রুটিগুলি বেশ ভালো রে। কুকুরকে খাইয়ে অপচয় করার চেয়ে নিজেরা খাওয়াই ভালো। তবে এতে জ্যাম মাখালে আরো স্বাদ হবে।
চাকুম! চুকুম!
বাড়িতে এসে
দেখি যদি ভাঁড়ার ঘরে জ্যাম থেকে থাকে।
ভাঁড়ার ঘর
ভাঁড়ার ঘর
ক্যাঁচ!
শ্‌ শ্‌ শ্‌! হতভাগা দরজা!
ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরো হতচ্ছাড়ারা! সব সময় শুধু খাওয়ার ধান্দা!
পিসির টিপ আছে রে, মাইরি! অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।
কিছুক্ষণ পরে
ঐ তো রান্নাঘরে টেবিলের ওপর কিছু জ্যাম রয়েছে। চল, ঝপ করে রুটিতে লাগিয়ে নিই।
তুই যা আমি যাচ্ছি না।
ওঃ ওঃ! হতচ্ছাড়া মৌমাছিগুলিও দেখছি জ্যাম খেতে চলে এসেছে।
বোঁও-ও-ও!
বাঁচাও!
মৌমাছিগুলিকে তাড়া না রে, ভোঁদা!
বোঁও-ওও!
তোকে বাঁচাতে আমি মৌমাছির হুল খেতে রাজি নই। আর তোর সঙ্গ ছেড়ে এখন দলে ভঙ্গ করে দিলুম হাঁদা।


পরে
আদর্শ ঘরোয়া প্রদর্শনী
জ্যাম
আগে আমার এখানে আসার কথা ভাবাই উচিত ছিলো। ওরা এখানে জ্যামেরই প্রদর্শনী করেছে।
উল্‌স্‌! আমারসের সুস্বাদু উপাদেয় জ্যাম! ভোঁদাটা কেটে পড়াতে ভালোই হয়েছে। ওকে ভাগ দিতে হবে না।
অ্যাই! এদিকে আয়, ছিঁচকে উচ্চিংড়ে কোথাকার!
কোল
না, ওদিকে যাবার কোন চান্স নেই।
মন খারাপ করবেন না! আমরা পাজিটাকে খুঁজে বের করবো।
গন্ধ শুঁকে হতচ্ছাড়াটাকে বের কর, ভুটে!
পেয়েছি তোকে! শান্ত ছেলের মতো বেরিয়ে আয়।
ওঃ! এবার গেছি!
এইতো সেই ছেলেটা! যার হাত দিয়ে আমি ভুটের খাবার পাঠিয়েছিলাম।
ওহ্‌ তাই বুঝি, এবার কি হবে?
হাজতখানায়
ইস্‌! অতো দৌড়ঝাঁপের পর শুধু শুকনো রুটি আর জল, হাঁদা! একটু জ্যামও দেয়নি রে। (চুক্‌ চুক্‌)


হাঁদা-ভোঁদার
সম্মোহন চিকিৎসা
উল্‌স্! আমি কিছু দারুণ জিনিস হাতসাফাই করেছি!
দশ মিনিট পরে
ঠক ঠক! ঠক ঠক!
আহ্! কে এলো!
ভোঁদা আমার বেকারী থেকে যে সব কেক আর বান হাতসাফাই করে নিয়ে এসেছে এই যে তার বিল!
বিল
ভোঁদাটা বড্ড হ্যাংলা হয়ে উঠেছে, পিসেমশাই! মনে হয় একজন সম্মোহনবিদ ওকে মোহাচ্ছন্ন করে ওর এই খাদ্যছিনতাইয়ের অভ্যাস বন্ধ করতে পারে।
মন্দ বলিসনি, হাঁদা!
এই তো, এসে গেছি।
সম্মোহন বিশারদ প্রোঃ ফেল্টু ফোগলাদার
বিংবং-বিংবং! আমি যা আদেশ নির্দেশ দিয়েছি সেই ভাবে চলবে—
পরে
এই যে আপনার ফি। আপনি ভোঁদার খাদ্য ছিনতাইয়ের অভ্যাস ছাড়িয়ে দিন।
হোকাস, পোকাস, তুমি অবশ্যই ভালো হবে, আশপাশের খাবার দাবার ছিনতাই করে সাবাড় করবে না। আমার কথা শোনো। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলাধূলা করো, এটাই তোমার লক্ষ্য হোক।


বাড়ির পথে
দুর্দান্ত! ভোঁদা জানলায় ঠাণ্ডা হতে রাখা ক্ষীরের পায়েসকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।
এমন ভালো! এই পাকা পেয়ারাও ছেড়ে গেলো!
এইযে বন্ধুরা! আমি কি তোমাদের সঙ্গে খেলতে পারি?
অবশ্যই, ভোঁদা!
দারুণ! আমি যা আশা করেছিলাম সম্মোহনের জাদু তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করেছে।
একটু পরে
ঠকঠক! ঠকঠক!
আবার কে এলো?
আবার আমি, আর এই যে আপনার জন্যে আবার একটা বিল আপনাকে পরিশোধ করতে হবে!
বিল
ফুটবল খেলে ভোঁদা আমার বেকারি ঘরের জানলা ভেঙে কি অবস্থা করেছে দেখুন!
ওহ্, না!
যতো পারিস খা, ভোঁদা! ভাঙা জানলার জন্যে টাকা গচ্ছা দেওয়ার চেয়ে এটা অনেক কম!
খিক্ খিক! আমার খাওয়া নিয়ে তোর সম্মোহন চিকিৎসার আইডিয়াটা ডায়েড ইন দ্য ফিল্ড মানে মাঠে মারা গেলো রে, হাঁদা!



হাঁদা-ভোঁদার
জালের নয়া খেল
পিসেমশাই তন্দ্রাচ্ছন্ন! মনে হয় ঐ মাছ তোলার জাল দিয়ে আমি আরো ভালো কিছু করতে পারবো, ভোঁদা!
ফরররর!
পিসেমশাইয়ের তন্দ্রার সুযোগে আমি এটা নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করি।
ঐযে প্যানকেক রেসের মেয়েরা আসছে। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কেক আমি এই জালে আটকে নেবো।
মড়াৎ!
ইরক! গাছের ডালটা ভেঙে পড়ছে
ওফ্!
দড়াম!
কিছু সময় পরে
আগের প্ল্যানটা ভেস্তে গিয়েছিলো, কিন্তু এবারে আমি একবাটি পায়েস জালে আটকেছি।
ওপস! এটা ঐ লোকটার মাথায় পড়লো!
এখুনি আমার কাছে আয় হতচ্ছাড়ার দল!
ফল কি হলো দেখলি তো? কিছু না করেও তোর সঙ্গে পালাতে হচ্ছে!

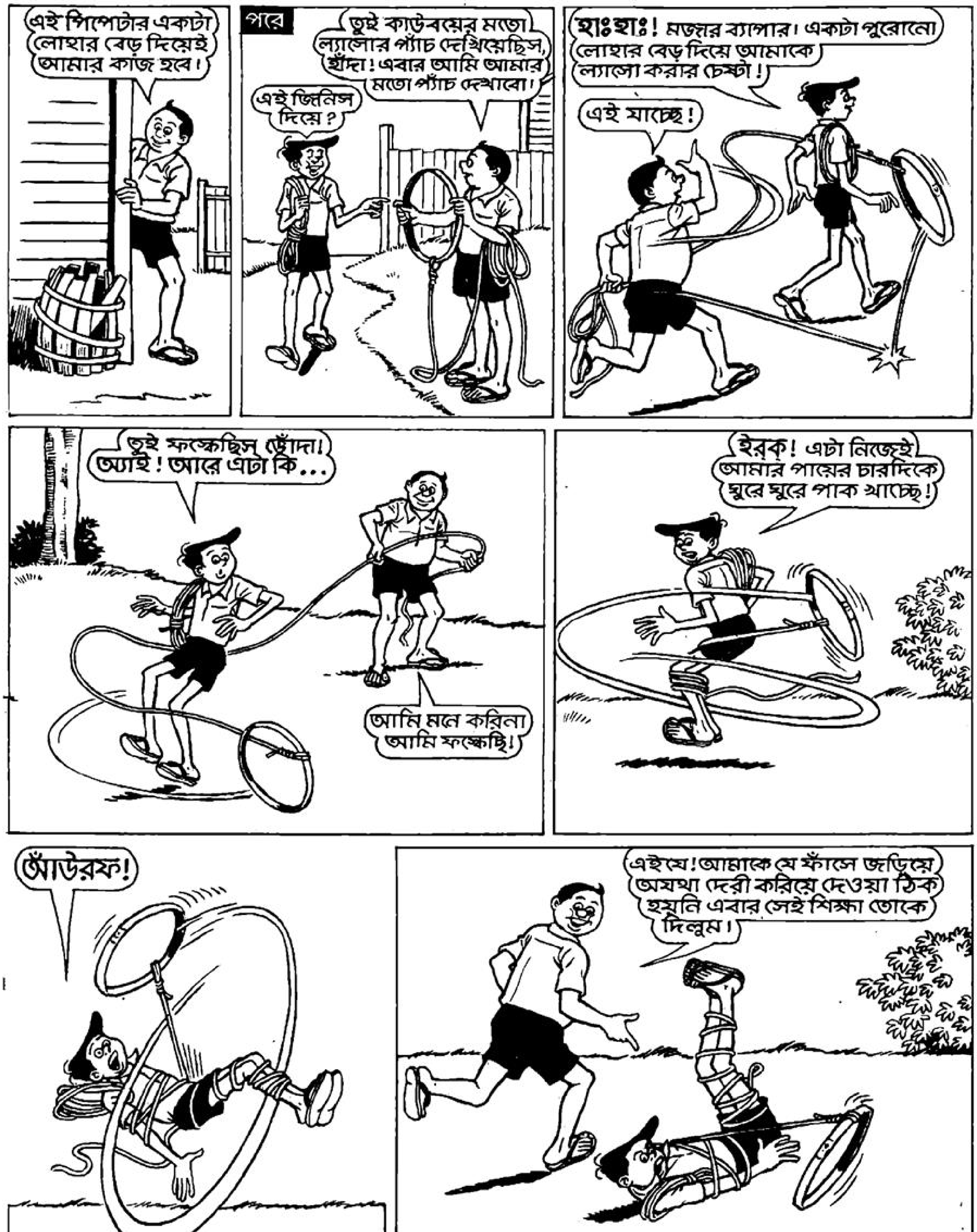

শোঁওওও!
মরেচে! ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে!
টুপিটাকে আমি ধরবো।
ধন্যবাদ, হাঁদু! তুমি জাল দিয়ে জাদুর খেল্ দেখালে! এই নাও তোমার পুরস্কার দশ টাকা।
খালি হাতে তোর কম্ম নয়, ভোঁদা! এবার আমি এই জাল দিয়ে কাগজগুলিকে আটকাবো!
দারুণ করেছো, হাঁদা! এগুলি খুবই মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ ছিলো। এই নাও পুরস্কার স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা।
পরে
তুই মুখ চালা, হাঁদা! আমি পরিস্থিতিটা দেখে আসি।
দরকার নেই পিসে এখন ঝিলের ধারে নাক ডাকাচ্ছে।
ওই তো মাছ তোলার জালটা তোর কাছে হতচ্ছাড়া! আর আমি একটা বিরাট মাছ ধরেও জালটা না থাকাতে ডাঙায় তুলতে পারলাম না।
তোর জন্যে মাছ তুলতে পারি নি। এবার এই জাল দিয়ে তোকে ধরবো তারপর তোর গায়ের ছাল তুলে ডুগডুগি বাজাবো, ছুঁচো, মর্কট!
বাছা, ভোঁদু! আমার এই সঙ্কটকালে তুই দাঁত বের করে হাসছিস? নিজের পক্ষে পিসের কাছা টেনে ধর না।


হাঁদা-ভোঁদার
সাপ সিঁড়ি খেলা
বৃষ্টি পড়ছে, বচা আসার কথা। ও এলে এই বৃষ্টির দিনে বসে সাপ লুডো খেলবো।
তুই এখানে লুডো নিয়ে বসে, আর আমি তোকে গরু খোঁজা করছি। তোর চামচে বচাটা এখনো আসেনি বুঝি ?
বাহ্! একি তুই এখানে কেন ? কে তোকে আসতে বলেছে ?
কেউ বলেনি, আমিই এলুম। তা কি লুডো খেলবার জন্যে বসেছিলি দেখি! ওঃ! সাপ লুডো! দারুণ! এটা খেলতে আমিও খুব ভালোবাসি।
তোর চামচেটা আর আসবে না, ভোঁদা! আমার সঙ্গে খ্যাল।
তুই খেলতে বসে বড্ড জোচ্চুরি করিস, হাঁদা! তাই তোর সঙ্গে খেলবো না।
কি বললি, ভোঁদা! আমি জোচ্চোর! আমি জোচ্চুরি করি?
তোর ইচ্ছেমতো দান না পড়লেই তো তুই জোচ্চুরি করিস।
কি এতো বড়ো কথা! খেলাচ্ছি তোকে সাপ সিঁড়ি লুডো। এই নে- এবারে কি করে খেলিস দেখি।
আরে, আরে! ঘুঁটি সব ফেলে দিলি!


আর তোকে আমি ধরেছি, ভোঁদা!
হাহ্?
আপনার ছাগলকে আমি ধরে ফেলেছি, গোঁদুবাবু!
বাহ! আমি চলে যেতে পারছি না। দড়িটা আমার হাতদুটোকে পেঁচিয়ে আছে!
পরের পরখ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাকতাড়ুয়া বানাতে পারো আমি দেখতে চাই।
খামার ঘরে এই পুরোনো ছেঁড়া একটা আলখাল্লা পেয়েছি। এই দিয়ে চমৎকার একটা কাকতাড়ুয়া বানানো যাবে।
আঁউফস্!
স্টিকিং টেপ এঁটে তোর বাক্ রুদ্ধ করেছি যাতে চিল্লাতে না পারিস। এবার তোকে দিয়েই এই কাজটা আমি বাগাবো, ভোঁদা! হেঃ হেঃ!


বাহ্! এই ঘাসের মধ্যে থেকে আমি কখনই ঘুঁটিগুলো খুঁজে পাবো না!
আরফ্! গুলুপ!
থ্যাপ্‌ক!
হিঃ হিঃ! এখানটাও ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্!
তোর অনেক ধাষ্টামো আমি সহ্য করেছি! এই নোংরা ছাই ভর্তি ডাব্বাটা তোর সারা গায়ে ঢেলে দেবো!!
অ্যাই খবরদার না!
অ্যাই! কোথায় যাচ্ছিস সেটা দেখে চল, উজবুক!
ক্রীইচ্!
ZOO
মই সরবরাহ
ইরক! ভেবেছি এখানে আমি নিরাপদ!
বাঁচাও! কেউ এগুলো সরিয়ে নাও না!
হিস্!
গেছি রে!
হিঃ হিঃ! হাঁদা এবার ওর পছন্দের সাপ আর সিঁড়ির খেলা সত্যিকার সাপ আর সিঁড়ি দিয়ে খেলছে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না এটা ও খুব উপভোগ করছে!

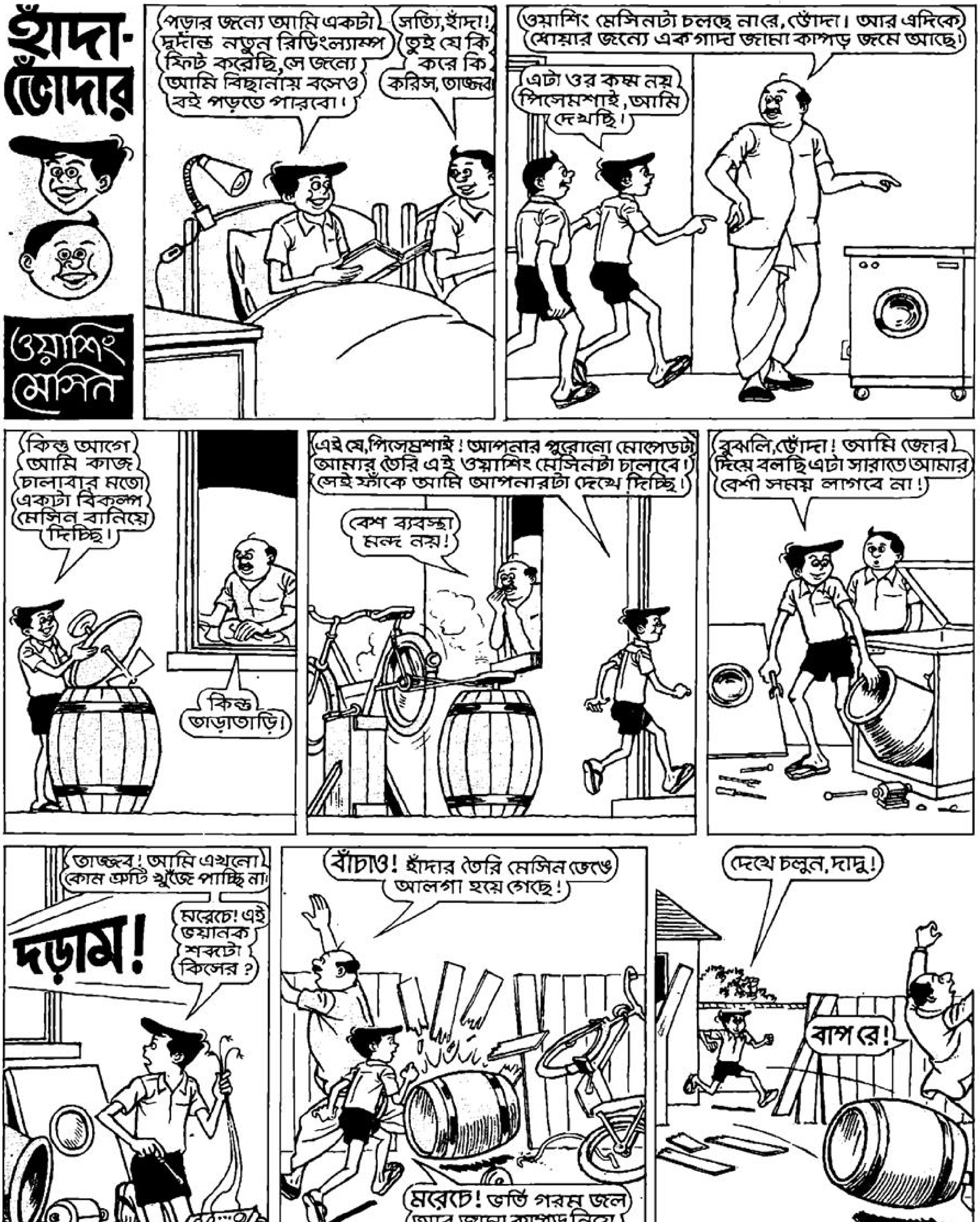

হাঁদা-ভোঁদার
ল্যাসোর প্যাঁচ
মনে হচ্ছে ভোঁদার কোথাও যাবার তাড়া আছে, তাই ও ছুটছে! কিন্তু আমি ওর ব্রেক কষে দিচ্ছি!
অ্যাই! এটা কি?
লাগিয়েছি!
ইয়াপ্পি! আমি তোকে টেনে ফেলেছি ঠিক কাউবয়রা যেভাবে ছোট খাটো বলদকে টেনে নিয়ে আসে!
হঁয়োরফ্!
আমি আমার ল্যাসো দিয়ে খুব কড়া প্র্যাকটিশ করছি, ভোঁদা। আর এখন খুবই ভালো!
বাহ্! সেতো দেখতেই পাচ্ছি!
তোর বরাত ভালো যে আমার সত্যি খুবই তাড়া আছে!
তাই বুঝি?
তোর যদি সত্যি কোনো তাড়া থাকে, ভোঁদা—
তবে তুই বেশী দূর যেতে পারবি না!
আরফ্!
বাহ্! তাড়া থাক না থাক, আমি হাঁদার দাদাগিরি বন্ধ করে দিচ্ছি!


এই পিপেটার একটা লোহার বেড় দিয়েই আমার কাজ হবে।
পরে
এই জিনিস দিয়ে?
তুই কাউবয়ের মতো ল্যাসোর প্যাঁচ দেখিয়েছিস, হাঁদা! এবার আমি আমার মতো প্যাঁচ দেখাবো।
হাঃ হাঃ! মজার ব্যাপার। একটা পুরোনো লোহার বেড় দিয়ে আমাকে ল্যাসো করার চেষ্টা!
এই যাচ্ছে!
তুই ফস্কেছিস ভোঁদা! অ্যাই! আরে এটা কি...
আমি মনে করিনা আমি ফস্কেছি!
ইরক্! এটা নিজেই আমার পায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে!
আঁউরফ!
এইযে! আমাকে যে ফাঁসে জড়িয়ে অযথা দেরী করিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি এবার সেই শিক্ষা তোকে দিলুম।



হাঁদা-ভোঁদার
ক্ষতিপূরণ
জিনিস ভর্তি এই বাক্সটা গুপীবাবুর কাছে দিয়ে আয়, ভোঁদা। হাঁদাও ওখানে গেছে!
ঠিক আছে, পিসেমশাই! এটা আমি আমার এই হাতগাড়িটা করে নিয়ে যাবো।
উরিব্বাস! কি ভারী রে বাবা! আমি তাজ্জব হচ্ছি এই বাক্সর মধ্যে কি আছে?
আরিব্বাস! এ যে কাঠের পাত্রে নানারকম জিনিস আর জ্যাম জেলির জারে বোঝাই!
উলস্-উলস্! এবার ভার খানিকটা কমবে!
আহ্! শেষপর্যন্ত পৌঁছেছি!
কি সর্বনাশ! ফেকুবাবুর মাল থেকে বেশ কিছু কেউ সাবড়ে দিয়েছে!
এটা নির্ঘাত ঐ ভোঁদার কাজ! ধর ওকে!
ধরেছি তোকে!
আরগহ্!
এই যে, পাজিটাকে ধরে এনেছি, ফেকুবাবু!
ইরক! মিঠাইয়ের স্টলে একঝাঁক বোলতা!


আমি একটা মতলব পেয়েছি! এই জ্যামরাখা জারে কিছু জল ভর্তি করবো!
আমার প্ল্যান মাফিক কাজ হচ্ছে! জানলা দিয়ে বোলতারা এসে জল দেওয়া জ্যামের জারে ঢুকছে!
বোঁওও!
বেশ করেছো, ভোঁদা!
এটা তো বেশ করেছে, কিন্তু ফেকুবাবুর যে মিঠাই ও সাবাড় করেছে তার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে করা হবে?
ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে!
প্রথমেই আমি এইসব খালি জ্যাম জারগুলি ঠিক করে সাজিয়ে বসাবো!
দারুণ পুরস্কার
সারি দিয়ে দাঁড়াও! পুরস্কার জেতার জন্যে জারের মধ্যে একটা বল ফেলো!
পরে
এই যে—আমি অনেক টাকা সংগ্রহ করেছি!
দারুণ হয়েছে ভোঁদা!
তোমার আইডিয়া যে কেউর থেকে অনেক বেশী অর্থ সংগ্রহ করেছে! তাই তুমি একটা বড় ভোজেরও প্রাপক হয়েছো!
দুর্দান্ত! উল্‌স্‌-উল্‌স্‌!
রুফ্‌স্‌!


হাঁদা-ভোঁদার
ওয়াশিং মেশিন
পড়ার জন্যে আমি একটা দুর্দান্ত নতুন রিডিংল্যাম্প ফিট করেছি, সে জন্যে আমি বিছানায় বসেও বই পড়তে পারবো।
সত্যি, হাঁদা! তুই যে কি করে কি করিস, তাজ্জব
ওয়াশিং মেশিনটা চলছে না রে, ভোঁদা। আর এদিকে ধোয়ার জন্যে এক গাদা জামা কাপড় জমে আছে।
এটা ওর কম্ম নয় পিসেমশাই, আমি দেখছি।
কিন্তু আগে আমি কাজ চালাবার মতো একটা বিকল্প মেসিন বানিয়ে দিচ্ছি।
কিন্তু তাড়াতাড়ি।
এই যে, পিসেমশাই! আপনার পুরোনো মোপেডটা আমার তৈরি এই ওয়াশিং মেসিনটা চালাবে! সেই ফাঁকে আমি আপনারটা দেখে দিচ্ছি।
বেশ ব্যবস্থা মন্দ নয়!
বুঝলি, ভোঁদা! আমি জোর দিয়ে বলছি এটা সারাতে আমার বেশী সময় লাগবে না!
তাজ্জব! আমি এখনো কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছি না।
দড়াম!
মরেছে! এই ভয়ানক শব্দটা কিসের?
বাঁচাও! হাঁদার তৈরি মেসিন ভেঙে আলগা হয়ে গেছে!
মরেছে! ভর্তি গরম জল আর জামা কাপড় নিয়ে পিপেটা বেরিয়ে যাচ্ছে!
দেখে চলুন, দাদু!
বাপ রে!



মরেচে! ওটা ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেলো!
এই যে, জামা কাপড়গুলো ফিরিয়ে এনেছি, পিসেমশাই! এতে সামান্য কিছু কিছু কাদা লেগেছে! খুক্ খুক্!
দুঃখিত, পিসেমশাই, কিন্তু আমি আপনার এই মেসিনে মোটেই কোন গোলমাল দেখতে পাচ্ছি না — আর আমি বুঝতে পারছি না এগুলো আবার কি ভাবে লাগাবো!
কী?
ভোঁদা যখন মেরামত করার লোক নিয়ে এলো —
হাঃ হাঃ! মেসিনটা নিয়ে কেউ বেশ ভালোভাবেই নাড়াচাড়া করেছে, দেখছি!
এই যে, মহাশয়! আমি এটা আবার জুড়ে দিয়েছি, আর গণ্ডগোলটাও খুঁজে পেয়েছি। এই যে আপনার বিল।
ওক্‌ৎ!
বিল
— আর এই যে, এটা হোলো সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। কেউ নিশ্চিত প্লাগটা খুলে নিয়েছে।
অ্যাই মরেচে! ওটা তো আমিই আমার বেড ল্যাম্পের জন্যে নিয়েছি।
হতচ্ছাড়া, সবজান্তা মর্কটটা গেলো কোথায়!
ঐযে গুটি গুটি পালাবার রাস্তা খুঁজছে।
পালাবি কোথায়, হতচ্ছাড়া মর্কট! যতো টাকার বিল দিয়েছে ততোগুলি কিল তোকে হজম করিয়ে ছাড়বো!

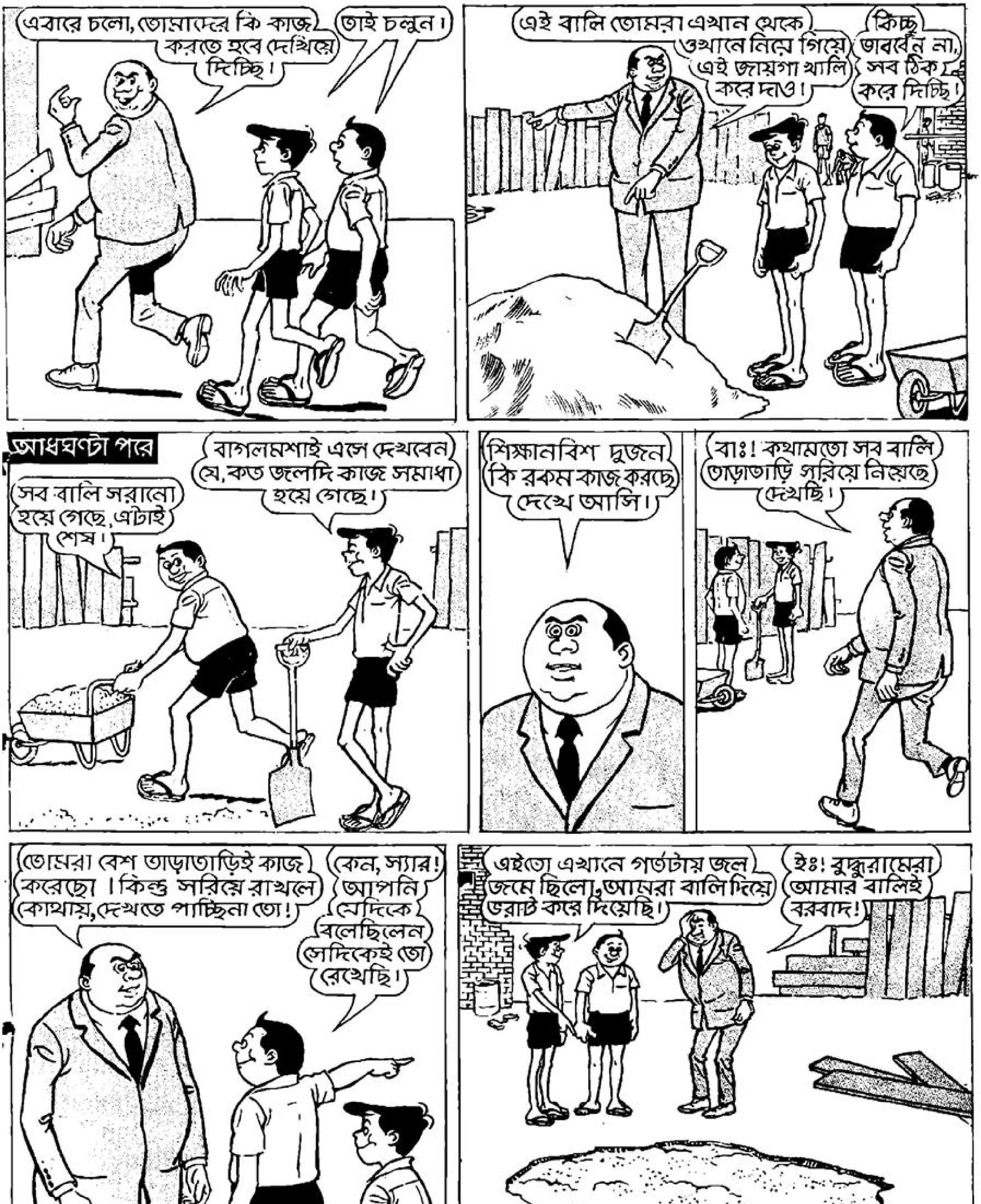

হাদা ভোদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৭


হাঁদা-ভোঁদার
শিক্ষানবিশী
ফরর্-ফোঁৎ! ফরর্-ফোঁৎ!
কুঁই-ই-ই-ফরর্! কুঁই-ই-ই-ফরর্!
বেলা ন'টা বেজে গেলো, হাঁদা ভোঁদাটা কোথায় রে, বোঁচা ?
দাদাবাবুরা বোধহয় নিদ্রা দিচ্চেন।
এতো বেলা পর্যন্ত নিদ্রা দিচ্ছে, খোঁচা মেরে ওদের তুলে দিয়ে আয়, বোঁচা!
ঠিক আচে। এমন খোঁচা নাগাবো যে উঠতে পথ পাবেক নি।
এই যে দাদাবাবুরা উট্টে পড়ো। বড়োবাবু তোমাদের ডাকতিছে। তোমরা এতো বেলা অব্দি নিদ্রা দিতেছো। তাই বড়োবাবুর গোঁসা হইছে!
আঃ!
হতভাগা, বোঁচা! তুই খোঁচা মেরে মেরে আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দেওয়ার মজাটা এবার বোঝ!
ধপাৎ!
ওরফ!

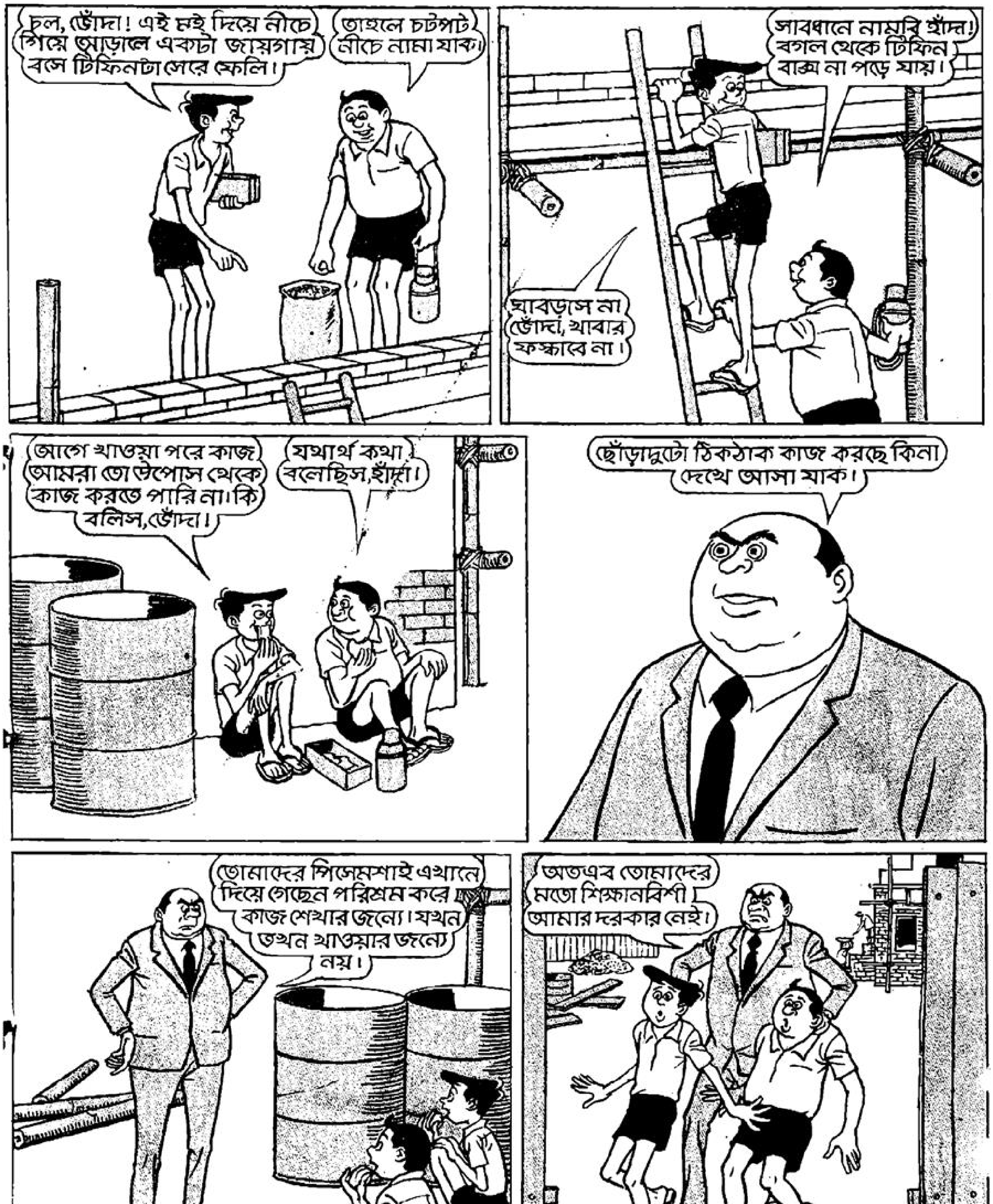

অ্যাই মরেছে! পিসেমশাই!
সব কিছু শিকেয় তুলে এখন শুধু কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস। নাকের ডগায় ঘড়ি রেখেছিস, কিন্তু কটা বাজে দেখেছিস?
পড়ে পড়ে এভাবে ঘুমোলে একেবারে অকম্মা হয়ে যাবি।
তাই আমি ঠিক করেছি আমার বন্ধু, বিরাট বিল্ডিং বিল্ডার বল্টু বাগলের কাছে তোরা শিক্ষানবিশী করবি।
আমার বন্ধু বল্টু বাগল লোক খুবই ভালো, তবে কাজে ফাঁকি দিলে প্রচণ্ড রেগে যায়।
বল্টু বাগলের কর্মকাণ্ড দেখে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্যে লোকে পাগল হয়ে যায়।
বল্টু বাগল বিল্ডার্স অ্যাণ্ড কন্ট্রাকটরস্
এইযে ভাই বল্টু! এই অপোগণ্ড দুটোকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। দুটোতে কুঁড়ের বেহদ্দ!
তুমি ওদের তোমার কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে রেখে দাও।
কোন চিন্তা নেই। আমাদের এখানে কিছুদিন থাকলেই ঘুম-টুম কুঁড়েমি সব কেটে যাবে।
হেঁঃ হেঁঃ!
কি দুশমনের মতো দেখতে রে!



আমার কাকতাড়ুয়া কেমন হয়েছে, গোঁদুবাবু?
দারুণ! যেন একেবারে জীবন্ত! তুমিই কাজটা পেলে, হাঁদা!
আর তোমার প্রথম কাজ হলো গোয়াল সাফ করা!
অ্যাঃ!
ইস! পচা গোবরের কি বিকট দুর্গন্ধ রে বাবা! কাজ শেষ হলে বাঁচি!
তুমি বেশ ভালোভাবে কাজ করেছো। এই নাও কুড়ি টাকা।
ধন্যবাদ, গোঁদুবাবু!
মরেচে! দেরী হয়ে গেছে! দৌড়ে গেলে ফিল্ম শুরুর মুখে ঢুকতে পারবো!
হুঁঃ! গায়ে এরকম গন্ধ নিয়ে এখানে এসেছিস। জলদি এখান থেকে ভাগ।
হতাশার কোন কারণ নেই, হাঁদা! হল থেকে বেরিয়ে গল্পটা আমি তোকে শুনিয়ে দেবো।


এবারে চলো, তোমাদের কি কাজ করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি।
তাই চলুন।
এই বালি তোমরা এখান থেকে ওখানে নিয়ে গিয়ে এই জায়গা খালি করে দাও।
কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।
আধঘণ্টা পরে
সব বালি সরানো হয়ে গেছে, এটাই শেষ।
বাগলমশাই এসে দেখবেন যে, কত জলদি কাজ সমাধা হয়ে গেছে।
শিক্ষানবিশ দুজন কি রকম কাজ করছে দেখে আসি।
বাঃ! কথামতো সব বালি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে দেখছি।
তোমরা বেশ তাড়াতাড়িই কাজ করেছো। কিন্তু সরিয়ে রাখলে কোথায়, দেখতে পাচ্ছিনা তো!
কেন, স্যার! আপনি যেদিকে বলেছিলেন সেদিকেই তো রেখেছি।
এইতো এখানে গর্তটায় জল জমে ছিলো, আমরা বালি দিয়ে ভরাট করে দিয়েছি।
ইঃ! বুদ্ধুরামেরা আমার বালিই বরবাদ!

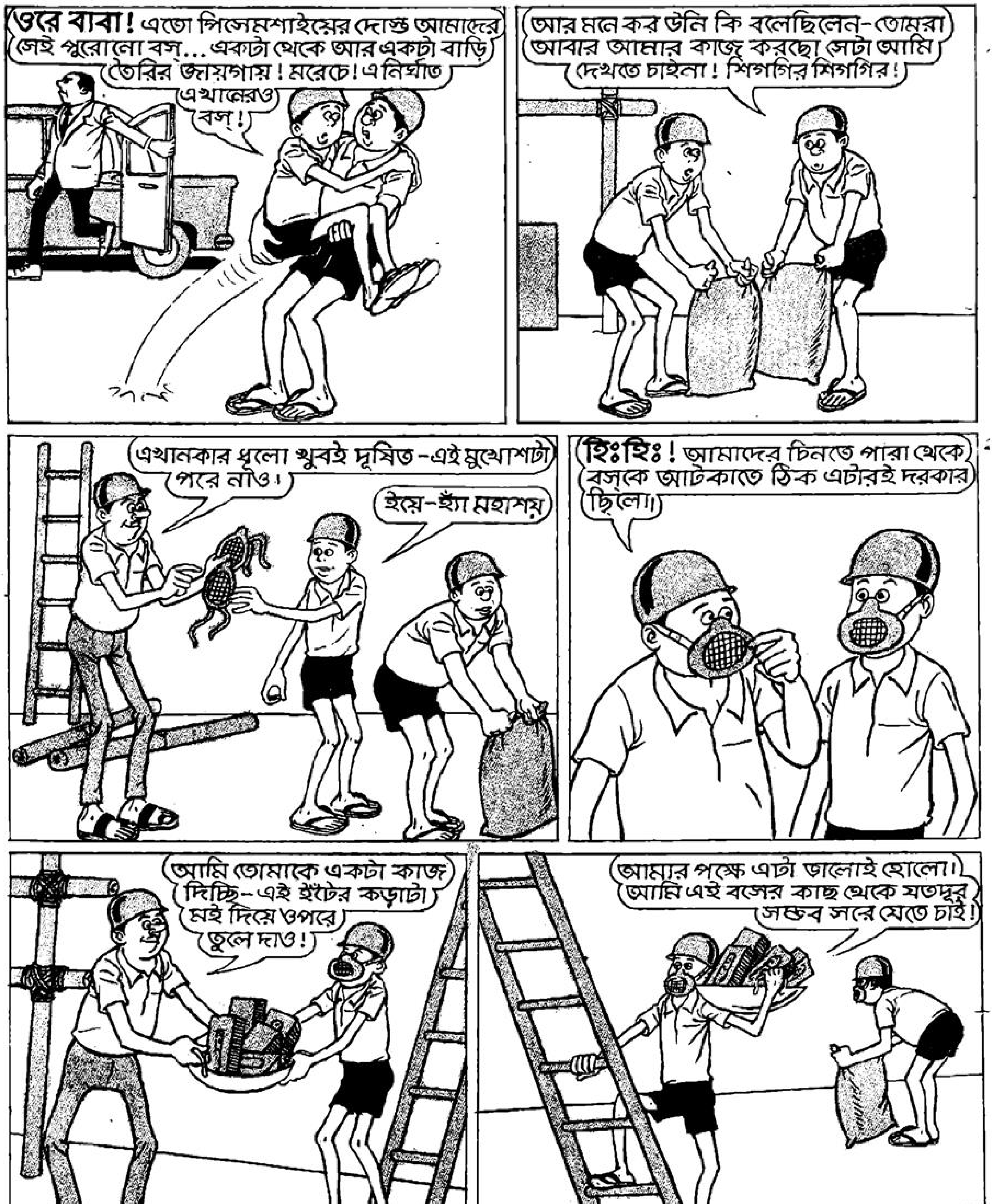

পরে
এবারে এই বালির বস্তাগুলো ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে যাও।
ঠিক আছে। এবার আর কোন গণ্ডগোল হবে না।
বালি সরানোর ধকলে ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। তুই এই টিফিন বক্স থেকে খাবারটা বের কর, ভোঁদা! খালি পেটে আর বালি তোলা যাবে না।
আমারো তাই। চল, একটা ভালো জায়গা দেখে বসি।
বাগলমশাই মনে হচ্ছে ধারেকাছে নেই। এইতালে টিফিনটা সেরে ফেলি।
হ্যাঁ, আমি আবার মোটে ক্ষিদে সহ্য করতে পারি না।
কিন্তু দাঁত বসাবার আগেই
এখনো তো টিফিনের অনেক দেরী। তার আগেই কাজ ফেলে খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। বুঝেছো?
বুঝেছি।
আগে কাজ পরে খাওয়া। যাও যে কাজের কথা বলেছি সেটা শেষ করো।
কিছু পরে
যাকপ্রাণ যাক মান থাক শুধু ক্ষিদে। ক্ষিদেকে আর রোখা যাচ্ছে না, ভোঁদা!
আমারও তাই। বাড়িতে থাকলে কতবার খাওয়া হতো বলতো, ভাই! এবারে আগে খাওয়া পরে কাজ!

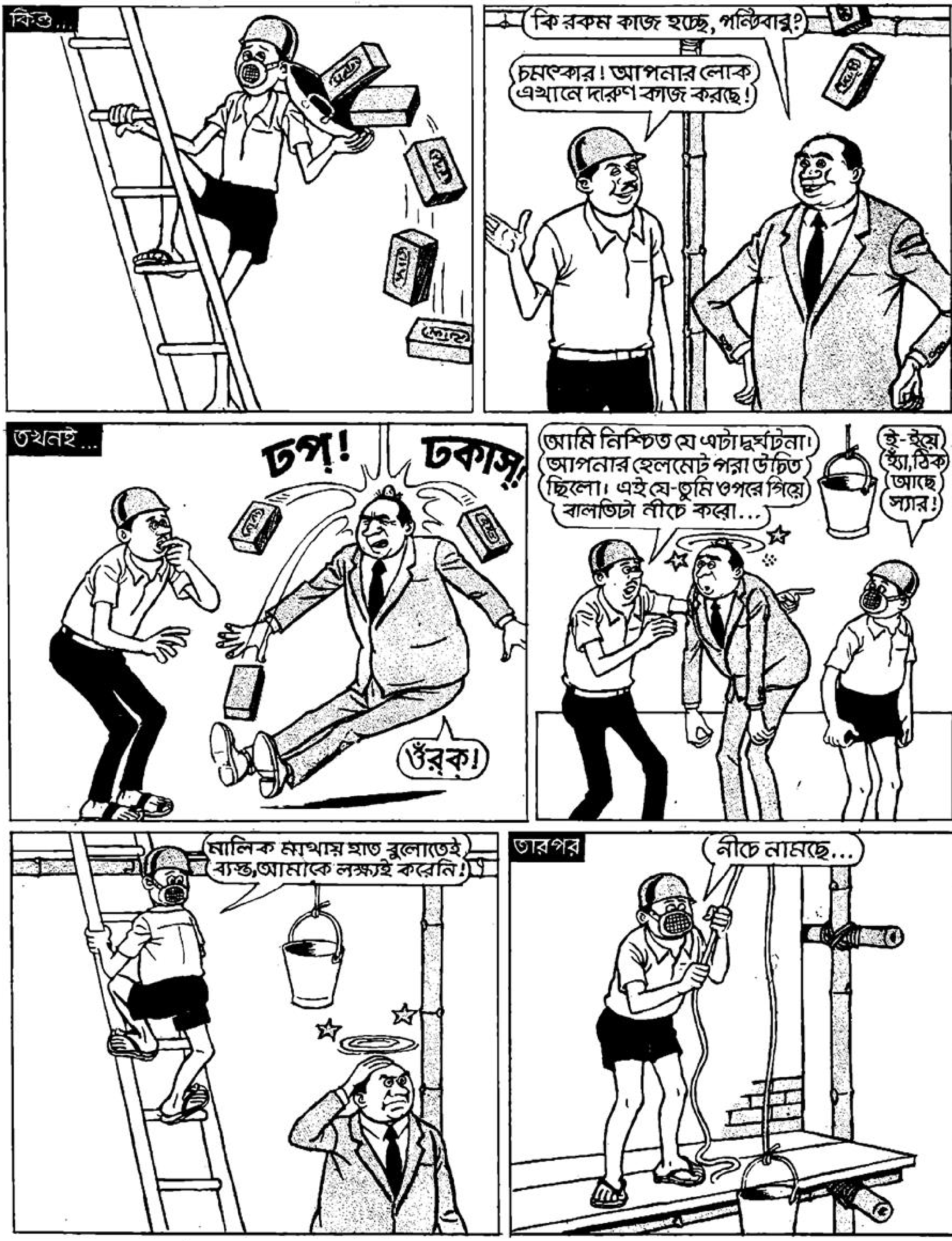


চল, ভোঁদা! এই মই দিয়ে নীচে গিয়ে আড়ালে একটা জায়গায় বসে টিফিনটা সেরে ফেলি।
তাহলে চটপট নীচে নামা যাক।
সাবধানে নামবি হাঁদা! বগল থেকে টিফিন বাক্স না পড়ে যায়।
ঘাবড়াসে না ভোঁদা, খাবার ফস্কাবে না।
আগে খাওয়া পরে কাজ আমরা তো উপোস থেকে কাজ করতে পারি না। কি বলিস, ভোঁদা।
যথার্থ কথা বলেছিস, হাঁদা।
ছোঁড়াদুটো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখে আসা যাক।
তোমাদের পিসেমশাই এখানে দিয়ে গেছেন পরিশ্রম করে কাজ শেখার জন্যে। যখন তখন খাওয়ার জন্যে নয়।
অতএব তোমাদের মতো শিক্ষানবিশী আমার দরকার নেই।


পিসেমশাইয়ের আস্তাবলে ফিরে গিয়ে ইচ্ছেমতো জাবর কাটো। আর আমার এখানে যেন না দেখি
কি বেআক্কেলে লোক রে, হাঁদা! আমরা একটু খেয়েছি বলে দোষ! আর খিদে পেলে আমরা কি করতে পারি। আর নিজের যে ঐ রকম জলহস্তির মতো বডি, সে কি উপোস করে? আমরা আর ওঁর ওখানে কোনদিন কাজ করতে যাবো না।
যা বলেছিস।
ওখানে সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন বলতো?
চল, ওখানে গিয়ে দেখে আসি।
একটা চলমান ভোজনাগার! আমরা এখানে কাজ করতে পারি...
অবশ্যই, তবে এবার টিফিন বাক্স আর জলের বোতল বাদ দিয়ে।
কর্মী চাই
সত্বর যোগাযোগ করুন
আপনারা কর্মী চাইছেন, আর আমরাও কর্ম করতে চাই।
বেশ তবে তাই। তোমরা তাহলে লেগে পড়ো।


এইযে তোমাদের হেলমেট। মনে রেখো, সবসময় এই হেলমেট মাথায় পরে থাকবে।
ঠিক আছে, স্যার!
নিশ্চিত আমাদের লাকি দিন রে, ভোঁদা! ঢুকতে না ঢুকতেই খাওয়ার জন্যে ডাক।
অবশ্যই নিশ্চিত! একটা কাজ থেকে বেরিয়ে আরো ভালো কাজের জায়গায় ঢুকেছো।
খাওয়ার জন্যে বিরতির সময় শেষ হয়েছে ভাইসব! এবার কাজে ফিরে আসুন। আমাদের মালিক আসছেন।
আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই মালিক আগের মালিকের চেয়ে ভালো হবে।
ওটা একটা বাজে জায়গা ছিলো...
অ্যাই, এই গাড়িটা যেন চেনা চেনা লাগছে!
আমারও তাই মনে হচ্ছে!
গাড়ি থেকে কে নামে, দেখি!


ওরে ব্বাবা! এতো পিসেমশাইয়ের দোস্ত আমাদের সেই পুরোনো বস্... একটা থেকে আর একটা বাড়ি তৈরির জায়গায়! মরেচে! এ নির্ঘাত
এখানেরও বস্!
আর মনে কর উনি কি বলেছিলেন-তোমরা আবার আমার কাজ করছো সেটা আমি দেখতে চাইনা! শিগগির শিগগির!
এখানকার ধূলো খুবই দূষিত-এই মুখোশটা পরে নাও।
ইয়ে-হ্যাঁ মহাশয়
হিঃহিঃ! আমাদের চিনতে পারা থেকে বস্‌কে আটকাতে ঠিক এটারই দরকার ছিলো।
আমি তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি-এই ইঁটের কড়াটা মই দিয়ে ওপরে তুলে দাও!
আম্মার পক্ষে এটা ভালোই হোলো। আমি এই বসের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সরে যেতে চাই!


কিন্তু...
কি রকম কাজ হচ্ছে, পন্টিবাবু?
চমৎকার! আপনার লোক এখানে দারুণ কাজ করছে!
তখনই...
টপ!
ঢকাস্!
ওঁরক্!
আমি নিশ্চিত যে এটা দুর্ঘটনা। আপনার হেলমেট পরা উচিত ছিলো। এই যে-তুমি ওপরে গিয়ে বালতিটা নীচে করো...
হুঁ-হুঁয়ে হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার!
মালিক মাথায় হাত বুলোতেই ব্যস্ত, আমাকে লক্ষ্যই করেনি!
তারপর
নীচে নামছে...



এবার আমরা বালতি করে নিরাপদে এগুলি ওপরে তুলবো, স্যার...
ঠিক আছে–এবার এটাকে টেনে ওপরে তোলো!
ভোঁদাকে যা করতে বলা হলো ও তাই করলো, কিন্তু...
অ্যাই হতচ্ছাড়া মাছি–পালা!
পোঁও-ও-ও-ও
ওহ্! কিছুতেই দেখছি ব্যাটা নড়ছে না...
ফুঃ-ফুঃ!
কি তেঁএঁটে মার্কা মাছি রে, বাবা! কিছুতেই নড়ছে না।
এই দ্যাখ তবে হতভাগা মাছি! চাপড়ে তোকে–অ্যাই
মরেছে! দড়িটা যে হড়কে গেলো!


এবং...
দড়াম!
আরগ্‌!
আজকের দিনটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট অশুভ, স্যার!
গর্‌র্‌র্‌!
যদি ইচ্ছা করেন তবে এসে দেখুন এদিকে কি ভাবে কাজ হচ্ছে, স্যার...! আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে!
আমাকে সঙ্গে যেতে হচ্ছে! মুখে মুখোশটা খুবই কাজ দিচ্ছে!
পাইপ পাতা হয়ে গেছে, স্যার... মরেচে - ওখানে দেখছি ঠিকমতো সমান করে পাতা হয়নি!
এটা একটু কেতরে আছে। সামান্য ঘা মেরে এটা সোজা করে দাও। পারবে তো...?
অ-অবশ্যই পারবো, স্যার!
অনিবার্যভাবেই-
ঠকাং!


আরে, আরে ওটা কি করছো? ওভাবে—
কিন্তু-
যাঃ! যা হবার হয়ে গেলো!
গ্লুবস্!
গা-আ-ল্প! বাঁচাও!
আঁউফ্স্
ঝপাস!
সিমেন্ট জমে যাবার আগে জলদি বেরিয়ে আসুন, স্যার!
এই যে, তুমি এতোক্ষণ ছিলে কোথায়? যাও ক্রেনে বসে ওই পাইপটা তুলে ফেলে ওর জায়গায় নতুন একটা বসাও!
হ্যাঁ, স্যার...



হাঁদা-ভোঁদার
ডুয়েল
ওই ছেলেগুলো আমাকে আর আমার গুলতি দেখে এতো ঘাবড়ে গেছে যে, ওদের পিস্তল টিস্তল ফেলেই পালাচ্ছে!
অ্যাই, হাঁদা! দ্যাখ্ এখানে কে দাঁড়িয়ে!
অ্যাঃ?
হাঃ হাঃ! আমি ডেকে ওকে ঘুরিয়েছি তাই ও হড়কে নামা ছেলেটাকে দেখতেই পায় নি!
ওফ্!
এ জায়গা আমাদের দুজনের জন্যে যথেষ্ট বড়ো নয়– তুই এখান থেকে কেটে পড় ভোঁদা!
আমি এখানে আগে এসেছি!
আমরা ডুয়েল লড়ে দেখবো কে যাবে!
ঠিক আছে, আমরা ছবার পিস্তল ছুঁড়বো। শুরুতে এই আমারটা যাচ্ছে!
ওফ্!

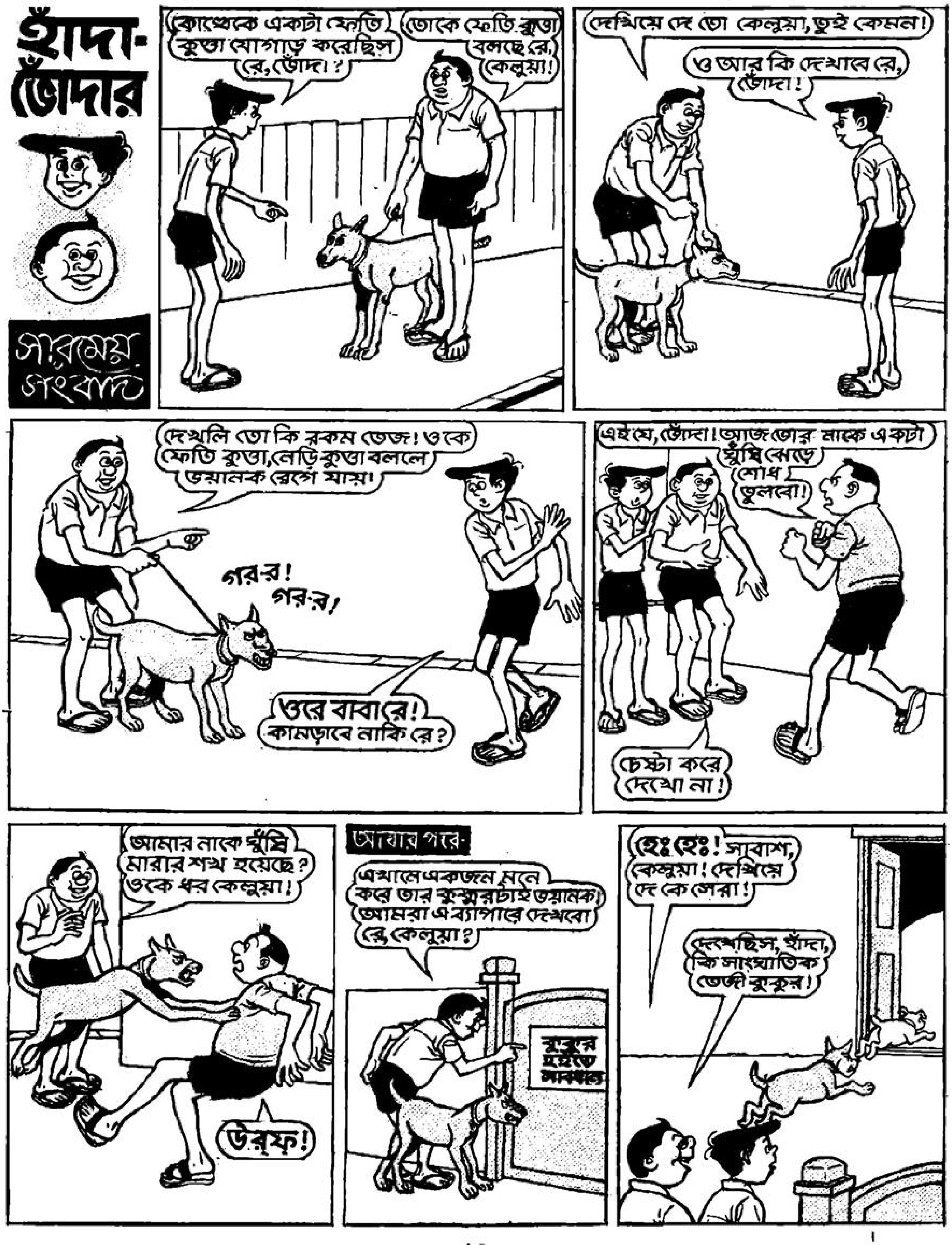

হাঁদা-ভোঁদার
পেরেক আর হাতুড়ি
অ্যাই, ভোঁদা! তোর এই বাক্সটার ভেতরে কি আছে রে?
যাই থাক আমার বাক্স আমাকে দিয়ে দে।
আঃহা! নতুন জুতো, অ্যাঁঃ? কিন্তু এগুলি কি তোর পায়ে ফিট হয়েছে? যদি এগুলি বেশী টাইট হয়ে থাকে...
তাহলে তোর পায়ে এই রকম যন্ত্রণা হবে, ভোঁদা!
ইয়োহ্!
ওওওঃ!
তবু দেখি যদি এগুলি তোর পায়ে ফিট করে।
উয়োফ্!
তোর পায়ে এটা একটু বেশী চাপা হয়ে গেছে, ভোঁদা!
এটা তোর জুতোটাকে কিছুটা চ্যাপটা করে দেবে!
ওয়াহ্!


আরে তাড়াতাড়ি যাও, গিয়ে ঝটপট পাইপ পাল্টাবার কাজ শুরু করো!
যাচ্ছিই তো, স্যার! অতো তাড়া দিলে ঘাবড়ে যাবো!
কাজের আগে এতো তাড়া লাগালে কাজ সব গোলমাল হয়ে যাবে!
এসব কাজ অতো তাড়াহুড়োতে হয় না!
আশা করছি এটাই সঠিক লিভার! টুক করে একটু হাত লাগিয়ে দেখি...
সুতরাং...
সবকিছু এধারে মসৃণভাবে চলছে...
হ্যাঁ, স্যার! তবে আমি নিশ্চিত অন্য দিকের কাজ আপনাকে আরো ওপরে তুলে ধরবে...
আ-আ-আ-আ-আগহ্!


আমাকে নামিয়ে দাও... আমাকে নামিয়ে দাও...
অ্যাই মরেচে!
বাঁচাও বাঁচাও হেল্প!
মরেচে! এবারে কোনটা টানলে মালিককে ছাড়ানো যাবে বুঝতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে!
ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? স্যারকে তাড়াতাড়ি নামাও, যত সব অপদার্থ।
এই যে নামাচ্ছি। নির্ঘাত এটাই হবে। যা থাকে কপালে, দিই টেনে।
হেল্প! আর কতক্ষণ আমি এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকবো?
জলদি করো! জলদি আমাকে নীচে নামাও। আমি আর ঝুলে থাকতে পারছি না!


ওর্ফস্!
অ্যাই মরেচে! একি প্যাঁচকলে পড়ে গেলেন, স্যার! আমাকে আপনাকে সাহায্য করতে দিন, স্যার।
কোঁওও-কোঁওওও!
এটা কিসের শব্দ?
এটা চায়ের জন্যে সাইরেন!
এটা এখানে খুবই ভালো বন্দোবস্ত, কি বলিস, হাঁদা?
সেটা আবার বলতে হয়!
উফ্স্! বস এখনো আমাদের চিনতে পারেনি...
মুখটাই মুখোশের আড়ালে আছে তাই! হিঃ হিঃ!
গলা শুকিয়ে গেছে! এক কাপ চা হলে আমি আরো অনেক কাজ করতে পারি...
আমাদের কাপ বা মগ নেই, তাই হেলমেট খুলে নে!


মগ নেই বুঝি? ঠিক আছে, হেলমেটটা ভর্তি করেই চা দিচ্ছি, মৌজ করে খাও!
হ্যাঁ, সত্যিই মৌজ করে খাওয়া যাবে!
কিন্তু...
অ্যাই! তোমরা দুজনে নিরাপত্তার নিয়ম ভঙ্গ করেছো! এখনি হেলমেট মাথায় পরে নাও, এটা আমার হুকুম!
ছলাৎ! ছলাস!
সেই তোমরা দুজন শিক্ষানবিশী! আগের জায়গা থেকে তাড়াবার পর এখানে এসে জুটেছো? দেখাচ্ছি মজা!
আমি আগেই বলেছিলাম- আমি আর তোমাদের দেখতে চাই না! এবার এখান থেকে কেটে পড়ো... উরফ্!
আর শিক্ষানবিশীতে কাম নাই। কেউ এসে ওঁকে উদ্ধার করার আগেই আমরা নিজ ধামে ফিরে যাই।
যা বলেছিস, ভাই!

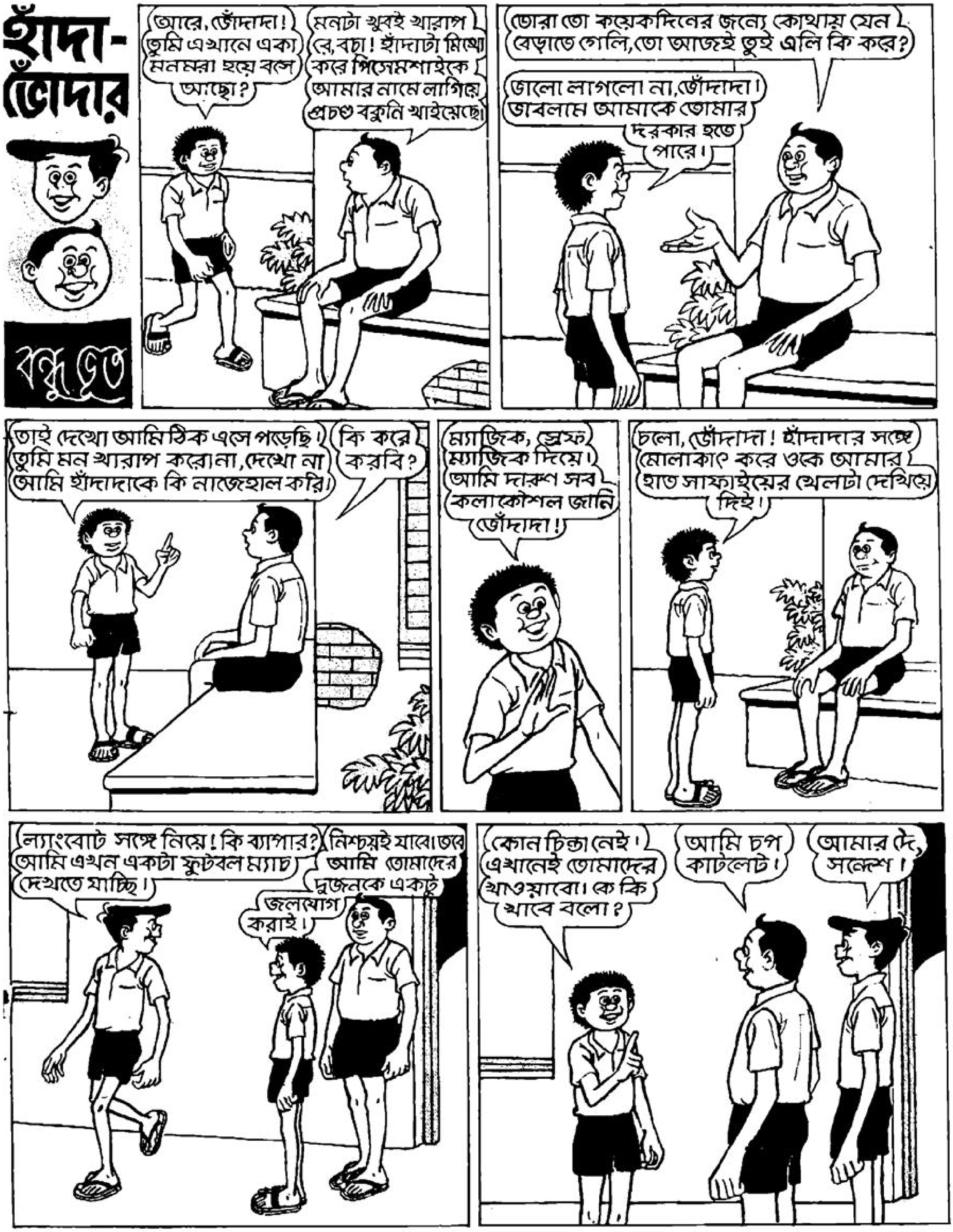

হাঁদা-ভোঁদার
সারমেয় সংবাদ
কোত্থেকে একটা ফেতি কুত্তা যোগাড় করেছিস রে, ভোঁদা ?
তোকে ফেতি কুত্তা বলছে রে, কেলুয়া!
দেখিয়ে দে তো কেলুয়া, তুই কেমন!
ও আর কি দেখাবে রে, ভোঁদা!
দেখলি তো কি রকম তেজ! ওকে ফেতি কুত্তা, নেড়ি কুত্তা বললে ভয়ানক রেগে যায়।
গর-র! গর-র!
ওরে বাবারে! কামড়াবে নাকি রে?
এই যে, ভোঁদা! আজ তোর নাকে একটা ঘুঁষি ঝেড়ে শোধ তুলবো!
চেষ্টা করে দেখো না!
আমার নাকে ঘুঁষি মারার শখ হয়েছে? ওকে ধর কেলুয়া!
উর্‌ফ!
আবার পরে-
এখানে একজন মনে করে তার কুকুরটাই ভয়ানক। আমরা এ ব্যাপারে দেখবো রে, কেলুয়া?
হেঃ হেঃ! সাবাশ, কেলুয়া! দেখিয়ে দে কে সেরা!
দেখছিস, হাঁদা, কি সাংঘাতিক তেজী কুকুর!

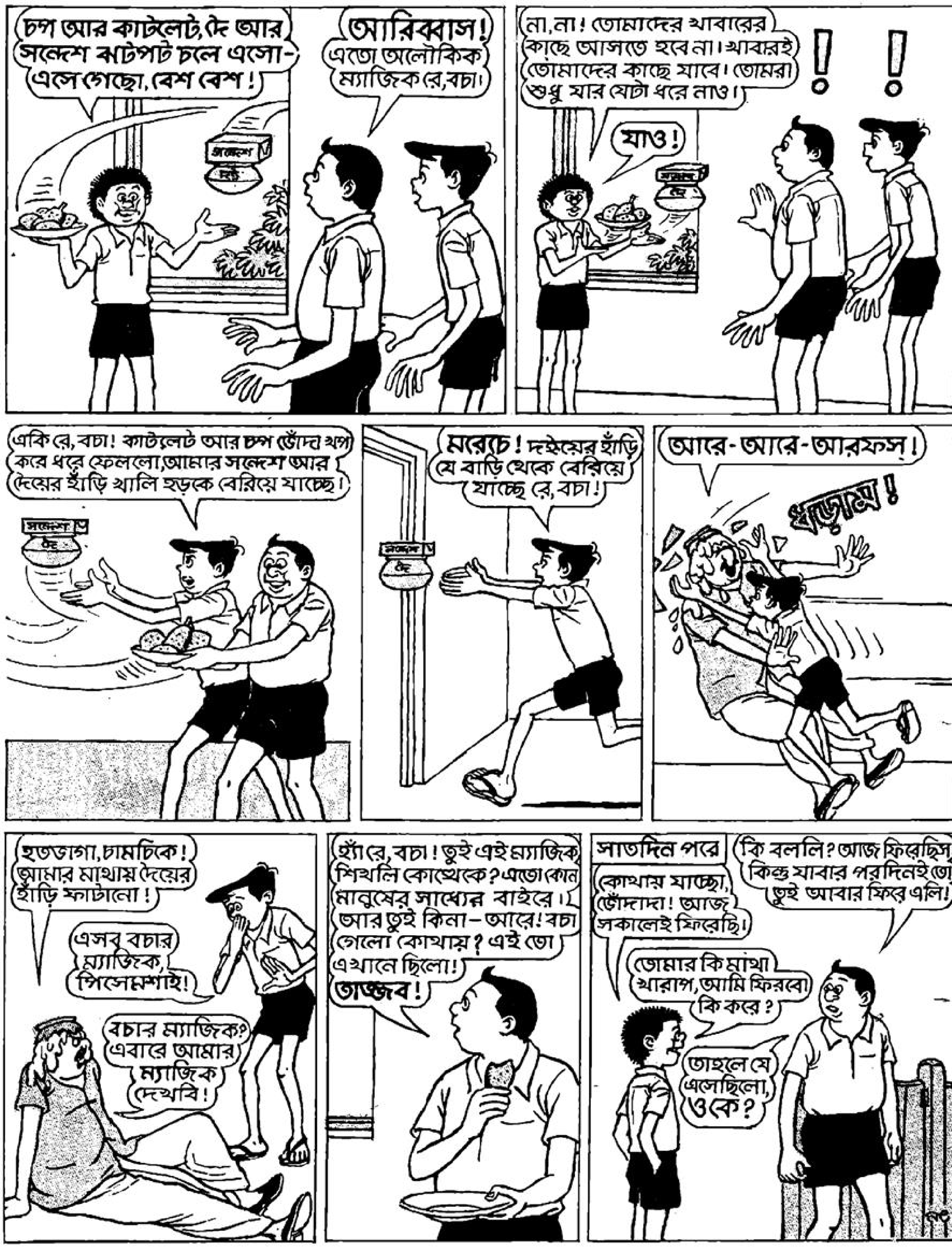

পরে-
মাছ ধরতে বেশ মজা, তাই না রে, কেল্টুয়া?
ওঃ! আরো একটা উঠেছে! আজ মাছে খুব খাচ্ছে। অনেক মাছ ধরা হয়েছে এবার বাড়ি যাওয়া যাক।
বাস ছেড়ে দিয়েছে রে, ভোঁদা! এই বাস আর ধরতে পারবি না।
ধরতে পারবো না? তবে দ্যাখ্ হাঁদা, এই বাসটাকেই ধরবো। কেল্টুয়া বাসটাকে থামা!
আরে! রাস্তার ওপর একটা কুকুর দেখতে পাচ্ছি! আমাকে ঝটপট গাড়িটা থামাতে হবে!
রাস্তা থেকে সরে যা, হতচ্ছাড়া কুকুর!
ঠিক আছে, কেল্টুয়া! আমি উঠে পড়েছি!
বাড়ি ফিরে-
এতক্ষণ কোথায় ছিলি, হতচ্ছাড়া! তোকে বলেছিলাম বাড়িতে থাকতে আর লনটার ঘাস ছাঁটতে!
দশ মিনিটের মধ্যে যদি এই ঘাস কাটা না হয় তবে আজ তোর খাওয়া বন্ধ!
হোঃ হোঃ! অসাধ্য কর্ম! এবার আর কুকুর দিয়ে উদ্ধার হবে না!
কিন্তু-
রেকর্ড টাইমে প্রায় সব শেষ হয়েছে। দেখেছিস, হাঁদা! কি দুর্দান্ত কুকুর আমার এই কেল্টুয়া!
হিঃ হিঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
অ্যাক্টিং
বাগানে বড়ো আগাছা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে দুজনে মিলে সব আগাছা সাফ করে ফেলবি।
ঠিক আছে, পিসেমশাই। আমরা সব সাফ করে দেবো।
পিসেমশাই যেতেই-
আমরা নয় তুই যাবি। হঠাৎ আমার পেটে বড়ো ব্যথা শুরু হয়েছে রে, ভোঁদা!
এই তো দিব্যি ছিলি, এমন কি হলো যে, হুট করে ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠলো!
উফ্! গেলুম!
উঃ! ওরে বাবা! গেছি রে!
পিসেমশাইকে গিয়ে জানাই যে তোর এই হাল।
হাঁদা বলছে ওর নাকি ভয়ানক পেট ব্যথা করছে। তাই আগাছা তুলতে পারবে না।
সেকি রে! চলতো দেখি।
উফ্! আফ্! মলুম!
মনে হচ্ছে বদহজমে পেটে গ্যাস হয়ে ব্যথা হচ্ছে।
উঃ! আঃ!
চুপ করে শুয়ে থাক, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।
পিসেমশাইয়ের তৈরি এই পাঁচন ওষুধটা পেট ব্যথার পক্ষে দারুণ কার্যকরী, হাঁদা! শুধু বিষ তেঁতো এই যা।
ওই পাঁচন তো তুই খাবি রে, ভোঁদা! আমি খেতে যাবো কোন দুঃখে! আমার কিছু হয়েছে নাকি? হিঃ হিঃ!



আচ্ছা! পেট ব্যথা নিয়ে এতোক্ষণ যা করলি সেটা তাহলে অ্যাক্টিং!
অবশ্যই! এটা না করলে এতোক্ষণ আগাছা তুলতে হতো।
কিন্তু এর জন্যে তোকে তো পিসেমশাইয়ের তেঁতো পাঁচন গিলতে হবে।
পাঁচন রেখে গেলে তোকেই খাইয়ে দেবো রে, ভোঁদা!
আগে পাঁচন আসুক তারপর কি হয় দ্যাখা যাবে।
পিসেমশাই আসছেন রে, হাঁদা!
আসছেন? ওরে বাবা রে! গেলুম রে!
হতচ্ছাড়াটা কখন কোথায় অখাদ্য কুখাদ্য গিলবে আর আমাকে তার ঝক্কি সামলাতে হবে।
ওরে বাবা! এতো?
হ্যাঁ, এরকম এক গ্লাস না খেলে চলবে কেন! নে গ্লাসটা ধর।
এবার ঢক্ ঢক্ করে এক চুমুকে খেয়ে নে। হজম হবে আর ব্যথাও কমে যাবে, কিন্তু সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকবি।
ঢক্! ঢক্!
একটু পরে
পেটের ব্যথা তো ভড়কি, কিন্তু পাঁচন খেয়ে সত্যি খিদে চাগাড় দিয়ে উঠেছে রে, ভোঁদা! আজ মেনু কি রে?
পিসেমশাইয়ের কয়েক জন বন্ধু আসবে বলে আজ বিরিয়ানী চিকেন তন্দুরি আইসক্রীম...
উলস! আর বলিস না, ভোঁদা! পিসেমশাইকে ম্যানেজ করে যদি কিছু আনতে পারিস!
বলছিস যখন তখন গিয়ে বলতে পারি।
তোর জন্যে বিরিয়ানীর কথা বলতেই ভীষণ রেগে এই এক গ্লাস বার্লির জল দিয়ে বললেন সারাদিনে এই বার্লির জল ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তোর জন্যে আমি একটা কাজ করে দিতে পারি - দরজাটা খুলে রাখছি-
– তুই নাক ভরে রান্নার সুগন্ধ নে!
বেরো!

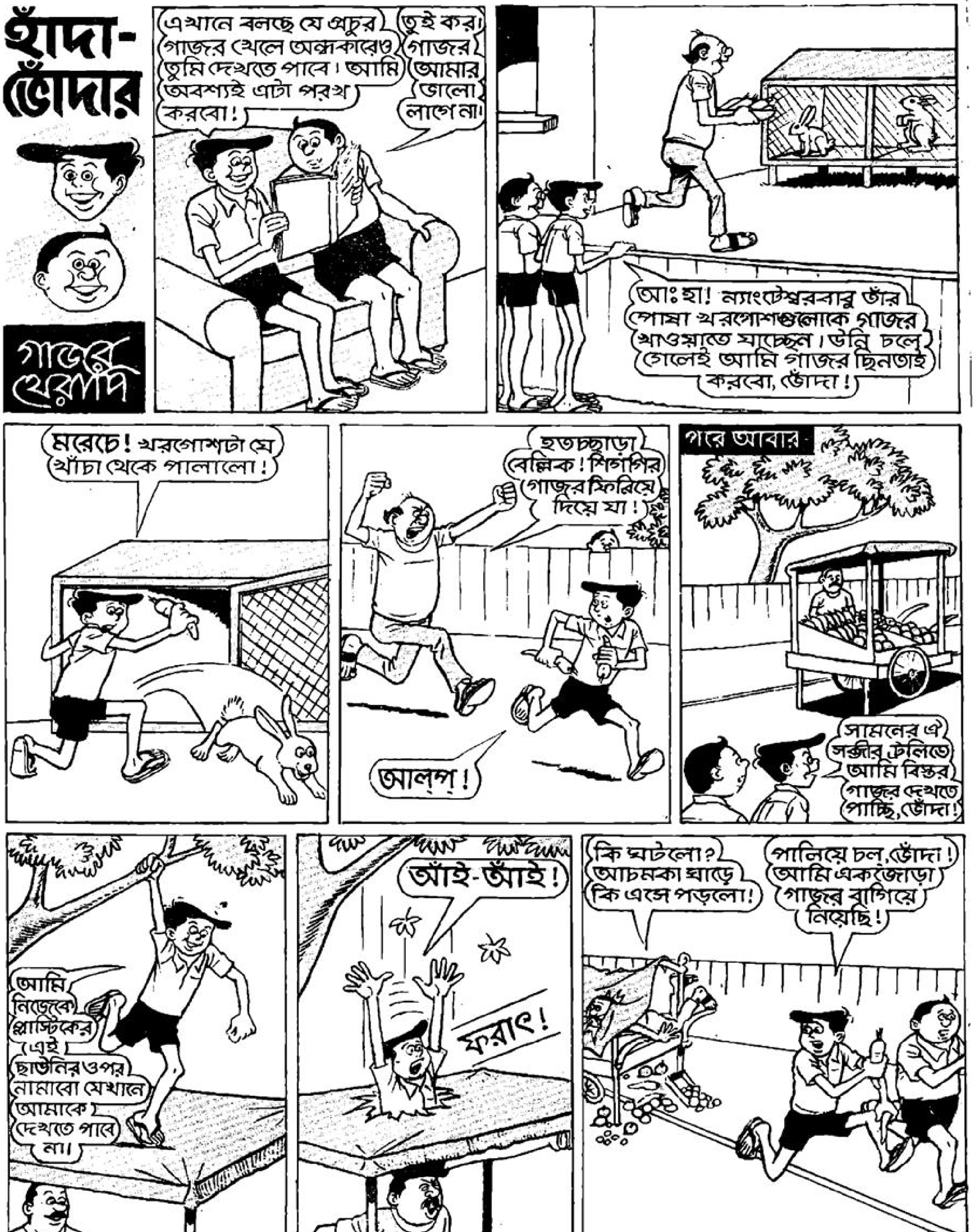

হাঁদা-ভোঁদার
বন্দু ভূত
আরে, ভোঁদাদা! তুমি এখানে একা মনমরা হয়ে বসে আছো?
মনটা খুবই খারাপ রে, বচা! হাঁদাটা মিথ্যে করে পিসেমশাইকে আমার নামে লাগিয়ে প্রচণ্ড বকুনি খাইয়েছে।
তোরা তো কয়েকদিনের জন্যে কোথায় যেন বেড়াতে গেলি, তো আজই তুই এলি কি করে?
ভালো লাগলো না, ভোঁদাদা। ভাবলাম আমাকে তোমার দরকার হতে পারে।
তাই দেখো আমি ঠিক এসে পড়েছি। তুমি মন খারাপ করো না, দেখো না আমি হাঁদাদাকে কি নাজেহাল করি।
কি করে করবি?
ম্যাজিক, স্রেফ ম্যাজিক দিয়ে। আমি দারুণ সব কলাকৌশল জানি ভোঁদাদা!
চলো, ভোঁদাদা! হাঁদাদার সঙ্গে মোলাকাৎ করে ওকে আমার হাত সাফাইয়ের খেলটা দেখিয়ে দিই।
ল্যাংবোট সঙ্গে নিয়ে! কি ব্যাপার? আমি এখন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাচ্ছি।
নিশ্চয়ই যাবে। তবে আমি তোমাদের দুজনকে একটু জলযোগ করাই।
কোন চিন্তা নেই। এখানেই তোমাদের খাওয়াবো। কে কি খাবে বলো?
আমি চপ কাটলেট।
আমার দে, সন্দেশ।


চপ আর কাটলেট, দৈ আর সন্দেশ ঝটপট চলে এসো— এসে গেছো, বেশ বেশ!
আরিব্বাস! এতো অলৌকিক ম্যাজিক রে, বচা।
না, না! তোমাদের খাবারের কাছে আসতে হবে না। খাবারই তোমাদের কাছে যাবে। তোমরা শুধু যার যেটা ধরে নাও।
যাও!
!
!
একি রে, বচা! কাটলেট আর চপ ভোঁদা খপ্ করে ধরে ফেললো, আমার সন্দেশ আর দৈয়ের হাঁড়ি খালি হড়কে বেরিয়ে যাচ্ছে।
মরেছে! দইয়ের হাঁড়ি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রে, বচা!
আরে-আরে-আরফস্!
খড়োম্!
হতভাগা, চামচিকে! আমার মাথায় দৈয়ের হাঁড়ি ফাটানো!
এসব বচার ম্যাজিক, পিসেমশাই!
বচার ম্যাজিক? এবারে আমার ম্যাজিক দেখবি!
হ্যাঁ রে, বচা! তুই এই ম্যাজিক শিখলি কোত্থেকে? এতো কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে। আর তুই কিনা— আরে! বচা গেলো কোথায়? এই তো এখানে ছিলো!
তাজ্জব!
সাতদিন পরে
কোথায় যাচ্ছো, ভোঁদাদা! আজ সকালেই ফিরেছি।
কি বললি? আজ ফিরেছিস্! কিন্তু যাবার পরদিনই তো তুই আবার ফিরে এলি!
তোমার কি মাথা খারাপ, আমি ফিরবো কি করে?
তাহলে যে এসেছিলো, ওকে?


আরে, এই জুতোর ব্যাপারে অন্য জিনিসও আছে যা তুই দেখে নিতে ভুলে গেছিস হাঁদা!
বটে, সেটা কি?
জুতোর সোল!
আঘ্‌রাহ্‌!
বাপ রে! ক্ষেপে একেবারে লাল হয়ে গেছে!
গরর! এর ফল তোকে পেতে হবে!
হতচ্ছাড়াটাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি! এবার জুতো পালটে আড্ডাঘরটা একটু মেরামত করে নি।
কিছু পরে
এই তক্তাটা দেখছি ঢিলে। পেরেক ঠুকে এটাকে এঁটে দিই।
আমার মুখে পদাঘাত করে এখানে পালিয়ে এসে ভেবেছে ওকে পাবো না। এবার দেখাচ্ছি মজা!
আঁউফ্‌! এটা কি ছিলো? ওয়াইচ্‌!
হিঃ হিঃ! তুই ভুল পেরেকে ঘা মেরেছিস, ভোঁদা!
ওয়াহ্‌!
তুই তো এটা করলি, হতচ্ছাড়া!


হাঁদা-ভোঁদার
দাদাগিরি
এখুনি আমাকে একটা বিশেষ কাজে বেরোতে হচ্ছে। ফিরতে দেরী হবে। তোরা আজ বাজারটা করে নিয়ে আয়!
ঠিক আছে, পিসেমশাই! কোন অসুবিধে হবে না!
বাজারের ব্যাগ ওকে দিয়েছেন, ঠিক আছে, কিন্তু টাকাটা আমাকে দেবেন।
কেন, ব্যাগটা ও নেবে আর টাকাটা তোকে দেবো কেন?
কারণ ও অসাবধানী আর অন্যমনস্ক! হয়তো টাকাটা কোথাও ফেলে দেবে নয়তো কেউ ওর পকেট মেরে দেবে। ব্যাগ হারালে ক্ষতি নেই, টাকা হারালেই মুস্কিল!
ঠিক আছে।
দেখলি তো, কেমন তোর হাতে ভুষিমাল দিয়ে আসলি মাল নিজে নিলুম। একটা ভালো ফাইটিং সিনেমা এসেছে—
মার-মার, মার ব্যাটাকে!
কি ব্যাপার রে, হাঁদা? ওখানে আবার কিসের ফাইটিং হচ্ছে রে?
কি জানি! দাঁড়া, জিজ্ঞেস করে দেখি!
আচ্ছা, দাদা! ওখানে এতো মারপিট কিসের জন্যে?
এক ব্যাটা পকেটমার নাকি ধরা পড়েছে, তাই সবাই ব্যাটাকে ধোলাই দিচ্ছে। আমিও যাচ্ছি দু'ঘা লাগাতে।


পকেটমার! গেলো সপ্তাহে এক ব্যাটা পকেটমার একটা দারুণ সিনেমা দেখা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছিলো। টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি পকেট থেকে টাকা হাওয়া। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে,
কোথাও পকেটমার পেলেই প্রতিশোধ নেবো!
তুই এখানেই দাঁড়া, ভোঁদা! আমিও ব্যাটাকে দু'চার ঘা লাগিয়ে আসি।
ওরে, হাঁদা! গণ্ডগোলে যাস না, ফিরে আয়!
সরে যান- সরে যান। আমি বদমাইশটার মুখে গোটা কয়েক মুষ্ট্যাঘাত করে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করি।
এ আবার কে রে? ওটার স্যাঙাৎ নাকি? এটাকেও লাগা!
মার-মার! এটাকেও মার!
এটা নির্ঘাত ওটার চ্যালা, কায়দা করে গুরুকে উদ্ধার করতে এসেছে।
এই বয়েসেই এই লাইন ধরেছে!
তাহলে একেও আচ্ছা করে লাগানো যাক!
বেদনাদায়ক দশ মিনিটের পর-
গোঁও-গোঁওও!
পকেটমার মারতে গিয়ে তোর এই হাল হলো কি করে?
পকেটমারটার চ্যালা ভেবে আমার এই হাল করেছে, ভোঁদা!
পরে-
বাজারের টাকাটাও ভিড়ের মধ্যে কে পকেট মেরে নিয়েছে!
বাড়ি গেলে তবে তো!
তখন তোকে বারণ করলুম যে, যাস না। এবার বাড়ি ফিরে আমার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনলে, ওরা তো শুধু তোর এই হাল করে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পিসেমশাই তোর ছাল তুলে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু পূরণ করে ফেলবে।



হাঁদা-ভোঁদার
গাজরে থেরাপি
এখানে বলছে যে প্রচুর গাজর খেলে অন্ধকারেও তুমি দেখতে পাবে। আমি অবশ্যই এটা পরখ করবো!
তুই কর। গাজর আমার ভালো লাগে না।
আঃ হা! ন্যাংটেশ্বরবাবু তাঁর পোষা খরগোশগুলোকে গাজর খাওয়াতে যাচ্ছেন। উনি চলে গেলেই আমি গাজর ছিনতাই করবো, ভোঁদা!
মরেচে! খরগোশটা যে খাঁচা থেকে পালালো!
হতচ্ছাড়া বেল্লিক! শিগগির গাজর ফিরিয়ে দিয়ে যা!
আলপ্!
পরে আবার-
সামনের ঐ সব্জীর ট্রলিতে আমি বিস্তর গাজর দেখতে পাচ্ছি, ভোঁদা!
আমি নিজেকে প্লাস্টিকের এই ছাউনির ওপর নামাবো যেখানে আমাকে দেখতে পাবে না।
আঁই-আঁই!
ফরাৎ!
কি ঘটলো? আচমকা ঘাড়ে কি এসে পড়লো!
পালিয়ে চল, ভোঁদা! আমি একজোড়া গাজর বাগিয়ে নিয়েছি!


পরে আবার-
আমি জানি কোথায় অনেক পাওয়া যাবে। টংকুবাবুর খামারে অনেক আছে।
আমি তোর গাজরে অভিযানে আর নেই, হাঁদা!
হ্যাঁঃ! ঐতো উনি ওঁর পোষা রামছাগলটাকে থলে ভর্তি গাজর খেতে দিচ্ছেন।
এই হচ্ছে আইডিয়া, বোঁটকা! এই চমৎকার রসালো গাজরটার পেছনে দৌড়ো!
হিঃ হিঃ! বোঁটকা এখন দড়ির প্যাঁচে আটকা, তাই এখন আমি ওর গাজর নিতে নিজেকে নিজেই সাহায্য করতে পারবো!
মরেচে! বোঁটকা খুঁটি উপড়ে ফেলে মালিককেই তুসিয়ে দিয়েছে!
দমাস!
গেছিরে!
শিগগিরই-
এই যে, আপনাদের হাঁদা আমাদের যথেষ্ট হেনস্তা আর ক্ষতি করেছে!
ভাববেন না। ব্যবস্থা নেবো!
গেছি!
আমি সিঁড়ির নীচের এই ছোট ঘরটায় লুকোচ্ছি, ভোঁদা! খবরদার লিক আউট না হয়!
মরেচে! আমি কোথায় যাচ্ছি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! আর আমি ভিজে কিছুতে পা দিয়ে ফেলেছি!
আমি তোর গলা শুনতে পেয়েছি আর এই অন্ধকারেই তোকে এমন গো বেড়েন দেবো যে, নষ্টামী করার ফল টের পেয়ে যাবি!
বাহ্! অন্ধকারে দেখতে পাবার জন্যে গাজর আমাকে কোন সাহায্যই করেনি!

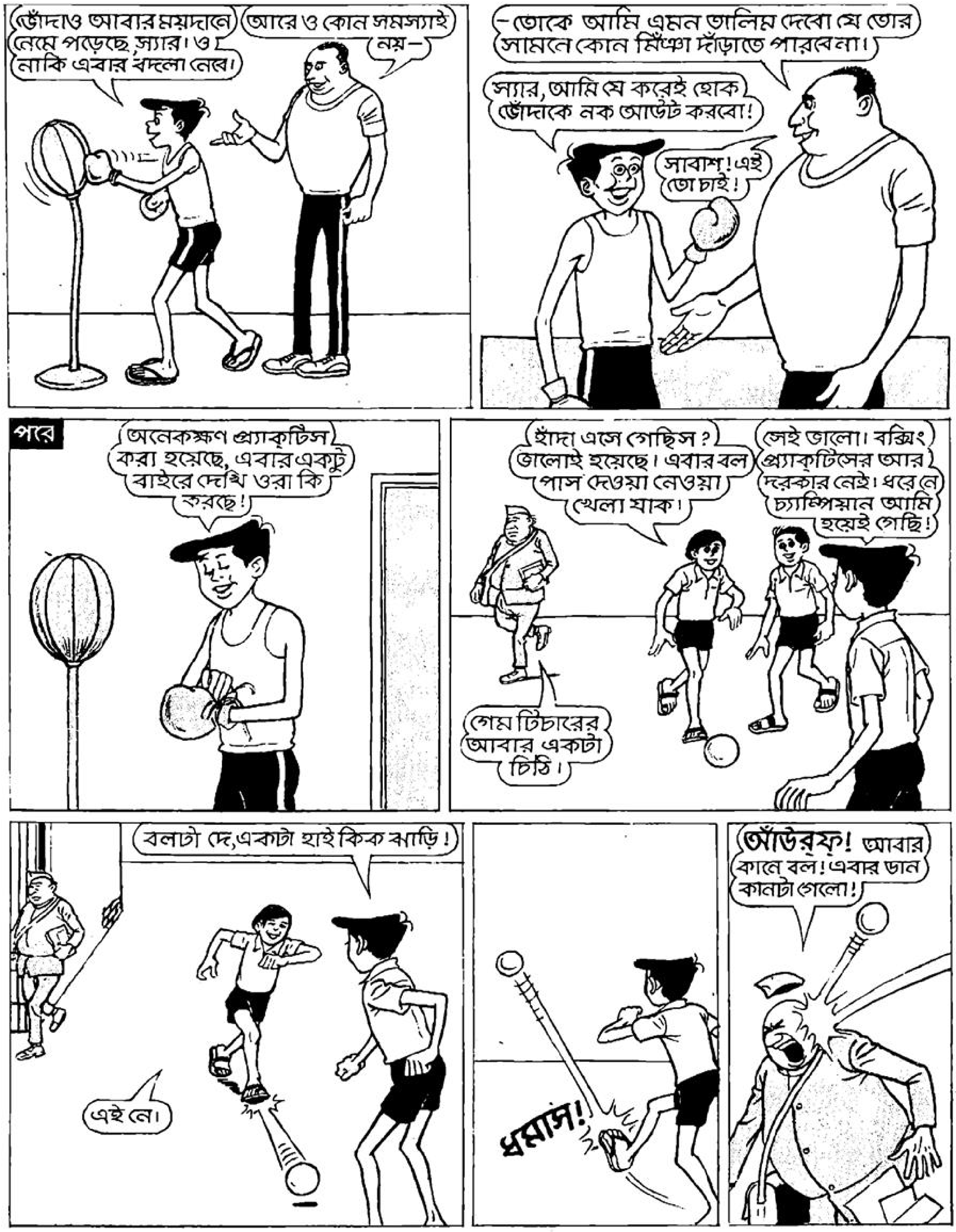

হাঁদা-ভোঁদার
বন্ধুর জন্মদিনে
আমরা আমাদের এক বন্ধু বোঁটকার জন্মদিনের প্যার্টিতে যাচ্ছি। সেখানে অবশ্যই উপাদেয় খাদ্যের বন্দোবস্ত থাকবে!
পার্টিতে
বন্ধুরা! আমরা একটা বেলুন রেস করবো। যে আগে বেলুনটা পুরো ফোলাতে পারবে সে একটা পুরস্কার পাবে!
ঠিক আছে, বোঁটকা!
বাহ্! এটা একটা দুঃসাধ্য কর্ম!
ফুফ্!
ফুফ্! ফুফ্!
ফুফ্! ফুঃ!
আমিই প্রথম!
খুব ভালো করেছিস, ন্যাদা। এই যে তোর পুরস্কার!
এবার আমরা অন্য খেলা খেলি!
ফুঁ দিয়ে যে এই কাগজের মাছ আগে ঘরের অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে পারবে সে একটা পুরস্কার পাবে!
এবারে পুরস্কারটা পাচ্ছে, হাঁদা।
উঃ! চকোলেটের একটা বড় বাক্স!
এবার পোঁটা আর ভোঁদার মধ্যে ফুঁ দিয়ে বল খেলা হবে, বন্ধুগণ!


হুররর্‌রাহ! এটা পোঁটার আর একটা গোল!
ইস! পোঁটা একটা ফল জেতি প্লেট পেলো!
আর তুই সব ব্যাপারেই ফেলিওর, ভোঁদা!
বোঁটকার বাবা ঢুকলো
আমি বোঁটকাকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেবো যদি ও এক ফুঁয়ে সবগুলি মোমবাতি নিভিয়ে ফেলতে পারে।
শাবাস, বোঁটকা! এটা তুই পেরেছিস!
এই যে তোমার পুরস্কার, বোঁটকা! বিরাট এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশ!
আহ্‌! এটা আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে!
তোরা এই স্ট্রগুলো নে! আমি অন্য একটা খেলার কথা ভেবেছি!
খুবই ভালো কথা!
ফুঁয়ের ব্যাপারে আমি হয়তো বেশী ভালো না হতে পারি। কিন্তু টানার ব্যাপারে আমি চ্যাম্পিয়ান!
সুড়ুৎ!
সুড়ুৎ!
সুড়ুৎ!
হুররাহ্‌! বোঁটকার বাবা এটা আমাকে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দিয়েছে!
ইঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
বক্সিং প্রতিযোগিতা
নাম দিয়ে দাও, ভোঁদাদা। গতবার হাঁদাদা তোমাকে হারিয়েছিলো। এবার তার বদলা নাও।
নোটিশ
স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতা
গেম টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ করো
বলছিস, বচা? তাহলে গেম টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ করি।
স্যার, এবারও আমি স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামতে চাই।
বেশ, লিস্টে তোমার নাম দিয়ে দেবো।
এবার তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস শুরু করে দাও, ভোঁদাদা।
ঠিক কথা বলেছিস, বচা।
সেই মতো
কি রকম হচ্ছে রে, বচা?
দারুণ হচ্ছে, ভোঁদাদা। চালিয়ে যাও।
ওদিকে
এবার তোকে হারাবার জন্যে ভোঁদা একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে, রে, হাঁদা।
লাগতে দে।
গত প্রতিযোগিতায় নক আউট করিনি, এবারে ওটা করে দেবো।
তুই এবারে বলটা আমার দিকে দে।
ঠিক আছে, হাঁদা।
অ্যাই, সাবধানে!
ওপস!
গদাম!
আরক্ষ! আমার কানটা গেলো!
মরেছে!



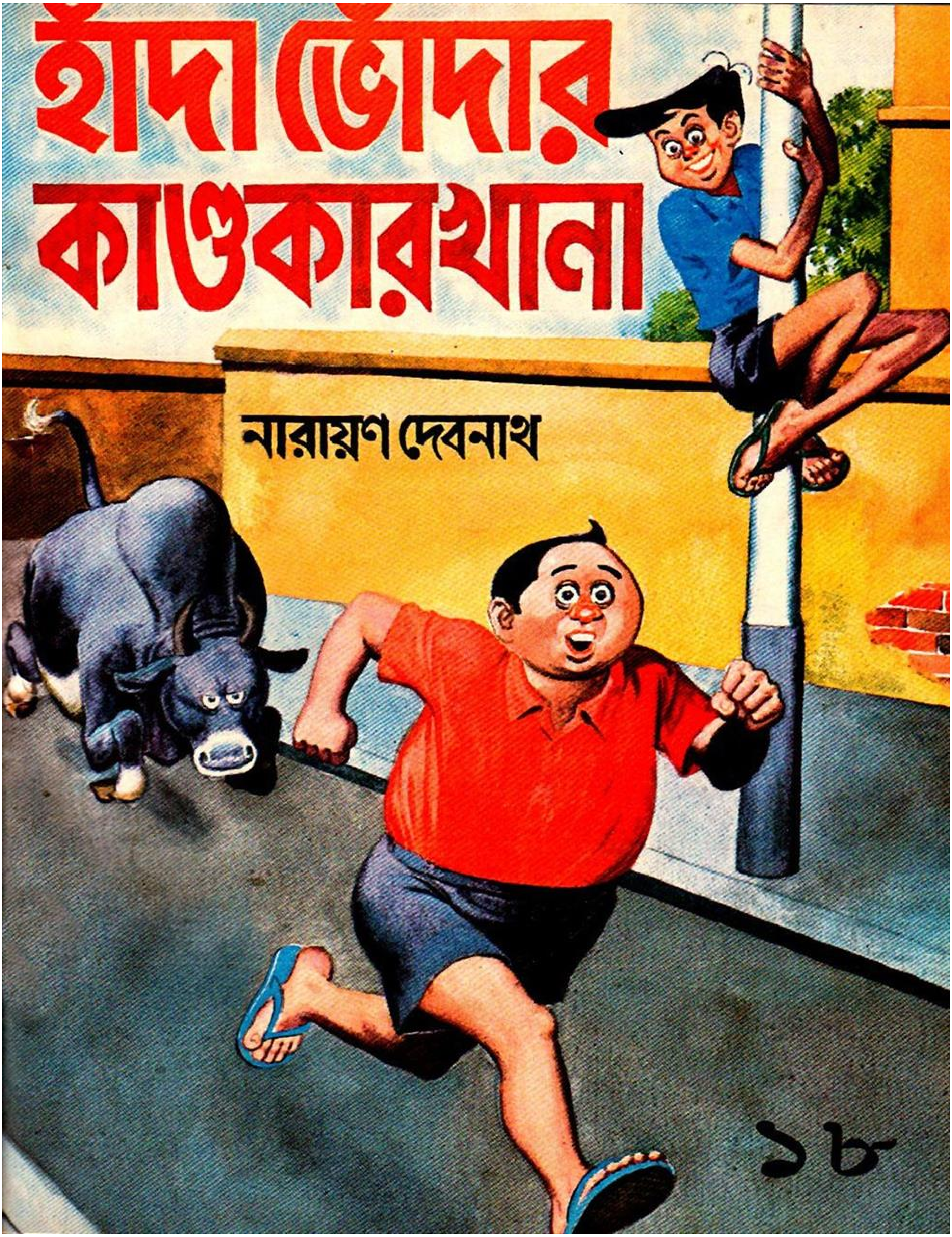
উরিব্বাস! শিগগির দৌড়ো!
গরর! পালাচ্ছিস কেন? ফিরে আয় অপগণ্ডের দল!
এই যে আপনার একটা চিঠি, গেম টিচার! আর আপনি ভবিষ্যতে আপনার কয়েকজন দস্যি শিষ্যের ওপর নজর রাখবেন।
ঠিক আছে। এই প্রতিযোগিতাটা শেষ হোক, তারপর দেখবো আপনার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে।
আরিব্বাস! স্কুলের সেরা বক্সারকে আর তার সঙ্গে তার প্রশিক্ষককেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
সেই মতো
সবাই জিমখানায় চলো। ওখানে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। বিশেষ করে হাঁদাকে।
কেন, স্যার! আমার তো প্র্যাকটিস করাই আছে।
শোন, হাঁদা! তুই তো গতবারের চ্যাম্পিয়ান। এবারও যদি জিততে পারিস তবে চ্যাম্পিয়ানশিপের সঙ্গে বিশেষ পুরস্কার পাবি।
তাহলে তো প্র্যাকটিস করতেই হয়, স্যার!
সুতরাং
এরপর রোজ শ্যাডো প্র্যাকটিস করে যাবি।
ঠিক আছে, স্যার!


ভোঁদাও আবার ময়দানে নেমে পড়েছে, স্যার। ও নাকি এবার বদলা নেবে।
আরে ও কোন সমস্যাই নয়—
—তোকে আমি এমন তালিম দেবো যে তোর সামনে কোন মিঁঞা দাঁড়াতে পারবে না।
স্যার, আমি যে করেই হোক ভোঁদাকে নক আউট করবো!
সাবাশ! এই তো চাই!
পরে
অনেকক্ষণ প্র্যাক্‌টিস করা হয়েছে, এবার একটু বাইরে দেখি ওরা কি করছে!
হাঁদা এসে গেছিস? ভালোই হয়েছে। এবার বল পাস দেওয়া নেওয়া খেলা যাক।
সেই ভালো। বক্সিং প্র্যাক্‌টিসের আর দরকার নেই। ধরে নে চ্যাম্পিয়ান আমি হয়েই গেছি!
গেম টিচারের আবার একটা চিঠি।
বলটা দে, একটা হাই কিক ঝাড়ি!
এই নে।
ধমাস!
আঁউরফ্‌! আবার কানে বল! এবার ডান কানটা গেলো!


মরেছে! আবার সেই পোস্টম্যান!
ছুঁচো, পাজি, ধরতে পারলে মজা দেখিয়ে দেবো।
প্রতিযোগিতা শুরুর আগে
কেন মিছিমিছি লোক হাসাবি, ভোঁদা! তার চেয়ে আমাকে ওয়াক-ওভার দিয়ে দে! হেঃ হেঃ!
না, লড়াই থেকে আমি নড়ছি না।
তুই তো ভালোই লড়িস, তবুও যেভাবে তালিম দিয়েছি সেই ভাবে লড়লেই বাজিমাৎ করে দিবি, হাঁদা!
ঘাবড়িও না, ভোঁদাদা! লড়ে যেও।
আঃহা! এইতো রেফারি এসে গেছেন! চমৎকার! এবার জলদি শুরু করা যাবে!
একি! তুই! এবারে তুই কোথায় পালাবি রে, হাড়গিলে!
রেফারি
ওরে বাবা! সেই পোস্টম্যান!
বাঁচাও! হেল্প! আমি কেটে পড়ছি!
পালাচ্ছিস কোথায়? ফিরে আয় বলছি!
বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ভোঁদাদার জয়!
হাঁদা আমাকে ওয়াক-ওভার দিতে বলেছিলো, উল্টে ওই এখন আমাকে রানিং ওভার দিচ্ছে!
অপদার্থ!
রেফারি
বাঁচাও!



ঠিক বলেছিস! আর সেই জন্যে এটাও!
ওয়াফ্!
তোর লাগানো পেরেকটা এখন ভালো কাজ দেবে!
গোঁওও! আমাকে ছেড়ে দে বলছি!
গরর! আমাকে নামিয়ে দে, ছুঁচো!
পেরেক
হেঃ হেঃ! এখন তুই এখানেই থাক, ভোঁদা। তোর পেরেকগুলি আমি ধার নিচ্ছি!
আরঘ্হ!
গরর্! এবার আমি আমার ওপর এই উৎপীড়নের বদলা নেবো!
হঠাৎ
ভোঁদা! তুই তোর জামার এই অবস্থা কি করে করেছিস?
মরেচে! মা!
বাড়ি থেকে একটু বেরিয়েছি কি অমনি একটা কিছু ঘটাবে!
আঁফ্!

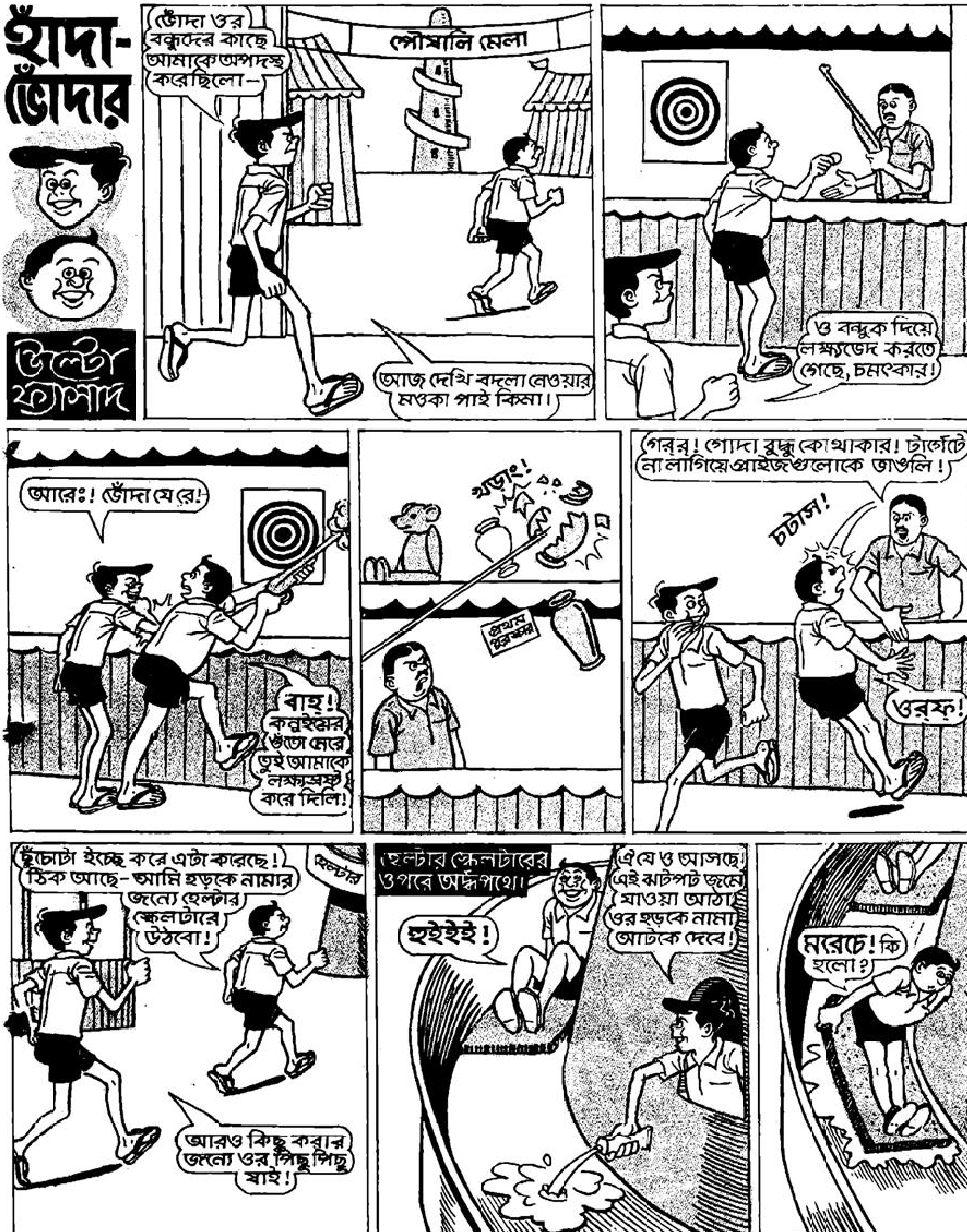

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৮


হাঁদা-ভোঁদার
সাহায্যের হাত
এই যে, ভোঁদাদা! আজ আমরা নানারকম আমাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করবো!
খুব ভালো! তাহলে আমিও তোদের সঙ্গে গিয়ে জিনিসপত্র সাজাতে সাহায্য করবো!
ওরা ওদের তৈরি জিনিস বেচবে! নির্ঘাত সেসব মিষ্টি জিনিস! ভোঁদাটা ওদের সঙ্গে ভিড়েছে! আমিও যাবো ওদের সাহায্য করতে — অবশ্যই নিজেকে!
হেঃ হেঃ!
বাদামপাটালির ট্রেটা জানালার কাছে টেবিলের ওপর রাখো, ভোঁদাদা!
ঠিক আছে, পুঁটি!
বাদামপাটালি! দারুণ! আঃ!
এই যে, ভোঁদা! আমি পাটালিটা নিচ্ছি!
মরেচে! হাঁদা যে রে!
কিন্তু তোকেও দু'এক টুকরো খেতে হবে!
সেল নানা ধরনের হাতের কাজ
অ্যাই! আমাদের বাদামপাটালি কোথায়?
ভোঁদাদা সব পাটালি খেয়ে ট্রেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে! দ্যাখ্‌-ওর মুখে লেগে আছে!
ওকে ধর!
সত্যি বলছি, আমি না, হাঁদা!
আমরা এখানে কোন চোরকে রাখতে চাই না!


আমার কোন কথাই ওরা শুনলো না, আর হাঁদা তো আবার ফিরে এলো বলে!
চল পুঁটি, ফেন্তি! কিচেনে গিয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে আসি!
খুব ভালো বলেছিস, বুঁচকি!
ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! এই আমার সুযোগ!
বাদামে পাটালিটা দারুণ করেছিলো! আমি আবার ফিরে গিয়ে দেখবো ওখানে আর কি জিনিস আছে!
ওরা ভোঁদাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে। মনে হয় আমার পক্ষে সুবিধেই হয়েছে!
এই যে, বালিকাবৃন্দ! তোদের পাটালি দারুণ ছিলো! এখন আমার জন্যে আর কি আছে?
আচ্ছা! তাহলে তুই-ই পাটালি খেয়েছিস?
উরিব্বাস! পোলাও! দুর্দান্ত!
কিন্তু, হাঁদাদা- উফ্!
উলস্! এখন আমাকে দেখতে হচ্ছে, কোন দিক থেকে শুরু করবো?
গ্রুবস্!
হিঃ হিঃ। আমি তোকে শুরু করিয়ে দিলাম, হাঁদা!
অনেক খেয়েছিস, এবার বেল্লুনির গুঁতো খেয়ে দ্যাখ্ কেমন লাগে!
হিঃ হিঃ! ও ভাবতেই পারেনি যে টেবিলের কাছের বাক্স থেকে কেউ বেরোতে পারে!
আর এটাও!
হাঃ হাঃ! আমার মনে হয় না হাঁদা আবার এসে উৎপাত করবে!
গোঁ-ও-ও-ও!


হাঁদা-ভোঁদার
ভ্যাকুয়ামের খেলা
ওহ! কি দুঃখের ব্যাপার, যে বইটা আমি চাই সেটা বেশ তফাতে ঐ বুককেসে রয়েছে!
আপনার জন্যে বইটা আমি এনে দিচ্ছি পিসেমশাই!
কোন দরকার নেই, হাঁদা! এক বিদেশী বন্ধুর পাঠানো এই জিনিসটাকে পরখ করে দেখি।
এই পোর্ট্যাবল্ ভ্যাকুয়াম টিউবটা সত্যিই একটা সুবিধাজনক গ্যাজেট!
আরিব্বাস!
দুর্দান্ত!
এমন কি আমার চেয়ারটাও নড়াতে হলো না!
ইকস! এটা দারুণ জিনিস!
ভোঁদাটাও চলে গেছে আর পিসেমশাইও বই পড়ায় ব্যস্ত। এই তালে আমি এটা নিয়ে নিজে কিছু পরীক্ষা চালাই।
আমি দেখি এটা এখানে কেমন কাজ করে।
ইরক! আমার বলটা কোথায় গেলো?
হাঃ হাঃ! বেচারা বচা শূন্যেই শুধু লাথি হাঁকড়ালো!
স্যাক!
গরর! এর প্রতিফল তুমি আমার কাছ থেকে পাবে, হাঁদাদা!
তাই বুঝি, হিঃ হিঃ!

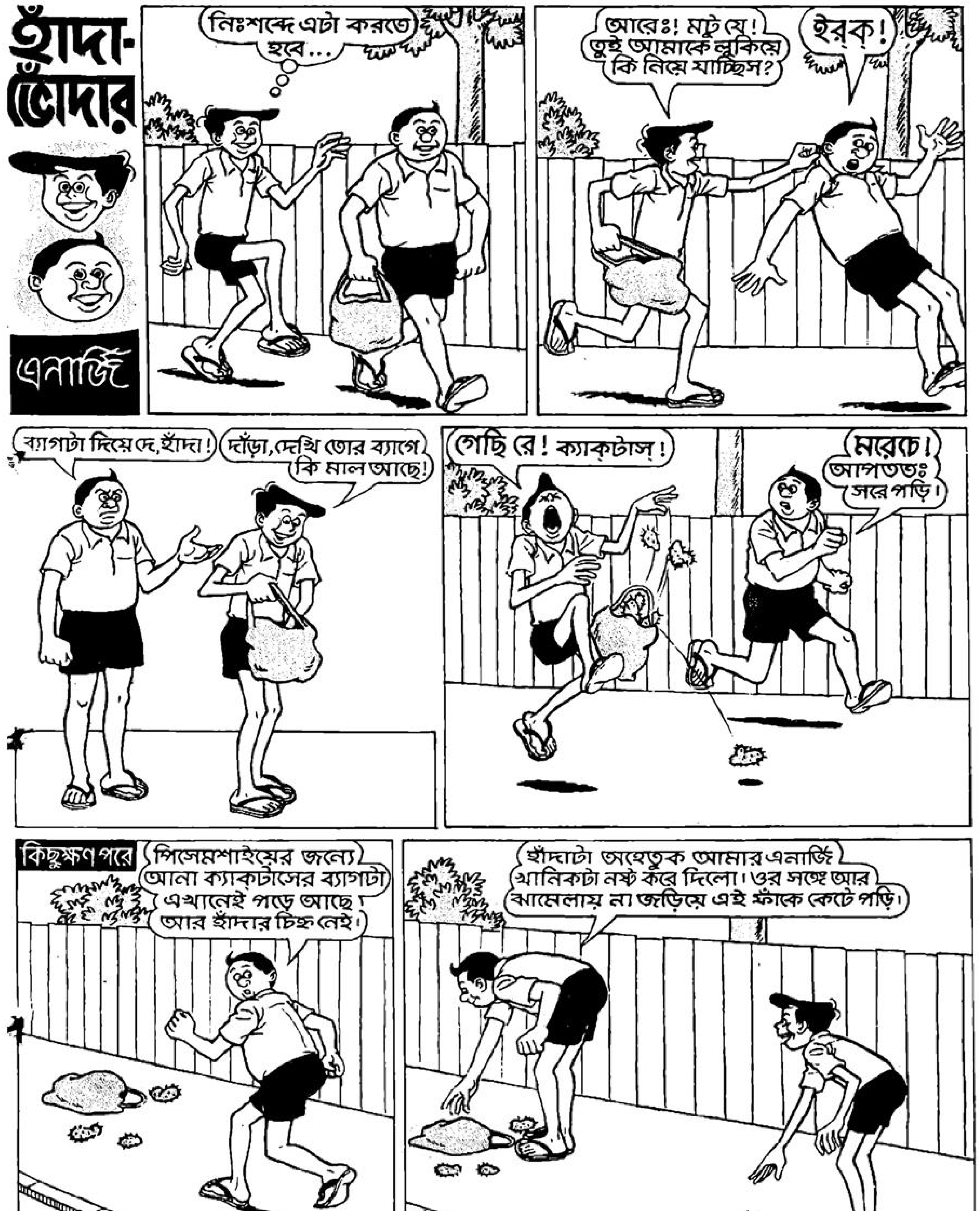

এক পায়ে জুতো পরে আমাকে তাড়া করা যে কি কষ্টকর সেটা টের পাবি!
অ্যাই!
স্যাক!
জুতো নেবার ইচ্ছে হলে ঝোপের থেকে খুঁজে নিক! হেঃ হেঃ!
আঃহা! লুকিয়ে খাবার জন্যে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে পার্কে এসেছিস, ভোঁদা! এটা মোটেই ভালো কথা নয়!
আমাকে লুকিয়ে খাওয়ার চেষ্টার অপরাধে আমি তোর স্যাণ্ডউইচটা নিয়ে নিলাম, ভোঁদা!
এটা কি হলো?
ম-ম-ম! দারুণ!
পিসেমশাইয়ের এটা হাতিয়ে এনে খুব তো কেরামতি দেখাচ্ছিস!
কিন্তু ওটাকে আমার একটা উপকারে লাগাতো। ঐ গাছে একটা জিনিস আটকে আছে, আমি ওটা নামাতে চাইছি!
ঠিক আছে!
কি সেটা? মডেল প্লেন? বল?
না রে, হাঁদা! তুই বোলতার একটা চাক নামিয়েছিস!
বাঁচাও! হেল্প!


হাঁদা-ভোঁদার
উল্টো ফ্যাসাদ
ভোঁদা ওর বন্ধুদের কাছে আমাকে অপদস্থ করেছিলো—
পৌষালি মেলা
আজ দেখি বদ্‌লা নেওয়ার মওকা পাই কিনা।
ও বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে গেছে, চমৎকার!
আরেঃ! ভোঁদা যে রে!
বাহ্‌! কনুইয়ের গুঁতো মেরে তুই আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলি!
খড়াং!
প্রথম পুরস্কার
গর্‌র্‌! গোদা বুদ্ধু কোথাকার! টার্গেটে না লাগিয়ে প্রাইজগুলোকে ভাঙলি!
চটাস!
ওরফ্‌!
ছুঁচোটা ইচ্ছে করে এটা করেছে! ঠিক আছে— আমি হড়কে নামার জন্যে হেল্টার স্কেলটারে উঠবো!
হেল্টার
আরও কিছু করার জন্যে ওর পিছু পিছু যাই!
হেল্টার স্কেলটারের ওপরে অর্দ্ধপথে।
হুইইই!
এই যে ও আসছে! এই ঝাটপট জলে যাওয়া আঠা ওর হড়কে নামা আটকে দেবে!
মরেচে! কি হলো?


উরফ্!
বাঁচাও!
হিঃহিঃ! এই দুর্ঘটনার ধাক্কায় ভোঁদাটা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে!
পরে
ঐ যে, ভোঁদা। গোদা গুবরেটাকে চূর্ণ করে আমি বদলার ইচ্ছেটা পূর্ণ করবো!
ওই তো, হাঁদা! আমি ওকে না দেখার ভান করি!
হিঃহিঃ! ছয় নম্বর দিয়ে ওর দুইকে শুইয়ে দেবো!
ঐ যে, ও পূর্ণগতিতে আসছে। ঠিক যা ভেবেছিলাম যেটা ও করবে।
একেবারে শেষ মুহূর্তে।
ইরক! এটা তো দেখছি একটা ফাঁদ! রেলিংয়ে ফাঁক - আর সেখানে একটা পাটাতন।
তোর অবতরণ সুখের হোক, হাঁদা!
প্রথম পুরস্কার
গেছি রে!
ওয়াহ্!
গরর! তোকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে, তুই আর কোন স্টল ভাঙচুর করতে যাবি না, পাজি নচ্ছার কোথাকার!
আরো গতি বাড়া হাঁদা, না হলে ওরা অতি শিগগির তোকে ধরে ফেলবে। হিঃ হিঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
পদদলন
হিঃহিঃ! কি মজার গল্প!
বই পড়ে ভোঁদাটা দেখছি খুব হাসছে! দ্যাখো, এখুনি ওর মুখের হাসি উবে যাবে!
ইঁয়্যারফ্!
তুই আমার পা মাড়িয়ে গেলি, হতচ্ছাড়া, পাজি!
মাড়িয়েছি নাকি?
ঠিক আছে, তাহলে তোর অন্য পাটাকেও দেবে দিয়ে ওটার সঙ্গে ম্যাচ করে দিই!
গেছি রে!
ওওঃ! আমার বেচারা দু'টো পা! কিন্তু আমিও এর শোধ তুলবো!
এইযে, শুনুন! এই খারাপ বানগুলো কি আমি নিতে পারি?
বেকারি
অবশ্যই পারো। ইচ্ছে করলে সব নিয়ে যাও!
বানগুলো তিন দিন আগের কিন্তু একজন আছে যে এগুলি আনন্দের সঙ্গে খাবে!

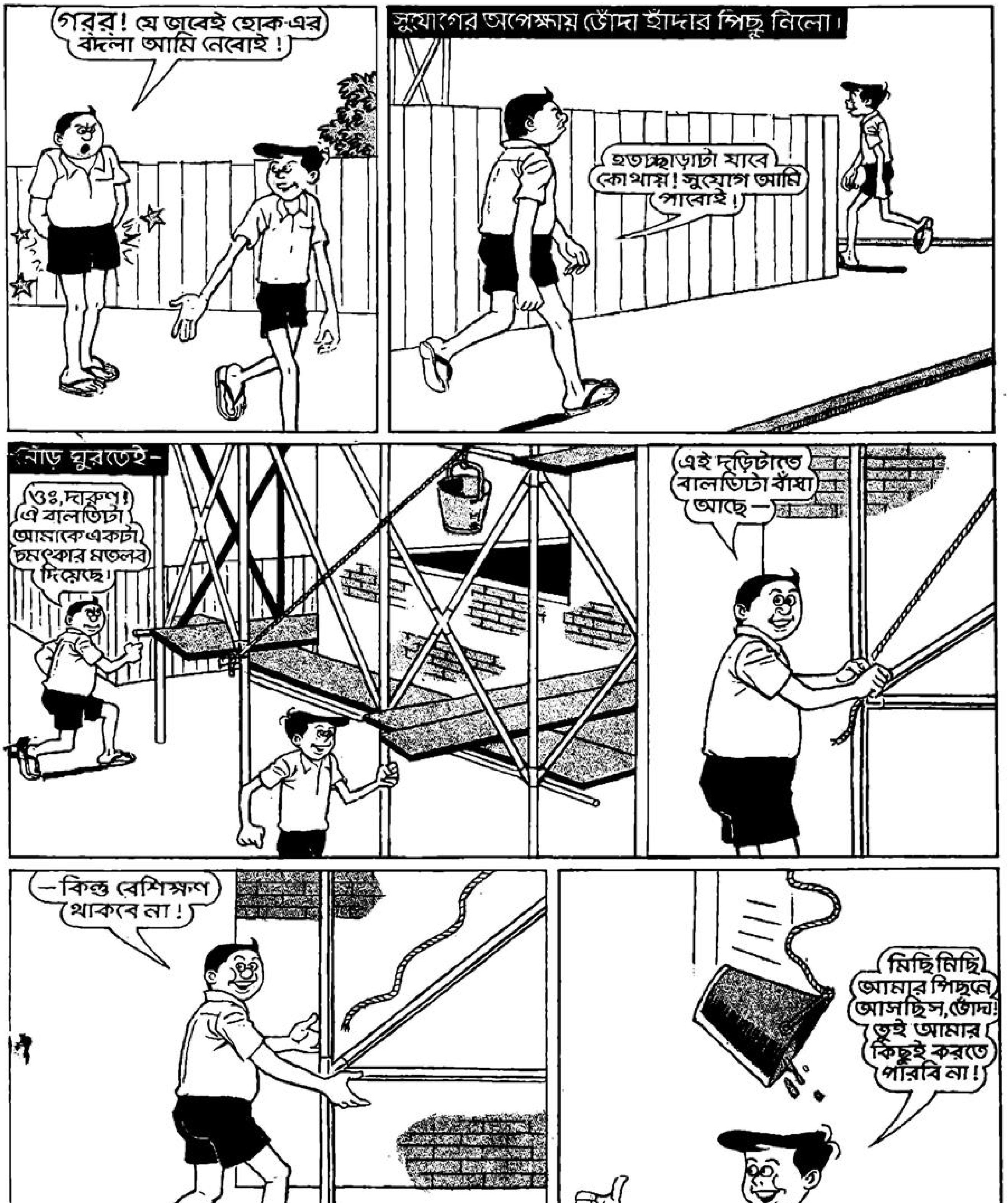

আয় চলে আয়, বাচ্চু! এটা জলযোগের সময়। আর আমার কাছে প্রচুর বান আছে!
আরিব্বাস!
আমি বানগুলো ফেলে যাই! ঠিক হচ্ছে, বাচ্চু! খেয়ে যাও!
আমি এগুলি সোজা হাঁদার আড্ডাঘর পর্যন্ত ফেলে রাখি...
অ্যাই, মনে করে দ্যাখ্ তুই আমার পা তোর পা দিয়ে দেবেছিলি।
অ্যাই! তুই এখানে ঢুকলি কি করে?
আনি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে!
অ্যাঁঃ?
ইয়্যাইরক! একটা বাচ্চা হাতি।
হিঃ হিঃ! পদদলনে আমরা এখন সমান! অবশ্য আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে তোর পা দলিয়েছি। এবার চলো দোস্ত তোমার জায়গায় তোমাকে রেখে আসি।


হাঁদা-ভোঁদার
এনার্জি
নিঃশব্দে এটা করতে হবে...
আরেঃ! মটু যে! তুই আমাকে লুকিয়ে কি নিয়ে যাচ্ছিস?
ইরক্!
ব্যাগটা দিয়ে দে, হাঁদা!
দাঁড়া, দেখি তোর ব্যাগে কি মাল আছে!
গেছি রে! ক্যাক্টাস্!
মরেছে! আপাততঃ সরে পড়ি।
কিছুক্ষণ পরে
পিসেমশাইয়ের জন্যে আনা ক্যাক্টাসের ব্যাগটা এখানেই পড়ে আছে আর হাঁদার চিহ্ন নেই।
হাঁদাটা অহেতুক আমার এনার্জি খানিকটা নষ্ট করে দিলো। ওর সঙ্গে আর ঝামেলায় না জড়িয়ে এই ফাঁকে কেটে পড়ি।

U R – 18


পরে
হতচ্ছাড়াটাকে এবার মজা দেখাচ্ছি!
ঐ যে ও আসছে!
এই দ্যাখ্ মজা!
ইয়ুফ
ঠিক তখনি
সর্বনাশ! আমার টায়ার!
ইরক্! পিসেমশাই!
গরর্! ভেতরে আয়!
ওহ্, না!
উফ্! আফস্! গেছি রে!
হাঃ হাঃ! শোনো তোমরা! আমি ওকে পেরেক লাগিয়েছি এখন পিসেমশাই পেরেকে হাতুড়ি ঠুকছেন!


যাবার আগে যেগুলি ও বাইরে ফেলেছিলো সেগুলি তুলে নিয়ে যাই।
ও ভেবেছে আমি ধারে কাছে নেই। আছি কিনা সেটা জ্বালোজ্বুবেই টের পাওয়াচ্ছি!
একটু আগে বলছিলি, যে, তোর এনার্জি নাকি কমে গেছে। তাই আমি তোকে ফুল এনার্জি দিয়ে দিচ্ছি, ভোঁদা।
আঁইক!
হিঃ হিঃ!
ইঁয়োফ্! ওরে আমার পা! উরফ্! শিগগির এসব বন্ধ কর।
হিঃ হিঃ!
তোর এনার্জিটা মনে হচ্ছে এখনো ঠিক মতো আসে নি, ভোঁদা!
একটু বোসে রেস্ট নে, দেখবি এনার্জি চড়চড়িয়ে উঠবে!
ইঁয়োফস!
দ্যাখ্ ভোঁদা যা বলেছিলাম। তোর এনার্জি এতো বেড়েছে যে, তুই কতটা ঊর্দ্ধলাফ দিয়েছিস!


গরর! যে ভাবেই হোক-এর বদলা আমি নেবোই!
সুযোগের অপেক্ষায় ভোঁদা হাঁদার পিছু নিলো।
হতচ্ছাড়াটা যাবে কোথায়! সুযোগে আমি পাবোই!
মোড় ঘুরতেই-
ওঃ, দারুণ! ঐ বালতিটা আমাকে একটা চমৎকার মতলব দিয়েছে।
এই দড়িটাতে বালতিটা বাঁধা আছে—
—কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না!
মিছিমিছি আমার পিছনে আসছিস, ভোঁদা! তুই আমার কিছুই করতে পারবি না!


ওইয়াহ্!
ধপাত!
উরফ্! আমার মাথায় বালতি এলো কোত্থেকে? এটা আমি খুলতে পারছি না!
হেল্প!
আরে, হাঁদাদা, ভোঁদাদা! তোমরা কি মাথায় বালতি চাপা দিয়ে কানামাছি খেলা খেলছো?
এখনো খেলিনি এবার খেলবো। তুই আসাতে ভালোই হয়েছে!
তোকে যা বললাম, বচা, আমাকে খালি একটু সাহায্য করবি।
ঠিক আছে, ভোঁদাদা!
শোন, হাঁদা! তোর মুণ্ডু থেকে বালতি খুলে দেবো কানামাছি খেলে। আমি আর বচা তোর আশেপাশে থাকবো। তুই যাকে আগে ধরবি সেই তোর মুণ্ডু থেকে বালতি খুলে দেবে।
বেশ, তাই হবে। তাড়াতাড়ি কর।
ব্যস, এবার খেল শুরু হবে, হাঁদা! দেখিস ফেল করিস না যেন।
হিঃ হিঃ! যে কোনো একটাকে ধরলেই হাঁদা ভালোভাবেই টের পাবে যে ভোঁদার পিছনে লাগার কি ফল!


হাঁদা-ভোঁদার
নারকেল
হোঁদলপাড়ার মাঠে নাকি দারুণ মেলা বসেছে! চল ভোঁদা, দেখে আসি!
ঠিক আছে, চল যাওয়া যাক।
কি বিরাট মেলা রে, মাইরি! কতো রকমের খেলা বসেছে! আচ্ছা, তুই ঐ ওখানে রাখা নারকেলটা ফেলতে পারলে নগদ পাবি পাঁচ টাকা।
দাঁড়া, আগে মেলা থেকে কেনা ভুট্টার খই শেষ করি তারপর নারকেলের খেলা।
এবার এই দ্যাখ্ — ওপস্!
হিঃ হিঃ! জঘন্য তোর টিপ, ভোঁদা!
মরেচে!
ঠকাস!
ওররফ্!
দ্যাখ্, হাঁদা! নারকেল স্থানচ্যুত হয়েছে!
সব ঠিক ঠাক আছে। নারকেলটা আমি ফেলেছি, সুতরাং তুমি আমাকে পাঁচ টাকা দেবে।
তাজ্জব! নারকেলে বল লাগলো না অথচ পড়ে গেলো।
আরেঃ! আমি এটাকে ভাঙতেই পারছি না!
মরেচে! আমার ঠ্যালাগাড়ির একদিকের তক্তা খুলে গেছে! এবার আমি ময়লা ফেলবো কেমন করে!



আমার নারকেল দিয়ে আমি তোমার ঠ্যালাগাড়ির তক্তা সেঁটে দিলুম।
ঠকাস! ঠকাস!
দারুণ উপকার করলে তুমি, ভোঁদা! এই নাও কিছু পুরস্কার!
অনেক ধন্যবাদ!
পরে
যাঃ! দূর হ' হতচ্ছাড়া কুকুর!
বুড়ো লোকটাকে কুকুরটা ভয় দেখাচ্ছে।
গরর!
হতচ্ছাড়া কুকুর! এই দ্যাখ্ ভয় দেখাবার ফল!
এটা খুবই সাহসের কাজ! তোমার সাহসিকতার জন্যে এই সামান্য পাঁচ টাকা পুরস্কার!
ধন্যবাদ, দাদু!
ফাউন্ড্রী
নানা ভাবে ব্যবহার করেও এটাকে ভাঙতে পারিনি। এখন দেখি হাইড্রোলিক প্রেসারে ভাঙতে পারি কিনা!
গদাম!
ভেঙেছে!
ফটাস!
বাহ্! ব্যাটা পচা নারকেল দিয়ে ঠকিয়েছে!
হিঃ হিঃ! আমার তখনি সন্দেহ হয়েছিলো কিন্তু তোকে বলিনি।
মুস্কিল কি হয়েছে জানিস তো, নারকেলটাকে ব্যবহার করে যে ক্যাশ পেয়েছি তা দিয়ে শ্যাষ পর্যন্ত একজনেরই খাওয়া হয়। তাই বলছিলাম তুই এদ্দিকে নজর দিস না।
হুঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
দাদা ভূত
অতো মনযোগ দিয়ে কার চিঠি পড়ছিস রে, ভোঁদা?
বুচেদার চিঠি।
কি লিখেছে, রে?
লিখেছে তোরা আমার এখানে এসে বেড়িয়ে যা। আমি এখানে একা আছি। খুব মজা করা যাবে! যাবি নাকি?
গেলে মন্দ হয়না। তা সকালে বেরোলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো।
এবার হাঁটাপথ। মনে হয় সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো।
হ্যাঁ, এখানে তো আর গাড়ি-ঘোড়া নেই।
প্রায় পৌঁছে গেছি।
আরে, আমাদের আগে আগে বুচেদা যাচ্ছে না?
আরে হ্যাঁ, বুচেদাই তো! ও, বুচেদা! বুচেদা! আশ্চর্য! বুচেদা যেন শুনতেই পেলো না!
তাজ্জব! লোকটা যেন কেমন বাতাসে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে!
ব্যাপার কি বলতো, ভোঁদা? আমরা কি চোখে ভুল দেখছি নাকি!
এ তো, বুচেদা! আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে। আমরা তাহলে ভুল দেখেছিলাম!
ঠিক তাই। পেছন থেকে দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো যেন বুচেদা যাচ্ছে।

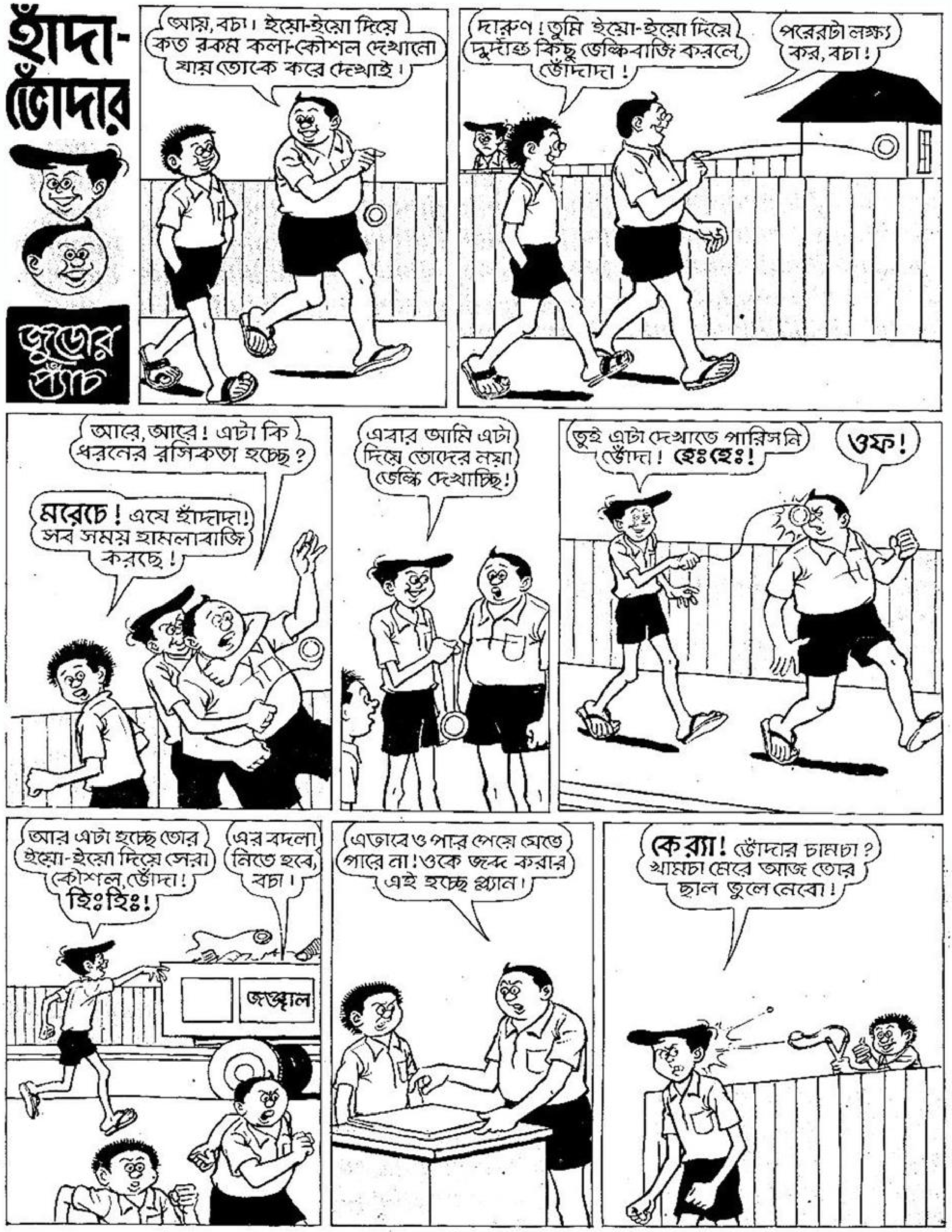

আমরা এসে গেছি বুচেদা!
বেশ করেছিস। ভেতরে চল।
বাইরে এতো জঙ্গল করে রেখেছো কেন? আর ঘরের ভেতরে অন্ধকার কেন,আলো জ্বালাও! উঃ! ঘরের ভেতরে কি ঠাণ্ডা গো,বুচেদা!
আলো জ্বলবে না রে, জ্বালাবার কিছুই নেই।
আমার কোন আলোর দরকার হয় না রে। জানলা দিয়ে যে আলো আসে তাতেই কাজ চলে যায়।
অন্ধকারে তোমার চোখ যেন জ্বলছে গো,বুচেদা!
জ্বলছে বুঝি,তা হবে। তোরা এসেছিস কি খাবি বল? মুরগীর রোস্ট খা খুবই ভালো জিনিস!
মুরগীর রোস্ট! গ্রামের শেষ প্রান্তে বাড়ি ত্রিসীমানায় কোন দোকান নেই, আনবে কোত্থেকে?
এই নে। ঘরে তো কিছু নেই তাই আনিয়ে দিলুম। খেতে দেরি করিস না তাহলে কিন্তু-
ধোঁয়া উঠছে! সত্যি, তুমি ম্যাজিক জানো, বুচেদা!
বললুম তাড়াতাড়ি খেতে,এখন সব বেহাত হয়ে গেলো তো! খাবার লোক এখানে আরো আছে।
তোমার চেহারাটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে, বুচেদা!
যাচ্ছে বুঝি? তা তো যাবেই! হাঃ হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
শিগগির পালা। নাহলে তোদের ঘাড় মটকে দেব!
সর্বনাশ! তোমরা ঐ বাড়িতে গিয়েছিলে? প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছো এই ঢের! ও বাড়ির সবাই দুমাস আগে কলেরা হয়ে মারা গেছে!
কি ভয়ানক!
যাই বলিস, ভোঁদা, বুচেদার ভূত কিন্তু মুরগীর রোস্টটা দারুণ এনেছিলো। খাওয়া গেলো না এই যা দুঃখ!


হাঁদা-ভোঁদার
বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস
এই নে, গদা!
তুইও নে, ভোঁদা!
ওফ্!
উফ্!
বাহ্! তোরা মারপিট বন্ধ কর। জানিস না আজ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস? তোরা একে অপরকে পুরস্কার বিনিময় করে বন্ধু হতে পারিস না কেন?
ইয়ে-ঠিক আছে, হাঁদা। আমি গিয়ে কিছু নিয়ে আসি।
তোরা দুজনেই লজ্জার কারণ!
ঠিক আছে, ঘোঁটদা!
দেখি! এই পুরোনো চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডারটা যদি গদাকে খুশি করে।
শুভ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস, গদা। এই চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডারটা তোর বডিকে গদার মতো হতে সাহায্য করবে।
ধন্যবাদ, ভোঁদা।
খুবই চমৎকার করছিস, গদা!
ইঃ! একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো!
আমি ভেবেইছিলাম এটা ছিঁড়বে। এবার আমিও ওকে পুরস্কৃত করবো!
ওফ্!
সপাৎ!
তারপর
আমার ভাই ও তোমার জন্যে একটা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপহার এনেছে, ভোঁদা।
বাইরে গিয়ে চড়ার চেষ্টা করি...



গেছি রে! এগুলি দেখছি রদ্দি মাল। এর এই হাল হবে আমি অবশ্যই জানতাম।
মচাৎ!
ওফ! ভাগ্যিস পুরোনো গদিটা এখানে ছিলো, তাই চোট-বিহীন ল্যাণ্ডিং হলো।
পরে
মনে হয় ওটার তৈরিতেই গলদ ছিলো। আমি এবার এই সুন্দর উপহারটা তোকে দিচ্ছি, গদা।
ঠিক আছে! এই দিনে আর কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া নয়, ভোঁদা!
জল পিস্তলটা দিয়ে তোকে আজ সম্প্রীতির জল লাগাই তারপর
ব্লুকস্!
এটারও তৈরিতে কোন গোলযোগ ছিলো বোধহয়, ভোঁদা।
গদাকে তোর শেষ উপহারেরও এ দশা হওয়ায় এবার গদার তরফে তুই এটা নে না, ভোঁদা!
এক মিনিট! আমি আগে এটা পরখ করে দেখি।
সবই ঠিক ঠাক আছে বলে মনে হচ্ছে!
মরেছে! এটাতো গোড়া থেকেই ভাঙলো!
সেই সঙ্গে আমার নাক ভেঙেছিস। এবার আমি তোর মুণ্ডু ফাঁক করবো!
অ্যাই, ভোঁদা! ঘোঁটুদাকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাটা মনে করিয়ে দে না রে, হতচ্ছাড়া!
নিকুচি করেছে তোর বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের। তোকে একবার পেলে হয়, ছুঁচো!


হাঁদা-ভোঁদার
চোর ধরা
চল, ভোঁদা! আমরা পার্কে গিয়ে ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিশ করি।
তাই চল। পরশু আবার পশ্চিমপাড়ার সঙ্গে ম্যাচ আছে।
পার্কে ঢোকার মুখে
কি হয়েছে, শান্তিরক্ষক মহাশয়?
এই বাচ্চাটার ছুরিটা এখান দিয়ে নর্দমায় পড়ে গেছে আর আমি এই ঢাকাটা উঠিয়ে ওটা তুলতে পারছি না!
আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—এইযে পেয়ে গেছি ছুরিটা।
খাসা বুদ্ধি খাটিয়েছো, ভোঁদা!
দারুণ!
পার্কে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ারও একটু উপায় নেই। খালি চেঁচামেচি!
এইযে, শুনছেন! আপনার আংটি পড়ে গেলো!
এই হীরের আংটি আপনি কোথায় পেলেন? কয়েকদিন আগে পাড়ার একটা জুয়েলারী দোকানে ডাকাতি হয়। থানায় তার ডায়েরী করা আছে
কি-কিন্তু জীবনে আমি এটা কোনদিন দেখিনি!
আমার সঙ্গে থানায় চলো।
কিন্তু স্যার—
লোকটাকে চোর ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না। বেচারা!
ওসব বাইর থেকে বোঝা যায় না। চল খেলি।
খেলা যখন জমে উঠেছে
ছক্কা যাচ্ছে রে, হাঁদা!
ওরে, দাঁড়কাকটা আমার চুম্বকটা নিয়ে পালাচ্ছে!


হাঁদা-ভোঁদার
জুডোর প্যাঁচ
আয়, বচা। ইয়ো-ইয়ো দিয়ে কত রকম কলা-কৌশল দেখানো যায় তোকে করে দেখাই।
দারুণ! তুমি ইয়ো-ইয়ো দিয়ে দুর্দান্ত কিছু ভেল্কিবাজি করলে, ভোঁদাদা!
পরেরটা লক্ষ্য কর, বচা!
আরে, আরে! এটা কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে?
মরেছে! এযে হাঁদাদা! সব সময় হামলাবাজি করছে!
এবার আমি এটা দিয়ে তোদের নয়া ভেল্কি দেখাচ্ছি!
তুই এটা দেখাতে পারিস নি ভোঁদা! হেঃ হেঃ!
ওফ!
আর এটা হচ্ছে তোর ইয়ো-ইয়ো দিয়ে সেরা কৌশল, ভোঁদা! হিঃ হিঃ!
এর বদলা নিতে হবে, বচা।
জঞ্জাল
এভাবে ও পার পেয়ে যেতে পারে না! ওকে জব্দ করার এই হচ্ছে প্ল্যান।
কে র‍্যা! ভোঁদার চামচা? খামচা মেরে আজ তোর ছাল তুলে নেবো!

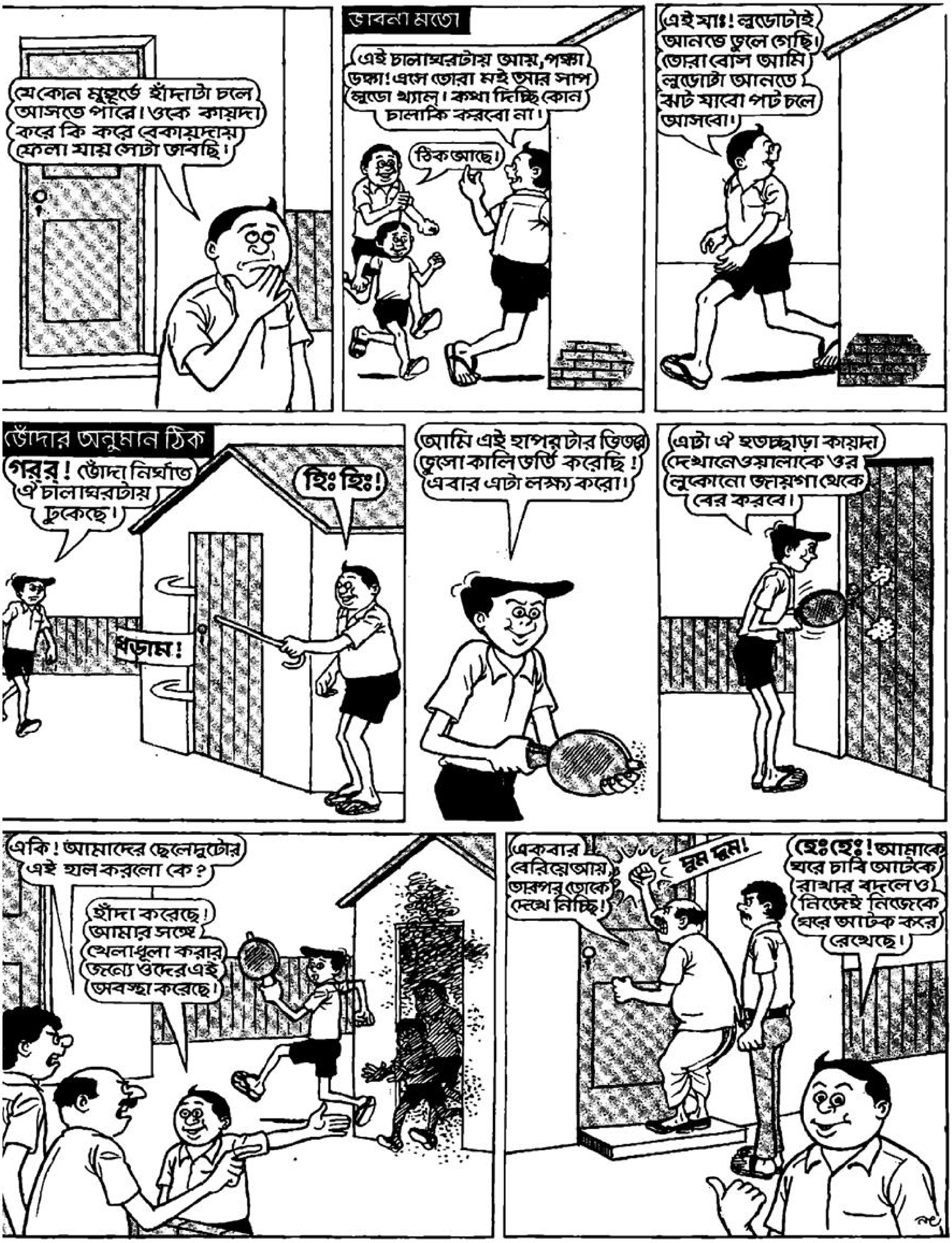

তুই আর ওটা কখনই ফিরে পাবি না, ভোঁদা!
পাবো! একটা দড়ি জোগাড় করে আনি!
ঠিক গলে গেছে, হাঁদা!
আর কয়েক ইঞ্চি তাহলেই আমি পৌঁছে যাবো!
আরিব্বাস!
যাকে ধরেছেন সে আংটি চোর নয়। আসল চোরকে আমি জেনেছি। আংটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন আসল চোরকে আমি ধরে দিচ্ছি।
নড়াচড়া করবেন না, চুপচাপ থাকুন। কে চোর তা এখুনি জানতে পারবেন।
ধরেছি! চোরকে।
আমার চুম্বকটা উদ্ধার করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে আংটি চোর ঐ লোকটি নয় আসল অপরাধী হচ্ছে ঐ দাঁড়কাক। বেঞ্চ থেকে দাঁড়াতেই গাছের ওপরের বাসা থেকে আংটিটা ওর কাছে পড়ে। দেখুন বাসায়
এসবও আছে।
গোয়েন্দাগিরি করে শেষপর্যন্ত একটা দাঁড়কাক ধরলি, ভোঁদা! হিঃ হিঃ!
না হলে যে একটা নির্দোষ লোকের সাজা হয়ে যেতো। যাক গে, চল আবার খেলা শুরু করা যাক।


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া দোস্ত
আমার এই নয়া বন্ধুরা আমাকে 'আরো খাবো' রেস্তোঁরাতে খাওয়াবে পরে আমাকে ফুটবল ম্যাচ দেখাবে রে, ভোঁদা!
তাই বুঝি! আমিও যাচ্ছি ম্যাচ দেখতে।
খুশিমতো খেয়ে যাও বন্ধুরা! আমার ন্যাপাখুড়ো এখানকার প্রধান পরিচারক!
এটার ব্যাপারে আমার ন্যাপাখুড়োই দেখবে।
বিল
মোট ১০০
তোমার বুড়ো ন্যাপাখুড়োর হ্যাঁপা সামলাতে না পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। কাজেই পয়সা ছাড়ো!
তোমাদের তো সব টাকাটাই বেরিয়ে গেলো, লব আর ডঙ্কা!
তোমার ন্যাপাখুড়ো তো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে, ডঙ্কা! এবার টঙ্কা ছাড়া ম্যাচ দেখাবে কি করে?
চিন্তা নেই আমি জানি কি করে ঢুকতে হবে।
ওদিকে দ্যাখো! বেড়ার প্রত্যেক ফোঁকোরের সামনে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।
ওরা যাতে আমাদের তাড়া করে তাই করছি। তারপর আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে ফিরে এসে ফুটো দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে যাবো।
কিন্তু—
ধ্যেৎ! ফস্কে গেলো!
কি সৌভাগ্য! একটা পাঁচ টাকার মুদ্রা বেড়া টপকে এসে পড়েছে!
ও তোমাদের কম্ম নয়, লব আর ডঙ্কা! ওটা আমি দেখছি। আমার কাছে একটা বাঁশি আছে যার শব্দ পুলিশের বাঁশির শব্দের মতো।



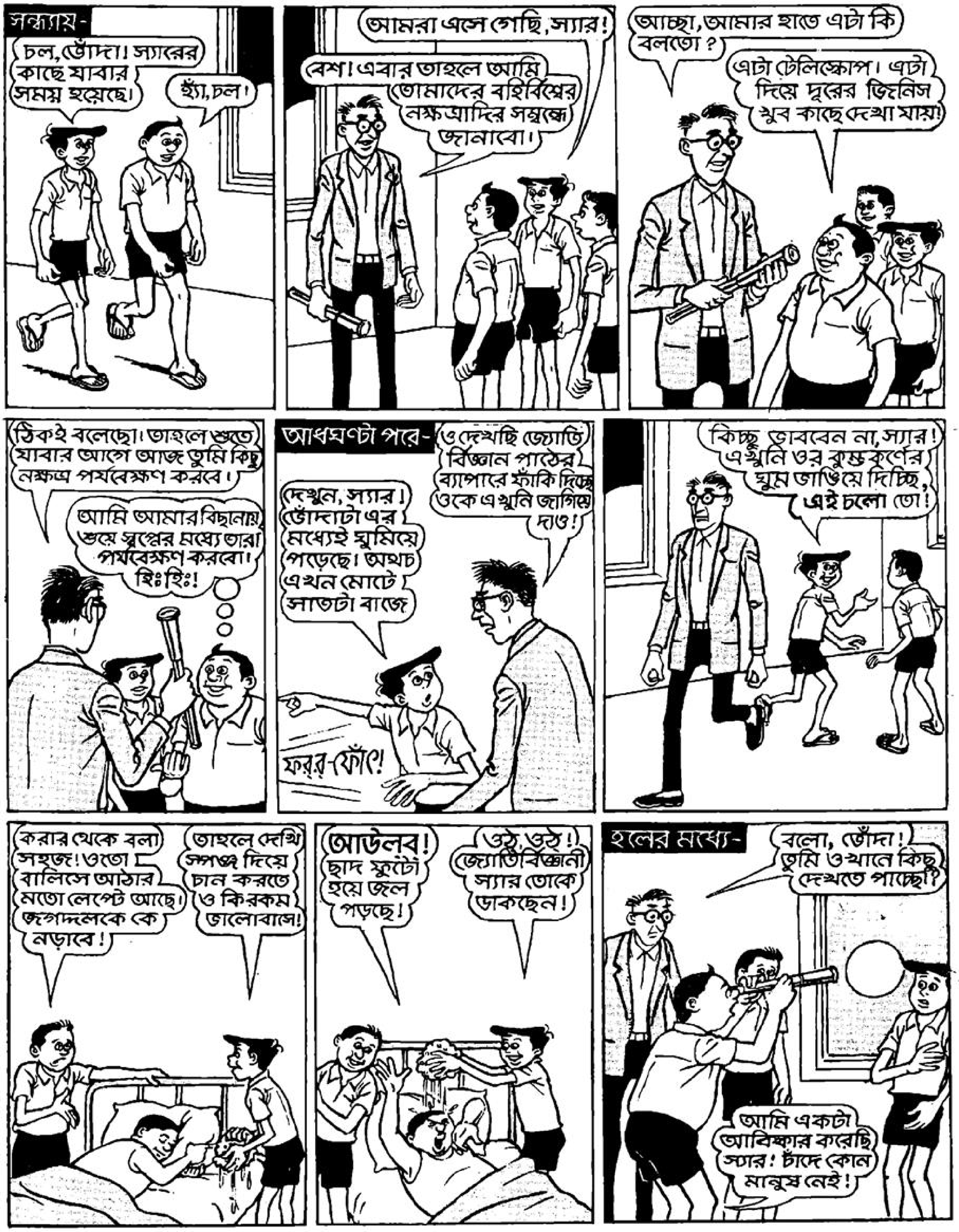
ওরা যখন ধেয়ে এই কোনের দিকে আসবে তখন ওদের এড়ানোর জন্যে তৈরি হও।
তারপর আমরা ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঝাঁপ মারবো!
পিইইপ! পিইইপ!
অ্যাই মরেচে! কুকুর! ওটা তাহলে কুকুরের বাঁশি ছিলো! শিগগির এখান থেকে হড়কে যাই চল।
ওরে বাবা! চারদিকে পাগলা কুকুর!
বাঁচাও!
কোনের দিকে ঘুরে ফুটবল ম্যাচের জায়গায় ফিরে চলো, বন্ধুরা!
সবাই বড় রাস্তার দিকে চলে যান– ওখানে দাঙ্গা লাগতে পারে!
বড্ডো দেরি হয়ে গেলো। খেলা শুরু হয়ে গেছে
সেঁটে গেছি! বাঁচাও! হেল্প!
মরেচে! আমরা কাফেতে এতো বেশি খেয়ে ফেলেছি যে, এখন আটকে গেছি!
একি রে, হাঁদা! তোর নয়া বন্ধুরা তোকে ফুটবল ম্যাচ দেখাবে বলে বেড়ার ফোঁকরে নিজেদের সঙ্গে তোকেও গুঁজে দিয়েছে!
হাঁদা আর ওর সঙ্গীরা বেড়ার ফুটো বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের আর কষ্ট করে পাহারা দিতে হবেনা! হাঃ হাঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
দাদাগিরি
আমি যাতে খেলাধুলার মাধ্যমে আশপাশের ছোট ছেলেদের আমার দিকে আনতে না পারি সে জন্যে ছুঁচো, বেল্লিক হাঁদা আমাকে ঘরে তালা আটকে রেখেছে–
–কিন্তু আমিও জানি কি করে ওকে ফাঁকি দিতে হবে...
ইরক্! ডালটা ভেঙে গেলো!
আমি ভেবে রেখেছিলাম যে তুই এই চেষ্টাটা করবি, তাই আমি ঐ ডালটা অর্দ্ধেক কেটে রেখেছিলাম!
ওফ্!
ধপাস!
আবার আমাকে ঘরে আটকেছে। আমিও ফাঁদ পেতেছি! দরজা ধরে টানলেই ওপরের সব মাল ওর ঘাড়ে পড়ে ওর হাল খারাপ করে দেবে, সেই ফাঁকে আমি হড়কে বেরিয়ে যাবো!
হাঁদা যাতে ছুটে ঘরে ঢোকে সেজন্যে আমি খুব চোট পেয়েছি এরকম ভান করবো।
ওফ্! উফ্! গেছিরে!
কিন্তু
অ্যাই ভোঁদা! পিসেমশাই বিরাট বাক্স ভর্তি আইসক্রীম নিয়ে এসেছেন। এখুনি নীচে চলে আয়–আমি দরজার চাবি খুলে দিয়েছি!
ওহ্, দারুণ! এই আমি আসছি!
ওয়াফ্স্! নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়ে ফেলেছি!
তুই আবার নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছিস, ভোঁদা! আমি তোর মতলব জানতে পেরেছিলাম, কারণ আমি চাবির ফোকর দিয়ে লক্ষ্য রাখছিলাম!
অসাধ্য কর্ম!
উফস্!
হোঃ হোঃ! তুই হড়কে ভেতরে ঢুকেছিস, হাঁদা! আর আমি হড়কে বাইরে বেরোচ্ছি!

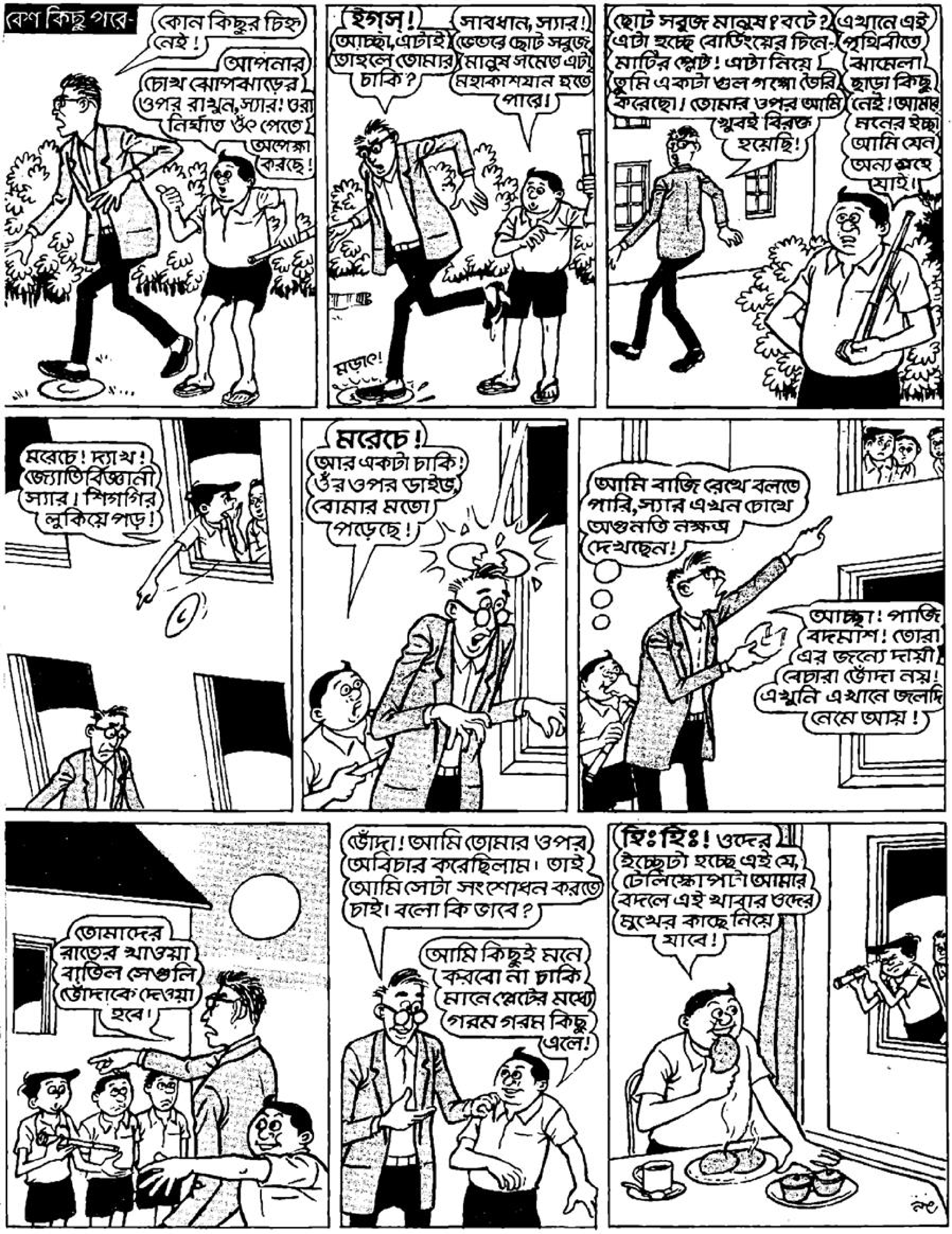


যে কোন মুহূর্তে হাঁদাটা চলে আসতে পারে। ওকে কায়দা করে কি করে বেকায়দায় ফেলা যায় সেটা ভাবছি।
ভাবনা মতো
এই চালাঘরটায় আয়, পক্কা ডক্কা! এসে তোরা মই আর সাপ লুডো খ্যাল্। কথা দিচ্ছি কোন চালাকি করবো না।
ঠিক আছে।
এই য্যাঃ! লুডোটাই আনতে ভুলে গেছি। তোরা বোস আমি লুডোটা আনতে ঝট যাবো পট চলে আসবো।
ভোঁদার অনুমান ঠিক
গরর! ভোঁদা নির্ঘাত ঐ চালাঘরটায় ঢুকেছে।
হিঃ হিঃ!
ধড়াম!
আমি এই হাপরটার ভিতর ভুসো কালি ভর্তি করেছি! এবার এটা লক্ষ্য করো।
এটা ঐ হতচ্ছাড়া কায়দা দেখানেওয়ালাকে ওর লুকোনো জায়গা থেকে বের করবে।
একি! আমাদের ছেলেদুটোর এই হাল করলো কে?
হাঁদা করেছে! আমার সঙ্গে খেলাধূলা করার জন্যে ওদের এই অবস্থা করেছে।
একবার বেরিয়ে আয়, তারপর তোকে দেখে নিচ্ছি!
দুম দুম!
হেঃ হেঃ! আমাকে ঘরে চাবি আটকে রাখার বদলে ও নিজেই নিজেকে ঘরে আটক করে রেখেছে।


হাঁদা-ভোঁদার
উড়ন্ত চাকি
কাল মফস্বলের একটা স্কুল বোর্ডিংয়ে এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ বহির্বিশ্বের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন, অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে তোমাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাবে তো?
হ্যাঁ, স্যার, অবশ্যই আমরা যাবো।
শহর থেকে কিছুটা দূরে হলেও বোর্ডিংয়ের পরিবেশ ভালো। গ্রাম্য পরিবেশের দরুণ রাতের আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে আর তাই ওখানে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ওখানে গিয়ে ভালো ব্যবহার করবে।
বাড়ি ফিরে-
জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নিতে স্কুল থেকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, পিসেমশাই!
ভালো কথা, কিন্তু গিয়ে গণ্ডগোল পাকাবে না।
সেইমতো পরদিন মফস্বলের স্কুল বোর্ডিংয়ে পৌঁছে-
জায়গাটা সত্যিই ভালো রে, ভোঁদা!
তা ভালো কিন্তু ছেলেগুলো মনে হচ্ছে আমাকে দেখছে!
তোমরা এমনভাবে তাকাচ্ছো যেন আমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছি!
তোমাকে নয় তোমার গুড়ের নাগরিটা দেখছি।
এখানে এতো গোলমাল কিসের? তোমরা এখানে কি করছো?
না স্যার, গোলমাল নয়। আমার স্বতীর্থ এই ভোঁদা একটু ভুঁড়িদার বলে এরা একটু রসিকতা করছিলো!
তোমরা এখন যে যার ঘরে যাও। আর তুমি সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে।
ঠিক আছে, স্যার, করবো।

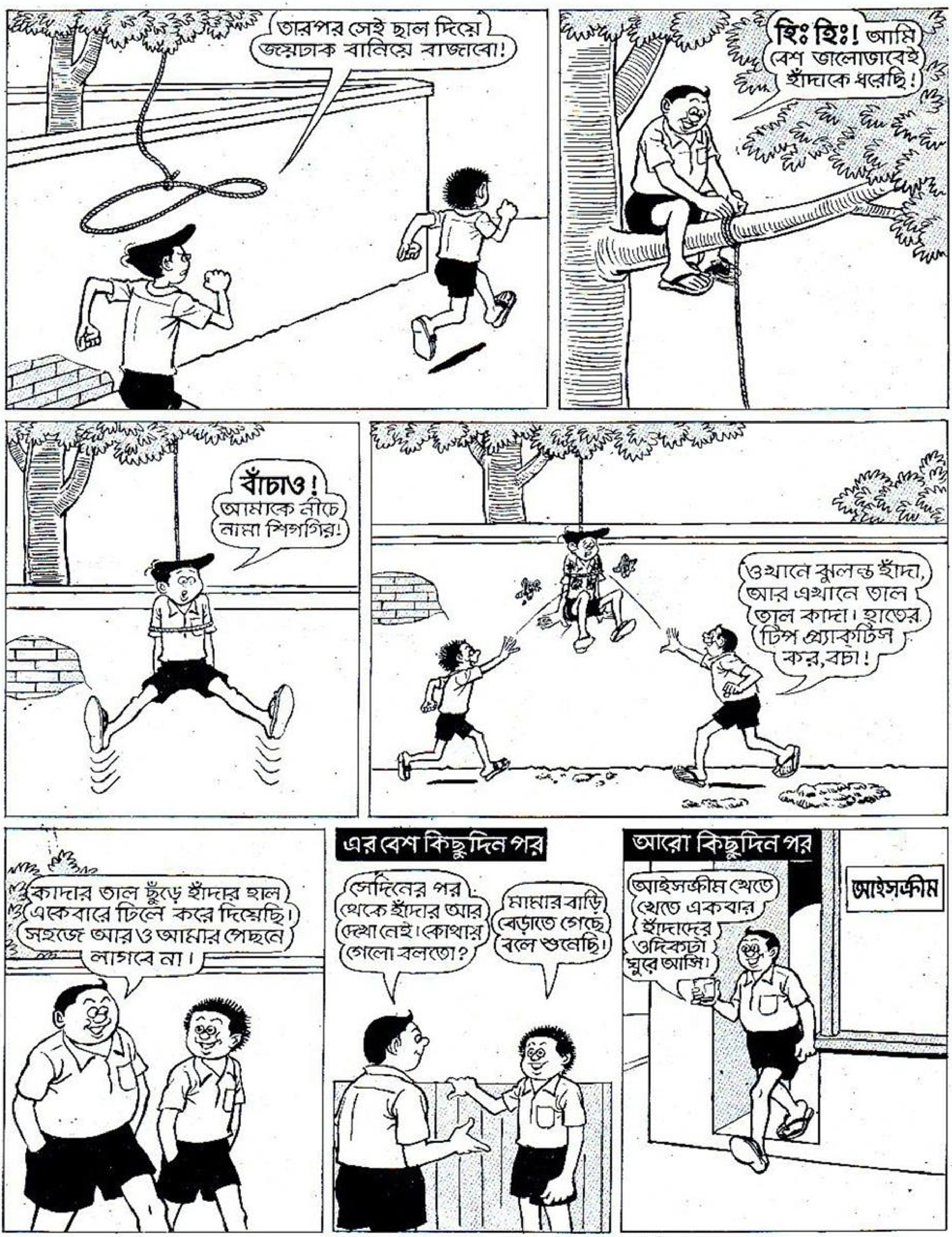

সন্ধ্যায়-
চল, ভোঁদা। স্যারের কাছে যাবার সময় হয়েছে।
হ্যাঁ, চল।
আমরা এসে গেছি, স্যার!
বেশ। এবার তাহলে আমি তোমাদের বহির্বিশ্বের নক্ষত্রাদির সম্বন্ধে জানাবো।
আচ্ছা, আমার হাতে এটা কি বলতো?
এটা টেলিস্কোপ। এটা দিয়ে দূরের জিনিস খুব কাছে দেখা যায়!
ঠিকই বলেছো। তাহলে শুতে যাবার আগে আজ তুমি কিছু নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করবে।
আমি আমার বিছানায় শুয়ে স্বপ্নের মধ্যে তারা পর্যবেক্ষণ করবো। হিঃ হিঃ!
আধঘণ্টা পরে-
দেখুন, স্যার! ভোঁদাটা এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ এখন মোটে সাতটা বাজে
ও দেখছি জ্যোতির্বিজ্ঞান পাঠের ব্যাপারে ফাঁকি দিচ্ছে ওকে এখুনি জাগিয়ে দাও!
ফর্‌র-ফোঁৎ!
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! এখুনি ওর কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছি, এই চলো তো!
করার থেকে বলা সহজ! ওতো বালিসে আঠার মতো লেপ্টে আছে। জগদ্দলকে কে নড়াবে!
তাহলে দেখি স্পঞ্জ দিয়ে চান করতে ও কিরকম ভালোবাসে!
আউলব! ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে!
ওঠ, ওঠ! জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার তোকে ডাকছেন!
হলের মধ্যে-
বলো, ভোঁদা! তুমি ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছো?
আমি একটা আবিষ্কার করেছি স্যার! চাঁদে কোন মানুষ নেই!


...আরেঃ! চাঁদের মধ্যে ও তো হাঁদা! ও ওখানে গেলো কি করে?
অঁরকঁল্!
আরিব্বাস! এতো জলদি ও ফিরে এলো!
চেহারার মতো দেখছি তোমার মাথাটাও! যাও বাইরে গিয়ে তোমার অনুশীলন চালিয়ে যাও।
ওঃ! ওরে বাবা! ভীষণ ঠাণ্ডা অ
অ-অন্ধকার!
জিনিসটা আমার উত্তাপ বাড়াচ্ছে! আমার গোয়েন্দার ছোট চোখ কিছু দেখতে শুরু করেছে যার শুরু হলো 'খ' দিয়ে, খাবার!
কি দুর্দান্ত আবিষ্কার! মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই আমি পাচকঠাকুরকে ছুঁতে পারি! এটা ওকে একেবারে কাছে এনে ফেলেছে!
শোনো, বাচ্চু! তোমার চোখ আকাশের দিকে রাখো, আমার তৈরি খাবারের দিকে নয়!
ওরে বাবা! আমি ওকে এতো কাছে দেখতে চাই না
ধেৎ! এতে কোন মজা নেই! আকাশে খাবার দেখতে আমার ভালো লাগেনা!
আমি নিশ্চিত এবার ও কিছু দেখবে!
উড়ন্ত চাকি! আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি! আমি দেখলুম যে, শব্দের গতিতে হুস্ করে একটা নেমে এলো!
কোনখানে হোঁদা?
ওখানে, স্যার! ওটা ঝোপের ওধারে চলে গেছে!
আমরা খুবই সাবধানে কাছে যাবো! চাকিতে অন্য গ্রহের কিছু থাকতে পারে.


বেশ কিছু পরে-
কোন কিছুর চিহ্ন নেই !
আপনার চোখ ঝোপঝাড়ের ওপর রাখুন, স্যার! ওরা নির্ঘাত ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে !
ইগস্ !
আচ্ছা, এটাই তাহলে তোমার চাকি ?
সাবধান, স্যার! ভেতরে ছোট সবুজ মানুষ সমেত এটা মহাকাশযান হতে পারে।
মড়াৎ!
ছোট সবুজ মানুষ? বটে? এটা হচ্ছে বোর্ডিংয়ের চিনে-মাটির প্লেট! এটা নিয়ে তুমি একটা গুল গপ্পো তৈরি করেছো। তোমার ওপর আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি!
এখানে এই পৃথিবীতে ঝামেলা ছাড়া কিছু নেই! আমার মনের ইচ্ছা আমি যেন অন্য গ্রহে যাই।
মরেচে! দ্যাখ! জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার। শিগগির লুকিয়ে পড়!
মরেচে! আর একটা চাকি! ওঁর ওপর ডাইভ, বোমার মতো পড়েছে!
আমি বাজি রেখে বলতে পারি, স্যার এখন চোখে অগুনতি নক্ষত্র দেখছেন!
আচ্ছা! পাজি বদমাশ! তোরা এর জন্যে দায়ী! বেচারা ভোঁদা নয়! এখুনি এখানে জলদি নেমে আয়!
তোমাদের রাতের খাওয়া বাতিল সেগুলি ভোঁদাকে দেওয়া হবে।
ভোঁদা! আমি তোমার ওপর অবিচার করেছিলাম। তাই আমি সেটা সংশোধন করতে চাই। বলো কি ভাবে?
আমি কিছুই মনে করবো না চাকি মানে প্লেটের মধ্যে গরম গরম কিছু এলে!
হিঃ হিঃ! ওদের ইচ্ছেটা হচ্ছে এই যে, টেলিস্কোপটা আমার বদলে এই খাবার ওদের মুখের কাছে নিয়ে যাবে!



হাঁদা-ভোঁদার
রামগান
হ্যাঁরে, ভোঁদা! শুনেছি বাঁশবনে নাকি ভূতের আড্ডা! ধর যদি একটা ভূত এসে সামনে দাঁড়ায় কি করবি, টেনে দৌড় লাগাবি?
কি বাজে বকছিস! ভূত-টুত আবার আছে নাকি?
আঁছে, আঁছে!
কে, কে বললো এ কথা! আর কাঁধে টোকা মারেই বা কে!
বাঁচতে হলে পালা, ভোঁদা!
ইরক! ভূউত!
আঁমি স্কঁন্ধকাঁটা, মাথা নেই শুধুই গাঁ'টা। কিন্তু ভয় পাঁবার কিছু নেই। পাঁলিও না।
না-না পালাই নি। হাঁদা পালাচ্ছিলো।
না, মো-মোটেই আমি পালাচ্ছিলাম না, ভোঁদা।
শোনো, আমাদের নতুন রাজার সিনেমার গান খুব পছন্দ। তাই মানুষ দেখলেই তার কাছে ধরে নিয়ে যাই। গান শুনে খুশি হলে পুরস্কার দেন।
এঁসো এঁসো। বহু বৎসর পূর্বে গুঁপি বাঁঘা নামে দুজন আঁমাদের পূর্ব-পুরুষদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে ভৌতিক জুঁতো উপহার পেঁয়েছিলো।
ওরে, ভোঁদা! এদের রাজা বেশ আধুনিক ভূত তাই সিনেমার গান শুনতে চায়। গান শুনিয়ে খুশি করে আমরাও ভূতের জুতো পেয়ে যাবো, মাইরি!
এবার তাহলে শুরু হোক। তবে গুপির সময়কার গান চলবে না। হালফিলের গান শুনতে চাই। কে গান করবে, তুমি না তুমি?
না-না, ও নয়, আমি গাইবো। আমার হালফিলের ছবির গানের অনেক স্টক আছে, ওর নেই।


তারপর সেই ছাল দিয়ে জয়ঢাক বানিয়ে বাজাবো!
হিঃ হিঃ! আমি বেশ ভালোভাবেই হাঁদাকে ধরেছি!
বাঁচাও! আমাকে নীচে নামা শিগগির!
ওখানে ঝুলন্ত হাঁদা, আর এখানে তাল তাল কাদা। হাতের টিপ প্র্যাকটিস কর, বচা!
কাদার তাল ছুঁড়ে হাঁদার হাল একেবারে ঢিলে করে দিয়েছি। সহজে আর ও আমার পেছনে লাগবে না।
এর বেশ কিছুদিন পর
সেদিনের পর থেকে হাঁদার আর দেখা নেই। কোথায় গেলো বলতো?
মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে বলে শুনেছি।
আরো কিছুদিন পর
আইসক্রীম খেতে খেতে একবার হাঁদাদের ওদিকটা ঘুরে আসি।
আইসক্রীম

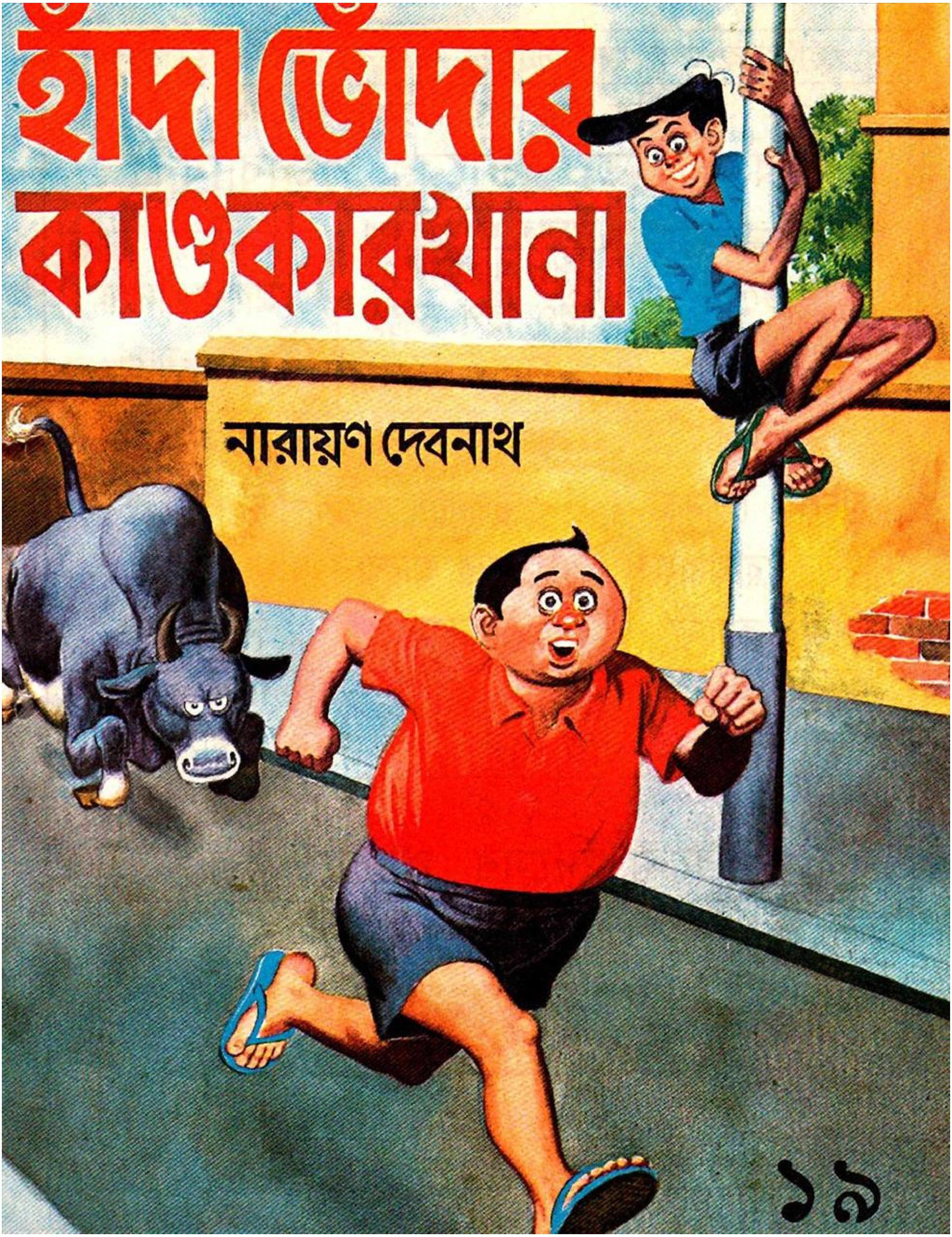

তাঁহলে তুঁমিই শুঁরু কঁরো।
হাআ-আ- তুতু তারা-তুতু তারা-খাবি খাতা দিলে হামারা-
রাম জানে-আরে রাম জানে-এ-এ-এ
অ্যাই মরেচে! কি গাইছিস?
হঁ-হঁ হঁ! নিঁষিদ্ধ নাঁম নিঁয়ে গাঁন শোঁনাচ্ছে! হিঁ হিঁ হিঁ!
হিঁকুঁস! হিঁকুঁস!
করেছিস কি,হাঁদা! গাধার মতো তুই ভূতেদের রাম গান শোনাচ্ছিস?
কি হবে? আরে গানের ফ্লো এসে গেলে এসব কি মনে থাকে!
স্কন্ধকাটা রে, মঁনে হঁচ্ছে আঁমার স্ট্রোক হঁয়ে যাঁবে!
তৈরি থাক,হাঁদা! মওকা পেলেই পালাবো।
হঁতভাগা! আঁমাদের কাঁছে নিষিদ্ধ নাঁম নিঁয়ে গাঁন শোনাচ্ছে! জুঁতো দেঁবার বঁদলে জুঁতো মেঁরে ওঁর ঘাঁড় মঁটকে দেঁ!
পেঁটে পেঁটে শঁয়তানি বুঁদ্ধি! আঁমরা ভুঁতেরা যেঁ নাম সঁইতে পাঁরিনা সেঁই নাম ধঁরে গাঁন গেঁয়ে বাঁশঝাঁড় থেঁকে আঁমাদের ঝাঁড়ে বঁংশে উঁৎখাঁত কঁরার মঁতলব! হাঁতে পেঁলে এ চিমড়েটাঁকে চিঁবিয়ে খাঁবো।
আরো জোরে দৌড়ো, হাঁদা! তোকেই কিন্তু টার্গেট করেছে।
বাঁশবন পেরিয়ে এসেছি। আর ভয় নেই। ভূতের কথা তুলতেই এসে হাজির। আশ্চর্য! এ বাঁশবনে ভূত আছে কে জানতো মাইরি!
তুই তো সব কাঁচিয়ে দিলি। না হলে ভৌতিক জুতোটা পাওয়া যেতো, তাহলে পরে যেখানে খুশি যেতে পারতাম।



হাঁদা-ভোঁদার
ঝগড়া মারপিট না করে তোরা মানুষের কিছু উপকার করতে পারিস তো?
পিসেমশাইয়ের জ্ঞানের ভাষণ শুরু হলো-
অ্যাই ওটা আমার ঘুড়ি, আমি আগে ধরেছি। এই দ্যাখ্ আমার হাতে সুতো!
ওঃ! সুতো হাতে থাকলেই ঘুড়ি ওর হয়ে গেলো। আরে ঘুড়িটাই তো আমার হাতে রে!
ভালো চাস তো দিয়ে দে বলছি, ভোঁদা!
না, দেবো না। কি করবি তুই?
ওরে রে, মটু! কি করি দ্যাখ্!
ঘুড়িটা ছিঁড়লি কেন হতচ্ছাড়া মোটকা! হাতে পেলে আমিও তোকে ছিঁড়বো!
ঝামেলা বাড়িয়ে দরকার নেই। এখান থেকে হড়কে যাওয়াই ভালো!
মোড় ঘুরতেই-
হাঃ! পিসেমশাইয়ের উপদেশ পালন করার এটাই উৎকৃষ্ট সময় হতে পারে!
সাহায্য করার জন্যে আমি খুবই খুশি!
না, না। এ আর এমন কি!
গরর! বেঁচে গেলি!
পিসেমশাইয়ের উপদেশ সঠিক। সাহায্য করতে গিয়েই হাঁদার হাত থেকে বেঁচেছি আবার কুড়িটাকা আয়ও করেছি!

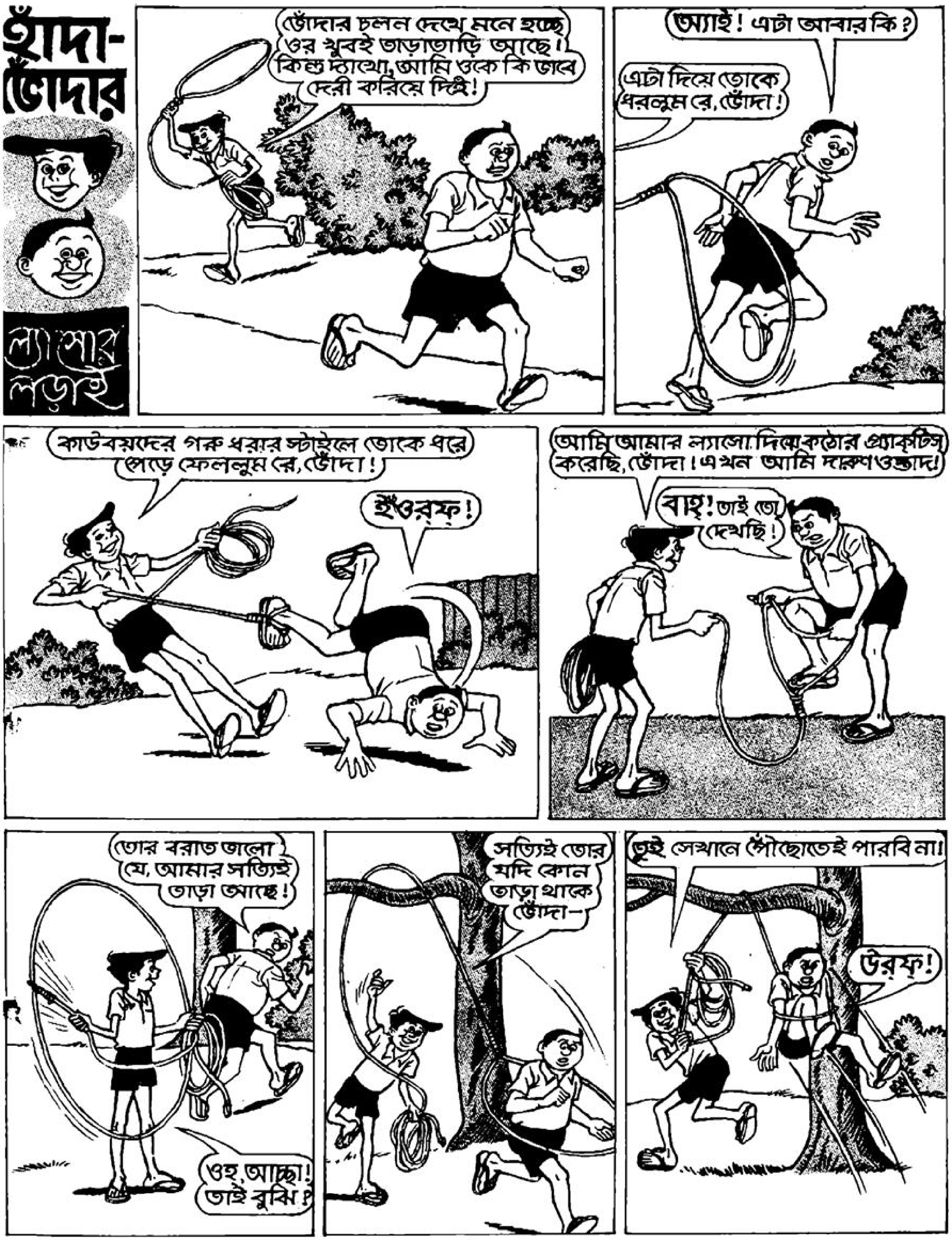


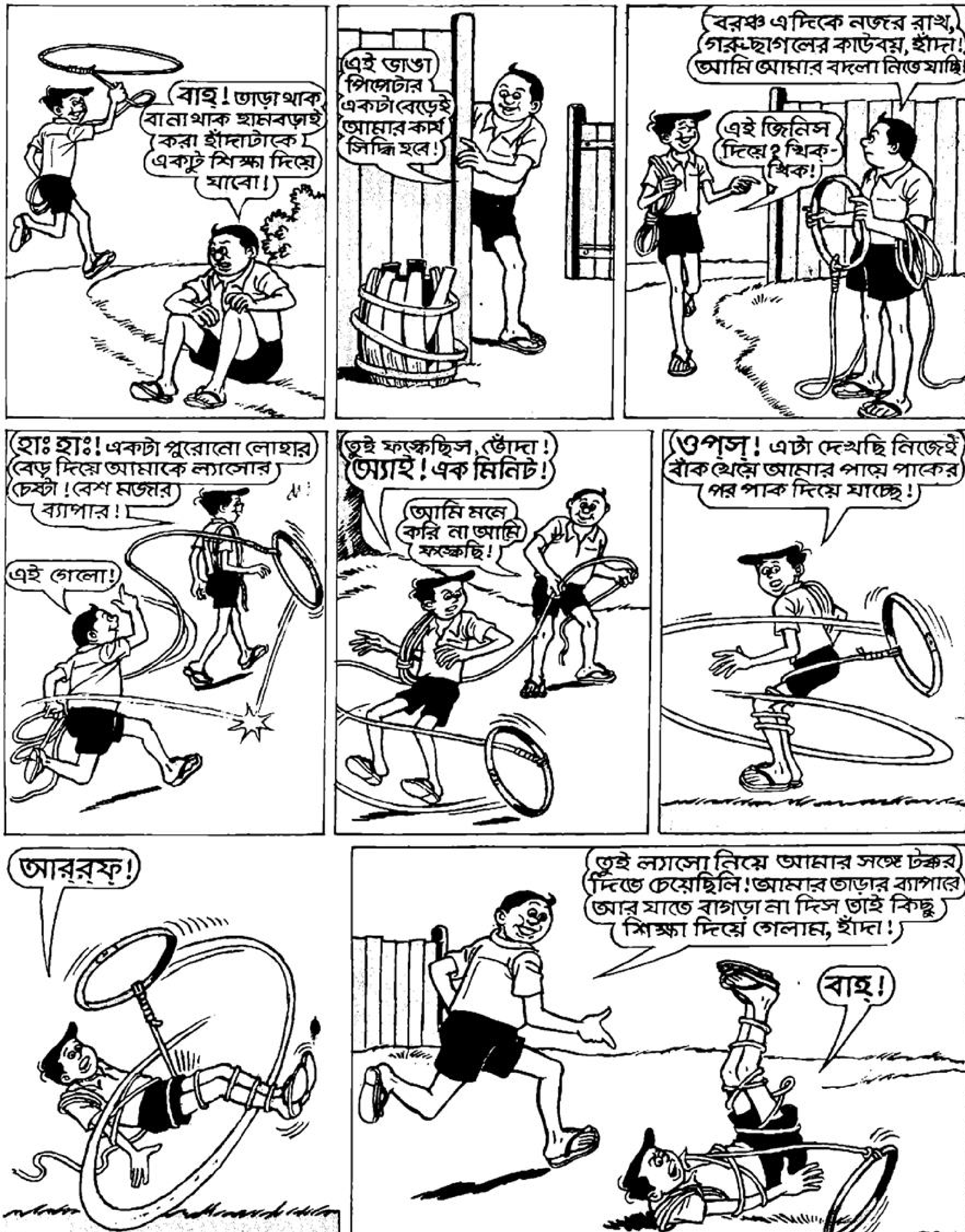
সুপারমার্কেটের বাইরে –
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ইনকামটা মন্দ হচ্ছে না, বচা!
তাজ্জব! ওরা করবেটা কি?
তোমরা খুবই পরোপকারী ভালো ছেলে। বাড়িতে মালপত্র পৌঁছে দিতে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছো, তাই এই নাও পুরস্কার।
আচ্ছা, ওরা ক্যাশ ইনকাম করছে।
বুঝলি, বচা! এ একেবারে সহজে টাকা কামাবার রাস্তা!
সেই রাস্তা খাস্তা করে দিচ্ছি! হিঃহিঃ!
ইঁরক!
মরেচে!
হতচ্ছাড়া গোদা ছুঁচো! দে, পুরস্কারের টাকা ফিরিয়ে দে!
উরফ!
ইতিমধ্যেই-
তাড়াতাড়ি চলো গো, বাছা
হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।
উড়ক!
আঁউফ!
আর এক উপকারী বিটলে! দ্যাখ আমার জিনিস নষ্ট করার এই পুরস্কার!
ওফ!
কি মনোরম দৃশ্য বলতো, বচা?


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৯


হাঁদা-ভোঁদার
মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতা
আরিব্বাস! মিষ্টি খাবার প্রতিযোগিতা, তাও আবার প্রবেশ মূল্য ছাড়া। আমি অবশ্যই নাম দেবো।
আমিও।
পেটুক সমিতি পরিচালিত মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতা
কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ
কোন প্রবেশমূল্য নাই
গ্রুপ 'এ' গ্রুপ 'বি'
আমি প্রতিযোগিতায় নাম দিতে চাই।
আমিও দেবো।
এই ফর্মটা পূরণ করে নাম সই করে দাও।
পেটুক সমিতি
স্থাপিত-১৯৯৯
এই নাও, পেংলুদা! আমার ফর্ম পূরণ শেষ। নামটা সই করে দিলেই হয়ে গেলো।
আমারটাও আমি পূরণ করে দিচ্ছি।
ট্যাঙা! ফর্মদুটো জমা করে নে, কার কোন গ্রুপ সেটা জানিয়ে দে আর প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সেটাও ওদের বলে দে!
শোনো! হাঁদা তুমি গ্রুপ 'বি'তে আর ভোঁদা গ্রুপ 'এ'তে। আর খেতে খেতে যার খাওয়া একবার বন্ধ হয়ে যাবে সে বাতিল বলে গণ্য হবে। আশা করি সব বুঝতে পেরেছো?
পেরেছি।
আমার ইচ্ছে তোর সঙ্গে আমার ফাইনাল হোক। সেখানে তোকে আমি আউট করে ছাড়বো!
সবার সঙ্গে আগে জিতে আয় তারপর না!
প্রতিযোগিতার দিন প্রতিযোগিতা শুরু হলো-
শুরু করো।
'বি' গ্রুপে হাঁদা প্রথম!
ইয়াঃ!

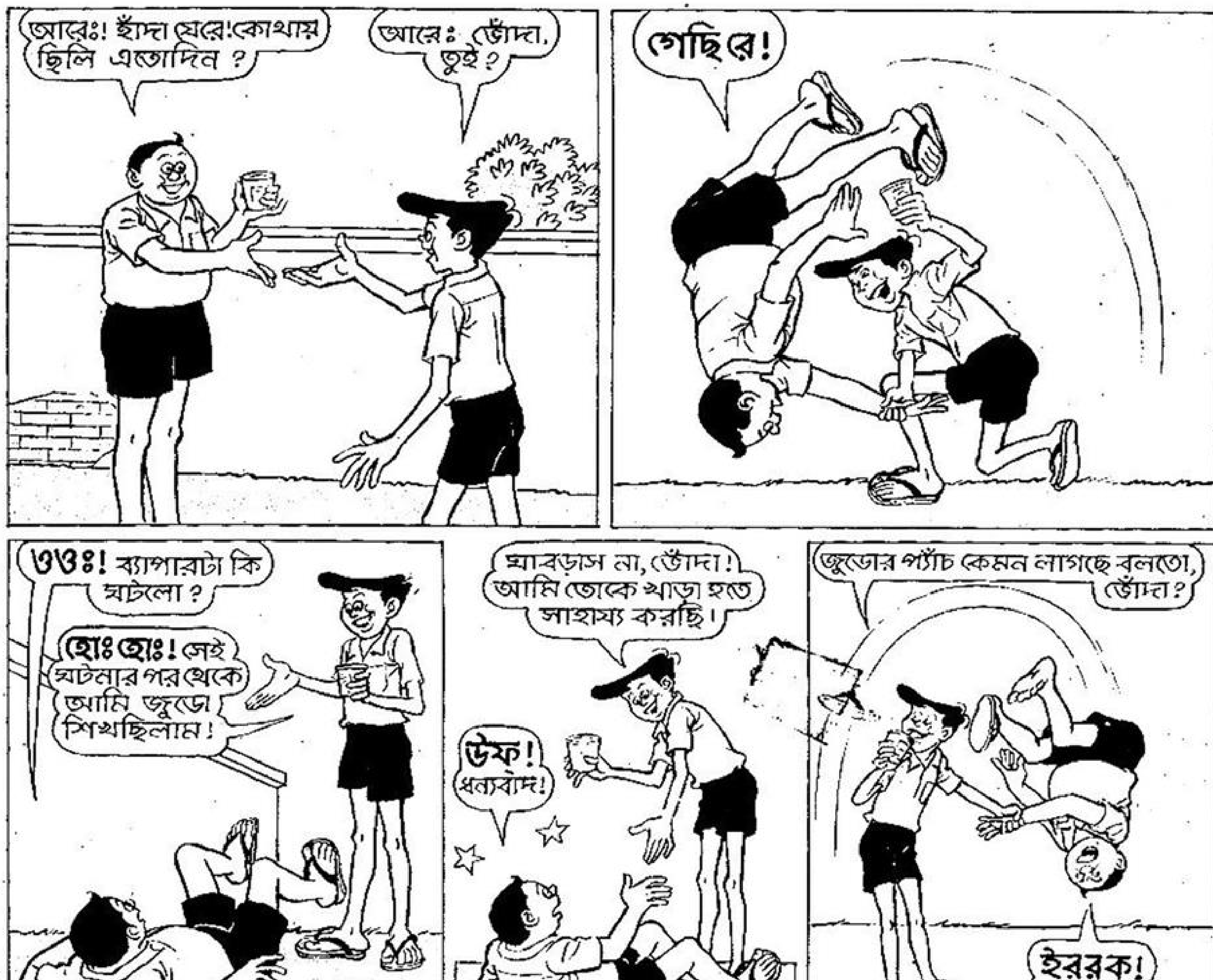

হাঁদা আর ভোঁদার মধ্যে ভক্ষণ প্রতিযোগিতার ফাইনাল কাল হবে।
এ গ্রুপে প্রথম, ভোঁদা।
যা চেয়েছিলাম। তুই আমার মুখোমুখি হয়েছিস, ভোঁদা। তোকে তুড়ি মেরে আউট করে দেবো।
আগে ফাইনাল ভক্ষণটা হোক তারপর তো সেটা বোঝা যাবে।
মাটি দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি শুধু সুযোগ মতো ভোঁদার প্লেটে চালান করে দেওয়া। নকল মিষ্টি মুখে পড়লেই সকল জারিজুরি শেষ।
কাল কায়দা করে পাশাপাশি বসবো।
পরদিন-
ট্যাঁপাদা! মনে হচ্ছে হাঁদা পলিথিন প্যাকেটে মিষ্টি পাচার করছে।
কি ব্যাপার? পলিথিন প্যাকেটে মিষ্টি পাচার করে প্লেটের কমানো হচ্ছে, অ্যাঁ?
ইয়ে হ্যাঁ-না ট্যাঁপাদা!
এই অপরাধে তোমার বাতিল হওয়ার কথা, কিন্তু আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। আবার শুরু করো!
ওয়্যাক্! থুঃ!
ভোঁদা এই মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় প্রথম আর হাঁদা অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
আমি ভেবেছিলুম যে তুই প্লেটের মিষ্টি কমানোর জন্যে পাচার করছিস। কিন্তু তলে তলে তুই যে আমাকেই প্রতিযোগিতা থেকে পাচার করতে চাইছিলি সেটা কি করে জানবো বল!?
বেশী বাজে ভ্যানতাড়া করিস না তো ভোঁদা!

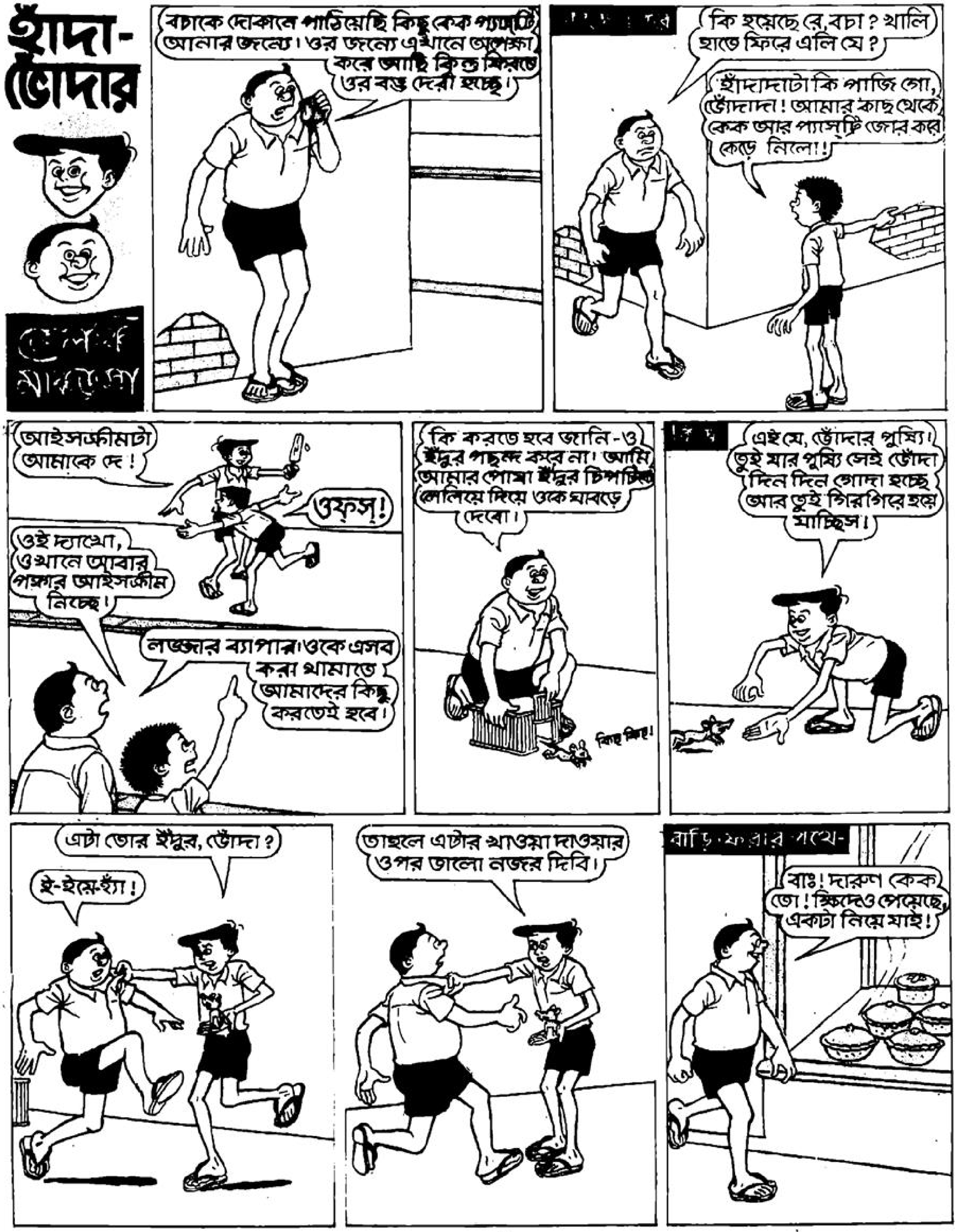

হাঁদা-ভোঁদার
ল্যাসোর লড়াই
ভোঁদার চলন দেখে মনে হচ্ছে ওর খুবই তাড়াতাড়ি আছে। কিন্তু দ্যাখো, আমি ওকে কি ভাবে দেরী করিয়ে দিই!
অ্যাই! এটা আবার কি?
এটা দিয়ে তোকে ধরলুম রে, ভোঁদা!
কাউবয়দের গরু ধরার স্টাইলে তোকে ধরে পেড়ে ফেললুম রে, ভোঁদা!
ইঁওরফ্!
আমি আমার ল্যাসো দিয়ে কঠোর প্র্যাকটিস করেছি, ভোঁদা। এখন আমি দারুণ ওস্তাদ!
বাহ্! তাই তো দেখছি!
তোর বরাত ভালো যে, আমার সত্যিই তাড়া আছে!
ওহ, আচ্ছা! তাই বুঝি?
সত্যিই তোর যদি কোন তাড়া থাকে ভোঁদা—
তুই সেখানে পৌঁছোতেই পারবি না!
উরফ্!


বাহ্! তাড়া থাক বা না থাক হামবড়াই করা হাঁদাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যাবো!
এই ভাঙা পিপেটার একটা বেড়েই আমার কার্য সিদ্ধি হবে!
বরঞ্চ এ দিকে নজর রাখ, গরু-ছাগলের কাউবয়, হাঁদা! আমি আমার বদলা নিতে যাচ্ছি!
এই জিনিস দিয়ে? খিক-খিক!
হাঃ হাঃ! একটা পুরোনো লোহার বেড় দিয়ে আমাকে ল্যাসোর চেষ্টা! বেশ মজার ব্যাপার!
এই গেলো!
তুই ফস্কেছিস, ভোঁদা! অ্যাই! এক মিনিট!
আমি মনে করি না আমি ফস্কেছি!
ওপ্স্! এটা দেখছি নিজেই বাঁক খেয়ে আমার পায়ে পাকের পর পাক দিয়ে যাচ্ছে!
আররফ্!
তুই ল্যাসো নিয়ে আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চেয়েছিলি! আমার তাড়ার ব্যাপারে আর যাতে বাগড়া না দিস তাই কিছু শিক্ষা দিয়ে গেলাম, হাঁদা!
বাহ্!


হাঁদা ভোঁদার
উপহার প্রদান
দারুণ পার্টি দিয়েছে, ফেকলু!
ওফ্
গরর! এই পার্টি ভব্যতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!
তুই একটা ঝামেলা পাকানে ছেলে ছাড়া আর কিচ্ছু না, হাঁদা। এখান থেকে বেরিয়ে যা, আর বাইরেই থাক!
বাহ্! যদিও আমি ঘাড়ধাক্কায় বিতাড়িত হয়েছি, তবু আমি আবার ফিরে গিয়ে ফেকলুর জন্যে আনা উপহারটা ওকে দেবো।
জোরে জোরে গুঁতো মেরে একটা গোলমাল তৈরি করবো, তারপর যখন ফেকলুর বাবা আসবেন তখন চুপিসাড়ে পিছনে চলে যাবো।
দুম! দুম!
দরজার ওপর এরকম দুমদাম শব্দ কে করলো?
চমৎকার! কিচেনে কেউ নেই। আমি এখান দিয়ে টুক করে ভিতরে ঢুকে পড়বো।
কিন্তু
মরেচে! আমি হড়কে গিয়ে জড়ো করা সব প্যানগুলোর ওপর পড়েছি!
তুই আবার ঢুকেছিস, হাঁদা? শিগগির বেরো এখান থেকে।
ঝনন্!
পরে-
বাড়িটাকে ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ভেতরে ঢুকে পড়বো। হিঃ হিঃ!


ইরক! বাড়িতে আগুন লেগেছে! আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি!
এবার চুপচাপ ভিতরে ঢুকে উপহারটা বের করে আনি।
চোটহীন অবতরণ!
পরে
এবার ফেকলুর বাবা বোকা বনে গিয়ে আমাকে নিজেই ভিতরে নিয়ে যাবে।
ক্যাঁ ক্যাঁ
আরে, এতো দেরিতে কে আবার উপহার রেখে গেলো! এ আবার পাজি হাঁদাটার কোন কারসাজি নয় তো?
পরখ করে দেখি ভিতরের পুরস্কারের জিনিসটা জ্যান্ত না জড়!
গেছি রে!
আমি যা ভেবেছিলাম- উরফ!
ধমাস!
অ্যাই মরেছে! উনি আমার তরফ থেকে ফেকলুকে দেওয়া উপহার রোলার স্কেটের ওপর পড়েছেন!
আরফস!
ওফ!
ধড়াম!
কোথায় গেলি রে, হতভাগা, পাজি বেল্লিক!
আজ তোরই একদিন কি আমার।
ধরলে এই রোলার স্কেটটা দিয়ে তোর মাথা ভাঙবো হতচ্ছাড়া, নর্কট!
সবাই বসে গিলছিস? এদিকে আমি যে ঘোর সঙ্কটে, সেদিকে হুঁশ নেই।


আরেঃ! হাঁদা যেরে! কোথায় ছিলি এতোদিন ?
আরেঃ ভোঁদা, তুই ?
গেছি রে!
ওওঃ! ব্যাপারটা কি ঘটলো ?
হোঃ হোঃ! সেই ঘটনার পর থেকে আমি জুডো শিখছিলাম!
ঘাবড়াস না, ভোঁদা! আমি তোকে খাড়া হতে সাহায্য করছি।
উফ! ধন্যবাদ!
জুডোর প্যাঁচ কেমন লাগছে বলতো, ভোঁদা?
ইররক! আর না!
সেদিন বেকায়দার ফায়দা যা তুলেছিলি এটা তার বদলা! হেঃ হেঃ!
কিছুক্ষণ পর
হাঁদাদা আমাকে বললো তোর গুরু জুডোর প্যাঁচে কাতরাতে শুরু করেছে, গিয়ে দেখে আয়।
ওকে জব্দ করার একটা মতলব এসেছে, বচা। তুই ওকে ডেকে নিয়ে আয়।


হাঁদা-ভোঁদার
বচাকে দোকানে পাঠিয়েছি কিছু কেক প্যাস্ট্রি আনার জন্যে। ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছি কিন্তু ফিরতে ওর বড্ড দেরী হচ্ছে।
কি হয়েছে রে, বচা? খালি হাতে ফিরে এলি যে?
হাঁদাদাটা কি পাজি গো, ভোঁদাদা! আমার কাছ থেকে কেক আর প্যাস্ট্রি জোর করে কেড়ে নিলে!
আইসক্রীমটা আমাকে দে!
ওফ্‌স্‌!
ওই দ্যাখো, ওখানে আবার পঙ্কার আইসক্রীম নিচ্ছে।
লজ্জার ব্যাপার। ওকে এসব করা থামাতে আমাদের কিছু করতেই হবে।
কি করতে হবে জানি - ও ইঁদুর পছন্দ করে না। আমি আমার পোষা ইঁদুর টিপটিপকে লেলিয়ে দিয়ে ওকে ঘাবড়ে দেবো।
কিচ্‌ কিচ্‌!
এইযে, ভোঁদার পুষ্যি। তুই যার পুষ্যি সেই ভোঁদা দিন দিন গোদা হচ্ছে আর তুই গিরগিরে হয়ে যাচ্ছিস।
এটা তোর ইঁদুর, ভোঁদা?
ই-ইয়ে-হ্যাঁ!
তাহলে এটার খাওয়া দাওয়ার ওপর ভালো নজর দিবি।
বাড়ি ফেরার পথে-
বাঃ! দারুণ কেক তো! স্কিদেও পেয়েছে, একটা নিয়ে যাই!


উল্‌স্! পিসেমশাইয়ের বাগানের ঘরটায় বসে খাবো যাতে হাঁদার চোখে না পড়ে।
যতক্ষণ না আমি এটাতে দাঁত বসাতে পারছি ততক্ষণই অপেক্ষা করতে পারি।
ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিয়ে খাবি, কিন্তু সেটি হচ্ছে না। পুরো কেকটাই আমার চাই, ভোঁদা!
মরেচে! এখানেও হাঁদা!
ভালোভাবে যখন দিলি না তখন খারাপভাবেই নিতে হলো!
ওফ্!
ওরে বাবারে! মাকড়সা!
এবার বোঝা গেলো হাঁদা কিসে ভয় পায়।
বুঝলি পঞ্চা, বচা! ইঁদুর নয়, হাঁদা পছন্দ করে না মাকড়সা। অতএব বুঝতেই পারছিস...
হেঃ হেঃ! সবাই দেখছি একটা করে ভেলকি মাকড়সা নিয়ে এসেছে!
বাঁচাও! বাঁচাও!
এই দারুণ প্ল্যানের জন্যে তোমাকে আমরা তোমার পেট ট্যাঙ্কি ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত যোগান দিয়ে যাবো।


হাঁদা-ভোঁদার
ছাতা বিভ্রাট
ইস্! ভিজে একেবারে কাকভেজা হয়ে গেছি। ছাতাটা একদম বাতিল হয়ে গেছে!
ওরে ভোঁদা! দরজাটা খুলে দে। পিসেমশাই একেবারে ঢোল হয়ে ফিরেছেন।
পিসেমশাই দেখছি ভিজে কাকটি হয়ে গেছে রে, হাঁদা!
এই ছাতা দিয়ে আর চালানো যাবে না!
পরে
এখন রোজই একবার বেরুতে হচ্ছে, আর ঐ ছাতা সঙ্গে থাকলে ভিজতে হচ্ছে!
বারে বারে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগা সর্দি হওয়ার ভয়, তার চেয়ে একটা নতুন ছাতা কিনে নিলেই হয়, পিসেমশাই!
তোরা তো কোন কম্মের নোস। না হলে সামান্য একটা ছাতা কিনে আনতে তো তোরাই পারিস।
তা আনতে পারবো না কেন? আপনি টাকা দিয়ে দেখুন না কেমন মডার্ন ছাতা কিনে আনি। ভোঁদা কিনতে গেলে পঞ্চাশ টাকার মাল ওকে একশো টাকায় গছিয়ে দেবে।
সেইমতো
ঠিক আছে। এই নে দুশো টাকা, দেখে শুনে কিনবি।
আপনি কিচ্ছুটি ভাববেন না, পিসেমশাই! দেখবেন কি জিনিস কিনে আনি!
পরে-
তোকে কেন সঙ্গে নিলুম জানিস? কি করে দরাদরি করে জিনিস কেনাকাটা করতে হয় সেটা শেখাবার জন্যে, বুঝেছিস মাথামোটা?
বুঝলাম।



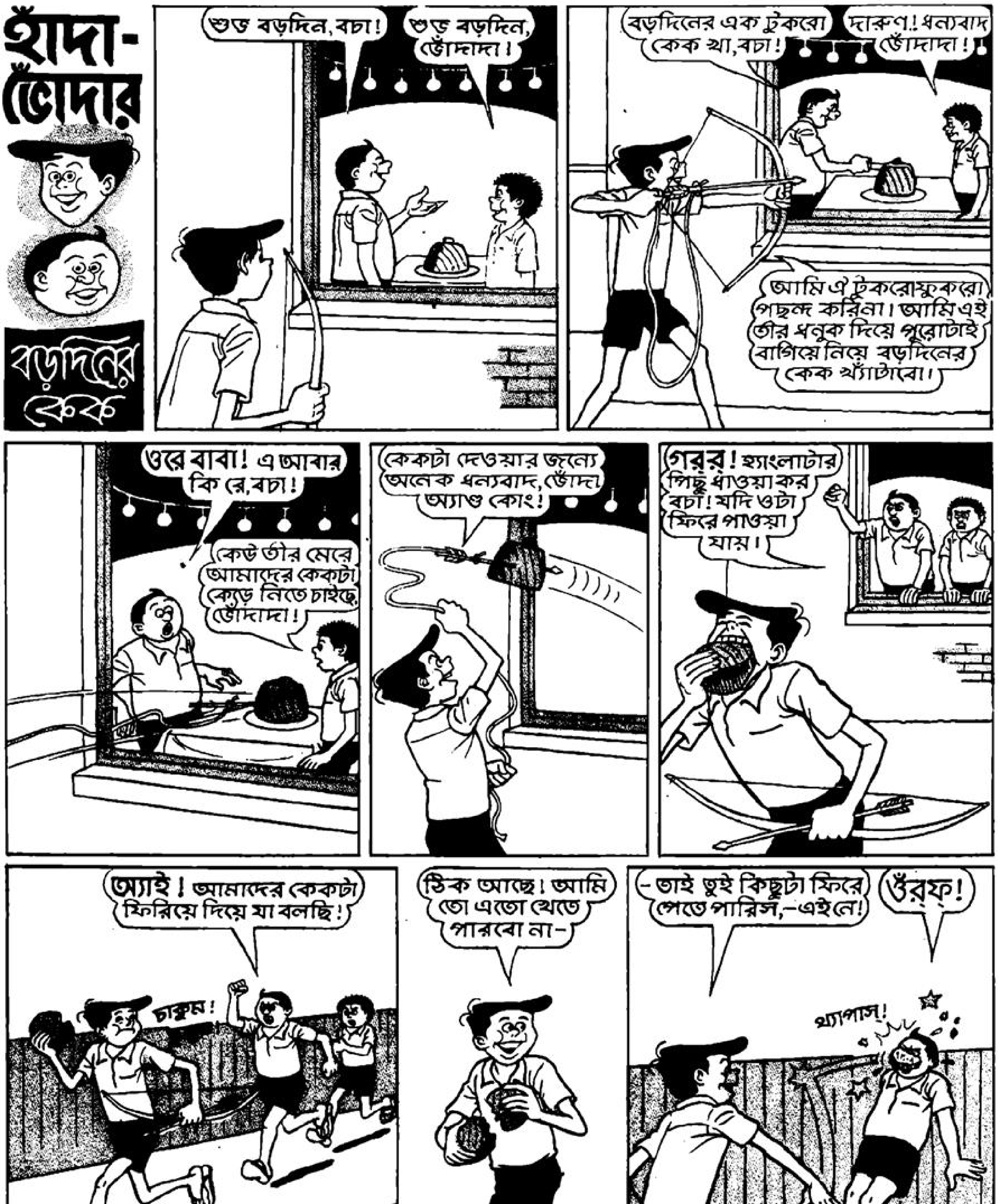
H.B./9


কি দারুণ সব ছাতা রে, হাঁদা! এখান থেকেই একটা কিনে নে।
ছাতার দোকান
যাবতীয় ছাতা বিক্রেতা
মাথা খারাপ! এখান থেকে নিলে গলা কেটে নেবে।
নিয়ে যান-নিয়ে যান। কম দামে এতো ভালো ছাতা আর পাবেন না। মাত্র আশি টাকা। ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না, জলদি করুন।
এই তো, পেয়ে গেছি। দোকানের চেয়ে এদের কাছ থেকে সস্তায় পাওয়া যায়।
আশি নয় চল্লিশ হলো নিতে পারি। দেবে তো দাও না হলে চলি।
নিয়ে যাও। বউনির টাইম।
ভালো তো রে?
দোকান থেকে নিলে কতো দাম নিতো বলতো? অথচ কতো সস্তায় পেয়ে গেলুম দেখলি তো?
দেখলুম।
বাড়িতে ফিরে
এই নিন ছাতা আর এই নিন ফেরত টাকা। কেমন হয়েছে, বলুন, পিসেমশাই!
বেশ ভালো হয়েছে! তোর এলেম আছে হাঁদা!
কিন্তু ফেরার পথেই বৃষ্টি।
আজ আর ভেজার ভয় নেই।
বাড়ি পৌঁছে
পিসেমশাইকে খুঁজছেন? তিনি এখনো ফেরেন নি।
আমি তোকে খুঁজছি রে, মর্কট! আমাকে চিনতে পারিস নি তো, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি।
তোর কেনা ছাতাই পিসেমশাইয়ের ভোল পাল্টে দিয়েছে।
ইরক!


হাঁদা-ভোঁদার
ভূত দর্শন
একস্ট্রা টাইম খেলতে গিয়েই দেরী হয়ে গেলো। বাড়ি পৌঁছোতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।
এদিকে আবার আকাশ কালো করে মেঘ করেছে। যে কোন সময় বৃষ্টি আসতে পারে,তাহলে মুস্কিল হবে রে,হাঁদা!
একটু পরেই-
এই রে, বৃষ্টি এসে গেলো! শিগগির ছুট লাগা!
ছুটে যাবোটা কোথায়? ধারে কাছে তো কোন ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে না!
ঐ তো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দৌড়ের স্পীডটা আরও বাড়িয়ে দে।
হ্যাঁ, কাক ভেজার আগেই যাতে পৌঁছে যেতে পারি।
ভাগ্যিস বাড়িটা চোখে পড়লো তাই ঝড়বৃষ্টি হতে রেহাই পাওয়া গেলো।
যা বলেছিস! না হলে ভিজে ঢোল হয়ে যেতে হতো!
ঠিক তখনই-
আরে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছো কেন? ভেতরে এসো!
কি ভালো লোক দেখেছিস, ভোঁদা? ডেকে আমাদের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে!
ভেতরে যেয়ে কাজ নেই, হাঁদা! আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে! লোকটার চোখ যেন মাছের চোখের মতো!
তোর যতো উদ্ভট কথা। জলজ্যান্ত একটা লোক ভেতরে ডাকছে। নির্ঘাত কিছু খাবারদাবারও দিতে পারে।



বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। টাকা জমা না পড়ায় লাইন কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হবে না। এখনো বাইরে আলো আছে তাতেই কাজ চলে যাবে। তোমরা বসো। তোমাদের নির্ঘাত ক্ষিদে পেয়েছে। দেখি কি করা যায়!
এই নাও গরম গরম প্যাটিসাপটা খেয়ে নাও।
প্যাটিসাপটা? তোকে কি বলেছিলুম রে, ভোঁদা?
ভেতরে গেলো আর নিয়ে এলো গরম ধোঁয়া উঠছে! কি করে সম্ভব?
আর কি খেতে চাও, বলো!
মাছ ভাজা আর ল্যাংড়া আম খাবো।
কি রে, হাঁদা? আজ দেখছি তুই বড্ড খাই খাই করছিস?
আরে ও কিছুই নয়—
—আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।
তুই বোস, হাঁদা, আমি একটু দেখে আসছি।
ওরে, হাঁদা! বুড়োটা মানুষ নয় ভূত! নিজের পাকে উনুনে ঢুকিয়ে মাছ ভাজছে আর জানলা দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে কি আনছে। বাঁচতে চাস তো পালিয়ে চল!
বলিস কি রে?
ওই দ্যাখ্!
আমি তখনই তোকে বলেছিলুম, তুই খ্যাঁটের লোভে কান দিলি না।
এবারে দিচ্ছি। শিগগির চল, আমাদের ঝড় জলই ভালো।
আরে, পালাচ্ছো কেন? মাছ ভাজা আর আম তো খেয়ে যাও।
মনে হচ্ছে ভূত বুড়োটা বেশ ভালো ভূতই ছিলো রে, ভোঁদা! ভাজা মাছ আর আম খেয়ে নিলেই হতো।
আমের বদলে এবার রামের নাম কর পেটুক কোথাকার!

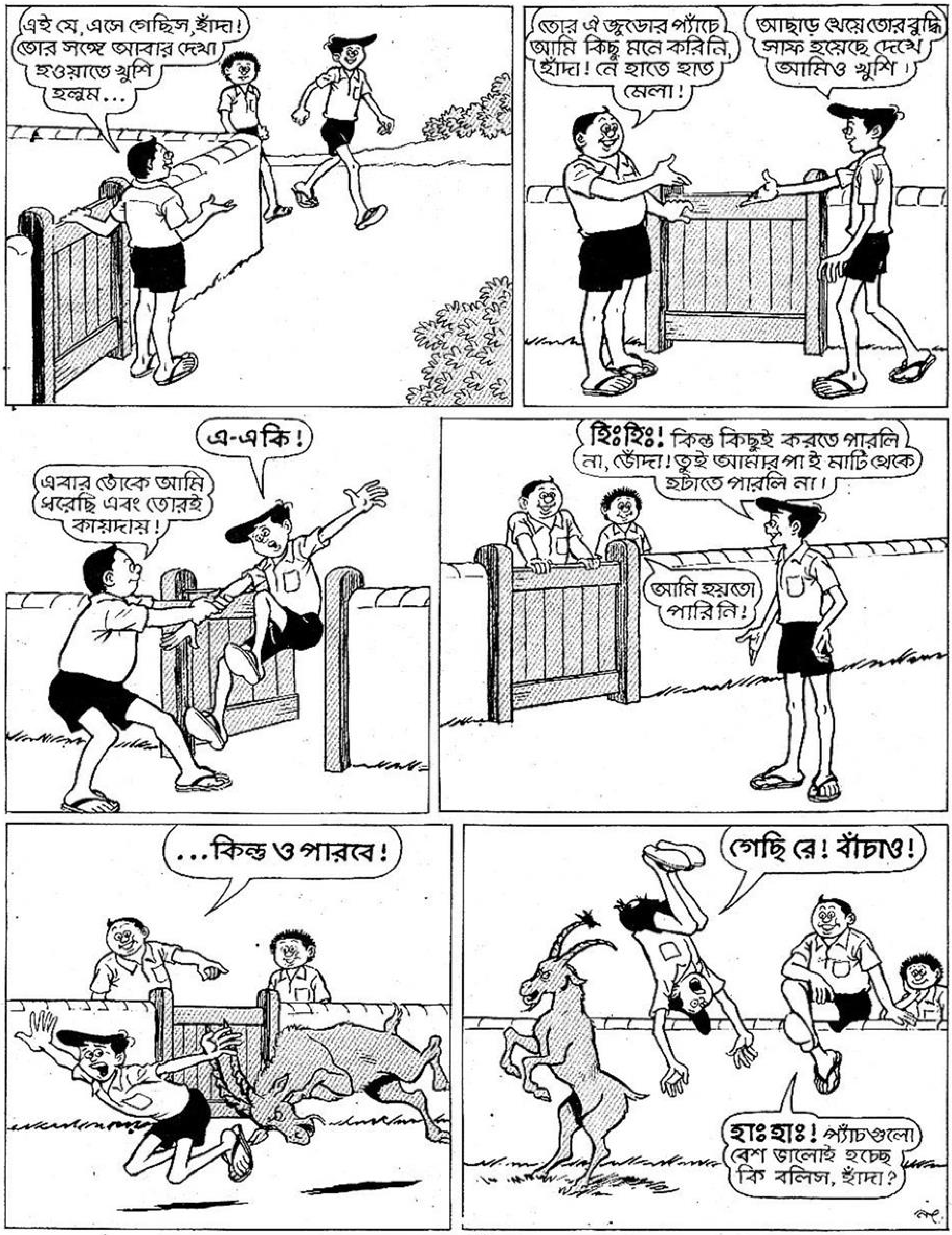

হাঁদা-ভোঁদার
বড়দিনের কেক
শুভ বড়দিন, বচা!
শুভ বড়দিন, ভোঁদাদা!
বড়দিনের এক টুকরো কেক খা, বচা!
দারুণ! ধন্যবাদ ভোঁদাদা!
আমি ঐ টুকরোফুকরো পছন্দ করিনা। আমি এই তীর ধনুক দিয়ে পুরোটাই বাগিয়ে নিয়ে বড়দিনের কেক খ্যাঁটাবো।
ওরে বাবা! এ আবার কি রে, বচা!
কেউ তীর মেরে আমাদের কেকটা ক্যেড় নিতে চাইছে, ভোঁদাদা!
কেকটা দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, ভোঁদা অ্যাণ্ড কোং!
গরর! হ্যাংলাটার পিছু ধাওয়া কর বচা! যদি ওটা ফিরে পাওয়া যায়।
অ্যাই! আমাদের কেকটা ফিরিয়ে দিয়ে যা বলছি!
চাক্কুম!
ঠিক আছে! আমি তো এতো খেতে পারবো না–
–তাই তুই কিছুটা ফিরে পেতে পারিস, –এইনে!
ওঁরফ!
থ্যাপাস্!

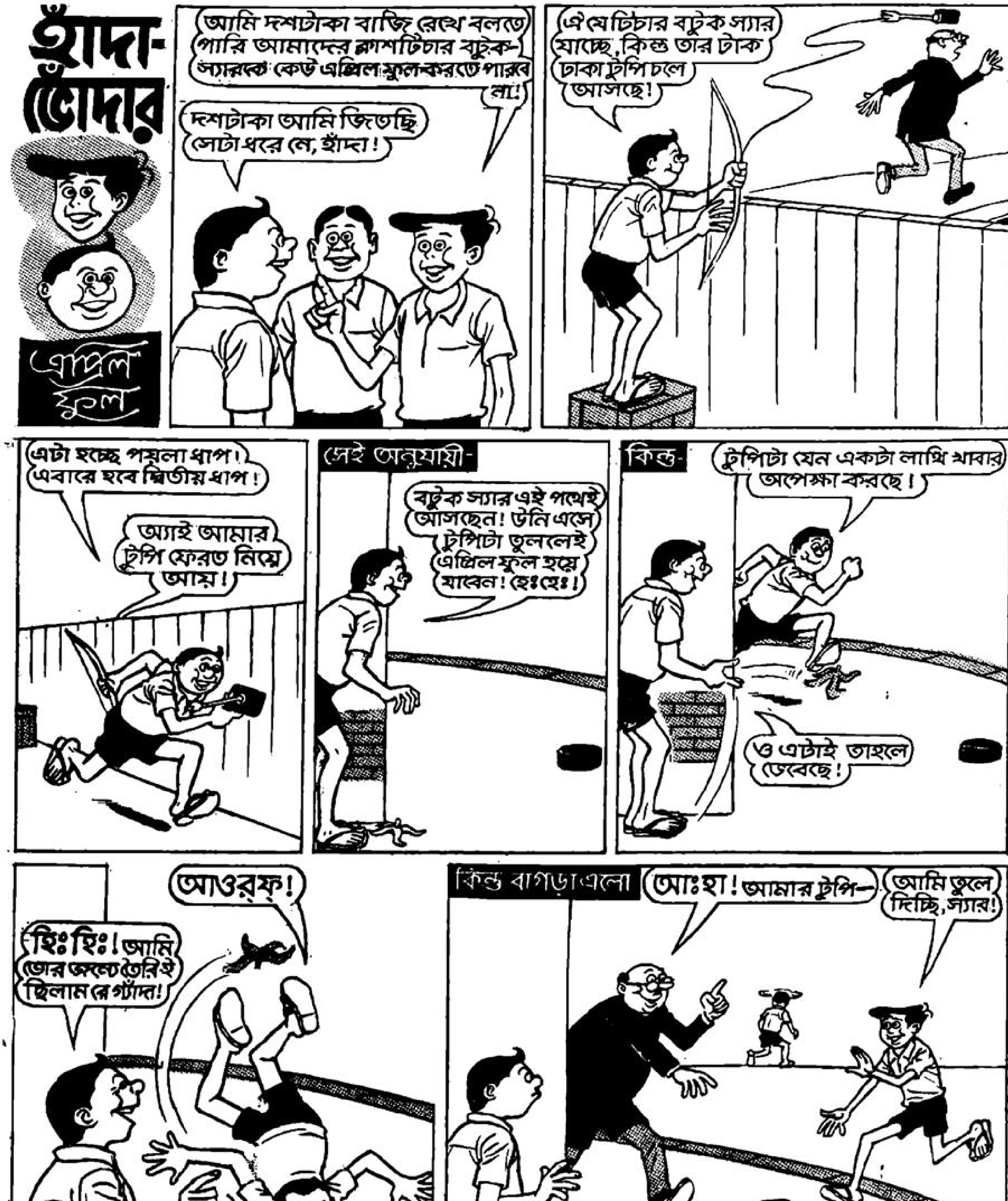

হিঃ হিঃ! তুই বড় নোংরাভাবে খাস, ভোঁদা!
হেঃ! বাড়ি ফিরে চল, বচা!
বড়দিনের কেকটা দারুণ ছিলো। ভাবছি আমার হাত সাফাইয়ের জন্যে আবার কি নিয়ে আসছে
আবার সেই পিছনের জানালায়
আঃ! আবার একটা কেক এনেছে আর ওরা মনে হচ্ছে কেউ কাছে নেই তাই এবারে হাত দিয়েই তুলে নিই।
এইরে! এ তো আবার হাঁদা! আমি জানালাটা বন্ধ করে দিই।
আরেঃ, না, তুই পারবি না!
শিগগির ওটা হাত বদল করতে বল, নাহলে তোর মুখের আদলও বদল হয়ে যাবে, ভোঁদা!
হ্যাঁ-ঠিক আছে, হাঁদা। বচা, ওটা দিয়ে দে।
এই নাও, হাঁদাদা!
উম্‌ম্‌ম্! চমৎকার!
ওয়াক্-ওয়াক্! গুক্!
উরফ্!
কাদা দিয়ে তৈরি বড়দিনের কেক কেমন লাগছে রে হাঁদা!
শুভ বড়দিন, হাঁদাদা!
ভাই, হাঁদা! এই শুভ বড়দিনে তুই কাদা মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? পিসেমশাইয়ের নজরে পড়লে শুভদিন তোর কাছে অশুভ হয়ে যাবে, হিঃ হিঃ!



হাঁদা-ভোঁদার
খুদ্ধার পাওনা
স্পনসর্ড হাঁটায় যোগ দিতে তুই কি আসবি, ভোঁদা?
ইয়ে-না! আমাকে আরো বেশী কিছু দরকারি কাজ সারতে হবে!
বাগানের এই ঘরটায় আমি কিছু স্ট্রবেরী লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাই এখন আমি গিয়ে স্ট্রবেরী আর দুধ খাবো! হেঃ হেঃ!
ইস্! সবগুলিই দেখছি পচে গলে গেছে!
কুছপরোয়া নেই! আমি শুধু দুধই খাবো।
গ্রুফস্! দুধটাও দেখছি নষ্ট হয়ে গেছে!
জিনিস ঠিক রাখার জন্যে এবার আমি নিজেই একটা ঠাণ্ডা রাখার বাক্সো বানাবো। ঠাণ্ডায় আমার জিনিস তাতে ঠিক থাকবে।
আমার ঠাণ্ডার বাক্সে লাইন দেবার জন্যে আমি কিছু বরফ খণ্ড পেতে পারি?
অবশ্যই! কিন্তু আগে ভ্যানটাকে খালি করতে আমাদের সাহায্য করো।
উফস্! খুবই কঠিন কাজ!


সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, ভোঁদা! এইযে তোমার বরফ খণ্ড
আর এই এক ব্যাগ জমানো র‍্যাসপবেরী!
উফ্‌স্‌! ধন্যবাদ!
পরে ফেরার পথে-
দ্যাখ, ভোঁদা! তোর পেছনে ওপাড়ার আমাদের বৈরী ক্লাবের ছেলেরা হামলা করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে!
দ্যাখ! ভোঁদার বাক্সে কি দারুণ অ্যামুনিশান রয়েছে!
অ্যাই! আমার র‍্যাসপবেরীতে হাত লাগাবি না!
লাগা!
ইরুক! শিগগির প্যালিয়ে চল, ব্যাঁদা! হাঁদার শক্ত র‍্যাসপগুলো বড়ো সাংঘাতিক!
ঠকাস্‌!
ঠকাস্‌!
বাহ্‌! হতচ্ছাড়া হাঁদা সঙ্গী জুটিয়ে আমার খাওয়ার র‍্যাসপবেরীগুলো বরবাদ করলো আর গরম বাতাস ঢুকিয়ে বরফগুলো গলিয়ে দিলো!
উরিব্বাস! এই সপনসর্ড হাঁটা পায়ের পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক!
যথার্থ সত্যি! আমার পা আমাকে মেরে ফেলছে!
আঃ! একটা মতলব এসেছে!
মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে আপনার পা ঠাণ্ডা করুন!
আঃ! দারুণ!
তাড়াতাড়ি করুন, পরে আমি!
আরিব্বাস! ফলের রসের তৈরি এতো আইসক্রীম তুই কোথায় পেলি রে, ভোঁদা?
উলস্‌!
সুরুক!
তোরা আমার র‍্যাসপবেরী নষ্ট করার পর বুদ্ধি খাটিয়ে যথেষ্ট টাকা কামিয়ে এগুলি কিনেছি!

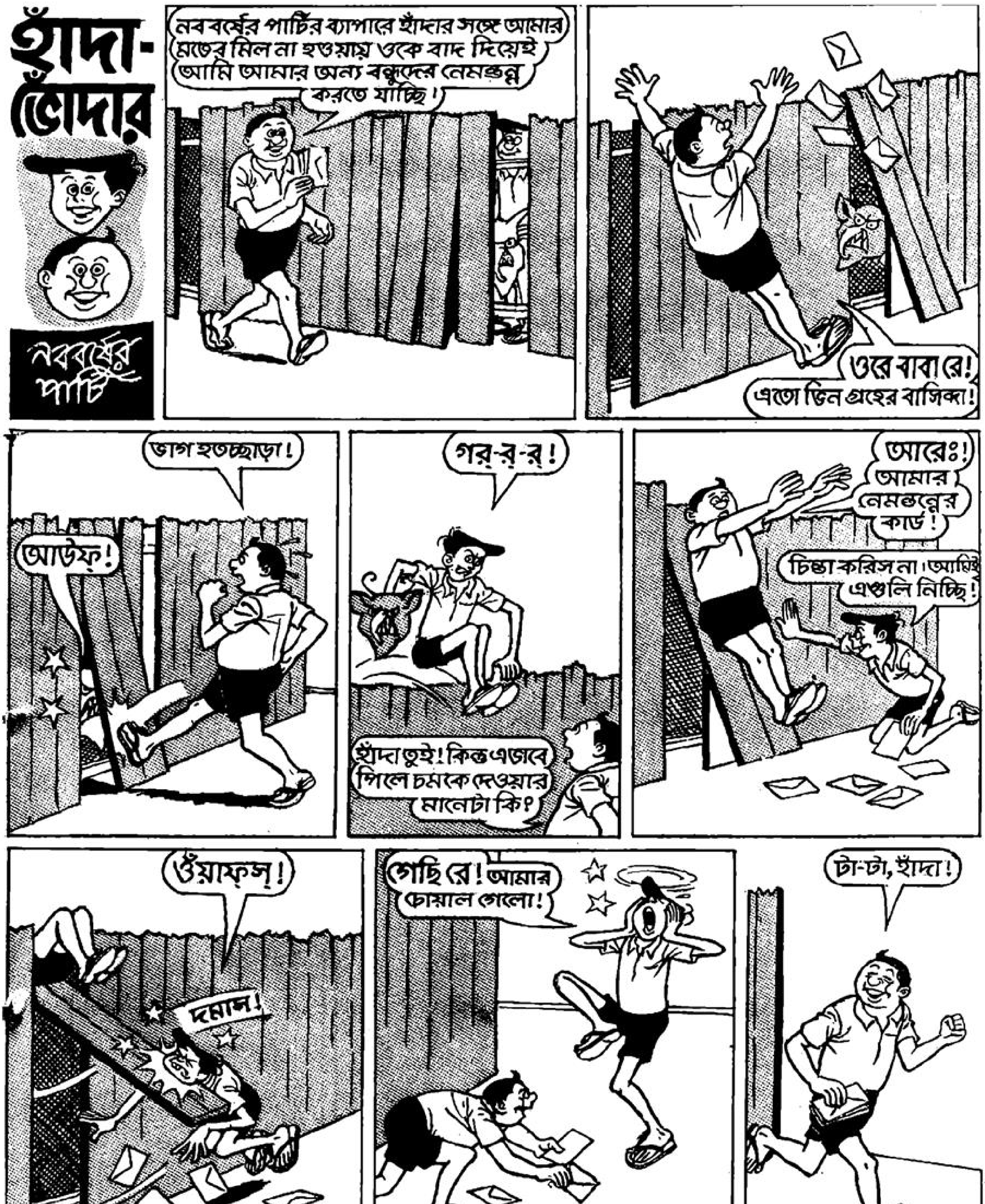

এই যে, এসে গেছিস, হাঁদা! তোর সঙ্গে আবার দেখা হওয়াতে খুশি হলুম...
তোর ঐ জুডোর প্যাঁচে আমি কিছু মনে করিনি, হাঁদা! নে হাতে হাত মেলা!
আছাড় খেয়ে তোর বুদ্ধি সাফ হয়েছে দেখে আমিও খুশি।
এবার তোকে আমি ধরেছি এবং তোরই কায়দায়!
এ-একি!
হিঃ হিঃ! কিন্তু কিছুই করতে পারলি না, ভোঁদা! তুই আমার পা-ই মাটি থেকে হটাতে পারলি না।
আমি হয়তো পারিনি!
...কিন্তু ও পারবে!
গেছি রে! বাঁচাও!
হাঃ হাঃ! প্যাঁচগুলো বেশ ভালোই হচ্ছে কি বলিস, হাঁদা?


হাঁদা-ভোঁদার
এপ্রিল ফুল
আমি দশটাকা বাজি রেখে বলতে পারি আমাদের ক্লাশটিচার বটুক-স্যারকে কেউ এপ্রিল ফুল করতে পারবে না!
দশটাকা আমি জিতেছি সেটা ধরে নে, হাঁদা!
ঐ যে টিচার বটুক স্যার যাচ্ছে, কিন্তু তার টাক ঢাকা টুপি চলে আসছে!
এটা হচ্ছে পয়লা ধাপ। এবারে হবে দ্বিতীয় ধাপ!
অ্যাই আমার টুপি ফেরত নিয়ে আয়!
সেই অনুযায়ী-
বটুক স্যার এই পথেই আসছেন! উনি এসে টুপিটা তুললেই এপ্রিল ফুল হয়ে যাবেন! হেঃ হেঃ!
কিন্তু-
টুপিটা যেন একটা লাথি খাবার অপেক্ষা করছে!
ও এটাই তাহলে ভেবেছে!
আওরফ্!
হিঃ হিঃ! আমি তোর জন্যে তৈরিই ছিলাম রে গ্যাঁদা!
কিন্তু বাগড়া এলো
আঃ হা! আমার টুপি—
আমি তুলে দিচ্ছি, স্যার!
ধ্যাৎ! হাঁদাটা সব কিছু পণ্ড করতে চলেছে!


স্যার আমাকে দেখে ফেলার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে!
ঝনাক!
আঁউচ্!
টা!
স্কুলে-
এই আমার সুযোগ! টিচার বাইরে যাচ্ছে- সুতরাং আমি ওঁর টুপি নিয়ে আর একটা কৌশল করতে পারি!
কিন্তু-
ওফ্!
তুই নিজেই এপ্রিল ফুল হয়ে গেলি রে, ভোঁদা! হাঃ হাঃ!
ঠং ঠং!
খেলতে যাবার ঘণ্টা বাজলো- ক্লাশঘর শিগগিরই খালি হয়ে যাবে!
এবার আমি টুপিতে কিছু কায়দা করে কড়া আঠা দিয়ে ওটাকে সিলিংয়ে সেঁটে দিচ্ছি!
আবার স্কুল বসার পর
আমার টুপিটা কে আবার ওখানে আটকে রেখেছে? হাঁদা-তুই রোগা পাতলা। এখুনি ওটা পেড়ে আন।
কিন্তু.... কিন্তু....
পেড়েছি, স্যার!
মরেচে! এটা যে জলে ভর্তি!
হিঃ-হিঃ হিঃ!
হাঁদা নিজের বাজি নিজেই জিতেছে-পরিবর্তে স্যার ওর চামড়া টান করে দিচ্ছে।
আমাকে এপ্রিল ফুল করা, অ্যাঁ?
গেছি রে!


হাঁদা-ভোঁদার
বদলার লড়াই
পকেট ফাঁকা। তাই টাকার অভাবে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা হলো না!
ওরে বুদ্ধি খাটালে বিনা খরচেও ম্যাচ দেখা যায়।
ক্রিকেট ম্যাচ
এই বাক্সোটার ওপর দাঁড়িয়ে ঐ ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখবো! টাকাপয়সার কোন দরকারই নেই।
কিন্তু-
কি হলো রে, হাঁদা? ডিঙি মেরেও যে ফুটোয় পৌঁছুতে পারলি না!
ফুটোয় পৌঁছুতে হলে লম্বা হওয়া চাই।
উরফ!
মরেচে! এ যে ডিগডিগে ডাম্বু!
গর্‌র! দাঁড়া! আমিও মজা দেখাচ্ছি!
সেইমতো-
আমি রণ-পা বানিয়েছি! এবার আমি ওর মোকাবিলা করবো!
দ্যাখ, ডিগডিগে! এবার আমি তোর থেকেও লম্বা! আমি এবার বদ্‌লা নেবো!
মরেচে! আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ওকে ঠ্যাকাতে হবে!
ইয়ারফ্‌স্‌!
বদ্‌লা নিতে এসে উল্টে জব্দ হয়ে গেলি।
দমাস!
দুম!


এবার ওঠ, উঠে আমার সঙ্গে লড়াই কর, বাঁটকুল!
ক্রুর-র্-র!
ওঁফ!
আমার হাত এক মাইল দূরেও পৌঁছোতে পারে! হেঃ হেঃ!
হাঃ! ওর হাত যদি লম্বা না হতো তাহলে আমি ওর হাড্ডি গুঁড়িয়ে দিতুম।
তড়পানি থামা। তোর বুদ্ধির নানা কৌশল তো ফ্লপ হয়ে গেলো, এবার দ্যাখ্ আমার কৌশল কি রকম হয়।
অবশ্যই ও খানে কিছু পাওয়া যাবে। যা দিয়ে ডিগডিগে ডাম্বুটাকে বাম্বু দেওয়া যায়!
আধঘণ্টা পরে-
কই রে, ডাম্বু! এবার আমার সঙ্গে লড়বি আয়!
এদিয়ে তুই মারার আগেই ওই লম্বা বুলো দিয়ে তোর নাক ঢাক করে দেবে!
এই যে, আমি এখানে-
আচ্ছা, হাঁদার বদলে এবার তাহলে তুই, ভোঁদা! ঠিক আছে এটা কোন সমস্যাই নয়, এখান থেকে সহজেই তোর নাকের কাছে আমার হাত পৌঁছে যাবে!
হিঃ হিঃ! তোর লম্বা হাত কোন কাজেই এলো না রে, ডাম্বু!
উলক!
আমার কৌশলটা কেমন লাগলো রে, হাঁদা?
অতি সুন্দর!
গোঁ-ওঁ-ওঁ!


হাঁদা-ভোঁদার
নববর্ষের পার্টি
নব বর্ষের পার্টির ব্যাপারে হাঁদার সঙ্গে আমার মতের মিল না হওয়ায় ওকে বাদ দিয়েই আমি আমার অন্য বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি।
ওরে বাবা রে!
এতো ভিন গ্রহের বাসিন্দা!
ভাগ হতচ্ছাড়া!
আউফ্!
গর্-র্-র্!
হাঁদা তুই! কিন্তু এভাবে পিলে চমকে দেওয়ার মানেটা কি?
আরেঃ! আমার নেমন্তন্নের কার্ড!
চিন্তা করিস না। আমিই এগুলি নিচ্ছি!
ওঁয়াফ্স্!
দমাদ্দ!
গেছি রে! আমার চোয়াল গেলো!
টা-টা, হাঁদা!


বাহ্! হতচ্ছাড়া তক্তা!
গেছি রে!
এটাই শেষ নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়ে গেলো!
পার্টিতে খাওয়ার জন্যে কাঠবাদামগুলি প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে।
এঃ! শব্দ কিসের?
খচ-খচ!
মরেচে! আবার তুই, হাঁদা!
হ্যাঁ! আবার আমি এসেছি তোকে সহবত শেখাতে। এবার তোকে–
আরো ফস!
মরেচে! কাঠবাদাম যে ফাটতে শুরু করেছে!
ফটাস! ফটাস!
ওফ্! আফ্স্! থামা!
ফটাস! ফট!
তোর দিকে এতোগুলো বাদাম ছিটকে গেলো, হাঁদা, সব গায়ে লাগালি। একটাকেও মুখে ঢোকাতে পারলি না?
হিঃ হিঃ! তোমার বদন এমন খুব সুরত মদন হলো কি করে গো, হাঁদাদা?
চুপ বে!
অনেক হয়েছে! আর ওকে দাগা দিসনা বচা!

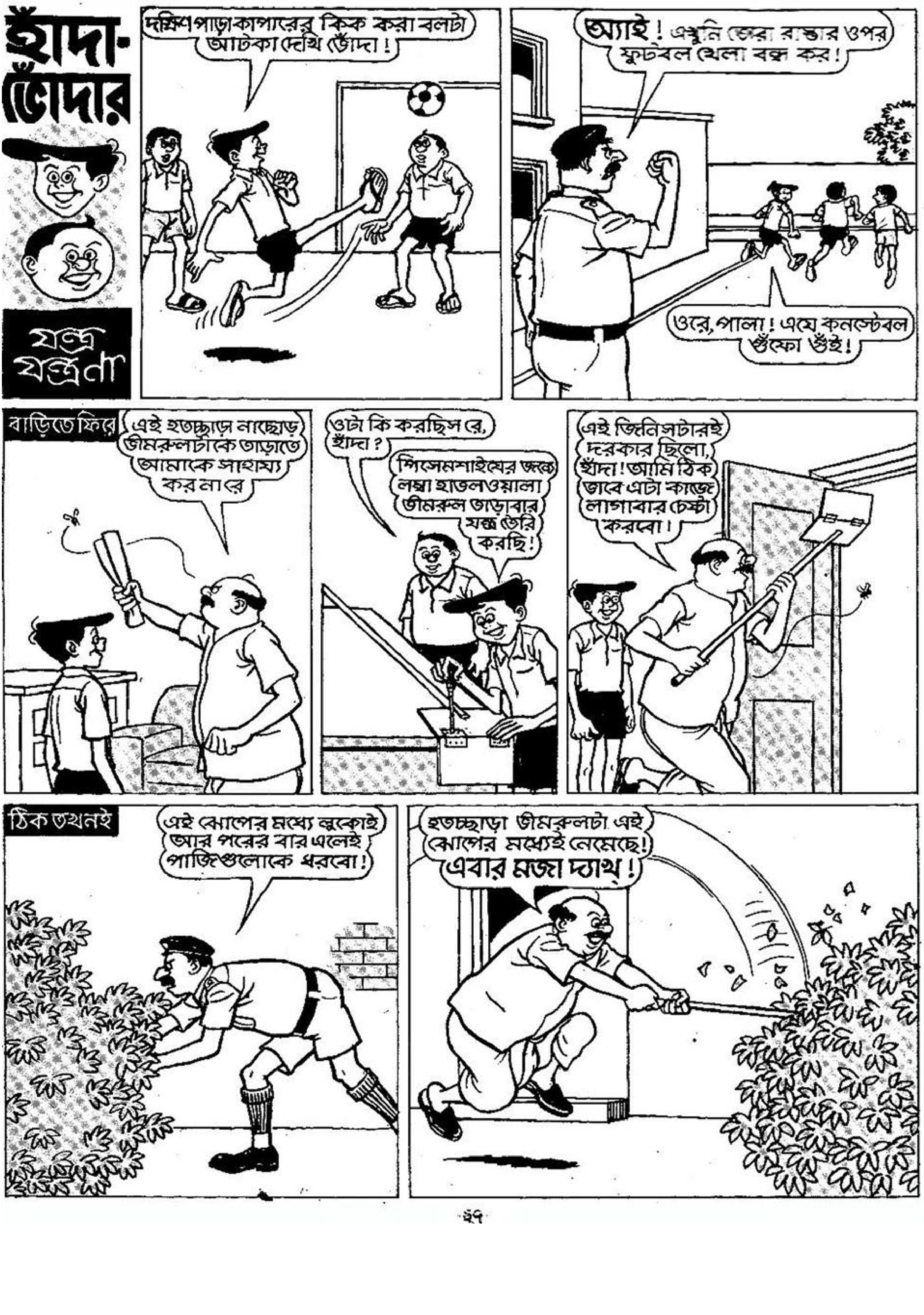


হাঁদা-ভোঁদার
ভূত বিতাড়ণ
আমাদের গ্রামের বাড়িটা দীর্ঘদিন দেখাশোনা হয়নি। তাই আমার ইচ্ছে তোরা দুজনে ওখানে গিয়ে থেকে সব দেখে শুনে আয়।
গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ভোঁদা একাই সব কিছু দেখাশোনা করতে পারবে, পিসেমশাই! আমার যাবার প্রয়োজন নেই।
না, তোরা দুজনেই যাবি, দরকারে একে অপরকে সাহায্য করবি।
গ্রামের বাড়িতে ঢোকার মুখে-
এইযে! তোমরা কি ঐ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছো?
হ্যাঁ, ওটা আমাদের পিসেমশাইয়ে বাড়ি। কিন্তু এ কথা বলছেন কেন?
বলছি এজন্যে যে ওই বাড়ি এখন ভূতের বাড়ি। যে লোক ঐ বাড়িতে থাকতো সে ভূতের উপদ্রবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।
ওরে বাবা! বলেন কি!
দেখলি! পিসেমশাই জেনেশুনে আমাদের ভূতের খপ্পরে ঠেলে দিলো। ভূতের হাতে মরার চেয়ে চল এখুনি এখান থেকে কেটে পড়ি।
না, ভূতের সঙ্গে মোকাবিলা না করে আমি যাবো না, হাঁদা।
সুতরাং সেইমতো-
আঁগেরগুলো তোঁ ভঁয় পেঁয়ে পাঁলিয়েছে। এঁরা আঁবার কাঁরা এঁসে জুঁটলো! অ্যাঁই তোঁরা কেঁ রেঁ?
ফরর-ফোঁৎ!
ফরর ফোঁৎ!
ওরে বাবা রে! ওটা কি রে?
কি হলো রে?
জানালায় দ্যাখ্!


আঁজঃ সাঁবধান্ কঁরে দিঁয়ে গেঁলাম। কাঁল যঁদি তোঁদের আঁবার এঁ বাঁড়িতে দেঁখি তঁবে তোঁদের ঘাঁড় মঁটকে দেঁবো!
হিঁউক-হিঁউক!
আমি কালই কেটে পড়বো, ভোঁদা। ওটা আলটিমেটাম দিয়ে গেলো শুনলি তো?
সেকি রে, হাঁদা! তুই কি শেষে ভয় পেয়ে গেলি নাকি?
দ্যাখ্‌ ভয় কাকে বলে জানি না। তাই বলে ভূতের হাতে আমার ঘাড় মটকে যাবে এটা হতে দিতে পারি না।
হুমকির বদলে পাল্টা হুমকি না দিলে হুমকি দেনেওয়ালারা পেয়ে বসে। তাই আমিও এটা দিয়ে ভূতটাকে পাল্টা হুমকি দেবো।
হাসালি, ভোঁদা। ভয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই তুই ঝাড়ু দিয়ে ভূতকে হুমকি দিতে চাইছিস!
পরদিন-
হ্যাঁ, এই ঝাড়ু দিয়েই হুমকি দেবো। ওটা এলে তুই শুধু ভয়কে জয় করে বিছানায় বসে থাকবি।
সেইদিন রাত্রে
আঁমার আঁদেশে অঁবজ্ঞা কঁরেছিস!
এদিকে-
তোঁদের চঁলে যেঁতে বঁলেছিলুম কিঁন্তু তোঁরা যাঁস নিঁ। এঁবার আঁমি তোঁদের ঘাঁড় মঁটকাবো।
কাঁর ঘাঁড় মঁটকাবি রেঁ, কেঁলেভূঁত?
ইঁরক্! গেঁছি রেঁ! এঁযে বেঁম্মদত্যি! আঁমি আঁর এঁখানে থাঁকবুনি।
দেখলি তো, ভূতেরও তাহলে ভূতের ভয় আছে, কি বলিস হাঁদা!
ফিরে গিয়ে পিসেমশাইকে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাতে হবে। সেই সঙ্গে তোর কেটে পড়ার ইচ্ছার বৃত্তান্ত পিসেমশাইয়ের কর্ণকুহরে তোলা উচিত হবে কিনা সেটাই ভাবছি!
ঘোর অনুচিত!


হাঁদা-ভোঁদার
ভেল্কির খেলা
• হারাইয়াছে •
এই সাদা রংয়ের ওপর কালো ফুটকি দেওয়া কুকুরটি হারাইয়াছে। কেহ খুঁজিয়া দিলে মোটা অর্থ পুরস্কার দিব।
নেংকুরাম মিত্রোশী
১০, কুকড়ো পল্লী।
পকেট ফাঁকা তাই টাকার জন্যে অমন দুর্দান্ত ফাইটিং ছবি 'গালি চলে দনাদ্দন' দেখা হয়নি। এবারে দ্যাখ্ মোটা টাকা হাতের মুঠোয়।
কুকুরটাকে পাকড়াও করে ওর মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই টাকা আমার মুঠোয় এসে যাবে।
কিন্তু ঐ কুকুরটাকে তুই পাবি কোথায়?
খুঁজতে হবে। আরে, ঐ রকমই তো একটা কুকুর ডাস্টবিনের ফ্যালা নোংরা খাচ্ছে!
তাহলে কাছে গিয়ে দ্যাখ।
তবে মনে হচ্ছে এটা সেই কুকুর নয় রে, হাঁদা!
আয় আয়, বাচ্চু! চুক চুক!
গরর!-খ্যাঁক-খ্যাঁক!
ওরে বাবা! হতচ্ছাড়াটা কামড়াতে আসছে যে রে!
খ্যাঁক! খ্যাঁক!
তোকে বললুম এটা নয়, এটার গায়ে ফুটকি নেই।
এখুনি ওটা তেড়ে কামড়াতে এসেছিলো। কুকুর খোঁজা ছেড়ে দে, হাঁদা!
ছেড়ে দেবো মানে? যেভাবে হোক কুকুর দিয়ে পুরস্কার নিতেই হবে।
কিন্তু খুঁজে পাবি কোথায়?
কোথায় পাবো তাই না? পাবার একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে রে, ভোঁদা! শুধু দেখে যা ভেল্কির খেল!
আরে, এ তো পাড়ার নিরীহ কালো রংয়ের কুকুর, কেলো!
এই কেলোই পুরস্কার এনে দেবে!


দ্যাখ্, ভোঁদা! আর কষ্ট করে খোঁজার দরকার নেই, শুধু সামান্য বুদ্ধি! খরচ করে নিজেই তৈরি করে নিচ্ছি।
সত্যি তোর বুদ্ধি আছে, হাঁদা, কিন্তু টিঁকবে তো?
কিরে, ভোঁদা! হারানো কুকুর হয়েছে কিনা?
একেবারে ঠিক ঠিক হয়েছে রে হাঁদা!
এবার চল, নেকুবাবুর কুকুর দিয়ে পুরস্কারটা নিয়ে আসি, অবশ্য তোকে তোকেও কিছু শেয়ার দেবো।
যদি ধরে ফ্যালে হাঁদা!
এই নিন, স্যার! আপনার কুকুর।
বাঃ! দারুণ কাজের ছেলে তো দেখছি তোমরা!
আমার পুরস্কারটা, স্যার?
অবশ্যই পাবে। একটু অপেক্ষা করো।
দেখলি তো, ভোঁদা! সামান্য বুদ্ধি খরচ করে কেমন মোটা টাকা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি।
কিন্তু ব্যাপারটা চিটিংবাজী হয়ে গেলো না?
আগে একটু সাফ করে নি-একি! রংমাখিয়ে জাল কুকুর বানানো হয়েছে! নেকুরামের সঙ্গে চিটিংবাজী দেখাচ্ছি মজা।
তোমাদের মধ্যে পুরস্কারটা কে নেবে?
আমি, আমি, স্যার!
বেশ, তাহলে এই নগদ পুরস্কার তোকে দিচ্ছি পাজি চিটিংবাজ কোথাকার।
ওরে বাবা রে! আমি পুরস্কার চাইনা রে!
নেকুবাবু তোকে পুরস্কার না দিয়ে ছাড়বে না, হাঁদা!

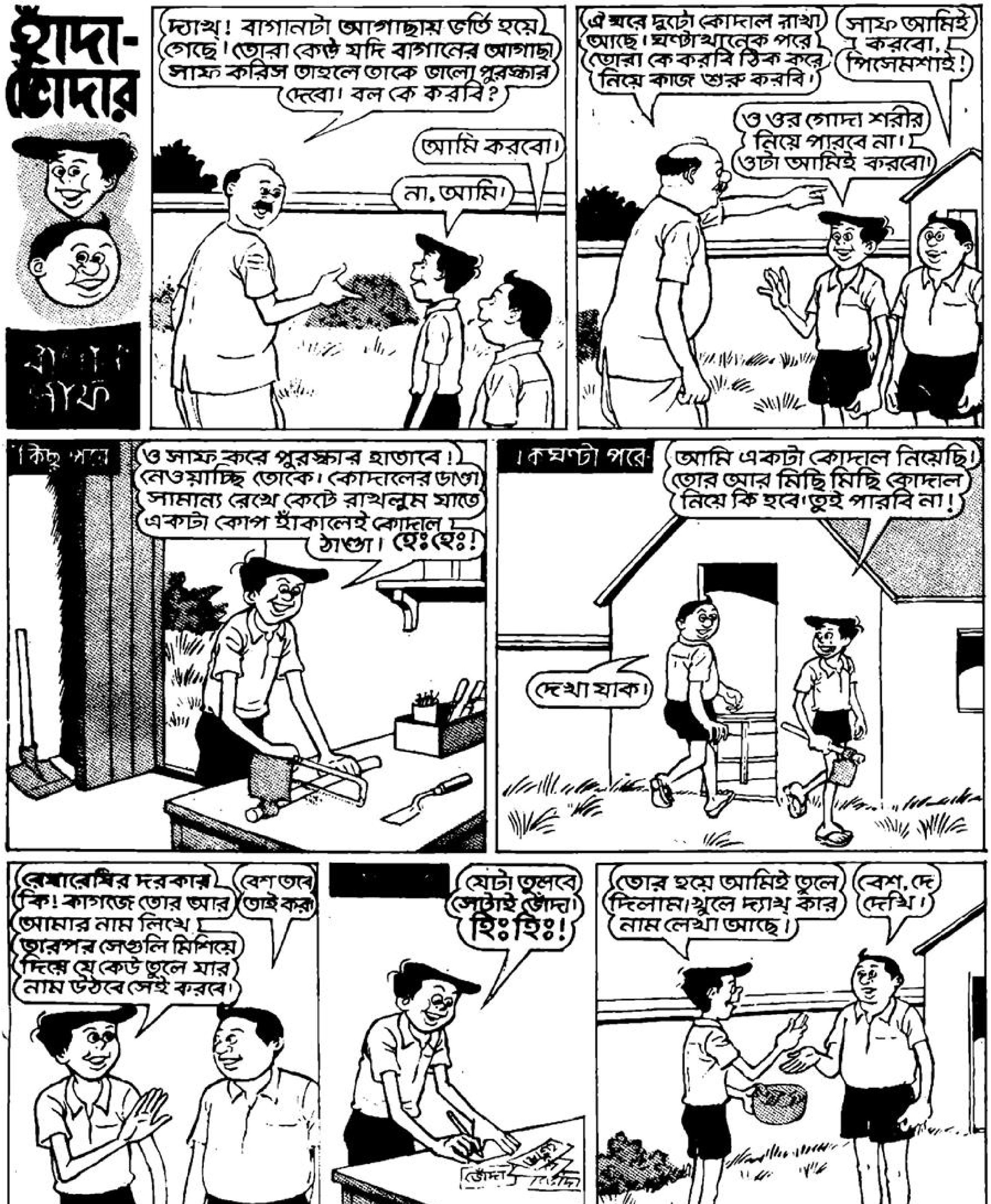

হাঁদা-ভোঁদার
যন্ত্র যন্ত্রণা
দক্ষিণপাড়া কাপ্তারের কিক করা বলটা আটকা দেখি ভোঁদা!
অ্যাই! এক্ষুনি তোরা রাস্তার ওপর ফুটবল খেলা বন্ধ কর!
ওরে, পালা! এযে কনস্টেবল গুঁফো গুঁই!
বাড়িতে ফিরে
এই হতচ্ছাড়া নাছোড় ভীমরুলটাকে তাড়াতে আমাকে সাহায্য কর না রে
ওটা কি করছিস রে, হাঁদা?
পিসেমশাইয়ের জন্যে লম্বা হাতলওয়ালা ভীমরুল তাড়াবার যন্ত্র তৈরি করছি!
এই জিনিসটারই দরকার ছিলো, হাঁদা! আমি ঠিক ভাবে এটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবো।
ঠিক তখনই
এই ঝোপের মধ্যে লুকোই আর পরের বার এলেই পাজিগুলোকে ধরবো!
হতচ্ছাড়া ভীমরুলটা এই ঝোপের মধ্যেই নেমেছে!
এবার মজা দ্যাখ!


হাঁদা-ভোঁদার
সহজে সম্মোহন
কি রে, এরকম তন্ময় হয়ে বইয়ে মুখ গুঁজতে তো তোকে কখনো দেখিনি হাঁদা! কি বই পড়ছিস রে ওটা?
সহজে সম্মোহন
এসে গেছিস, ভোঁদা? এদিকে আমারও মোটামুটি বিদ্যার্জন শেষ। শুধু পরীক্ষাটা বাকি!
কি বিদ্যে রে, হাঁদা?
সম্মোহন! সম্মোহন বিদ্যে রে মুখ্যু! কোথাকার!
তুই এসে ভালোই করেছিস, ভোঁদা! ভাবছিলাম সদ্য শেখা বিদ্যেটা কার ওপর পরখ করি। তুই যখন এসে গেছিস তখন তোর ওপরই পরখ করি।
সম্মোহন শিখেছে কিনা আমার ওপর সেটা পরখ করবে! ওর মতলবটা কি সেটা দেখতে হবে!
আমি এটা দোলাচ্ছি, তুই এটার দিকে তাকিয়ে থাক।
দশ মিনিট পর
দেখি ও সম্মোহিত হয়েছে কিনা। তুই কান ধরে ওঠবোস কর, ভোঁদা!
আমি যে সম্মোহিত হই নি সেটা ওকে বুঝতে না দিয়ে ও যা বলছে তাই করে দেখি যে ওর মতলবটা কি!

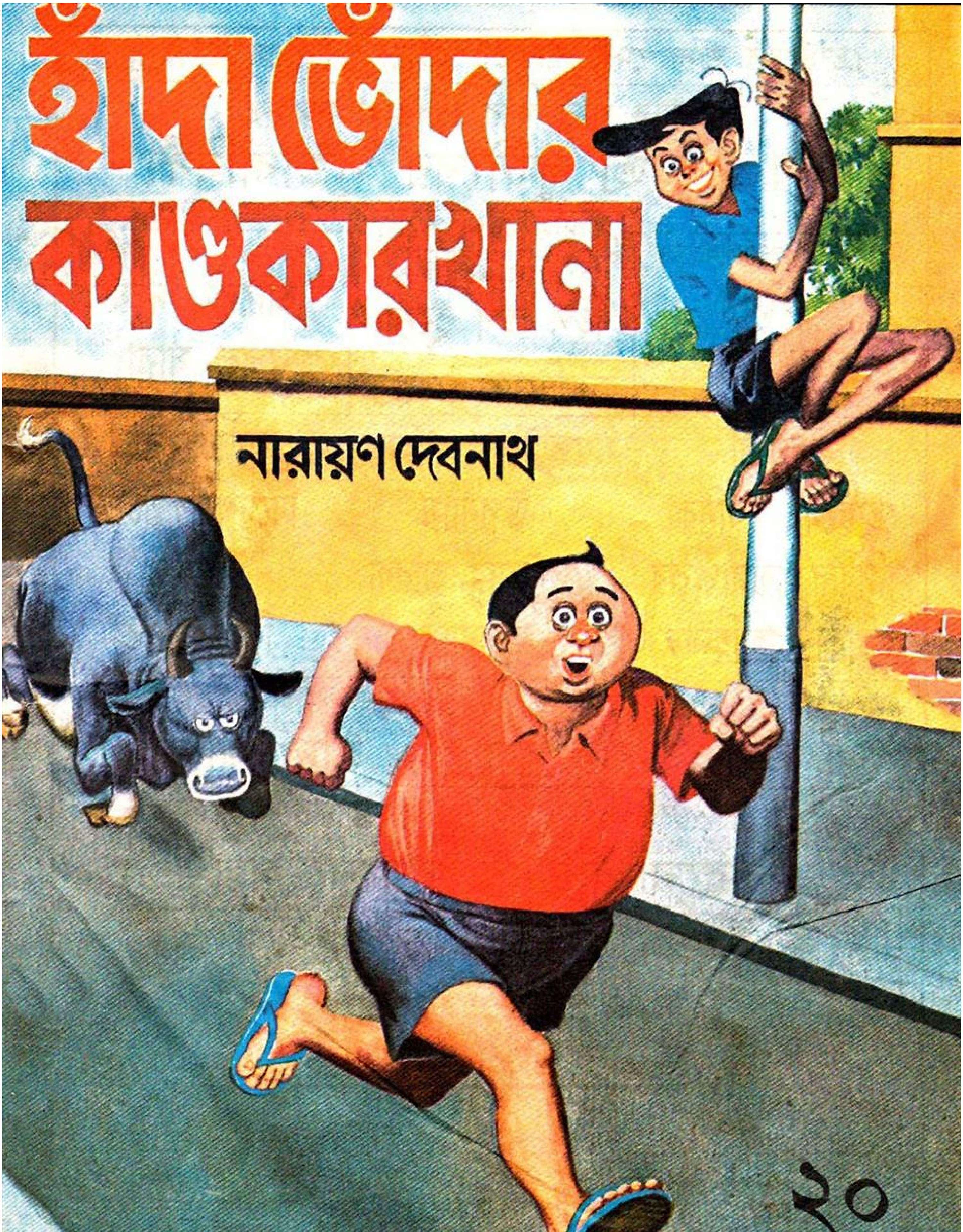

তুই এখন আমার কব্জায়, মানে নিয়ন্ত্রণে, ভোঁদা! এখন থেকে আমি তোকে যা নির্দেশ করবো তাই করবি বুঝেছিস?
হ্যাঁ, বুঝেছি, হাঁদা!
একটু পরে
একি রে, হাঁদা! তোকে না বলেছিলাম ভোঁদাকে নিয়ে পাঁচিলের যেখানে যেখানে বসলো ছোপ ধরেছে সেই সব জায়গায় কলি চুন লাগাতে, তার কি করেছিস?
ভোঁদা কতটা সম্মোহিত হয়েছে এবার বোঝা যাবে। বাগানের যন্ত্র রাখার ঘর থেকে কলি চুনের বালতি আর দুটো পোঁচড়া নিয়ে আয়, ভোঁদা!
আনছি, হাঁদা!
মনে হচ্ছে ওর মতলব ভালো নয়! আমাকে দিয়ে ও কাজ করিয়ে নেবার মতলব করেছে। আমিও দেখাচ্ছি!
কিচ্ছু ভাববেন না, পিসেমশাই! এখুনি হাত লাগানো হচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।
লাগা, ভোঁদা!
এ-একি! আ-আমার গায়ে লাগাচ্ছিস কেন রে, হতচ্ছাড়া!
হাঁদার ইচ্ছেয় পিসেমশাই!
হাঁদার ইচ্ছে মানে?
আমি সম্মোহিত পিসেমশাই! হাঁদা আমাকে সম্মোহিত করে বলেছে তুমি তদারকি করতে এলে তোমার গায়ে লাগাতে!
হুঁক!
সম্মোহিত করেছে? ধরলে এই পোঁচড়া দিয়ে ওকে কেমন সম্মোহিত করবো সেটা ওর ভালো ভাবেই মালুম হবে!
না, আমি সম্মোহিত হতে চাই না! এই হতচ্ছাড়া, পিসেমশাইয়ের পথ অবরোধ কর না!
পিসেমশাইয়ের পথ অবরোধ করা এখন অসাধ্য, হাঁদা! তার চেয়ে তুই পিসেমশাইকেই সম্মোহিত করে ফ্যাল না।
নং

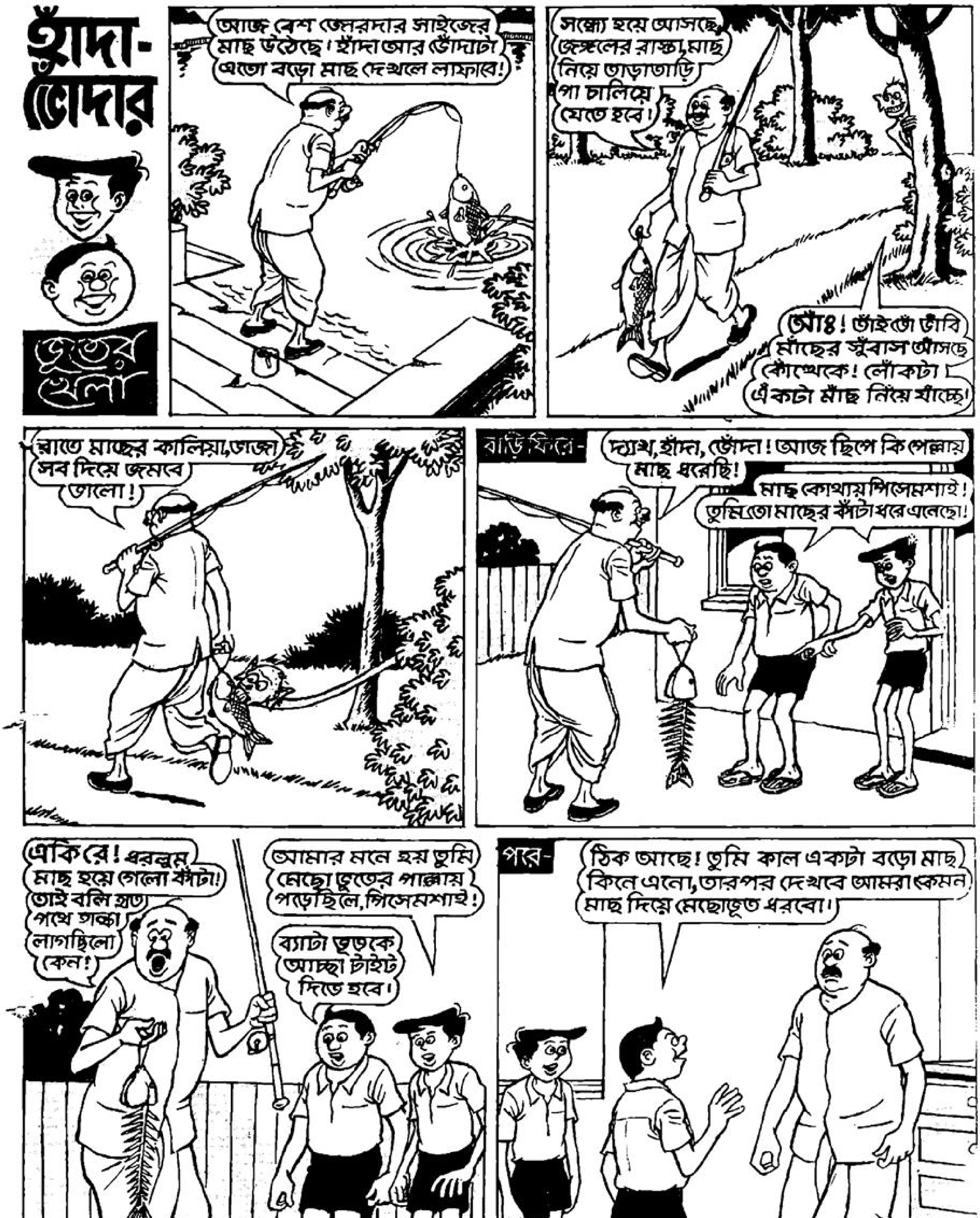

হাঁদা-ভোঁদার
উল্টোফল
অ্যাই, ভোঁদা! তুই শুনিসনি? পাড়ার বেকারির মালিক গোঁদুবাবু আজ স্পঞ্জ ফ্রি দিচ্ছে!
বটে! আমি এরকম সুযোগ হারাতে রাজি নই!
আমি কি একটা ফ্রি স্পঞ্জ পেতে পারি প্লিজ?
অবশ্যই পাবে! এই যে!
প্লুগ!
হিঃ হিঃ! ওটা একটা বাথরুম স্পঞ্জ!
এইযে বাছা! কয়েক মিনিটের জন্যে তোমার ঐ স্পঞ্জটা একটু ধার নিতে পারি?
আমার গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন সাফ করার জন্যে এটাই হচ্ছে উপযুক্ত জিনিস।
ধন্যবাদ, ভোঁদা! এই নাও দশ টাকা!
হুঃ! ফ্রি স্পঞ্জ দিয়ে ভোঁদা দিব্যি দশ টাকা ইনকাম করে ফেললো!
কিছু পরে-
আরিব্বাস! অবশ্যই ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!
ফ্রি রোল


কলার খোসায় একবার বাছাধনের পা পড়লেই হয়!
অ্যাফস্!
ঘপাং!
হেঃ হেঃ! এ রোল খাবার নয় রে, বুদ্ধু! এ করবার!
এ হচ্ছে উঁচু থেকে নীচে রোল করে মানে গড়িয়ে যাওয়া, যা তুই যাচ্ছিস, হেঃ হেঃ!
ইরক! গড়িয়ে সোজা পার্কের পাশের পুকুরে এসে পড়েছি!
বাঁচাও! আমার ছোট্ট কুকুরটাকে বাঁচাও!
ঘাবড়াবেন না, স্যার! আমি ওকে ধরেছি!
কি সাহসী ছেলে তুমি! এই নাও সাহসের পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা!
মরেচে! এযে উল্টো ফল হয়ে গেলো!
পিপের মধ্যে রোল করিয়ে তুই আমাকে এবার আসল রোল, মোগলাই খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিস, হাঁদা!
ওঃ হো হো!


হাঁদা-ভোঁদার
সাফ
দ্যাখ্! বাগানটা আগাছায় ভর্তি হয়ে গেছে। তোরা কেউ যদি বাগানের আগাছা সাফ করিস তাহলে তাকে ভালো পুরস্কার দেবো। বল কে করবি?
আমি করবো।
না, আমি।
ঐ ঘরে দুটো কোদাল রাখা আছে। ঘণ্টাখানেক পরে তোরা কে করবি ঠিক করে নিয়ে কাজ শুরু করবি।
সাফ আমিই করবো, পিসেমশাই!
ও ওর গোদা শরীর নিয়ে পারবে না। ওটা আমিই করবো।
। কিছু পরে
ও সাফ করে পুরস্কার হাতাবে! নেওয়াচ্ছি তোকে। কোদালের ডাণ্ডা সামান্য রেখে কেটে রাখলুম যাতে একটা কোপ হাঁকালেই কোদাল ঠাণ্ডা। হেঃ হেঃ!
। কঘণ্টা পরে-
আমি একটা কোদাল নিয়েছি। তোর আর মিছি মিছি কোদাল নিয়ে কি হবে। তুই পারবি না!
দেখা যাক।
রেষারেষির দরকার কি! কাগজে তোর আর আমার নাম লিখে তারপর সেগুলি মিশিয়ে দিয়ে যে কেউ তুলে যার নাম উঠবে সেই করবে।
বেশ তবে তাই কর।
যেটা তুলবে সেটাই ভোঁদা। হিঃ হিঃ!
তোর হয়ে আমিই তুলে দিলাম। খুলে দ্যাখ্ কার নাম লেখা আছে।
বেশ, দে দেখি।

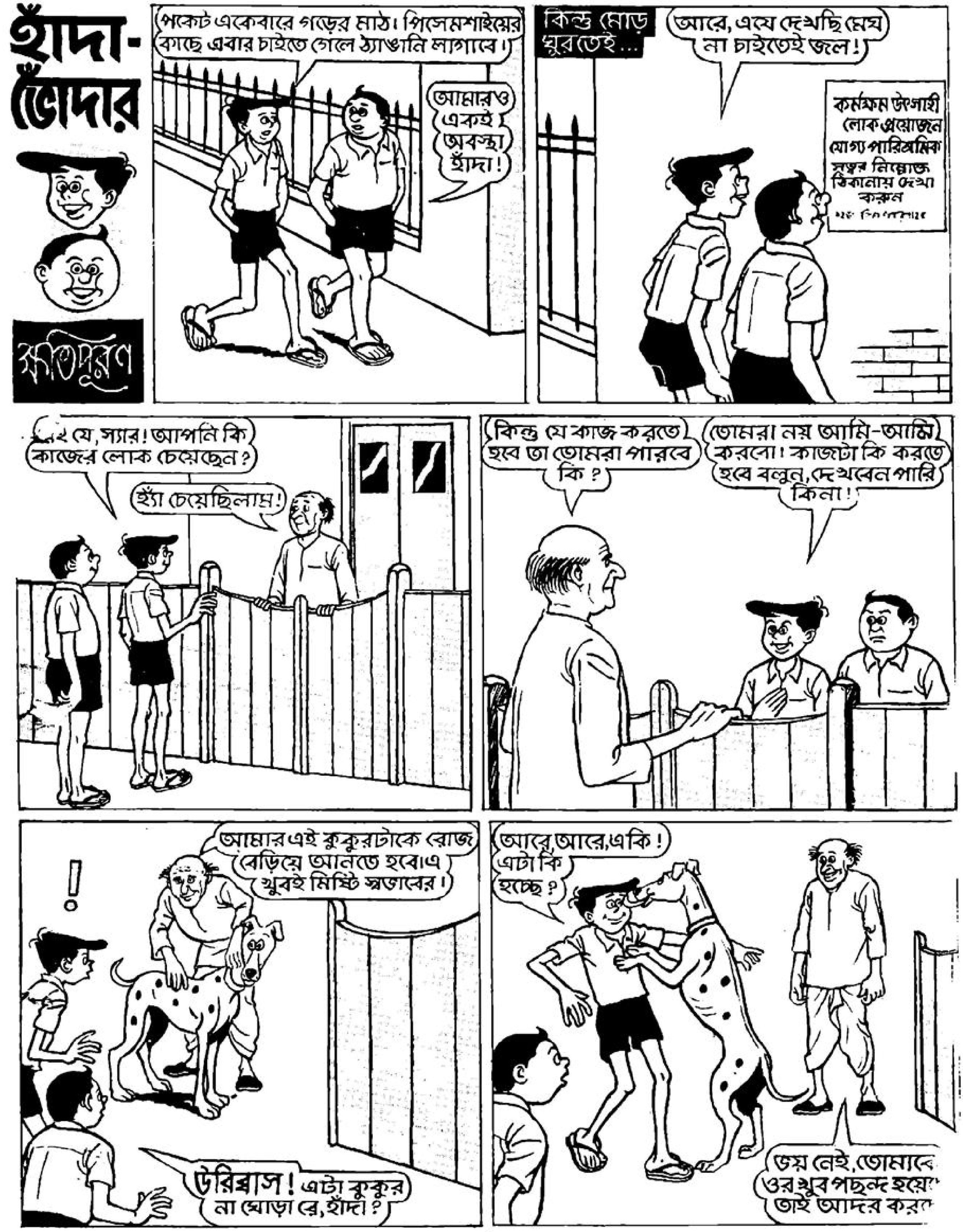

কার নাম উঠলো রে, ভোঁদা, তোর না আমার?
আমার!
ভোঁদা
তোর নাম! তাহলে তুই-ই জিতে গেলি, ভোঁদা! পুরস্কারটা তোর কপালেই নাচছে। কি আর করা যাবে। এবার তোর কোদাল নিয়ে এসে বাগান সাফ কর।
এক কোপেতেই ভোঁদার কম্ম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হেঃ হেঃ!
এই যাঃ!
মরেছে! তোর কোদালের ডাণ্ডাই যে ভেঙে গেলো রে, ভোঁদা! শেষ পর্যন্ত আমাকেই নামতে হবে!
বেচারা ভোঁদা বুঝতেই পারলো না কি করে কি হলো! হিঃ হিঃ!
ঘণ্টাকয়েক পরে-
কি আর করবি বল! তোর কোদাল ভেঙে যাওয়াতেই তো পিসেমশাইয়ের দেওয়া পুরস্কারটা আমাকে নিতে হচ্ছে, ভোঁদা!
কিছু পরে-
ভোঁদা পারেনি, পিসেমশাই! আমি সাফ করেছি!
চমৎকার! এই নাও পুরস্কার!
কি পুরস্কার রে, হাঁদা, বাক্সোর ভেতরে বাক্সো!
নির্ঘাত দারুণ কিছু!
ইরক! এ-একটা টফি!
হাঃ হাঃ- হিঃ হিঃ! ভাগ্যিস আমার কোদাল ভেঙেছিলো হাঁদা!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
২০


হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের খেলা
আজ বেশ জেরদার সাইজের মাছ উঠেছে! হাঁদা আর ভোঁদাটা এতো বড়ো মাছ দেখলে লাফাবে!
সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জঙ্গলের রাস্তা, মাছ নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে হবে!
আঁঃ! তাঁইতোঁ ভাঁবি মাঁছের সুঁবাস আঁসছে কোঁথেকে! লোঁকটা এঁকটা মাঁছ নিঁয়ে যাঁচ্ছে!
রাতে মাছের কালিয়া, ভাজা সব দিয়ে জমবে ভালো!
বাড়ি ফিরে-
দ্যাখ, হাঁদা, ভোঁদা! আজ ছিপে কি পেল্লায় মাছ ধরেছি!
মাছ কোথায় পিসেমশাই! তুমি তো মাছের কাঁটা ধরে এনেছো!
একি রে! ধরলুম মাছ হয়ে গেলো কাঁটা! তাই বলি হ্রত পথে গান্ধা লাগছিলো কেন!
আমার মনে হয় তুমি মেছো ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে, পিসেমশাই!
ব্যাটা ভূতকে আচ্ছা টাইট দিতে হবে।
পরে-
ঠিক আছে! তুমি কাল একটা বড়ো মাছ কিনে এনো, তারপর দেখবে আমরা কেমন মাছ দিয়ে মেছোভূত ধরবো।



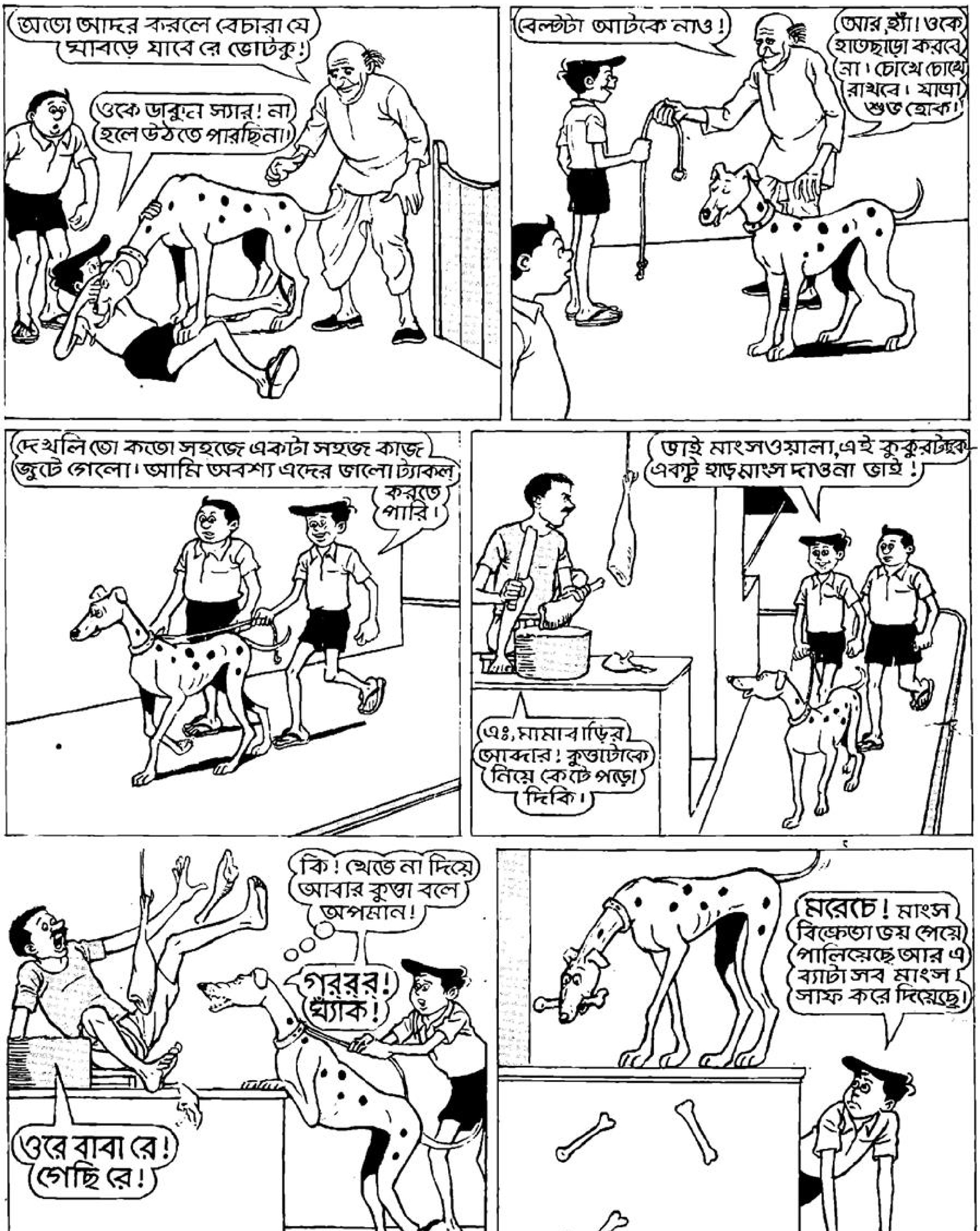
সেই মতো পরদিন বিকেলে-
দারুণ এনেছো! এবার ব্যাটা মেছোভূত দেখবে এবার মজার খেল!
- খাবে যখন ক্যাস্টর তেল!
ক্যাস্টর অয়েল
ভালো করে মাখা, হাঁদা! ভূত ভোজন বলে কথা!
ভালো করেই তেলিয়েছি রে, ভোঁদা!
ভূতটা কাল ধরা মাছ খেয়েছে, আজ কেনা মাছ খাবে।
আঁজ দুঁটো ছেঁলে আঁবার মাঁছ নিঁয়ে যাঁচ্ছে, এঁটাও খাঁবো, হেঁঃ হেঁঃ!
শুরু হয়ে গেছে রে, হাঁদা!
এর পরেই খেল শুরু হবে!
কচর-কচ! কচর-কচ!
কিছু পরেই-
উঁরে বাঁবা রেঁ!
পেঁটের মঁদ্দি হাঁচোড় পাঁচোড় কঁরতে নেঁগেচে!
আর মাছ খাবে?
উঁরি গেঁছি রেঁ! মাঁছ আঁর খাঁবুনি আঁর এঁখেনেও থাঁকবুনি!
যা ডোজ পড়েছে সাতদিনের ধাক্কা।
টা-টা!
বায়-বায়!



হাঁদা-ভোঁদার
ক্ষতিপূরণ
পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। পিসেমশাইয়ের কাছে এবার চাইতে গেলে ঠ্যাঙানি লাগাবে।
আমারও একই অবস্থা হাঁদা!
কিন্তু মোড় ঘুরতেই ...
আরে, এযে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল!
কর্মক্ষম উৎসাহী লোক প্রয়োজন যোগ্য পারিশ্রমিক সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় দেখা করুন
যে, স্যার! আপনি কি কাজের লোক চেয়েছেন?
হ্যাঁ চেয়েছিলাম!
কিন্তু যে কাজ করতে হবে তা তোমরা পারবে কি?
তোমরা নয় আমি-আমি করবো! কাজটা কি করতে হবে বলুন, দেখবেন পারি কিনা!
আমার এই কুকুরটাকে রোজ বেড়িয়ে আনতে হবে। এ খুবই মিষ্টি স্বভাবের।
!
উরিব্বাস! এটা কুকুর না ঘোড়া রে, হাঁদা?
আরে, আরে, একি! এটা কি হচ্ছে?
ভয় নেই, তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়ে তাই আদর কর



এই যে! আপনার এই খেলটা কি?
ওঁক্‌ৎ!
মরেছে! ভীমরুলের বদলে পিসেমশাই কনস্টেবল গুঁফো গুঁইকে অটোমেটিক চাপড় লাগিয়েছে!
কি হয়েছে, গুঁইদা? পিসেমশাইকে তাড়া করতে গিয়ে পা মচকেছে?
ওওঃ! তা নয়, আমার নতুন বুটটার জন্যে ওকে ধরতে পারলাম না। বড্ড শক্ত, পায়ে লাগছে!
বাগানে আমাদের ক্লাবঘরে চলুন সেখানে আমি আপনার জুতোর শক্ত ভাবটা ঠিক করে দেবো।
কি করে করবে?
যে সময় আমি আপনার জুতো আমাদের কাঠের গাড়িতে পুরোনো একজোড়া জুতোর সঙ্গে ফিট করি সে সময়টা আপনি বসে বিশ্রাম করুন।
এবার আমরা গাড়িটাকে কিছু সময় ছোটাবো আর তাহলেই আপনার জুতোর শক্ত ভাব কেটে যাবে।
স্টার্ট, ভোঁদা!


অতো আদর করলে বেচারা যে ঘাবড়ে যাবে রে ভোটকু!
ওকে ডাকুন স্যার! না হলে উঠতে পারছি না।
বেল্টটা আটকে নাও!
আর হ্যাঁ! ওকে হাতছাড়া করবে না। চোখে চোখে রাখবে। যাত্রা শুভ হোক।
দেখলি তো কতো সহজে একটা সহজ কাজ জুটে গেলো। আমি অবশ্য এদের ভালো ট্যাকল করতে পারি।
ভাই মাংসওয়ালা, এই কুকুরটাকে একটু হাড় মাংস দাওনা ভাই!
এঃ, মামাবাড়ির আব্দার! কুত্তাটাকে নিয়ে কেটে পড়ো দিকি।
কি! খেতে না দিয়ে আবার কুত্তা বলে অপমান!
গররর! ঘ্যাঁক!
ওরে বাবা রে! গেছি রে!
মরেচে! মাংস বিক্রেতা ভয় পেয়ে পালিয়েছে আর এ ব্যাটা সব মাংস সাফ করে দিয়েছে।


একটা হ্যাংলা পেটুক কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছো, এবার তবে কুকুরের পিছনে তুমিও যাও।
উররফস্!
ছুটে কতদূরে পালাবি? ধরে ঠিক খেসারত আদায় করবো।
ওরে বাবা!
ইরক্!
বাঁচাও! বাঁচাও!
আমি তোকে ধরলে তোর আর নিস্তার নেই হতভাগা কুকুর-সওয়ার!
দমাস!
অ্যাই থাম! থাম!
যতক্ষণ না তোকে ধরতে পারছি ততক্ষণ থামার কোন প্রশ্নই নেই!


থাম-থাম, ভোটকু! পুকুরে পড়িসনা-
ইরক!
খ্যাঁচ!
ভোটকু পড়লো না কিন্তু-
ঝপাস!
ইঃ, ভিজে একেবারে চুপসে গেছি!
আমার মাংসের দাম!
আমার নষ্ট হওয়া ফলের?
আমার সাইকেল মেরামতির দাম!
কুকুরের মালিককে কুকুর ফেরৎ দিয়ে আমার পাওনাগণ্ডা পেলেই আমি সবার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো।
আয়, আয় রে, ভোটকু! তোকে তোর বুড়ো মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার পারিশ্রমিকটা নিয়ে আসি।
দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর-
পারিশ্রমিক আনার জন্যে ভোটকুকে ধরতে তোর পঞ্চাশবার পার্কটা পাক দেওয়া হয়ে গেলো, হাঁদা!


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া বুমেরাং
আমি নিজে এই বুমেরাংটা বানিয়েছি। এটা অবশ্য দেখতে বাজে হলেও মনে হয় কাজে খুব একটা খারাপ হবে না!
দেখি এটা আবার আমার কাছে ফিরে আসে কিনা।
ওফ্‌স্‌!
এইরে! ওটা ঘুরে আসার বদলে হাঁদাকে চোট দিয়েছে।
তুই একটা মাথা মোটা গাড়োল। সঠিক গঠন জানা না থাকলে তুই কিছুতেই উপযুক্ত বুমেরাং বানাতে পারবি না।
ওও!
আমি তোর জন্যে একটা সঠিক বুমেরাং তৈরি করে দিচ্ছি।
আরিসাবাশ! দারুণ!
দ্যাখ, এটা এবারে ফিরে আসবে।
ঐযে! তোকে আমি কি বলেছিলাম? ওটা ফিরে তোর হাতে চলে আসবে!
উফ্‌স্‌!
ওপস! প্রায় হাতেই এসে গিয়েছিলো! আমি ক্যাচটা মিস করলুম!
ঠকাস্‌!


একই হলো! সঠিক ভাবে তৈরি হোক বা না হোক বুমেরাং নিয়ে তোর খেলা অতি সাংঘাতিক!
অঃ!
ভাঙা বুমেরাং এবার ডাস্টবিনে ফেলে দিই।
বাহ্! এবার আমাকে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হবে।
মরেছে! দ্যাখো, এতো কাণ্ডের পরেও মাথামোটা বুদ্ধুটা পকেটের পয়সা খরচ করে আবার একটা অনিষ্টকারী বুমেরাং কিনে এনেছে!
এক্ষুণি ওটা আমাকে দে! মনে করে দ্যাখ্ আমি তোকে আবার বুমেরাং নিয়ে খেলতে মানা করেছিলাম!
কিন্তু হাঁদা...
নো কিন্তু! ঐযে! আমি ওটাকে ভেঙে জঞ্জালের গাড়িতে ফেলে দিয়েছি! হেঃ হেঃ!
কিন্তু ওটা বুমেরাং ছিলো না!
ওটা একটা সেল্ফ ব্র্যাকেট ছিলো। দোকান বন্ধ হওয়ার আগে পিসেমশাই আমাকে আনতে পাঠিয়েছিলো।
উল্‌ক্!
ভাববার কিছু নেই, হাঁদা। তোর বিরাট জ্ঞান দিয়ে তুই সহজেই সঠিক গঠনের একটা সেল্ফ ব্র্যাকেট তৈরি করে ফেলতে পারবি। না পারলে পিসেমশাই ঐ ব্র্যাকেট তোর পিঠে ভাঙবে বলেছে!
গর্‌র্!


হাঁদা-ভোঁদার
কর্মের ফল
বেড়াটায় অনেকদিন রং পড়েনি। তুই বেড়াটায় ভালো করে রং লাগা হাঁদা। পারবি তো?
কিচ্ছু ভাববেন না। রং লাগাতে আমি দারুণ ওস্তাদ!
আবার ওদিকে-
একে একটু ঘোরাতে নিয়ে যাতো, ভোঁদা। সাবধানে যাবি।
ভাববেন না, ঠিক ঘুরিয়ে আনবো।
পিসেমশাইয়ের কুকুর কিন্তু ভোঁদার বড়োই পেয়ারের। আমি এটাকে আমার নতুন রং করা বেড়ার কাছ থেকে হঠিয়ে দেবো।
এখান থেকে কেটে পড় ব্যাটা, ফুকে! না হলে তুই আমার এই সুন্দর রংয়ের কাজ নষ্ট করে দিবি!
আমার হাত ছাড়িয়ে শয়তান ফুকে যে কোথায় ঢুকে পড়লো কে জানে! বাড়ি গিয়ে দেখি ফিরেছে কিনা। নাহলে পিসেমশাই আস্ত রাখবে না।
এইতো হতচ্ছাড়া কুঁড়েটা হাঁটার ভয়ে ঘরে এসে লুকিয়ে আছে। একি ফুকে! তোর গায়ে এসব কি বেরিয়েছে? র‍্যাশ মনে হচ্ছে!
অ্যাই, কাছে আসবি না!
আমি ভেটেরিনারী ডাক্তারকে টেলিফোন করছি। সে এসে পরীক্ষা করে তোকে ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দেবে ফুকে!
ওরে বাবা! পিচকিরি সাইজ সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন! আমি থাকছি না।
পালাস না, ফুকে! ভয় পাবার মতো কিছু নেই।


আমি তোকে এদিকে আসতে মানা করেছিলাম হতচ্ছাড়া কুকুর!
ছপাৎ!
আচ্ছা, এই ব্র্যাশ তাহলে – রং!
তুই একেবারে সঠিক ভোঁদা! এবার তোকে রং করি!
এজন্যে তোকে ভুগতে হবে, হাঁদা!
ইরক! আমার বেড়ার পেইন্টের কাজের তুই বারোটা বাজিয়ে দিলি!
আমার মুখে রং ছেটানো! তবে এই দ্যাখ্! বাহ্! ওকে ফস্কে গেলুম!
গাঁক গাঁক! বেল্লিক মোটকু এই পুরো রংটা আমি তোর গায়ে ছুঁড়ে দেবো!
ইরক্!
ছপাৎ!
ল্লাব্!
মরেচে! এতো ভেট ডাক্তার!
গরর! এদিকে আয়, তোকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো!
আলপ্!
তোর বড্ডোই অবনতি হয়েছে, হাঁদা আমাকে লাগাতে ভেটারিনারী ডাক্তারের গায়ে রং ঢেলে দিলি?
ভৌ!


হাঁদা-ভোঁদার
খাওয়া কন্ট্রোল
পেট চুঁই চুঁই করছে। দেখি এর মধ্যে কোন খাবার আছে কিনা।
কি খুঁজছিস রে, ভোঁদা?
ক্ষিদের চোটে পেটে হাঁচোড় পাঁচোড় শুরু হয়েছে তাই খাবার খুঁজছি!
বড়ো চোরের উপদ্রব বেড়েছে। ভাবছি একটা কুকুর পুষবো কিন্তু ছোঁড়াদুটো গ্যেলো কোথায় বলোতো?
কোথায় আর যাবে বাড়িতেই আছে কোথাও, কিন্তু তোমার কুকুর পোষার সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক।
সম্পর্ক আছে বৈকি।
ওরাই তো কুকুরকে ট্রেনিং দেবে। সেইজন্যে ওদের নিয়ে কুকুরের ট্রেনিংয়ে বিশেষজ্ঞ মুকুরবাবুর কাছে যাবার কথা আছে। ওদের উনি শিখিয়ে দেবেন কি করে কুকুরকে ট্রেনিং দিতে হয়।
একটু পরেই-
এইতো দুই মানিকজোড়।
একজন খেয়েই চলেছে।
যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে আর ওজন বাড়াচ্ছে।
তাড়াতাড়ি চল। কুকুরকে কিভাবে ট্রেনিং দিতে হয় মুকুরবাবু তোদের শিখিয়ে দেবেন
আবার ক্ষিদে পাচ্ছে, কি করি বলতো?
এইযে, মুকুরবাবু! আপনি তো কুকুরকে ফিট রাখার ট্রেনিং দেন, আমাদের এই ভোঁদার ওয়েট কমাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন না?
না, ও ব্যাপারে এখনো কিছু ভাবিনি।


ওদিকে একটা প্যাকেট দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে নির্ঘাত খাবারের। কুকুর দৌড় করানোর জন্যে কলের খরগোশের বোতামটা টিপে দিই।
অ্যাই, ভুদো!
ফিরে আয় বলছি!
যে সময়টা মুকুরবাবু তার কুকুরের পিছু ধাওয়া করবে সে সময় আমি ওর খাবার সাবাড় করে ফেলি!
উল্‌স্! স্যাণ্ডউইচগুলো দারুণ রে, হাঁদা!
মুকুরবাবুর খাবার খেয়ে ফেললি!
অ্যাই! আমার স্যাণ্ডউইচ গায়েব!
ভোঁদার ওজন বেড়ে যাচ্ছে বলছিলেন তবে বেশী খেয়ে মোটা হলে ওজন বাড়ে, তাই আমি ওর খাওয়া কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করেছি। খাওয়া কমলেই ওজন কমবে!
চমৎকার!
গ্রেহাউণ্ডের ঠুলিটা ওর সবসময় যখন তখন খাই খাইটা বন্ধ করবে।
ওঃ! দুর্দান্ত!
শেষে তোকে এই অবস্থায় দেখতে হলো রে, ভোঁদা!

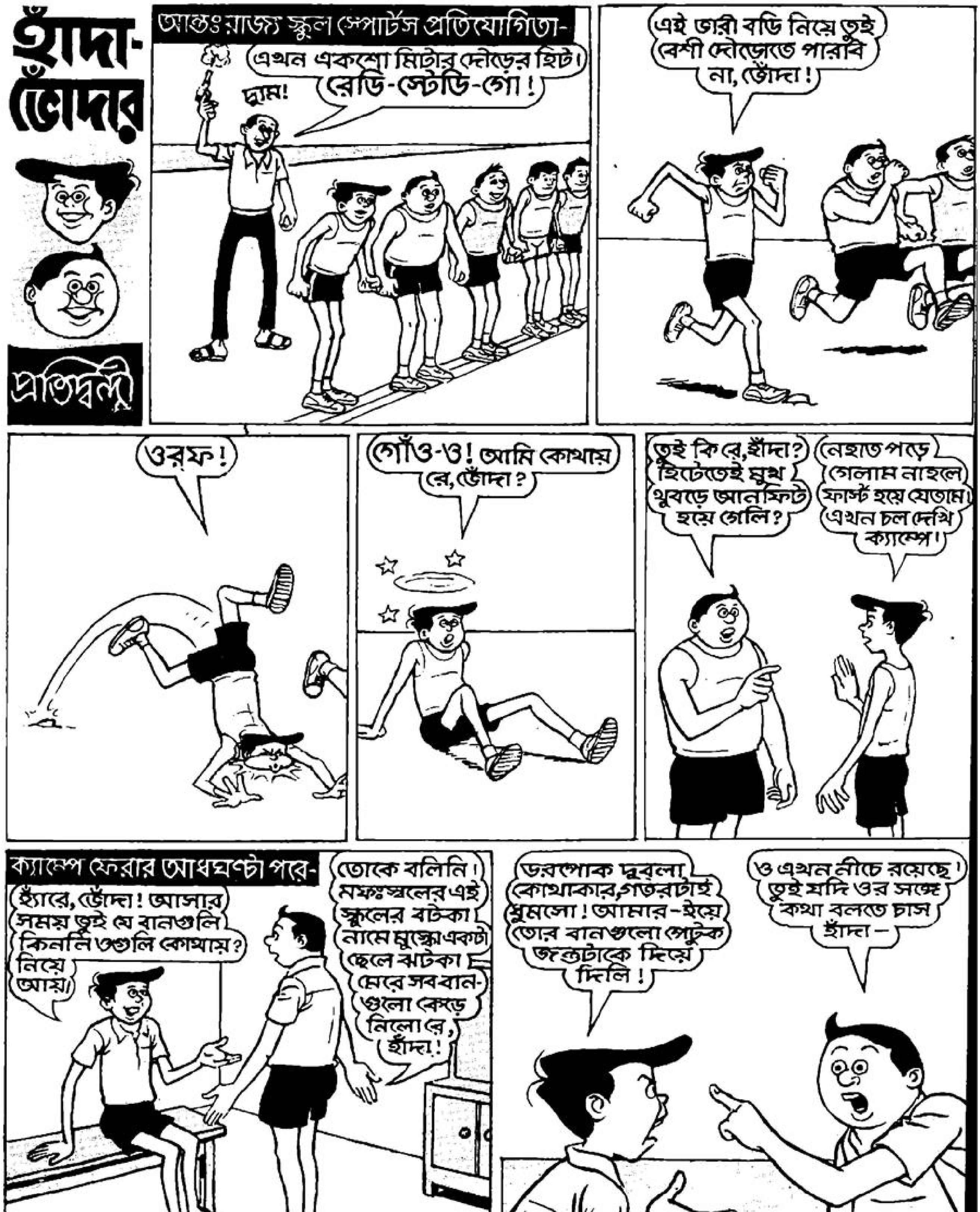


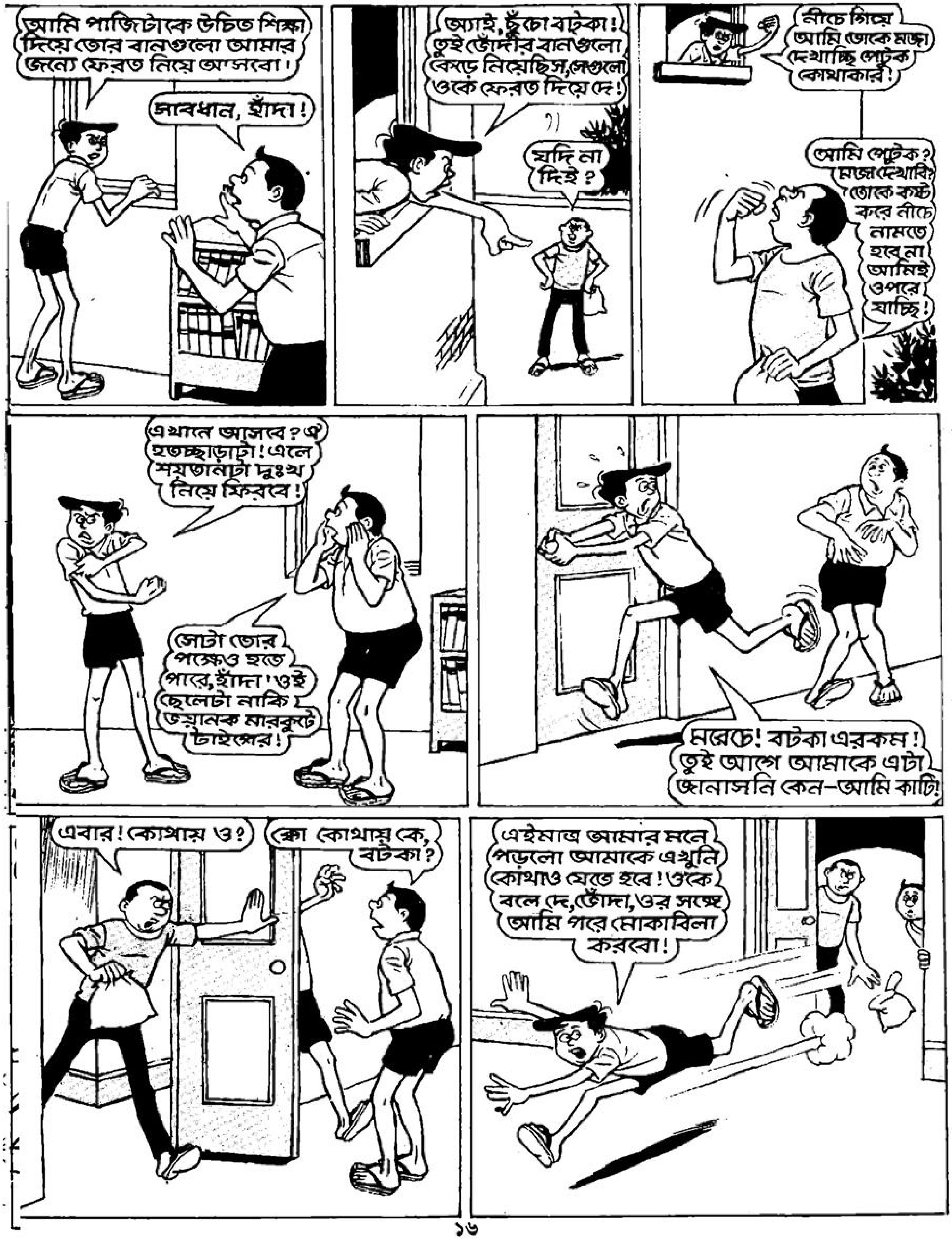
হাঁদা-ভোঁদার
অপহরণ
পকেটের অবস্থা দেখেছিস, ভোঁদা! দুটো ফুচকা খাবো সে অবস্থাও নেই।
আমারও তো একই হালত, হাঁদা! কিন্তু তোর মাথায় তো নানা রকম আইডিয়া বেরোয় বের করনা একটা।
হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে! আসছে-আসছে রে, ভোঁদা!
আসছে তাহলে। একটু জলদি নিয়ে আয়, হাঁদা!
ইউরেকা! পেয়ে গেছি!
কি-কি পেয়েছিস রে, হাঁদা?
অপহরণ!
মানে!
মানে, বাগানের এই মালপত্র রাখার ঘর থেকে টেলিফোনে পিসেমশাইকে জানাবো যে তুই অপহৃত হয়েছিস।
তারপর-
কিছু পরে-
-পিসেমশাইয়ের কাছে মুক্তিপণ চেয়ে টেলিফোন যাবে। হিঃ হিঃ!
বিজনেস পার্টনারের ফোন এতোক্ষণে এলো বোধহয়।
ক্রুলুর ক্রুং!
ক্রুলুর ক্রুং!
হ্যালো!
শুনুন! আমরা হাঁদা-আর ভোঁদাকে অপহরণ করেছি। পঞ্চাশহাজার টাকা মুক্তিপণ দিলে ওদের ছাড়া হবে। কোথায় টাকা দিতে হবে পরে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি-
-দক্ষিণপাড়ার ফুটবল খেলার মাঠের ধারে একটা পোড়ো মন্দির আছে, আপনি ওখানে টাকা নিয়ে যাবেন। পুলিশে খবর দেবেন না-

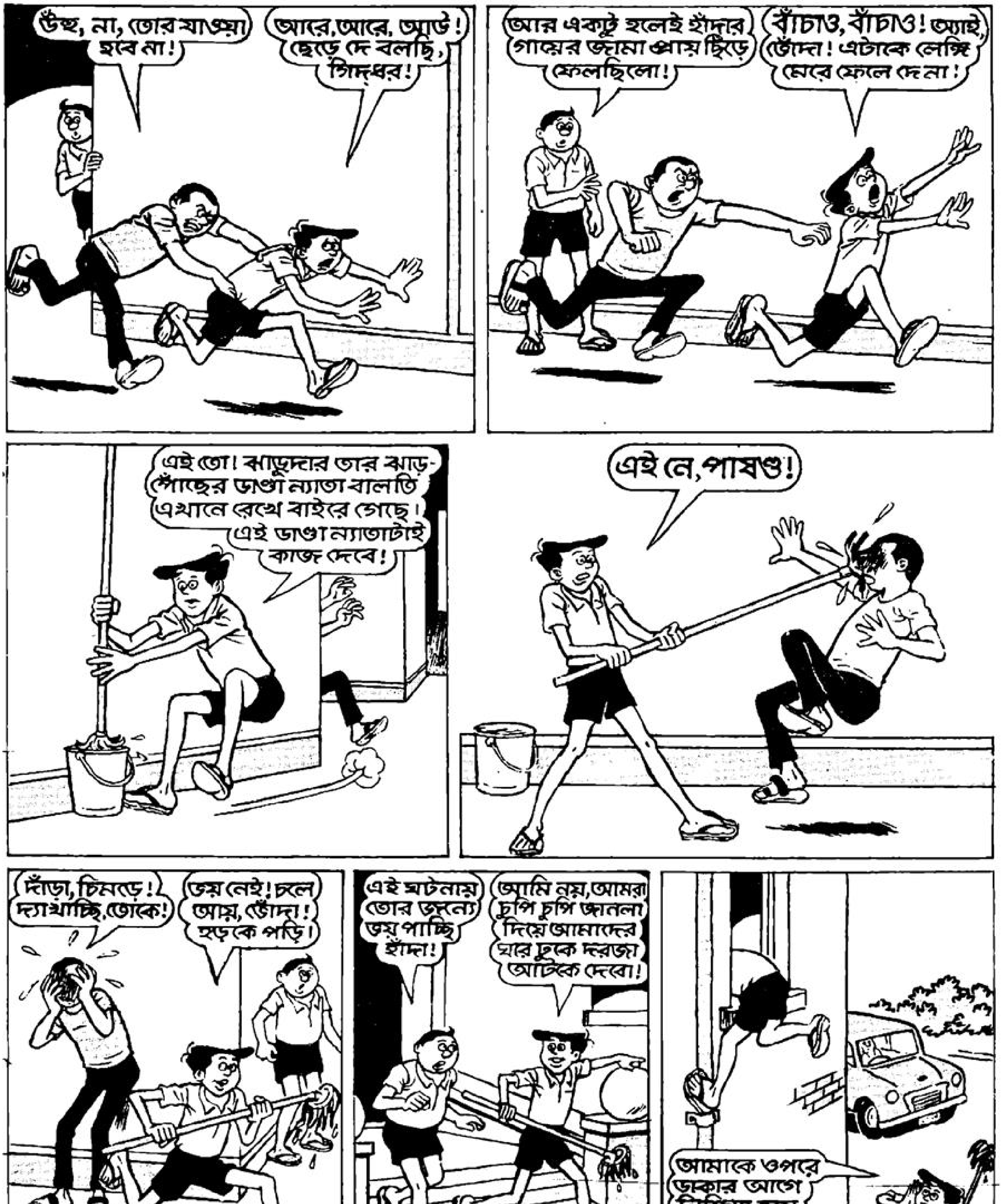

ছবার ছুঁড়বি বললি! বেশ, এই আমার ছয় একেবারে একসঙ্গে!
ইয়াক্স্!
এবার তোর পিস্তল দিয়েই তোকে জলের ছাঁট দিচ্ছি!
য়ুগস্!
যখন ও ঢেঁকিকলে বসে চোখে সর্ষেফুল দেখছে, সেই তালে আমি চুপচাপ হড়কে নামার জিনিসটার মাথায় উঠি।
ইর্‌ক্!
মনে হচ্ছে তোর পাখনা গজিয়েছে, হাঁদা!
গেছিরে! হেল্প!
তুই তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাকে এই জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছিস!
হাঁদাটাকে খেদাতে তোদের পিস্তলগুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে, এবার তোরা এগুলি ফেরত নিতে পারিস। আর জানবি এই খেলার জায়গায় আমিই এখন গোদা, বুঝেছিস?
হ্যাঁ, ভোঁদা দাদা।


আমার হাত থেকে গাড়ি ফস্কেছে রে, হাঁদা!
মরেচে! পায়ে ধাক্কা লেগে বালতি শূন্যে উঠে পড়েছে!
আউগহ! গালব! এ তো এক বালতি আলকাতরা!
ইরক্!
উফ! শেষ পর্যন্ত এটা খুলেছি... অ্যাই মরেচে! আবার ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে!
গেছি রে!
ঘড়াস!
অ্যাই মরেচে! একটা কুকুর এসে কনস্টেবল গুঁফো গুঁইয়ের একটা বুট নিয়ে পালাচ্ছে রে হাঁদা!
আমি এসে পড়ার আগেই তুলে নিয়ে গেলো, মাইরি!
ওফস! আর ওকে ধরতে পারা যাবে না। মনে কর গুঁফো গুঁইয়ের বুটের দফারফা হয়ে গেলো!
হতচ্ছাড়া কুকুরটা কি বজ্জাত রে, মাইরি!


ওদিকে-
ওধার থেকে যা বলছে বলুক-এইতালে আমি একটু তালাস করে দেখি। মনে হয় যে কাছাকাছি থেকেই কেউ একাজ করেছে।
একি!
আশ্চর্য! এখান থেকে কে আবার ফোন কানেকশান করলো! দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা!
তার দেখছি জানলা গলে বাইরে গেছে!
সর্বনাশ! ছেলে দুটোকে কারা যে অপহরণ করলো! আবার এদিকে কে আমার ফোনের লাইন ট্যাপ করে নিয়ে আমার ফোনের বিলের অঙ্ক বাড়াবার বন্দোবস্ত করেছে। এতো সাংঘাতিক ব্যাপার!
একি! এতো দেখছি আমার বাগানের মালপত্র যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে তার ঢুকেছে।
পুলিশে খবর দিলে ওরা লাশ হয়ে যাবে। তাই কিছু ফাঁস না করে একশো টাকার নোটে টাকাটা আনবেন।
আমার কান ধরে টানছে কে র‍্যা-
আ-আ-ইরক!
গরর! হতচ্ছাড়া, চামচিকে! আমারই টেলিফোনে অপহরণের গল্প ফেঁদে চিট করে আমার থেকেই টাকা আদায়ের ধান্দা
এবার এই টেলিফোন দিয়েই তোকে চিট করে ছাড়বো বিটলে বদমাশ কোথাকার।


হাঁদা-ভোঁদার
প্রতিদ্বন্দ্বী
আন্তঃরাজ্য স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা-
এখন একশো মিটার দৌড়ের হিট। রেডি-স্টেডি-গো!
দ্যম!
এই ভারী বডি নিয়ে তুই বেশী দৌড়োতে পারবি না, ভোঁদা!
ওরফ!
গোঁও-ও! আমি কোথায় রে, ভোঁদা?
তুই কি রে, হাঁদা? হিটেতেই মুখ থুবড়ে আনফিট হয়ে গেলি?
নেহাত পড়ে গেলাম নাহলে ফার্স্ট হয়ে যেতাম। এখন চল দেখি ক্যাম্পে।
ক্যাম্পে ফেরার আধঘণ্টা পরে-
হ্যাঁরে, ভোঁদা! আসার সময় তুই যে বানগুলি কিনলি ওগুলি কোথায়? নিয়ে আয়।
তোকে বলিনি! মফঃস্বলের এই স্কুলের বটকা নামে মুস্কো একটা ছেলে ঝটকা মেরে সব বান-গুলো কেড়ে নিলো রে, হাঁদা!
ডরপোক দুবলা কোথাকার, গতরটাই ধুমসো! আমার-ইয়ে তোর বানগুলো পেটুক জন্তুটাকে দিয়ে দিলি!
ও এখন নীচে রয়েছে। তুই যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাস হাঁদা –


আমি পাজিটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তোর বানগুলো আমার জন্যে ফেরত নিয়ে আসবো।
সাবধান, হাঁদা!
অ্যাই, ছুঁচো বটকা! তুই ভোঁদার বানগুলো কেড়ে নিয়েছিস, সেগুলো ওকে ফেরত দিয়ে দে!
যদি না দিই?
নীচে গিয়ে আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি পেটুক কোথাকার!
আমি পেটুক? মজা দেখাবি? তোকে কষ্ট করে নীচে নামতে হবে না আমিই ওপরে যাচ্ছি!
এখানে আসবে? ঐ হতচ্ছাড়াটা! এলে শয়তানটা দুঃখ নিয়ে ফিরবে!
সেটা তোর পক্ষেও হতে পারে, হাঁদা! ওই ছেলেটা নাকি ভয়ানক মারকুটে টাইপের!
মরেছে! বটকা এরকম! তুই আগে আমাকে এটা জানাসনি কেন—আমি কাটি!
এবার! কোথায় ও?
ক্কো কোথায় কে, বটকা?
এইমাত্র আমার মনে পড়লো আমাকে এখুনি কোথাও যেতে হবে! ওকে বলে দে, ভোঁদা, ওর সঙ্গে আমি পরে মোকাবিলা করবো!


উঁহু, না, তোর যাওয়া হবে না!
আরে, আরে, অ্যাউ! ছেড়ে দে বলছি, গিদ্‌ধর!
আর একটু হলেই হাঁদার গায়ের জামা প্রায় ছিঁড়ে ফেলছিলো!
বাঁচাও, বাঁচাও! অ্যাই, ভোঁদা! এটাকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দে না!
এই তো! ঝাড়ুদার তার ঝাড়-পোঁছের ডাণ্ডা ন্যাতা বালতি এখানে রেখে বাইরে গেছে! এই ডাণ্ডা ন্যাতাটাই কাজে দেবে!
এই নে, পাষণ্ড!
দাঁড়া, চিমড়ে! দ্যাখাচ্ছি, তোকে!
ভয় নেই! চলে আয়, ভোঁদা! হড়কে পড়ি!
এই ঘটনায় তোর জন্যে ভয় পাচ্ছি হাঁদা!
আমি নয়, আমরা চুপি চুপি জানলা দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেবো!
আমাকে ওপরে ডাকার আগে নিশ্চিত হয়ে নিবি যে ও ওখানে নেই!


হাঁদা! তুমি এখানে এ অবস্থায় দণ্ড ন্যাতা হাতে নিয়ে কি করছো?
ওঃ! স্পোর্টস স্যার!
ঐ নোংরা ন্যাতাটা আমাকে দাও আর এখুনি আমার ঘরে এসে দেখা করো!
হ্যাঁ, স্যার!
হাঃ হাঃ! ঐ যে জানালার তলা দিয়ে হতভাগাটা সরে পড়ছে! এই আমার সুযোগ!
এই যে আগে জল তারপর ন্যাতা দিয়ে ঘষে মুখ সাফ করার কাজ সমাধা করতে আমি মুহূর্তের মধ্যে নীচে যাচ্ছি!
আরঘপ্লুব!
মরেচে! এযে, স্পোর্টসস্যার!
বটকা! তোর এতো আস্পদ্দা!
সত্যিই আমি দুঃখিত, স্পোর্টসস্যার!
সেটা তুই অবশ্যই হবি, বটকা! এখুনি আমার ঘরে আয়!
আমি আপনাকে ভেজাতে চাইনি, স্পোর্টসস্যার!
হয়তো নয়, কিন্তু আমি এই ধরনের নস্টামি বরদাস্ত করি না। তাই তোকে-
-স্কুলের মাঠটা একশোবার চক্কর দিতে হবে।
প্রতিদ্বন্দ্বী ঘায়েল! এবারে ভোঁদার বানগুলো বাগাতে হবে।
একটু পরে-
একি রে, ভোঁদা! আমি এতো কাণ্ড করে আমার- মানে তোর বানগুলো উদ্ধার করলুম আর তুই কিনা নিজেই সবগুলো সাবড়ে দিলি!
কি করবো বল। তোর জন্যে আর ওয়েট করা গেলো না রে, হাঁদা!

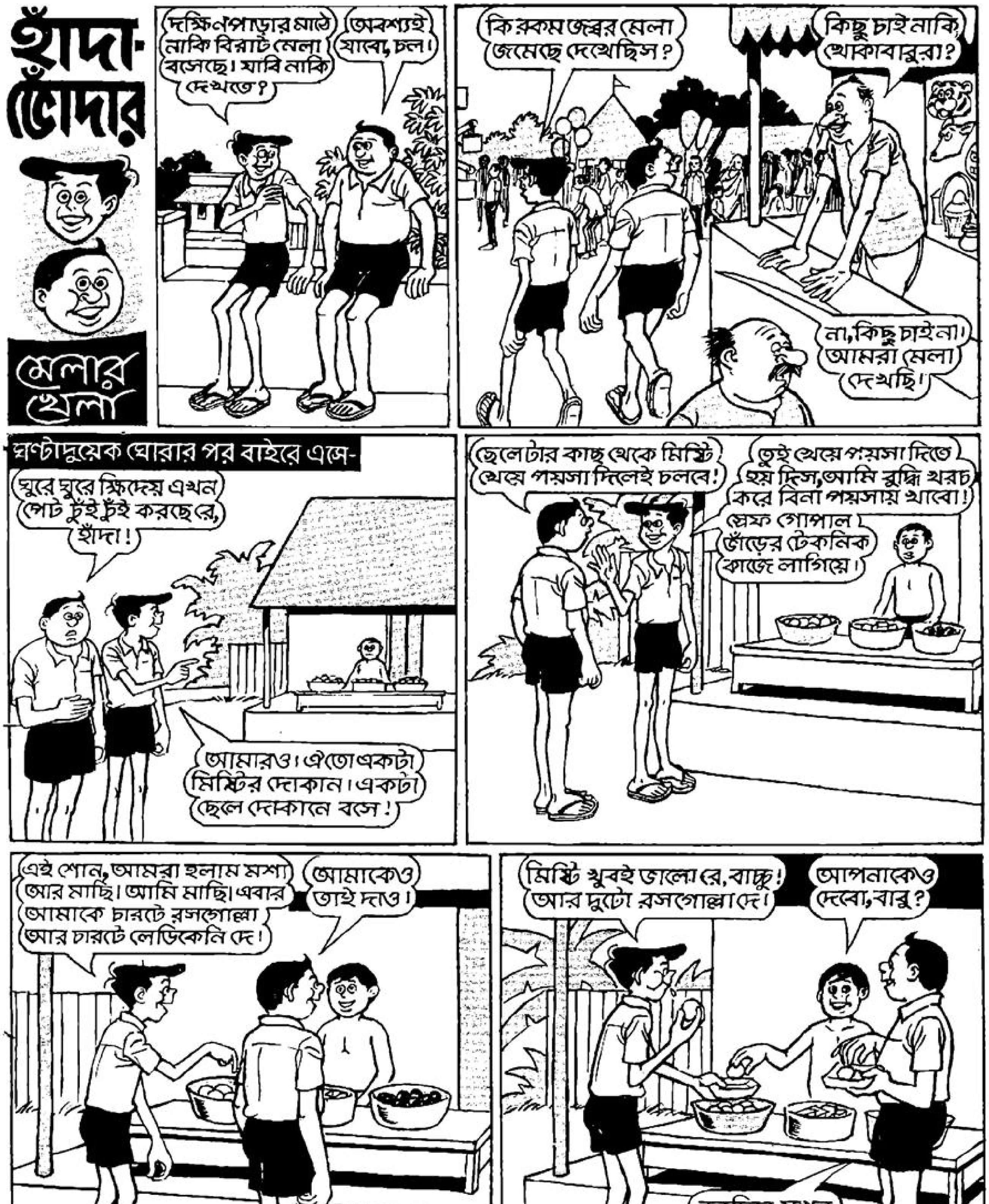

হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের ওঝা
আমার বড় পুকুরটার মাছের ওপরে মনে হচ্ছে কোন অপদেবতার নজর পড়েছে। কি বিহিত করা যায় বলতো?
পুবপাড়ায় নাকি একজন দারুণ ওঝা আছে, নাম ফুঁকো ওঝা। ওকে আনবো?
তাই আন।
আধঘণ্টা পরে-
আমাকে ডেইকেছেন বাবু?
হ্যাঁ, আমার মাছ ভর্তি বড় পুকুরটায় মাছ কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কোন নচ্ছার অপদেবতা মাছ খেয়ে নিচ্ছে। দেখো যদি কিছু করতে পারো।
আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, বাবু! আমি এমন ফুঁকা ফুঁকবো যে ব্যাটা মাছ খেকো অপদেবতাকে পগার পার কইরে ছাড়বো!
ক্লিং-ক্লিং ক্লিং-ক্লিং-
-কুলু কুলু হুলু হুলু জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল ক্লিং ক্লিং ছট্ ঘট ঘটাং ঘট্ ফট্ফটাং ফট্-লাগ ভেল্কি লাগ-
-ব্যাটা মেছো পগার পারে জা-আ-গ!
ওঁরে ব্যাঁটা বেঁল্লিক ফুঁকো! তুঁই আঁমাকে পঁগার পাঁরে-
-পাঁঠাবি? তাঁর আঁগে আঁমিই তোঁকে ঝেঁটিয়ে পঁগার পাঁরে পাঁঠাচ্ছি।
চপাত!
চপাত!
ওরে বাবা রে! ভূতে খেলো রে!
ব্যাঁটা হঁতচ্ছাড়াঁ ওঁঝা! তোঁকে সোঁজা পঁগার পাঁর কঁরে দিঁলুম।


মরেছে! ওঝাই যে পালালো রে, এবার কি হবে?
আমি একবার চেষ্টা করবো পিসেমশাই?
হুঁঃ! হাতি ঘোড়া গেলো তল –
– এখন মশা বলছে কতোই বা আর জল।
তা হোক তবু ও বলছে যখন তখন চেষ্টা করে দেখুক।
সুতরাং সেইমতো-
বাঃ! কেঁ যেঁন মাঁছ ধঁরতে বঁসেছে। ভাঁলোই হঁলো, ওঁ ধঁরবে আঁর আঁমি সাঁফ কঁরবো।
শুরু হয়ে গেছে তবে এবার আসল খেল শুরু হবে।
ডোজটা একটু বেশী দিয়ে দিলাম। চটপট কাজ হবে।
আঁবার এঁকটা।
ধঁরে খাঁওয়ার ঝাঁমেলা নেঁই, ওঁ ধঁরছে আঁর আঁমি খাঁচ্ছি। খিঁক খিঁক!
উঁরুফ্!
ওঁরে বাঁবা রেঁ! জ্বলে গেঁলো রেঁ! আঁমি আঁর এঁ তঁল্লাটেই থাঁকবোনি রেঁ!
ফুঁকো ওঝা যা পারেনি সেটা তুই করলি কি করে রে, গোঁদা?
স্রেফ মাছের সঙ্গে এক বাটি লঙ্কাবাটা গুলে খাইয়ে।
হুঁঃ!
ভাবছি তোকে কিছু পুরস্কার দেবো।


হাঁদা-ভোঁদার
বেকারি পাহারা
বেকারি
সুরুৎ! বেকারির জানালার কাছে একগাদা সদ্য তৈরি গরম ক্রীমকেক ঠাণ্ডা করার জন্য রেখেছে। এর থেকে দু'একটা হাপিস করলে কেউ টের পাবে না!
কিন্তু-
অ্যাই! এখুনি ঐ কেক সমেত এখানে ফিরে আয় বলছি, ভোঁদা!
মরেছে! দেখে ফেলেছে।
ভোঁদাকে আটকাতে এটাই একমাত্র পথ।
বেকারির জন্য পাহারাদার চাই
আমি কি কাজটা পেতে পারি? আমি কিন্তু খুব জোরে দৌড়োতে পারি।
বেশ, ঐ যে যাচ্ছে ও হচ্ছে, ভোঁদা। আমি দেখতে চাই তুমি ওকে ধরতে পারো কি না।
আচ্ছা, এবার ভোঁদাকে কায়দায় পেয়েছি।
ধরেছি তোকে, ভোঁদা!
ওফস্!
আবার যদি আমি তোকে আমার কেক চুরি করার জন্যে ধরি, তবে এই ব্যবস্থা নেওয়া—



–হবে, অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে পদপ্রহার!
ওফ্স্!
কিন্তু-
ভুঁশ ভুঁশ!
বেকারি
বেকারি থেকে কি দুর্দান্ত গন্ধ ভেসে আসছে। স্পঞ্জ কেক, প্যান কেক, প্যাটিজ আরো কতো কি! আমি আর নিজেকে দমন করতে পারছি না!
বেকারিঘরের ভিতরে-
আহ্! ওসব ওখানে টেবিলের ওপরে ঠাণ্ডা হচ্ছে!
ধরেছি তোকে, ভোঁদা! এজন্যে তুই নিজেই দায়ী। আমি তোকে বেকারির মালিকের কাছে নিয়ে যাবো।
আমাকে ছেড়ে দে, হতচ্ছাড়া হাঁদা।
ইর্‌ক! আমার চশমা!
আমি কোথায়?
হাঁদা চশমা ধরেছে জানি কিন্তু চশমা ছাড়াও যে এতো কানা তা তো জানা ছিলো না!
চশমাটা কোথায় খুঁজে দে না রে, ভোঁদা!
টাইম নেই। এই তালে আমি কিছু কেক গুছিয়ে নিই। তোর জন্যে অবশ্য কিছু রেখে দেবো, হাঁদা, হেঃ হেঃ হেঃ!
উলস্! এবার আমি মহাভোজের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।
অপদার্থ উজবুক! এবারে ভোঁদা আরো বেশী মাল নিয়ে পালালো।
তাই তোকেও একই শাস্তি প্রদান করা হলো।


হাঁদা-ভোঁদার
মেলার খেলা
দক্ষিণপাড়ার মাঠে নাকি বিরাট মেলা বসেছে। যাবি নাকি দেখতে?
অবশ্যই যাবো, চল।
কি রকম জব্বর মেলা জমেছে দেখেছিস?
কিছু চাই নাকি, খোকাবাবুরা?
না, কিছু চাই না। আমরা মেলা দেখছি।
ঘণ্টাদুয়েক ঘোরার পর বাইরে এসে-
ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেয় এখন পেট চুঁই চুঁই করছে রে, হাঁদা!
আমারও। ঐতো একটা মিষ্টির দোকান। একটা ছেলে দোকানে বসে!
ছেলেটার কাছ থেকে মিষ্টি খেয়ে পয়সা দিলেই চলবে!
তুই খেয়ে পয়সা দিতে হয় দিস, আমি বুদ্ধি খরচ করে বিনা পয়সায় খাবো!
স্রেফ গোপাল ভাঁড়ের টেকনিক কাজে লাগিয়ে।
এই শোন, আমরা হলাম মশা আর মাছি। আমি মাছি। এবার আমাকে চারটে রসগোল্লা আর চারটে লেডিকেনি দে!
আমাকেও তাই দাও।
মিষ্টি খুবই ভালো রে, বাচ্চু! আর দুটো রসগোল্লা দে।
আপনাকেও দেবো, বাবু?
বলছিস যখন তখন দে দুটো!


এই যে আর একটা বুট রাস্তায় ঢালা ভিজে আলকাতরার মধ্যে পড়ে ছিলো।
এবার কি করবি, হাঁদা? তোকে তো এবার আবার জুতো তৈরির যন্ত্র বানাতে হবে।
ম্যালা ফালতু বকিস না, ভোঁদা—ইয়াহু! একটা উপায় পেয়েছি। এমনিতে নতুন আর পুরোনোর ফারাকটা ধরতে পারবে, কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালে...
এই যে, শুঁইদা! এবার আপনার বুট পরখ করে দেখুন।
সাবাস, হাঁদা!
এক মিনিট দাঁড়া, হাঁদা! এই বুটটার তলায় একটা ফুটো রয়েছে!
তাই বুঝি? দেখিনি তো, আচ্ছা যাই তাহলে!
আর বুটের ওপর এই যে কালো চেকনাই এটা প্যালিশ নয়--এটা আলকাতরা!
এবার সরে পড়তে হবে!
এখানে ফিরে আয়, হতচ্ছাড়া ধোঁকাবাজ, আর আমাকে বল আমার নতুন বুট নিয়ে তুই কি করেছিস!
ইস! যন্ত্র বানিয়ে জুতো ঠিক করতে গিয়েই বেচারাকে বুটের গুঁতো খেতে হলো!


এই নাও, বাচ্চু, মশার খাওয়া মিষ্টির দাম।
তুই তাহলে পয়সা দিয়ে আয় মশা, আমি এগোচ্ছি!
আরে মাছিবাবু, খেয়ে পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছেন যে?
তুই কি বোকা রে! মাছিতে তো রোজই খায় ওরা কি তোকে পয়সা দেয়?
ওসব গোপাল ভাঁড়ের গপ্পো ঝেড়ে এখানে সুবিধে হবে না। পয়সা দিয়ে না গেলে কিন্তু পস্তাতে হবে!
লোককে বললে তুই-ই ঠকবি। কেউ তোর কথা বিশ্বাসই করবে না, বাচ্চু!
যে বিশ্বাস করবে তাকে ডাকছি- পুটে, ছুটে গিয়ে ঐ মাছিটাকে ধরতো!
গর-র!
মরেচে!
ওরে বাবা রে! গেছি রে! অ্যাই, ভোঁদা! এটাকে থামা না রে!
গর-র-র!
বাঁচাও, বাঁচাও! কুকুরে খেয়ে ফেললো!
আমার এই সঙ্কট-কালে তুই কোথায় গেলি রে হতচ্ছাড়া ভোঁদা!
বাড়ি ফিরে-
ওঃ! অনেক কষ্টে পাজি কুকুরটার হাত থেকে বেঁচেছি!
কুকুরের হাত থেকে ফিরেছিস তাহলে? কোথায় ভাঁড়ের টেকনিক ঝাড়তে গিয়েছিলি!
ওঃ, কি সাংঘাতিক ধড়িবাজ ছেলে! শেষে কুকুর লেলিয়ে দিলো। আর তুই কুকুরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার না করে পালিয়ে এলি!
ক্ষেপেছিস! তোকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি কুকুরের কামড়ে মরি আর কি!
ম্যাঃ! ডরপোক কোথাকার!

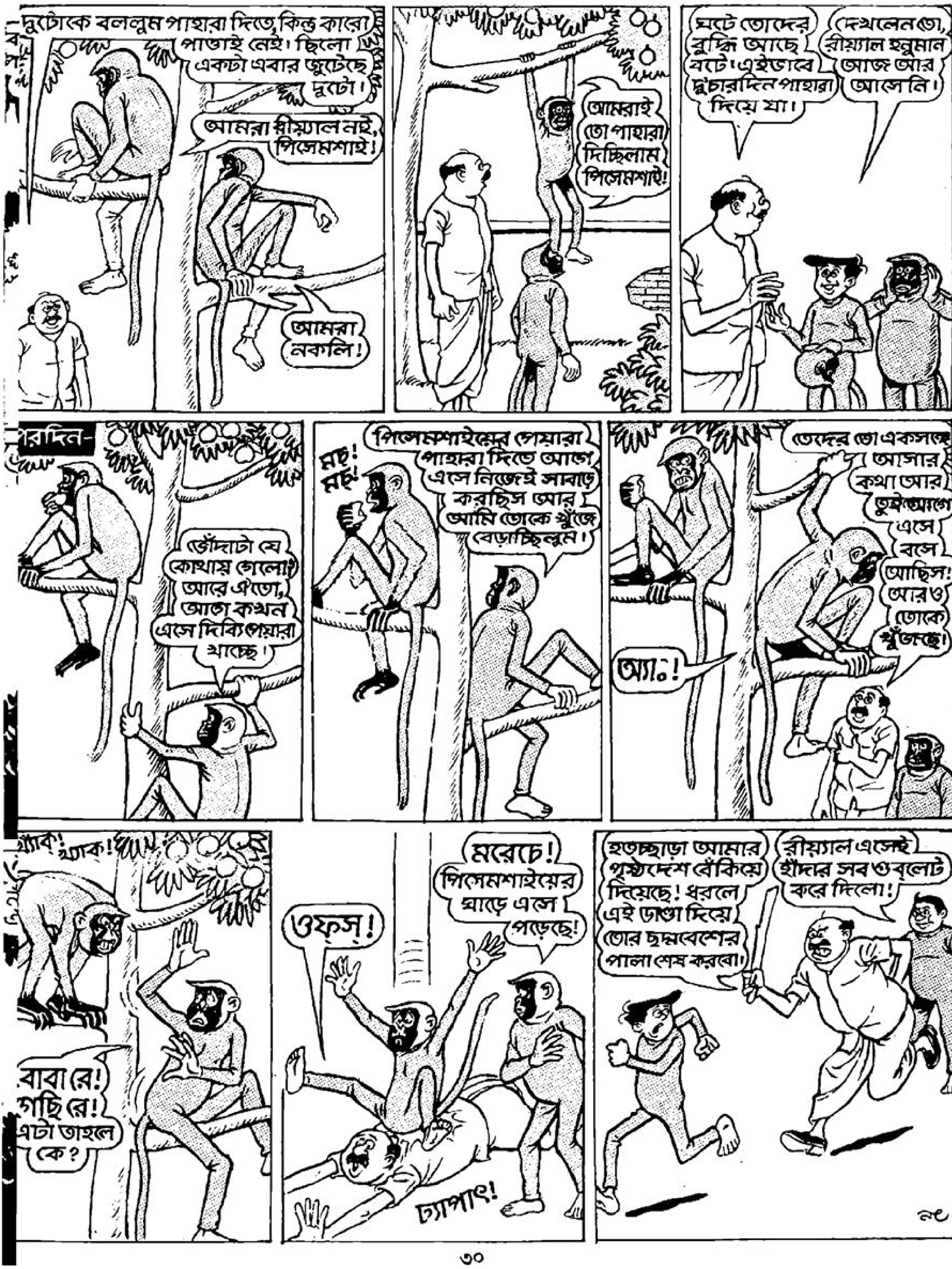

হাঁদা-ভোঁদার
উটকো বিপত্তি
ভালো করে সাঁটো ফেকুলাল। ধড়িবাজ বিচ্ছুটা আমাদের হাল একেবারে খারাপ করে দিয়েছে।
যা বলেছেন। তবে যে ভাবে ছবি সাঁটা হচ্ছে ধরা পড়বেই।
চলো, ফেকুলাল, চারদিকে আরো সাঁটতে হবে।
এদিকটায় তো হয়ে গেছে, চলুন ও দিকটায় যাই।
সন্ধান চাই
তালা ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
চল, ভোঁদা! প্যার্কে বসে একটু মুক্ত বায়ু সেবন করি।
নাও, তাড়াতাড়ি সেঁটে ফেলো ফেকু!
হাবিলদার সাহেব, সেই ছোকরা!
সেই ছোকরা মানে কোন ছোকরা, ফেকুলাল?
যার ছবি আমরা সেঁটে বেড়াচ্ছি সেই তালা ভাঙা বিশারদ! পার্কে ঢুকেছে।
ধরে দিলেই দশ হাজার!
তুমি ওকে ধরবে না ফেকুলাল! ওকে আমি ধরবো।
এই যে, অনেক হয়রানি করিয়েছিস তালা ভাঙা বিশারদ কালীচরণ ওরফে কালুয়া। এবার তোকে ধরেছি সঙ্গে দশহাজার টাকাও।


এই, দ্যাখ তোকে ধরার জন্যে তোর ছবি দেওয়া পোস্টার সেঁটে বেড়াচ্ছি আর দশহাজার টাকা পুরস্কার সমেত তুই একেবারে আমার হাতের কাছে বসে আছিস।
লে হালুয়া! দেখতে আমি বটে কিন্তু ওর তো গোঁফ আছে!
সন্ধান চাই
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
গোঁফ তুলে ফেলতে কতক্ষণ, কালুয়া!
কিন্তু আমি তো কালুয়া নই।
নামে কি যায় আসে চেহারাই তো আসল। তোকে ধরার বাহাদুরী আর সঙ্গে পুরস্কারের দশহাজার টাকা আমার মুঠোর মধ্যে।
কিন্তু আমি ওকে প্রথম দেখেছি হাবিলদার সাহেব!
প্রথম দেখেছো তো কি হয়েছে, ওকে ধরেছি তো আমি।
কিন্তু আমি না দেখলে আপনি ধরতেন কি করে?
চ্যালার সঙ্গে দশহাজারের লড়াই বেঁধেছে, হাঁদা! যদি রেহাই পেতে চাস তো চল এই মওকায় সটকে পড়ি।
এবার দৌড়ে এই তল্লাট ছেড়ে চল, হাঁদা।
ভাগ্যিস ওদের মধ্যে পুরস্কার নিয়ে লড়াই হলো।
পরে-
তোকে কালুয়া বানিয়ে ফেলেছিলো আর কি। কিন্তু পুরস্কারটা তোকে বাঁচিয়ে দিলো, হাঁদা!
সন্ধান চাই
তালা ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
সত্যি, আমার চেহারা নিয়ে তালা ভাঙা কালুয়া আসার আর জায়গা পেলো না।


হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের খেল
আমার মেয়েকে এখন কেমন দেখলেন কবিরাজমশাই ?
ভালো না। ব্যামোটা বেশ কঠিনই মনে হচ্ছে, বেক্কোদত্যিমশাই!
এর একমাত্র চিকিৎসা, জীবন্ত মানুষের মাথার ঘিলু যদি ওঁকে খাওয়ানো যায় তাহলে ও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।
আমি এখনি অনুচরদের মানুষ সংগ্রহ করতে বলি।
লোকালয়ে হবেনা। অনুচরদের বলুন এখান দিয়ে যাতায়াতকারী কাউকে পেলে তাকে ধরে নিয়ে আসতে।
বেশ, তাই হবে।
গুরুদেব বেক্কোদত্যির আদেশ মানুষ দেখলেই ধরে নিয়ে যেতে।
এ কোন রাস্তায় নিয়ে এলি রে, হাঁদা!
মরেচে! শর্ট কাট হবে বলে এ কোথায় এলাম রে!
ওরে, হাঁদা! এরা কারা রে? আমাদের যে ঘিরে ফেললো রে!
ওরে বাবা! এযে এক দঙ্গল ভূত!
এই দুজনকে ধরে এনেছি, বেক্কোদত্যিমশাই!
বাঃ, চমৎকার! বদ্যিমশাই যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি। যাও, এদের নজরবন্দী করে রাখো।

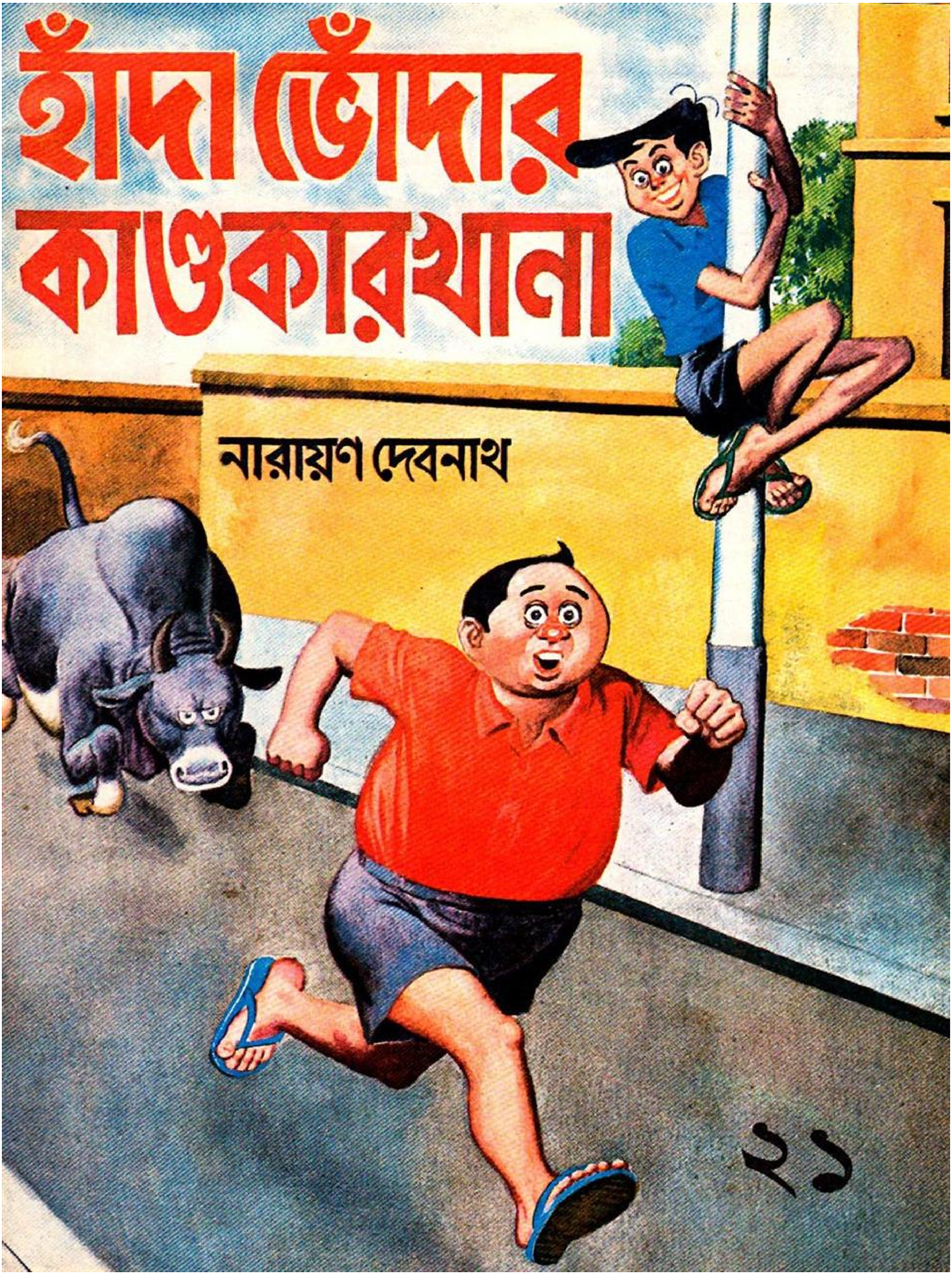

ব্যাটারা আমাদের পাহারা দিচ্ছে যাতে পালাতে না পারি।
ধরে এনে আমাদের দিয়ে কি করবে বলতো?
ভূতের খপ্পরে এনে ফেলেছিস, এখন উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা কর না। তোর তো অনেক ফন্দি গজায়।
এখন সব ফন্দি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে রে।
আচ্ছা. আমাদের ধরে আটকে রাখা হয়েছে কেন?
আঁমাদের গুঁরুদেব বেঁম্মো দত্যিমশাইয়ের মেঁয়ের জঁন্যি।
ঐঁই, দুঁজনকে পাঁওয়া গেঁছে, বঁদ্যিমশাই!
বাঃ! এঁটি বেঁশ হৃঁষ্ট পুঁষ্ট। আঁগে এঁর ঘিঁলুটাই ব্যঁবহার কঁরা হোঁক।
অ্যাঁ!
নেঁ, এঁবার ওঁর মুঁণ্ডুটা ফাঁটিয়ে ঘিঁলুটা বেঁর করে নেঁ-
হায় রাম! কি বিপদেই ফেললে! বেঘোরে প্রাণটা যেতে বসেছে!
ওঁরে বাঁবারে! কিঁ সর্বনেশে নাঁম বঁললো হঁতচ্ছাড়াটা। এঁখানে আঁর থাঁকা নঁয়।
আঁ-আঁ! আঁমিও আঁর এঁ তল্লাটে নেঁই।
আমাদের ছেড়ে ভূতেরা সব পালাচ্ছে রে, হাঁদা! চল, এই তালে আমরাও কেটে পড়ি।
ওঁরে পাঁল।। বাঁচতে চাঁস তোঁ পাঁলা।

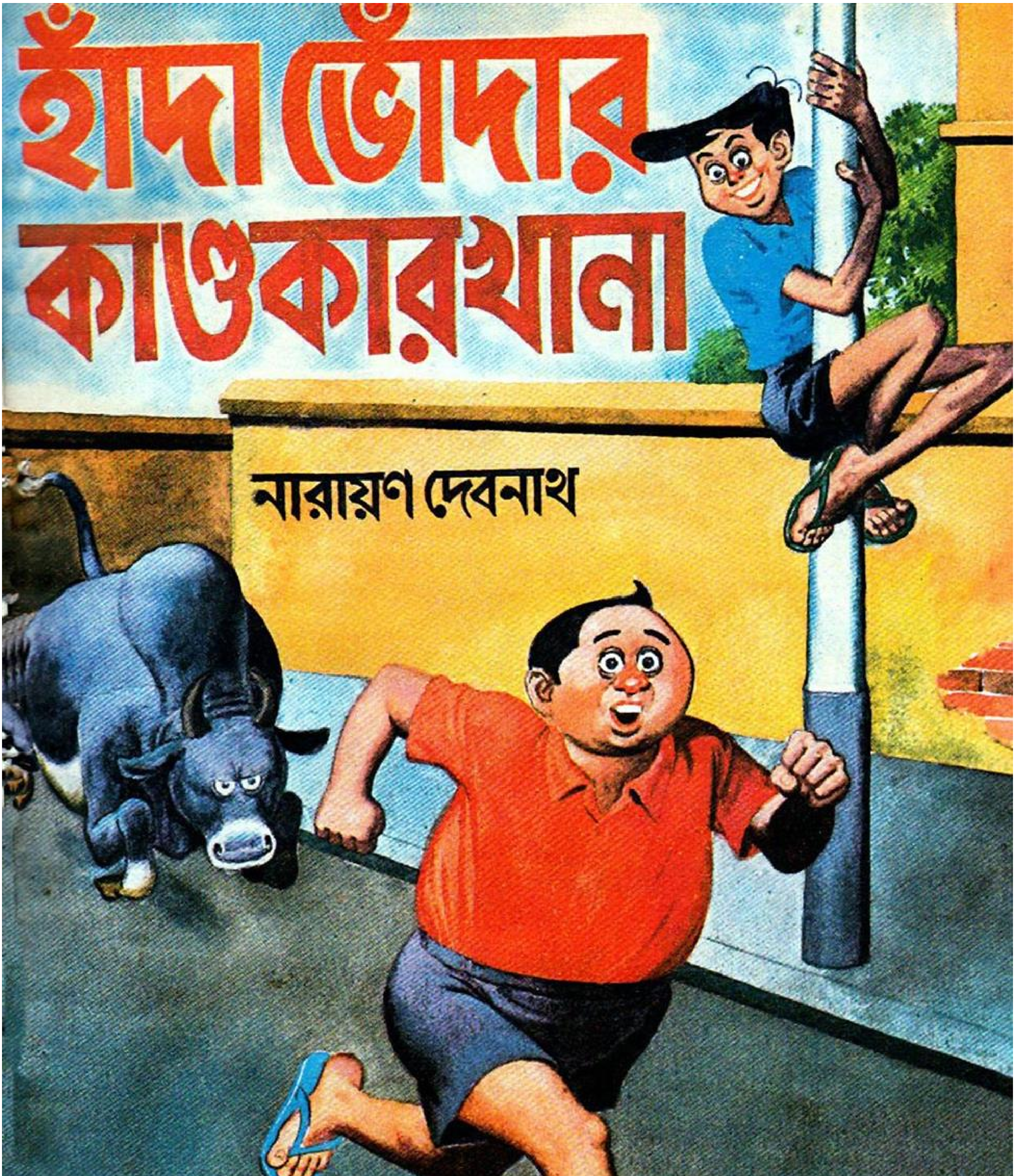

হাঁদা-ভোঁদার
পাহারাদারী
আমি তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তোরা এখানে ড্যাংগুলি খেলছিস!
কেন, কি হয়েছে পিসেমশাই?
কি হয়েছে, পিসেমশাই? আমার অতো সাধের পেয়ারা গাছের পেয়ারা হনুমান এসে সাবাড় করে যাচ্ছে আর তোরা দিব্যি ড্যাংগুলি খেলছিস!
ও নিয়ে আর ভাববেন না, পিসেমশাই! আমরা বাগান পাহারার ব্যবস্থা করছি।
তুই তো বলে দিলি ব্যবস্থা করবি। কি ব্যবস্থা করবি? ওদের কিছু করতে গেলে তেড়ে কামড়াতে আসবে, তখন কি করবি?
সত্যিই সেটা ভাববার কথা বটে। তাহলে— দাঁড়া, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।
আইডিয়াটা কি?
ছদ্মবেশ! আমার সঙ্গে চল বুঝিয়ে বলছি।
যাত্রা আর থিয়েটারের যাবতীয় সব ভাড়া দেওয়া হয়
বুঝলি তো ব্যাপারট
আইডিয়াটা কেমন
বল?
মোটামুটি মন্দ নয়!
আচ্ছা, আপনাদের এখানে হনুমানের পোশাকের সেট পাওয়া যাবে?
অবশ্যই যাবে।
বাড়ি ফিরে-
কি রে, ভোঁদা! কেমন লাগছে?
দারুণ! একেবারে হুবহু বজরংবলী!
আমাদের
দেখে ওদেরই জাত
তাই বসে আছে ভেবে
এদ্দিকে আজ আর
ঘেঁষবে না।
তাই হবে হয়তো!


দুটোকে বললুম পাহারা দিতে, কিন্তু কারো পাত্তাই নেই। ছিলো একটা এবার জুটেছে দুটো।
আমরা রীয়্যাল নই, পিসেমশাই!
আমরা নকলি!
আমরাই তো পাহারা দিচ্ছিলাম পিসেমশাই!
ঘটে তোদের বুদ্ধি আছে বটে। এইভাবে দু'চারদিন পাহারা দিয়ে যা।
দেখলেন তো, রীয়্যাল হনুমান আজ আর আসে নি।
পরদিন-
ভোঁদাটা যে কোথায় গেলো? আরে ঐতো, আগে কখন এসে দিব্যি পেয়ারা খাচ্ছে।
মচ্! মচ্!
পিসেমশাইয়ের পেয়ারা পাহারা দিতে আগে এসে নিজেই সাবাড় করছিস আর আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।
তোদের তো একসঙ্গে আসার কথা আর তুই আগে এসে বসে আছিস! আর ও তোকে খুঁজছে।
অ্যাঁ!
খ্যাঁক! খ্যাক!
বাবা রে! গেছি রে! এটা তাহলে কে?
ওফস্!
মরেচে! পিসেমশাইয়ের ঘাড়ে এসে পড়েছে!
ট্যাপাৎ!
হতচ্ছাড়া আমার পৃষ্ঠদেশ বেঁকিয়ে দিয়েছে! ধরলে এই ডাণ্ডা দিয়ে তোর ছদ্মবেশের পালা শেষ করবো।
রীয়্যাল এসেই হাঁদার সব গুবলেট করে দিলো!


হাঁদা-ভোঁদার
রোবট কাণ্ড
এটা অবশ্যই একটা দারুণ প্রদর্শনী হওয়া উচিত!
প্রোফেসর খেরুলালের অত্যাশ্চর্য রোবট
আজ প্রদর্শনী
প্রবেশমূল্য ২০ টাকা
আপনারা-কেমন-আছেন? -আমার নাম পোপটলাল-আর ইনি-আমার আবিষ্কার কর্তা-প্রোফেসর খেরুলাল!
উরিব্বাস! এটা যথারীতি হাঁটছে, কথা বলছে!
আমিও একটা চলা কথা বলা রোবট বানাচ্ছি রে, ভোঁদা, তোকে দিয়ে!
মরেছে! তুই কি ভেবেছিস এটা করার ব্যাপারে তুই যথেষ্ট চালাক!
খেরুলালের রোবটের মতো চলা ফেরা আর কথা বলবি ভোঁদা, যা ইনকাম হবে দুজনের মধ্যে ফিফটি ফিফটি!
কোন দু'নম্বরী নেই বন্ধুরা! এটা প্রায় প্রোফেসর খেরুলালের মতোই ভালো রোবট!
বেশ! তাহলে টাকা দিচ্ছি!
হাঁদুর ইলেকট্রনিক রোবট
প্রবেশমূল্য -১০
আমি কি ভিতরে গিয়ে তোমার রোবট দেখতে পারি, বৎস?
মরেছে! প্রফেসর খেরুলাল! বে-বেশ-ইয়ে-ঠিক আছে!
পিপটরাম! তুমি কি কাগজের টুকরোটা তুলতে পারো? সেটা তবে দর্শকদের দেখাও! চমৎকার! তুমি এটা করতে পেরেছো!
অবশ্যই-আমি পেরেছি-মাস্টার!
হোঃ হোঃ!


এবার সামনে এগোও, পিপটরাম!
ওঃ, আমি দুঃখিত, বৎস! মনে হচ্ছে তোমার রোবট হোঁচট খেয়ে পড়েছে!
দ্যাখো, হাঁদা! তোমার রোবট গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে! আমি চাইনি এমনটা ঘটুক!
আরগহ্! বাঁচাও! আমাকে থামাও!
অ্যায়াও! গেছিরে! ইরক্! ওরুফ্!
আরিব্বাস! এ অনেক রকম কথা বলতে পারে রে, হাঁদা!
ইয়োফস্!
গরর! হাঁদার রোবট অনেক কিছু করতে পারে, এখন দেখছি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ ভেতরে ভোঁদা ছিলো!
ও-ও-ওঃ! আমার মাথা ঘুরছে!
শুধু ওকে ধরার অপেক্ষা, তারপর আচ্ছা করে দুরমুশ করে আমাদের টাকা আদায় করবো!
ওরে বাবা! মনে হচ্ছে সব চেয়ে ভালো হবে অদৃশ্য হবার কৌশল খাটানো!
আপনার জন্যেই আমার এই হাল প্রফেসর খেরুলাল! কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না?
অবশ্যই পারি, হাঁদা! কিন্তু মনে রেখো প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
২১


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১২

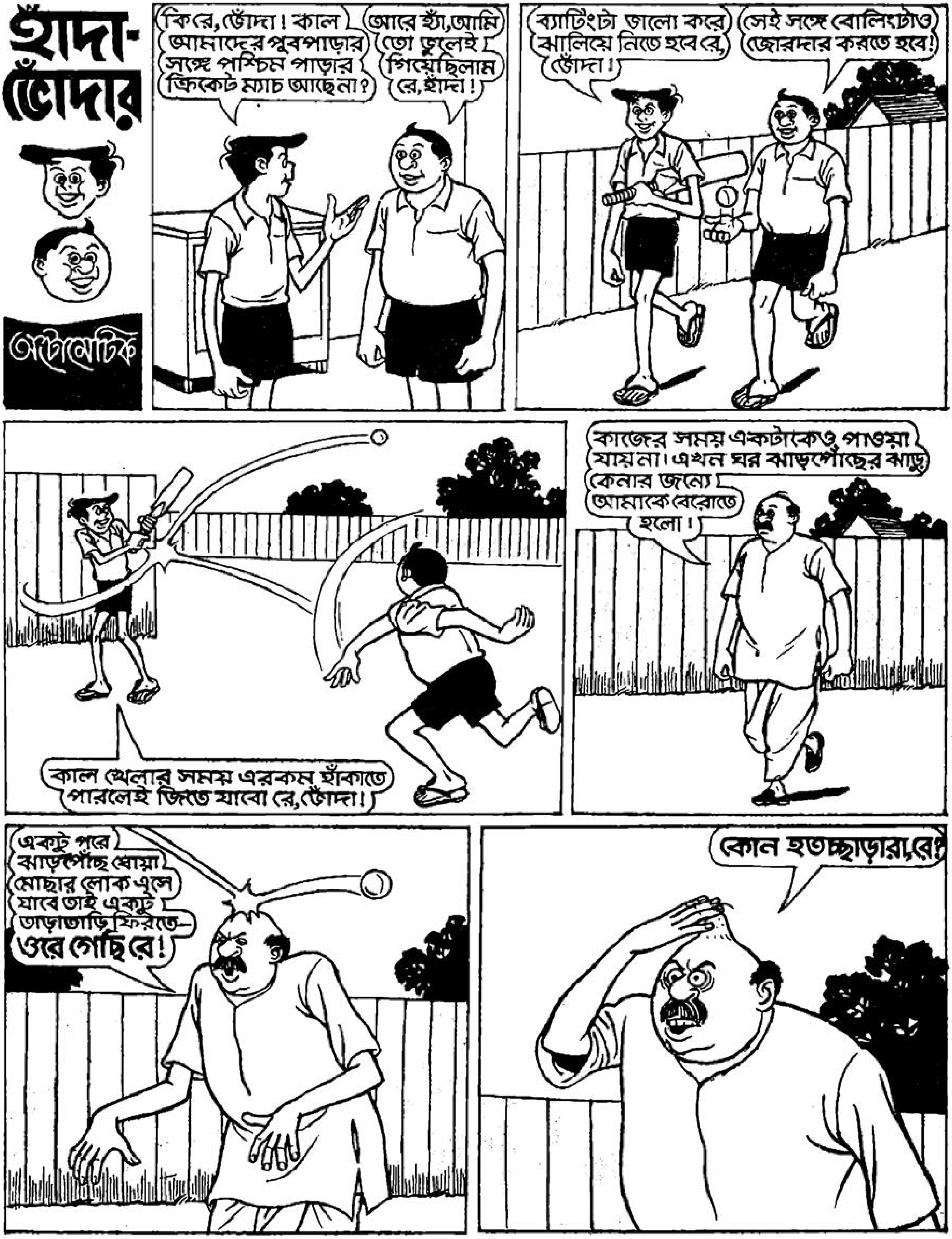

হাঁদা-ভোঁদার
রংয়ের লড়াই
গতবার দোলে রং মাখিয়ে তুই আমায় নাজেহাল করেছিলি, এবার দোলে তার বদলা নেবো, ভোঁদা!
হেঃ হেঃ!
হাঁদা কি বলছে রে, বচা?
আর হেঃ হেঃ করতে হবেনা। এবার রংয়ের লড়াইয়ের জন্যে আমিও একজন চ্যালা পেয়েছি।
গেলো বছরের কথা বেচারা ভুলতে পারছে না রে বচা, আবার সঙ্গে কাকে জুটিয়েছে।
গতবারে ওরা দুজনে রংগ্রেনেড ছুঁড়ে আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলো!
এবারে তোমার কোন ভয় নেই, হাঁদাদা! এবার আমি আছি তোমার সঙ্গে।
দোলের আগের দিন-
গত দোলে রংয়ের ঠ্যালায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এবার ওদের সাবধান করে দিতে হবে!
এই যে, হাঁদা আর ভোঁদা! আমার শরীর খুবই খারাপ কাল আমার গায়ে যেন রং না লাগে। সাবধান!
ঠিক আছে পিসেমশাই!
দোলের দিন
দ্যাখো, হাঁদাদা! কি রকম রংগ্রেনেড মজুত করেছি!
বাঃ! বেড়ে করেছিস।
ওদিকে-
এই দ্যাখো, ভোঁদাদা! কতো স্টক করেছি।
এবার লড়াই বেশ ভালোই জমবে রে, বচা!
চালিয়ে যাও, হাঁদাদা, এখনো অঢেল আছে।
লড়াই বেশ জমেছে রে, বচা! ওদের মুখ লক্ষ্য করে ঝাড়বি।

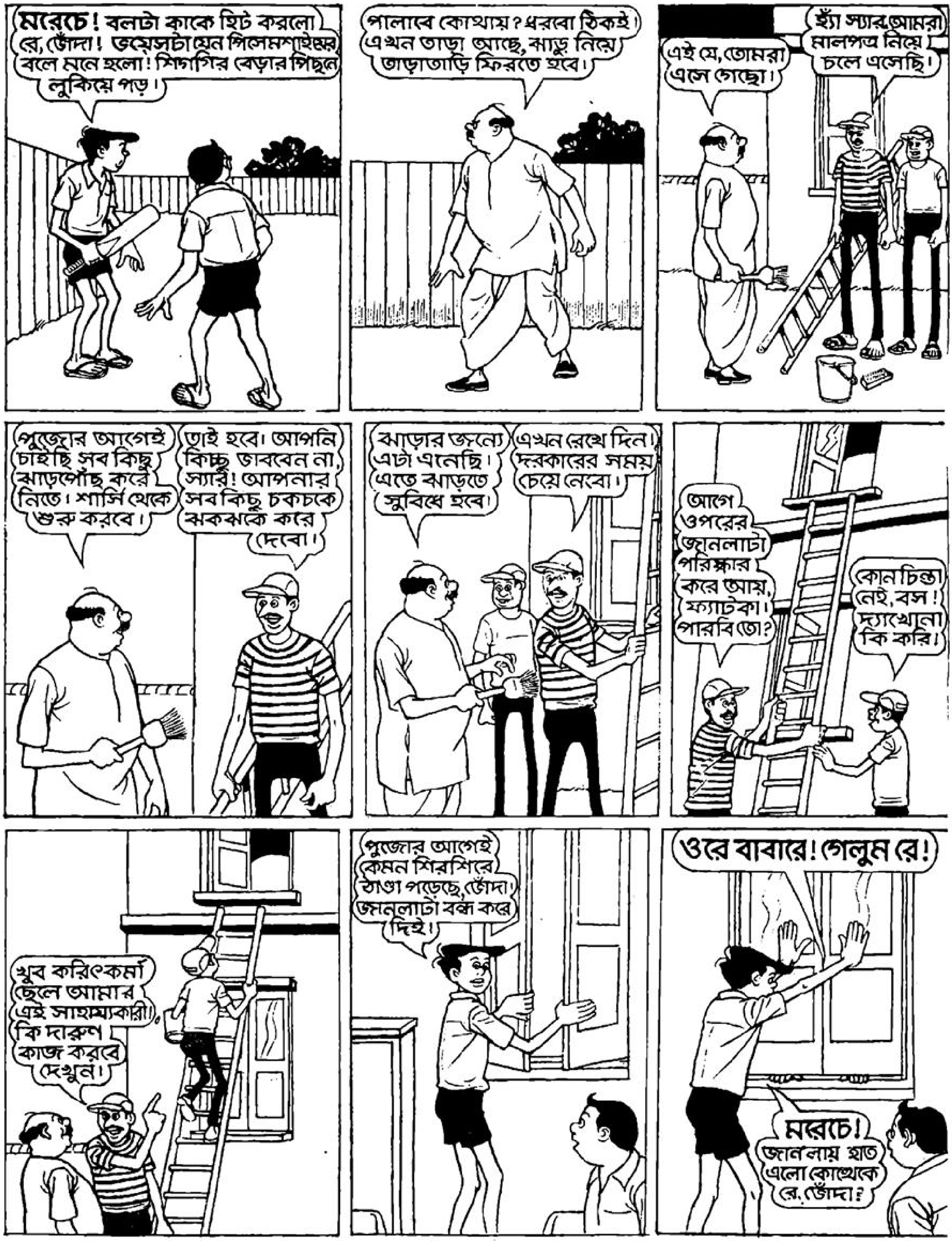


এবার আমরা ওদের নাজেহাল করে ছাড়বো, হাঁদাদা!
হাঁদারা তো রংয়ের গ্রেনেড ছুঁড়েই চলেছে। কি হবে রে, বচা?
অ্যাঃ! উল্টে ওরাই একেবারে তোর মুখে হিট করেছে রে, বচা!
তোর তো দেখছি দারুণ টিপ রে, ছটকা। এতো দূর থেকেও বচার মুখে লাগিয়েছিস!
আগেরটা বচার মুখে লাগিয়েছি–
এবারেরটা ভোঁদাদার মুখে যাচ্ছে, হাঁদাদা!
একি! সাবধান করা সত্ত্বেও ওরা রং ছুঁড়ছে, দেখছি!
তুই ভোঁদাকে ফস্কালি, এবার আমি তোকে আমার টিপ দ্যাখাচ্ছি।
আমি সাবধান করা সত্ত্বেও আমার ঘরে–ওফ্‌ৎ!
ফ্যাচাৎ!
হাঁদা ছুঁড়েছে, পিসেমশাই!
হতচ্ছাড়া, বোম্বেটে! আজ তোরই একদিন কি আমার!
এবারে আমরা নয়, এবারে পিসেমশাই হাঁদাকে নাজেহাল করবে রে, বচা!
ফ্যাচাৎ!

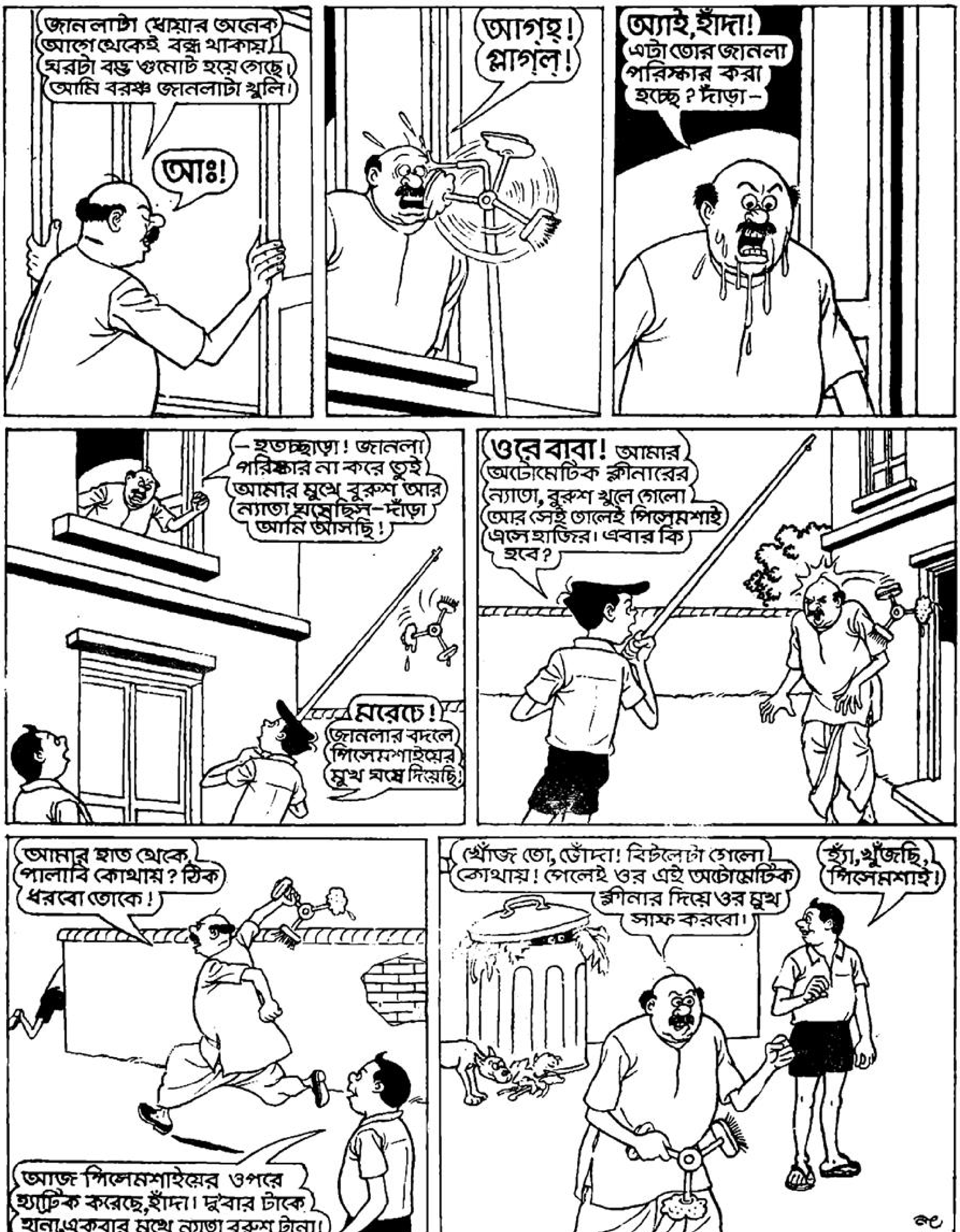

হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের খানা
প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো রে, ভোঁদা! এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।
এদিকে আবার আকাশে বেশ মেঘ জমেছে রে, হাঁদা! যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।
কিছুটা এগোতেই-
বৃষ্টি এসে গেলো। চল শিগগির ঐ গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াই, ভোঁদা।
ভাগ্যিস গাছটার কাছে পৌঁছোতে পেরেছিলাম তাই রক্ষে!
আরে, তোমরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন? সামনেই আমার বাড়ি, ওখানেই বসবে চলো।
আপনি? আমরা আসার আগে তো আপনাকে দেখিনি!
বললুম না, সামনেই আমার বাড়ি। তোমরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছো দেখে চলে এলুম।
বাড়িতে তো আর কেউ নেই, ভেতরে গিয়ে তোমাদের জন্যে কিছু খাবারের জোগাড় দেখি। সব তো আমাকেই করতে হবে। তা তোমরা কি খাবে বলো? বিরিয়ানি, মাংস চলবে?
লোকটার চাউনিটা কেমন যেন মরা মাছের মতো, হাঁদা।
হ্যাঁ, হ্যাঁ! খুব চলবে।
দু'মিনিট পরেই-
এই নাও বিরিয়ানি, ভালো করে বসে খেয়ে নাও। আর কিছু ইচ্ছে হলে বোলো, আমি ভেতরে আছি।
দ্যাখ, বিরিয়ানি এসে গেলো আর তুই শুধু চোখটা কেমন সেইটাই ভাবছিস।

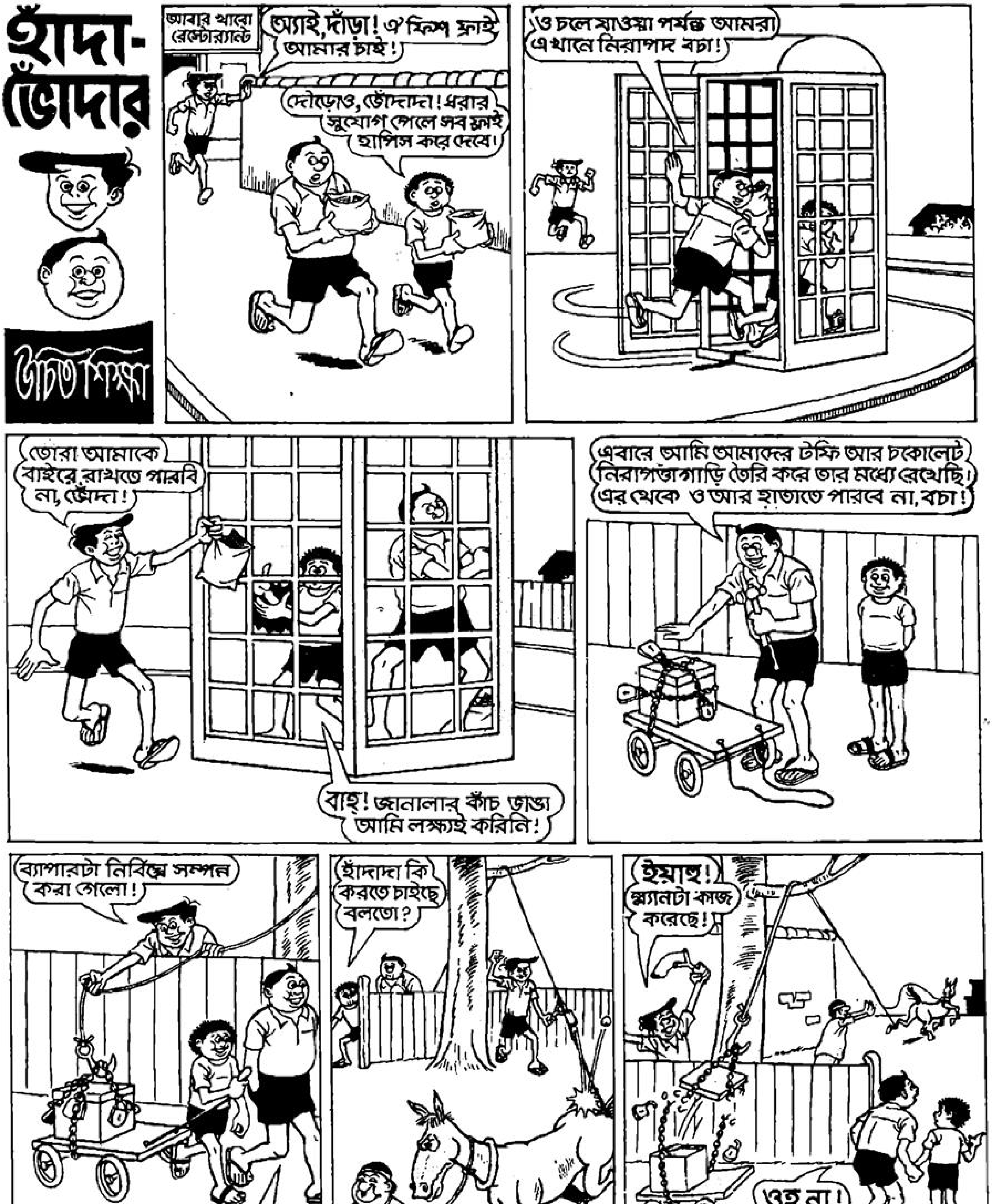

বিরিয়ানিটা দারুণ ছিলো, তাই না রে, জোঁদা? এরপর একটু যদি আইসক্রীম পাওয়া যেতো তো দারুণ হতো।
এরপর আবার আইসক্রীম! এখানে ওসব পাবি কোত্থেকে?
আর সঙ্গে সঙ্গেই
কেন পাবে না। ইচ্ছে হলেই পাওয়া যায়। এই নাও আইসক্রীম!
আরিব্বাস! মুখের কথা খসাতে না খস্যাতেই এসে গেলো রে, জোঁদা!
আমার সন্দেহ হচ্ছে, হাঁদা। আমরা কোন অপদেবতার পাল্লায় পড়িনি তো? উনি বললেন যে উনি নাকি একলা থাকেন, কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে প্রায় অন্ধকারে এই জনমানবহীন জায়গায় এতো তাড়াতাড়ি গরম বিরিয়ানি আনলেন কোত্থেকে?—
—তারপর দ্যাখ, এই আইসক্রীম, তুই কিন্তু বললি আমাকে আর ওঘর থেকে উনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন, কিন্তু কোত্থেকে? আর এখানে তো বিদ্যুৎই নেই। তাহলে?
তাইতো রে, ভোঁদা কি হবে?
কথা শেষ হতেই-
কিঁ হবে দেঁখতেই পাঁবি। এঁবার আঁমরা তোঁদের খাঁবো। আঁমাদের পাঁণ্ডা বোঁটকা রাঁন্না কঁরার জঁন্যে হাঁণ্ডা আঁনতে গেঁছে। হিঁঃ হিঁঃ!
দেখলি তো, গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো, এবার দ্যাখ্ ভূতে আমাদের খাবে। তবে বাঁচার একটা উপায় আছে, শোন-(ফিস্-ফিস্) যা বললুম সেইমতো করলে কি করে ব্যাটারা আমাদের পেটে পোরে দেখবো!
মরতেই যখন হবে তখন আমরা গান গাইতে গাইতে মরতে চাই।
বাঁঃ মঁরার আঁগে গাঁইবি! খুঁব ভাঁলো কঁথা!
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম—
ওঁরে, ওঁরা নিঁষিদ্ধ গাঁন গাঁইছে! কাঁন জ্বঁলে গেঁলো! পাঁলা- এঁই তঁল্লাট ছেঁড়ে পাঁলা—
এবার আর ভয় নেই, বৃষ্টিও ধরেছে, এবার চল ধীরে সুস্থে যাই।
উঃ! শেষে কিনা ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম!

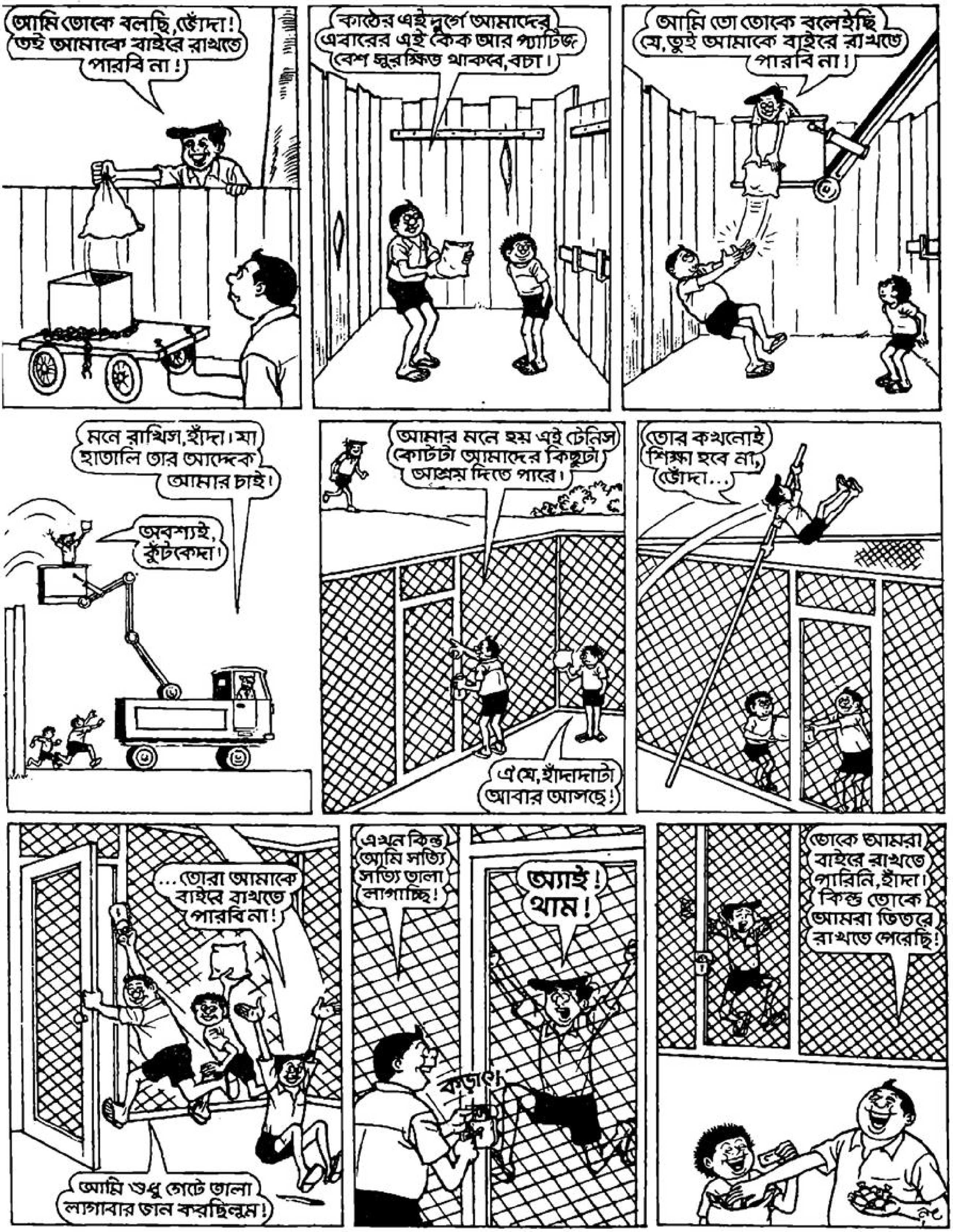

হাঁদা-ভোঁদার
অটোমেটিক
কিরে, ভোঁদা! কাল আমাদের পুবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিম পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ আছে না?
আরে হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম রে, হাঁদা!
ব্যাটিংটা ভালো করে ঝালিয়ে নিতে হবে রে, ভোঁদা!
সেই সঙ্গে বোলিংটাও জোরদার করতে হবে!
কাল খেলার সময় এরকম হাঁকাতে পারলেই জিতে যাবো রে, ভোঁদা!
কাজের সময় একটাকেও পাওয়া যায় না। এখন ঘর ঝাড়পোঁছের ঝাড়ু কেনার জন্যে আমাকে বেরোতে হলো।
একটু পরে ঝাড়পোঁছ ধোয়া মোছার লোক এসে যাবে তাই একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে—
ওরে গেছি রে!
কোন হতচ্ছাড়ারা, রে?


মরেচে! বলটা কাকে হিট করলো রে, ভোঁদা! ভয়েসটা যেন পিসেমশাইয়ের বলে মনে হলো! শিগগির বেড়ার পিছনে লুকিয়ে পড়।
পালাবে কোথায়? ধরবো ঠিকই! এখন তাড়া আছে, ঝাড়ু নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।
এই যে, তোমরা এসে গেছো।
হ্যাঁ স্যার, আমরা মালপত্র নিয়ে চলে এসেছি।
পুজোর আগেই চাইছি সব কিছু ঝাড়পোঁছ করে নিতে। শার্সি থেকে শুরু করবে।
তাই হবে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! আপনার সব কিছু চকচকে ঝকঝকে করে দেবো।
ঝাড়ার জন্যে এটা এনেছি। এতে ঝাড়তে সুবিধে হবে।
এখন রেখে দিন। দরকারের সময় চেয়ে নেবো।
আগে ওপরের জানলাটা পরিষ্কার করে আয়, ফ্যাটকা। পারবি তো?
কোন চিন্তা নেই, বস! দ্যাখোনা কি করি।
খুব করিৎকর্মা ছেলে আমার এই সাহায্যকারী। কি দারুণ কাজ করবে দেখুন।
পুজোর আগেই কেমন শিরশিরে ঠাণ্ডা পড়েছে, ভোঁদা। জানলাটা বন্ধ করে দিই।
ওরে বাবারে! গেলুম রে!
মরেচে! জানলায় হাত এলো কোত্থেকে রে, ভোঁদা?


গরর! তুই একটা পাষণ্ড, হাঁদা! এবার তোকে জানলা পরিষ্কার করতে হবে আর গুলুবাবু কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা তদারক করবে!
ইয়ে, না!
না মানে? ওসব না-ফা কিচ্ছু শোনা হবেনা। তুই গুলুবাবুর লোকের হাত চেপ্টে দিয়েছিস তাই ওই কাজ তোকেই করতে হবে।
ওরে বাবা!
কি করে করবো রে, ভোঁদা?
কি আর করবি বল পিসের ফতোয়া!
চমৎকার! এবার নেমে এসে কাপড়ের টুকরো নিয়ে শুকনো করে মুছে ফেলো, তারপর আবার নেমে এসে মইটা সরাও, তারপর আবার ওপরে ওঠো আর...
ওপস! ওপরে, নীচে! ওপরে, নীচে!
তাড়াতাড়ি করো, বাছা! তুমি দেখছি বড্ড ঢিলে!
ওফ! ক্রমাগত ওপর নীচ করতে করতে আমার হাঁটু গেলো!
জল নিয়ে মই বেয়ে ওঠা নামার ধকল সইছে না, ভোঁদা! তাই এই অটোমেটিক ক্লীনার বানালাম। একটু ধর, বুরুশটা ফিট করে নিই।
দ্যাখ, ভোঁদা! অটোমেটিক ক্লীনার রেডি।
তাই তো দেখছি।
এবার নীচে থেকে এই ক্লীনার অপারেট করবো, আর অটোমেটিক ধোয়া মোছা হয়ে যাবে।
সবই ঠিক আছে তবে কাজ ঠিকমতো হলেই হলো!

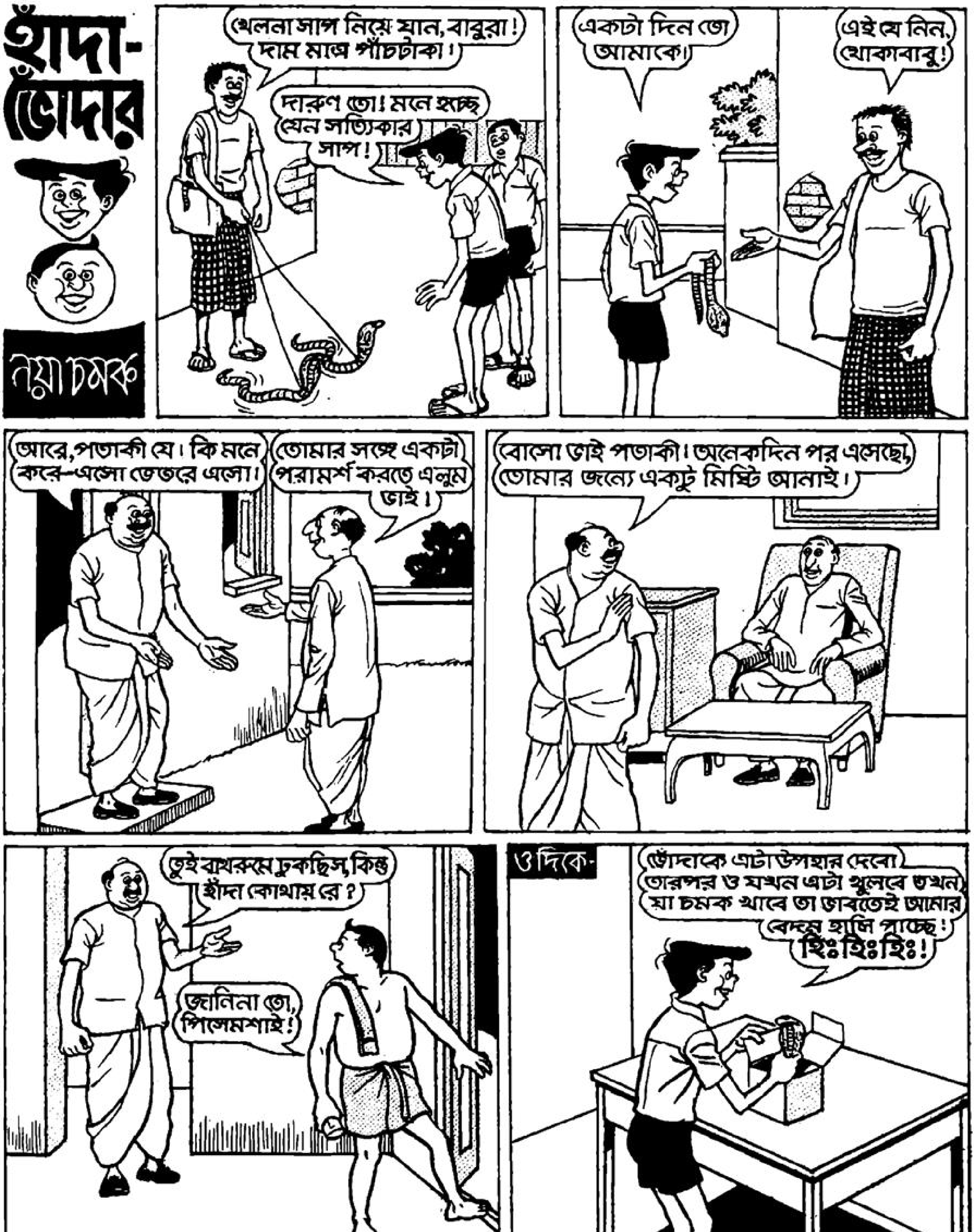

জানলাটা ধোয়ার অনেক আগে থেকেই বন্ধ থাকায় ঘরটা বড্ড গুমোট হয়ে গেছে। আমি বরঞ্চ জানলাটা খুলি।
আঃ!
আগ্‌হ্‌! প্লাগ্‌ল্‌!
অ্যাই, হাঁদা! এটা তোর জানলা পরিস্কার করা হচ্ছে? দাঁড়া –
– হতচ্ছাড়া! জানলা পরিষ্কার না করে তুই আমার মুখে বুরুশ আর ন্যাতা ঘষেছিস – দাঁড়া আমি আসছি!
মরেছে! জানলার বদলে পিসেমশাইয়ের মুখ ঘষে দিয়েছি!
ওরে বাবা! আমার অটোমেটিক ক্লীনারের ন্যাতা, বুরুশ খুলে গেলো আর সেই তালেই পিসেমশাই এসে হাজির। এবার কি হবে?
আমার হাত থেকে পালাবি কোথায়? ঠিক ধরবো তোকে!
আজ পিসেমশাইয়ের ওপরে হ্যাট্রিক করেছে, হাঁদা। দু'বার টাকে হানা, একবার মুখে ন্যাতা বুরুশ টানা।
খোঁজ তো, ভোঁদা! বিটলেটা গেলো কোথায়! পেলেই ওর এই অটোমেটিক ক্লীনার দিয়ে ওর মুখ সাফ করবো।
হ্যাঁ, খুঁজছি, পিসেমশাই!


হাঁদা-ভোঁদার
উচিত শিক্ষা
আবার খাবো রেস্টোর‍্যান্ট
অ্যাই, দাঁড়া! ঐ ফিশ ফ্রাই আমার চাই!
দৌড়োও, ভোঁদাদা! ধরার সুযোগ পেলে সব ফ্রাই হাপিস করে দেবে।
ও চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে নিরাপদ বচা!
তোরা আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না, ভোঁদা!
বাহ্! জানালার কাঁচ ভাঙা আমি লক্ষ্যই করিনি!
এবারে আমি আমাদের টফি আর চকোলেট নিরাপত্তাগাড়ি তৈরি করে তার মধ্যে রেখেছি। এর থেকে ও আর হাতাতে পারবে না, বচা!
ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা গেলো!
এবার টেনে নিয়ে চল, বচা!
হাঁদাদা কি করতে চাইছে বলতো?
ইয়াহু! প্ল্যানটা কাজ করেছে!
ওহ না! এটা কি হলো বে, বচা?


আমি তোকে বলছি, ভোঁদা! তুই আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
কাঠের এই দুর্গে আমাদের এবারের এই কেক আর প্যাটিজ বেশ সুরক্ষিত থাকবে, বচা।
আমি তো তোকে বলেইছি যে, তুই আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
মনে রাখিস, হাঁদা। যা হাতালি তার আদ্দেক আমার চাই।
অবশ্যই, কুঁটকেদা।
আমার মনে হয় এই টেনিস কোর্টটা আমাদের কিছুটা আশ্রয় দিতে পারে।
এ যে, হাঁদাদাটা আবার আসছে!
তোর কখনোই শিক্ষা হবে না, ভোঁদা...
...তোরা আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
আমি শুধু গেটে তালা লাগাবার ভান করছিলুম!
এখন কিন্তু আমি সত্যি সত্যি তালা লাগাচ্ছি!
অ্যাই! থাম!
কড়াৎ
তোকে আমরা বাইরে রাখতে পারিনি, হাঁদা। কিন্তু তোকে আমরা ভিতরে রাখতে পেরেছি!



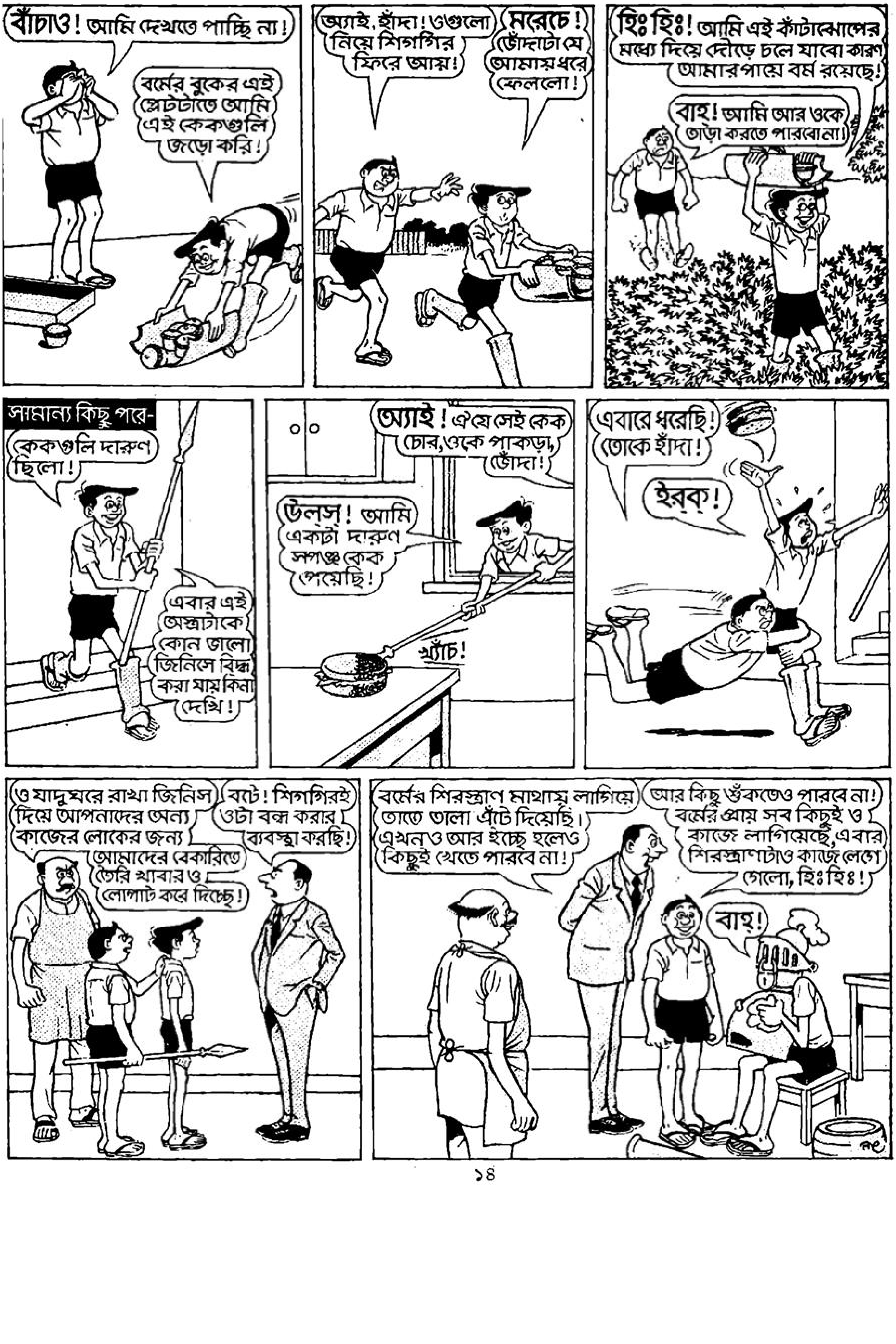
হাঁদা-ভোঁদার
কর্মকৌশল
দ্যাখ্! আজ সকাল থেকে গায়কের সই করা রেকর্ড রেকর্ডের দোকান থেকে প্রথম যে দশজন দোকানে যাবে তাদের বিনামূল্যে দিচ্ছে। আর একটা মাত্র আছে!
ঠিক আছে হাঁদা! বিনামূল্যের রেকর্ডের জন্যে তোর সঙ্গে রেস দিচ্ছি!
এই দিগু! দৌড় চ্যাম্পিয়ান! তুই কি কিছু পয়সা পেতে চাস?
রেকর্ডের দোকান
হিঃ হিঃ! তোকে হারিয়ে দিয়েছি, ভোঁদা!
বাহ! দিগে, আমাদের স্কুলের দৌড় চ্যাম্পিয়ান আমাকে টেক্কা মেরে দিলো।
বেশ কাজ করেছিস দিগু! এই নে টাকা।
হাঁদা নিজে না করে সেই কাজ অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে! এটা মোটেই ঠিক নয়!
কাঠগুলো কেটে দিলে কিছু পকেট খরচা পাওয়া যাবে।
এই দাশু! এখানে আয়!
একেই বলে কর্মকৌশল। বুঝলি ভোঁদা!
আপনার কাজ শেষ, এই নিন।
চমৎকার ছেলে! এই নাও টাকা।


হাঁদা-ভোঁদার
নয়া চমক
খেলনা সাপ নিয়ে যান, বাবুরা! দাম মাত্র পাঁচটাকা।
দারুণ তো! মনে হচ্ছে যেন সত্যিকার সাপ!
একটা দিন তো আমাকে।
এই যে নিন, খোকাবাবু!
আরে, পতাকী যে। কি মনে করে—এসো ভেতরে এসো।
তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলুম ভাই।
বোসো ভাই পতাকী। অনেকদিন পর এসেছো, তোমার জন্যে একটু মিষ্টি আনাই।
তুই বাথরুমে ঢুকছিস্, কিন্তু হাঁদা কোথায় রে?
জানিনা তো, পিসেমশাই!
ও দিকে-
ভোঁদাকে এটা উপহার দেবো তারপর ও যখন এটা খুলবে তখন যা চমক খাবে তা ভাবতেই আমার বেদম হাসি পাচ্ছে! হিঃ হিঃ হিঃ!

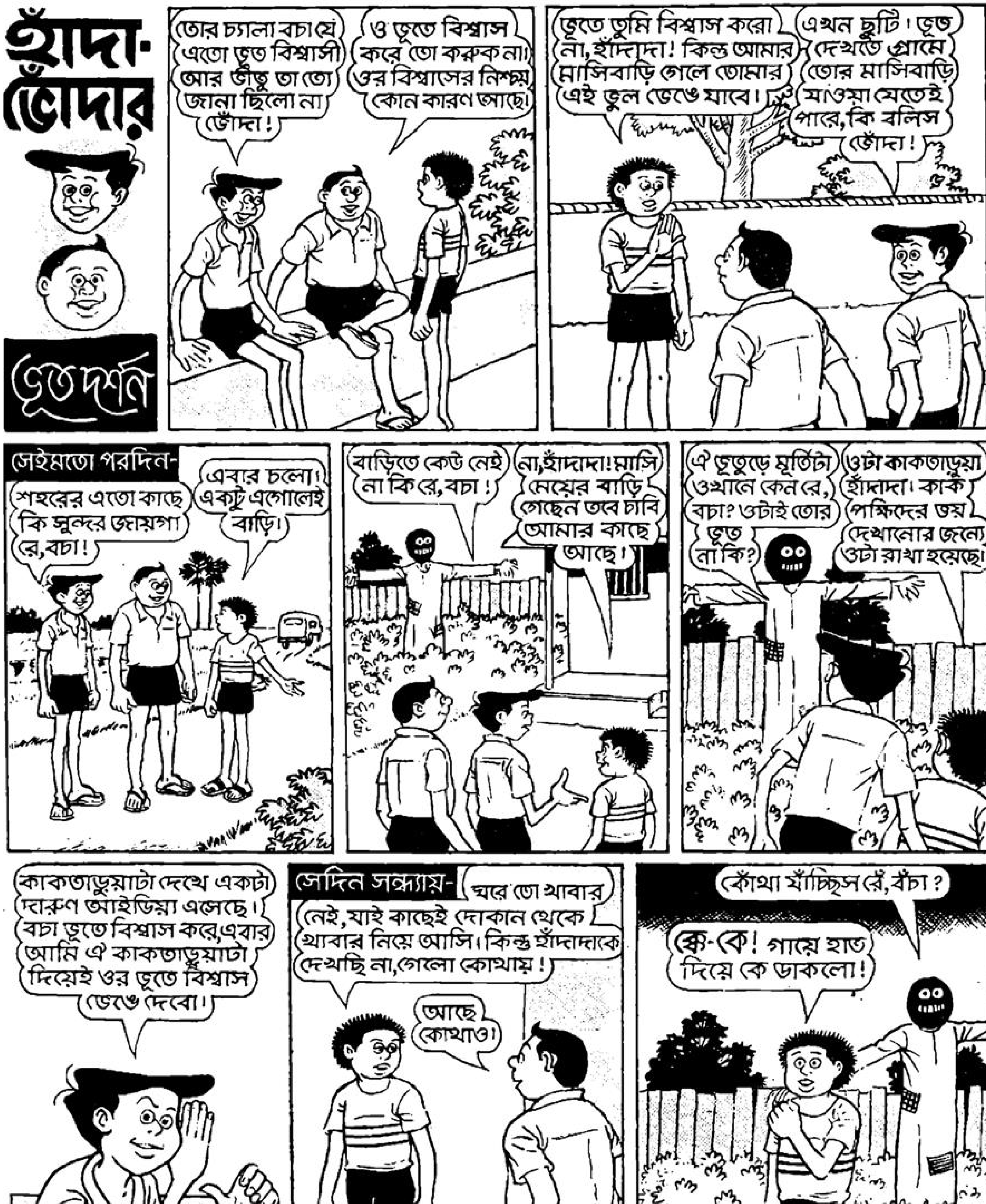

ভোঁদাকে বলবো যে এর মধ্যে ওর জন্যে মিষ্টি আছে, হেঁঃ হেঃ!
অ্যাই মরেচে! পিসেমশাই!
এই যে, হাঁদাবাবু! এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? হাতে ওটা কি?
মিষ্টি, পিসেমশাই! ভোঁদাকে উপহার দেবো।
এখন আমাকে দে। বন্ধুকে মিষ্টি-মুখ করাবো। পরে ভোঁদাকে এনে দিস, আমি টাকা দিয়ে দেবো।
কি ব্যাপার বলতো, হাঁদা?
এইযে, ভোঁদা! আগে শিগগির পিসেমশাইকে আটকা।
খাও ভাই পতাকী, আগে একটু মিষ্টি-মুখ করো, পরে কথা হবে।
আবার এসব আনাতে গেলে কেন রে তা–
-ই-ই-ই-ই-ওরে বাবা রে! সাপে খেয়ে ফেললো রে!
কি সর্বনেশে কাণ্ড! বন্ধুকে সাপের ছোবল খাওয়ানোর চেষ্টা!
ভোঁদারে! শিগগির আমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখ।
ডাস্টবিন ছাড়া আর তো কোন জায়গা মনে পড়ছে না। ওটাতে আবার কে বা কারা একটা মরা পচা কুকুর ফেলে গেছে।
বিটলে, ভুষুণ্ডে! এই ব্যাটের ঘা মেরে তোকে বাউণ্ডারি পার করিয়ে দেবো, হতচ্ছাড়া!
সেই ডাস্টবিনটা কোথায় রে, ভোঁদা?



হাঁদা-ভোঁদার
লৌহবর্ম
যাদুঘর
পার্ট-টাইম ছেলে চাই
ভোঁদা একটা বেকারিতে কাজ পেয়েছে আর এই কাজটা পেলে আমিও ইচ্ছেমতো খাওয়ার জন্যে কিছু ইনকাম করতে পারবো।
ঠিক আছে তুমিই করবে। তাহলে তোমার প্রথম কাজ হলো এই লৌহ বর্মটাকে পালিশ করা।
ঠিক আছে।
এই লোহার বর্মটা আমাকে একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছে!
পালিশ
শিগগিরই-
অরক্ষিত অবস্থায় আমি একটা দারুণ কেক পেয়ে গেছি!
কুকুর থেকে সাবধান
ধর, কেলো! কেক চোরটাকে ধর!
কুকুর থেকে সাবধান
ঘেউ! ঘেউ!
হিঃ হিঃ!
ব্যাটা কুকুর আমার কিছুই করতে পারবে না কারণ আমার পায়ে লৌহ বর্মের পা আছে!
খড়াং!
হিঃ হিঃ! সব দাঁত ভেঙে গিয়ে কেলো এখন খেলো হয়ে গেছে। এখন আমি শান্তিতে এটা খেতে পারবো!
যাদুঘরে ফিরে-
বর্মের বুকের প্লেটটা আমি পালিশ করে চকচকে করলে আর একটা অন্য আইডিয়া এসে যাবে।
পালিশ
ঐ যে বেকারি থেকে ভোঁদা কেক নিয়ে যাচ্ছে। আলোর ঝলকানি দিয়ে হতবুদ্ধি করে ওর ট্রেটা ফেলার ব্যবস্থা করি!
ওরফ!



বাঁচাও! আমি দেখতে পাচ্ছি না!
বর্মের বুকের এই প্লেটটাতে আমি এই কেকগুলি জড়ো করি!
অ্যাই, হাঁদা! ওগুলো নিয়ে শিগগির ফিরে আয়!
মরেছে! ভোঁদাটা যে আমায় ধরে ফেললো!
হিঃ হিঃ! আমি এই কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলে যাবো কারণ আমার পায়ে বর্ম রয়েছে!
বাহ! আমি আর ওকে তাড়া করতে পারবো না!
সামান্য কিছু পরে-
কেকগুলি দারুণ ছিলো!
এবার এই অস্ত্রটাকে কোন ভালো জিনিসে বিদ্ধ করা যায় কিনা দেখি!
অ্যাই! ঐ যে সেই কেক চোর, ওকে পাকড়া, ভোঁদা!
উলস্! আমি একটা দারুণ স্পঞ্জ কেক পেয়েছি!
খ্যাঁচ!
এবারে ধরেছি! তোকে হাঁদা!
ইরক্!
ও যাদুঘরে রাখা জিনিস দিয়ে আপনাদের অন্য কাজের লোকের জন্য আমাদের বেকারিতে তৈরি খাবার ও লোপাট করে দিচ্ছে!
বটে! শিগগিরই ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি!
বর্মের শিরস্ত্রাণ মাথায় লাগিয়ে তাতে তালা এঁটে দিয়েছি। এখন ও আর ইচ্ছে হলেও কিছুই খেতে পারবে না!
আর কিছু শুঁকতেও পারবে না! বর্মের প্রায় সব কিছুই ও কাজে লাগিয়েছে, এবার শিরস্ত্রাণটাও কাজে লেগে গেলো, হিঃ হিঃ!
বাহ্!


হাঁদা-ভোঁদার
ভূত দর্শন
তোর চ্যালা বচা যে এতো ভূত বিশ্বাসী আর ভীতু তা তো জানা ছিলো না ভোঁদা!
ও ভূতে বিশ্বাস করে তো করুক না। ওর বিশ্বাসের নিশ্চয় কোন কারণ আছে।
ভূতে তুমি বিশ্বাস করো না, হাঁদাদা! কিন্তু আমার মাসিবাড়ি গেলে তোমার এই ভুল ভেঙে যাবে।
এখন ছুটি। ভূত দেখতে গ্রামে তোর মাসিবাড়ি যাওয়া যেতেই পারে, কি বলিস ভোঁদা!
সেইমতো পরদিন-
শহরের এতো কাছে কি সুন্দর জায়গা রে, বচা!
এবার চলো। একটু এগোলেই বাড়ি।
বাড়িতে কেউ নেই না কি রে, বচা!
না, হাঁদাদা! মাসি মেয়ের বাড়ি গেছেন তবে চাবি আমার কাছে আছে।
ঐ ভূতুড়ে মূর্তিটা ওখানে কেন রে, বচা? ওটাই তোর ভূত না কি?
ওটা কাকতাড়ুয়া হাঁদাদা। কাক পক্ষিদের ভয় দেখানোর জন্যে ওটা রাখা হয়েছে।
কাকতাড়ুয়াটা দেখে একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে। বচা ভূতে বিশ্বাস করে, এবার আমি ঐ কাকতাড়ুয়াটা দিয়েই ওর ভূতে বিশ্বাস ভেঙে দেবো।
সেদিন সন্ধ্যায়-
ঘরে তো খাবার নেই, যাই কাছেই দোকান থেকে খাবার নিয়ে আসি। কিন্তু হাঁদাদাকে দেখছি না, গেলো কোথায়!
আছে কোথাও।
কোঁথা যাঁচ্ছিস রেঁ, বঁচা?
কে-কে! গায়ে হাত দিয়ে কে ডাকলো!


আঁমি রেঁ, বঁচা, কাঁকতাড়ুয়াঁর ভূঁত।
বাবা গো! ভূ-ভূউত! বাঁচাও ভোঁদাদা, বাঁচাও হাঁদাদা!
ওরে কোন ভূত নয় রে, আমি তোর হাঁদাদা! এই দ্যাখ্‌!
ওঃ! যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!
চেল্লাচ্ছিলি কেন রে, বচা?
এই কাকতাড়ুয়া ভূতের ভয়ে। ওকে দেখালাম যে ভূত দেখে ও ভয় পেলো সে আসলে ভূত নয় আমি। তাই ওকে হাতে নাতে বুঝিয়ে দিলাম যে ভূতে বিশ্বাসের কোন মানে নেই।
পরে-
কাল ভোরে গ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে বেরুবো। তোরা যাবি নাকি?
অতো সখ আমার নেই, আমি যাবো না।
সেইমতো পরদিন ভোরবেলা-
এঁতো সঁকালে কোঁথায় যাঁচ্ছো গোঁ, হাঁদাঁদা?
ক্কে-কে!
আঁমি গোঁ, হাঁদাদ্দা! কাঁকতাড়ুয়াঁ ভূঁত।
কি-হচ্ছেটা কি বচা? আমাকে নকল করে ভূত সেজে আমাকেই ভূতের ভয় দেখানো হচ্ছে, হতচ্ছাড়া!
সকালবেলা এতো চ্যাঁচাচ্ছিস কেন রে, হাঁদা?
দ্যাখ্‌না, বচা কাকতাড়ুয়ায় ঢুকে আমার নকল করে আমাকেই ভূতের ভয় দেখাচ্ছে।
কি বাজে বকছিস! বচা ভূত সেজে ভয় দেখাবে কেন, ও এইতো এখানে!
অ্যাঃ! তা-তাহলে ও কে?
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!
ওরে গেছি রে! ঘাড় বুঝি মটকালো রে!
কি হাঁদাদা! বিশ্বাস হলো তো?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
আম পাহারা
এবার আম কম হয়েছে কিন্তু যা-হয়েছে তাও দিন দিন কনে যাচ্ছে। কেন কমছে নজর দিতে হবে।
পরে-
আমার গাছের আম দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। কেউ চুরি করছে কিনা কে জানে। আজ থেকে একটু নজর রাখবি।
আম চুরি হওয়ার দুশ্চিন্তায় দুপুরে ভালো করে ঘুমোতে পারবো না।
কোন চিন্তা নেই আপনি এবার দুপুরে নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন, পিসেমশাই!
পরে-
চল, ভোঁদা, ব্যাপারটা আগে সরেজমিনে দেখে নি।
আরিব্বাস! কি আম রে! একটেরেতে আছে বলে এদ্দিকে আসিনি, তাই দেখিওনি
সব আমেই দেখছি পাক ধরেছে। দু'চারটে আবার পেকে টুস্ টুস্ করছে। আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে, ভোঁদা! তোর আসছে না?
মরেচে! তোর মতলবটা কি বলতো, হাঁদা?
মতলব কিরে। পাহারা দিতে এসেছি বলে দু'চারটে আম খেতে পারবো না!


ওদিকে
পাহারার ব্যাপারে ওদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। একবার নিজে গিয়ে দেখে আসি।
আমাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে বলে গিয়ে হয়তো দেখবো যে বাগানের ধারে কাছে নেই।
এদিকে-
গুলতিতে আমার টিপ দেখিস নি, এখন দেখবি কিরকম প্রতি টিপে আম পড়বে আর খাবো।
পাহারা দিতে এসে আম পেড়েছি জানলে পিসেমশাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড করবে আর সব আম চুরির দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে।
পিসেমশাই এখন শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।
হাঁদা, পেছনে! হাঁদা, পেছনে!
কি পেছনে পেছনে করছিস। এখন পেছনে নয়, সামনে —
—মহাভারতে অর্জুনের সামনে ছিলো পাখির চোখ আর আমার সামনে এখন শুধু আম।
আর আমার সামনে শুধু কান।
ক্কে-কে র‍্যা, কান ধরে টান দিচ্ছে!
অ্যাঁরক্! পিসেমশাই!
কেন, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?
একবার ধরলে ঠিক চিনতে পারবি।
তখন আমার কথা শুনলো না এখন দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে, বেচারা।
অ্যাই, ভোঁদা! দাঁড়িয়ে মজা না দেখে আমাকে উদ্ধারের একটা আইডিয়া বের কর না।


হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের হাত
এখানে বসে কিসের গুলতুনি করছিলে গো, হাঁদাদা, ভোঁদাদা?
ভূতের রে, বচা! হাঁদা ভূতে ভয় পায় না।
সেকি গো, হাঁদাদা! তুমি ভূতকে ভয় পাও না?
আরে দূর, ভূতকে আমি ভয় পাবো কি রে, উল্টে ভূতেই আমাকে ভয় পায়।
জানিস, একবার আমি এক জাঁদরেল ভূতের হাত ভেঙে দিয়েছিলুম। ঘটনা কি হয়েছিলো বলি শোন...
...একবার পিসেমশাই আমাকে একটা কাজে শহরতলির এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে...
...নির্জন রাস্তার ধারের একটা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে একটা লোমশ কালো মুস্কো ভূত আমার পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো, তোর ঘাড় ভেঙে রক্ত খাবো তারপর হাড় মাংস খাবো!
এই বলে ব্যাটা যেই তার লম্বা লোমশ হাত বাড়িয়েছে আর আমিও ঝেড়েছি এক ক্যারাটের প্যাঁচ! হাতটা কনুই থেকে কেটে পড়ে গেলো আর ভূতের ব্যাটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে প্রাণটা নিয়ে পালালো, হাঃ হাঃ হাঃ
আরিব্বাস! তোমার তো দারুণ সাহস হাঁদাদা! তাহলে আমার জানা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে?
কেন নয়, অবশ্যই। ভূতের ভয় তোর গুরু ভোঁদাদাকে দেখাবি।
তাহলে ঐ কথাই রইলো, হাঁদাদা, ভোঁদাদা! কাল সন্ধ্যেবেলা আমি তোমাদের নিয়ে যাবো।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।


সেইমতো পরদিন সন্ধ্যায়-
এই ঘরে তোমাদের রাত কাটাতে হবে, হাঁদাদা!
পরে-
তুই ভয় পাচ্ছিস না তো রে, ভোঁদা?
ঘুম পাচ্ছে রে, হাঁদা! শুয়ে পড়ি।
সেকি রে, শু-শু-শুবি ক্যানো, বসে গপ্প করি আয়। ভয় পাবি না আমি তো আছি।
মরেচে! ভোঁদাটা ঘুমিয়ে পড়লো নাকি! একি! কাঁধে আবার কার হাত!
ওঁরে, বঁজ্জাত হাঁদা! ক্যাঁরাটের কোঁপ ঝেড়ে তুই আঁমার ডাঁন হাঁত ভেঁঙে দিঁয়েছিলি। সেঁই হাঁত ফেঁরত দেঁ।
ওরে বাবারে!
একি রে, হাঁদা! যাচ্ছিস কোথায়?
ওরে গেছি রে! কাটা হাত ফেরত চাইছে রে।
গুল মেরে কি বিপদেই পড়লুম।
দারুণ বুদ্ধি খেলিয়েছিলি বচা। ওর নিজের অস্ত্রেই ওকে ঘায়েল করেছিস। ভূতের ভয়ে বেচারা এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।
হিঃ হিঃ হিঃ!
কিন্তু-
ইরক! ওরে বচা, এটা আবার কোন বচা, রে?
জানি না, ভোঁদাদা-
তবে এটা জানি এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে, ভোঁদাদা! কারণ ওটা নকল নয় আসল।
হিঃ হিঃ হিঃ!


বাহ্! তুই ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে মাত্র এক টাকা ওকে দিয়ে বাকিটা তুই মেরে দিলি কি করে?
সোজা ব্যাপার! ও আমার কাছ থেকে নিয়েছিলো সেটা শোধ হয়ে গেলো।
পাজি! ঘুঁসি মেরে তোর নাক ভেঙে দেবো।
এই গদা! তুই কি কিছু ক্যাশ পেতে চাস?
ভোঁদাটা বড্ড তড়পাচ্ছে। ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দে।
নিশ্চয়ই!
ওফ!
আয় আমরা বাজি ধরি। যে এই পাথরটা দেয়ালের ওধারে ফেলতে পারবে সে জিতবে।
ঘোঁতা! একটু এদিকে আয়তো।
মরেচে! শব্দটা কিসের?
পাথরটা দেয়ালের ওধারে পিলেপাইয়ের নতুন তৈরি টালির চালার ওপর পড়েছে তারই শব্দ।
খড়াৎ!
হাতে নাতে ধরেছি। আমি তোকে পাথরটা ছুড়তে দেখেছি।
হ্যাঁ, কিন্তু হাঁদা আমাকে ছুঁড়তে বলেছে।
হঁক!
একি! নিজে ছুটছিস! তোর কর্মকৌশলকে কাজে লাগিয়ে ছোটবার জন্যে তোর বদলে অন্য কাউকে লাগা।

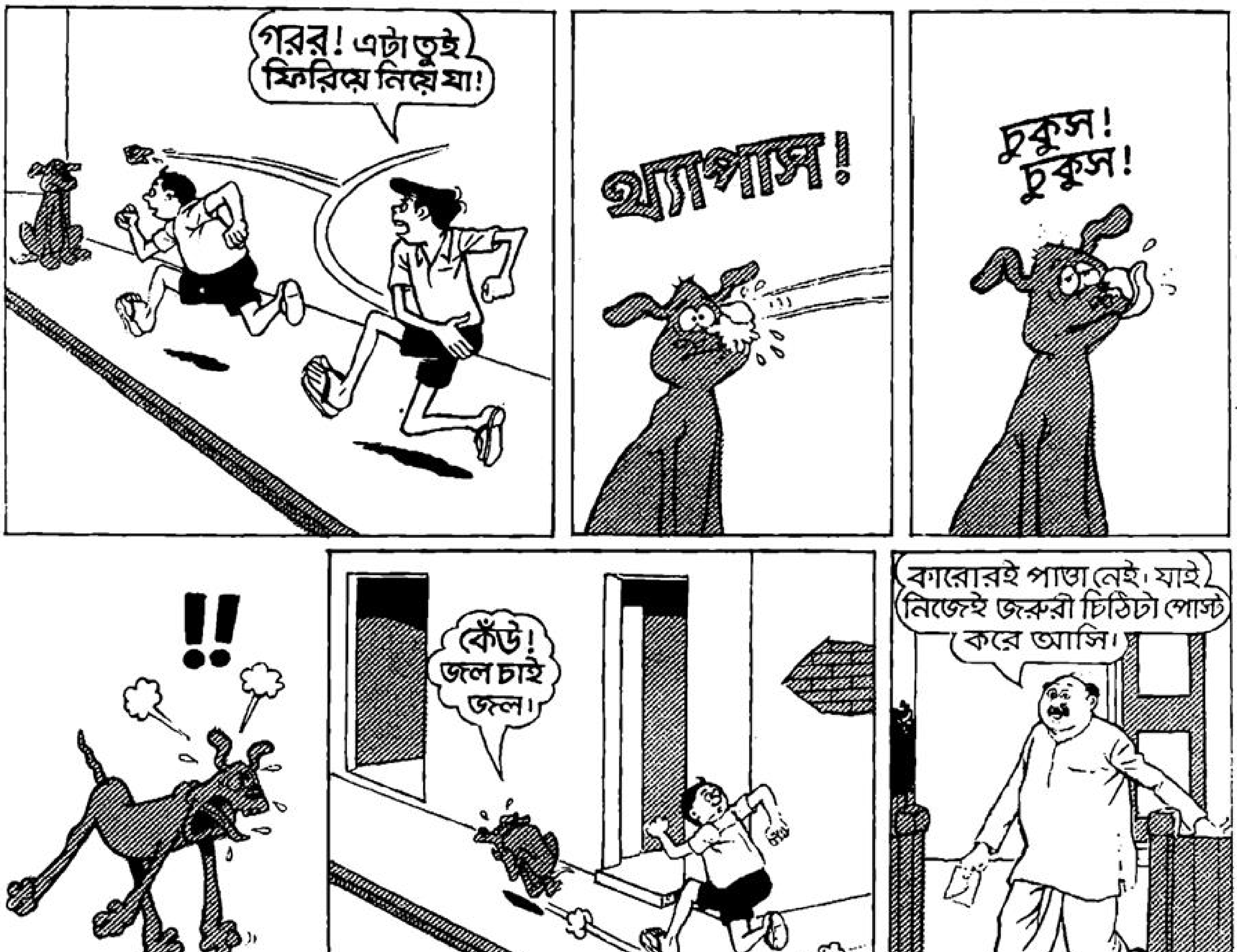

হাঁদা-ভোঁদার
দখলের লড়াই
তুমি কি দলের সঙ্গে এখন খেলতে আসছো, ভোঁদাদা?
এখুনি না। আমি এখন খুব ব্যস্ত রে, বচা!
ওদিকে দ্যাখো, ভোঁদাদা! হাঁদাদা নতুন দল গড়ে তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে আসছে।
এখানে তো দেখছি শুধু ভোঁদা আর বচা!
ভোঁদাটা বুঝি তোদের দলের দলপতি রে, বচা? তোদের দলপতির কি গতি করি দ্যাখ্!
দলের পতির কি অধোগতি দ্যাখ্।
এক লেঙ্গিতেই কাত।
গরর্‌র! আচমকা লেঙ্গি মারায় কোন বাহাদুরি নেই। কিন্তু কোন কাজের ব্যাপারে আমি বেশী চটপটে।
তাই বুঝি!
আমি বাজি রাখছি যে আমি যে কোন কাজ তোর থেকে ভালো আর তাড়াতাড়ি করতে পারবো!
প্রমাণ কর!
তাহলে দেখি এই গুঁড়িগুলো পনেরো মিনিটের মধ্যে কে আগে করাত দিয়ে কেটে ফেলতে পারে!
ঠিক আছে!
মরেছে! তুই এটা কি নিয়ে এলি?
এটা আমার একজন চেনা লোকের চেইন করাত!


এটা এই গুঁড়িগুলোকে কাটছে যেন ওগুলি মাখন দিয়ে তৈরি!
ব্র্যার রর!
এইয়ে! আমি তোর চেয়েও বেশী গুঁড়ি কেটেছি রে বেশী চটপটে আর বেশী তাড়াতাড়ি করনেওয়ালা।
মরেচে!
আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সেটা হলো কে আগে বেশী এইসব কাটা গুঁড়ি আধমাইল দূরে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে পারে!
দৌড়? ঠিক আছে!
তোকে ছাড়িয়ে গেলুম রে, ভোঁদা!
আমরা এসে গেছি আর আমিই প্রথম এসেছি এজন্যে আমিই এখন নয়া দলপতি!
ওক্‌ৎ, উফ্‌!
গুঁড়ির টুকরোগুলি এনে খুব উপকার করেছিস, ভোঁদা। এগুলি দুঃস্থ লোকেদের দরকার হবে। তুই সত্যিকার পরোপকারী বন্ধু!
তুমি চেয়েছিলে তাই কায়দা করে নিয়ে এলুম, টেলকুন্দা!
আমরা মনস্থির করে ফেলেছি, ভোঁদা। যদি ইনস্পেকটর টেলকুন্দা তোর দোস্ত হয় সেক্ষেত্রে আমরা তোকেই সবসময় দলপতি হিসেবে চাইবো!
ধন্যবাদ, বন্ধুরা!
পুলিশ ফাঁড়ি
তাহলে আমার পয়লা ফতোয়া হলো হাঁদাকে গাধার টুপি পরিয়ে দে!
ভোঁদাদা এই টুপিটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলো, হাঁদাদা!
হাঃ হাঃ! তুই একটা চালাক বদমাইশ, ভোঁদা!
দূর 'হ' চামচা কোথাকার!


হাঁদা-ভোঁদার
পুজোর মুখে অনেক প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত লোক চায়,তাহলে পুজোয় কিছু ইনকাম করে ঠাকুর দেখার সঙ্গে বেশ কিছু খাওয়া যায়।
কিন্তু তেমন পাবো কোথায়!
ঐ দ্যাখ্‌, ভোঁদা, মেঘ না চাইতেই জল।
তাহলে চল সত্বর দেখা করতে বলেছে।
আবশ্যক
কর্মঠ ছেলে চাই
সত্বর যোগাযোগ করুন
বটুকেশ্বর বেকারি
ঐ তো বটুকেশ্বর বেকারি।
বটুকেশ্বর বেকারি
চল, ঢুকে পড়ি।
কে তোমরা? কি চাও?
বাইরে দেখলাম আপনারা কর্মঠ ছেলে চাইছেন।
কিন্তু আমাদের তো একজন ছেলে দরকার।
বেশ,তাহলে আমাকে রাখুন।
না-না, আমাকে।
এভাবে হবে না। তোমরা নিজেরা ঠিক করে নাও কে কাজ করবে।
বেশ তাহলে টস্‌ করা হোক,তাতে যে জিতবে সেই কাজটা পাবে।


বলো, হেড না টেল।
হেড!
টেল!
টিং
!
?
এই দ্যাখো টেল।
হেঃ! অযোগ্যটার ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়লো!
শেষ পর্যন্ত আমিই পেলাম।
শোনো, ভোঁদা! তোমার কাজ হচ্ছে ছোট ছোট প্যাকেট কাস্টমারের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। এজন্যে তোমাকে রোজ কুড়ি টাকা আর বাড়ি ফেরার সময় একটা জেলি পিঠে দেওয়া হবে।
প্যাকেটের ব্যাগটা নাও আর এই নাও যাদের দিতে হবে তাদের ঠিকানা। যাও বেরিয়ে পড়ো।
চারঘণ্টা পরে-
এই নাও তোমার টাকা আর এই নাও তোমার খাওয়ার জন্য জেলি পিঠে।
বটুকবাবু বেশ ভালো। এবার সোজা বাড়ি।
ভোঁদা পিঠে নিয়ে বেরোচ্ছে, রাস্তার ধারে ওর জন্যে অপেক্ষা করি।


এবারে বাড়ি গিয়ে এই জেলি পিঠেটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাবে।
তখন টস্ করে কাজটা তুই ফস্ করে বাগিয়ে নিলি, এবার টস্ করে দেখি তোর হাতের পিঠেটা কার মুখে পড়ে।
ওটা আমার মুখেই পড়লো রে, ভোঁদা!
অ্যাই, হাঁদা! কোন সাহসে তুই আমার জেলি পিঠে খেলি?
খেয়েছি বেশ করেছি। তুই আবার আনলে আমি আবার খাবো।
ঠিক আছে, আবার একটা কিনে আনি।
এবারে পিঠে থেকে জেলি বের করে নিয়ে সেখানে লঙ্কাবাটা ভরে দিচ্ছি।
লঙ্কা
বেশ, বেশ! আমি খাবো বলে ভোঁদা আবার একটা জেলি পিঠে নিয়ে আসছে!
অ্যাই! আবার?
বলেছি তো, যতো আনবি ততোই খাবো। হিঃ হিঃ!
চাকুম চুকুম!
ওরে বাবারে! মুখ জ্বলে গেলো রে! অ্যা-অ্যাঃ!


গরর! এটা তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা!
থ্যাপাস!
চুকুস! চুকুস!
!!
কেঁউ! জল চাই জল।
কারোরই পাত্তা নেই। যাই নিজেই জরুরী চিঠিটা পোস্ট করে আসি।
খুব সময়মতো এই দরজা দিয়ে ঢুকে গা ঢাকা দিতে পেরেছি!
ওকৎ! গেছিরে!
ওমফ্!
হতচ্ছাড়া বোম্বেটে, কাজের বেলা খোঁজ নেই, এখন এসেছে পেটে ঢুঁ মারতে।
মরেচে! ভোঁদাটা পিসেমশাই হয়ে গেলো কি করে!



হাঁদা-ভোঁদার
লেখা প্রতিযোগিতা
শোনো, আগামী কাল আমরা একটা হাতের লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি, আর তোমরা সবাই তাতে অংশগ্রহণ করবে। প্রধানশিক্ষক মহাশয় বিচার করবেন।
আমি তোর এটা ধার নিচ্ছি, ভোঁদা!
অ্যাই, হচ্ছেটা কি, হাঁদা!
আমি আগেই তোর খাতায় একটু প্র্যাকটিশ করছি রে, ভোঁদা! হেঃ হেঃ!
আরে, না-না! কালি দিয়ে নয়!
মাস্টারমশাই একটা উজবুক
ঠিক আছে, আমি পেনসিলই ব্যবহার করবো। তবে আগে ওটা ছুঁচোলো করে নিতে হবে।
হতভাগা, বেল্লিক কোথাকার!
হ্যাঁ, এবার পেনসিল যথেষ্ট ছুঁচোলো হয়েছে!
আরফ!
গরর! তুই খুবই মস্তানী করছিস, হাঁদা!
মরেচে! হেডস্যার আসছেন!
আমি কি ক্লাশঘরে বসে আমার লেখা প্র্যাকটিশ করতে পারি, স্যার?
অবশ্যই পারো ভোঁদা।


হাত মেলা, ভোঁদা। শেষপর্যন্ত তুই-ই তো জিতবি।
অ্যাঃ? ইয়ে-ঠিক আছে, হাঁদা!
আ-আরফ্! আমার হাত!
হেঃ হেঃ! মনে হচ্ছে এবার তোর লেখা তুই আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, ভোঁদা!
তুইও আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, হাঁদা!
ওরফ্!
দড়াম!
ওরে হাতটা গেলো রে!
রাস্তাটা কিন্তু তুই-ই দেখিয়েছিস, হাঁদা!
খুব ভালো হয়েছে, ভোঁদা! চমৎকার! তুই জিতেছিস!
ধন্যবাদ, স্যার!
এই হিজিবিজি কিসের? কে লিখেছে?
হাঁদা, স্যার!
হিঃ হিঃ! এবার হাঁদাকে পা দিয়ে একশো লাইন লিখতে হবে!
আমি অবশ্যই সঠিকভাবে লিখতে শিখবো


হাঁদা-ভোঁদার
বোঝাবহন
মুদিখানার এতো মাল আমি একলা নেবো কি করে রে, ভোঁদা! তুই একটু হাত লাগা।
সময় নেই। কাল ফুটবল ম্যাচ আছে, প্র্যাকটিস্ করতে যাচ্ছি।
আবার দোকানে ফিরে গিয়ে-
আমি একা এই বোঝা নিয়ে যেতে পারছি না। আমি দুজন সাহায্যকারী নিয়ে আসছি।
আমি ঐ দুজনকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতছি, ডচকা! তুই পার্কের ওধারে গিয়ে শুধু এই হুইসিলটা বাজাবি।
ফুটবল খেলা নিষেধ
ঠিক আছে!
সেইমতো-
পিইইইপ!
মরেচে! পুলিশের বাঁশি মনে হচ্ছে। নিষিদ্ধস্থানে বল খেলেছি, তাই চলো পালাই, ভোঁদাদা!
এটা গুরু আর চ্যালা দুটোকেই শিক্ষা দেবে।
দমাস!
কিন্তু-
এ তো পুলিশের বাঁশি যা এখুনি শুনলাম। ওখানে নির্ঘাত কোন গোলমাল হয়েছে।
আঁইউরফ়!
হিঃ হিঃ! শান্তিরক্ষক-মশাই হাঁদাটাকে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে।
দড়াম!
ওরফস্!



পরে-
আরে, গাছে একটা আপেল ধরে আছে! রসালো আপেল আমি খুব ভালোবাসি, বচা।
বেশ! আমি তোমার কাঁধে উঠে ওটা পাড়বো।
মজার ব্যাপার, এটা ডালের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, ভোঁদাদা!
উয়ো!
ওয়াহ্!
উফ্ফস!
হিঃ হিঃ! আমি দোকান থেকে কেনা একটা আপেল ডালে বেঁধে রেখেছিলাম।
দড়াম!
দোকানে ফিরে-
তোরা দুজনে এখন দুটো ঘোড়ার মতো বাঁধা, সুতরাং মাল বয়ে নিয়ে চল।
শোনো, ভোঁদাদা! যদি আমরা মালপত্র ফেলে দিই তাহলে যখন হাঁদা ওসব কুড়োবে সেইতালে আমরা পালাবো।
ঠিক আছে।
ঠিক বলেছিস, বচা। সব ফেলে দিয়ে দৌড় লাগা!
হোঃ হোঃ! ওরা ভুলে গেছে যে ওরা দুজনে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, তাই দুজনে ল্যাম্পপোস্টের দুপাশ দিয়ে ছুটতে ল্যাম্পপোস্টটাই ওদের আটকে দিলো।
ঢকাং!
বাহ্! এ তো উলটো বুঝলি রাম হয়ে গেলো - এখন আমাকে মালপত্রের সঙ্গে ফাঁকিবাজ গুরু আর চ্যালাটাকে ঠ্যালায় করে বইতে হচ্ছে!
বুঝলি, বচা! ভালোই হয়েছে আমাদের আর হাঁটতে হচ্ছে না, হেঁঃ হেঁঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
পুরস্কার প্রাপ্তি
ওঃ! কি সাংঘাতিক ঝলসে দেওয়া গরম! যে কোন রকমে ঠাণ্ডা হবার উপায় বের করতে হবে।
বরফ দিয়ে শরবৎ তৈরি করি।
এই যাঃ! প্লাস্টিকের ট্রে থেকে একটা বরফখণ্ড ছিটকে বেরিয়ে গেলো।
মরেছে! ওটা যে পিসেমশাইয়ের ফতুয়ার ভেতরে ঢুকে গেলো!
আরররহ্!
শিগগির ফিরে আয় বলছি!
ঘরের ভেতরে আমার পক্ষে পিসেমশাইয়ের জন্যে আরো বেশী গরম!
একটু পরে
বাঃ! এইতো! দাঁড়া, আমি জামাটা খুলে আসি তারপর তুই ঐ জলের ফোয়ারা দিয়ে আমাকে ভিজিয়ে দে।
ওঃ, দারুণ! এখন বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা লাগছে।
হিঃ হিঃ! অন্য কলটা এবার ঘুরিয়ে দি।
গেছিরে! গরম জলে!



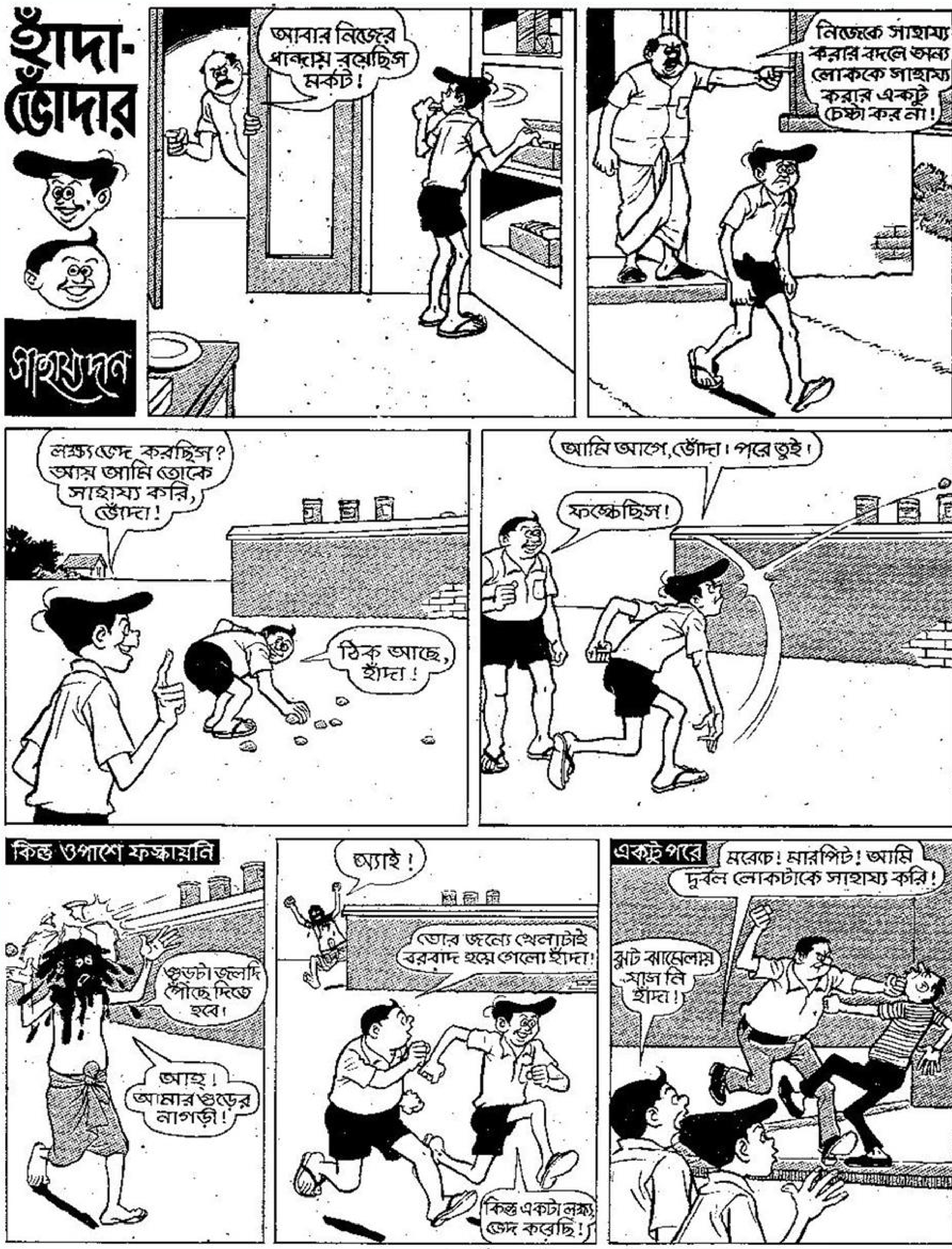
হাঁদা-ভোঁদার
রংয়ের লড়াই
কাল দোল। বেলুনে রং ভর্তি করে রাখি। কাল এই বেলুন দিয়ে ভোঁদাটাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে দেবো।
হাঁদার বেলুন অ্যাটাক ঠ্যাকাতে আমাকেও তৈরি থাকতে হবে।
রং
পরদিন যখন রংয়ের খেলা শুরু হলো-
এইরে! হাঁদা যে!
হ্যাঁ, আমি। এটা তোকে দেবার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ভোঁদা-
-এই নে-**হিঃহিঃ!**
ফস্কেছিস! তোর হাতের টিপ সুবিধের নয়, হাঁদা!
আমাকে দেখতে হবে কেউ যেন অনিচ্ছুক কারোর গায়ে রং না দেয়, অশান্তি না করে।
একজন শান্তিরক্ষক এদিকে আসছেন। এবারে এই শান্তি-রক্ষকই আমাকে রক্ষা করবেন।
অশান্তি হচ্ছে না তো বাচ্চু?
না।
এবারে আর ফস্কাবে না, ভোঁদা-আ-আ-!
থ্যাপাস!
অ্যাই মরেচে! পুলিশের গায়ে রং!
গরর! শান্তিরক্ষকের মুখে রঙের বেলুন ফাটানো! দেখাচ্ছি এর কি মজা!


পুলিশের মুখে রং মাখিয়ে পালাবি কোথায়? তোকে আমি ধরবো ঠিকই!
মরেছে! কোথায় যে আত্মগোপন করি!
এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করি।
গেলো কোথায় উচ্চিংড়েটা! তক্কে তক্কে থেকে ঠিক ধরবো! যাবে কোথায়?
ভাগ্যিস ঝোপে বসে এই প্ল্যানটা মাথায় এসেছিলো! এখন সামনে এলেও চিনতে পারবে না, হিঃ হিঃ!
শেষে নিজের মুখে নিজেকেই রং মাখতে হলো রে, হাঁদা?
হিঃ হিঃ! দ্যাখ ভোঁদা! কাছে থেকেও চিনতে পারছে না আমাকে!
কোথায় যে গেলো বদমাশটা!
হঠাৎ-
ফ্যাচাৎ!
এইতো পাজিটা! রংয়ে মুখটা ঢাকা ছিলো তাই বুঝতে পারিনি, এবার গাড়ির চাকা জল ছেটানোয় রং ধুয়ে মুখ বেরিয়ে পড়েছে!
ওঁক্‌ৎ!
অ্যাই, ভোঁদা! দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস, আটকাতে পারছিস না?
মাথা খারাপ নাকি? পুলিশ আটকাতে গিয়ে ফাটকে আটক হই আর কি!


হতচ্ছাড়া মর্কট! একটা আমার পিঠের মধ্যে বরফ ঢুকিয়ে পালালো, আর তুই আমার চান করার গরম জল নষ্ট করলি। এই দ্যাখ্ মজা!
এবার সত্যিকার ঠাণ্ডা হবার ভালো জায়গায় কথা মনে পড়েছে।
এই হচ্ছে সঠিক জায়গা। এবার কিছুক্ষণ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াই।
দ্যাখ্, ভোঁদা! তোকে ঠাণ্ডা করার জন্যে এবার জলের ঝাপটা লাগাচ্ছি।
হতভাগা, জামাটা ভিজিয়ে দিলি!
তবে আমিও তোকে বালির ঝাপটা দিলুম।
বালিতে লাথি ছুঁড়তে গিয়ে আঙুলে আবার কি আটকালো —
আরে! এযে একটা আংটি!
তুমি চমৎকার ছেলে। আমি আজ সকালে ঐ আংটিটা হারিয়েছি, আর সারাদিন ধরে খুঁজছি। এই নাও পুরস্কার।
ইঃ!
আইসক্রীম
আঃহা! এবারে আমি একেবারে সত্যিই ঠাণ্ডা হয়েছি হাঁদা— ভিতরে এবং বাইরে!


হাঁদা-ভোঁদার
মাসতুতো ভাই
আমাদের বাড়িতে যখন থাকছিস আর এসব দিয়ে যে খ্যাঁটলের জিনিস তৈরি হয় তাতে ভাগ বসাবি, তাই হাত লাগিয়ে একটু সাহায্য কর না।
সময় নেই হাঁদাদা। আমরা খেলতে যাচ্ছি!
আবার মুদিখানায় ফিরে
এই গন্ধমাদন একলা নিতে পারছি না। আমি দুজনে সাহায্যকারী নিয়ে আসি।
আমার ঐ মাসতুতো ভাই দুটোর জন্যে আমি ফাঁদ পেতেছি, ভোঁদা। তুই পার্কের ওধারে গিয়ে এই হুইসিলটায় ফুঁ লাগা।
বল খেলা নিষিদ্ধ
আচ্ছা!
এবং
পিইইপ!
এইরে! পাহারাওয়ালার হুইসিল বলে মনে হচ্ছে! চল পালাই!
হাঃ হাঃ! আশা করি এতেই দুজনের শিক্ষা হয়েছে!
কিন্তু
জুড়িদারের হুইসিল। নির্ঘাত ওখানে কোন ঝামেলা পাকিয়েছে।
হিঃ হিঃ! সিপাইজী হাঁদুদাকে একেবারে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে!
উফ!


পরে
বাঃ! ঐ রকম পাকা আম আমার খুব পছন্দ!
ঠিক! আমি তোর কাঁধে উঠে ওটা পাড়বো।
আশ্চর্য! আমটা ডালে বাঁধা রয়েছে!
এই রে!
হাঃ হাঃ! দোকান থেকেই আনা একটা আমকে আমি গাছে টোপ হিসেবে ঝুলিয়েছি!
আবার দোকানে ফিরে
তোদের দুজনকে ঘোড়ার মতো একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে, এবারে মাল নিয়ে বাড়ি চল।
(ফিসফিসিয়ে) যদি আমরা এসব ফেলে দি তাহলে ও যখন এগুলি কুড়োবে সেই তালে আমরা পালিয়ে যাবো।
ঠিক! সব ফেলে দিয়ে পালা!
হিঃ হিঃ! ওরা ল্যাম্প পোস্টের দুপাশ দিয়ে দৌড়োবার সময় ভুলে গিয়েছিলো যে ওরা দুজনে একসঙ্গে বাঁধা।
ঠকাস!
হাঁদা, সেই তোকেই সব বয়ে নিতে হলো। তবে এবার বোঝার ওপর আবার মাসতুতো ভাই হাঃ হাঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
সাহায্যদান
আবার নিজের ধান্দায় রয়েছিস মর্কট!
নিজেকে সাহায্য করার বদলে অন্য লোককে সাহায্য করার একটু চেষ্টা কর না!
লক্ষ্যভেদ করছিস? আয় আমি তোকে সাহায্য করি, ভোঁদা!
ঠিক আছে, হাঁদা!
আমি আগে, ভোঁদা। পরে তুই।
ফস্কেছিস!
কিন্তু ওপাশে ফস্কায়নি
গুড়টা জলদি পৌঁছে দিতে হবে।
আহ্! আমার গুড়ের নাগড়ী!
অ্যাই!
তোর জন্যে খেলাটাই বরবাদ হয়ে গেলো হাঁদা!
কিন্তু একটা লক্ষ্য ভেদ করেছি!
একটু পরে
মরেছে! মারপিট! আমি দুর্বল লোকটাকে সাহায্য করি!
ঝুট ঝামেলায় যাস নি হাঁদা!



হাঁদা-ভোঁদার
স্কুল নাটক
ব্যায়ামাগার
চঞ্চলকুমার স্কুল অভিনয় অদ্য অভিনেতা নির্বাচন
আশা করি স্কুল অভিনয়ে আমি একটা ভালো পার্ট পাবো।
দাঁড়া আর তোর হাতের ওটা আমার হাতে দে!
আমি তোর চকোলেটটা নিলুম ভোঁদা!
হাঁদা! তুই ভড়কি মেরে আমার চকোলেট নিয়ে নিলি!
আমি শুধু নাটকের ডাকাত চরিত্রের রিহার্সাল দিচ্ছিলুম। আমাকে ঐ চঞ্চলকুমারের পার্টটা পেতেই হবে!
পরে
চঞ্চলকুমারের সঙ্গে এরকম একটা পিস্তল থাকবে! সত্যি এটা দারুণ রোমাঞ্চকর!
মুখে মুখোশ থাকলে আরো ভালো হয়। এই যে তোর জন্যে একটা এনেছি ভোঁদা!
অ্যাই!
ওরে বাবা! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না
পাবি না তো। কারন মুখোশের চোখের কাছে ফুটো করা হয় নি।
এসবের সঙ্গে আবার একটা ঘোড়ারও দরকার। তুই ঐ জিমনাস্টিকের ঘোড়ায় গিয়ে চাপ।
উফ্!

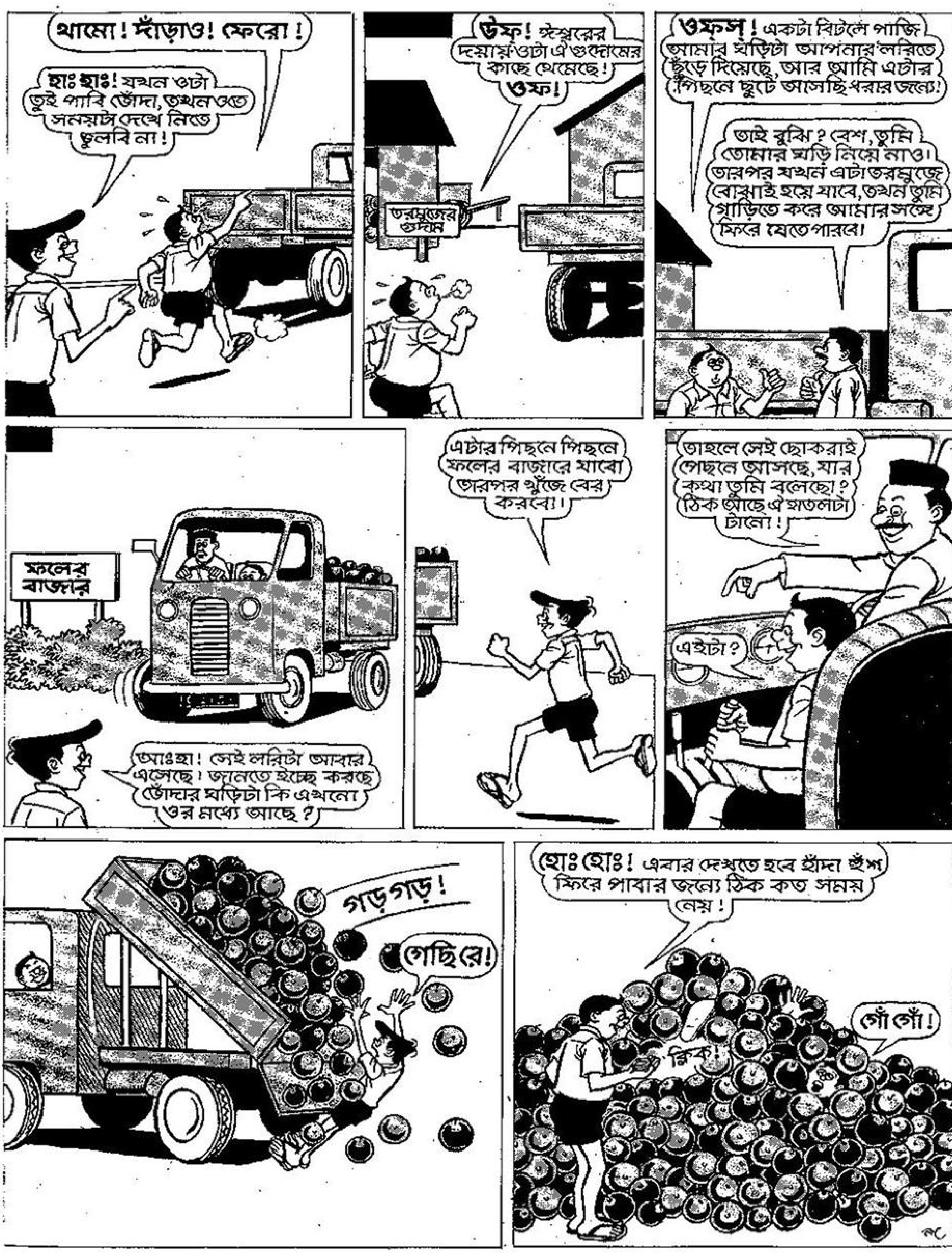

লোককে সাহায্য করতে বেরিয়েছি, ভোঁদা! আর সবলের কবলথেকে দুর্বলকে রক্ষা করা তো কর্তব্য। তাই—
—এই ইঁট দিয়েই ওকে টিট করে দেবো!
তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দোস্ত! যাকে তুমি ইঁট মেরে ফিট করে ফেলেছো, ও হলো একজন গোয়েন্দা।
অ্যাই মরেছে!
আঃ! জঞ্জাল ফেলার লোককে সাহায্য করার একটা সুযোগ এসেছে ভোঁদা।
জঞ্জাল গাড়ি
কিন্তু লোকটা কোথায় গেলো?
গেছে হয়তো এদিকে ওদিকে। আমি ওর কাজটা সেরে ফেলি।
আরে, আরে!
পরিস্থিতি খুব খারাপ হাঁদা, সরে পড়!
এই বাছাধন, ধরেছি!
ওরে বাবা! এযে সেই গোয়েন্দা!
এর পর আমার পালা!
অ্যাই ভোঁদা! তোর গোদা পায়ের কিক ঝেড়ে আমাকে কেড়ে নিয়ে যা না রে!
কোন চান্স নেই হাঁদা। আগের ভাগীদাররা সব এসে গেছে!


হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের থাবা
সিনেমাটা খুব লোমহর্ষক হবে ভোঁদা!
কিন্তু আমাদের টিকিটের পয়সা নেই।
সিনেমা ঘর
অদ্য চলিতেছে
ভূতের থাবা
কুছপরোয়া নেই! এটা আমাকে মজা করার জন্যে একটা দারুণ আইডিয়া জুগিয়েছে। আমি একটা বড় কোঁচকানো হাত তৈরি করবো।
চিড়িয়াখানায়
আমার তৈরি থাবা পরীক্ষা করার এই উপযুক্ত জায়গা!
প্রবেশ মূল্য দেবার স্থান
গর্‌র্‌র্‌র!
আঁ আঁ আঁ!
বাঁচাও! ঘাড় মটকালো!
হোঃ হোঃ! যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী কাজ দিয়েছে!
কি হয়েছে গুল্লুবাবু?
একটা লোমশ জন্তু বোধহয় ছাড়া পেয়েছে!
ওটাকে পাকড়াবার জন্যে টোপ হিসেবে খাদ্য দিয়ে রাখি।
গোঁয়াক!
বাপরে! এ সেই লোমশ বর্বরটা!


পাজি, নচ্ছার! তুই ভয় পাইয়ে আমার পিলে চমকে দিয়েছিলি হতচ্ছাড়া! দেখাচ্ছি মজা!
হিঃ হিঃ! ওর হাত থেকে পড়ে যাওয়া কলা আমি কায়দা করে হস্তগত করেছি।
ভোঁদাটা তাড়া খেয়েছে। আমি ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করি!
আমাকে বোকা বানাতে পারবি না, ভোঁদা! আমি জানি এ হচ্ছিস তুই!
ওরে বাবা! এ যে একটা দৈত্য গরিলা!
উঙ্গা, বুঙ্গা, গুঙ্গা!
মরেছে! এ ব্যাটা যে আমার সঙ্গে ভাগ করে কলা খেতে চাইছে— গপাৎ!
তোর খাঁচায় ফিরে চল রে ঘটোৎকচ!
এবার বুঝেছি কে লোমশ হাত দিয়ে ভয় দেখিয়েছে!
থাবাটা পেয়ে থাবড়াগুলো লাগাতে বেশ সুবিধা হচ্ছে!
আঁউ!
সিনেমার ভূতের থাবা কি রকম দেখতে পাই নি, হাঁদা, কিন্তু তোর তৈরি থাবা সত্যিই লোমহর্ষক! তোর পশ্চাৎদেশে যখন পড়ছিলো তখন গাছের আড়াল থেকে শিউরে শিউরে উঠছিলাম মাইরি!
আহ্!

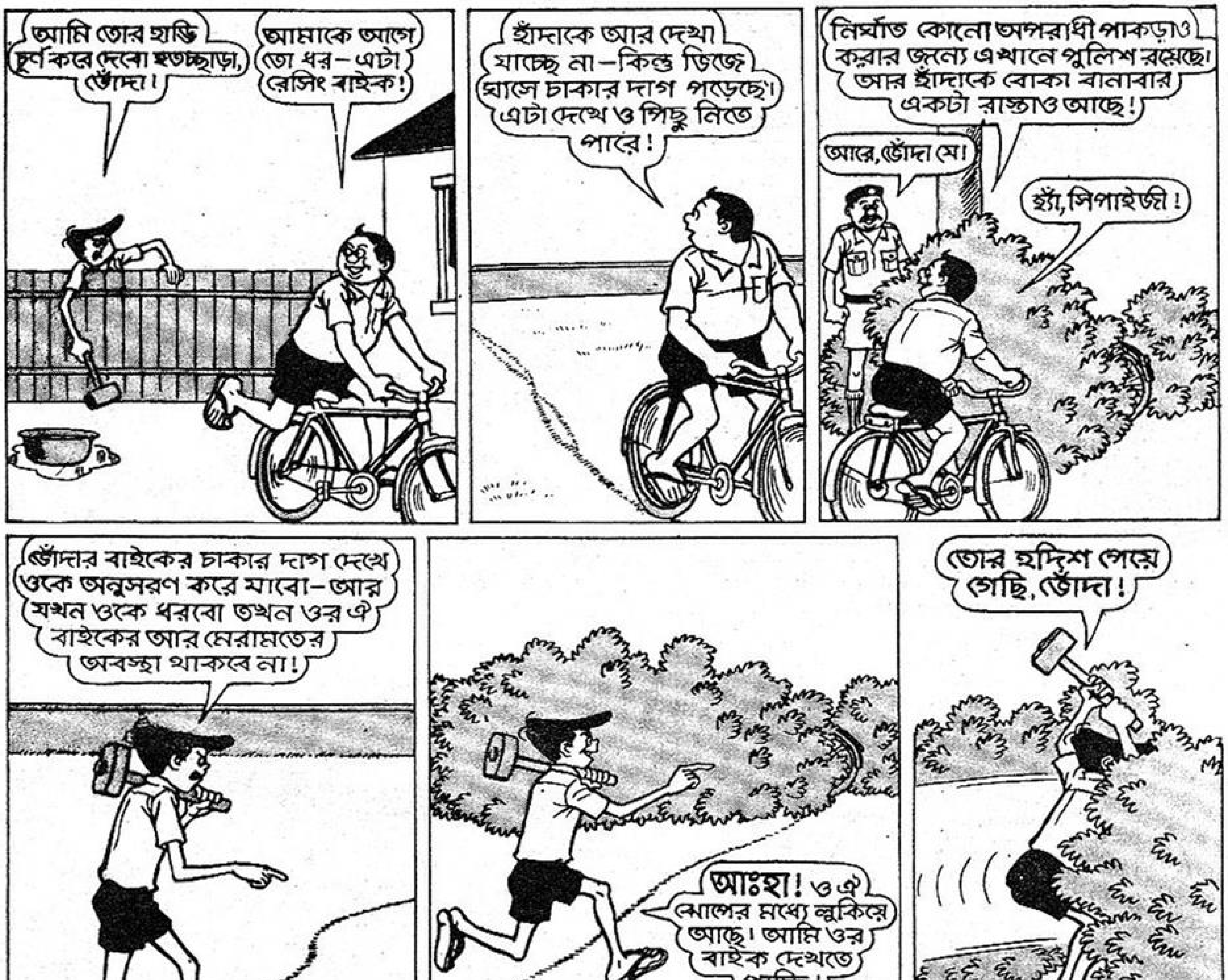


হাঁদা-ভোঁদার
স্টপ-ওয়াচ
আমার নতুন স্টপ-ওয়াচটা তোর কেমন লাগছে রে, বচা?
ওঃ! দারুণ, ভোঁদুদা!
আমাকে ওটা দেখতে দে, ভোঁদা!
মরেচে! হাঁদা!
এবার দেখবো তোদের মধ্যে কে আগে ছুটে গিয়ে আবার আমার কাছে ঘুরে আসতে পারে!
না, তোর ওসব বুকনি চলবে না, হাঁদা! আমি ওটা না নিয়ে এখান থেকে এক চুলও নড়ছি না।
ঠিক আছে; নড়িস কিনা দেখি— এই তোর ঘড়ি আমি বেড়ার ওধারে ফেলে দিলুম! পারিস তো তুলে নিয়ে আয়।
আমি শুধু তোকে বেড়া টপকাতে সাহায্য করলুম, ভোঁদা। হিঃ হিঃ!
গেছি রে!
বাঁচাও! এটাকে কেউ আটকাও!
ঘড়ি আমি ফেলিনি তোকে ধোঁকা দিয়েছি। এই যে! আমি ঘড়িটা চালিয়েছি।
ক্লিক!
আমার ঘড়িটা আমাকে ফিরিয়ে দে, হতচ্ছাড়া!
অল্প দূরত্বে তুই বড্ড ঢিলে ভোঁদা...
এবার দেখি লম্বা দূরত্বে তুই কি করিস!
অ্যাই! আমার ঘড়ি!

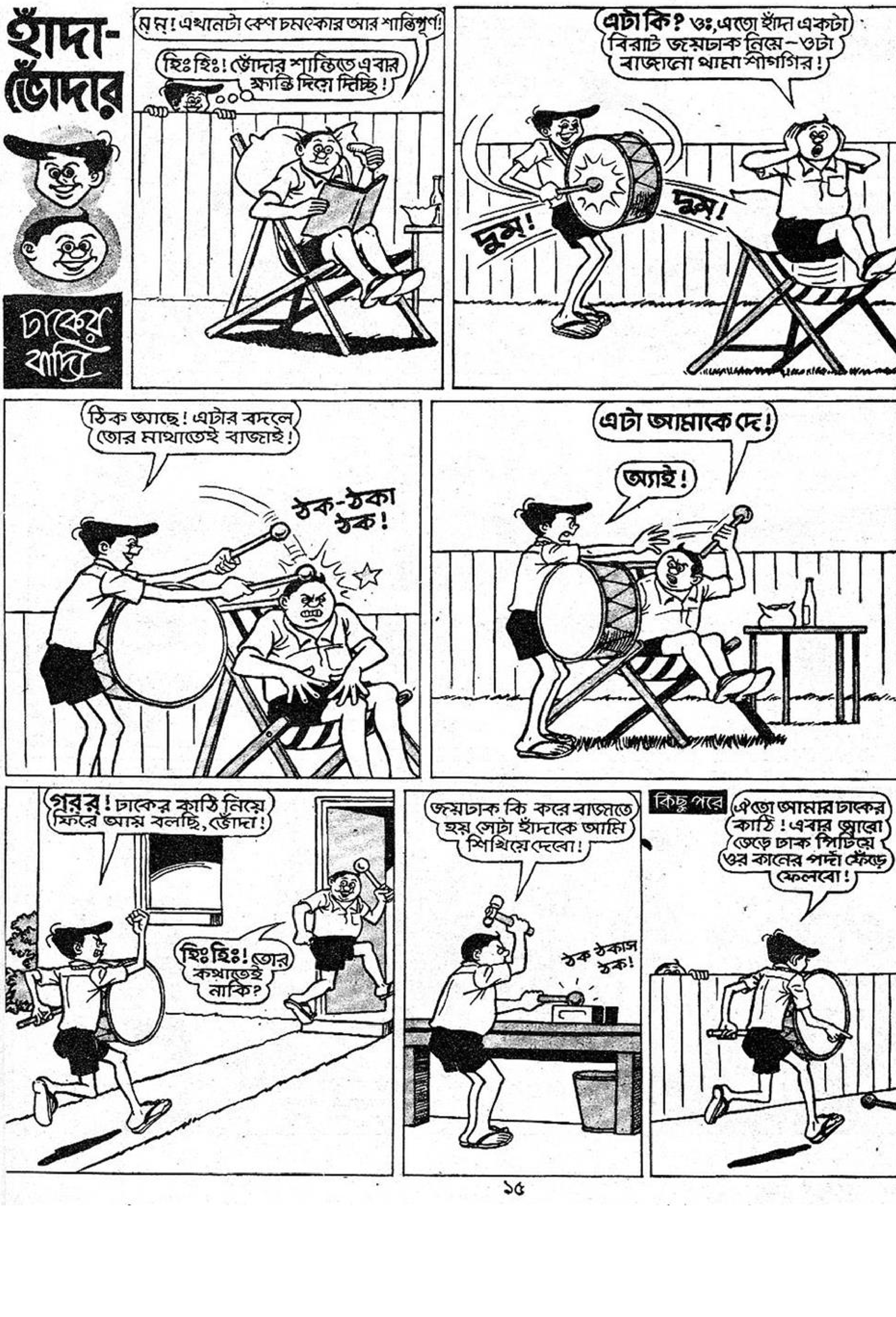


থামো! দাঁড়াও! ফেরো!
হাঃ হাঃ! যখন ওটা তুই পাবি ভোঁদা, তখন ওতে সময়টা দেখে নিতে ভুলবি না!
উফ! ঈশ্বরের দয়ায় ওটা ঐ গুদোমের কাছে থেমেছে! ওফ!
তরমুজের গুদাম
ওফ্‌স্‌! একটা বিটলে পাজি আমার ঘড়িটা আপনার লরিতে ছুঁড়ে দিয়েছে, আর আমি এটার পিছনে ছুটে আসছি ধরার জন্যে!
তাই বুঝি? বেশ, তুমি তোমার ঘড়ি নিয়ে নাও। তারপর যখন এটা তরমুজে বোঝাই হয়ে যাবে, তখন তুমি গাড়িতে করে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে।
ফলের বাজার
আঃহা! সেই লরিটা আবার এসেছে! জানতে ইচ্ছে করছে ভোঁদার ঘড়িটা কি এখনো ওর মধ্যে আছে?
এটার পিছনে পিছনে ফলের বাজারে যাবো তারপর খুঁজে বের করবো।
তাহলে সেই ছোকরাই পেছনে আসছে, যার কথা তুমি বলেছো? ঠিক আছে ঐ হাতলটা টানো!
এইটা?
গড়গড়!
গেছি রে!
হোঃ হোঃ! এবার দেখতে হবে হাঁদা হুঁশ ফিরে পাবার জন্যে ঠিক কত সময় নেয়!
ক্লিক!
গোঁ গোঁ!


হাঁদা-ভোঁদার
বাইক বিভ্রাট
আমি আমার বাইক ঠিক করে ফেলেছি। এবার চাকায় পাম্প করার আগে হাতটা ধুয়ে নি।
পাম্পটায় একটুখানি এদিক আর ওদিক, আর এতে মজা হবে দারুণ।
উফ্! ওফ্স্! আফ্স! মনে হচ্ছে পাম্পটা এঁটে গেছে।
মরেচে! আমার হাত ফস্কে গেলো— বাপ রে! আমার নাক!
হাঃ হাঃ! আমি পাম্পটায় একটু কায়দা করেছিলাম, ভোঁদা। আর তাতেই তোর নাকটা গোদা হয়ে উঠেছে!
এবার আমি তোর সারা মুখে নোংরা জল লাগাবো, হাঁদা!
আপ্লুপ্স্!



আমি তোর হাড্ডি চূর্ণ করে দেবো হতচ্ছাড়া, ভোঁদা।
আমাকে আগে তো ধর—এটা রেসিং বাইক!
হাঁদাকে আর দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু ভিজে ঘাসে চাকার দাগ পড়েছে। এটা দেখে ও পিছু নিতে পারে!
নির্ঘাত কোনো অপরাধী পাকড়াও করার জন্যে এখানে পুলিশ রয়েছে। আর হাঁদাকে বোকা বানাবার একটা রাস্তাও আছে!
আরে, ভোঁদা যে।
হ্যাঁ, সিপাইজী!
ভোঁদার বাইকের চাকার দাগ দেখে ওকে অনুসরণ করে যাবো—আর যখন ওকে ধরবো তখন ওর ঐ বাইকের আর মেরামতের অবস্থা থাকবে না!
আঃহা! ও ঐ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমি ওর বাইক দেখতে পাচ্ছি!
তোর হদ্দিশ পেয়ে গেছি, ভোঁদা!
এটা আর এখন রেসের বাইক নেই, ঠিক কিনা?
হরক! আমার বাইক!
পাজি! মর্কট! পুলিশের বাইক ভেঙেছিস! এজন্যে পাঁচ বছর তোকে ঘানি ঘোরাতে হবে!
ওয়াহ! সত্যি করে বলছি, সিপাইজী! বাইক বিভ্রাট ঘটিয়ে ভোঁদা আমাকে ফাঁসিয়েছে!
হাঃ হাঃ! হাঁদাকে ধাঁধায় ফেলে দারুণ জব্দ করা গেছে।


হাঁদা-ভোঁদার
ঢাকের বাদ্যি
ম্ ম্! এখানটা বেশ চমৎকার আর শান্তিপূর্ণ!
হিঃ হিঃ! ভোঁদার শান্তিতে এবার ক্ষান্তি দিয়ে দিচ্ছি!
এটা কি? ওঃ, এতো হাঁদা একটা বিরাট জয়ঢাক নিয়ে—ওটা বাজানো থামা শীগগির!
দুম্!
দুম্!
ঠিক আছে! এটার বদলে তোর মাথাতেই বাজাই!
ঠক-ঠকা ঠক!
এটা আমাকে দে!
অ্যাই!
গরর্! ঢাকের কাঠি নিয়ে ফিরে আয় বলছি, ভোঁদা!
হিঃ হিঃ! তোর কথাতেই নাকি?
জয়ঢাক কি করে বাজাতে হয় সেটা হাঁদাকে আমি শিখিয়ে দেবো!
ঠক ঠকাস ঠক!
কিছু পরে
ঐতো আমার ঢাকের কাঠি! এবার আরো জোরে ঢাক পিটিয়ে ওর কানের পর্দা ফেঁড়ে ফেলবো!



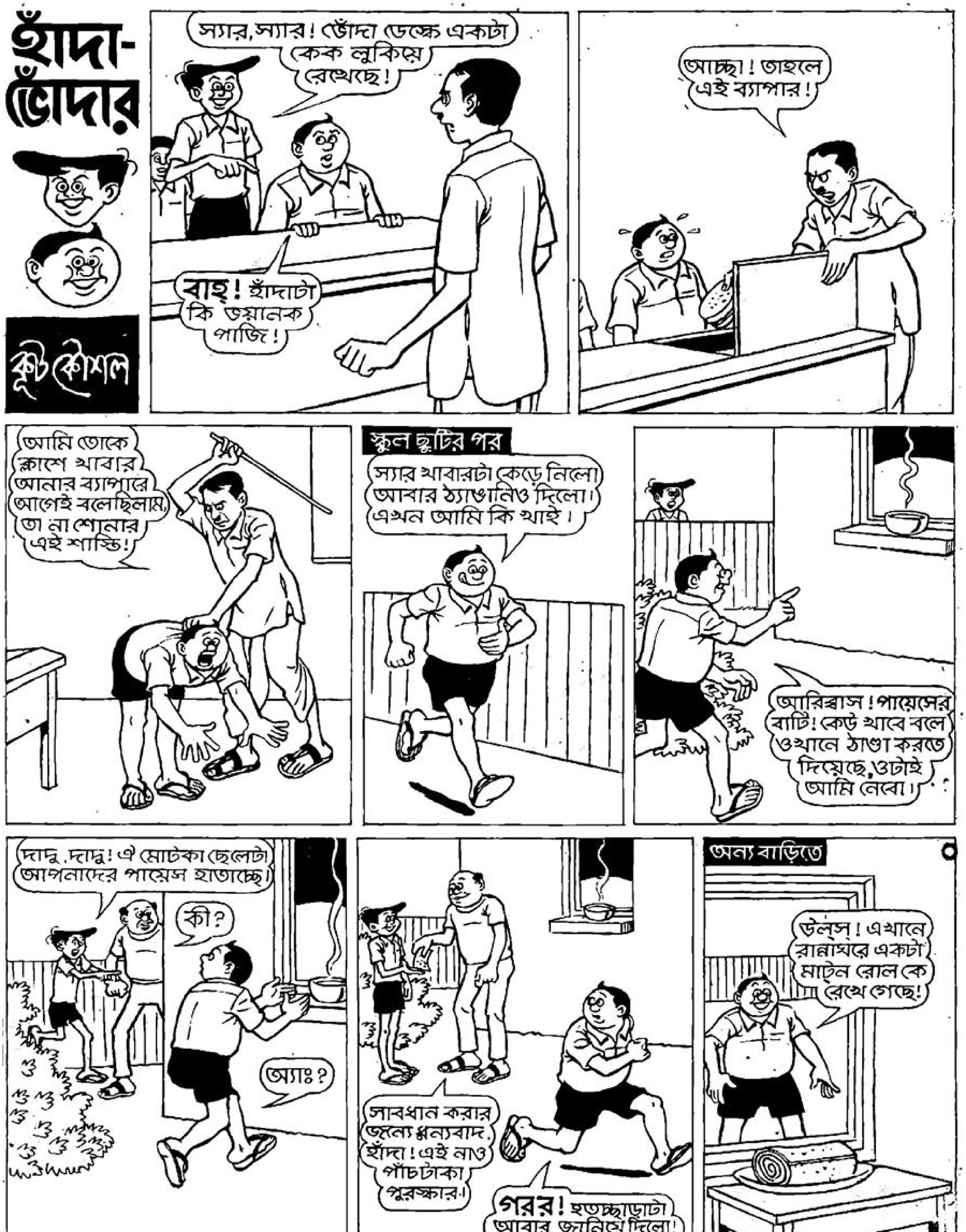
মরেছে! ব্যাপারটা কি ঘটলো?
হিঃ হিঃ! তোর ঢাক বাজনাবার কাঠির মাথায় আমি একজোড়া পেরেক লাগিয়ে দিয়েছিলাম!
গর্‌র্‌!
এই মুঠো যখন তোকে ধরবে তখন তোকে ঘুঁটো করে ছেড়ে দেবে!
হেঃ হেঃ! পারিস তো আমাকে ধর, হাঁদা!
হাঃ! ও এই বেড়ার ওপাশে রয়েছে!
বাহ্‌! কোথায় ভোঁদা? ঐ যে ওটার মধ্যে ওর টফি আর লেমোনেড রয়েছে– আমি ওগুলি নেবো!
আঃ! পেয়েছি!
তেল
এই যে আমি এখানে হাঁদা!
ইর্‌ক্‌! বাঁচাও!
তেল
ওর মধ্যে পাক খাওয়ার পরে দেখি ও আর ঢাক বাজাতে পারে কিনা!
বাবারে! গেছিরে!
ওঃহ্‌! আমি কোথায়?
হেঃ হেঃ! হাঁদার ঢাকের জাঁক গেছে!


হাঁদা-ভোঁদার
ম্যাজিকের কৌশল
আমি ছোটদের ম্যাজিকের সরঞ্জামের নতুন একটা বাক্স পেয়েছি। আর সব কৌশলই কাজ করে।
ম্যাজি সরঞ্জ
হে দর্শকবৃন্দ! দেখুন টুপির নীচে একটা হাঁদা উজবুক!
হাঁদা!
এটা একটা ভাঁজ করা টুপি, তাই না?
গ্লুপ!
এটাও কিছু কৌশল। ডিমের সত্যিকার ভালো হলদে কুসুম! হাঃ হাঃ!
বাহ্!
তোর জাদুদণ্ড কি একগোছা ফুলে পরিবর্তিত হতে পারে?
আরিব্বাস! এটা হয়েছে!
হেঃ হেঃ! ওটা দিয়ে তুই আমাকে কোন চোট দিতে পারবি না!
তাই বুঝি?
ভুলে যাস না এদিকটা লোহার মতো শক্ত।
ওফ্!

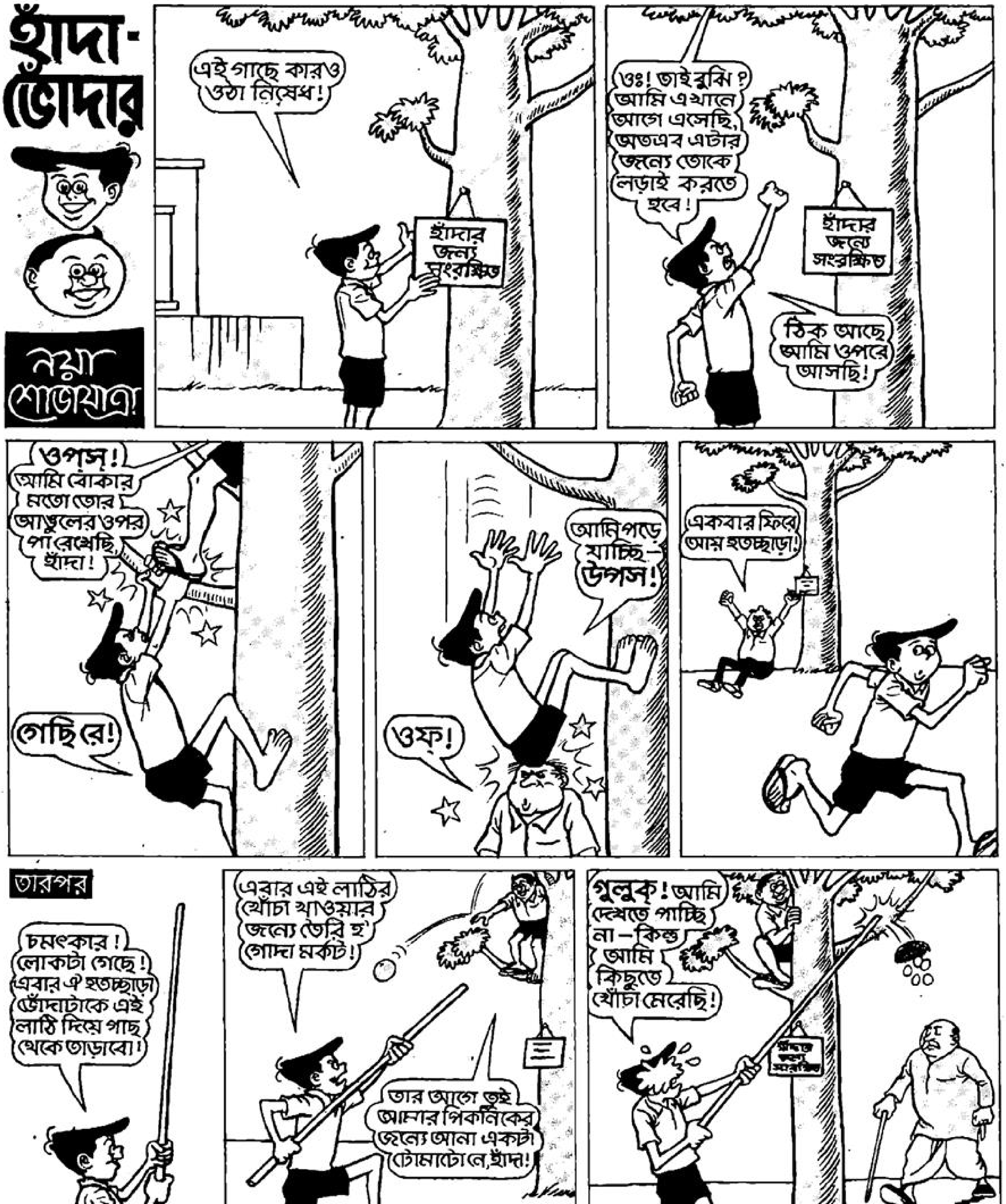


হোঃ হোঃ! এই প্রথম একজনকে ঘোড়ার ওপরে না দেখে তলায় দেখলাম!
পরে
ঠিক আছে, ভোঁদা। বই থেকে তুই চম্বলকুমারের কথার লাইনগুলো পড় শুনি।
দিকশূল, নক্ষত্রশূল দিবা সাত, আঠাশ, সাতান্ন গতে, একি! এতো পঞ্জিকা!
চম্বলকুমার যখন তখন ছুটে বেড়াতো বিপন্নকে সাহায্য করতে, কিন্তু তুই তিথি নক্ষত্র দেখে না বেরোলে বেঘোরে মারা পড়বি!
আচ্ছা হাঁদাই তাহলে নাটের গুরু
আমি তোকে লক্ষ্য রেখেছি হাঁদা! তুই বেশ চালাক চতুর আর বেশ ছটফটে। আমি তোর জন্যে ঠিক পার্ট রেখেছি!
আমি অনুমান করতে পারি সেটা কি!
ঐ যে তোর পোষাক ওখানে রয়েছে।
আঁউক্!
আমি চম্বলকুমারের পার্টটাই করছি আর হাঁদার আমার বাহনের অর্ধেক পার্ট।
হোঃ হোঃ!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
অ্যাই হাঁদা! তোর সামনের পার্টনারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চল।
ওফ্ ওফ!


হাঃ হাঃ! তুই বড় একজন ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিস রে, ভোঁদা!
গরর র! শুধু একটু অপেক্ষা কর!
পরে
এই যে, ভোঁদা! তুই এখুনি কোন ম্যাজিক দেখাতে পারবি?
হ্যাঁ, পারি! আমি এখন এই দণ্ডটাকে একগোছা ফুল বানিয়ে ফেলবো।
এই দ্যাখ্!
হাঃ! আমার কিন্তু মোটেই লাগেনি!
হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! তুই ফুলের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছিলি!
এটাই ম্যাজিক! তাৎক্ষণিক ঠাণ্ডা লাগানো!
হ্যাঁচ্চো! আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! পাজি, তোকে আমি—
আমার পরের কৌশল ...
— আপনাদের চোখের সামনেই ...
ওয়াহ!
আমি হাঁদাকে অদৃশ্য করে দেবো!
কি সব হচ্ছে?
হে, দর্শকবৃন্দ! হাঁদা হাওয়া হয়ে গেছে!
সব ম্যাজিকের মতো এটাও একটা সোজা কৌশল ছিলো। হাঁদা ওর পায়ের নীচে খোলা ম্যানহোলটা দেখতেই পায় নি! হেঃ হেঃ!
গোঁওও!


হাঁদা-ভোঁদার
কূট কৌশল
স্যার, স্যার! ভোঁদা ডেস্কে একটা কেক লুকিয়ে রেখেছে!
বাহ্! হাঁদাটা কি ভয়ানক পাজি!
আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার!
আমি তোকে ক্লাশে খাবার আনার ব্যাপারে আগেই বলেছিলাম, তা না শোনার এই শাস্তি!
স্কুল ছুটির পর
স্যার খাবারটা কেড়ে নিলো আবার ঠ্যাঙানিও দিলো। এখন আমি কি খাই।
আরিব্বাস! পায়েসের বাটি! কেউ খাবে বলে ওখানে ঠাণ্ডা করতে দিয়েছে, ওটাই আমি নেবো।
দাদু, দাদু! ঐ মোটকা ছেলেটা আপনাদের পায়েস হাতাচ্ছে!
কী?
অ্যাঃ?
সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ, হাঁদা! এই নাও পাঁচ টাকা পুরস্কার।
গরর! হতচ্ছাড়াটা আবার জানিয়ে দিলো!
অন্য বাড়িতে
উল্‌স! এখানে রান্নাঘরে একটা মাটন রোল কে রেখে গেছে!


দ্যাখো, গুটকেদা। তোমার মাটন রোল বেহাত হয়ে যাচ্ছে!
হাঁদাটা কি শয়তান! আমার প্রতিটা চেষ্টা পণ্ড করে দিচ্ছে। এর দণ্ড ওকে পেতে হবে!
বেকারি পিছনের প্রবেশ পথ
মরেছে! ভোঁদা নির্ঘাত বেকারি থেকে হাতিয়েছে!
দেখুন, দেখুন! ঐ ছেলেটা এইমাত্র এখান থেকে একটা গোল পিঠে নিয়ে পালিয়ে গেলো!
কী?
অ্যাই, ছোকড়া! ওটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি।
আমার তৈরি পিঠে নিয়ে পালানো, দে ওটা আমাকে!
আরগহ্!
হিঃ হিঃ! এটা ঝোলাগুড় ভর্তি একটা বেলুন ছিলো!
আচ্ছা! তাহলে তোর মতলব ছিলো আমার সঙ্গে রসিকতা করা, অ্যাঃ? এবার তোকে হাতে পেলে আমার মতলবটাও টের পাবি!
গেছি রে!
হেঃ হেঃ! যে সময় বেকারির লোকটা হাঁদার পিছনে ছুটছে সেই তালে আমি ওর তৈরি টাটকা বান কয়েকটা হাতিয়ে নিয়ে যাই!



হাঁদা-ভোঁদার
নয়া শোভাযাত্রা
এই গাছে কারও ওঠা নিষেধ!
হাঁদার জন্যে সংরক্ষিত
ওঃ! তাই বুঝি? আমি এখানে আগে এসেছি, অতএব এটার জন্যে তোকে লড়াই করতে হবে!
হাঁদার জন্যে সংরক্ষিত
ঠিক আছে আমি ওপরে আসছি!
ওপস্! আমি বোকার মতো তোর আঙুলের ওপর পা রেখেছি, হাঁদা!
গেছি রে!
আমি পড়ে যাচ্ছি— উপস!
ওফ্!
একবার ফিরে আয় হতচ্ছাড়া!
তারপর
চমৎকার! লোকটা গেছে! এবার ঐ হতচ্ছাড়া ভোঁদাটাকে এই লাঠি দিয়ে গাছ থেকে তাড়াবো!
এবার এই লাঠির খোঁচা খাওয়ার জন্যে তৈরি হ' গোদা মর্কট!
তার আগে তুই আমার পিকনিকের জন্যে আনা একটা টোমাটো নে, হাঁদা!
গুলুক্! আমি দেখতে পাচ্ছি না— কিন্তু আমি কিছুতে খোঁচা মেরেছি!



আউলক্!
ওরে বাবা! হাতে পেলে ছড়ি পেটা করবে! কিছু বোঝার আগেই সরে পড়ি!
বাড়িতে ফিরে
পিসেমশাইয়ের মইটা আমি নিয়ে যাই কিন্তু হতচ্ছাড়াটাকে জলদি গাছ থেকে নামাতে হলে আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।
কিন্তু
গরর! ঐ দেয়ালের ওপর একটা রঙের টিন ফেলে গেছে কোন বুদ্ধু?
সামলে ভাইসব! ইয়ারহ্!
মরেচে! আমি ঐ বাজনদারদেরও বিপর্যস্ত করেছি, হেল্প!
ওর পিছু নাও!
আমার এই মই আর মুগুরের সাহায্যে আমি ঐ হতভাগাটাকে হটিয়েছি। এবার আমি আজকের শোভাযাত্রার পরিষ্কার দৃশ্য দেখতে পাবো!
কিন্তু তখনই
ওও-ইরর! আমি ভুলে গেছি যে আমি যেমন সকলকে দেখতে পাচ্ছি তেমনি সকলে আমাকেও দেখতে পাচ্ছে আর ঐ শোভাযাত্রার বাজনদাররা যাদের আজ আমি বিপর্যস্ত করেছি।
দ্যাখো! ঐ যে সেই ছেলেটা যে আমাদের ওপর রং ছিটিয়ে ফেলেছিলো।
এবার তুই কোথায় যাবি হতচ্ছাড়া!
হাঁদাকে সামনে নিয়ে এবার নয়া শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে হাঃ হাঃ!



হাঁদা-ভোঁদার
স্কুল স্পোর্টস
হিটেতেই আনফিট হয়ে গেলি। খেয়ে খেয়ে তুই বড় বেশী গোদা হয়ে গেছিস, ভোঁদা।
স্কুল স্পোর্টস
ক্ষমতা নেই অথচ কেরদানী দেখিয়ে দৌড়ে প্রথম হওয়ার শখ। সে তো আমি হবো রে! তুই আরো খাবার খেয়ে ঘুমো।
খাবার! হাঁদা ঠিক বলেছে। আমি যখন স্পোর্টসে কিছুই করতে পারবো না তখন ঐ খাবারের তাঁবুতে চুপিসাড়ে টুঁ মেরে দেখি।
খাবার সাবাড় করার মতলবে তাঁবুতে ঢুকেছিস, বেরো শিগগির!
ইঃ! এখানেও অসফল।
এই, বাচ্চারা! বান আর চামচ নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াও।
ইস! বাচ্চাদের দিয়ে এই বান আর চামচের রেস করিয়ে সুস্বাদু বানগুলোকে নষ্ট করা নেহাতই বোকামি।
কেঁদোর জন্যে রাখা হাড্ডিটা বাচ্চাদের দিকে ছুঁড়ে দিই।


চমৎকার! ওরা বানগুলো ফেলে দিয়েছে।
ঘেউ! ঘেউ!
কিন্তু মতলবটা ভেস্তে গেলো
চকাস! চকাস!
ও সবগুলো বান খেয়ে ফেলার আগে আমি একটা তুলে নেবো!
গরর!
ঘেউ! ঘেউ!
হেল্প! হতচ্ছাড়া ভেবেছে সব বানগুলো ওর।
মরেছে! দুশো মিটার দৌড়ে ভোঁদা জিতে গেলো!
আপস্! উপস্ ওফস্
ঘেউ! ঘেউ!
ভালো করে পোজ দিয়ে দাঁড়াও, কাগজে দেবার জন্যে একটা ছবি নেবো।
ইঃ!


হাঁদা-ভোঁদার
গাড়ি সাফ
একটা ভালো সিনেমা এসেছে, ভোঁদা! চল দেখে আসি।
না, ভাই! আমার পয়সা নেই।
জল কাদা ভর্তি গর্তের ওপর দিয়ে লরি চালিয়ে কাদা ছিটিয়ে আমার গাড়িটার কি অবস্থা করেছে। পরিষ্কার করতে দম বেরিয়ে যাবে।
পিসেমশাইয়ের মেজাজ খারাপ! ওখানে এখন কোন চান্স নেই ...!
আরেঃ! একটা মতলব পেয়েছি। আমি যদি পিসেমশাইয়ের গাড়ির কাদা ধুয়ে সাফ করে দি তাহলে খুশি হয়ে পিসেমশাই সিনেমা দেখতে পয়সা দিতে পারে।
খবরের কাগজটা গাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে আয় তো, হাঁদা!
এই যে, আনছি পিসেমশাই!
ধেৎ! দেখতে পাচ্ছি না তো! ভিতরে খুঁজে দেখি।
এই যে ওটা এখানে। নীচে পড়ে গিয়েছিলো।
এই হোস দিয়ে আমি খুব জলদি কাদা সাফ করে পিসেমশাইয়ের মেজাজ খোশ করে দেবো।
মরেচে! জানালা যে খোলা!



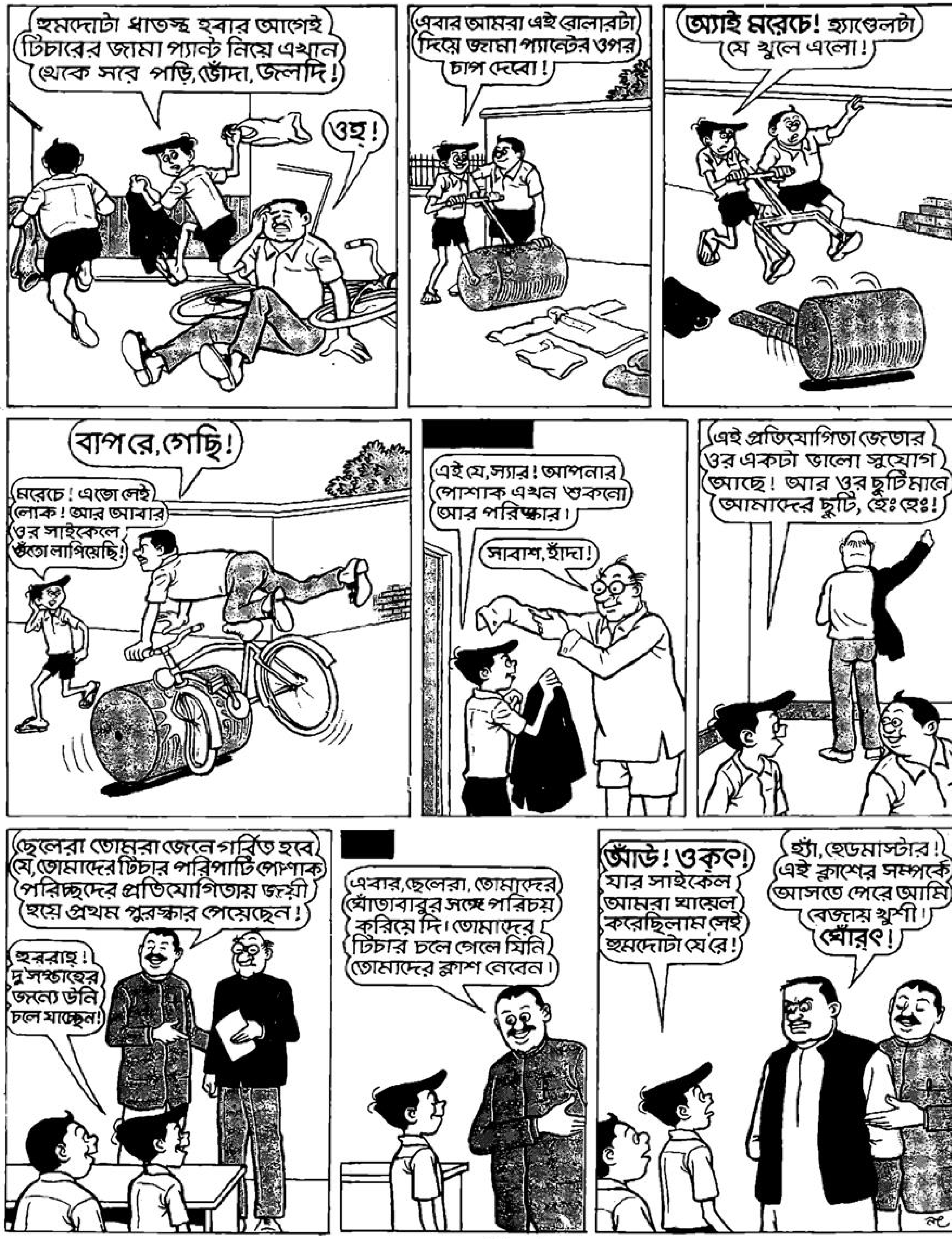
গর্‌র্‌! আমার সঙ্গে এটা কি রসিকতা হলো?
মরেচে! আমি এটা দিয়ে গাড়ির কাদা সাফ করতে গিয়েছিলাম।
ধড়াম!
আমাকে ভিজিয়ে, আছাড় খাইয়ে তুই পালাবি কোথায়?
পোস্টকার্ড বলছে উত্তরে খুব বৃষ্টি। এখানে তো সুন্দর আর শুকনো!
মরেচে! হাঁদা আমাকে ভেজাতে চাইছে!
এই দ্যাখ্‌ পাল্টা!... ওঁক্‌স্‌!
ঠিক সময়ে গোঁত্তা মেরেছি!
সিনেমায় যাবার আর প্রয়োজন নেই! এখানেই প্রচুর চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছে! হিঃ হিঃ!
গর্‌র্‌!
দুম্‌!
গুম্‌!

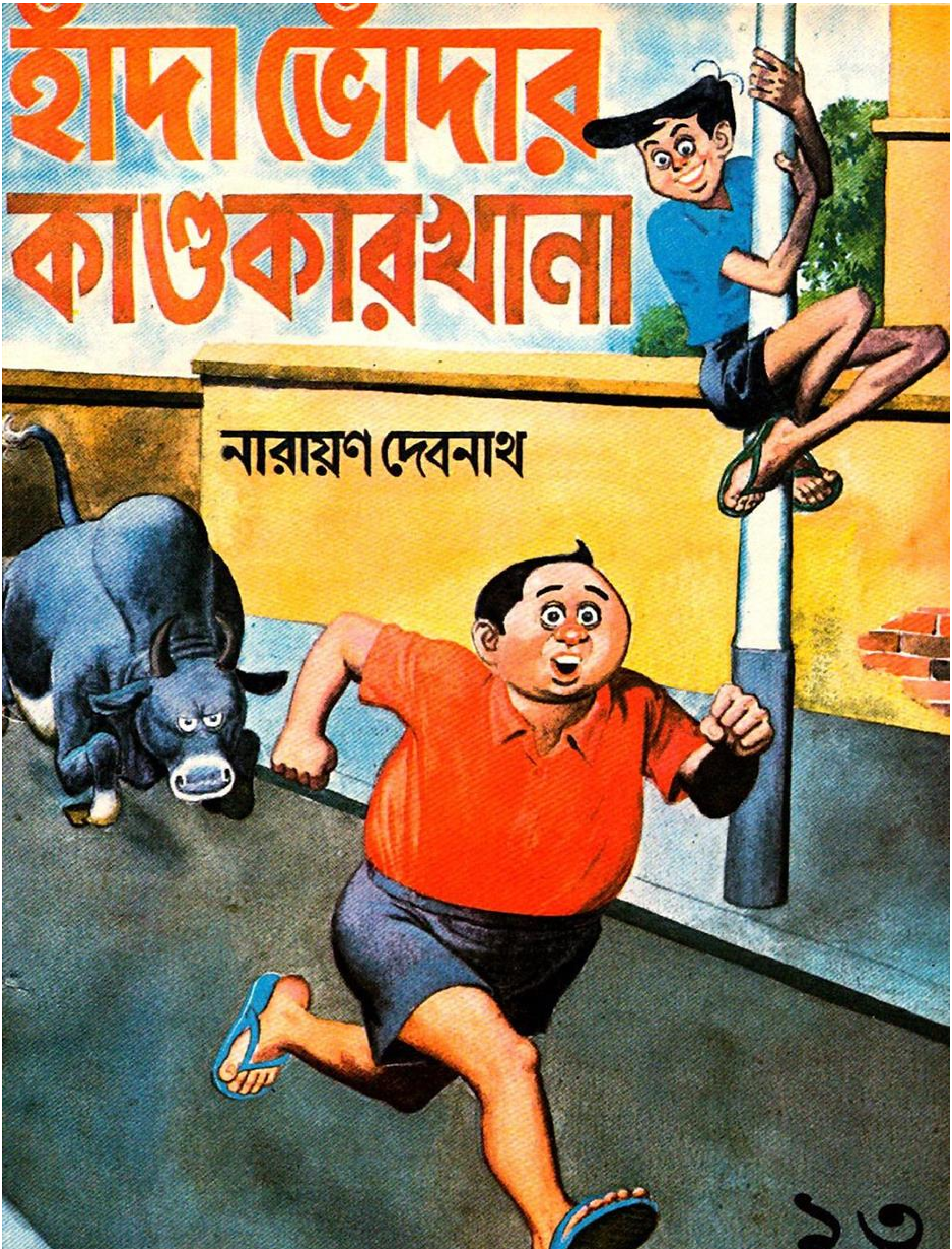

হাঁদা-ভোঁদার
পুটিং চর্চা
এই যে, ভোঁদা! আমার সঙ্গে বাগানে পুটিং প্র্যাকটিস করবি? অনিষ্টকারী ব্যাপার থেকে তোকে দূরে থাকতে সাহায্য করবো।
খুব ভালো আইডিয়া, হাঁদা। আমি তোর জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছি।
অ্যাই! গড়িয়ে খেলার বল দিয়ে তুই কি করছিস?
ওয়াঃ! এটা আমি ধরতে পেরেছি।
কিন্তু আমি এটা ধরেও পড়ে গেলাম- ওফ্!
অ্যাঃ! তুই চিৎপাত হয়ে গেলি, হাঁদা!
গরর! হতভাগা, আমি বলেছি পুটিং!
কিন্তু, হাঁদা, আমি ভেবেছি তুই বলেছিস শট পুটিং!
আমি একটা গর্ত তৈরি করি আর তাতে গলফ পুটিং করবো-
হুমম্! আমি একটা রেডি-মেড গর্ত দেখতে পাচ্ছি। ওতেই পুটিং করি...
অ্যাই! এটা দ্যাখ হাঁদা! এক ঠোকায় গর্তে!
বাহ্! ওরে উজবুক ওটা নীচের ময়লা তোলার গর্ত!
ওহোহো! আমার মনে হয় না আমি আবার ঐ বলটাকে দেখতে পাবো।


হাঁদা ভোঁদার
আম কাহিনী
এই যে, খোকারা! তোমরা কি আম খেতে চাও? তাহলে আমার বাগানের ঐ গাছটা থেকে পেড়ে খেতে পারো।
কিন্তু আমরা কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকবো কি করে?
আমি হাইজাম্পার! এই সামান্য বেড়া আমি লাফিয়ে পেরিয়ে যাবো!
হেঃহেঃ! আমি একগাদা টুসটুসে পাকা আম পেড়ে নেবো!
আমি তো ঢুকতেই পারবো না তুই আমার জন্যেও আনিস, হাঁদা!
আম বাগানের মালিক লোকটা বড়ো ভালো বুঝলি, ভোঁদা! কতো আম এনেছি।
আমাকে আদ্দেক দিবি তো, হাঁদা?
একটাও দিচ্ছি না। আম খাবার ইচ্ছে হলে পেড়ে খাও।
যদি না দিস তো কেড়ে নেবো।
ভোঁদা! তুই তোর গোদা শরীর নিয়ে আমাকে ধরতেই পারবি না।
পারি কিনা দেখতে পাবি।
এবার কোথায় যাবি? এই নালার কাছে তোকে ধরবো, হাঁদা!
অতো সহজে নয়, ভোঁদা! এবার লংজাম্প!
আমি পুলের ওপর দিয়ে নালা পার হয়ে ওকে ধরবো।


ওঃ, হ্যাঁ, তুমি পাবে!
—তবে আর কখনো এরকম করবে না!
[redacted]
আমি পার্কের বোট চালানোর পুকুরে যাবো।
না! সবুজ মাঠে পুটিং বেশী নিরাপদ।
[redacted]
মরেছে! ভোঁদা প্রত্যেক গর্তেই জিতছে। আমাকে হারানো আটকাতে কিছু একটা করতেই হবে।
ভোঁদার বলটাকে নিশানের ডাণ্ডায় লাগাবার জন্যে এইভাবে বেঁকিয়ে ধরি—
ওপস! দুঃখিত ভোঁদা! এটা দুর্ঘটনা—
মরেছে! ভোঁদার বলে পদক্ষেপ করে কেউ হড়কেছে আর পেছনে আর একজন দৌড়ে আসছে।
গেছি রে!
কার বলে পা দিয়ে ও আছাড় খেয়েছে?
ওর বলে।
ভাগ্যিস আমার বলে হয়নি।
বেশ ছেলে—এই লোকটা একটা পকেটমার আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছিলো। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বোটে চড়িয়ে পুরস্কৃত করবো!
দুর্দান্ত! এই হচ্ছে সবথেকে সেরা ধরনের পুটিং—
পুট-পুট-পুট পুটিং!
বাহ্!
পুট! পুট! পুট!

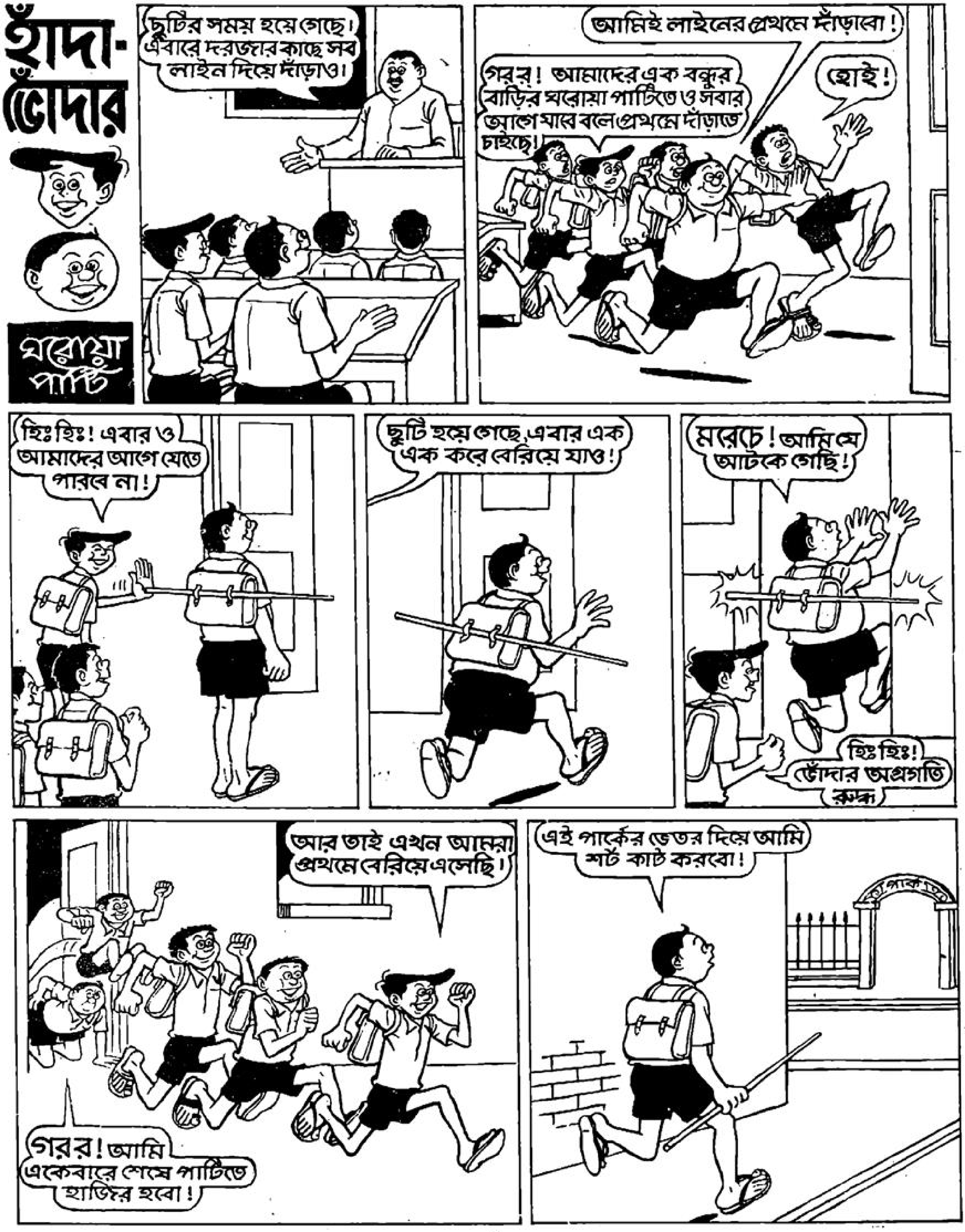

হাঁদা-ভোঁদার
উল্টো ফল
ইস্! আমাদের টিচার এতে যোগ দেবে কি?
স্কুল নোটিশ
সুন্দর পরিচ্ছদ পরা শিক্ষকের দু'সপ্তাহের ছুটি
ঐযে যাচ্ছে আমাদের টিচার! ওর ঐ কোঁচকানো ব্যাগি প্যান্ট দ্যাখ! ওর জেতার কোন সুযোগ নেই!
কিন্তু দাঁড়া! একটা মতলব এসেছে!
এই যে, স্যার! স্কুল বাথরুমের শাওয়ার কোন কিছুতে আটকে গেছে!
চল তো দেখি!
কৈ, আমি তো কোন গলদ দেখতে পাচ্ছি না, হাঁদা!
ইস্কুস! কোন অর্বাচীন কলটা খুলে দিয়েছে?
দুঃখিত, স্যার! কিন্তু আপনার কোট প্যান্ট আমাদের দিন আমরা ওগুলি শুকিয়ে দেবো।
আমি আমার ঘরে তৈরি ঘূরন্ত শুকোবার যন্ত্র ব্যবহার করবো!
মরেচে! তোর উইণ্ডমিল যে উড়ে গেলো!
হুঁওফ!


হুমদোটা ধাতস্থ হবার আগেই টিচারের জামা প্যান্ট নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি, ভোঁদা, জলদি!
ওহ্!
এবার আমরা এই রোলারটা দিয়ে জামা প্যান্টের ওপর চাপ দেবো!
অ্যাই মরেচে! হ্যাণ্ডেলটা যে খুলে এলো!
বাপ রে, গেছি!
মরেচে! এতো সেই লোক! আর আবার ওর সাইকেলে গুঁতো লাগিয়েছি!
[redacted]
এই যে, স্যার! আপনার পোশাক এখন শুকনো আর পরিষ্কার।
সাবাশ, হাঁদা!
এই প্রতিযোগিতা জেতার ওর একটা ভালো সুযোগ আছে! আর ওর ছুটি মানে আমাদের ছুটি, হেঃ হেঃ!
ছেলেরা তোমরা জেনে গর্বিত হবে যে, তোমাদের টিচার পরিপাটি পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন!
হুররাহ্! দু সপ্তাহের জন্যে উনি চলে যাচ্ছেন!
[redacted]
এবার, ছেলেরা, তোমাদের ঘোঁতাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। তোমাদের টিচার চলে গেলে যিনি তোমাদের ক্লাশ নেবেন।
আঁউ! ওক্‌ৎ! যার সাইকেল আমরা ঘায়েল করেছিলাম সেই হুমদোটা যে রে!
হ্যাঁ, হেডমাস্টার! এই ক্লাশের সম্পর্কে আসতে পেরে আমি বেজায় খুশী। ঘোঁরৎ!

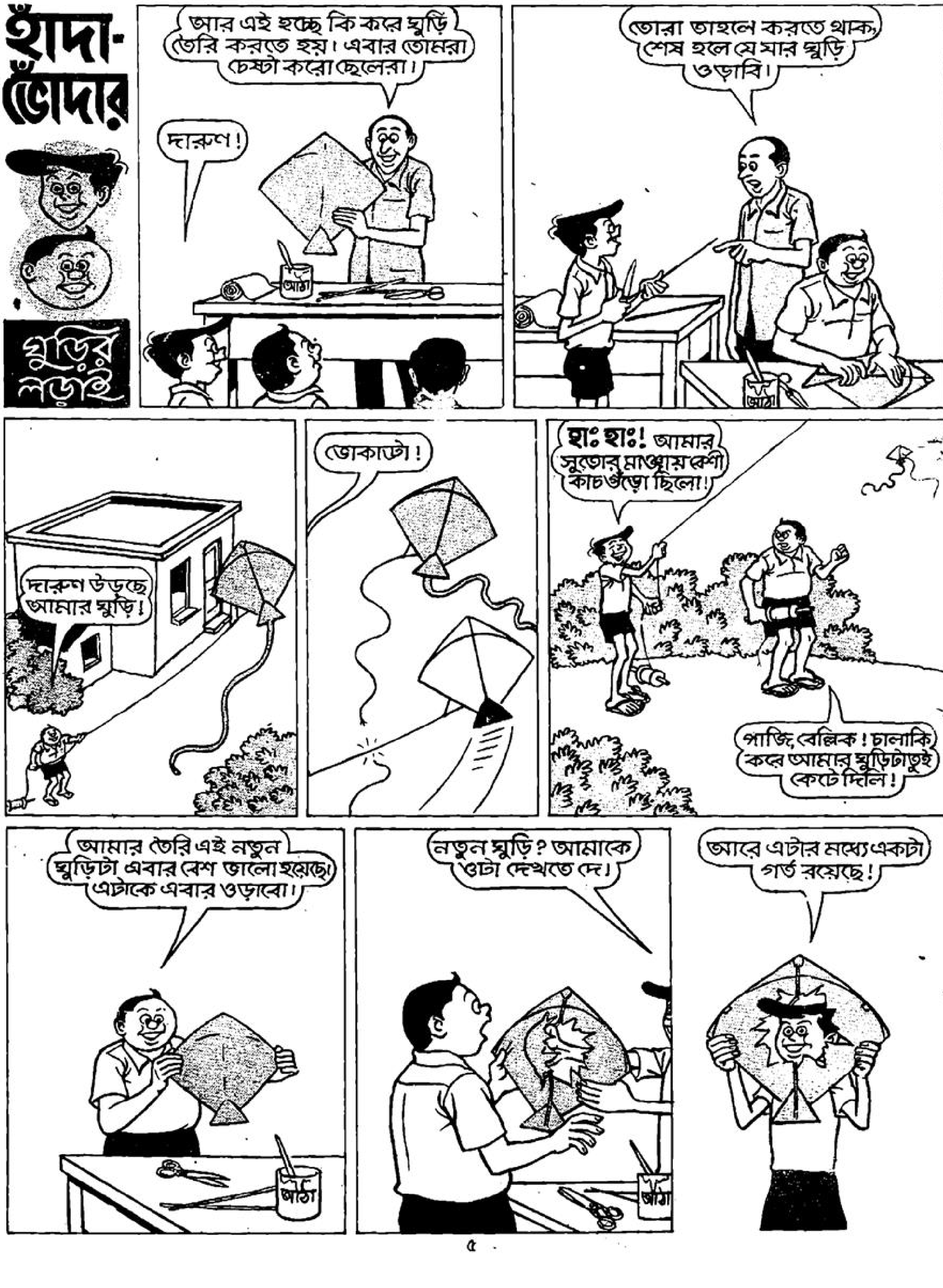

হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৩


হাঁদা-ভোঁদার
বাব্‌ল-গাম
উলম্প! আমি বাবল-গাম খুব পছন্দ করি!
ওয়াহ্!
হাঃহাঃ!
গরর! পাজী, হতচ্ছাড়া!
তাহলে তুই বাবল-গাম পছন্দ করিস, ভোঁদা?
এতে তোর চোয়াল শক্ত হবে—সুতরাং আমরা দেখি তোরটা কত শক্ত হয়েছে।
দেখেছিস? এটা এতো শক্ত হয়েছে আমি আমার হাতটাকে প্রায় জখম করে ফেলেছিলাম!
হিঃ হিঃ!
কিন্তু বাবল-গাম তোর দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। তোর দাঁতগুলো দেখি।
গরর! আমার সামনে থেকে সরে যা, হাঁদা!
আয়, আমাকে ওগুলো দেখতে দে!
আঁফ্‌স!
তাজ্জব ব্যাপার! তোর একটা দাঁতও শক্ত নয়। তুই খুব বেশি গাম চিবোতে পারবি না!


তুই এখন বসে পায়ের তদারক কর, ভোঁদা! আমি পরে আবার আসছি।
গরর! হাঁদাকে আমি এর প্রতিফল পাওয়াবো!
আরিব্বাস! এটা দ্যাখ্!
কি দেখবো?
এটাকে!
এটা কি? আমাকে দেখতে দে?
চিবিয়ে আমি বাবল-গামের একটা ভালো লুটি তৈরি করেছি!
আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না — অ্যাই! আমার মাথার ওপর এটা কি?
হাঃ হাঃ! তুই যেটা দেখতে চেস্টা করছিলি সেটা এখন তোর মাথার ওপরে!
ইরক্! বাবল্-গাম!
ইয়াকস! আমি সেঁটে গেছি!
হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই তোকে আঠা দিয়ে আটকেছি হাঁদা। কিন্তু এটা তো সবে শুরু।
বাহ্! বেকায়দায় ফেলে ভোঁদা ওর গোদা হাতে আমাকে ঠ্যাঙালো! আর মনে হচ্ছে এই আঠা তোলার একমাত্র উপায় ন্যাড়া হওয়া! ওহ্, কি আপসোস। হুঁক হুঁক!


হাঁদা-ভোঁদার
ঘরোয়া পার্টি
ছুটির সময় হয়ে গেছে। এবারে দরজার কাছে সব লাইন দিয়ে দাঁড়াও।
আমিই লাইনের প্রথমে দাঁড়াবো!
গরর! আমাদের এক বন্ধুর বাড়ির ঘরোয়া পার্টিতে ও সবার আগে যাবে বলে প্রথমে দাঁড়াতে চাইছে!
হোই!
হিঃ হিঃ! এবার ও আমাদের আগে যেতে পারবে না!
ছুটি হয়ে গেছে, এবার এক এক করে বেরিয়ে যাও!
মরেচে! আমি যে আটকে গেছি!
হিঃ হিঃ! ভোঁদার অগ্রগতি রুদ্ধ
আর তাই এখন আমরা প্রথমে বেরিয়ে এসেছি।
গরর! আমি একেবারে শেষে পার্টিতে হাজির হবো!
এই পার্কের ভেতর দিয়ে আমি শর্ট কাট করবো!


হতচ্ছাড়া হাঁদাটাই এই অঘটনের মূলে —
ওফস্!
অবশেষে! এই সেই বাড়ি যেখানে পার্টি হচ্ছে!
চলে যাও, নোংরা বেল্লিক কোথাকার! এ পার্টিতে তুমি আসতে পারবে না!
হিঃ হিঃ!
বাইরে থেকে আমাদের খাওয়া দাওয়ার দৃশ্যটা তুই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে পারবি, ভোঁদা!
তোরা তাহলে এই ভেবেছিস!
একি! আমাদের কেক যে চলে যাচ্ছে!
এবার আমার খাওয়াটা তোরা ভিতর থেকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর হাঁদা! হেঃ হেঃ!
আমাকে আটকালোর তোর লাথি তোদের পার্টি মাটি করে দিলো, হাঁদা! হাঃ হাঃ!

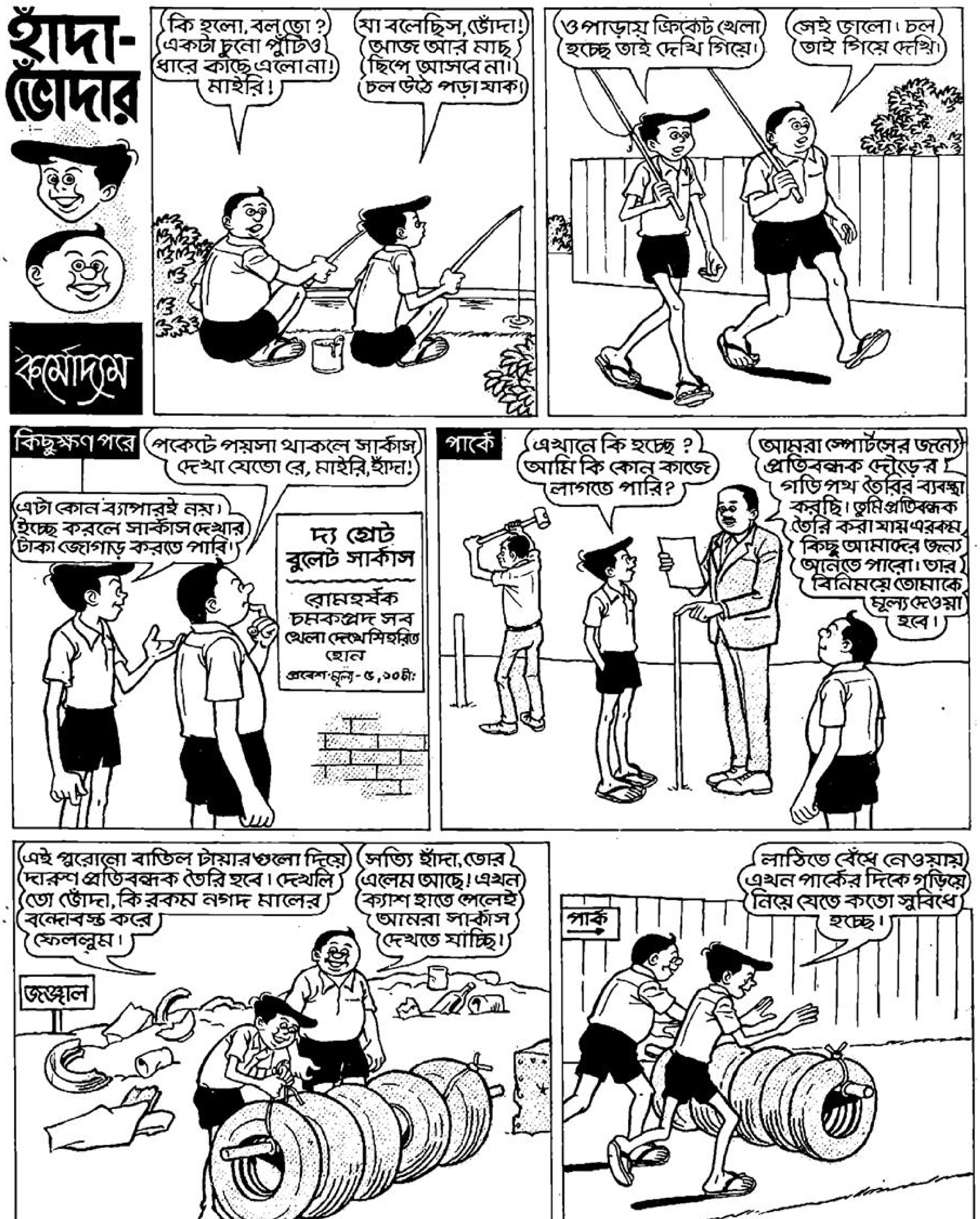

হাঁদা-ভোঁদার
ঘুড়ির লড়াই
আর এই হচ্ছে কি করে ঘুড়ি তৈরি করতে হয়। এবার তোমরা চেষ্টা করো ছেলেরা।
দারুণ!
আঠা
তোরা তাহলে করতে থাক, শেষ হলে যে যার ঘুড়ি ওড়াবি।
আঠা
দারুণ উড়ছে আমার ঘুড়ি!
ভোকাট্টা!
হাঃ হাঃ! আমার সুতোর মাঞ্জায় বেশী কাচগুঁড়ো ছিলো!
পাজি, বেল্লিক! চালাকি করে আমার ঘুড়িটা তুই কেটে দিলি!
আমার তৈরি এই নতুন ঘুড়িটা এবার বেশ ভালো হয়েছে। এটাকে এবার ওড়াবো।
আঠা
নতুন ঘুড়ি? আমাকে ওটা দেখতে দে।
আঠা
আরে এটার মধ্যে একটা গর্ত রয়েছে!

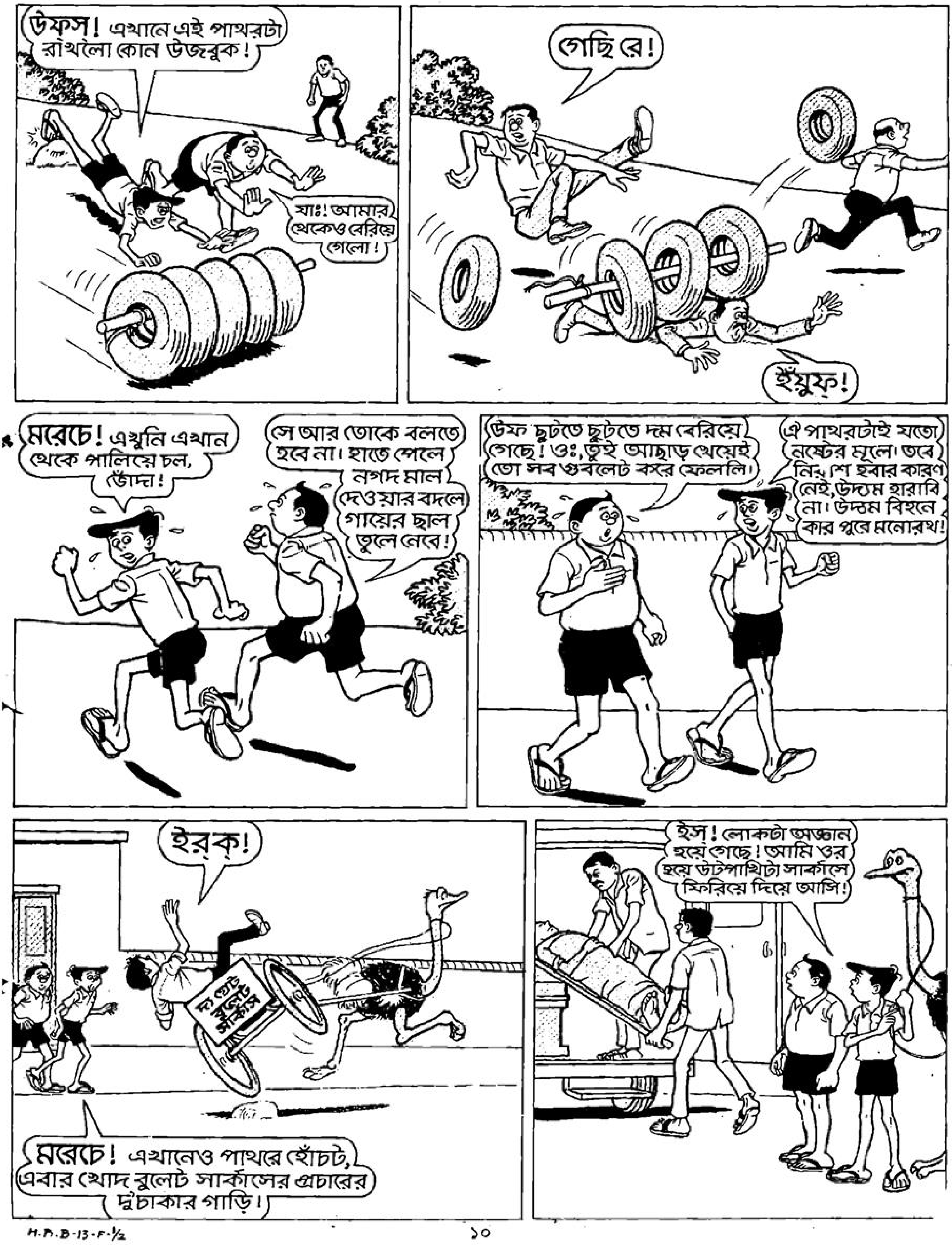

আবার তৈরি কর, ভোঁদা!
হ্যাঁ, করবো। গর্‌র্‌!
আঃহা! কাটার জন্যে আরেকটা ঘুড়ি!
তুই কি আমার নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি দেখেছিস, হাঁদা?
এ-এটা কি?
এটা বাক্স ঘুড়ি! এক চীনে বন্ধু এটা বানাতে শিখিয়েছে!
আর এটা তোকে বাক্সে পুরে ফেলেছে!
এই, এ হচ্ছেটা কি? আমি আমার হাত নাড়তে পারছি না!
লরি ড্রাইভার আমাদের স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশনের কাঠের কাজের ক্লাশের জন্যে কাঠের ডেলিভারী দিতে এসেছে।
ওয়াহ্‌! বাবারে! হেল্প! থামাও!
আঃহা! তুই তো বেশ ঘুড়ি উড়িয়েই যাচ্ছিস রে, হাঁদা! হেঃ হেঃ!

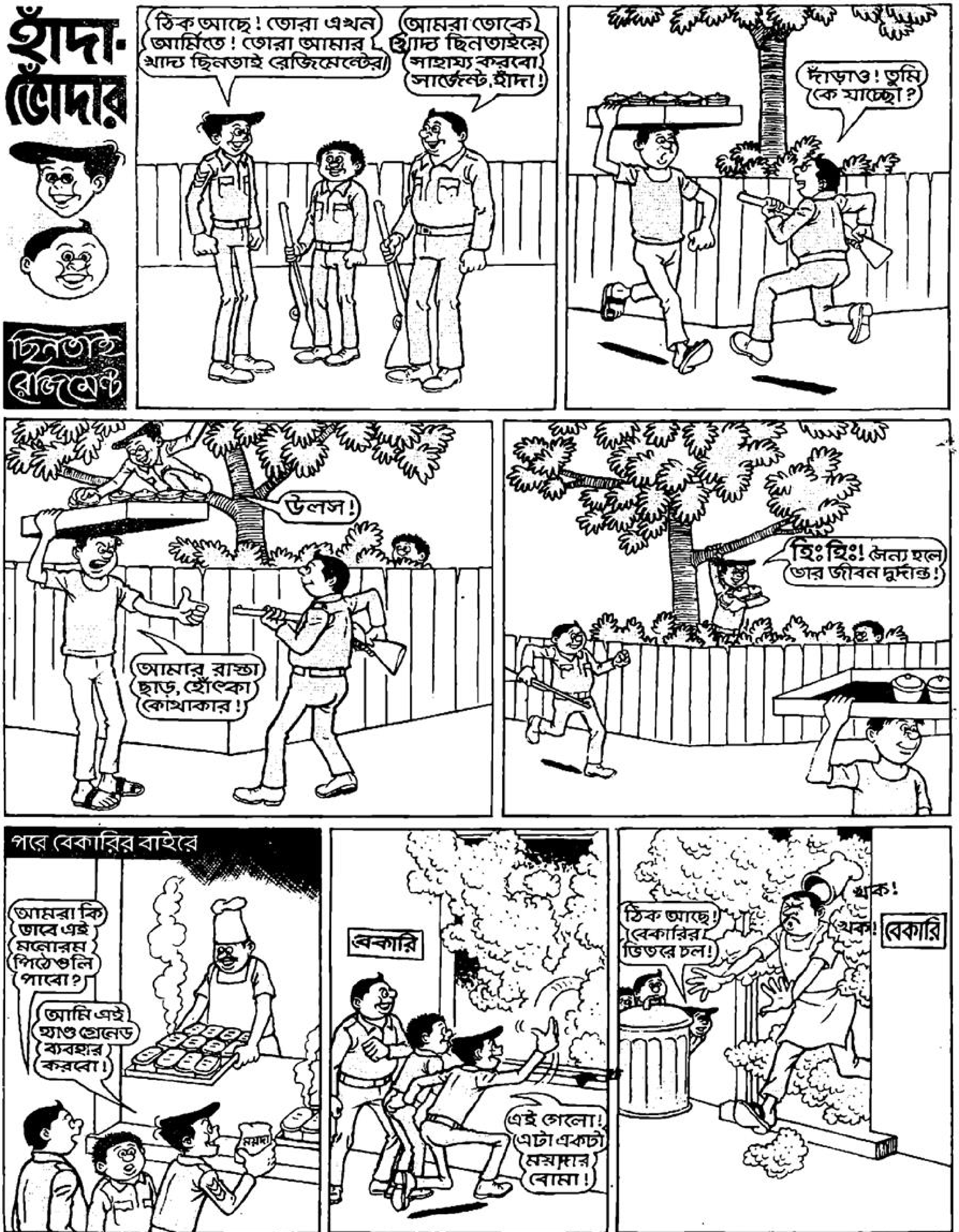

ঠিক তখনি
বাবারে! গেলুম রে!
একি! হাঁদার গলা বলে মনে হচ্ছে যেন!
উঃ! আঃ! কি পেটের ব্যাথা রে, বাবা!
অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমগুলো নির্ঘাত ভয়ানক টক। ভাগ্যিস ওর থেকে নিয়ে আমি আম খাইনি। এটা বাগান মালিকের শয়তানি। এবার আমিও দেখাচ্ছি।
একগাদা লম্বা কাঠের টুকরো, ঠিক আমার যা দরকার।
হোঃ হোঃ! এবার আম অভিযানে যেতে হবে।
বেড়া পার হবার জন্যে হাইজাম্পের আর দরকার নেই।
হেঃ হেঃ! এবার হাঁদার মতো মালিকের পছন্দের নয়, আমার পছন্দের গাছের আম পাড়ছি।
দ্যাখ, হাঁদা! লাফালাফি না করে সোজা বেড়া ডিঙিয়ে সেরা গাছের সেরা মিষ্টি আম পেড়ে এনেছি। কিন্তু তোর ভালোর জন্যেই তোকে এই আম দিচ্ছি না, কারণ টকের পরে মিষ্টি আম খেলে তোর পেট কামড়ানো আরো বেড়ে যাবে। হেঃ হেঃ!
উরর্‌রফ!


হাঁদা-ভোঁদার
চশমা কাণ্ড
এই চশমা একনাগাড়ে মাস কয়েক ব্যবহার করলেই তোমার চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যাবে, হাঁদা।
PE
EAPV
ওদিকে
বেচুবাবুর বেকারী
উলস্! কেক প্রস্তুত-কারকের জানালার ধারে সদ্য তৈরি স্পঞ্জ কেকের একটা ট্রে। আমি জানি মালিক ওখান থেকে একটাও কেক কমাতে দেবে না!
অ্যাই! এখুনি কেকটা ফিরিয়ে দিয়ে যা বলছি!
উপযুক্ত পাহারাদার পেলে চুরি ঠেকানো যাবে।
বেকারী পাহারার জন্যে পাহারাদার চাই
এই কাজটা কি আমি পেতে পারি? আমি খুবই দ্রুতগামী দৌড়বাজ।
ঠিক আছে, ঐ যে ছেলেটা রাস্তার ওপার দিয়ে যাচ্ছে। দেখি তুমি ওকে ধরতে পারো কি না!
তোকে পাকড়েছি, ভোঁদা!
ইঁয়ো!
আবার যদি আমার কেক চুরি করার সময় তোকে ধরি, তাহলে আমি তোকে এই দেবো—


আঁউফ্!
পরে
বেকারী
বেকারী থেকে কি দারুণ সুগন্ধ আসছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না!
আহ! ঐ যে ওখানে টেবিলের ওপর ওগুলি ঠাণ্ডা হচ্ছে!
তোকে ধরেছি, হোঁদা! এজন্যে তোর নোলাটাই দায়ী। আমি তোকে মালিকের কাছে নিয়ে যাবো!
আমাকে ছেড়ে দে, হতচ্ছাড়া!
ইরক! আমার চশমা!
আরে! চশমা ছাড়া হাঁদাটা দেখছি একেবারে বাদুড়ের মতো কানা!
আমি কোথায়?
এই তালে এখান থেকে যতগুলি পারি সরিয়ে ফেলি।
আমার চশমাটা কোথায়?
উলস্! এবার দারুণ জলযোগ করতে যাচ্ছি।
অপদার্থ, হতচ্ছাড়া! ঐ ছোকরা এবার অনেক বেশী খাবার জিনিস নিয়ে ভাগলো।

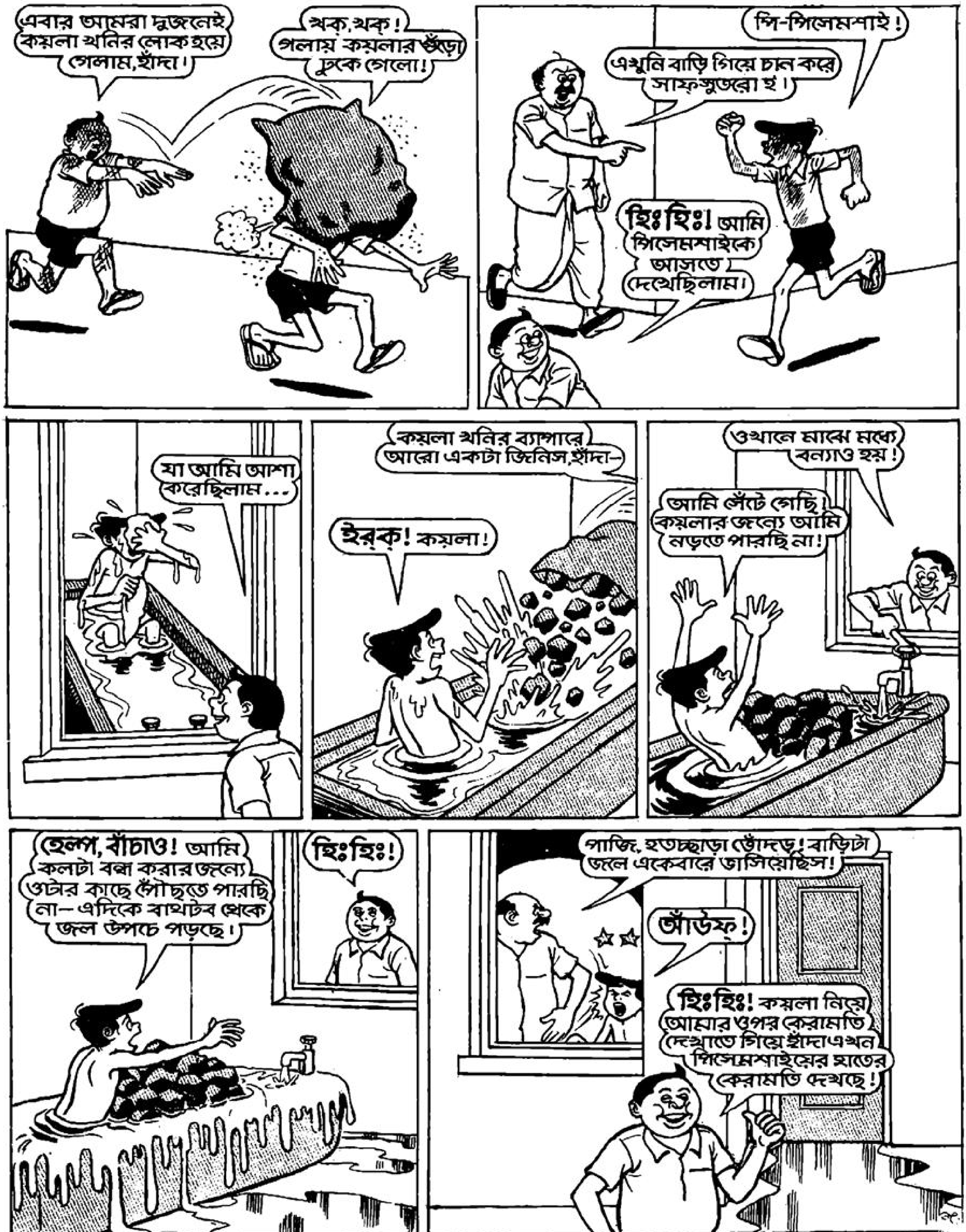

হাঁদা-ভোঁদার
কর্মোদ্যম
কি হলো, বল তো? একটা চুনো পুঁটিও ধারে কাছে এলো না! মাইরি!
যা বলেছিস, ভোঁদা! আজ আর মাছ ছিপে আসবে না। চল উঠে পড়া যাক।
ও পাড়ায় ক্রিকেট খেলা হচ্ছে তাই দেখি গিয়ে।
সেই ভালো। চল তাই গিয়ে দেখি।
কিছুক্ষণ পরে
পকেটে পয়সা থাকলে সার্কাস দেখা যেতো রে, মাইরি, হাঁদা!
এটা কোন ব্যাপারই নয়। ইচ্ছে করলে সার্কাস দেখার টাকা জোগাড় করতে পারি।
দ্য গ্রেট বুলেট সার্কাস
রোমহর্ষক চমকপ্রদ সব খেলা দেখে শিহরিত হোন
প্রবেশ-মূল্য - ৫, ১০টা:
পার্কে
এখানে কি হচ্ছে? আমি কি কোন কাজে লাগতে পারি?
আমরা স্পোর্টসের জন্যে প্রতিবন্ধক দৌড়ের গতিপথ তৈরির ব্যবস্থা করছি। তুমি প্রতিবন্ধক তৈরি করা যায় এরকম কিছু আমাদের জন্য আনতে পারো। তার বিনিময়ে তোমাকে মূল্য দেওয়া হবে।
এই পুরোনো বাতিল টায়ারগুলো দিয়ে দারুণ প্রতিবন্ধক তৈরি হবে। দেখলি তো ভোঁদা, কি রকম নগদ মালের বন্দোবস্ত করে ফেললুম।
সত্যি হাঁদা, তোর এলেম আছে! এখন ক্যাশ হাতে পেলেই আমরা সার্কাস দেখতে যাচ্ছি।
জঞ্জাল
লাঠিতে বেঁধে নেওয়ায় এখন পার্কের দিকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে কতো সুবিধে হচ্ছে।
পার্ক


উফস! এখানে এই পাথরটা রাখলো কোন উজবুক!
যাঃ! আমার থেকেও বেরিয়ে গেলো!
গেছি রে!
ইঁয়ুফ!
মরেচে! এখুনি এখান থেকে পালিয়ে চল, ভোঁদা!
সে আর তোকে বলতে হবে না। হাতে পেলে নগদ মাল দেওয়ার বদলে গায়ের ছাল তুলে নেবে!
উফ ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেছে! ওঃ, তুই আছাড় খেয়েই তো সব গুবলেট করে ফেললি।
ঐ পাথরটাই যতো নষ্টের মূলে। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই, উদ্যম হারাবি না। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!
ইরক্!
মরেচে! এখানেও পাথরে হোঁচট, এবার খোদ বুলেট সার্কাসের প্রচারের দু'চাকার গাড়ি।
ইস! লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! আমি ওর হয়ে উটপাখিটা সার্কাসে ফিরিয়ে দিয়ে আসি!


হাঁদা-ভোঁদার
ছিনতাই রেজিমেন্ট
ঠিক আছে! তোরা এখন আর্মিতে! তোরা আমার খাদ্য ছিনতাই রেজিমেন্টের!
আমরা তোকে খাদ্য ছিনতাইয়ে সাহায্য করবো সার্জেন্ট হাঁদা!
দাঁড়াও! তুমি কে যাচ্ছো?
উলস!
আমার রাস্তা ছাড়, হোঁৎকা কোথাকার!
হিঃ হিঃ! সৈন্য হলে তার জীবন দুর্দান্ত!
পরে বেকারির বাইরে
আমরা কি ভাবে এই মনোরম পিঠেগুলি পাবো?
আমি এই হ্যাণ্ড গ্রেনেড ব্যবহার করবো।
ময়দা
বেকারি
এই গেলো! এটা একটা ময়দার বোমা!
ঠিক আছে! বেকারির ভিতরে চল!
থুক!
থুক!
বেকারি


হুররবে! সেনা জীবন কি দুর্দান্ত, ভোঁদা!
বেকারি
ড্যাংবেকারি
ড্যাংয়ের বেকারি
বেকারির ভ্যানটা দেখেছিস? এবার কম্যান্ডোরেইড করতে হবে!
উলস্! কি দারুণ পছন্দসই সব কেক!
বাঁচাও! আমরা ফাঁদে আটকেছি!
দড়াম!
ক্লিক!
অ্যাই মরেছে! ভ্যানটা যে চলতে শুরু করলো রে সার্জেন্ট হাঁদা!
আমরা শেষ পর্যন্ত থেমেছি— ওঁক্ৎ!
খাবারের সঙ্গে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? এক গোছা খাবার ছিনতাইকারী!
আচ্ছা, তোরা বালসেনারা মনোরম খাবার পছন্দ করিস, তাই না? ঠিক আছে, তোদের জন্যে আমি একটা কাজ ঠিক করেছি— লেফট্, রাইট্, লেফট্ রাইট্!
রান্নাঘর
তোরা আলুর খোসা ছাড়াবি, ঘুটে কাস্টার্ড মেশাবি, আর সব্জী ধুয়ে রাখবি।
আই বাপ! কে বলেছে যে সৈন্য হিসেবে লাইফ নাকি দুর্দান্ত?
তুই, তুই বলেছিস বোল্লিক!

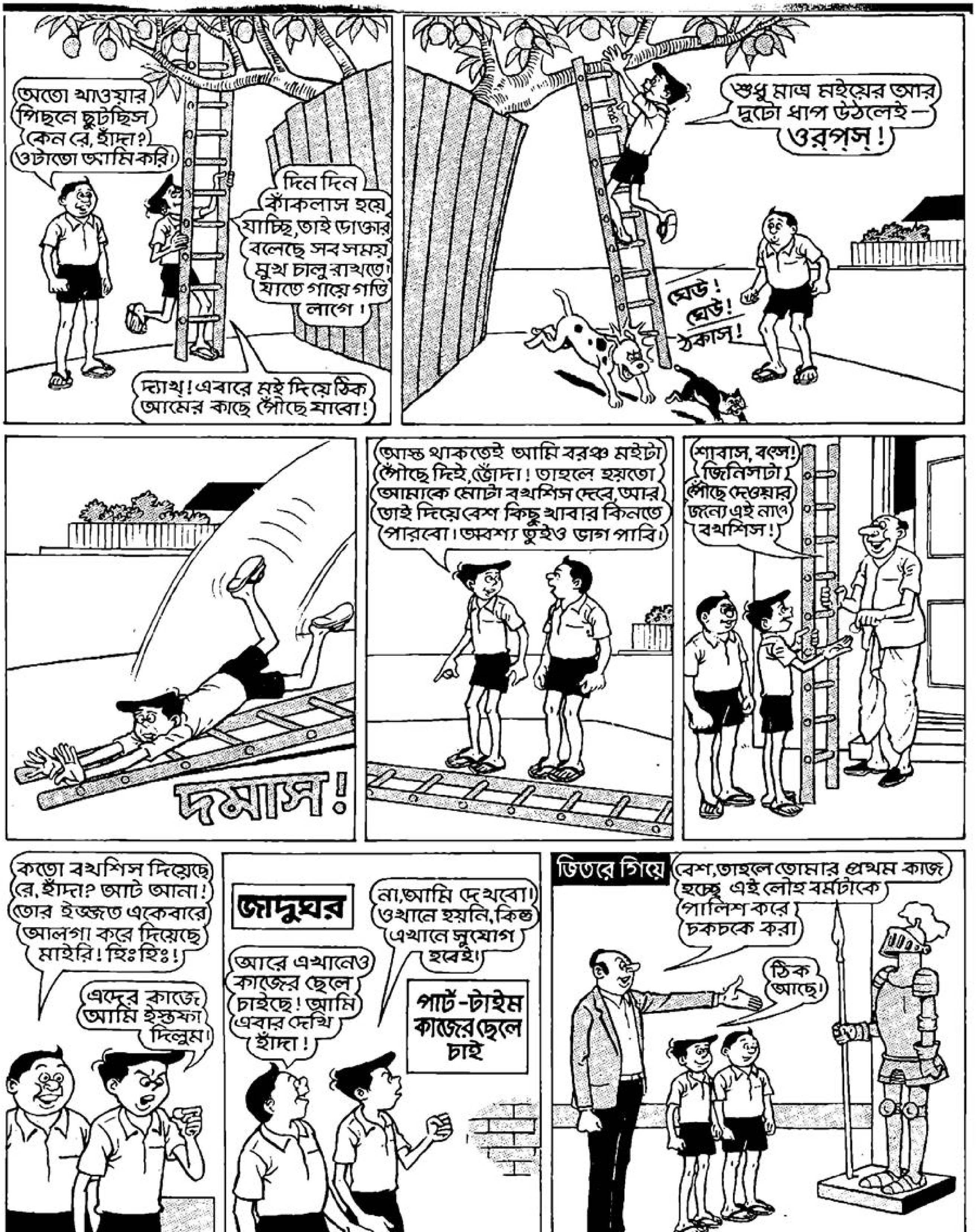

হাঁদা-ভোঁদার
কয়লা কাণ্ড
কয়লাওয়ালা বাইরে কয়লার বস্তা রেখে গেছে। ওগুলো এনে কয়লা রাখার ঘরে রেখে দে, ভোঁদা!
ঠিক আছে, পিসেমশাই!
একিরে, ভোঁদা! তুই একলা এই কয়লার বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছিস?
আহাঃ!
তুই এভাবে নিয়ে যাচ্ছিস এটা বিপজ্জনক হতে পারে, ভোঁদা!
দেখলি তো, তোকে সাহায্য করতে গেলুম আর তুই বস্তা নিয়ে উল্টে পড়ে গেলি!
আরফস্!
আর কয়লার ময়লাই যখন গায়ে লাগিয়েছিস তখন তোকে কয়লা খনির লোক বানিয়ে দি–
বস্তার এই কয়লার গুঁড়ো তোর গায়ে মাথায় ঝেড়ে দিয়ে।
আগহ্!
এবার তুই কয়লা বহনের উপযুক্ত লোক হয়েছিস। মনে হবে তুই খনি থেকে কয়লা তুলে আনছিস। হিঃহিঃ!
বাহ্!


এবার আমরা দুজনেই কয়লা খনির লোক হয়ে গেলাম, হাঁদা।
খক, খক! গলায় কয়লার গুঁড়ো ঢুকে গেলো!
পি-পিসেমশাই!
এখুনি বাড়ি গিয়ে চান করে সাফ্‌সুতরো হ।
হিঃ হিঃ! আমি পিসেমশাইকে আসতে দেখেছিলাম।
যা আমি আশা করেছিলাম...
কয়লা খনির ব্যাপারে আরো একটা জিনিস, হাঁদা—
ইরক্‌! কয়লা!
ওখানে মাঝে মধ্যে বন্যাও হয়!
আমি সেঁটে গেছি! কয়লার জন্যে আমি নড়তে পারছি না!
হেল্প, বাঁচাও! আমি কলটা বন্ধ করার জন্যে ওটার কাছে পৌঁছতে পারছি না— এদিকে বাথটব থেকে জল উপচে পড়ছে।
হিঃ হিঃ!
পাজি, হতচ্ছাড়া ভোঁদড়! বাড়িটা জলে একেবারে ভাসিয়েছিস!
আঁউফ্‌!
হিঃ হিঃ! কয়লা নিয়ে আমার ওপর কেরামতি দেখাতে গিয়ে হাঁদা এখন পিসেমশাইয়ের হাতের কেরামতি দেখছে!

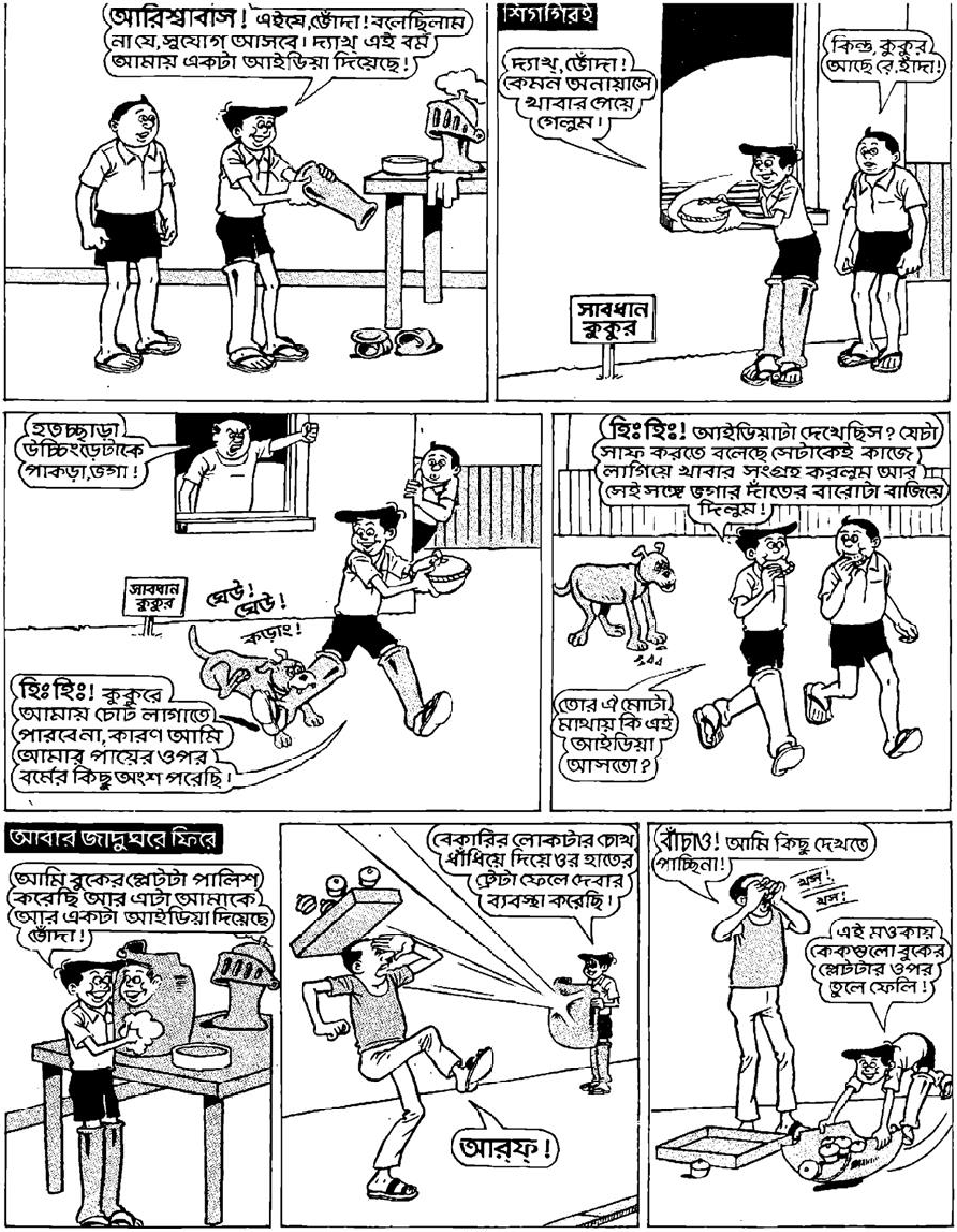


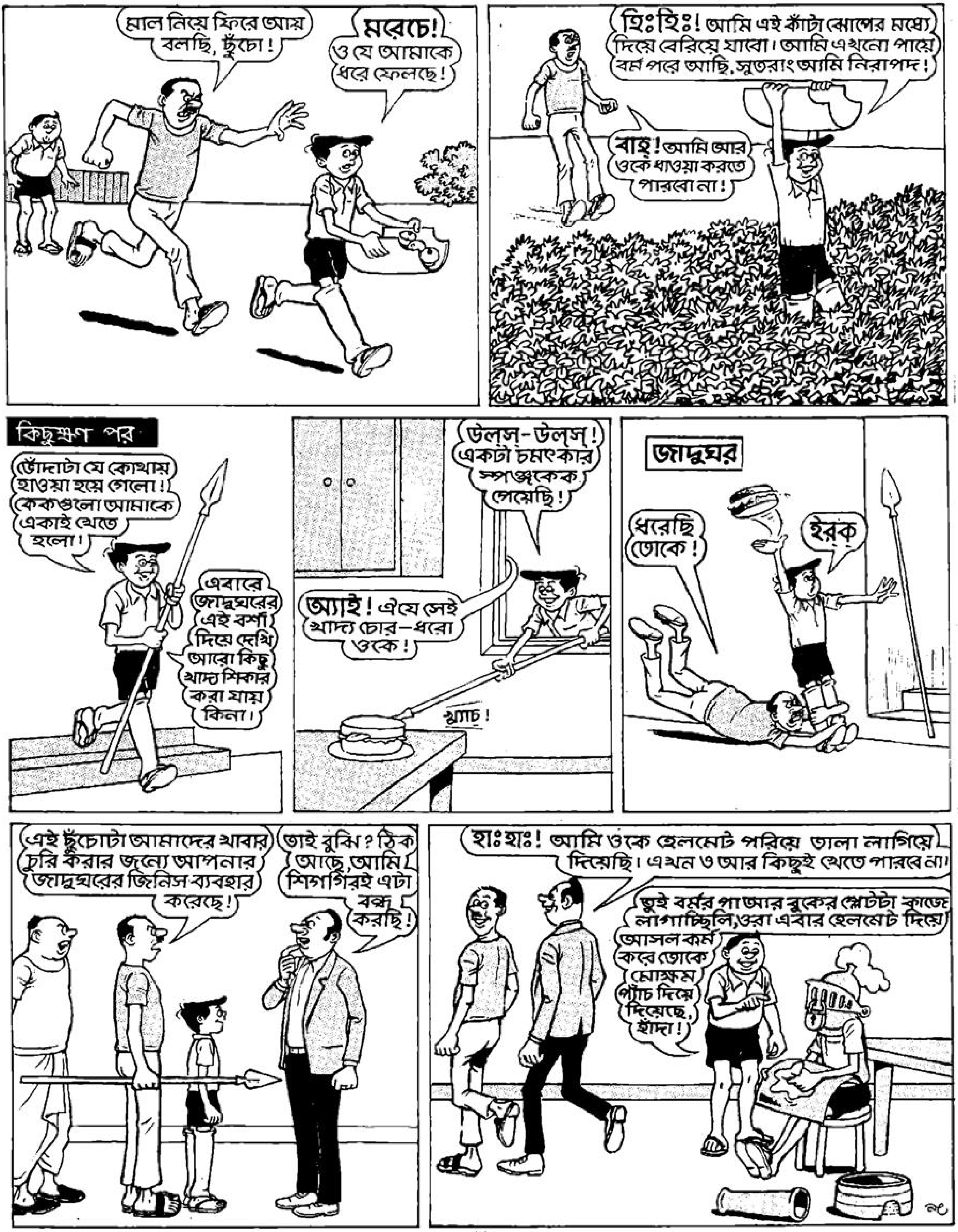
H.B.B-13-F-1/4


হাঁদা-ভোঁদার
মোক্ষম প্যাঁচ
একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে মাল পৌঁছে দেবার কাজ পেয়েছি, ভোঁদা! চিন্তা নেই, তোকেও খাওয়াবো।
স্টোরে
দুটো জিনিস ডেলিভারি দেওয়ার আছে, হাঁদা— একটা ধাতব মই আর একটা রেকর্ড প্লেয়ার।
এই মইটা আমি পৌঁছে দেবো!
হিঃ হিঃ! ভোঁদা! এবারে দেখবি এই মইটা আমাদের জন্যে কিছু খাবার সংগ্রহের সুযোগ করে দেবে!
দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্যাখ, ঐ জানালার কাছে রাখা খাবারটা আনতে মইটা কেমন কাজ দিচ্ছে!
এখান থেকে কেটে পড় হতচ্ছাড়া!
ইর্‌ক্!
অপারেশান মই একদম ফ্লপ হয়ে গেলো রে, হাঁদা!


অতো খাওয়ার পিছনে ছুটছিস কেন রে, হাঁদা? ওটাতো আমি করি।
দিন দিনে কাঁকলাস হয়ে যাচ্ছি, তাই ডাক্তার বলেছে সব সময় মুখ চালু রাখতে। যাতে গায়ে গত্তি লাগে।
দ্যাখ্! এবারে মই দিয়ে ঠিক আমের কাছে পৌঁছে যাবো!
শুধু মাত্র মইয়ের আর দুটো ধাপ উঠলেই —
ওরপ্‌স্!
ঘেউ! ঘেউ!
ফ্যাঁস!
দমাস!
আস্ত থাকতেই আমি বরঞ্চ মইটা পৌঁছে দিই, ভোঁদা! তাহলে হয়তো আমাকে মোটা বখশিস দেবে, আর তাই দিয়ে বেশ কিছু খাবার কিনতে পারবো। অবশ্য তুইও ভাগ পাবি।
শাবাস, বৎসে! জিনিসটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই নাও বখশিস!
কতো বখশিস দিয়েছে রে, হাঁদা? আট আনা! তোর ইজ্জত একেবারে আলগা করে দিয়েছে মাইরি! হিঃ হিঃ!
এদ্দের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম।
জাদুঘর
আরে এখানেও কাজের ছেলে চাইছে! আমি এবার দেখি হাঁদা!
না, আমি দেখবো। ওখানে হয়নি, কিন্তু এখানে সুযোগ হবেই।
পার্ট-টাইম কাজের ছেলে চাই
ভিতরে গিয়ে
বেশ, তাহলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই লৌহ বর্মটাকে পালিশ করে চকচকে করা।
ঠিক আছে।

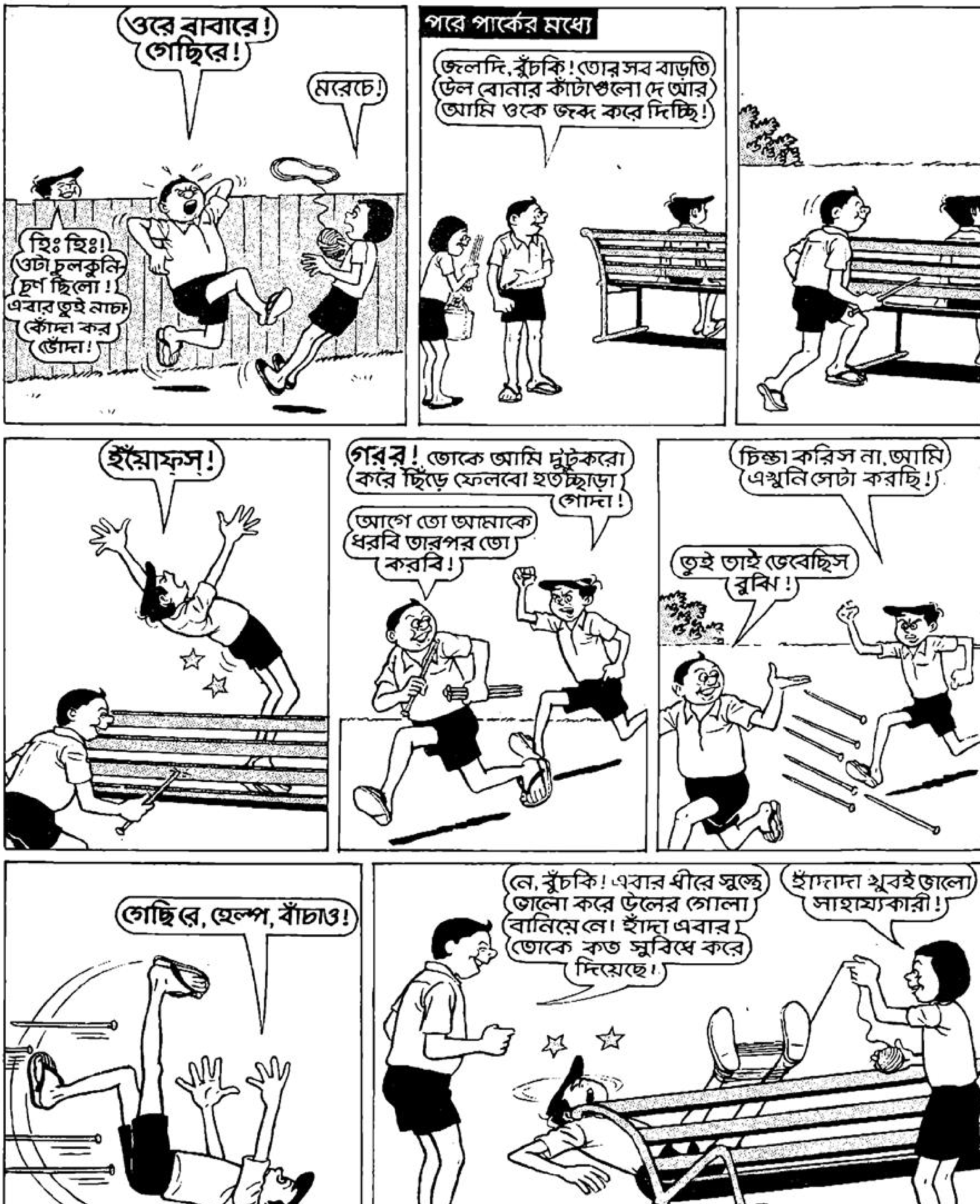

হাঁদা-ভোঁদার
ছদ্ম আবরণ
ঐ বুড়ো ঠ্যালাওয়ালা বেচারাকে খুব পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে!
এই ঠ্যালাটা তুমি একটু ঠেলে দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবে বাছা?
নিশ্চয়ই দেবো, দাদু!
এটা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?
সাবধান কাঁচের জিনিস
সাবধান কাঁচের জিনিস
আমি এই বোঝা আমার ঠ্যালার ওপর রাখি! একি! ঠ্যালাটা কে আবার সরিয়ে নিলো!
তাহলে ঠ্যালা সরানো তোর কাজ! তাহলে এই দ্যাখ্ কেমন মজা লাগে!
হিঃ হিঃ! তোকে বোকা বানিয়েছি, ভোঁদা! আমার ছদ্মবেশের জন্যে তুই আমাকে ধরতে পারিস নি!
ইস! আমি বুদ্ধু বনে গেলুম!
পরে
হতচ্ছাড়াটার কোন পাত্তাই নেই!


আরিশ্বাবাস! এইযে, ভোঁদা! বলেছিলাম না যে, সুযোগ আসবে। দ্যাখ্ এই বর্ম আমায় একটা আইডিয়া দিয়েছে!
শিগগিরই
দ্যাখ্, ভোঁদা! কেমন অনায়াসে খাবার পেয়ে গেলুম।
কিন্তু, কুকুর আছে রে, হাঁদা!
সাবধান কুকুর
হতচ্ছাড়া উচ্চিংড়েটাকে পাকড়া, ভগা!
সাবধান কুকুর
ঘেউ! ঘেউ!
কড়াং!
হিঃ হিঃ! কুকুরে আমায় চোট লাগাতে পারবে না, কারণ আমি আমার পায়ের ওপর বর্মের কিছু অংশ পরেছি।
হিঃ হিঃ! আইডিয়াটা দেখেছিস? যেটা সাফ করতে বলেছে সেটাকেই কাজে লাগিয়ে খাবার সংগ্রহ করলুম আর সেই সঙ্গে ভগার দাঁতের বারোটা বাজিয়ে দিলুম!
তোর ঐ মোটা মাথায় কি এই আইডিয়া আসতো?
আবার জাদুঘরে ফিরে
আমি বুকের প্লেটটা পালিশ করেছি আর এটা আমাকে আর একটা আইডিয়া দিয়েছে ভোঁদা!
বেকারির লোকটার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ওর হাতের ট্রেটা ফেলে দেবার ব্যবস্থা করেছি।
আরফ্!
বাঁচাও! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা!
এই মওকায় কেকগুলো বুকের প্লেটটার ওপর তুলে ফেলি!

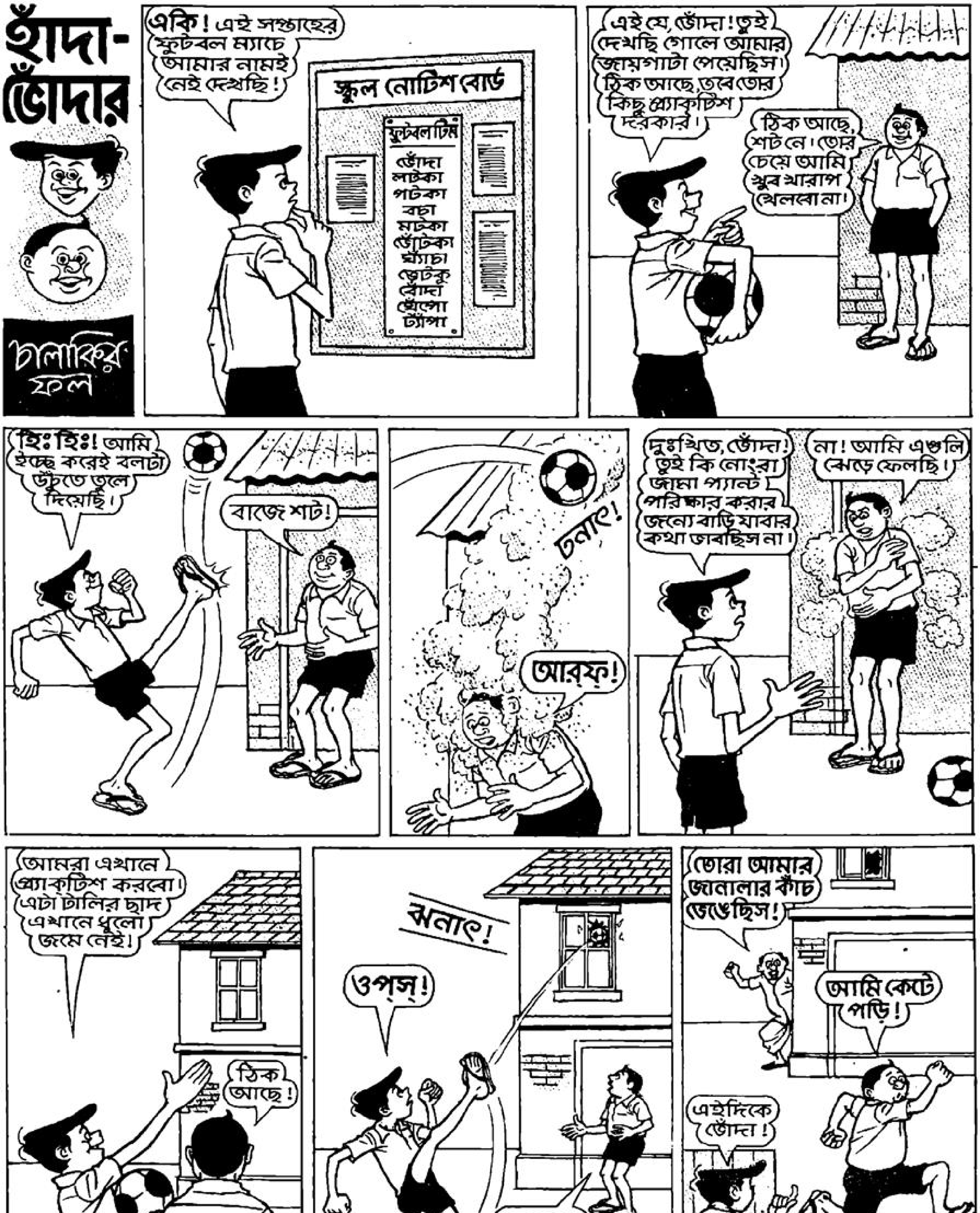

মাল নিয়ে ফিরে আয় বলছি, ছুঁচো!
মরেচে! ও যে আমাকে ধরে ফেলছে!
হিঃ হিঃ! আমি এই কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবো। আমি এখনো পায়ে বর্ম পরে আছি, সুতরাং আমি নিরাপদ!
বাহ্! আমি আর ওকে ধাওয়া করতে পারবো না!
কিছুক্ষণ পর
ভোঁদাটা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো! কেকগুলো আমাকে একাই খেতে হলো।
এবারে জাদুঘরের এই বর্শা দিয়ে দেখি আরো কিছু খাদ্য শিকার করা যায় কিনা।
উলস-উলস! একটা চমৎকার স্পঞ্জকেক পেয়েছি!
অ্যাই! এযে সেই খাদ্য চোর—ধরো ওকে!
খ্যাচ!
জাদুঘর
ধরেছি তোকে!
ইরক
এই ছুঁচোটা আমাদের খাবার চুরি করার জন্যে আপনার জাদুঘরের জিনিস ব্যবহার করেছে!
তাই বুঝি? ঠিক আছে, আমি শিগগিরই এটা বন্ধ করছি!
হাঃ হাঃ! আমি ওকে হেলমেট পরিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন ও আর কিছুই খেতে পারবে না।
তুই বর্মের পা আর বুকের প্লেটটা কাজে লাগাচ্ছিলি, ওরা এবার হেলমেট দিয়ে আসল কর্ম করে তোকে মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে দিয়েছে, হাঁদা!

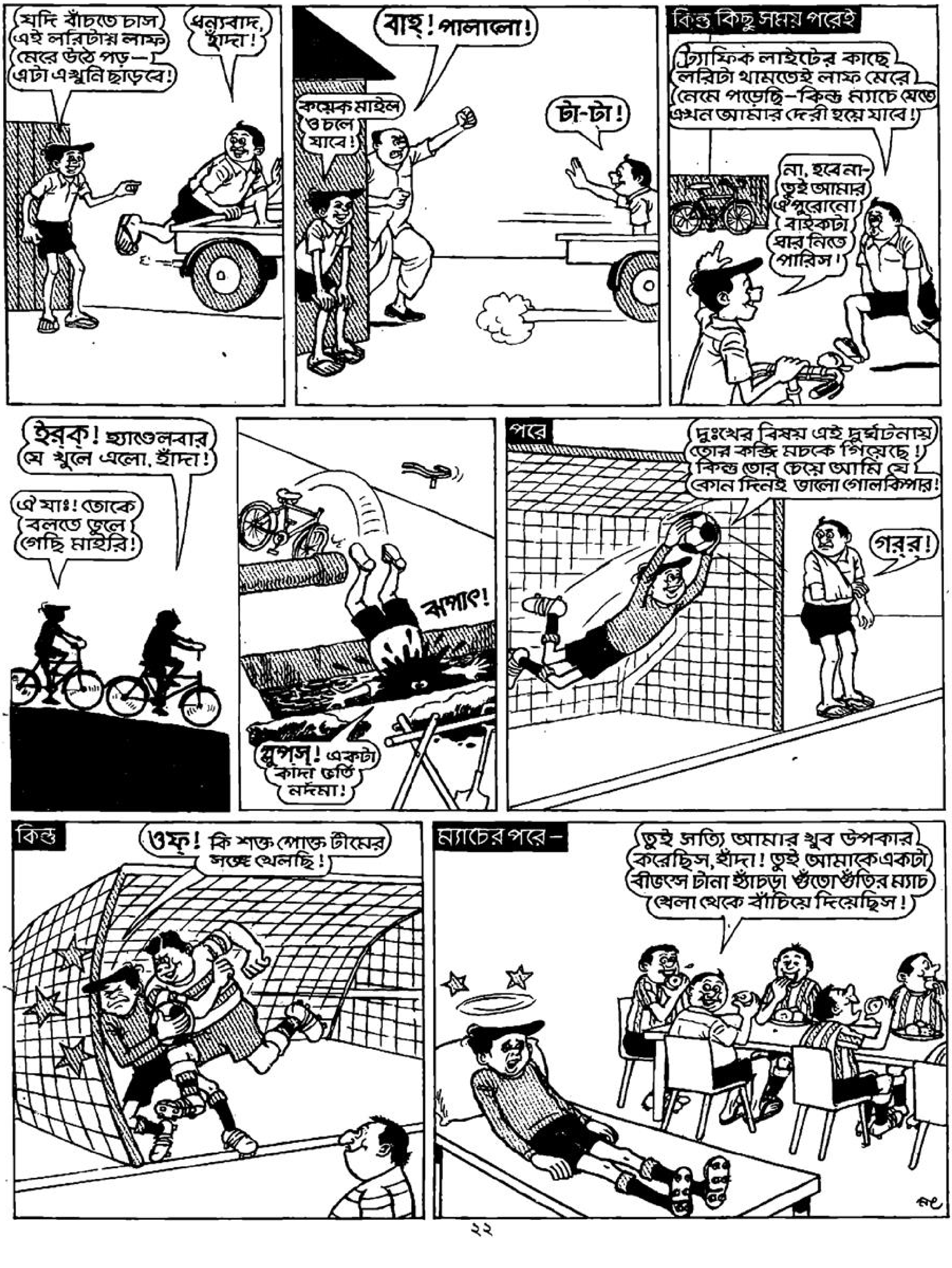


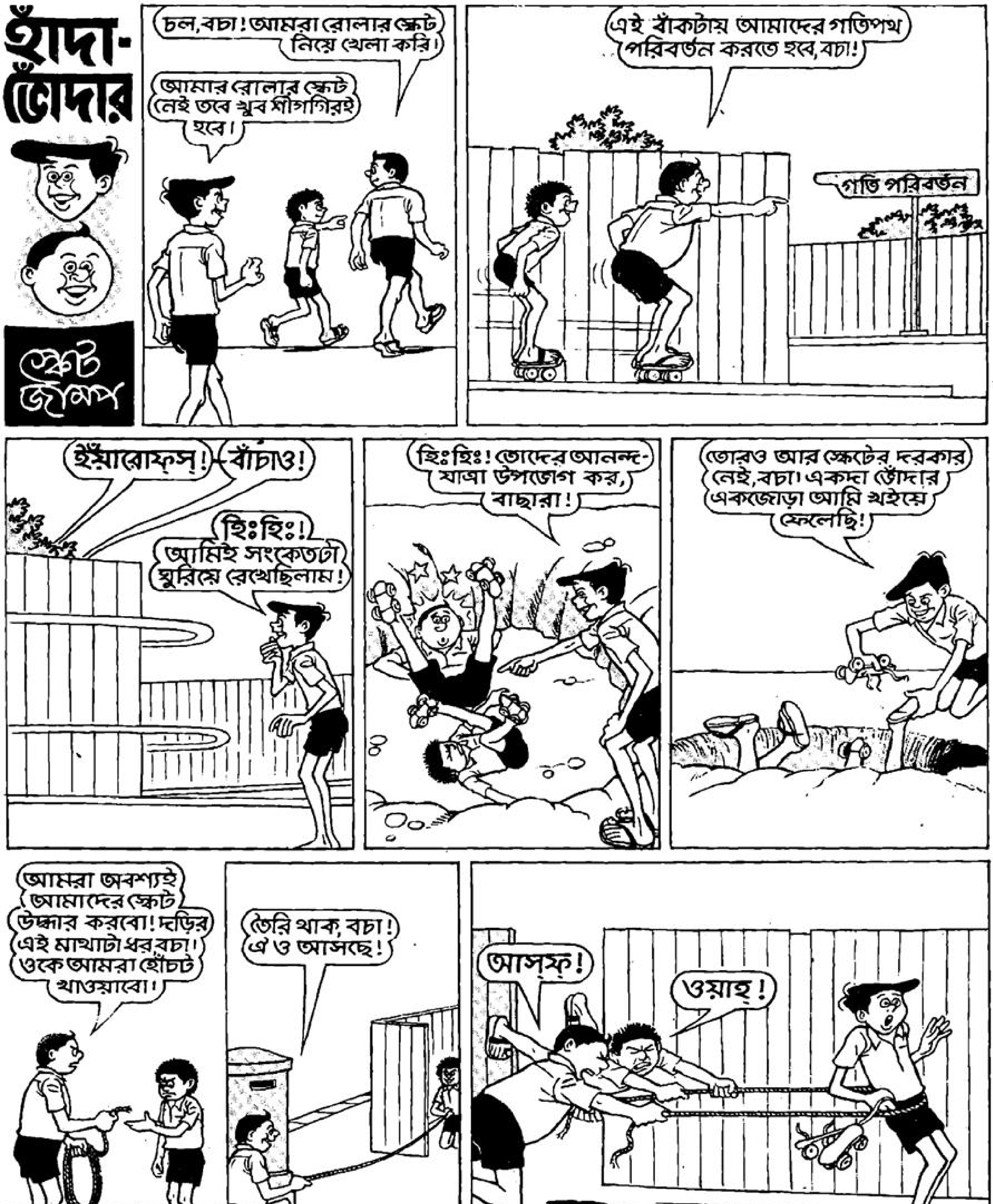
হাঁদা-ভোঁদার
উলের গোলা
হিঃ হিঃ! এই খালি ঠোঙাটা শব্দ করে ফাটিয়ে বুঁচকিটাকে একটু ভড়কে দিই!
ফুপ! ফুপ!
দুম!
ইরক! এটা কি?
হাঃ হাঃ! তুই তোর বোনা ফেলে দিলি, বুঁচকি!
গরর! এটা করে তুমি আমার বোনা নষ্ট করে দিলে!
একি রে, বুঁচকি! বোনা খুলে ফেলেছিস! এটা ঠিক করতে আমি কি তোকে সাহায্য করতে পারি?
আমি খুলিনি। হাঁদাদা এমন শব্দ করে ঠোঙা ফাটালো যে, এটা হাত ফস্কে পড়ে গেলো।
হ্যাঁ! আমি যতক্ষণ এই উলটা গুটিয়ে একটা গোলা না তৈরি করি ততক্ষণ তুমি উলটা ধরবে?
ঠিক আছে!
কিন্তু হাঁদা কাছেই ছিলো
এটা করা শিগগিরই আমি বন্ধ করছি!
অ্যাই! এটা কি হচ্ছে?
খুব শিগগিরই বুঝতে পারবি!

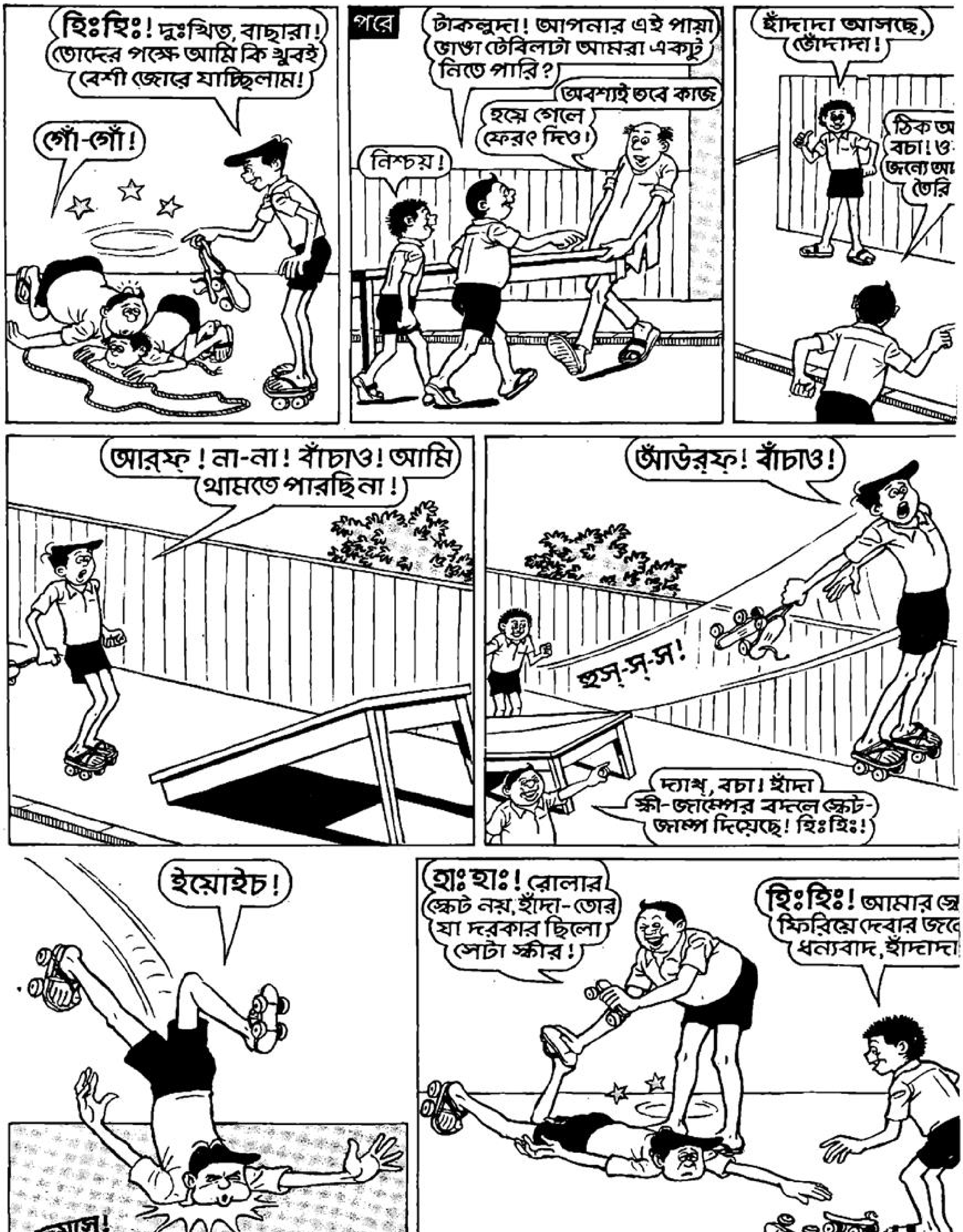


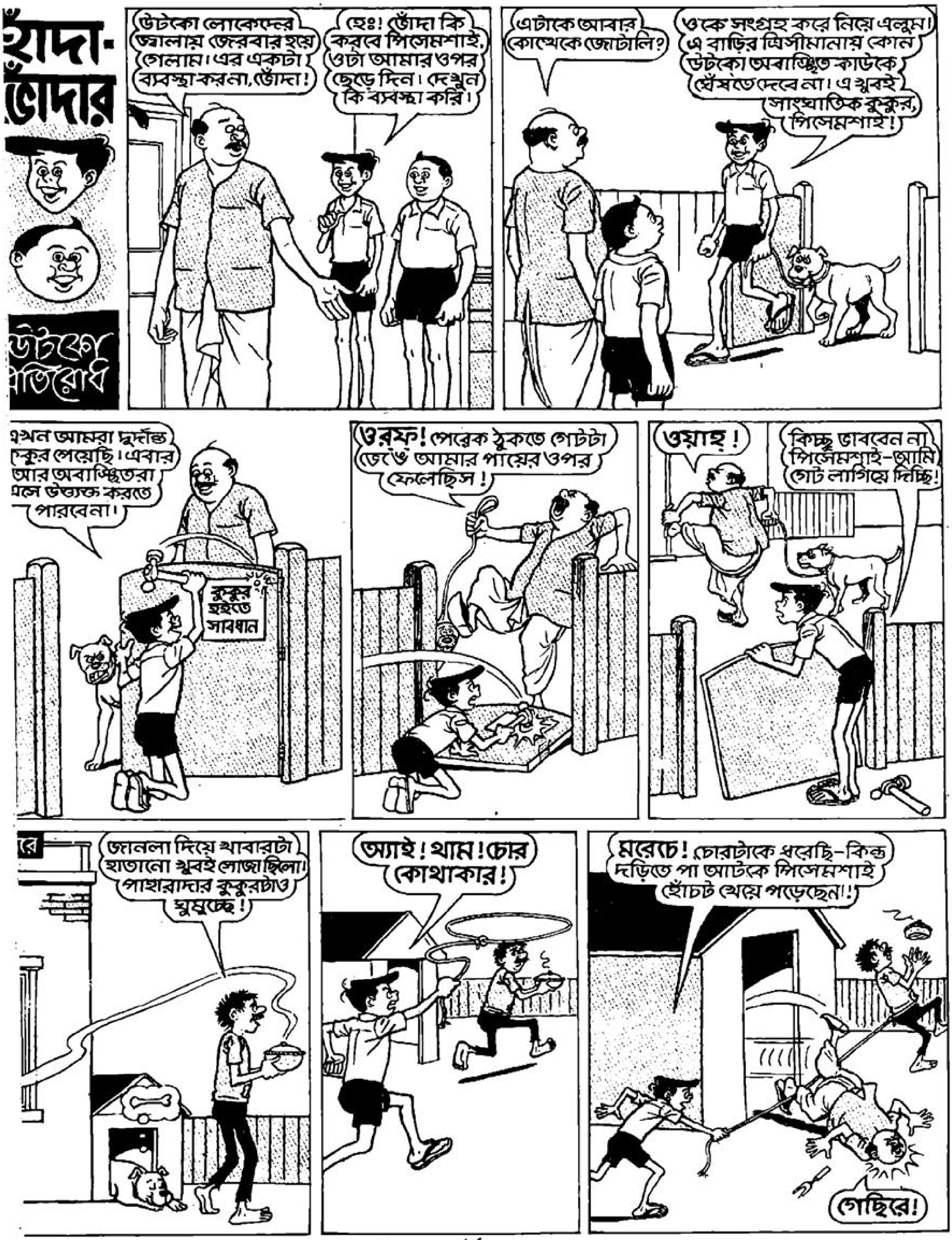
ওরে বাবারে! গেছিরে!
মরেচে!
হিঃ হিঃ! ওটা চুলকুনি-চূর্ণ ছিলো! এবার তুই নাচা কোঁদা কর ভোঁদা!
পরে পার্কের মধ্যে
জলদি, ঝুঁচকি! তোর সব বাড়তি উল বোনার কাঁটাগুলো দে আর আমি ওকে জব্দ করে দিচ্ছি!
ইঁয়োফস্!
গরর! তোকে আমি দু'টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো হতচ্ছাড়া গোদা!
আগে তো আমাকে ধরবি তারপর তো করবি!
চিন্তা করিস না, আমি এখুনি সেটা করছি!
তুই তাই ভেবেছিস বুঝি!
গেছি রে, হেল্প, বাঁচাও!
দমাস!
নে, ঝুঁচকি! এবার ধীরে সুস্থে ভালো করে উলের গোলা বানিয়ে নে। হাঁদা এবার তোকে কত সুবিধে করে দিয়েছে।
হাঁদাদা খুবই ভালো সাহায্যকারী!


হাঁদা-ভোঁদার
চালাকির ফল
একি! এই সপ্তাহের ফুটবল ম্যাচে আমার নামই নেই দেখছি!
স্কুল নোটিশ বোর্ড
ফুটবল টিম
ভোঁদা
লটকা
পটকা
বচা
মটকা
ভোঁটকা
ঘ্যাচা
ভেটকু
বোঁদা
ঘেঁপো
ট্যাঁপা
এই যে, ভোঁদা! তুই দেখছি গোলে আমার জায়গাটা পেয়েছিস। ঠিক আছে, তবে তোর কিছু প্র্যাক্‌টিশ দরকার।
ঠিক আছে, শট নে। তোর চেয়ে আমি খুব খারাপ খেলবো না।
হিঃ হিঃ! আমি ইচ্ছে করেই বলটা উঁচুতে তুলে দিয়েছি।
বাজে শট!
ঠনাৎ!
আরফ্!
দুঃখিত, ভোঁদা! তুই কি নোংরা জামা প্যান্ট পরিষ্কার করার জন্যে বাড়ি যাবার কথা ভাবছিস না।
না! আমি এগুলি ঝেড়ে ফেলছি।
আমরা এখানে প্র্যাক্‌টিশ করবো। এটা টালির ছাদ এখানে ধুলো জমে নেই।
ঠিক আছে!
ঝনাৎ!
ওপ্‌স্!
মরেচে!
তোরা আমার জানালার কাঁচ ভেঙেছিস!
আমি কেটে পড়ি!
এইদিকে ভোঁদা!

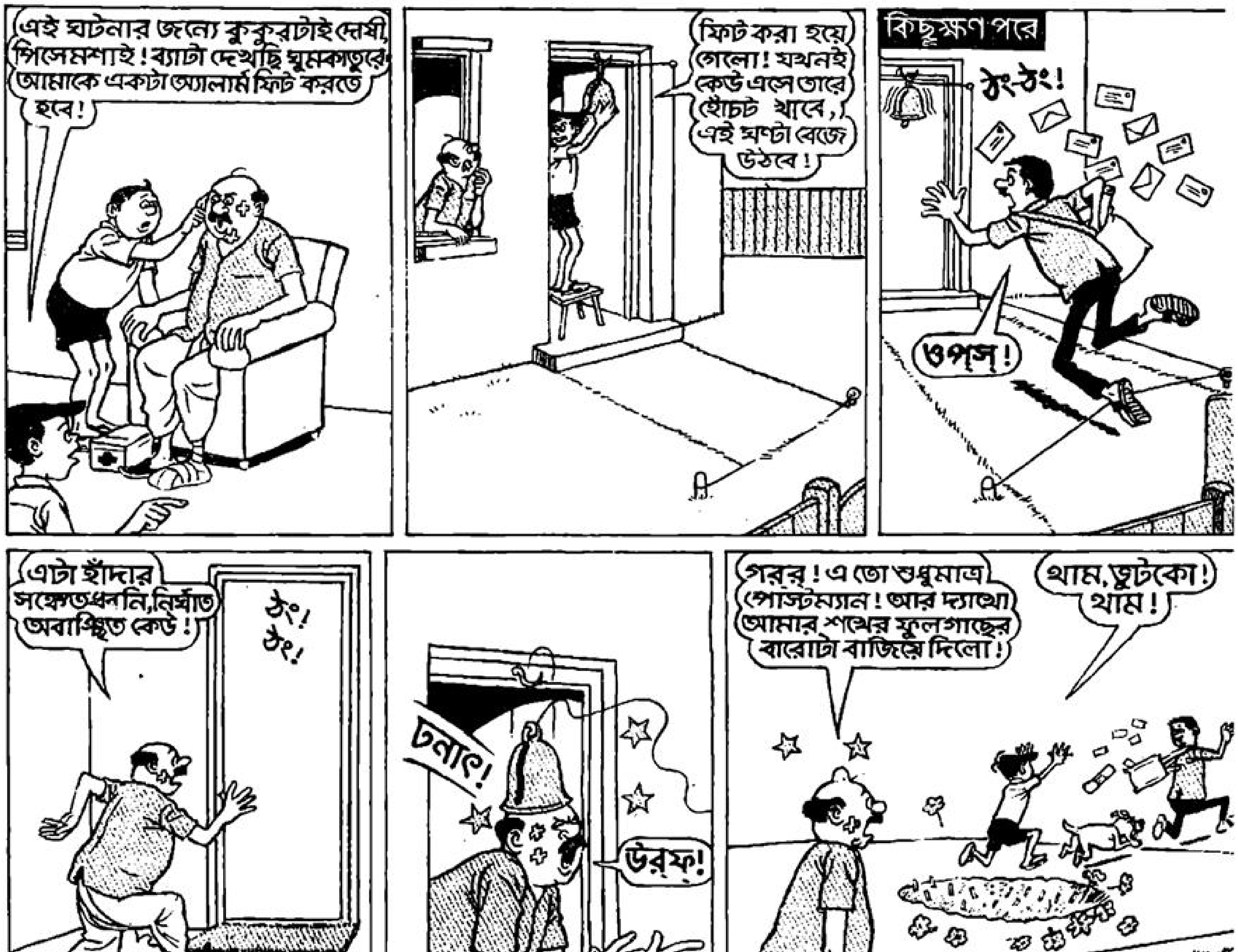

যদি বাঁচতে চাস এই লরিটায় লাফ মেরে উঠে পড়— এটা এখুনি ছাড়বে!
ধন্যবাদ, হাঁদা!
বাহ্! পালালো!
কয়েক মাইল ও চলে যাবে!
টা-টা!
কিন্তু কিছু সময় পরেই
ট্র্যাফিক লাইটের কাছে লরিটা থামতেই লাফ মেরে নেমে পড়েছি—কিন্তু ম্যাচে যেতে এখন আমার দেরী হয়ে যাবে!
না, হবে না— তুই আমার ঐ পুরোনো বাইকটা ধার নিতে পারিস!
ইরক্! হ্যাণ্ডেলবার যে খুলে এলো, হাঁদা!
ঐ যাঃ! তোকে বলতে ভুলে গেছি মাইরি!
ঝপাং!
গ্লুপস্! একটা কাদা ভর্তি নর্দমা!
পরে
দুঃখের বিষয় এই দুর্ঘটনায় তোর কব্জি মচকে গিয়েছে! কিন্তু তোর চেয়ে আমি যে কোন দিনই ভালো গোলকিপার!
গর্‌র!
কিন্তু
ওফ্! কি শক্ত পোক্ত টীমের সঙ্গে খেলছি!
ম্যাচের পরে—
তুই সত্যি আমার খুব উপকার করেছিস, হাঁদা! তুই আমাকে একটা বীভৎসে টানা হ্যাঁচড়া গুঁতোগুঁতির ম্যাচ খেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস!


হাঁদা-ভোঁদার
স্কেট জাম্প
চল, বচা! আমরা রোলার স্কেট নিয়ে খেলা করি।
আমার রোলার স্কেট নেই তবে খুব শীগগিরই হবে।
এই বাঁকটায় আমাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে, বচা!
গতি পরিবর্তন
ইয়ারোফ্‌স্‌!
বাঁচাও!
হিঃ হিঃ!
আমিই সংকেতটা ঘুরিয়ে রেখেছিলাম!
হিঃ হিঃ! তোদের আনন্দ-যাত্রা উপভোগ কর, বাছারা!
তোরও আর স্কেটের দরকার নেই, বচা। একদা ভোঁদার একজোড়া আমি খইয়ে ফেলেছি!
আমরা অবশ্যই আমাদের স্কেট উদ্ধার করবো! দড়ির এই মাথাটা ধর বচা। ওকে আমরা হোঁচট খাওয়াবো।
তৈরি থাক, বচা! ঐ ও আসছে!
আস্‌ফ্‌!
ওয়াহ্‌!


হিঃহিঃ! দুঃখিত, বাছারা! তোদের পক্ষে আমি কি খুবই বেশী জোরে যাচ্ছিলাম!
গোঁ-গোঁ!
পরে
টাকলুদা! আপনার এই পায়া ভাঙা টেবিলটা আমরা একটু নিতে পারি?
অবশ্যই তবে কাজ হয়ে গেলে ফেরৎ দিও।
নিশ্চয়!
হাঁদাদা আসছে, ভোঁদাদা!
ঠিক
বচা!
জন্যে
তৈরি
আরফ্! না-না! বাঁচাও! আমি থামতে পারছি না!
আঁউরফ্! বাঁচাও!
হুস্-স্-স!
দ্যাখ্, বচা। হাঁদা স্কী-জাম্পের বদলে স্কেট-জাম্প দিয়েছে! হিঃহিঃ!
ইয়োইচ!
দমাস!
হাঃ হাঃ! রোলার স্কেট নয়, হাঁদা-তোর যা দরকার ছিলো সেটা স্কীর!
হিঃহিঃ! আমার
ফিরিয়ে দেবার
ধন্যবাদ, হাঁদাদা!



উটকো লোকেদের জ্বালায় জেরবার হয়ে গেলাম। এর একটা ব্যবস্থা করনা, ভোঁদা!
হেঃ! ভোঁদা কি করবে পিসেমশাই, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখুন কি ব্যবস্থা করি।
এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালি?
ওকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কোন উটকো অবাঞ্ছিত কাউকে ঘেঁষতে দেবে না। এ খুবই সাংঘাতিক কুকুর, পিসেমশাই!
কুকুর হইতে সাবধান
পারবে না।
ওরফ! পেরেক ঠুকতে গেটটা ভেঙে আমার পায়ের ওপর ফেলেছিস!
ওয়াহ্!
কিচ্ছু ভাববেন না পিসেমশাই—আমি গেট লাগিয়ে দিচ্ছি!
জানলা দিয়ে খাবারটা হাতানো খুবই সোজা ছিলো। পাহারাদার কুকুরটাও ঘুমুচ্ছে!
অ্যাই! থাম! চোর কোথাকার!
মরেছে! চোরটাকে ধরেছি—কিন্তু দড়িতে পা আটকে পিসেমশাই হোঁচট খেয়ে পড়েছেন!
গেছিরে!


এই ঘটনার জন্যে কুকুরটাই দোষী, পিসেমশাই! ব্যাটা দেখছি ঘুমকাতুরে! আমাকে একটা অ্যালার্ম ফিট করতে হবে!
ফিট করা হয়ে গেলো! যখনই কেউ এসে তারে হোঁচট খাবে, এই ঘণ্টা বেজে উঠবে!
কিছুক্ষণ পরে
ঠং-ঠং!
ওপ্‌স্‌!
এটা হাঁদার সঙ্কেতধ্বনি, নির্ঘাত অবাঞ্ছিত কেউ!
ঠং! ঠং!
ঢনাং!
উরফ!
গরর! এ তো শুধুমাত্র পোস্টম্যান! আর দ্যাখো আমার শখের ফুলগাছের বারোটা বাজিয়ে দিলো!
থাম, ভুটকো! থাম!
আমি আপনাকে বলছি, পিসেমশাই, আমার কোন দোষ নেই! ঐ ব্যাটা কুকুরটাই যতো গণ্ডগোলের মূলে। ব্যাটাকে তাড়িয়ে ছাড়বো!
তুই তাই ভেবেছিস বুঝি, এঃ!
চমৎকার! আমার একটা ভালো মতলব এসেছে!
এইযে! এটা ভালো করে সেঁটে দে, ভোঁদা! এটা দেখলে সব্বাই পালাবে!
ঠিক বলেছেন, পিসেমশাই! হিঃ হিঃ!
হাঁদা হইতে সাবধান

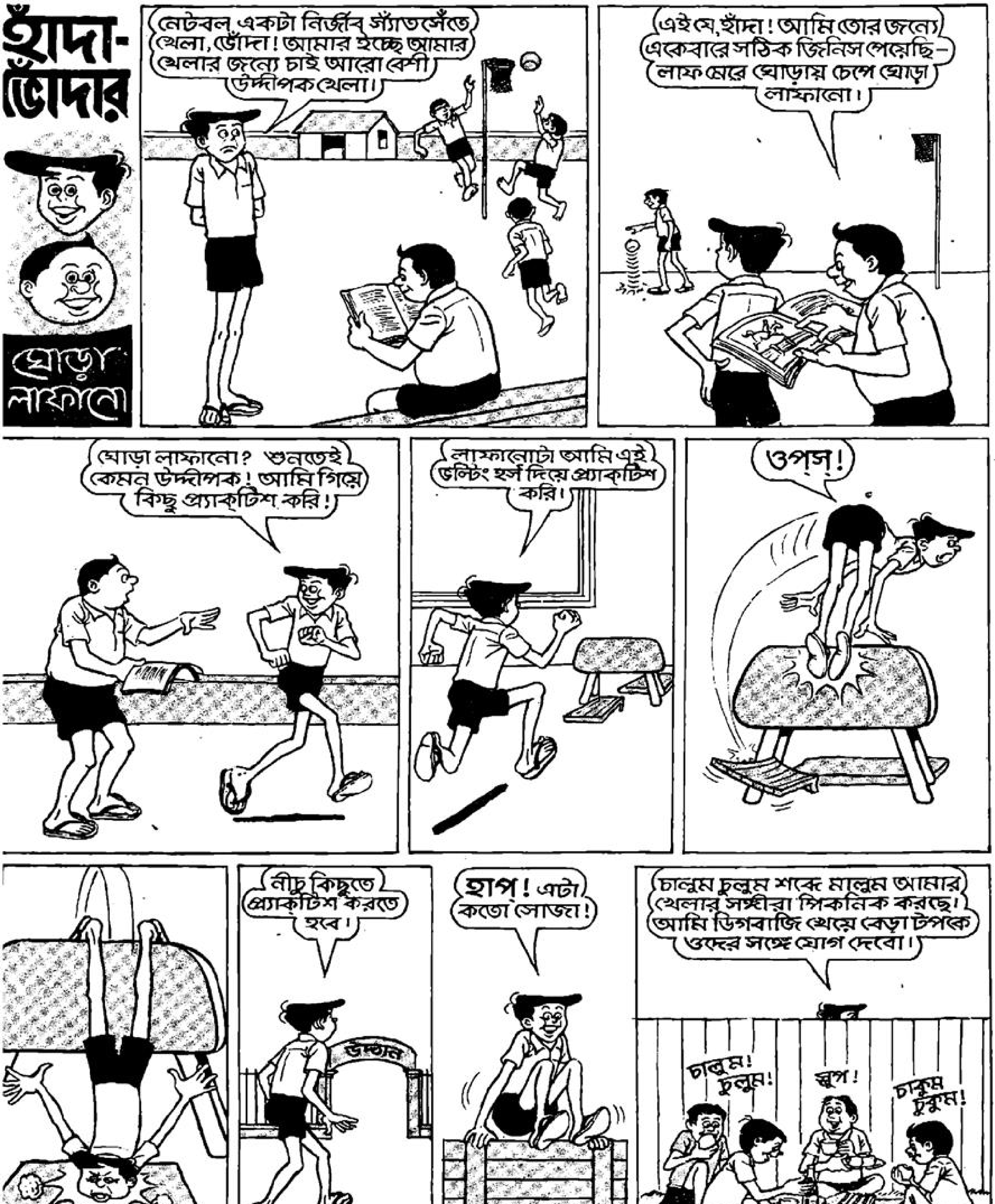

ওফ্‌!
তুমি কি আমার দিকে কাউকে ইঁট ছুঁড়তে দেখেছো?
না খোঁখাবাবু, হামি কুছু দেখি নাই!
এই বেঁটে দারোয়ানটাকে কিছু অদ্ভুত লাগছে। আমি একটা টাকা ফেলে দেখি।
ওটা আমার! আমি আগে টাকাটা দেখেছি!
আমি জানি! এ অন্য ছদ্মবেশ!
তোকে আমি ছাতু করে ফেলবো!
আগে আমাকে ধর, তারপর তো করবি রে, খেঁৎকা!
আমার রাস্তা থেকে সরে যাও বুড়ি!
আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা! বেল্লিক! ছুঁচো!
এতো দেখছি ছদ্মবেশে গোয়েন্দা গোবিন্দ গড়গড়ি! ইনি নিশ্চয়ই কোন অপরাধীর খোঁজ করছেন!
হোঃ হোঃ! এবার তোর সেরা ছদ্মবেশ হয়েছে হাঁদা! তোর ঐ বদন দেখে কেউ চিনতেই পারবে না।
গোঁক!



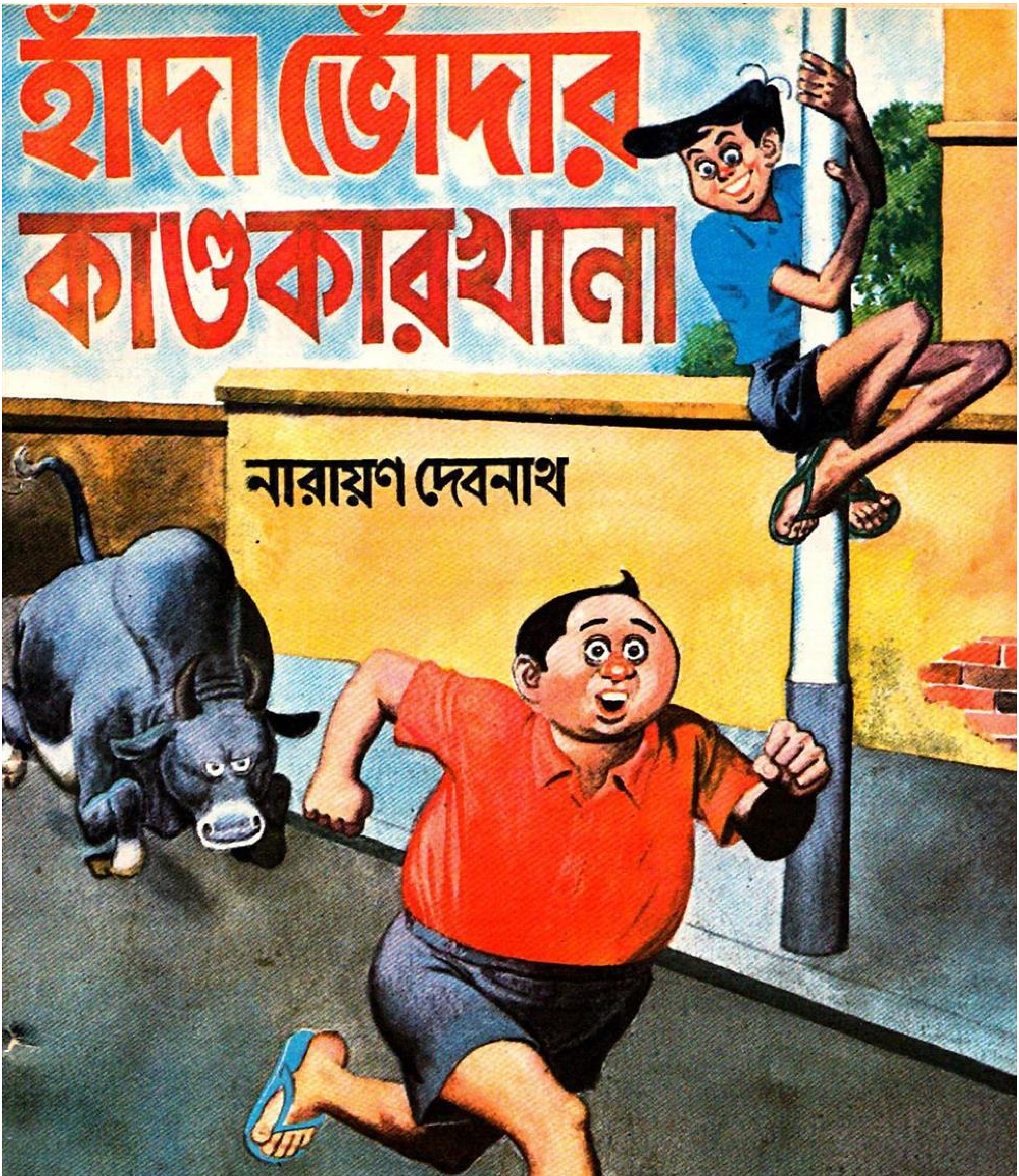
ঘণ্টা বাঁধা
'পড়শীদের হতচ্ছাড়া বেড়ালটা দুদিন আমাদের মাছ নিয়ে পালালো। এর একটা ব্যবস্থা কর,ভোঁদা!
এ ওর কম্ম নয়, পিসি। ওর ব্যবস্থা আমি করছি! ওর গলায় আমি ঘণ্টা বেঁধে দেবো। তাহলে ও এলেই তুমি সাবধান হতে পারবে!
হাঁদা একটা ফাঁদ পাতলো
সংরক্ষিত এই মরা তোতাটাকে দেখে বেড়ালটা ওকে জ্যান্ত ভেবে ওটাকে ধরার চেষ্টা করবে — তখন আমি ওটাকে পাকড়াও করবো!
কিন্তু
ইরক! কিসের শব্দ? কিছু একটা বেড়ালটাকে ঘাবড়ে দিয়েছে!
দমাস!
খ্যাঁওয়াচ! এর আগে আমি কখনো এরকম কদাকার পাখি দেখিনি। এটা নি-নির্ঘাত একটা শকুনি হবে!
তোতাটা চালা থেকে পড়ে গেলো
গেছিরে!
এটা যদি তোদের তোতা হয় হতচ্ছাড়ারা, তবে ওটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি—এই নে!
খুব বেঁচে গেছি! মাথায় ঐ ঠোঁটের চোট খেলে দেখতে হতো না!
হাঁদা অন্য কৌশল খাটালো
দ্যাখ, ভোঁদা! এবার এই পুতুল পাপিয়াটা ঐ বেড়ালটাকে নির্ঘাত আকর্ষণ করবে!
পিউ!
পিউ!
মুদিখানা
প্যাঁক!
প্যাঁক!
অ্যাঃ! বেড়ালের বদলে তুই কিছু হাঁসকে আকর্ষণ করেছিস, হাঁদা। আর ওরা মুদিখানার গমের থোলা বস্তা দেখতে পেয়েছে।
মুদিখানা
গরর! তোকে ধরার টাইম নেই, হাঁদা। নাহলে-
বেড়ালের বদলে এবারে এক ঝাঁক হাঁস এসে গেলো, হাঁদা! দোকানের মালিক এখন হাঁস তাড়াতে ব্যস্ত থাকবে। এই তালে চল কেটে পড়ি।



পরে আবার নয়া কৌশল
আল্লুস! বেড়ালটা যখন মাছ ধরার জন্যে লাফ মারবে তখন ঐ কাগজের মধ্যে দিয়ে ঐ পিপেটার ভিতরে গিয়ে পড়বে।
কিন্তু
তোর শিকার বেড়ালটা যেন বিকারগ্রস্ত হয়ে যা তা করে যাচ্ছে, হাঁদা! ভেতরে পড়ার বদলে কানায় লাফিয়ে পিপেটাকেই কাত করে ফেলে দিলো।
উওফ! এটা গড়িয়ে চলে যাচ্ছে রে, ভোঁদা! এটাকে আমি ধরতে পারছি না!
আরে, আরে! সাবধান মশাইরা
ইস্!
ইরক্!
ওয়াহ!
বাঁচাও! হে-য়েল্প!
গরর! হতভাগাটার পিছু নিন!
লোহার জিনিসের দোকান
ওরে বাবা! আমি এই দোকানটায় ঢুকে পড়ি।
আমি আর তোর সঙ্গে থাকতে ভরসা পাচ্ছি না হাঁদা। কাজেই—
ওপ্‌স! ইয়োফ্!
রং আর যন্ত্রপাতি
ঘণ্টা
দমাস!
বাড়িতে
হাঁদা এলি নাকি? তুই কায়দা করে বেড়ালটার গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পেরেছিস, তো?
না! কিন্তু ও নিজেকে নিজেই ঘণ্টা পরিয়েছে! আর আমরা আশা করবো ও এভাবেই থাকবে—তাহলে ওর দ্বারা কোন ক্ষতি হবার আগেই ঘণ্টার শব্দে সাবধান হতে পারবো।
বেড়ালের বদলে ও নিজেই ঘণ্টা পরেছে, পিসি। হিঃ হিঃ!
!


হাঁদা-ভোঁদার
ঘোড়া লাফানো
নেটবল একটা নির্জীব স্যাঁতসেঁতে খেলা, ভোঁদা! আমার ইচ্ছে আমার খেলার জন্যে চাই আরো বেশী উদ্দীপক খেলা।
এই যে, হাঁদা! আমি তোর জন্যে একেবারে সঠিক জিনিস পেয়েছি— লাফ মেরে ঘোড়ায় চেপে ঘোড়া লাফানো।
ঘোড়া লাফানো? শুনতেই কেমন উদ্দীপক! আমি গিয়ে কিছু প্র্যাক্টিশ করি!
লাফানোটা আমি এই ভল্টিং হর্স দিয়ে প্র্যাক্টিশ করি।
ওপ্‌স!
থ্যাপাস!
নীচু কিছুতে প্র্যাক্টিশ করতে হবে।
উদ্যান
হাপ! এটা কতো সোজা!
চাল্লুম চুল্লুম শব্দে মালুম আমার খেলার সঙ্গীরা পিকনিক করছে। আমি ডিগবাজি খেয়ে বেড়া টপকে ওদের সঙ্গে যোগ দেবো।
চাল্লুম! চুল্লুম!
স্লুপ!
চাকুম চুকুম!


আহ্,না! আমার পা আবার আটকেছে!
ইর্‌ক!
হাঁদা!
ওরফ! হাওয়া সুবিধের নয় কেটে পড়া যাক।
তোকে আমরা তুলোধোনা করবো চামচিকে কোথাকার।
এইযে,ভোঁদা! এখন আমি ঘোড়া লাফানোর জন্যে রেডি। আমার যথেষ্ট প্র্যাক্টিশ করা হয়েছে।
চমৎকার! তুই আস্তাবলের সামনে আমার সঙ্গে দেখা কর। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে।
আমি রেডি!
ঐযে ওখানে তোর ঘোড়া,হাঁদা!
ও খুব তীব্র ভাবে ছুটে যাচ্ছে,তাই না?
ইয়াপ্পি! দ্যাখ,ভোঁদা,আমি কি ভাবে ঘোড়ায় উঠছি!
অ্যাই মরেচে!
ওঃ! হাঁদারে...!
উপ্‌স্!
ওফ!
আমি ভেবে ঠিক করেছি শুধুই নেটবল খেলবো। ঘোড়া লাফানো অতি বিপজ্জনক!
ঠকাস!
কি টিপ রে মাইরি! অতো দূর থেকেও তোকে ঠিক লাগিয়েছে!


হাঁদা ভোঁদার
কাণ্ডকারখানা
নারায়ণ দেবনাথ
১৪

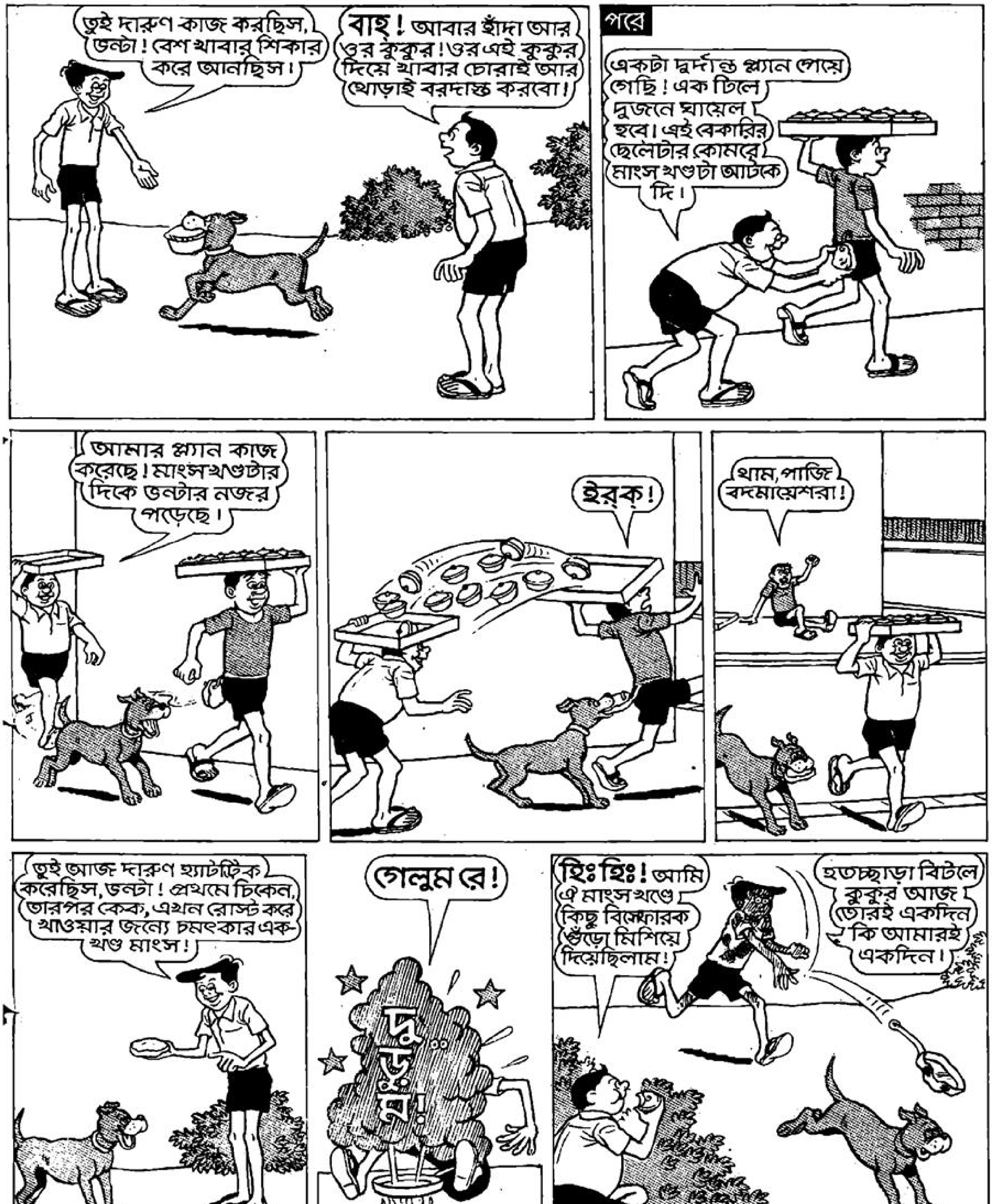

হাঁদা-ভোঁদার
উদ্ধারকার্য
এদিকে এটা দ্যাখ্, ভোঁদা! হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে দিতে পারলে পয়সা! আমি একবার চেষ্টা চালাই।
দৈনিক জয়ঢাক
হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস আবিষ্কর্তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে
পঙ্কা ওর ক্রিকেট ব্যাট খুইয়েছে, কারণ ওটা ফেকুবাবু বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু ওটা উদ্ধার করে ওকে ফিরিয়ে দিতে পারলে ও নিশ্চয় পুরস্কার দেবে।
হ্যাঁ, হাঁদা।
দ্যাখ্, পঙ্কা! ফেকুবাবুর বাগানে ঐযে তোর ব্যাট। এবার আমার কুকুর ট্যাঁপা ওটা নিয়ে আসবে।
আমি আশা করি ও ওটা পারবে হাঁদা।
নজর রাখ্! ঐ ফেকুবাবু আসছে! দৌড়ো ট্যাঁপা!
গরর! ব্যাটটা ফেলে দে।
অ্যাইয়ো! হতচ্ছাড়া জন্তুটা আমার ফুলের টব চুরমার করে দিলো।
ও ব্যাটটা ফেলে গেছে! তবে এটা ফিরে পেতে ওরা এতো কষ্ট করছে তখন সময় নষ্ট না করে এটা ওদের দিয়ে দি!
এই নে তোদের ব্যাট!
আর অভিযোগ করতে পারবি না, পঙ্কা। আমি নিশ্চিতভাবে তোর জন্যে তোর ব্যাট ফিরিয়ে এনেছি!
ওফ্স্!
এদিকে আর কারোর হারানো জিনিস নেই।
বাঁচা গেলো!



তা বললে চলবে কেন। ঘটনা তৈরি করে নিতে হবে। এইতো আমি যদি এই কাঠের গাড়িটার চাকার সামনে থেকে এই ইঁটটা সরিয়ে নি তাহলে কি হবে?...
ইরক! আমাদের গাড়িটা ছুটে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়লো!
ওটাকে থামা!
দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তোদের গাড়ি হয়তো এই মুহূর্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি ওটা কি করে উদ্ধার করতে হবে-ইয়ে-তবে পারিশ্রমিকের পরিবর্তে
ঠিক আছে... আমরা টাকা দেবো।
আমি কায়দা করে গাড়িটায় হুকটা লাগিয়েছি, কিন্তু ওটা নির্ঘাত কোন পাথরের গোঁজে আটকেছে। এখন ওটাকে টেনে তোলার জন্যে খুব বেশী পেশী-শক্তির দরকার।
তোকে দিয়েই চমৎকার কাজ হবে ঘোটকবাহাদুর! এবারে—ছুট লাগাও!
মরেচে! ব্যাটা ঘোড়া দেখছি নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানেনা! আস্তে যাবি তো! তুই গাড়িটাকে দুটুকরো করে ফেলেছিস!
গরর!
ওহ্, গেলো!
তোর জন্যেই এটা হলো, হাঁদা! তুইই এজন্যে দায়ী!
এখানে হচ্ছেটা কি?
দ্যাখ! একটা পুরোনো বেড়াবার ছড়ি এখানে ভাসছে। এটাও নিশ্চিত ঐ পাথরে আটকে ছিলো।
মরেচে! এযে ফেকুবাবু!
তাজ্জব: আমার শখের বেড়ানো-ছড়িটা! এটা অনেকদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিলো! এখন মনে পড়ছে হাঁদাই এটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।
ও আমাদের গাড়ি চুরমার করে দিয়েছে, তবুও আবার টাকার দাবী করছে!
গরর! ধরলে আমি ওকে খাবি খাইয়ে ছাড়বো! ওর জন্যেই আমার সব টব ভেঙেছে!
অ্যাই, ভোঁদা! ফন্দি খাটিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে পারছিস না?
যে ভাবে তেতে আছে কাছে যেতে পারছি না। তোর উদ্ধারের কোন আশা নেই মাইরি, হাঁদা!



হাঁদা-ভোঁদার
শিকারী কুকুর
ফ্রিজে রাখা এই চিকেনটা দিয়ে আমি আর বচা চমৎকার ভোজ লাগাবো। হাঁদা কোন খোঁজ পাবে না।
মরেচে! কেউ আসছে! চিকেনটা আমি ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দি তারপর একমিনিটের মধ্যেই ওটা সংগ্রহ করে নেবো।
একি! হতচ্ছাড়া কুকুরটা আমার চিকেনটা নিয়ে পালালো।
দারুণ করেছিস, ভন্টা! এটা দিয়ে একক পিকনিক দারুণ জমবে। তোকেও ভাগ দেবো।
আচ্ছা, তাহলে ওটা হাঁদার কুকুর!
পরে
উরফ! আমি একটা অরক্ষিত কেক দেখতে পাচ্ছি!
উলস্! এটা দিয়েই দুর্দান্ত একটা ভোজ হয়ে যাবে!
ঘেউ!
উড়ক! পাজি কুকুরটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে!
কপাৎ!
ইয়োঁপ!



তুই দারুণ কাজ করছিস, ভন্টা! বেশ খাবার শিকার করে আনছিস।
বাহ্! আবার হাঁদা আর ওর কুকুর! ওর এই কুকুর দিয়ে খাবার চোরাই আর থোড়াই বরদাস্ত করবো!
পরে
একটা দুর্দান্ত প্ল্যান পেয়ে গেছি! এক ঢিলে দুজনে ঘায়েল হবে। এই বেকারির ছেলেটার কোমরে মাংস খণ্ডটা আটকে দি।
আমার প্ল্যান কাজ করেছে! মাংসখণ্ডটার দিকে ভন্টার নজর পড়েছে।
ইরক্!
থাম, পাজি বদমায়েশরা!
তুই আজ দারুণ হ্যাটট্রিক করেছিস, ভন্টা! প্রথমে চিকেন, তারপর কেক, এখন রোস্ট করে খাওয়ার জন্যে চমৎকার এক-খণ্ড মাংস!
গেলুম রে!
হিঃ হিঃ! আমি ঐ মাংসখণ্ডে কিছু বিস্ফোরক গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম!
হতচ্ছাড়া বিটলে কুকুর আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।


হাঁদা-ভোঁদার
চালাকির ফল
ভোঁদার এই ভাঙা বিস্কুটগুলো বাইরে গিয়ে ভেটকুটাকে খাইয়ে আয়, হাঁদা!
এই বিস্কুটগুলি ভেটকুটাকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ভালো। আমি নিজেই এগুলি খেয়ে ফেলি!
তারপর
মরেচে! ভোঁদা জলখাবার খেতে আসছে। কি গোগ্রাসে গিলতে পারে! ও সবই খেয়ে নেবে।
কিন্তু আমি জানি! আমি ওকে কিছু ভেল্কির খাবার দেখিয়ে ওর খাওয়া বন্ধ করে দেবো।
প্রথমে আমি আমার কেমিস্ট্রি সেট দিয়ে কিছু গন্ধযুক্ত মিকশ্চার তৈরি করবো।
শিগগিরই
হাতের নাগালে টেবিলের ওপর এক বাটি ক্ষীর রয়েছে! ক্ষীর খেতে আমি খুবই ভালোবাসি।
ইঁয়ারফ্! বিজাতীয় বিকট দুর্গন্ধ!
ধ্যাৎ! আমি এটা ছুঁড়ে ফেলে দিই!
পরে
এটা একটা ভেল্কি আপেল, ভোঁদার জন্যে রাখছি।